বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬)ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিতঅভিসন্দর্ভ

মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬)ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার
পিএইচ.ডি. গবেষক
শিক্ষা বর্ষঃ ২০১০-২০১১
রেজিঃ নং ১১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার কর্তৃক দাখিলকৃত **"বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬)ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য-বিচার"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতে এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দ্যেশ্যে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

(ড.মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬)ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য-বিচার"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভের বিষয় বস্তু পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে আমি অন্য কোথাও কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার)
পিএইচ.ডি. গবেষক
শিক্ষা বর্ষ: ২০১০-২০১১
রেজিঃ নং ১১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬): স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একটি দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফসল। বাংলা ভাষায় ইসলামী ফিক্হ চর্চার উপর গবেষণা একটি সময় ও যুগের চাহিদা। কালের পরিক্রমায় বাংলা ভাষায় ইসলামী বিশেষজ্ঞ, ইসলামী আইনবিদ এবং খ্যাতিমান 'আলিম তৈরী হওয়ায় এ ভাষায় ফিক্হ চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। উক্ত বিষয়ের উপর আমার গবেষণা কর্মের প্রাথমিক পর্যায় শুরু করি ২০০৬ খি. থেকেই। এ জন্য আমার গবেষণাটিকে ২০০৬ খ্রি. পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করি। এর মধ্যে নানা প্রতিকূলতার কারনে গবেষণা কর্মটি পিছিয়ে যায়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গবেষণার অনুমতি লাভের পর নব উদ্যামে এর উপর গবেষণা চালিয়ে যাই। অবশেষে মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় এ কর্মটির সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। সে জন্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশ্ব প্রতিপালক, মহান স্রষ্টা ও বিশ্ব বিধাতা মহান আল্লাহর প্রতি যার অপার করুণায় এ অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারী, ঐক্য ও সংহতির বাহক, শান্তির বার্তা বাহক, ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তক, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী মহানায়ক, মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর প্রতি। যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় মহান আদর্শ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র পিএইচ.ডি. গবেষণার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ স্যারের প্রতি। যার একান্ত সহযোগিতায় এবং দিক নির্দেশনায় এ গবেষণাকর্মটি সফলভাবে সমাপ্ত করতে পেরেছি। তিনি আমার এ গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় অনেকটা ব্যক্তিউদ্যোগেই নির্দেশনা দিয়েছেন। ফলে এ কর্মটি চূড়ান্ত পর্যায় নিয়ে আসতে পেরেছি। আমার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল সারা বাংলাদেশ ব্যাপী। আমার এ গবেষণাকর্মের সহায়তার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, মুফতী এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রধান যারা আমাকে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভিন্ন লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি বিশেষ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি যারা আমাকে বিভিন্ন বই দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি যাঁরা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সরকারি বরিশাল কলেজের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ প্রফেসর এ.কে.এম. মজিবুর রহমান

স্যারের প্রতি। যিনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে আমার প্রাপ্য ছুটি দিয়ে এ গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পিছনে যে শত ব্যস্ততার মাঝেও ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করেছেন সে হলেন আমার সহধর্মিনী উম্মে কুলসুম (উর্মি)। সর্বদাই সে আমাকে গবেষণাকর্মে সুযোগ দিয়েছে। মানসিক, প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা, কম্পিউটার টাইপ এবং প্রুফ দেখার কাজে বেশ সহযোগিতা করায় গবেষণা কর্মটির সমাপ্তির ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক হয়েছে। তাই তার প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি আমার শ্রেদ্ধেয় বড় ভাই মোঃ ইউনুছ আলী হাওলাদারের প্রতি যিনি সর্বদাই আমার গবেষণা কর্মের নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং খোঁজ খবর নিয়েছেন। আমি সফল দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমার বৃদ্ধা মাতার যিনি সর্বদাই আমার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে থাকেন। বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি আমার পিতার প্রতি যিনি ইহকাল ছেড়ে পরকালের দিকে যাত্রা করেছেন। আমার সকল শুভাকাঙ্খী, সহকর্মী এবং বন্ধু মহল যারা আমার এ গবেষণায় বিভিন্ন আঙ্গিকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রবীণতম অধ্যাপক আবদুল মালেক স্যারের প্রতি যিনি আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সর্বপরি কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রতি। মহান আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দানে ধন্য করুন। আমীন।

মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার
পিএইচ.ডি. গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন

আমি আমার অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো অনুসরণ করেছি :

১। আরবী,ফারসী ও ইংরেজি (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অবলম্বন । যেমন-

اَ =আ,a	ج=জ,dj,j	ڑ = ড়,r	ظ =জ,z	م =ম,m
اِ =ই,i	چ =চ,ch	ز =য,z	ع = ‘	ن =ন,n
اُ =উ,u	ح =হ,h	ژ =ঝ,zh	غ=গ,gh	و =ও,w
ب =ব,b	خ =খ,kh	س =স,s	ف =ফ,f	ہ =হ,h
پ =প,p	د =দ,d	ش =শ,sh	ق =ক,k	ء =’
ت =ত,t	ڈ =ড,d	ص =স,s	ك =ক,k	ی =য়,y
ث =ছ,th	ذ =য,dh	ض =দ/য,d	گ =গ,g	ـَ=এ,ে,ay
	ر =র,r	ط =ত,t	ل =ল,l	
যের+ی=ঈ,ী	পেশ+و=উ,ু			

১। অভিসন্দর্ভে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে অনুসৃত প্রতিবর্ণায়নের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

২। পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লেখকের পরিবর্তে সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। ফুট নোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদ আলাদা ক্রমিক নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

৪। ফুট নোট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম, খণ্ড, অনুবাদকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশনার সময়কাল, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে শুধু গ্রন্থকারের নাম, অথবা গ্রন্থের নাম কিংবা শুধু (প্রাগুক্ত) ও (Ibid) ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

ক) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তাঁর নামের সে বানানই লেখা হয়েছে।

খ) যে সব ইংরেজি, আরবী , ফার্সী ও উর্দু শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটি প্রচলিত বানান রূপে পরিগ্রহ করেছে, সেগুলোকে সাধারণতঃ প্রচলিত আকারেই রাখা হয়েছে। যথাঃ আইন, চেয়ার, টেবিল, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, হুকুম, আলেম, মাওলানা, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি।

গ)বাংলা ও হিজরী অব্দগুলোর খ্রিস্টাব্দ নির্ণয় পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১। বঙ্গাব্দের খ্রিষ্টাব্দ পেতে হলে প্রাপ্ত বঙ্গাব্দের সনে ৫৯৩ যোগ করতে হবে।

যেমন:১৪১০ বাংলা +৫৯৩=২০০৩ খ্রি.

(তথ্যসূত্র : ড. মুহাম্মাদ এনামূল হক, মনীষা-মঞ্জুষা, ৩য় খন্ড, মুক্তধারা, ১৯৮৪ খ্রি. পৃঃ ৫০-৫১)

২। ইংরেজি সন থেকে হিজরী সন পেতে ওয়েব সাইট হিজরী কনভার্টার সফটওয়্যার এর ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেতসূচি

খ্রি.	ঃ	খ্রিস্টীয় সন
জ.	ঃ	জন্ম
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
ড.	ঃ	ডক্টর
ডা.	ঃ	ডাক্তার
তা.বি.	ঃ	তারিখ বিহীন
দ্র.	ঃ	দ্রষ্টব্য
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
রা	ঃ	রাদিয়াআল্লাহু আনহু/আনহা
র	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
সং	ঃ	সংস্করণ
সা	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা
হি.	ঃ	হিজরী সন
P.	ঃ	Page
Vol.	ঃ	Volume
Ibid	ঃ	Ibidem
Ed.	ঃ	Edition

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র. i
ঘোষণাপত্র. ii
কৃতজ্ঞতাস্বীকার. . . . . iii-iv
প্রতিবর্ণায়ন. v
সংকেতসূচি. vi

ভূমিকা.. .. . . ১-৫

প্রথম অধ্যায়
ফিক্হ শাস্ত্রের পরিচিতি, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ.. . . . . ৬-৪৬
প্রথম পরিচ্ছেদ. ৮-১৪
ফিক্হ শাস্ত্র পরিচিতি
ফিক্হ শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ. ১৫-২৬
ফিক্হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়
ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব
তৃতীয় পরিচ্ছেদ. ২৭-৪৬
ফিক্হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
প্রথম পর্যায়: রাসুলুলাহ (সঃ) এর যুগ
দ্বিতীয় পর্যায়: সাহাবায়ে কেরামের যুগ
তৃতীয় পর্যায়: সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবে'ঈগণের যুগ
চতুর্থ পর্যায়: ফিক্হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ
পঞ্চম পর্যায়: ফিক্হ সংকলন, সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাকলীদের যুগ
৬ষ্ঠ পর্যায়: খালিস তাকলীদের যুগ

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ৪৭-৬৬
প্রথম পরিচ্ছেদ: ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ৪৮-৫৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ৫৮-৬৬

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ চর্চা ৬৭-১০৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে কুরআন, হাদীস চর্চা ৬৮-৮১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চা ১২০৪-১৯৪৭ খ্রি. ৮২-৯৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা ১৯৪৭-২০০৬ খ্রি. ৯৬-১০৯

চতুর্থ অধ্যায় ১১০-১৫২
বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চায় বিখ্যাত মনীষীবৃন্দঃ জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাভাষায় অনূদিত, রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ১৫৩-২২৩
প্রথম পরিচ্ছেদ : অনূদিত গ্রন্থাবলী ১৫৭-১৮৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রচিত গ্রন্থাবলী ১৮৯-২০৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ২০৫-২২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফিক্হ চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান. ২২৪-৩৫৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : মাদ্রাসা ২৪৪-৩২৩
বরিশাল বিভাগ ২৪৪-২৫৪
খুলনা বিভাগ ২৫৫-২৬১
চট্রগ্রাম বিভাগ ২৬২-২৮৯
ঢাকা বিভাগ ২৯০-৩০৮
রাজশাহী বিভাগ ৩০৯-৩১৪
সিলেট বিভাগ ৩১৫-৩২১
রংপুর বিভাগ ৩২২-৩২৩
দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ :ফিক্হ চর্চায় মাসজিদ ৩২৪-৩৩৮
তৃতীয়পরিচ্ছেদ : ফিক্হ চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩৯-৩৪৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফিক্হ চর্চায় ইসলামী সংস্থা ৩৪৫-৩৫৪
সপ্তম অধ্যায়
ফিক্হ চর্চায় পত্র পত্রিকা ও মিডিয়া ৩৫৫-৩৯৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিক্হ চর্চায় পত্র-পত্রিকা ৩৫৭-৩৭৫
দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ :ফিক্হ চর্চায় (বেতার) রেডিও ৩৭৬-৩৮১
তৃতীয়পরিচ্ছেদ : ফিক্হ চর্চায় টিভি ৩৮২-৩৮৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফিক্হ চর্চায় ইন্টারনেট ৩৮৮-৩৯৮

অষ্টম অধ্যায় ৩৯৯-৪৩৪
বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

উপসংহার ৪৩৫-৪৩৭

গ্রন্থপঞ্জী ৪৩৮-৪৪৮

ভূমিকা

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রচিত একটি সুবিন্যস্ত বিধানই হল ফিক্হ শাস্ত্র। যা মানুষকে একটি উন্নত নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে এবং মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধনে ও মানব কল্যাণে উদ্ধুদ্ধ করে। এটি উন্নত নৈতিক চেতনা ও আখিরাতের জবাবদিহিতার দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে মানুষকে সদা প্রস্তুত রাখে। বিদেশী ভাষায় রচিত এ ফিক্হ শাস্ত্র থেকে সাধারণ বাংলাভাষী মানুষ তেমন উপকৃত হতে পারে না। তাই বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা তথা অনুশীলন, বাংলা ভাষায় রচিত ফিক্হী গ্রন্থগুলো, বাংলা ভাষায় প্রচারিত বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ফিক্হী বিশ্লেষণ থেকে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বেশী উপকৃত হয়।১৯৫২ খ্রি. ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। তখন থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। বাংলা ভাষায় রচিত হয় বিভিন্ন ফিক্হী গ্রন্থ, বাংলায় শিক্ষা দেয়া হয় বিভিন্ন ইসলামী আইন। বিভিন্ন মিডিয়ায় বাংলায়ফিক্হী মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা হয়। তাই বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার সার্বিক চিত্র যদি সর্বশ্রেণী জানত তাহলে এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হতে পারত। সে উদ্দশ্যেকে সামনে রেখেই বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার উপর আমি গবেষণা করি এবং গবেষণার পরিধি রেখেছি ১৯৪৭ খ্রি. থেকে ২০০৬ খ্রি.পর্যন্ত। কেননা ১৯৪৭ খ্রি. দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হয়। তখন থেকে মূলত: ফিক্হ চর্চার একটি নতুন ধাপ সৃষ্টি হয়। ২০০৬ খ্রি. পর্যন্ত সমাপ্ত করেছি এজন্য যে আমার গবেষণা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। সেজন্য আমার পিএইচ.ডি.এর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম করেছি: **"বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা (১৯৪৭-২০০৬)ঃ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য-বিচার"**।

ফিক্হ এমন একটি শাস্ত্র, যার মধ্যে দলিল প্রমাণ দ্বারা নির্গত শরী'আতের কর্ম বিষয়ক বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। মানুষের ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে শরী'আতের বিধিবিধানের আলোচনা পর্যালোচনার স্থান পায় ফিক্হ শাস্ত্রে। এমনকি সন্তানের জন্ম, জন্মকালীন সময়ের পূর্বে ও পরে জনক-জননীর দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়টিও ফিক্হ এর বহির্ভূত নয়। ফিক্হ শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কীয় শরী'আতের বিধানকে গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে দিয়েছে। যথা: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত। এভাবে বর্জনীয় কর্ম-বিধানের মধ্যে রয়েছে হারাম, মাকরূহ তাহরীম ও মাকরূহ তানযীহ। গ্রহণ ও বর্জনের গুরুত্বের তারতম্য অনুযায়ী শরী'আতের বিধানের শ্রেণী বিন্যাস ফিক্হ শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফসল। এতে করণীয় ও বর্জনীয় কাজটির প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট প্রত্যয় জন্মে এবং কাজটি করা বা বর্জন করার মানসিক প্রত্যয়ের সংমিশ্রন ব্যাঙময় হয়ে ওঠে। সাহাবা-ই- কিরামের জন্য করণীয় বা বর্জনীয় কাজগুলোর প্রকৃতি অনুযায়ী তারতম্য নির্ণয় করার জন্য কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না্ কারণ তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন । তাই কুরআন-সুন্নাহর আইনের গতি প্রকৃতি ও বর্জন-গ্রহণের তারতম্য সম্পর্কে তাঁরা সম্যক অবহিত ছিলেন। তাবি'ঈদেরও ফিক্হ উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও শ্রেণী বিন্যাসের তেমন একটি প্রয়োজন ছিল না কারণ তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর গতিবিধি ও পরিবেশ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবি'ঈদের পরবর্তী যুগে মুসলমানদের জন্য ফিক্হ এর আবশ্যকতা ও সুফল অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

সাহাবা-ই-কিরাম ও তাবিঈদেরও যে সম্পূর্ণরূপে ফিক্হের প্রয়োজন ছিল না তা জোর দিয়ে বলা যায় না। স্বয়ং রাসুলে কারীম (সা) এর জীবদ্দশায়ও দূর দূরান্তের কোন কোন সাহাবীকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দিতে হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নিজের বিচার-বুদ্ধির আলোকে। খোলাফা-ই-রাশেদীনের খিলাফত পরিচালনা কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি তাদের স্ব স্ব রায়, ইজতিহাদ ও পারস্পরিক পরামর্শ অবশ্যই অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। রাসুল (সা)এর ইন্তিকালের পর কে খলীফা হবেন সে বিষয় কুরআন-

হাদীসের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। সাহাবীদের ইজতিহাদ ও ইজমার মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। এভাবে তাঁদের যুগের বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যায়, যা পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত ফিক্‌হ-এর গোড়াপত্তন করে।

আব্বাসীয় শাসন আমলে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চা জোরদার হয়। এ সময় মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, সিরিয়া, মিসরসহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কুর'আন সুন্নাহ থেকে পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন প্রণয়নের প্রতিযোগিতা চলে। আইন রচনায় ব্যাপৃত এসব ফকীহ প্রধানত কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করতেন। এ ছাড়া তাঁরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইজমা ও কিয়াস থেকেও তাঁদের মতকে শক্তিশালী করে তুলতেন। ইরাকের ফকীহগণ স্বীয় রায় বা যুক্তিবাদকে প্রধান্য দিতেন। আবার মদিনার ফকীহরা মদিনাবাসীদের আমলকে প্রধান্য দিতেন। এভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন তাঁদের মধ্যে বেশকিছু মাসআলায় মতবিরোধ হয়। এ ফকীহদের অক্লান্ত সাধনার বদৌলতে সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণয়ন সম্ভব হয়। উল্লিখিত ফকীহদের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন চার জন। যথা: ১। ইমাম আবু হানিফা (র.)৮০হি/৬৯৯খ্রি.- ১৫০ হি./৭৬৭ খ্রি. ২। ইমাম মালিক (র) (৯৩ হি.--১৭৯হি./৭৯৫ খ্রি.) ৩। ইমাম শাফি'ঈ (র) ১৫০হি./৭৬৭ খ্রি.--২০৪ হি./৮১৯ খ্রি.), ৪। ইমাম আহমদ (র) ১৬৪ খ্রি./৭৭১ খ্রি.-- ২৪১হি./৮৫৮ খ্রি.)

ফিক্‌হশাস্ত্র মূল চারটি উৎস থেকে উৎসারিত। আর তা হল: কুর'আন মাজীদ, হাদীস শরীফ, ইজমা এবং কিয়াস। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করার জন্য, সমস্যা সমাধানের অভিন্ন রীতি পদ্ধতি অবলম্বনের উদ্দেশ্যে এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের সফল বাস্তবায়ন এবং হেফাজতের জন্য ফিক্‌হশাস্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক অবকাঠামো, সংকলন ও সম্পাদনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এ গুরুত্বপূর্ণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করেছি। যেহেতু অভিসন্দর্ভটির মূল বিষয়ই হল 'বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা'। এ ভাষায় লিখা হলে সর্বশ্রেণীর পাঠক সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবেন বিধায় এটি আমি বাংলায় লিখেছি। অভিসন্দর্ভটিকে আটটি অধ্যায় বিভক্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম নির্ধারণ করেছি এবং কোন কোন অধ্যায়ের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে'**ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'**। এ অধ্যায়টিকে ৩ পরিচ্ছেদের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হল:

প্রথম পরিচ্ছেদ: ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতিএবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ - যেহেতু ফিক্‌হ চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে স্বাভাবিক ভাবেই ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি, উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন সে জন্য প্রথমেই এ অধ্যায়টি সংযোজন করেছি। এ অধ্যায়ে ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি, ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব, উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ফিক্‌হ শাস্ত্রকে ৬টি স্তরে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। স্তরগুলো হল:

প্রথম স্তর: রাসুলুলাহ (সঃ) এর যুগ

দ্বিতীয় স্তর: সাহাবা-ই- কেরামের যুগ

তৃতীয় স্তর: সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবে'ঈগণের যুগ যুগ।

চতুর্থ স্তর: ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ

পঞ্চম স্তর: ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাকলীদের যুগ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠস্তর: খালিস তাকলীদের যুগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **'ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।** এ অধ্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশে কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটেছে, কারা তখন ইসলাম প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফিক্‌হ চর্চার বিষয়টি এ দেশে ইসলাম আগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা ইসলাম আগমন না ঘটলে ফিক্‌হ চর্চার প্রশ্নই আসত না। তাই অত্র অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়টির উপর আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ অধ্যায়ের অধীনে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথমপরিচ্ছেদে রয়েছে-ভারতবর্ষে ইসলাম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কিত আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম রাখা হয়েছে-**বাংলাদেশে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চা**।এ অধ্যায়ে ৩টি পরিচ্ছেদের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে । ১ম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে কুরআন হাদীস চর্চার একটি সামগ্রিক আলোচনা, ২য় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে হাদীস চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং ৩য় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে ১২০৪ খ্রি. থেকে ১৯৪৭ খ্রি.পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে ফিক্‌হ চর্চার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম করা হয়েছে**'বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চায় বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ: জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা'**।এ অধ্যায় ৪৭ জন বিখ্যাত মনীষী যারা বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসারে এবং অনুশীলনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এছাড়াও অনেক ইসলামী প্রতিভাবন ব্যক্তি যারা ইসলামী আইন চর্চায় সমাজের নানা আঙ্গিকে অবদান রাখছেনঅত্র থিসিসের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার কারনে তাদের জীবনী উল্লেখ করা হয়নি। অত্র অভিসন্দর্ভে আলোচিত মনীষীগণ স্ব স্ব অবস্থানে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত।

পঞ্চম অধ্যায়ে**'বাংলাভাষায় অনূদিত, রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ'** শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।এ অধ্যায়ে মোট ৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে অনূদিত গ্রন্থাবলী, ২য় পরিচ্ছেদে-রচিত গ্রন্থাবলী এবং ৩য় পরিচ্ছেদে সম্পাদিত গ্রন্থাবলী এর উপর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় যে সমস্ত ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে অর্থাৎ আরবী অথবা উর্দূ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে সে সমস্ত গ্রন্থের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও যে সমস্ত গ্রন্থ এ বিষয়ের উপর রচিত হয়েছে এবং সম্পাদিত হয়েছে সে সমস্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে অনূদিত ৬৮টি বই, রচয়িত ৪০টি বই এবং ৩১ টি সম্পাদিত বইয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে।এ গ্রন্থগুলো বর্ণনার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে বর্ণের ক্রমধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম-**'ফিক্‌হ চর্চায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান'**। এ অধ্যায়কে চারটি পরিচ্ছেদেভাগ করা হয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে রয়েছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাদ্রাসার বর্ণনা। এতে বিভাগওয়ারী অর্থাৎ ৭টি বিভাগের মাদ্রাসার পর্যায়ক্রমে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত: দুটি ধারায় বিভক্ত । এ ক্ষেত্রে আলিয়া ও কওমিয়া মাদ্রাসার বর্ণনা আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভাগওয়ারী মাদ্রাসা বর্ণনার ক্ষেত্রে বরিশাল বিভাগের আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসার মধ্যে ১৮টি মাদ্রাসার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। খুলনা বিভাগে ১৩টি মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম বিভাগের ৫০টি মাদ্রাসা, ঢাকা বিভাগের ৩৭টি মাদ্রাসা, রাজশাহী বিভাগে ১৫টি মাদ্রাসা, সিলেট বিভাগের ১৫টি মাদ্রাসা এবং রংপুর বিভাগের ৩টি মাদ্রাসার উপর

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়েছে। মোট **১৫২**টি মাদ্রাসার তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২য় পরিচ্ছেদে রয়েছে- মসজিদ । এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের ৩৬ টি মসজিদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেক বড় বড় মসজিদ রয়েছে যেখানে ব্যপকভাবে ফিক্‌হ চর্চা হয়ে থাকে। ৩য় পরিচ্ছেদে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্‌হ চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়াও স্কুল কলেজগুলোতেও ইসলামী শিক্ষা সিলেবাস অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় সেখানে ফিক্‌হ চর্চা ও অনুশীলন হচ্ছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদে ৪টি সংস্থার উপরে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে **'ফিক্‌হ চর্চায় পত্র পত্রিকা ও মিডিয়া'**শিরোনামেআলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।এ অধ্যায় মোট চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হল পর্যায়ক্রমে পত্র-পত্রিকা, টিভি, রেডিও এবং সর্বশেষ পরিচ্ছেদ হল ইন্টারনেট। এ সকল পরিচ্ছেদে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, টিভি এবং রেডিওর তালিকা দেয়া হয়েছে। এরপর উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকা, টিভি এবং রেডিওর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেগুলোতে বাংলা ভাষায় ইসলামী আহকাম প্রচারিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। ইন্টারনেট অনুচ্ছেদে কিছু ইসলামিক ওয়েব সাইটের ঠিকানা দেয়া হয়েছে যেখানে প্রায়ই ফিক্‌হ বিষয়ক লেখা পাওয়া যায়। এখানে ওয়েব সাইটে দেয়া ২৫৬ টি ইসলামী বইয়ের তালিকা দেয়া হয়েছে যেগুলো ডাউনলোড করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়। বিখ্যাত মুফতীগণের বিভিন্ন মাস'আলা এ সমস্ত ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম- **'বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার'**। এ অধ্যায়ে ফিক্‌হ চর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইনের স্বরূপও বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মোট ২৮টি স্বরূপ ও বেশিষ্ট্য উল্লেখ করে এর উপর কুরআন ও হাদিছ ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষায় বর্তমানে ফিক্‌হ চর্চার বাস্তবরূপ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরিশেষে আমাদের দেশে ফিক্‌হ চর্চার কিছু সমস্যা এবং এ সমস্যা নিরসনের কিছু পরমার্শ এবং অভিমত দেয়া হয়েছে। যেগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা আরও ব্যাপকতর হবে, সাধারণ জনগণ ইসলামী আহকাম বুঝে সে অনুযায়ী আমল করে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

অভিসন্দর্ভের অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে একটি **'উপসংহার'** যুক্ত করা হয়েছে। এতে উক্ত অধ্যায়গুলোর আলোচনা পর্যালোচনা এবং বিবরণের সারাংশ তুলে ধরে হয়েছে। সবশেষে একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটিতে আমি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে পবিত্র আল-কুর'আন, আল-হাদীস বিশেষ করে সিহাহ সাত্তাহর হাদীস সহ অন্যান্য সহীহ ও প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থাবলী, আরবী, উর্দু, ইংরেজি ভাষায় রচিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহ, বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহ এবং সহায়ক অন্যান্য ধর্মীয় প্রমাণ্য গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। অনেক গবেষণা গ্রন্থ ও জার্নাল পাঠ করে প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থা পরিদর্শন করেছি। বিভিন্ন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, মুফতী এবং বিশিষ্ট 'আলিমদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেছি। কিছু কিছু তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করেছি।

বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষাভাষীদের অনেকেই বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা তেমন বুঝতে পারে না । ইসলামী শরী'আতের উপর জীবন পরিচালনার

জন্য ইসলামী আইন বা ফিক্‌হ বুঝার কোন বিকল্প নেই । তাই অত্র উপমহাদেশের প্রখ্যাত বরেণ্য আলেমগণ বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন এবং ইসলামী আইন কানুন বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কি পরিমান চর্চা হয়েছে তা অনেকেরই নিকট অজানা । ১৯৪৭ সালের পর থেকে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক বরেণ্য ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবদান রেখেছেন। বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার অতীত ও বর্তমান অবস্থা আমাদের অনেকের নিকট এখনও অজানা। তাই বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা বিষয়টির উপর গবেষণা যুগের চাহিদা। এ অভিসন্দর্ভটি থেকে অনেক অনুদঘটিত তত্ত্ব বেরিয়ে আসবে এবং এর দ্বারা সমাজ অনেক উপকৃত হবে। আমি বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণাকর্মটি জ্ঞানের জগতে একটি নতুন সংযোজন হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের তথা বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দ্বারা উপকৃত হবার তাওফীক দান করুন। আমীন।

و صل الله على سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচিতি, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ শাস্ত্র পরিচিতি
ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়
ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পর্যায়ঃ রাসুলুলাহ (সঃ) এর যুগ
দ্বিতীয় পর্যায়ঃ সাহাবায়ে কেরামের যুগ
তৃতীয় পর্যায় : সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবে'ঈগণের যুগ যুগ।
চতুর্থ পর্যায়ঃ ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ
পঞ্চম পর্যায়ঃ ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতা ও তাকলীদের যুগ
ষষ্ঠ পর্যায়ঃ খালিস তাকলীদের যুগ

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্হ শাস্ত্রের পরিচিতি, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। প্রেরণের এ ধারায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)।[১] তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের দিশারী, বিশ্ববাসীর জন্য এক রহমতের প্রতীক। একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থাসহ তিনি আগমন করেছেন এ ধরাধামে। পরিপূর্ণ এ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। যেখানে মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তির সামগ্রীক জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান, যে কোন নির্দেশনা স্বয়ং রাসুল (সা) প্রদান করতেন। এ যুগে আরবের সামাজিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাধাসিধা ও সরল। প্রয়োজন ছিল সীমিত। সমস্যা সমাধান ছিল সীমাবদ্ধ। তাই তাদের সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সর্বযুগের সমোপযোগী ও সর্বসাধারণের বোধগম্য করে সম্পাদনা করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। পরবর্তী পর্যায় সাহাবা ও তাবেয়ীদেও যুগে ইসলামের আলোকরশ্মি সারা বিশ্বে ছড়ায়ে পড়ে। মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসে। নতুন-নতুন সভ্যতা ও সাংস্কৃতির সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। মুসলিম সমাজে নতুন-নতুন সমস্যা দানা বেঁধে উঠে। এমনি এক বিপর্যায় কবলিত যুগ সন্ধিক্ষণে তাবেয়ীদের যুগের শেষের দিকে একদল সত্যপন্থী আ'লিম সম্প্রদায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন একটি সার্বজনীন আইন শাস্ত্র সম্পাদনায় হাত দেন যা সকল স্থান কাল ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য, সকল অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সক্ষম, এর পূর্ণাঙ্গ রূপই আজ ফিক্হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপর নামই 'ইলমি ফিক্হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র। এ শাস্ত্রকে 'ইলমি আহকাম, 'ইলমি ফার'উ, 'ইলমি ফাতওয়া ও 'ইলমি আখেরাত বলা হয়। ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যায়ন ব্যতিরেকে কুরআ'ন ও সুন্নাহ মাফিক জীবন চলা প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব অত্যাধিক। নিম্নে ফিক্হ শাস্ত্রের পরিচিতি, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

---

১. বিশ্বমানবতার মুক্তির কাণ্ডারী মহানবী (সা) হলেন সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বশেষ নবী। তিনি গোটা বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اَلَيْكُمْ جَامِعًا অর্থাৎ বল 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল'। (আল-কুরআনঃ৭:৫৮); সূরা সাবায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَ نذيرا অর্থাৎ আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (আল-কুরআনঃ ৩৪:২৮) অন্যত্র আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু বলেনঃ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। (আল-কুরআনঃ ২১: ১০৭) এ সকল আয়াতাবলী থেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা) সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি এ মানব জাতির সুসংবাদাতা হিসেবে এবং বিশ্ববাসীর রহমত স্বরূপ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন । তাই বুঝা যায় যে, মহানবী (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ অর্থাৎ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আল-কুরআন ৩৩:৪০) এ সকল আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। এর সমর্থনে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্হ শাস্ত্র পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ (تعريف علم الفقه لغة)

ফিকহ্ (فقه) শব্দটি আরবী। এটি باب كرم ও باب سمع এ দুই বাব হতে ব্যবহৃত হয়। باب كرم থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে ফকীহ্ হওয়া। যেমন বলা হয়- قد فقه فقاهة و هو فقيه من قوم فقهاء আর باب سمع থেকে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে জানা, জ্ঞাত হওয়া বা অবহিত হওয়া। যেমন বলা হয়- فقه فقه

***প্রখ্যাত অভিধান বিশারদ আল্লামা আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন মুকাররাম ইব্ন মানযুর আফরীকী আল-মিসরী (র)** বলেন,[২]

الفقه: العلم بالشئ والفهم له . وغلب عل علم الدين لسيادته وشرفه وفضله عل سائر انواع العلم -

অর্থাৎ "ফিক্হ শব্দের (আভিধানিক) অর্থ হল, কোন কিছু সম্বন্ধে জানা ও বুঝা। পরে অন্যান্য ইল্ম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর শার'ঈ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব, ফযীলত ও মহাত্মের কারণে এর ব্যবহার শার'ঈ ইল্মে ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে হতে থাকে।"

***আরবদের পরিভাষায় বলা হয়ঃ**

اوتی فلان فقها فی الدين ای فهما فيها

অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে দীন বিষয়ে অনুধাবনশক্তি দান করা হয়েছে।[৩]

***দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন,**[৪]

فالفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر فِقْهًا عَلِمَ وَفَقُهَ باضم فَقَاهة

"-'ফিক্হ' শব্দের আভিধানিক অর্থ- কোন কিছু অবগত হওয়া। পরবর্তীতে তা শার'ঈ বিষয়াবলী অবগত হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ শব্দটি باب سمع থেকে ব্যবহৃত হলে এর مصدر (ক্রিয়ামূল) হবে فقه । অর্থ সে জেনেছে বা জ্ঞাত হয়েছে। আর باب كرم থেকে ব্যবহৃত হলে এর مصدر হবে فقه فقاهة অর্থ সে ফকীহ হয়েছে।

*** আল্লামা ইব্ন নুজাইম (র) ও তৎপ্রণীত** 'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫]

*** আল ফিকরুস সামী গ্রন্থকার বলেন,**[৬]

الفقه فی اللغة العلم والفهم – قال تعالی: لهم قلوب لا يفقهون بها وفی اعلام الموقعين ان الفقه اخص من الفهم

---

২. ইবনে মানযুর আল আফরিকী আল মিসরী, *লিসানুল 'আরব (لسان العرب)*, ৪র্থ সংস্করণ, খ.১১, বৈরুত ঃ দারু সাদির, ২০০৪, পৃ.২১০

৩. প্রাগুক্ত , পৃ.৫২২

৪. মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন হাসকাফী, *দুররুল মুখতার*, খ.১, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা, তাবি, পৃ. ১১৮

৫. আল্লামা ইবনে নুজাইম, *আল বাহরুর রায়িক*, খ.১, পাকিস্তান:মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, কোয়েটা, তাবি, পৃ.৩

৬. মুহাম্মদ ইকসুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, খ.১, মদীনাহ মুনাওয়ারাহ: আল সাকবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তাবি, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ফিক্‌হ শব্দের শাব্দিক অর্থ কোন কিছু অবগত হওয়া, উপলব্দি করা, অনুধাবন করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,‘তাদের অন্তর রয়েছে। কিন্তু তারা তা অনুধাবন করতে পারে না’। الفقه শব্দটি الفهم শব্দটি থেকে খাস।

***কেউ কেউ বলেন,**

فقه শব্দটি فقاهة এর ওযনে বাবে كرم হতেও ব্যবহৃত হয়। আর বাবে كرم থেকেই فقيه (ফকীহ) পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। فقيه (ফকীহ)-এর অর্থ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ فقيه শব্দ দ্বারা فقه সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তথা ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ উদ্দেশ্য।[৭]

***আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন,**

الفقه حقيقته الشق و الفتح “ফিক্‌হের মমার্থ হচ্ছে বিদীর্ণকরণ ও উম্মোচনকরণ, খোলা। অর্থাৎ দলীলসমূহের আলোকে ইসলামী শরী‘আর আহকামকে স্পষ্ট করা, বর্ণনা করা। যে ভাবে একটি বস্তুকে বের ও প্রকাশ করার জন্য ছেদন করতে হয়, যাতে প্রত্যেকের সামনে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যায়। তেমনি ফিক্‌হে ইসলামীতে শর‘য়ী আহকামকে ভাগ করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরীক্ষা করা হয়।

প্রকৃত পক্ষে ফিক্‌হ (فقه) শব্দের অর্থ কোন বিষয়ে যথার্থ ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা। আর ‘ফকীহ’ এমন ব্যক্তি যিনি ইসলামী জ্ঞান (علم الدين) তথা দীন সম্পর্কে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গভাবে জানেন।[৮] আল-কুরআনে ফিক্‌হ (فقه) প্রয়োগ উক্ত অর্থেই করা হয়েছে। যেমন:

১। قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِمَّا تَقُوْلُ-[৯]

“-তারা বলল, ‘হে শা‘আয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না।

২। وَطَبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ-[১০]

“-এবং তাদের অন্তর মোহর করা হয়েছে; ফলে তারা বুঝতে পারে না।”

৩। وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ
اِنَّه' كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

“-এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[১১]”

৪। وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسَانِىْ – يَفْقَهُوْا قَوْلِى -[১২]

---

[৭]. মাওলানা উবাইদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, খ.১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬, পৃ.৩; আবু সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ.৪-৬

[৮]. মাওলানা উবাইদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৫; মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ.২২-২৪। প্রাথমিক অবস্থায় আখিরাতের জ্ঞান এবং আত্মার সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিপদাপদ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হতো। এ সময় ফকীহ্ বলতে জাগতিক মোহ পরিত্যাগকারী, আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ পোষণকারী, পাপ-তাপ সম্পর্কে সজাগ, ইবাদতে সদামগ্ন এবং মুসলিম সমাজের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণকারী ব্যক্তি বুঝানো হতো। (দ্র. ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র) ও তার ফিক্‌হ চর্চা*, খ.১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ.১০০-১০১)

[৯]. আল-কুরআন, ১১:৯১

[১০]. আল-কুরআন, ৯:৮৭

[১১]. আল-কুরআন, ১৭:৪৪

[১২]. আল-কুরআন, ২০:২৮

Dhaka University Institutional Repository

"-আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"

৫। وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْاهُ -[১৩]

"-কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে।

৬।[১৪] فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ -

"-তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে।"

আল হাদীসে ফিক্‌হ(فقه) শব্দের প্রয়োগ উক্ত অর্থেই করা হয়েছে। যেমন,

১।[১৫] مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِيْ الدِّيْنِ -

"মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ফিক্‌হ তথা গভীর জ্ঞান দান করেন।"

২। রাসুল (সা) বলেন,

النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ خِيَارُهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوا -[১৬]

"সোনা রাজির খনি রাজির ন্যায় মানুষও খনি তুল্য। তাদের মধ্যে জাহালয়্যাত যুগে যারা উত্তম ছিল, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম বলে বিবেচিত হবে, যদি তারা ফিক্‌হ তথা দীনের গভীর জ্ঞান হাসিল করে থাকে।"

৩। اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ - [১৭]

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের ফিক্‌হ দান করুন এবং তাকে কুরআ'নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত 'ইলম দান করুন।"

৪। اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّهُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِيْ الدِّيْنِ فَاِذَا اَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْابِهِمْ خَيْرًا[১৮]

"(আমার পর) লোকজন তোমাদের অনুসরণকারী হবে। আর দিক-দিগন্ত হতে লোকজন দীন বিষয়ে ফিক্‌হ হাসিল করার জন্য তোমাদের নিকট আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিবে।"

৫। রাসুল (সা) আরো বলেন:

رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه

---

[১৩]. আল-কুরআন, ৬:২৫

[১৪]. আল-কুরআন, ৯:১২২

[১৫]. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, খ.১, দেওবন্দ: কুতুবখানা রাশিদিয়্যাহ, ১৫৭৫ হি. পৃ.৬ আলোচ্য হাদীসে فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ (হাদীসের অংশ) ব্যবহার করে ইলমে দীনের সঠিক জ্ঞান দানের কথা বুঝানো হয়েছে। আর علم الفقه (ফিক্‌হ শাস্ত্র) যেহেতু শরী'আতের সঠিক সিদ্ধান্তগুলো মানুষের সম্মুখে পেশ করে তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'ইলমূল ফিক্‌হ তথা ফিক্‌হ শাস্ত্র।

[১৬]. আল্লামা ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব আল উমরী আত-তাবরিযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, দেওবন্দঃ মি'রাজ বুক ডিপো, পৃ.৩২

[১৭]. ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল 'ইলম, পৃ.১৫; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদ*,খ.১, জেদ্দা: মাকতাবাতুল খারাজ, ১৯৯৭, পৃ.৩২৮; বদরে আলম মিরাঠী, *তরজমানুস সুন্নাহ*, খ.৪, লাহোর: ইদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, তাবি, পৃ.২৫৮; *আসারুল ফিকহিল ইসলামী*, খ.১, পৃ. ৮৭, দারুল মা'আরিফ, লাহোর তাবি।

[১৮]. ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ, মিশকাতুল মাছাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

"অনেক সময় ফিক্হ বহনকারী খোদ ফকীহ হয় না। আবার অনেক সময় ফিকহের বাহক এমন কারো কাছে ফিক্হ বহন করে নিয়ে যায় তার চেয়ে অধিকতর সুক্ষ্মদর্শী ফকীহ।"

ففه এর পারিভাষিক অর্থ (تعريـ ـ علم الفقه)ঃ

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় ফিক্হ হচ্ছে, শরী'আত সম্পর্কিত জ্ঞান বা আহকামে শরী'আত (ইসতিম্বাত) করার জ্ঞান। অর্থাৎ বিশদ প্রমাণাদি সহকারে কুরআন,হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে ইসলামী শরী'আতের বিধানসমূহ নির্ধারণের ব্যাপারে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞান লাভ করা। আর এ সূক্ষ্মদর্শন ও জ্ঞানপ্রসূত শরী'আতের বিধানাবলী যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাকে ফিক্হ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন বিধান তথা ইলমূল ফিক্হ বলা হয়।

এভাবেও বলা যায় যে, মানুষের জীবন যাপনের নিয়মাবলী, ব্যবস্থাবলী, 'আইন-কানুন, বিধি-বিধান সংক্রান্ত ওহী ভিত্তিক ও যুক্তি নির্ভর বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানই হচ্ছে ফিক্হ।[১৯]

ফিক্হ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা নানারূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২০] যেমন-

***উসূলবিদ(اصولين) উলামায়ে কেরাম বলেন,**

اَلعِلمُ بِالاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ المَكْتَسَبِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِلِيَّةِ-[২১]

শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্হ বলা হয়।[২২]

***ফিক্হবিদ(فقهاء) উলামায়ে কিরামের মতে,**

حفظ الفروع অর্থাৎ শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুম আহ্কামের সংরক্ষণ করাকে ফিক্হ বলা হয়।[২৩]

---

১৯. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইনতত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৮১, পৃ.১০৮-১২১; ড. হানাফী রাজী, *আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও তাঁর ফিক্হ*, আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৮৮, পৃ.২০১-২০৩; লেখক মন্ডলী, *গবেষণাপত্র সংকলন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার গবেষণা বিভাগ, ২০০৭, পৃ.১৪১

২০. আরবগণ তাদের পরিভাষায় ফিক্হ শব্দটি এর আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করেন। আল-আযহারী বলেন, বনু কিলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট একটি বিষয় বিবৃত করে আমাকে জিজ্ঞেস করে, افقهت "-তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ? "ঈসা ইবনে উমর বলেন, জনৈক বেদুঈন আমাকে বললো: شهدت عليك بالفقه "-আমি তোমার প্রজ্ঞা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি।" প্রাক-ইসলামী যুগে হারিস ইবনে কালাদাহ (মৃ. ৬৩৪ খ্রি.) ছিলেন গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী। ইনি পারস্য সম্রাট কিসরা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একাডেমিতে অধ্যয়নপূর্বক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য طبيب العرب ও গভীর তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য فقيه العرب উপাাধিতে ভূষিত হন। এ যুগে যে সব আরব বেদুঈন গর্ভবর্তী ও অগর্ভবর্তী উটগোলোর মাঝে পার্থক্য বিধান করতে পারতো তাদেরকে فعل فقيه বলা হতো। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্হ শব্দটি প্রাক-ইসলামী যুগ হতেই আরবদের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য ব্যাপক অনুসন্ধান করেও আমরা প্রাচীন আরবী কবিতায় এর ব্যবহার দেখতে পাইনি।
(বিস্তারিত দ্র: ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের, *ইমাম মালেক(র) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৪, পৃ.১৯; ইবন মানুযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২-৫২৩)

২১. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আল ফাসী, *আল ফিকরুস সামী*, পৃ. ৪ ; 'আবদুর ওহাব খাল্লাফ, *'ইলুম উসুলিল ফিক্হ*, কায়রো: পঞ্চম সংস্করন, ১৯৮৩, পৃ,১১; মুহাম্মাদ আমীন শহীদ, *রাদ্দুল মুহতার 'আলা দুররিল মুখতার*, খ.১ দেওবন্দ: মাকতাবায়ে যাকারিয়্যাহ, ১৯৯৬, পৃ.১১৮

২২. এ সংজ্ঞায় বিস্তারিত প্রমাণাদি বলে কুরআন, হাদীস , ইজমা , কিয়াস তথা শরী'আতের দলীল চতুষ্ঠয়কে বুঝানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

***সুফী সাধকদের মতে,**

الجمع بين العلم والعمل

অর্থাৎ ইল্‌ম ও আমলের সমষ্টির নাম ফিক্‌হ।[২৪]

*** হযরত হাসান বসরী (র)** বলেন,

اَلْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِىْ الْاَخِرَةِ الْبَصِيْرُ بِدِيْنِهِ اَلْمُدَاوِمُ عَلى عِبَادَةِ رَبِّهِ [২৫]

"যে ব্যক্তি পরকালমূখী কিন্তু ইহকাল বিমুখ, স্বীয় দীনের প্রতি বসীরত সম্পন্ন অর্থাৎ সতর্ক দ্রষ্টা বা প্রত্যয়ী এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত এমন ব্যক্তিকে ফকীহ বলা হয়।"

*** ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন,**

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا۔ [২৬]

"নফস ও আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয় তা সহ নফ্‌স সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।"

এ সংজ্ঞায় আকীদা বিশ্বাস, তথা আখলাক ও তাসাউফ এবং সালাত, সাওম, বেচা-কেনা ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা 'স্বতন্ত্র' রূপ পরিগ্রহ করে তখন আকাইদ সম্পর্কিত ইলমের নাম হয় 'ইলমূল কালাম'। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত 'ইলমের নাম হয় 'ইলমুত্‌ তাসাউফ' এবং আমলী জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় 'ইলমূল ফিক্‌হ'। [২৭]

*** ইমাম শাফি'ঈ (র.) ফিকহের সংজ্ঞায় বলেনঃ**

اَلْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ الْعَمْلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِلِيَّةِ۔[২৮]

"শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।"

---

২৩. মুহাম্মাদ আমীন শহীদ, *রাদ্দুল মুহাতার*, প্রাগুক্ত. পৃ.১১৯

২৪. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪

২৫. মুহাম্মাদ আমীন শহীদ, *রাদ্দুল মুহতার*, পৃ. ১২৩

২৬. ড.ওয়াহবাতুয যুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, সপ্তম সংস্করণ, খ. ১, পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল হাক্কানিয়া, ২০০৬, পৃ. ২৯; মুহাম্মাদ আলা ইবনুল আলী আল থানবী, *মাওসু'আতু ইস্তিলাহাতিল উসুলিল ইসলামিয়্যাহ* , খ. ১, বৈরুতঃ শিরকাতু খাইয়্যাত, ১৯৯৬ পৃ. ৩০ ; কামালুদ্দীন আহমদ আল বায়াদী, *ইশারাতুল মারাম মিন 'ইরাতিল ইমাম*, কায়রো, ১৯৯৪, পৃ. ২৮-২৯;
مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا কথাগুলোর ব্যাখ্যা তাঁরা এ ভাবে করেছেনঃ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ النفس وما يتضرر به فى الدنيا والاخرة "-যার সাহায্যে নাফ্‌স দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিল করে (مَالَها) আর যার কারনে দুনিয়া ও আখিরাতে নাফ্‌স ক্ষতির সম্মুখীন হয় (ما عليها) ।
ফিক্‌হের উল্লিখিত সংজ্ঞায় কোন 'ইল্‌ম বা 'ইলমের কোন শাখাকে বিশেষিত করা হয়নি,. বরং ভিন্ন এক দৃষ্টিকোন তথা লাভ -লোকসান এর মানদন্ডের প্রেক্ষিতে প্রত্রেকটি উপকারী 'ইলম ও এর শাখাকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষতিকর বিষয়ক এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) 'আকাইদের একটি কিতাব লেখেন এবং তার নাম দেন 'ফিক্‌হে আকবার'। দীর্ঘকাল ফিক্‌হের এ অর্থই প্রচলিত এবং কার্যকর থাকে।
(দ্র. ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯ ; মুহাম্মদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত,ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ.১৭-১৮ ; গাজী শামছুর রহমান, ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ.১-২ ; ড.ওহাবাত আল যুহায়লী, প্রাগুক্ত পৃ.৩০

২৭. ড. যুহায়লী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬; কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, দেওবন্দঃ আশরাফী বুক ডিপো, পৃ. ১৪ ; মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৮. ড. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

Dhaka University Institutional Repository

***বিশিষ্ট দার্শনিক ইবনে খালদুনের (মৃত্যু-৮০৮ হিজরী/১৪০৬ খ্রি.) মতে,**[২৯]

والاباحة وهى متلقاة من الفقه معرفة احكام الله تعالى فى افعل ملمكلفين بالوجوب والحظو والندب والكراهة

الكتاب والسنة ومانصبة الشارع لمعرفتها فى الادلة فاذا إستخرجت الاحكام من تلك الادلة قبل لها فقه-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট অত্যাবশ্যকায় (ফরয, ওয়াজিব) নিষিদ্ধ (হারাম), অনুমোদিত (নদব), অপসন্দনীয় (কারাহাত), বৈধ (ইবাহাত) ইত্যাদি বিষয় আল-কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াহ প্রণেতা কর্তৃক অনুমোদিত প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্ধারিত বিধানাবলীকে ফিক্হ বলে।

***ইমাম আল গাযালী (মৃ:৫০৫/১১১১খ্রি.)(র.) বলেন,**[৩০]

الفقه فى عرف العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين

'আলিমগণের পরিভাষায় ফিক্হ হচ্ছে মানুষের (শার'ঈ বিধান যাদের উপর প্রযোজ্য) সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য শরী'আতের বিধানবলী সংক্রান্ত জ্ঞান।'

***কেউ কেউ বলেন:** اَلفقه مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِىْ الْاِسْلَامِ

ফিক্হ সে সব আহকামের সমষ্টির নাম, যেগুলো ইসলামে বিধিবদ্ধরূপে প্রচলিত রয়েছে।

***আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.) (মৃত্যু ৯১১ হিজরী) বলেন:**

اَلفِقْهُ مَعْقُوْلٌ مِنْ مَنْقُوْلٌ

অর্থাৎ "কুরআ'ন হাদীস হতে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ফিক্হ বলে।"

***মিফতাহুস সা'আদাতের গ্রন্থকার ফিকহের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:**

هُوَعِلْمٌ بَاحِثٌ عَنِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ حَيْثُ اِسْتِنْبَاطِهَا مِنَ الْاَدِلَّةِ التفصليه

ফিক্হ এমন একটি শাস্ত্র, যাতে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ থেকে নিগত শরা'আতের কর্ম (আমল) বিষয়ক শাখা-প্রশাখামূলক বিধানাবলী আলোচনা করা হয়।

মূলত : ইসলামের বিধি-বিধানগুলোর সমষ্টিকে (مجموعة الاحكام) ফিক্হ (فقه) বলা হয়। সত্যপন্থী মুজতাহিদগণ স্বীয় প্রজ্ঞা তথা ইজতিহাদের ভিত্তিতে (চুড়ান্ত গবেষণা) ও একনিষ্ঠভাবে মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে জীবন প্রণালী ও পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন তাই হল 'ইলমূল ফিক্হ' তথা ফিক্হ শাস্ত্র।

যেহেতু সকল মানুষের মধ্যে এরূপ জ্ঞানের শক্তি ও প্রজ্ঞা নেই - যাতে সকলেই কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি শরী'আতের আহকাম, নিয়ম-কানুন জানতে, বুঝতে পারে এবং আইনের শাখা প্রশাখাসমূহ উদ্ভাবন করাতে পারে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি ইসলামের 'আলিমগণের এটি একটি বিরাট অবদান যে, গোটা জাতিকে সে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছেন। তাঁরা ইবাদত-বন্দেগী পারস্পরিক লেন-দেন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে যে শিক্ষা ও নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছিল, সে সবগুলোকে একস্থানে নিজেদের ক্রম বিন্যাসে সাজিয়ে একত্র করেছেন। সেটাই ফিক্হে ইসলামী বা 'ইলমে ফিক্হ। এক কথায় এটা হল ইসলামের আইন শাস্ত্র । ইসলাম যে উন্নত জীবনের বাণী নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছে বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ বিধিই ফিক্হ শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

---

[২৯]. আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালদুন, তারিখ ইবনে খালদুন, খ.১ বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯, পৃ.৩৭২,

[৩০]. আল গাযালী, *আল মুস্তাসফা মিন 'ইলমিল উসুল*, খ.১, করাচী: ইদারাতুল ফরমান ওয়াল 'উলুমূল ইসলামিয়্যাহ, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ফিক্‌হশাস্ত্র কুরআ'ন এবং হাদীস থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকেই উদগঠিত একটি শাস্ত্র। যেখান থেকে শরী'আতের বিস্তারিত বিধি-বিধান খুব সহজে সাধারণ মানুষ জানতে পারে ও বুঝতে পারে। ইমাম শাফি'ঈ (র.) বলেন,[৩১]

اَلفِقْهُ العِلْمُ بِلأحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ العَمَلِيَّةِ المُكْتَسَبِ مِنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

"শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।" সুতরাং এ ফিক্‌হ শাস্ত্রে শরী'আতের বিস্তারিত বিষয়গুলোকে সঠিক ও দলীল প্রমাণাদির মাধ্যমে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয় যাতে মানুষ সেগুলোকে পালন করতে পারে। অতএব, ফিক্‌হ শাস্ত্রে মুল লক্ষ্যই হল, আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার অধিকার সমূহ (حق الله و حق العباد)সম্পর্কে অবগত হয়ে তদানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। আর এ বিষয়গুলো অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমলকরত: আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ এবং ইহলৌকিক[৩২] ও পারলৌকিক[৩৩] কল্যাণ অর্জন করা।[৩৪] মহান আল্লাহর বাণী এবং রাসুলের বাণীর মুল উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিকে সহজ সরল পথ দেখানো। আর ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই হল জাতিকে ইসলামী শরী'আত জানানো এবং তদানুযায়ী আমল করানো। কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই ফিক্‌হ মিলে আছে। দুধের মধ্যে যেমন মাখন মিশে থাকে, তেমনি কুরআন ও হাদীসের মধ্যে ফিক্‌হ মিলে আছে। সুনিপূণ কারিগর যেমন তার সাধনা ও মেহনতের দ্বারা মাখন ও দুধের অস্তিত্ব সকলকে বুঝিয়ে দেয় তেমনিভাবে ফকীহগণও কুরআন ও হাদীসে যে সব বিধি-বিধান অন্তর্নিহিত ছিল দীর্ঘ সাধনা ও গবেষণা করে সেগুলো তাঁরা উম্মতের সামনে বিধিবদ্ধ আকারে ফিক্‌হের নামে পেশ করেছেন।[৩৫] তাই এ বিধি-বিধানগুলো যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে এবং তদানুযায়ী আমল করে ইহকালীন এবং পরকালীন সফলতা অর্জন করতে পারাই ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

---

৩১. ড. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

৩২. ইহলৌকিক সফলতা হল হককুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকারসমূহ এবং হক্কুল্লাহ ইবাদ বা মানবাধিকারসমূহ তথা উভয়বিদ অধিকার সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা। আর উপর যথাযথভাবে আমল করে জীবনে তা প্রতিফলিত ও রূপায়িত এবং বাস্তবায়ন করা।

৩৩. আখিরাতের সফলতা হল জান্নাত লাভ করা এবং আল্লাহর দিদার ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর বিধি-বিধান ও আইন-কানুন সম্বলিত অভিজ্ঞান লাভ করে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করাই হল ফিক্‌হর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ।

৩৪. ড. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

৩৫. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়

ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু বা আলোচ্য বিষয় হল- ইসলামী শরী'আতের আহকাম ও আইনসমূহ (الاحكام الشريعة) অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা গঠিত মানব জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর আইন ও বিধানসমূহ (Laws of Shariat) হল ফিক্‌হ শাস্ত্র।

***কোন কোন ফিক্‌হবিদ বলেন,**

اَفْعَالُ الْمُكَلَّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ التَّكْلِيْفِ

"শরী'আতের বিধি-বিধানে প্রযোজ্য বান্দার কার্যাবলীই ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।"

***'ইলমু উছূলিল ফিক্‌হ গ্রন্থকার বলেন,**

ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে ইসলামী শরী'আহ (الشريعة الاسلامية) এর প্রতিষ্ঠিত আহকাম তথা বিধি-বিধান অনুযায়ী বান্দাহ ও তার জীবনের সামগ্রীক কার্যাবলী। মানুষের ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক, নৈতিক, 'ইবাদত ও মু'আমিলাত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে শার'ঈ বিধান মেনে চলার জন্য চিন্তা-গবেষণা ও অবগত হওয়াই হচ্ছে এ শাস্ত্রের মূল বিবেচ্য বিষয়।[১]

'ইলমূল ফিক্‌হর তাই মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শরী'আতের আহকামসমূহ। শরী'আতের অনুসারী (মুকাল্লাফ (مكلف) তথা বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল নিয়ে আলোচনা। অর্থাৎ বালিগ জ্ঞানবান মানুষের কর্মের স্তর ও ক্ষেত্র নিয়েই যেহেতু ফিক্‌হ শাস্ত্রের মধ্যে আলোচনার করা হয় এবং তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, জায়িজ, হালাল, হারাম, মাকরূহ তাহরীম ও মাকরূহ তানযীহ ইত্যাদি থেকে কোনটির অন্তর্ভূক্ত তা নির্দেশ করা হয়। 'ইলমে ফিক্‌হার আইন-বিধান ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মানব জীবনের একটি দিকই এমন যে আল্লাহর হক তার সৃষ্টির উপর, ব্যাক্তিদের হক অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর ব্যক্তির অধিকার সমাজ-সমষ্টির উপর এবং সমাজের অধিকার ব্যক্তিদের উপর প্রতিফলিত হয়।

***ফিক্‌হাবিদগণের পরিভাষায়-**

এ বিভাগের নাম السِّيَاسِيَّةِ الشَّرْعِيَّة বা শরী'আতভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি। "শুল্ক, 'উশর[২], খারাজ[৩], জিযিয়া, গুপ্ত সম্পদ, খনিজ সম্পদ এবং পতিত ও অনাবাদী জমি চাষ ইত্যাকার অর্থনীতি

---

১. আব্দুল ওহাব, *'ইলমূ উসূলিল ফিক্‌হ (علم اصول الفقه)* পঞ্চদশ সংস্করণ, কায়রো, ১৯৮৩, পৃ.১২-১৩; লেখক মন্ডলী, গবেষণা পত্র সংকলন-১, ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সেপ্টেম্বর, ২০০৭, পৃ. ১৪২

২. 'উশর আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ এক দশমাংশ, দশ ভাগের এক ভাগ। ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়, জমির উৎপন্ন ফসলের যাকাত 'উশর নামে অভিহিত। উশর মুসলমানদের জমির সাথে সংশ্লিষ্ট। মহানবী (সা) বলেন-" যে ফসলকে আকাশের পানি সিক্ত করে, তাতে উশর, আর যাকে বালতি বা রশি ইত্যাদির সাহায্যে সিক্ত করা হয় তাতে উশরের অর্ধেক।"(সহীহ বুখারী)

৩. খারাজ শব্দের আভিধানিক অর্থ ভূমি কর। যে সকল জামির মালিক অমুসলিম, অমুসলিমগণই যে জমি আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলেছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্র যেসব জমি অমুসলিমদের নিকট থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে লাভ করার পর তাদের মতামত নিয়ে তাদেরকে চাষাবাদ করার জন্য হস্তান্তর করে দিয়েছে তা সবই 'খারাজী জমি' হিসেবে স্বীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত বিষয়াদিও এর ভিতরেই শামিল। আদি যুগে ফিক্হশাস্ত্রের পরিধি তথা বিষয়বস্তু ছিল - ক) ইলাহিয়্যাত খ)তরীকত গ) শরী'আত ঘ) মা'রেফাত।

পরবর্তীতে আধুনিক কালে এসে এর অর্থ আরো ব্যাপকতা লাভ করে।[৪] শাস্ত্র হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় ৬ টি বিষয়ই ফিক্হ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়।[৫] তা-হল:

১. ইবাদত (عبادت)

আল্লাহ তা'আলা ও তার বান্দার মধ্যে গভীর সংযোগকারী বিষয় হল ইবাদত।[৬] ফিক্হ শাস্ত্রে ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়গুলো যেমন- কালিমা, নামাজ, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কেননা ইবাদত একটি আবশ্যিক বিষয়। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন: -وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيعبدون

---

৪. শামুছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১-৪ এ সম্পর্কে ড. বুহাইল বলেন, 'আকীদা-বিশ্বাস (اعتقادات) আখলাক-তাছাউফ এবং সালাত, সাওম, বেচা -কেনা ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তভূক্ত রয়েছে। কিন্তু পরবতীকালে যখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে তখন 'আকাইদ সম্পর্কিত 'ইলমের নাম হয় ইলমুল কালাম। আধ্যাত্মিক সম্পর্কিত জ্ঞানের নাম হয় ইলমুত তাছাউফ এবং 'আমল সম্পর্কিত বিধি-বিধানের নাম হয় 'ইলমূল ফিক্হ। (দ্র: ড.ওয়াহাবাতু যুহাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬)

৫. ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফিক্হ (فقه) 'ইলম (علم) ঈমান(ايمان), তাওহীদ (توحيد), হিকমাত (حكمة) প্রভৃতি শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীতে এসব শব্দের অর্থগত পার্থক্য সূচীত হয়। প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থ সমূহে ইলম(علم) ও ফিক্হ (فقه)শব্দ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সময় আল-কুরআন, তাফসীর , মহানবী (স) ও সাহাবীদের হাদীস ও আসার এবং আইন বিষয়ক সিদ্ধান্তের নির্ভুল জ্ঞানকে 'ইলম বলা হতো। পক্ষান্তরে, বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগকে বলা হতো ফিক্হ। এভাবে স্বাধীন বিচার -বিবেচনার মাধ্যমে উদ্ভূত 'রায়' 'ফিক্হ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৯৪ হি./৭১২-১৩ সালে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, 'ফরওয়া ইবনুল যুবায়র, আবু বকর ইবণে 'আবদির রহমান, 'ধালী ইবনে হাসায়ন ইবনে 'ধালী প্রমুখ ফকীহ মৃত্যুবরণ করেন। ফলে এ বছরকে سنة الفقهاء (ফকীহদের সাল) নামে অভিহিত করা হয়। আল -কুরআনে من يؤت الحكمة فقد اوتىخيرا كثيرا অর্থাৎ যাকে হিকমত দান করা হয় সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (২:২৬৯) শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ (মৃ.১০৪হি./৭২২খ্রি.)বলেন: আল-কুরআনে ,আল-'ইলম, আল-ফিক্হ প্রভৃতি আল-হিকমত الحكمة এর অন্তর্ভূক্ত। আব্বাসী খলীফা হারুন-অর রশীদ (মৃ.১৯৩হি/৮০৯) সংশয়াপন্ন মাসা'আলায় ফয়সালা দান اولو الفقه فى دين الله (আল-াহর দ্বীনা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন) শাসনকর্তা হারসামাকে নির্দেশ দেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'ধালিম ও ফকীহ এর মাঝে পার্থক্য বিধান করা হতো। এ যুগে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর جيد الحديث (হাদীস শাস্ত্রে পন্ডিত) এবং ''আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস اعلم و افقه (প্রখ্যাত 'আলিম ও প্রখ্যাত ফকীহ) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পক্ষান্তরে যায়েদ ইবনে সাবিত (মৃ.৪৫/৬৬৫ খ্রি.) فقيه فى الدين (দ্বীন বিষয়ে পন্ডিত) ও عالم فى السنة (সুন্নাহ বিষয়ে পন্ডিত) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (দ্র. আব্দুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিকহ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২-১০৩; আয-যাহাবী শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, *কিতাবু তাযকিরাতিল হুফফ্য*, খ. ২, হায়দারাবাদ: দারিয়াতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৬৮, পৃ.৪১২)

৬. সুন্নী মুসলিমগণের মতে ইসলাম ৫টি রূকন এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহল কালিমা, সালাম, যাকাত, সাওম, হাজ্জ। ঈমান সাধারণত ফিক্হ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয় না। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন এত অধিক যে, পরবর্তীকালে ঈমান 'ইলম কালাম নামে এশটি বিশেষ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। অন্য চারটি আরকানে তাহারাত (পবিত্রতা, ইসমাঈলীগণ একে আর একটি রুকন বলে মনে করে) সহ পাঁচটি ইবাদত নামে কথিত হয়। ঐতিহ্যগত বিন্যাস অনুসারে হাদীস ও ফিক্হ গ্রন্থসমূহে প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতে এ পাঁচটি ইবাদত আলোচিত হয়। অতঃপর থাকে অন্যন্য বিষয় যথা: চুক্তি, দায়ভাগ, বিবাহ ও পারিবারিক আইন, ফৌজদারী ও পশু যবাহ, প্রতিজ্ঞা ও শপথ বিচার পদ্ধতি ও সাক্ষ্য দান দাসমুক্তি প্রভৃতি। শাফি'ঈগণ সাধারণত এ ভাবে ফিক্হী বিষয়সমূহের বিন্যাস করেন। যা হোক সকল বিন্যাস পদ্ধতিই মোটামুটি একই প্রকার এবং দ্বিতীয় শতকের হাদীস বিন্যাস প্রণালীর উপর ন্যাস্ত।(দ্র: সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ.৩৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে।[৭]"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ

"হে মানুষ তোমরা দাসত্ব কর তোমাদের রবের -যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"এ সকল আয়াতে কারীমাগুলো 'ইবাদতের গুরুত্ব বহন করে। তাই ফিক্হ শাস্ত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল 'ইবাদত।

২. মু'আমালাত (مُعَامَلَات)

সামাজিক জীবনের লেনদেন। যেমন, অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন, যা পরস্পর সাহায্য-সহায়তা দান ও যৌথ কাজের জন্য নির্ধারিত । যেমন- বেচা-কেনা, লেন-দেন, ধার কর্জ, আমানত ইত্যাদি।

৩. মুনাকিহাত (مُنَاكَحَاتٌ)

বৈবাহিক বিষয়াদি তথা মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন। যেমন- বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়াত, উত্তারাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকুবাত(عُقُوْبَاتٌ)

অপরাধ ও শাস্তি বিষয়। যেমন- হত্যা, চুরি, যিনা, দুর্নাম-অপবাদ এবং হুদুধ, কিসাস, দিয়াত, ইত্যাদি বিষয়ক আইনকানুন।

৫. মুখাসামাত (مُخَاصَمَاتٌ) : বিচার সংক্রান্ত ইত্যাদি।

৬। হুকুমাত ও খিলাফত (حُكُوْمَاتٌ و خَلَافَتٌ)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদী । যেমন লেন-দেন, সন্ধি ও যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদমর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি। [৮]

অতএব 'ইলমে ফিক্হর এর আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু হল: اَفْعَالُ الْمُكَلِفِيْنَض مِنَ حَيْثُ مُكَلَّيْفِ অর্থাৎ শরী'আতের বিধি-বিধান যার উপর প্রযোজ্য এমন বান্দার কার্যাবলী।

কেননা ফিক্হ শাস্ত্রে বান্দাহর কার্যাবলীর প্রাসঙ্গিক অবস্থার আলোচনা হয়ে থাকে। আর বান্দার কাজ হলঃ ১। 'ইবাদত, ২.মু'আমালাত (লেনদেন) ৩. পারিবারিক , সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী ইত্যাদি । এগুলো আবার ১। ফরজ ওয়াজিব ৩. সুন্নাত ৪. মুবাহ ৫. হালাল ও হারাম ইত্যাদি রূপে বিভক্ত।[৯]

---

[৭]. আলকুরআন, ৫১:৫৬

[৮]. ড. যুহাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২-৪; মুহাম্মাদ তাকী আমীন, *ইসলামী ফিকহে পটভূমি ও বিন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১-৩২।

[৯]. ইসলামী মূল্যায়ন পদ্ধতি শরী'আত কর্তৃক সমস্ত কাজকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হযেছে। এদেরকে আহকামুল খামসা বলা হয়ে থাকে। যথা: ১। ফারয 'আইন (ব্যক্তিগত ফরজ) এবং ফারয কিফায়া (সমষ্টিগত ফরয অর্থাৎ যা মহল্লার সকলের উপর ফরয কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তা পালন করলে সকলের ফরয আদায় হয়।) যথা: মৃতের কাফন-দাফন । নিম্নলিখিত শ্রেণীতেও অনুরূপ বিভাগ অনুসৃত হযেছে। ২। পূণ্যজনক (সুন্নাত) সাধারণ রীতি [এ অর্থে সুন্নাতকে রাসুলে কারীম (সা.)এর সুন্নাত এর সাথে মিশ্রিত করা উচিত হবে না্ তা উসুলুল ফিকহের একটি সুত্র] মানদুব (প্রশংসিত), নাফল বা নাফিলা (ঐচ্ছিক পূণ্যজনক কাজ) একে তাতাউ تطوع বলে। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ না করলে মাস্তি হবে না কিন্তু তা করলে পুরুস্কার যোগ্য হয়। ৩) নিরপেক্ষ (মুবাহ বা মুরাখখাস) অর্থাৎ যে সকল কাজ করা বা না করা সমন্ধে শরী'আতে নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নেই এবং যে সকল কাজের জন্য কোন পূণ্যও নাই, কোন শাস্তি ও নেই ; মুবাহকে আইন বা অনুমতি প্রাপ্ত এবং হালাল (বৈধ) অর্থাৎ যা হারাম নয়। ৪) দূষণীয় (মাকরুহ) অর্থাৎ যে সকল কাজের জন্য কোন নির্ধারিত শাস্তি না থাকলেও তা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থিত নয়। পরবর্তী যুগে মাফি'ঈগণ মাকরূহ শব্দটিকে আর একটি কোমলতার আবার দিয়া খিলাফুল আওলা অর্থাৎ 'উত্তমের ব্যতিক্রম' শব্দ ব্যবহার করেন। তেমনি আওলা (উত্তম) নিরপেক্ষ ও পূণ্যজনক কার্যের মধ্যবর্তী। ৫। নিষিদ্ধ (হারাম) (দ্র. মাওলানা উবাইদুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসায়েল*, পৃ.৫-৬)

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ শাস্ত্রের গুরুত্ব

ফিক্‌হশাস্ত্র মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবন গতিশীল। এ গতিশীল জীবনে ইসলামী শরী'আতের ব্যাপারে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। আর এ জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের জন্য ফিক্‌হ শাস্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। 'ফিক্‌হ' -এর ন্যায় অন্য কোন 'ইলম মুসলমানদের নিকট অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগেই ফিক্‌হকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে ফিক্‌হ শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকেও ইজতিহাদের প্রশিক্ষণ দিতেন।[১০] ফিক্‌হ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইন মানব জাতিকে কল্যণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং চক্রান্ত, স্বার্থপরতা, ধবংস, পতন ও ক্ষতিকর হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে। এ আইন মানুষের যোগ্যতা প্রতিভা বিকাশের পথকে সুগম করে। সর্বপরি এ আইন নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনা থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে। 'ইলমি ফিক্‌হ অনুসরণ ব্যতিত পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না। বিশেষ করে মুসলিম জীবনের ইহকালীন ও পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে ইসলামী আইন মান্য করার উপর। তাই 'ইলমি ফিক্‌হ মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ ও তদানুযায়ী জীবনধারা পরিচালনার দিকনির্দেশক, পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের নিদ্ধারক, সুষ্ঠ ও সংঘবদ্ধ সমাজ গঠনের নির্ভুল মাধ্যম, অত্যাচার-নির্যাতন ও যুলুম প্রতিরোধের হাতিয়ার এবং সার্বজনীন কল্যাণের উৎস।

এ ইসলামী আইন কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। কিন্তু কুরআ'ন-সুন্নাহ থেকে এর বিধি বিধান উদ্ধার করা সর্বসাধারণের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভর। সঙ্গত কারণেই 'ইলমে ফিক্‌হার গুরুত্ব সবার্ধিক।

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা শাহ্ কাশ্মিরী (র.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল । অনুরূপ হাদীস বুঝাও ফিক্‌হার উপর নির্ভরশীল। এ কারণে ওহী নাযিলের কালেই কুরআন মাজীদে ফিক্‌হ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ফিক্‌হ হাসীলের জন্য নবী করীম (সা.) এর সময় ফিক্‌হা শাস্ত্রাকারে ছিল না। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দাশায় এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তখন যে কোন সমাধান মহানবী (সা.) নিজেই দিতেন। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদ নাযিল হত। তাছাড়া ইসলাম সীমীত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে জন্য তখন সুসংবদ্ধ ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। কিন্তু মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর ইসলামের আলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে এবং বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। ফলে নতুন নতুন সমস্যার দেখা দেয়। সমস্য সংকুল মানব জীবন নিত্য নতুন সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। সামাজিক ন্যায়-নীতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বার্থান্বেষী আমীর ওমরাহগণ সুযোগ মত নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। জনগণের উপর অন্যায় উৎপীড়ণ শুরু করে দেয়। এমনি যুগসন্ধিক্ষণে তাবিয়ীদের যুগের শেষভাগে সত্য সন্ধানী আলিমগণের এক জামা'আত কুরআান ও সুন্নাহকে সামনে রেখে ইসলামের আইন বিধান প্রণয়ন করেন। যা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় বিশ্ববাসীর সামনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ নেই। ইসলামী শরী'আতের আহকামগুলো সুবিন্যস্তাকারে উল্লেখ না থাকলে সর্বসাধারণের পক্ষে ইসলামী আইন খুঁজে তা বাস্তবায়ন অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ঘটনা, সমীক্ষা ও পরিবেশ বিশ্লেষণ করে গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে মানব কল্যাণমূলক বিধান প্রস্তুত করা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই বিশ্ববিখ্যাত

---

[১০]. ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানী, *উসুলিল ফিকহিল ইসলামী*, রিযাদঃ আদ দারুল 'ইলমিয়াহ লিল কিতাবিল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

মণীষীগণ ফিক্হ শাস্ত্র সংকলনে এগিয়ে আসেন এবং তাঁরা ফিক্হ শাস্ত্রের একটা বাস্তব রূপ দান করেন। এ ‘ইলমি ফিক্হ এর গুরুত্বের উপর কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াত এবং মহানবী (সা.) এর অনেক হাদীছ রয়েছে। তাছাড়াও ফিক্হশাস্ত্রের উদ্ভাবন ও উৎপত্তির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়।

১। কুরআনুল কারীমে ফিক্হর গুরুত্ব

কুর’আনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন[১১],

لا نفرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِيْ الدِّيْنِ وَلِيَنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحذرون

“তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।”

উপরোক্ত আয়াতে এক দল মানুষকে দীনি বিষয়ে ফিক্হ হাসিল করার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। সে হিসেবেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় ফিকহী মজলিস করতেন এবং তাঁদেরকে ফিকহের তা‘লীম দিতেন।

❖আল্লামা রশীদ রিযা মিসরী (র.) বলেন,

‘ফিক্হ’ শব্দটি কুরআন মাজীদে সর্বমোট বিশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে তন্মেধ্যে উনিশ স্থানে তা গভীর জ্ঞান ও সুক্ষ্ম ‘ইলমের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,[১২]

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْ قَوْلِيْ-

“মূসা বলল, হে আমার প্রাতপালক ! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কম সহজ করে দাও। আমার জিহবার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।”

❖যাদের অন্তরে ফিক্হার জ্ঞান নেই তাদের পরিণতির কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,[১৩]

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا لَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ
لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

“আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করোছ;তাদেরি হৃদয় আছে াকন্তু তদ্বারা তারা ফিক্হ হাসির করে না অর্থাৎ উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে , কিন্তু তদ্দারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শ্রবন করে না; তারা পশুর ন্যায় , বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত । তারাই গাফিল”।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ-[১৪]

“আহা, যদি তারা ফিকহে অধিকারী হতো অর্থাৎ বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতো।”

২। হাদীস শরীফে ফিক্হের গুরুত্ব

***রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,**

---

[১১]. আল-কুরআন, ৯:১২২ ।

[১২]. আল-কুরআন, ২০:২৫-২৮।

[১৩] আল-কুরআন, ৭:১৭৯।

[১৪]. আল-কুরআন, ৯:৮১।

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْن -[১৫]

"মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দীনের ফিক্‌হ তথা গভীর জ্ঞান দান করেন।"

***ফিক্‌হী মাজলিসে ফযীলত বর্ণনা করে তিনি বলেন,**

مَجْلِسُ فِقْه خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً -[১৬]

"ফিক্‌হ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা হাটা ষাট বছরের নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।"

রাসুল (সা.) বলেন,

النَّاسُ مَعَادِنٍ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوا -[১৭]

"সোনা রূপার খান সমূহের ন্যায় মানুষও খান তুল্য। তাদের মধ্যে জাহালিয়্যাত যুগে যারা উত্তম ছিল, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম বলে বিবেচিত হবে, যদি তারা ফিক্‌হ তথা দীনের গভীর জ্ঞান হাসিল করে থাকে।"

রাসুলুল্লাহ (সা.) একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর জন্য দু'আ করে বলছিলেন,

اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ[১৮]

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের ফিক্‌হ দান করুন এবং তাকে কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত 'ইলম দান করুন।"

মহানবী (সা.) আরও বলেন,[১৯]

فَاِذَا اَتَوْكُمْ فِى الدِّيْنِ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَ اَنَّ رِجَالاً يَاْتُوْانَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ ف فَاسْتَوْصَوْبِهِمْ خَيْرًا

"(আমার পর) লোকজন তোমাদের অনুসরণকারী হবে। আর দিক-দিগন্ত হতে লোকজন দ্বীনে বিষয়ে ফিক্‌হ হাসিল করার জন্য তোমাদেও নিকট আসবে। যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দিবে।"

রাসুল(সা.) আরো বলেনঃ

رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه

"অনেক সময় ফিক্‌হ বহনকারী খোদ ফকীহ হয় না। আবার অনেক সময় ফিকহের বাহক এমন কারো কাছে ফিক্‌হ বহন করে নিয়ে যায় তার চেয়ে অধিকতর সুক্ষ্মদর্শী ফকীহ।

তিনি আরও বলেন,

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ-[২০]

---

[১৫]. ইবনে ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬ আলোচ্য হাদীসে فَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْن (হাদীসের অংশ) ব্যবহার করে ইলমে দীনের সঠিক জ্ঞান দানের কথা বুঝানো হয়েছে। আর علم الفقه (ফিক্‌হ শাস্ত্র) যেহেতু শরী'আতের সঠিক সিদ্ধান্তগুলো মানুষের সম্মুখে পেশ করে তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'ইলমুল ফিক্‌হ ' তথা ফিক্‌হ শাস্ত্র।

[১৬]. আসারুল ফিকহিল ইসলামী , লাহোরঃ দারুল মা'আরিফ, পৃ.৮৬

[১৭]. ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ , *মিশকাতুল মাছাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

[১৮]. ইবনে ইসমাঈল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫; আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২৮; মিরাঠী, *তরজমানুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৮; *আসারুল ফিকহিল ইসলামী* পৃ. ৮৭

[১৯]. ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ , *মিশকাতুল মাছাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

Dhaka University Institutional Repository

"একজন ফকীহ (ফিকহবিদ)শয়তানে জন্য হাজার আবিদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষাও ভয়ংকর।"

অপর এক হাদীসে আছে [২১]:

مَا عَبَدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْئٍ اَفْضَلُ مِنْ فِقْهٍ فِيْ دِيْنٍ وَلَفَقِيْهُ وَاحِدٌ اَشَدٌّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ شَيْئٍ عِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ

"বান্দা আল্লাহ তা'আলার যত ইবাদত করে তন্মেধ্যে ফিক্হ ফিদ্দীন তথা দীনি বিষয়ে ফিক্হ ও গভার 'ইলম হাসিল করাই হর সর্বোত্তম ইবাদত। একজন ফকীহ্ শয়তানের জন্য হাজা আবিদ অপেক্ষাও ভয়ংকর। আর প্রত্যেক জিনিষেরই একটি স্তম্ভ রয়েছে । দীন ইসলামের স্তম্ভ হল- ফিক্হ।"

সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে,

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মহান আল্লাহর বাণী كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: كُوْنُوْا حُكَماء علمَاء فقهاء অর্থাৎ তোমরা বিজ্ঞ, আলিম ও ফকীহ হও। [২২]

ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, [২৩] لِكُلِّ شَيئٍ عِمَادٌ وَعِمَادٌ هٰذَاالدِّيْنِ الْفِقْه

"প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি ভিত্তি থাকে, আর এ দীনের (ইসলামের) ভিত্তি হলো 'ইলমুর ফিক্হ (ফিক্হ শাস্ত্র)।

শামী গ্রন্থের ভূমিকা অংশে উল্লেখ আছে যে,

اَنَّ الامة الاسلامية لا حياة لها بدون الفقه اذهو معالم الحلال والحرام[২৪]

"ফিক্হ হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর জীবন, ফিক্হ ব্যতীত এ উম্মাতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা হালাল-হারাম বর্ণনার সুউচ্চ আলামত তথা মিনার হচ্ছে এ ফিক্হ্।"

মসজিদে নববী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সাহাবীগণও ফিক্হা চর্চা করেছেন। হাদীসের কিতাবে এর বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

হাদীস শরীফে আছে,

আহযাব যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ সমাপ্তির পর কতিপয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে) নবী করীম (সা.) বলেছেন, বনী কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের সারাতের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে পৌঁছার পূর্বে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেই বললেন, আমরা এখনই সালাত আদায় করব, কেননা নবী (সা.) এর নিষেধাজ্ঞা অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় সালাতের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট উত্থাপিত হরে তিনি তাদের কোন দলকেই তিরস্কার করেন নি।[২৫]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একদল সাহাবী لا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُ الْعَصْرَ اِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ হাদীসের শব্দের উপর আমল করেছেন। আর অপর একদল সাহাবী উক্ত হুকুম থেকে এর علت(কারণ) বের করে এ কথা বলেছেন যে, নবী করীম (সা.) এর উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য হল, দ্রুত বনী কুরায়যায় পৌঁছে যাওয়া যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্যের

---

২০. ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ , *মিশকাতুল মাছাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

২১. আসারুল ফিকহিল ইসলামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

২২. ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

২৩. আবু বকর আহমদ ইবনে আল-হুসাইন, *বায়হাকী* , শু'আইবুল ঈমান, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি।

২৪. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আবেদীন, শামী, ১ম খন্ড, ভারত : দেওবন্দ, মাকতাবায় যাকারিয়্যা, পৃ.২২

২৫. ইবনে ইসমাঈল বুখারী, সহীহুল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯১

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয় যে, রাস্তায় আসরের সালাতের সময় হলেও সেখানে সালাত আদায করা যাবে না। তাই তাঁরা রাস্তায়ই সালাত আদায় করে নিয়েছেন। অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের দ্বিধাবিভক্তি এবং তাঁদের দু'ভাবে আমল করার সংবাদ নবী করীম (সা.) কে জানানো হলে তিনি যাহিরী হাদীসের উপর আমলকারীদেরকেও কিছু বলেন নি এবং হুকুমে علت ইল্লত বের করে যারা রাস্তায় আসরের সালাত আদায় করেছেন তাঁদেরকেও কিছু বলেননি।

এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) কে ইয়ামেনের গর্ভনর করে সেখানে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন بِمَا تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ؟ "হে মু'আজ ! তুমি কিসের ভিত্তিতে বিবাদ বিসম্বাদের ফয়সালা করবে "? জবাবে তিনি বলেছিলেন : بِكِتَابِ اللهِ কুরআন মাজীদের দ্বারা । নবী করীম (সা.) বললেন: فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি সে ফয়সালাটি কুরআন মাজীদে না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ তাহলে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহর আলোকে ফয়সালা করব। নবী করীম (সা.) পুনারয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি তাতেও না পাও তাহলে? জবাবে তিনি বললেন اَجْتَهِدُ بِرَاىْ তখন আমি আমার রায় এবং ফিক্হ এ দ্বারা ইজতিহাদ করব। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে কোনরূপ তিরস্কার না করে বললেন:

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِهِ بِمَا يَرْضِىْ بِهِ رَسُوْلُهُ

"সকল প্রশংসা ঐ আলণ্ডাহর যিনি তাঁর রাসুলের রাসুর তার প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন যে ব্যাপারে রাসুল সন্তুষ্টি আছেন।"[২৬]

এতেও সাহাবায় কেরামের ফিক্হ চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অপর এক হাদীসে আছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন,

একদা দুজন সাহাবী সফরে বের হরেন। পথিমধ্যে সালাতের সময় হল। তখন তাদের নিকট কোন পানিই ছিল না। তাই তাঁরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকতেই তাঁরা পানিও পেয়েও গেলেন। তখন তাঁদের একজন উযু করে সালাত দোহরিয়ে নিলেন। কিন্তু অপরজন উযুও করলেন না এবং সালাতও দোহরালেন না। অপতঃপর সফর শেষে তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আসলেন এবং ঘটনা সবিস্তারে তাঁকে জানালেন। সব কথা শুনে তিনি "যে ব্যক্তি উযু ও সালাত কিছুই দোহরায় নি তাঁকে বললেন اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ اَجْزَأَتْكَ صَلوتُكَ "তুমি সুন্নাহ মোতবেক কাজ করেছো এবং তোমার আদায়কৃত নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট।" আর যে ব্যক্তি উযু করে তার সালাত দোহরায়ে নিয়েছিলেন তাঁকে তিনি বললেন: لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ "তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।"[২৭]

এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ফিক্হ প্রয়োগ করে যে সাহাবী ইজতিহাদ করেছেন তিনি তাঁকেও কোনরূপ তিরস্কার করেননি। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সব সাহাবী ফিক্হার ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত উমর, হযরত আয়েশা ও হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল, হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত, হযরত আবু মূসা আশ'আরী, হযরত উবায় ইবনে কা'ব, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

---

২৬. আহমদ ইবনে শায়খ আবি সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ (আল্লামা মোল্লাজিউন) , নুরুল আনওয়ার, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ.৩২৪

২৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশয়াছ, *সুনানে আবি দাউদ*, খ.১, ভারত : দারুর ইশ'আত ইসলামিয়্যাহ, কলিকাতা, তাবি।

Dhaka University Institutional Repository

৩। রাসুল (সা.) এর ইন্তেকাল

মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী আহকাম এর যাবতীয় বিষয় তিনি নিজেই সমাধান দিতেন। কোন বিষয়ে নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে ওহীর মাধ্যমে তা বলে দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করে সার্বিক সমাধান দিতেন। তাবিঈ ও তাবে তাবিঈগন সাহাবাদের অনুসরণ করে ফয়সালা দিতেন। তবে তাঁদের সময় কুরআন সুন্নাহর সাথে তাঁদের বুদ্ধি ও বৃত্তি ও অভিজ্ঞান দ্বারাও কিছু নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন। তখন থেকেই ফিক্হ শাস্ত্রাকারে সংকলন হতে শুরু করে।

৪। যুগের নবনব সমস্যা

মানব জীবন গতিশীল । যতই দিন যেতে থাকে মুসলমানদের জীবনে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হতে থাকে। জীবনের জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এব ততই নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। আর এ ধারা ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে। আর এ সকল জবাব ও সমাধান দিতে কেবল কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং গবেষণা, প্রজ্ঞা উদ্ভাবনী অভিজ্ঞানের প্রয়োজন। সাহাবা ও তাবিঈ ও তাদের অনুগামীগণের মধ্যে যাঁরা গুনে গুণান্বিত ছিলেন মুসলিম জগত তাঁদের গবেষণা, ইজতিহাদ ও ফয়সালার উপর নির্ভর করত। তাঁরা কুরআন, সুন্নাহর ও সাহাবাদের সমাধান বহাল রেখে নতুন সমস্যার ব্যাপারে পূর্ব ফয়সালা অনুসরণ করে যথাযোগ্য সমাধান দিতেন।এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যতে আরো যে সকল নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে, সেগুলো সমাধানের মূলনীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে ‘উসুলুল ফিক্হ’ নামক এক নতুন বিজ্ঞানের পত্তন হয়। আর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ও মূলনীতি কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যেই ফিক্হ শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। ফলে বর্তমানে এ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক।

৫। আইন সুসংবদ্ধ করণ

সর্বপরি কুর’আন সুন্নাহর ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হুকুম -আহকাম খুঁজে বের করে সাধারণের পক্ষে আমল করা সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় “ইসলাম একটি দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে এসেছে” - এ ধারণার অপনোদনের লক্ষ্যে আইন-বিধানকে সুসংবদ্ধ করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলেই ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়ে দাড়ায়।

৬। ইসলামী আইনে সহজীকরণ

ইসলামী শরী‘আতের বিধি-বিধানসমূহকে সহজীকরণের ক্ষেত্রে ফিক্হ শাস্ত্রে অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ খুবই প্রয়োজনীয় কারণ, ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্ভব না হলে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা জ্ঞানীজনেরাও কুরআন হাদীসের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা থেকে সেগুলো সন্ধান করে বের করে আমল করতে পারতেন না।

৭। ইসলামী আইনের সুসংহতকরণ

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাংঙ্গ জীবন বিধান, তাই এর একটি স্বতন্ত্র আইন শাস্ত্র থাকা বাঞ্চনীয় । কিন্তু কুরআন ও হাদীসে সে আইনের মূলনীতি ছিল, তবে তা বিধিবদ্ধভাবে ছিল না। ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কাজেই সে সব আইন এব সে আলোকে যুগ জিজ্ঞাসার উপযোগী করে আইনকে শাস্ত্রাকারে সুসংহত রূপ দান করা একান্ত অপরিহার্য ছিল।

৮। ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

ফিক্হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ফলে ইসলামী বিধি-বিধান গণমানুষের চিরকল্যাণময় আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এর উদ্ভব না হলে অন্যান্য মতাদর্শের কাছে ইসলামের আইন

Dhaka University Institutional Repository

বিভ্রান্তিকর বলে মনে হত। কাজেই ইসলামের আইনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণের জন্যও ফিক্হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

৯। নির্ভুল ও যৌক্তিক বিধান প্রণয়ন

ফিক্হ শাস্ত্রের প্রতিটি মাসআলাই কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ফিক্হের মাসআলাগুলো গবেষণা প্রসূত ও ইজমা কিয়াস দ্বারা পরীক্ষিত। এতে ভুল-ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা নেই। কাজেই নির্ভুল ও যৌক্তিক বিধান প্রণয়নের জন্য ফিক্হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১০। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রণয়নে

ইসলামী ফিক্হ হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফিক্হ শাস্ত্রে রয়েছে মানবের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও পৌরজীবনের যাবতীয় আইন-বিধান। সুতরাং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রণয়ন করতে ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব সীমাহীন।

১১। কুরআনের বিপরতমুখী আয়াত

কুরআনুল কারীমের কোন কোন স্থানে বিপরীতমূখী আয়াত রয়েছে। যেমন সূরা বাকারায় উল্লেখ আছে :

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا [২৮]

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় (ইদ্দত) থাকবে।

সূরা আততালাকে উল্লেখ আছে :[২৯] وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

"আর গর্ভবর্তী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত"।

এ আয়াত দুটিতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বৈপরীত্য দেখা যায়। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, যে মহিলার স্বামী মারা যাবে তার ইদ্দতকাল হবে চার মাস দশ দিন। চাই সে গর্ভবর্তী হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, গর্ভবর্তী মহিলার ইদ্দতকাল হল সন্তান প্রসব হওয়ার সময় পর্যন্ত। ফলে উপরোক্ত আয়াত দু'টো থেকে কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা জরুরী । কেননা আল্লাহর কালামে বৈপরীত্য থাকতে পারে না। ফিক্হ শাস্ত্রে এর দলীল ভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক সমাধান দেয়া হয়েছে।

১২। মূলনীতির ব্যাখ্য প্রদান:

কুরআন ও হাদীসে মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিধি-বিধান এতে নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কুরআন ও হাদীসের নামাযের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি কারো নামাযে কোন ভুল হয় অথবা কোন 'আমল ছুটে যায় তাহলে এ কথা বলার কোন উপায় নেই যে, তার উক্ত আমলের পর্যায়টি কী? তার নামায সহীহ্ হয়েছে কি হয় নি এবং কিভাবে এর প্রতিকার করতে হবে। এ জাতীয় বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই, অথচ এ ধরনের সমস্যার সমাধান আবশ্যক।

কুরআনুল কারীমের এক আয়াতে আছে :

فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ [৩০]

---

[২৮]. আল-কুরআন, ২:২৩৪

[২৯]. আল-কুরআন, ৬৫:৪

[৩০]. আল-কুরআন, ৭৩:২০

Dhaka University Institutional Repository

"কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে"।
আর অপর আয়াতে আছে :
وَاِذَا قُرِئَ الْ قُرْاٰنَ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۔ [৩১]
"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়"।

এ দু আয়াতের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাযে ইমাম এবং মুক্তাদী সকলকেই কিরআ'ত পড়তে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের তিলাওয়াত কালে মুক্তাদী চুপ করে শুনবে । নিজে কুরআন তিলাওয়াত করবে না। এ দুই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অপরিহার্য।

১৩। কুরআন ও হাদীসের হুকুমের বাহ্যিক অসঙ্গতির সমাধান

কখনো কখনো কুরআন এবং হাদীসের হুকুমের মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদের রয়েছে:

فَاقْرَؤُوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنَ [৩২]

"কুরআনের যতটুকু পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ করবে"।
অথচ হাদীস শরীফে আছে : [৩৩] لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ۔
"সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সালাত হয়নি"।
কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাতে ফাতিহা পড়া জরুরী নয়। কুরআন মাজীদের যে কোন স্থান থেকে তিলাওয়াত করলেই নামাজ হয়ে যাবে। অথচ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ফাতিহা পাঠ করতেই হবে । সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না। এ দুই নসের মধ্যেও বাহ্যত অসঙ্গিত দেখা যায়। এতদুভয় নসের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক।

১৪। দুই হাদীসের মধ্যে বৈপরিত্যের সমাধান

এমনিভাবে দুই হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত অসঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক হাদীসে আছে,

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . [৩৪]

" সালাতে যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার সালাত হয়নি"।
আর অপর হাদীসে আছে:

مَنْ كَانَ لَهُ' اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَمِ لَهُ'قِرْاءَةُ۔ [৩৫]

"সালাতে যার ইমাম রয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করেছে, ইমামের কির'আত অর্থাৎ তাকে আর ভিন্নভাবে কির'আত পড়তে হবে না"।

এ দু হাদীসের মধ্যেও বাহ্যত বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়। ফিক্‌হ শাস্ত্রে এর যুক্তিভিত্তিক সমাধান দেয়া হয়েছে।

১৫। একাধিক শাব্দিক অর্থের বৈপরিত্যের সমাধান

---

[৩১]. আল-কুরআন ,৭:২০৪
[৩২]. আল-কুরআন, ৭৩:২০
[৩৩]. ওলী উদ্দীন আবু আবদুল্লাহ , *মিশকাতুল মাছাবীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
[৩৪]. প্রাগুক্ত।
[৩৫] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজা*, ভারত: আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদে এবং হাদীস শরীফে একাধিক অর্থবোধক শব্দও বহু ব্যবহৃত হয়েছে যা সামঞ্জস্য বিধানের দাবী রাখে । অন্যথায় আয়াত এবং হাদীসের উপর আমল করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। যেমন কুর'আন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ [৩৬]

"তালকপ্রাপ্ত স্ত্রী তিন কুরূ (قُرُوْءٍ) পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে"। আভিধানিক অর্থে কুরূ (قُرُوْءٍ) শব্দটি ঋতু (حيض) এবং পবিত্রতা (طهر) উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারনে এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, শব্দটি এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই অপিরাহর্য।

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে আছে:

مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُوْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ [৩৭]

"যে ব্যক্তি জমি বর্গা দেয়া থেকে বিরত থাকে না সে যেন আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত থাকে।"

مُخَابَرَةَ অর্থ জমি বর্গা দেয়া । জমি বর্গা দেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন পদ্ধতি নিষিদ্ধ এখানে এর স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। অথচ হাদীসের উপর আমল করতে হলে এর স্পষ্ট বর্ণনার আবশ্যক। ফিক্হ শাস্ত্রই এর বাস্তবভিত্তিক সমাধান দিয়েছে।

আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত সমুদয় জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান না থাকা। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ হতে সরাসরি মাসআলা বের করে তদনুসারে আমল করতে হলে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি কুরআন মাজীদের শানে-নুযুল এবং হাদীসের শানে উরুদ জানতে হবে। জানতে হবে কোনটি খাস কোনটি আম, কোনটি মুজমাল, কোনটি মুফাসসাল, কোনটি মুহকাম, কোনটি মুতাশাবিহ; কোনটি নাসিখ এবং কোনটি মানসুখ ইত্যাকার বিষয়াদি। অন্যথায় মাসআলা উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে না।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুই আয়াত, দুই হাদীস কিংবা এক আয়াত ও এক হাদীসের মধ্যে পরিলক্ষিত বাহ্যিক অসঙ্গতি নিরসন করা এবং সৃষ্ট উদ্ভূত সমস্যার সমাধান অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দিলে ফকীহ্গণ ইসলামী আইন শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে প্রণয়ন করেন ইসলামী আইন শাস্ত্রের এক মহামূল্যবান ভান্ডার যা আজ 'ইলমে ফিক্হ' নামে পরিচিত। তাইতো বলা যায় যে, ফিক্হ শাস্ত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

---

[৩৬]. আল-কুরআন, ২:২২৮

[৩৭]. সুলায়মান ইবনুল আশয়াস, *সুনানে আবু দাউদ*, ঢাকা; কুতুবখানায়ে রাশীদিয়া, পৃ.৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামী অনুশাসনসমূহের পরিপূর্ণ জ্ঞানই হলো 'ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হশাস্ত্র। ইসলামী ফিক্‌হ সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত কোন বিষয় নয়। এর একটা অতীত রয়েছে। আছে একটা বিরাট ঐতিহ্য। কুরআন ও হাদীস থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। তবে নবী করীম (সা.) এবং খুলাফা-ই-রাশিদানের যুগে এ শাস্ত্রের স্বতন্ত্র সত্তা প্রকাশ পায়নি। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাকিদে এটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। আল কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে ফিক্‌হ শাস্ত্র-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাহাবায় কিরাম (রা.) এবং তাবি'ঈন (র.) 'ফিক্‌হ' (فقه) শিক্ষা করা ও অন্যকে শিক্ষা দেয়ার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। হযরত 'উমর (রা.) 'আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম (রা.) কে শুধু 'ইলমুল-ফিক্‌হ' শিক্ষা দেয়ার জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেছিলেন। ইমাম মালিক (র.) নিজ ভাগ্নে আবু বকর (র.) ও ইসমা'ঈল (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, "আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি চাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের লাভবান ও কল্যাণ করুন, তাহলে তোমরা হাদীসের রিওআত কম কর এবং 'ফিক্‌হ' বেশি অর্জন কর"। যুগ যমানার ভিত্তিতে ফিক্‌হের ক্রমবিকাশের ধারাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[১]

১। প্রথম যুগ

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগ (তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরী সন পর্যন্ত)

২। দ্বিতীয় যুগ

কিবারে (كبار) সাহাবায়ে কিরামের যুগ। এ যুগ খোলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তি লগ্নে এসে শেষ হয়েছে।

৩। তৃতীয় যুগ

সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবিঈনে কিরামের যুগ। এ যুগ খুলাফায়ে রাশিদীনের সমাপ্তিকালের পর থেকে শুরু হয়ে হিজরী প্রথম শতকের শেষ সময় পর্যন্ত অথবা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪। চতুর্থ যুগ

ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদন ও ইজতিহাদের যুগ এবং 'ইলমে ফিক্‌হ স্বতন্ত্র এক 'ইলম রূপ পরিগ্রহ করার যুগ। এ যুগেই ঐ সমস্ত মহান ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরা পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন যাঁদের অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য কীর্তি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে আসছে ও থাকবে। এ যুগে তাঁদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও এ পৃথিবীতে এসে ফিক্‌হ জগতে আলোড়ণ সৃষ্টিকারী এক অনন্য খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এ যুগ তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। অথবা চতুর্থ শতাব্দীর অর্ধকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

---

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৫। পঞ্চম যুগ

ফিক্‌হ সংকলনের ও সম্পাদনের পূর্ণাঙ্গতার ও তাকলীদের যুগ এবং 'ইলমে ফিক্‌হ মুনাযারার বিষয়ে পরিণত হওয়ার যুগ। আইম্মায়ে মুজতাহীদিন কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যে সব মাস'আলা মাসাইলের উদ্ভাবন করেছিলেন এ যুগে এসে সে সব মাসাইলের তাহকীক (تحقيق) ও তাফতীশ (تفتيش) এর ব্যাপারে মুনাযারা এবং বাহাস-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। সর্বোপরি এ যুগে সংকলিত হয়েছিল ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর আলোড়ণ সৃষ্টিকারী বহু গ্রন্থ রাজী। আব্বাসী খিলাফতের যবনিকাপাত হওয়া এবং বাগদাদে তাদের লোমহর্ষক আক্রমণ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এ যুগের বিস্তৃতি। অবশ্য এ সময়ের পরও মিসরে এ যুগের কিছুটা বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়।

৬। **ষষ্ঠ যুগ**

এ যুগ খালিস তাকলীদের যুগ। সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত এ যুগে ইজতিহাস করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট লোক সকলেরই ইমামগণের তাকলীদ করতে হয়। এ অবস্থা এখনও অব্যহত রয়েছে।[২]

১ম পর্যায়ঃ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগ

(নবুওয়াত প্রাপ্তি থেকে দশম হিজরী সন পর্যন্ত)

মহানবী (সা.) এর নবুয়্যতকালীন সময় হচ্ছে এ যুগের পরিব্যাপ্তি। এ সময় ফিক্‌হ (فقه) এর উম্মেষ ঘটে এবং স্বীয় অবকাঠামোতে আত্মপ্রকাশ করে।[৩]
এ যুগটিকে দু'ভাবে ভাগে বিভক্তঃ

---

২. শায়খ মুহাম্মদ খিযরী বেগ মিসক্কী, *তারীখু তাশরীইল ইসলামী*, প্রফেসর জামি'আ মিসরিয়্যা মিসর, তারীখে ফিকহে ইসলামী ভূমিকা অংশ, করাচী : দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলুভী মুসাফিরখানা, পাকিস্তান, তাবি, পৃ. ১৬-১৭

৩. নবুয়্যতের যুগ (عصر النبوة) এর স্বরূপ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:
এ যুগে মাক্কী (مكى) ও (المدنى) মাদানী এ দু ভাগে বিভক্ত । এ যুগে মহানবী (সা.) দীনি সমস্যার সমাধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওহীর উপর নির্ভর করতেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজে ইজতিহাদ করে ফতওয়া দিতেন। ফলে এ যুগে আল-কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত ফিক্‌হচর্চার অন্য কোন উৎসের দ্বারস্থ হতে হয়নি। মক্কী যুগে মহানবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ আল-কুরআনের অধিকাংশ আয়াত তাওহীদ (التوحيد) রিসালাত (الرسالة) ও আখিতার (الاحرة) বিষয়ে নাযিল হয়। মাদানী যুগে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যক্তিগত (Parsonal) পারিবারিক (Family) ও সামাজিক (Scocial) বিষয় আইন প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। ফলে এ যুগে বিবাহ (النكاح) তালাক (الطلاق), মীরাস (الميرث), মু'আমিলাত (المعاملات), ক্রয় বিক্রয় (البيوع), হুদুধ(الحدود), দীয়াত (الديات) প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন শুরু হয়। এ সময় অবতীর্ণ আল-কুরআনে আয়াতসমূহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের অনেক উপাদান ও বিধান বিদ্যমান। মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ওহীর প্রতীক্ষায় থাকতেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন আয়াত নাযিল হলে তিনি সে মোতাবেক জবাব দিতেন। নতুবা নিজেই ইজতিহাদ করে জবাব দিতেন। অনেক সময় তিনি ইলহামের ভিত্তিতেও জবাব দিতেন। এ যুগ মহানবী (সা.) এর সুন্নাহ ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় মহানবী (সা.) আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা অনুযায়ী মত প্রকাশ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে হিজাজে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নিয়ম ও পরিভাষা প্রচলিত হয়। এ ছাড়াও জমি-জমা, চুক্তিপত্র সম্পাদন, দণ্ডবিধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী যুগে যেসব প্রথা ও নিয়ম প্রচলিত ছিল, মহানবী (সা.) এর কিছু কিছু বহাল রাখেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংযোজন করেন। এভাবে নবুয়্যাত যুগে আল-কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি আরবে প্রচলিত রীতি ও প্রথা ফিক্‌হ চর্চার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। (দ্র. আবদুল কাদের, *ইমাম মালিক (র.) ও তার ফিক্‌হ চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩-১১৪)

Dhaka University Institutional Repository

১। হিজরত পূর্বকাল ২। হিজরতের পরবর্তী কাল

১। হিজরত পূর্বকাল (৬১০ খ্রি.-৬২২ খ্রি.)

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি মক্কা শরীফে প্রথম অহী অবতীর্ণ হওয়া থেকে সূচীত হয়ে মদীনায় হিজরতের পূর্ব-মূহূর্ত পর্যন্ত এ ভাগটি সীমিত। তখন পর্যন্ত ইসলামী সমাজ পুরোমাত্রায় গড়ে উঠেনি এবং ইসলামী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তখন এর প্রয়োজন দেখা দেয়নি। প্রায় তেরটি বছর এ সময় কাল। এ সময় কালে ইসলামী ফিক্‌হ সৃষ্টিতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এ সময়টা ইসলামী দাওয়াত প্রচার, আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধকরণ এবং লোকদের চরিত্র ও নৈতিকতা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অতিবাহিত হয়েছে।

২। হিজরতের পরবর্তী কাল: (৬২২খ্রি.- ৬৩২ খ্রি.)

হিজরত পরবর্তীকাল এর দ্বিতীয় ভাগ। মোট দশটি বছর এ ভাগের মেয়াদকাল। ইসলামী সমাজ কাঠামো গঠন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এ সময়ই সূচিত হয়। তাই এ সময় শরী'আত ভিত্তিক নিয়ম-নীতি ও আইন কানুনের আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন দেখা দেয় তীব্রভাবে। সে সময় যাবতীয় বিষয় রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। 'আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতির মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় ও যথোপুযুক্ত ফাতওয়া, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ওহী (وحى)এর মাধ্যমে রাসুল (সা.) নিজেই সম্পাদন করতেন।[৪]

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে ফিক্‌হী চর্চার বৈশিষ্ট

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে ফিক্‌হ চর্চার ধরণগুলো হল-

প্রথমত: শরী'আত প্রণয়নের দায়িত্ব একমাত্র রাসুল (সা.) এর উপরই ন্যাস্ত ছিল। এতে অন্য কারো কর্তৃত্ব বা অংশগ্রহণ ছিল না।

দ্বিতীয়ত: বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ (ايات الاحكامى) উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কখনো সাহাবীগণের কোন প্রশ্নের জবাবে অথবা কোন উদ্ভূত সমস্যা ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হত।

তৃতীয়ত: ইসলামী শরী'আহ এর যাবতীয় বিধান একবারই সম্পাদিত হয়নি, বরং কুরআন ও সুন্নাহ যে অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়েছে অনুরূপভাবে এটিও কুরআান ও সুন্নাহর ন্যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত হয়েছে।

চতুর্থত: রাসুলের (সা.) সময় শরী'আতের বিধানাবলী (احكام الشريعة) প্রণয়ন পরবর্তীকালে ফকীহগণের ন্যায় ছিল না, বরং মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে বিধানাবলী প্রণীত হয়েছে। আবার কখনো এর 'ইল্লাত (علت) বা কার্যকরণ বর্ণনা রাসুল (সা.) করতেন।[৫]

পঞ্চমত: সে সময় স্বতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণয়নের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

---

৪. মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪-১৮; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী , পৃ.৪০-৪৮

৫. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, ঢাকা: ইসলামমিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশকাল, ডিসেম্বর, ১৯৮৫ খ্রি. পৃ.৬-২০; মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪-১৯; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত: রাসুল (সা.) কর্তৃক সমস্যা সমাধানের এবং উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দানের ব্যাপারে সাহবায়ে কেরামের (রা.) মাঝে কোন সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ ছিল না, তাঁরা রাসুলের (সা.) প্রতি ছিলেন নিঃশর্ত আনুগত্যশীল।

সপ্তমত: রাসুল (সা.) এর সময় ফিক্‌হ এর মূল উৎস ও ভিত্তি ছিল দুটি। একটি হচ্ছে আল-কুরআন এবং অপরটি হল আল-সুন্নাহ। এর এ উৎপত্তি ছিল মূলত: ওহী[৬]

কুরআনুল কারীমে ফিক্‌হী সমাধান

রাসুল কারীম (সা.) এর সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কুরআনুল কারীমের আয়াত নাযীল হয়েছে। কতকগুলো নাযিল করা হয়েছে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ আমল এবং বাতিল চিন্তাভাবনার মূলোৎপটনের নিমিত্তে। কিছু কিছু আয়াত নাযিল করা হয়েছে কারো কারো প্রশ্নের জবাবে আবার কিছু নাযিল করা হয়েছে সাধারণ ঘোষণার নিমিত্তে। যেমন:

ক) ভুল ‘আকীদা মূলোৎপটন

❖ হজ্জ এবং উমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানো (সাঈ) করা ওয়াজিব। এভাবে দৌড়ানোর নিয়ম হযরত ইবরাহীম (আ) এর সময় হতে চলে আসছে । মুশরিক লোকেরা হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদিতে শিরক ও বিদ্‘আতের প্রবর্তন করেছিল। তারা এ পাহাড়দ্বয়ে দেব-মূর্তি স্থাপন করে সাঈর সময়ে এগুলো প্রদক্ষিণ করত। এ কারনে কোন কোন সাহাবী, বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সাঈ করা গুনাহের কাজ বলে মনে করতেন। এ ভুল ‘আকীদার মুলোৎপটনে জন্য আল্লাহ তা‘আলা নাযিল[৭] করেন-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আলণ্ঢাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে কেই কা‘বা গৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এ দুটির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা; সর্বজ্ঞ”।

❖ হজ্জের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা ফরয। তা সত্ত্বেও কুরায়শগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাইরে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুজদালিফা উপত্যকায় ৯ তারিখের উকুফ (অবস্থান) আদায় করত। নিম্নোক্ত আয়াতে এরূপে অহমিকা পরিহার করে সকলের সাথে আরাফায় অবস্থান করে তথা থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوْا اللهَ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- [৮]

“অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেস্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আলণ্ঢাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত অল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ”।

❖ ইয়াহুদীদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের কেউ কেউ ইয়াহুদী ধর্মের কোন কোন কাজ পূর্ববৎ করতে চাইলে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন[৯]:

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِىْ السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

---

৬. মাওলানা ওবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, পৃ.**১৪-১৯** মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীআতের উৎস*, প্রাগুক্ত, ***পৃ,৪০-৪৯*** গাজী শামসুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬-২০

৭. আল-কুরআন, ২:১৫৮

৮. আল-কুরআন, ২:১৯৯

৯. আল-কুরআন, ২:২০৮

Dhaka University Institutional Repository

"হে মুমিনগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুরসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।

উপরোক্ত আয়াত তিনটিতে সমাজে অনুপ্রবিষ্ট ফাসিদ আমল এবং বাতিল আকীদার মূলোৎপটন করে সহীহ্ 'আকীদা এবং বিশুদ্ধ আমলের তা'লীম প্রদান করা হয়েছে।

খ)প্রশ্নের জবাবে আয়াত অবতীর্ণ

সাহাবায় কিরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবেও আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াত নাযিল করেন এবং এর জবাব প্রদান করেন। যেমন-

❖মদ, জুয়া ও ইয়াতীমদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,[১০]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ . وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قَلِ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنَ اللهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ . فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قَلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ فِيْهَا خَيْرٌ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمْ- اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللهُ

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও ; কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ; বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুত আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়"।

❖পবিত্র মাসের যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কিত প্রশ্নঃ

পবিত্র মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা হারাম কিনা এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১১]

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ بِدِ الْحَرَامِ يَسْئَلُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ

"পবিত্র মাসে[১২] যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বল, এ মাসে যুদ্ধ করী ভাষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাঁধা দান করা আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাঁধা দেয়া এবং এর বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়, ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়"।

❖গণীমতের মাল সম্পর্কে

যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সা.) কে প্রশ্ন করলে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,[১৩]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ اللهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَاَطِيْعُوْا اللهَ وَ رَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

---

[১০]. আল-কুরআন, ২:২১৯-২২০

[১১]. আল-কুরআন, ২:২১৭

[১২]. যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম, ও রজব এ চার মাস (الشهر الحرام) পবিত্র মাস । এ চার মাস আরববাসীদের নিকট অতি পবিত্র ছিল বিধায় তারা এ মাসসমূহে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হত না।

[১৩]. আল-কুরআন, ৮:১

Dhaka University Institutional Repository

"লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসুলের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও"।

যেমনিভাবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে অথবা বিশেষ কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হয়েছে এমনিভাবে কোন প্রেক্ষিতে বা জিজ্ঞাসা ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন । কুরআন মজীদের সর্বমোট পাঁচশ আয়াত দ্বারা আহকাম সাব্যাস্ত হয়েছে।[১৪] যেমন : সালাত, সাওম, যাকাত, মু'আমালা, মু'আশারা, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দাওয়াত, জিহাদ, বিবাহ-শাদী, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, বিচার ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াতও নাযিল হয়েছে।[১৫]

গ) কুরআনুল কারীমে ফিক্হী বর্ণনার বৈশিষ্ট্য

কুরআনুল কারীমে যে ফিক্হ বর্ণনা করা হয়েছে এর মধ্যে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে ।

✪ عدم الحرج অর্থাৎ সাধ্যাতীত কোন কাজ মানুষের চাপিয়ে না দেওয়া। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী:[১৬]

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অপর্ণ করেন না যা তার জন্য সাধ্যাতীত"।

আল্লাহর বানী:[১৭] - يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না'।

✪تقليل التكاليف অর্থাৎ তাকলীফ তথা শরী'আতের বাধ্য-বাধকতা হ্রাস করা। এটি মূল عدم الحرج এরই ফলাফল। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে[১৮]:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ . عَفَا اللهُ عَنْهَا.
وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

'হে মুমিনগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করবে না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন আবতারণকালে তোমরা যদি সেব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদির নিকট প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ সে সব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।"

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্বন্ধে তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্জ ফরয হওযার হুকম হলে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাস করলেন যে হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয ? উত্তরে রাসুল (সা.) বলেছিলেন, আমি যদি হ্যা঺ বলি তবে তাই হবে। যে বিষয়ে তোমাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না।

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শরী'আতের তাকলীফ তথা বিধি বিধানকে কমিয়ে রাখা এটাই শরী'আতদাতার উদ্দেশ্য।

---

[১৪]. আল্লামা মোল্লা জিউন, *নুরুল আনওয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[১৫]. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

[১৬]. আল-কুরআন, ২:২৮৬

[১৭]. আল-কুরআন, ২:১৮৫

[১৮]. আল-কুরআন, ৫:১০

Dhaka University Institutional Repository

✪تدريج অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে শরী'আতের বিধানে পূর্ণতা দান করা । বহু বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা এ নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাই। মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদের ব্যাপারে প্রথমে নিম্নের কুরআনুল কারীমের আয়াতটি[১৯] নাযিল করা হয়:

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে । তুমি বল, উভয়ের মধ্যেই পাপ রয়েছে। তবে মানুষের জন্য এতে উপকারও আছে। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। "

অতঃপর মানুষের মধ্যে যখন মদের কুফল সম্পর্কে কিঞ্চিত ধারণার সৃষ্টি হল, তখন আরেকটু অগ্রসর হয়ে নামাজের ওয়াক্তে মদ্যপান নিষিদ্ধ করে ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন[২০]-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ... الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُون

"হে মমিনগণ ! তোমরা মদ্য পানরত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না। যতক্ষণ তোমরা যা বল তা বুঝতে পার"।

দ্বিতীয় নির্দেশটি বাস্তবায়িত হলে এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন:[২১]

... اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্যবস্তু। এগুলো শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর। তাহলে তোমরা সফলকাম হতে পারবে"।

এ আয়াত নাযিলে পর সাহাবায়ে কিরামের অন্তর থেকে মদের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়। তারবিয়্যাতের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে কোন বিধানকে পূর্ণতা দান করার এ নীতিটি এতই ফলপ্রসূ হয়েছে যে, শেষোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের মনে বিপুল আলোড়ণ সৃষ্টি হয়।

হাদীস শরীফে ফিক্‌হী-বিধি বর্ণনা

কুরআনুল কারীমে যেভাবে বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে তেমনি রাসুল (সা.) এর হাদীসেও অসংখ্য বিধিমালা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আহকামের সাথে সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা তিন হাজার।

রাসুলুল্লাহ (সা.) স্থান-কাল ও পাত্রভেদে এবং প্রয়োজন মুতাবিক কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এমন সহজ সরলভাবে বর্ণনা করতেন যে, সাহাবায় কিরামের (রা.) মধ্যে কুরআনের বিধান ও রাসুলের (সা.) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ ছিল না এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব, ভুল বুঝাবুঝি এবং বিরোধের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখা দিত না।[২২]

---

১৯. আল-কুরআন ২:২১৯

২০. আল-কুরআন, ৪:৪৩

২১. আল-কুরআন, ৫:৯০

২২. মুহাম্মদ তাকী আইনী, *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, আব্দুল মান্নান তালিব অনূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ খ্রি., পৃ.৩৩-৩৫; এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) সাধারণত মাসায়েল এবং আহকাম শরীয়াহ সাহাবায়ে কিরামের 'আম ইজতেমায় ইরশাদ করতেন। এককেজন সাহাবী নবী কারীম (সা.) যে তরীকায় ইবাদ করতে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফায়সালা শুনেছেন, তিনি তা আয়ত্ত্ব করে নেন এবং সেভাবে আমল করতে থাকতেন। অতঃপর তিনি নবী করীমের (সা.) এসব বক্তব্য ও আমলকে অবলম্বন করে পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার বিচারে সেগুলোর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করেন। এ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই কাজ করেছিল ঔকান্তিক নিষ্ঠা। এভাবে তাঁরা কোন হুকুমকে নির্ণয় ক্ষেত্রে দার্শনিক দলীল প্রমাণ নয় , বরং তাঁদের মনের প্রশান্তিই ভূমিকা পালন করে। যেমন তোমরা সরল সোজা গ্রাম্য লোকদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছে। তারা অতি সহজে পরস্পরের কথা বুঝে ফেলে। তারা একজন

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপনের সঠিক কর্মপন্থা অনুশীলনে রাসুল (সা.) নিজেই সাহাবায় কিরাম (রা.) এর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলো আঞ্জাম দিয়ে গিয়েছেন। যথা:

১। রাসুল (সা.) কর্তৃক সাহাবায় কিরাম (রা.) কে আল্লাহ তা'আলার কিতাব-কুরআন মাজীদের শিক্ষা দান।

২। সাহাবায় কিরাম (রা.) এর উদ্দেশ্য রাসুল (সা.) কর্তৃক আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান।

৩। তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা চরিত্র সংশোধন। রাসুল (সা.) এর অন্যতম কর্মসূচী ছিল সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর নৈতিক ও আত্মিক সংশোধন করা।[২৩] সাহাবায় কিরামের এর উদ্দেশ্যে রাসুল (সা.) এর শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এমন ছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম যেটুকু তাদের সামনে উপস্থিত হতো, তাঁরা তা হুবুহু মুখস্থ করে নিতেন এবং তদানুযায়ী 'আমল করতেন। তাঁরা রাসুল (সা.) এর বক্তব্যমূলক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ নিজেদের বাস্তব জীবনে প্রশ্নাতীতভাবে অনুশীলন ও অনুসরণ করতেন। রাসুল (সা.) কর্তৃক আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক হিদায়তসমূহকে তাঁরা কাজ-মনোবাক্যে উপলব্ধি করতেন এবং অনুশীলন করতেন।[২৪]

নবী করীম (সা.) এর যুগে ফিক্হী মাসআলা নিয়ে গবেষণা করা হতো না। তাঁর সময় 'ফিক্হ' নামে আলাদা কোন বিষয়ের সংকলন সম্পাদনাও হয়নি।[২৫] বর্তমানে আমাদের ফকীহ্গণ যেমন পৃথকভাবে প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব, মর্যাদা, বিধি-বিধান, শর্তাবলী ও প্রয়োগ-রীতি বর্ণনা করেন, তাঁর (সা.) সময় বিধি-বিধানের বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন চালু ছিল না।[২৬] হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যেমন কোন একটি সমস্যা (মাসআ'লা কল্পনা করে তার উপর গবেষণা (ইজতিহাদ) চালানো হতো; যেসব বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে, সেগুলোর যুক্তিভিত্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা হতো, কিংবা যেসব বিষয়ের সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা যেতে পারে; সেগুলোর সীমা-পরিধি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হতো- এরূপ কোন পদ্ধতি রাসুল (সা.) এর সময় ছিল না।

অপরজন কথার মধ্যকার ইশারা-ইঙ্গিত, উপমা, উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তার বক্তব্য বিষয়কে নিদির্ধায় পরিতুষ্টি সহকারে বুঝে নিতে পারে।

[২৩]. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِیْ الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

[দ্র. আল-কুরআন ৬২:২]

[২৪]. মুহাম্মদ তাকী আমীনী , *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস* , প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫।

[২৫]. গাজী শামছুর রহমান, ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ.৬-২০; মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামী শরীয়াতের উৎস, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০-৪১

মহানবী (সা.) এর যুগে আল-কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় আল-কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখার অনুমতি ছিল না। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি আলী (রা.) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবীকে হাদীস লিখার অনুমতি দেন । এ যুগে সাহাবীগণ সরাসরি আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে জীবন চলার পথ খুঁজে পেতেন বলে 'ফিক্হ' একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিকাশা লাভ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর ওহী নাযিল বন্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভূত সমস্যাবলীতে তাঁর (সা.) কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায় । ফলে আল-কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে ফিক্হশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এ যুগ অনুসৃত নীতিমালা পরবর্তীতে ফিক্হশাস্ত্রের উৎপত্তি বিকাশে অনন্য অবদান রাখে । অবশ্য এ যুগে ফিক্হী পরিভাষা সৃষ্টি হয়নি। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ এ যুগে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত ছিল: ক) 'আকাঈদ(العقائد) খ) আখলাক (الاخلاق) মু'আমালাত(المعاملات) তথা ব্যবহারিক । শেষোক্ত বিষয়টি পরবর্তীতে ফিক্হ শাস্ত্র (العلم الفقه) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। (দ্রঃ আবদুল কাদের , ইমাম মালিক (র.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা , প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪-১১৫)

[২৬]. 'আল্লামা তাকী 'উসমানী, উসুলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিয়ম ছিল এর চেয়ে ভিন্নতর। যেমন- তিনি অযু করতেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তা প্রত্যক্ষ করতেন, তিনি কি নিয়মে অযু করছেন। তারা তাঁর অযু দেখে দেখে তাঁর তরীকায় অযু করতেন। একটি অযুর রুকন, এ অংশ অযুর নফল কিংবা এটা অযুর আদব-এভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি বলতেন না। একইভাবে, তিনি সালাত আদায় করতেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর (সা.) সালাত আদায় করার নিয়ম দেখাতেন। তাঁর সালাত আদায় দেখে তাঁরাও তাঁর তরীকা অনুযায়ী সালাত আদায় করতেন।তিনি হজ্জ পালন করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর হজ্জের রীতি-পদ্ধতি অবলোকন করেন এবং সে অনুযায়ী নিজেরা হজ্জ পালন করতে শুরু করেন। সাধারণত : এটাই ছিল নবী করীম (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি।[২৭] তিনি (সা.) কখনো ব্যাখ্যা করে বলেননি যে, অযুতে চার ফরজ, কিংবা ছয় ফরয।[২৮]

অযু করার সময় কখনো কোন ব্যক্তি যদি অযুর অঙ্গসমূহ পরপর ধৌত না করে তবে তার অযু হবে কি হবে না - এমন কোন ঘটনা আগে থেকে ধরে নিয়ে সে বিষয় অগ্রীম কোন বিধান জারি করা উচিত বলে তিনি কখনো মনে করতেন না। এরূপ ধরে নেয়া এবং অসংঘটিত অবস্থার বিধানের ক্ষেত্রে তিনি তেমন কোন কিছু বলতেন না। অপরদিকে, সাহাবা কিরামের (রা.) অবস্থাও এ ছিল, এ ধরনের ব্যাপারে তারা নবী করীমকে (সা.) খুবই কম প্রশ্ন করতেন।[২৯]

তাই রাসুল (সা.) এর জীবনকালকে ফিক্হী ইজতিহাদের যুগ বলা যায় না। কিন্তু ফিক্হের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় এ অধ্যায়টির উল্লেখ অনবার্য-অপরিহার্য। কেননা ফিকহের কাঠামো গঠনে এটাই ভিত্তিকাল। এখান থেকেই ফিকহের সূচনা। পরবর্তীকালে যে ইসলামী ফিকহের প্রাসাদ রচিত হয়েছে, তার ভিত্তিমূল রয়েছে এ যুগটির বিশেষ অবদান।

---

২৭. এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) তাঁর হুজ্জাতুল বালিগা গ্রন্থে বলেন,

علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه فى زمانه الشريف مدونا ، ولم يكن البحث فى الاحكام يومئذ مثل
البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبيتونبالشى جهدهم الاركان والشرط واداب كل شئ معنازل عن الاحر بدليله اما رسول
الله صلى الله عليه وسلم فكان بئوتا فيرى الصحابة وضوئه. فيأخذون به من غير ان يبين ان هذا ركن و ذالك أدب ولم
يبين ان فروض الوضوء سنة او أربعة .وكذا كان يصلى فيرون صلواته فيصلون كما رأوه يصلى
[দ্র . আল্লামা তাকী ‘উসমানী ,উসুলুল ইফতা, পৃ. ৩২]

২৮. এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) বলেন,
وهكذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أن فروض الوضوء ستة او اربعة ، ولم يفرض أنه يحتمل ان يتوضا انسان بغير موالاة حتى يحكم عليه باصحة او الفساد إلا ما شاء الله وفلما كانوا يسئلونه عن هذه الانشاء(দ্র. উসুলুল ইফতা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২; শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খ.১, পৃ,১৪০)

২৯. শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.), শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.) মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়,আবদুশ শহীদ নাসিম অনূদিত, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৫, পৃ.৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

২য় পর্যায়ঃ সাহাবীদের যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্র
(৬৩৩খ্রি./১১হি.-৪০হি./৬৬২খ্রি.)

রাসুল (সা.) এর ইন্তিকালে পর একাদশ হিজরী সন থেকে এ যুগের সূচনা হয় এবং চল্লিশ হিজরীতে তা শেষ হয়। খিলাফত রাশিদার সময়-কালকে এ যুগের অন্তর্ভূক্ত করা যায়।[৩০] কালক্রমে যখন ইসলামী সাম্রাজ্য বাড়তে লাগল এবং লক্ষ কোটি জনতা ইসলামের পতাকাতরে সমবেত হল, তখন নতুন নতুন সমস্য সৃষ্টি হল । মুসলমানদের জীবন এ সময় বিপুল ও ব্যাপকভাবে সম্প্রাসরণ লাভ করে। জীবনের বহু নবদিগন্ত উদঘটিত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আনেক নবতর প্রশ্ন দেখা দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল, দেশ ও জাতি এবং সংস্কৃতির মানুষের পারস্পরিক জীবন, মুয়ামিলাত, পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজ-সমষ্টির সাথে তাদের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্কের ব্যাপারে অসংখ্য নতুন প্রশ্ন ও নবতর সমস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রূহানী এবং জাগতিক কর্তৃত্বের দায়িত্ব তাঁর সাহাবীগণের উপর স্বাভাবিকভাবেই অর্পিত হয়। সে সময় থেকে ফিক্‌হ ইসলামী 'আইনের এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়।

এ সময় কুরআন মাজীদ কিংবা সুন্নাতে রাসুলে সে সব সমস্যা, প্রশ্ন ও জটিলতা সম্পর্কে কোন পথ নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে এসব সমস্যার সমাধানকল্পে সাহাবাগণ ব্যাপক ইজতিহাদ ও গবেষণা শুরু করেন। এরূপ অবস্থায় ইজতিহাদ করা ছাড়া শরী'আতের অকাট্য স্পষ্ট নিয়ম-নীতি ও বিধানের ভিত্তিতে চিন্তা-গবেষণা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরী'আতের সিদ্ধান্ত জানতে চেষ্টা করা ব্যতীত কোন উপায়ই তাঁদের ছিল না।

এ যুগে ফিকহের মূল উৎস ছিল - কুরআন ও সুন্নাহর সাথে ইজমা' ও কিয়াস।[৩১] তাঁদের যুগে গবেষণা ও কিয়াস প্রয়োগে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শুধু উদ্ভূত ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা তাঁরা মনে করতেন-

---

[৩০]. আল ফিকরুস সামী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭-২৩০; গাজী শামছুর রহমান, ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিত, প্রাগুক্ত, পৃ.৬-২০; আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ, ১ম খন্ড , প্রাগুক্ত, পৃ.২৩-৩২; এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষণীয়:
যেসব মাসাআলায় আল কুরআন ও সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট বিধান নেই, এ যুগে সেসব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয় । এ সময় সাহাবীদরে ফাতওয়াসমূহ ফিক্‌হ চর্চার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক সময় সাহাবীগণ আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রায় প্রয়োগ করে ফতওয়া দিতেন। এ যুদে সংঘঠিত বা উদ্ভুত হয়নি এমন বিষয় সাহাবাগণ ফতওয়া দিতেন না।
(দ্র. ড.আ.ক.ম.আব্দুল কাদের, ইমাম মালেক (র.) ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা পৃ.১১৬)

[৩১]. সাহাবা যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইজমা (الاجماع) শরী'আতের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ যুগে খলীফাগণ অনেক ক্ষেত্রে ফকীহ সাহাবীদের নিকট উদ্ভুত সমস্যবলী পেশ করতেন। সকলের ঐকমত্যের পাশাপাশি কিয়াস (القياس) ও ইসতিসলাহ(الاستصلاح) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হযরত উমর (রা.) তখনকার কাযীকে লিখেন যে, আল-কুরআন ও সুন্নাহর পর আহলি ইলমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (الاجماع)গ্রহণ কর। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ইজতিহাদ কিংবা কিয়াস কর। সাহাবা যুগে আল-কুরআন সম্পূর্ণরূপে এবং হাদীস আংশিকভাবে সংকলন করা হয়। তাছাড়া এ যুগে সাহাবীদের ইজতিহাদী মতামত ও ফতওয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়। সাহাবীগন ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদানে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এ জন্য তাঁদের ফাতওয়াসমূহ বহুধারায় বিভক্ত ছিল অবশ্য তাঁরা অযথা পারস্পরিক বিতর্কে জড়িত না হয়ে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন। এ যুগে ইজতিহাদের আওতা ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মজলিশে শুরার অনুমোদিত হতো বিধায় আইন প্রণয়ন প্রশ্নে সাহাবীদের মাঝে মৌলিক মতভেদ দেখা দেয়নি। সুতরাং বলা যায়, খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলাই আইন ছিল একক ও বিরোধমূক্ত। কিন্তু উমাইয়্যা যুগে সমাজের চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলামী আইনে

Dhaka University Institutional Repository

ক.অতিরিক্ত বিষয় বা যা সংগঠিত হয়নি - এমন বিষয় সম্পর্কে ফাতওয়া (فتوى) প্রদান কালক্ষেপণ মাত্র।

খ. তাঁরা তাকওয়া ও সতর্কতাবশত: ফাতওয়া (فتوى) প্রদানের অতি উৎসাহী ছিলেন না। কারণ ফাতওয়ার ভুল-ভ্রান্ত ও পদস্খলন ঘটতে পারে।

গ. এ সময় ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণ ছিলেন চার খলীফা এবং তাঁদের নিকটবর্তী জলীলুল কদর সাহাবীগণ (রা.)। তাঁরা বেশীর ভাগ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে কি ধরণের সমস্যার উদ্ভব হবে-তার সমাধান দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের ছিল না।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা.) আমলে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা এর সমাধান দিতেন। তাঁর জানা মতে কুরআন ও সুন্নাহতে এর সমাধান না পেলে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করতেন। তাঁদের কেউ কুরআন ও সুন্নাহ হতে এর দলীল উপস্থাপন করতে সক্ষম হলে তিন সে হিসেবে ফত্ওয়া প্রদান করতেন। অন্যথায়, বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্রিত করে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। কোন মাসআলার উপর তাঁদের ঐকমত্য হলে তিনি সে হিসেবে ফাতওয়া দিতেন।[৩২]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) তাঁর আমলে নতুন কোন বিষয়ের সমাধান বা ফাত্ওয়া দিতে গিয়ে প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহ হতে দলীল খুঁজতেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোন দলীল বা বক্তব্য না পেলে তাঁর পূর্বসূরী হযরত আবু বকরের (রা.) ফয়সালা অনুযায়ী ফাত্ওয়া দিতেন। আর তাও সম্ভব না হলে সাহাবা কিরামকে (রা.) একত্রিত করে তাঁদের মতামত জানতে চাইতেন। যখন কোন সিদ্ধান্তের উপর তাঁদের ঐকমত্য হত, তখন তিনি সে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবিক ফয়সালা দিতেন।[৩৩]

তৃতীয় পর্যায় : সিগারে (صغار) সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগ

(৪১ হিজরী থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।)

এ পর্যায়টি ছিল ৪১ হিজরী থেকে শুরু হয়ে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ তথা দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ব্যপৃত। এ সময়কালের মধ্যেই সমস্ত সাহাবী ইন্তিকাল করেন। তবে এ যুগে যেমন অনেক বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী (রা.) বেঁচে ছিলেন, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণের (র.) একটি বিরাট দল বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা ফিক্হ সমৃদ্ধ করেছেন। কিয়াস ভিত্তিক সমাধানের প্রবণতা এ সময় থেকেই শুরু হয়। ফিক্হ সংকলন, বিন্যাস ও গ্রন্থাবদ্ধ করণের যাবতীয় উপাদান এ সময়েই সংগ্রহিত হয়। এ পর্যায়টিকে ফিক্হ বিন্যাস, গ্রন্থনা ও সংস্থাপনের ভিত্তি যুগ বলা যেতে পারে। এ সময় ফিক্হের কোন সুনির্দিষ্ট

কিছুটা বিভক্তির সূচনা ঘটে। উমাইয়্যা যুগের প্রথমার্ধে কাজীগণ বিচার-ফায়সালার পরিপূর্ণরূপে ইসলামী আইন অনুসরণ করলেও খলীফাগণ শাসন ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে ইসলামী আইনের পূর্ণ অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। অপরদিকে এ সময়ে যেসব সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাঁরাও রাজনৈতিক শক্তি এবং ইসলামী আইনের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হননি। ফলে তাঁরা শাসন ক্ষমতা হতে দূরে থেকে ব্যক্তিগত পর্যায় ফিক্হ ও ফাত্ওয়া চর্চা অব্যহত রাখেন।

[দ্র.পুর্বোক্ত, পৃ.১১৬]

[৩২]. ড.আ.ক.ম. আবদুল কাদের , ইমাম মালেক ও তাঁর ফিক্হ চর্চা, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭

[৩৩]. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) , মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায় , পৃ.১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

মাযহাব গড়ে উঠেনি।[৩৪] এ যুগে বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম (احكام الشريعة) সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্তকরণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের কারন

এ সময় যে সকল সাহাবায়ে কিরাম জীবিত ছিলেন তাঁদের অনেকেই ইসলামী খিলাফতের বিশাল সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে এককভাবে কোন সাহাবীর পক্ষে রাসুল (সা.) এর সকল হাদীস জানা সম্ভব ছিল না। তাই নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মুতাবিক দিতে বাধ্য থাকেন। এভাবে সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কিরামের রায়ও বিভিন্ন হতে থাকল।

২। রাজনৈতিক কারণে এ সময়ে যে সব চরমপন্থী ও বিপথগামী ফিরকা যথা শি'আ, খারিজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, তারা নিজ নিজ 'আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার কারণেও মাসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

৩। অনারব লোকদের বিপুল পরিমাণে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া এবং তাদেরও ফারাইযের কাজে অংশ গ্রহণ করা। এ কারণেও ফাতওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

৪। ইসলাম বিদ্বেষী ও স্বার্থান্বেষী লোকদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য রচিত জাল হাদীসও এ সময় মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এ সব বানোয়াট ও জাল হাদীসের কারণেও মাসআলা মাসাইলের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।[৩৫]

৫। আহলুল হাদীস ও আহলুর রায় এ দু দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ আহলুল হাদীস যদি কুরআন ও হাদীসে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন তখন সাধারণত তাঁরা এ ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে রায় প্রদান করা থেকে বিরত থাকতেন। অপর পক্ষে 'আহলুর

---

[৩৪]. তাবি'ঈগণের যুগে সাতটি কেন্দ্রে ১। মদীনা কেন্দ্র, ২. মক্কা কেন্দ্র, ৩. কুফা কেন্দ্র, ৪. বসরা কেন্দ্র, ৫. সিরিয়া, ৬. মিসর , ৭. ইয়েমেন কেন্দ্রে ফিক্‌হ ও ফাতওয়া চর্চা হলেও হিজাযী ও ইরাকী কেন্দ্রে ফিক্‌হী চিন্তাধারায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। হিজাযী কেন্দ্র ছিল মূলতঃ আল কুরআন, সুন্নাহ ও এতদুভয়ের আলোকে ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুহাদ্দিস বিদ্যমান থাকায় এ কেন্দ্র 'রায়' প্রয়োগের প্রয়োজন খুব একটি পড়েনি। হিজায মহানবী (সা.) ও সাহাবীগণের অবস্থানমূলক হওয়ার কারনে এখানকার তাবি'ঈগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র একটি মাধ্যম হাদীস রিওয়াত করেন। ইরাকী কেন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রায়' নির্ভর ছিল । এ কেন্দ্রের অনুসারীগণ হাদীস গ্রহণে কড়াকড়ি আরোপ করতেন। এখানে শু'য়ুবী, মূলাহিদ, রাফিযী, খারিজী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করতো। তাই এখানকার ফকীহ্গণ হাদীস গ্রহনে যাচাই-বাছাই করতেন। যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যেত না, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা 'রায়' প্রয়োগ করতেন। সাহাবী ও তাবি'ঈন যুগে যথাসম্ভব সাহাবা ও তাবি'ঈগণ ফাতওয়া দান হতে বিরত থাকতেন। প্রয়োজন হলে তাঁরা আল-কুরআন, সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত পন্থা অনুসরণ পূর্বক ফাতওয়া দিতেন।

প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগে মহানবী (সা.) এর হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবি'ঈনের আসার ও ফাতওয়াসমূহের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। ফলে 'উমাইয়্যা যুগে খলীফা উমর ইবন 'আবদিল আযীয (র.)(মৃ.১০১হি./৭২০ খ্রী.) মহানবী (সা.) এর হাদীস ও সুন্নাহ সংকলনের নির্দেশ দেন। মূলত ফিক্‌হী চিন্তধারার স্বাতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বলে প্রাচ্যবিদগণ মনে করেন। ফলে, প্রায় সম-সাময়িককালেই হাদীস সংকলন এবং ফিক্‌হচর্চা ও ফিক্‌হী মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাবি'গন যুগে ফকীহ্গণ ফিক্‌হ চর্চার পাশাপাশি হাদীস এবং তাফসীর শাস্ত্রেও অনবদ্য অবদান রাখেন । তাই আল-কুরআন ও হাদীস হতে সরাসরি মাসাইল ইস্তিখাত তাঁদের পক্ষে সহজতর হয়।

(দ্রঃ ড.আ.ক.ম. আবদুল কাদের, ইমাম মালেক ও তাঁর ফিক্‌হ চর্চা। প্রাগুক্ত পৃ.১৫২-১৫৩; গাজী শামছুর রহমান, ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিত, প্রাগুক্ত , পৃ.৬-২০; আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃ.২৩-৩২)

[৩৫]. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী ও অন্যান্য সম্পাদিত , ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন ,প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪

Dhaka University Institutional Repository

রায়’ তথা উলামায়ে মুজতাহিদীন যদি কুরআন ও হাদীসে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেতেন, তখন তাঁরা কিয়াস ও ইজতিহাদের আলোকে নিজস্ব রায় অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করতেন। এতেও ঐ দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মাসলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৩৬]

এ সমস্ত কারণে ইসলামের হিফাযতের লক্ষ্যে শরী‘আতের হুকুম আহকামকে সুবিন্যস্ত করা অর্থাৎ ফিক্‌হ প্রণয়ন ও সংকলন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৩য় যুগে ফিক্‌হ চর্চায় সাহাবাদের অনুসরণ

যে সকল সাহাবী (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকট প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁর থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাবি‘ঈগন সেসব সাহাবী (রা.) এর হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কাছে ফিক্‌হ ও ফাত্‌ওয়া শিক্ষা লাভ করেন। তাবি‘ঈগন যে সব সাহাবী থেকে ‘ইলম ও ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন - হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রা.) হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমর (রা.) হযরত ‘উসমান (রা.), হযরত ‘আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ‘আয়িশা (রা.) প্রমুখ।

তাবি‘ঈগন সাহাবীগনের অনুসরণে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। ফাতওয়া প্রদানে তাঁদের নিয়ম ছিল যে, প্রথমতঃ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ হতে তাদের ফাতওয়ার দলীল না পেলে সাহাবীগনের গবেষণার (اجتهاد) উপর আমল করেছেন। আর তাও সম্ভব না হলে নিজেরাই গবেষণা করেছেন।[৩৭]

---

৩৬. তারিখে ফিকহে ইসলামী, করাচী : পাকিস্তান , দারুল ইশা‘আত মৌলভী মুসাফিরখানা , পৃ.১৯৪-২১০

৩৭. এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন:
উত্তারিধকার সূত্রে সাহাবা যুগের মতপার্থক্য তাবি‘ঈগণের নিকট পৌঁছে প্রত্যেক তাবেয়ীর নিকট যা কিছু পৌছে তিনি সেটাকে আয়ত্ত করে নেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যে যে হাদীস এবং সাহাবীগণের যে যে মতামত শুনেছেন, তা তাঁরা তাঁদের স্মৃতিতে অংকিত করে নেন। সাহাবীগণের বক্তব্যে যেসব ইখতিলাফ লক্ষ্য করেছেন, নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁরা সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। কখনো একটি বক্তব্যকে আরেকটি বক্তব্যের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন কোন বক্তব্য তাঁদের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হয়েছে। এমনকি তা যদি প্রথম শ্রেণীর কোন সাহাবীর বক্তব্যও হয়ে থাকে। যেমন: ‘তায়াম্মুম দ্বারা ফরয গোসলের কার্য সমাধান হয় না’-উমর (রা.) এবং হযরত ইবনে মাসউদের (রা.) এ মতকে তারা গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে এ প্রসঙ্গে তাঁরা হযরত আম্মার (রা.) এবং হযরত ইমরান ইবনে হুসাই প্রমুখের মশহুর রেওয়াতকে গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায় এসে তাবি‘ঈগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। দেখা দেয় ভিন্ন ভিন্ন মত। আর বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন মতের ‘আলিমদের নেতৃত্ব। যেমন:
ক) মদীনায় সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র.) এবং সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবন উমরের (র.) মতামত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। তাঁরা মদীনার জনগণের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। এ দু’জনের পর মদীনার যুহরী, কাযী ইয়াহিয়া ইবনে সায়ীদ এবং রবীয়া ইবনে আবদুর রহমান অনুরূপ মর্যাদা লাভ করেন।
খ) মক্কায় আতা ইবন আবি রিবাহ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে তাদের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। গ) কুফায় ইব্রাহিম নখ‘ঈ এবং শা‘বী এ মর্যাদা লাভ করেন। ঘ) বসরায় এ মর্যাদা লাভ করেন হাসান বসরী ।ঙ) ইয়ামেনে লাভ করেন তাউস ইবনে কাইসান আর চ) লিবিয়াতে মাকহুল।
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা কিছুলোকের অন্তরে এঁদের থেকে ‘ইলম হাসিল করার আকাঙ্খা জাগ্রত করে দেন। এভাবে তারা এঁদের নিকট থেকে রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস, সাহাবায়ে কিরামের (র.) বক্তব্য ও ফতোয়া এবং এ লোকদের মতামত বিশ্লেষণ সংগ্রহ করেন। অতঃপর তাঁদের কাছে ফতোয়া চাইতে আসে অসংখ লোক । তাদের সম্মুখে আসে হাজারো মাসায়েল। উত্থাপিত হয় শত শত মামলা মোকাদ্দামা। (এ সকল বিষয়ে তাদেরকে ফতোয়া দিতে হয় এবং ব্যক্ত করতে হয় নিজেদের মতামত)।(দ্র. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, পৃ.২৩-২৪)

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় যাঁরা ফিক্‌হ সংকলন ও ফাতওয়া দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) এবং ইব্রাহীম নাক'ঈ (র.)। তাঁরা উভয়েই যথাযথভাবে বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক ফিক্‌হ সংকলন করেন। সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ছিলেন মদীনার জনগণের অনুসরণীয় ইমাম। আর ইব্যাহীম নাখ'ঈ (র.) ছিলেন কুফাবাসীদের অনসরণীয় ইমাম। এতদ্ভিন্ন, মদীনায় সালিম ইবন 'আবদুলণ্টাহ ইবনে 'উমর(র.), মক্কায় 'আতা ইবন আবী রিবাহ (র.), কুফায় শা'বী (র.) বসরার ইমাম হাসান বসরী (র.) এবং ইয়েমেনে তাউস ইবনে কাইসান (র.) প্রমুখ তাবি'ঈগণ 'ফিক্‌হ' এর ভিত্তি স্থাপন ও ফাতওয়া দানে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

এ সময় যে সকল সাহাবা কিরাম (রা.) জীবিত ছিলেন তাঁরা ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে এককভাবে কোন সাহবীর (রা.) পক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.)এর সকল হাদীস জানাও সম্ভব ছিল না। তাই নব উদ্ভুত সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজ নিজ রায় মোতাবেক দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত সাহাবা কিরামের প্রদত্ত রায় ও ফাতওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে।[৩৮]

রাজনৈতিক কারণে এ সময় কতিপয় চরম পন্থী ও বিপথগামী (শী'আ, খারিজী ইত্যাদি) ফিরকার উদ্ভব ঘটে। এ সকল ফিরকার লোকেরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ ও 'আকীদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দিতে থাকার ফলেও মাসআলার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এ সময় ইসলাম বিদ্বেষী স্বার্থান্বেষীমহল হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য জাল হাদীস রচনা করতে থাকে এবং তা ব্যাপক ভাবে মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। এসব বানোয়াট মিথ্যা হাদীসের কারনে মাসআলার ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষিতে দীন হিফাযতের লক্ষ্যে ফিক্‌হকে সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্তকরণ এবং এর মূলনীতি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রণয়ন ও সংকলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[৩৯]

তৃতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য

এ যুগের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল যা 'ফিক্‌হ' চর্চা ও বিন্যাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যথা:

১। প্রত্যেকেই (ফিরকাবাজ) নিজ নিজ মতানুযায়ী রায় ও রিওয়াতকে অগ্রাধিকার দান।

২। বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া মুফতী সাহাবীগণের সংস্পর্শে এসে তাবি'ঈগণের একটি দল সৃষ্টি হয়, যাঁরা ফিক্‌হী মাসআলা উদ্ভাবন ও ফাত্‌ওয়া দানে সাহাবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেন।

৩। হাদীসের ব্যাপক প্রচলন এবং হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণরীতি এবং হাদীস পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ফলে তাবি'ঈগন এতদ্বিষয় দক্ষ হয়ে উঠেন।

৪। অনারবদের ('আজমী) মধ্য থেকে একটি বিরাট দল ইসলামী শরী'আহ এর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ফলে অনারবদের জন্য ইসলামী শরী'আহ অনুশীলন সহজতর হয়ে যায়।

৫। এ যুগের 'আলিমগন আহলুর রায় (اهل الرائى) এবং আহলুল হাদীস (اهل الحديث) এ দুটি দুলে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

---

৩৮. সাহাবা কিরামের মধ্যে মতভিন্নতা ও উহার কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি লক্ষণীয় :
فرأى كل صحابى ما يره الله له من عبادته وفتاواه واقضيئه ، فحفظها وعقلها و فرق لكل شيئ وجها من قبل حقوق القرائن به، فحمل بعضها على الاباحة وبعضها على السخ لامارات وقرائن، كانت كافية عنده، ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمنان والنلح من فهر النفات إلى طرق الاستدلال، كما ترى الاعراب يفهمون مقصود الكلام فيها
[দ্র. আল্লামা তাকী উসমানী , উসুলুল ইফতা, পৃ.৩৪-৪০]

৩৯. এ যুগ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.) বলেন, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং ইব্রাহীম নখ'ঈ প্রমুখ যথানিয়মে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভিত্তিক ফিক্‌হ সংকলন করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে তাঁরা কিছু মূলনীতির অনুসরণ করেন, যা তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তীদের থেকে লাভ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬।এ যুগের ফকীহগণ মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস,(قياس) ইস্তিহসান (استحسان) এবং ইস্তিসলাহ (استصلاح) ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।[৪০]

৪র্থ পর্যায়ঃ ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনা ও ইজতিহাদের যুগ

(হিজরী তৃতীয় শতকের শেষ লগ্ন পর্যন্ত এবং ৪র্থ শতাব্দীর অর্ধকাল)

এ যুগেই আবির্ভূত হয়েছেন খ্যাতিমান ফিক্‌হাবিদগণ, যাদের মহান কৃতকমের্র জন্য যুগ যুগ ধরে তাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে ইসলামী ফিক্‌হার উজ্জ্বল আকাশে। তাদের স্বনামধন্য শিষ্যবৃন্দও ফিকহার জগতে আলোড়ণ সৃষ্টিকারী খেদমতের আঞ্জাম দিয়েগেছেন। তারাঁই পরবর্তী যুগে ইসলামী ফিক্‌হার দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এ যুগেই ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) ও তাঁর শাগরিদের সহায়তায় ফিক্‌হার নিয়মতান্ত্রিক সংকলন শুরু করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতেই এর সম্পাদনাও পূর্ণাঙ্গ করেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ইমামগণও নিয়মিতভাব 'ইলমে ফিক্‌হ গ্রন্থগারে রচনা ও প্রকাশ করেন এবং মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে তা অনুসরণ করতে থাকে। বিচারক এবং কাযীগণও ঐ ফিকহের অনুসরণে মুকাদ্দামার ফয়সালা দিতেন। এ যুগে যারা উল্লেখযোগ্য ফোকাহায় কেরাম ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতমগণ হলেনঃ

১। ইমাম 'আজম আবু হানীফা (র.)

ইমাম আবু হানীফা (র.) (জ.৮০ হি./ মৃ:১৫০ হি.) সর্বপ্রথম ফিক্‌হা শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র ইসলামী শাস্ত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। যুগ ও সমাজের চাহিদাকে মূল্যায়ন করে তিনি মাস'আলাগুলোকে বিন্যস্ত করে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। আজকের বিশ্বের প্রায় ১২৫ কোটি মুসলামানের মধ্যে প্রায় ৭৫% মুসলমান তাঁর প্রণীত ফিকহী মাযহাবের অনুসারী। তাঁর মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল:

* আল-কুরআনের গুরুত্ব

হানাফী ফিকহের মূল ভিত্তি হল আল-কুরআন। ইমাম আবু হানীফা (র.) এর ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মৌলিক দলীল ছিল আল-কুরআনের আয়াতমালা।

*হাদীসের অনুসরণ

তিনি মাসা'আলা প্রদানের ক্ষেত্রে আল-কুরআনকে প্রধান্য দিতেন। এর পর হাদীসের দিকে প্রত্যবর্তন করতেন। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরআনের মৌল আদর্শের পরিপন্থি ও যুক্তির বিপরীত, এমন হাদীসের অনুসরণ কম করতেন।

তত্ত্ব -তথ্য হিকমতভিত্তিক ফিক্‌হ

তিনি প্রত্যেকটি মাস'আলা, তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও মানুষের কল্যাণকারিতার উপর পর্যালোচনা করে প্রদান করতেন। তিনি বলেছেন, শরী'আতের মাস'আলাসমূহ নিছক দাসানুগ নয়। প্রত্যেকটি বিধানে মুসলিহাত বা হিকমত বিদ্যমান। যেমন- অন্যান্য ইমামগণ যখন সালাত বা অন্যান্য ফরয বিষয়কে এজন্য ফরয মনে করতেন যে, এটা শরী'আত প্রবর্তকের নির্দেশ। কিন্তু ইমাম আযম (র.) সালাত বা অন্যান্য ফরযসমূহের কল্যাণকারিতার দৃষ্টিকোন যাচাই করতেন।

---

৪০. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যস , প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮-৪০

Dhaka University Institutional Repository

সরল-সহজ ফিক্হ

হানাফী ফিক্হ অন্যান্য মাযহাব অপেক্ষা খুবই সহজ-সরল ও অনায়াসসাধ্য। যা সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণময়। যেমনঃ হানাফী ফিক্হ মতে, নূণ্যতম এক আশরাফী বা স্বর্ণমুদ্রা বা তৎসম অর্থ চুরি না করলে হাত কাটা যাবে না।
অন্যান্য জমহুর ইমামের মতে, ন্যূণতম ১/4 স্বর্ণমুদ্রা চুরি করলেই হাত কাটা যাবে।

ইমাম আবু হানীফার (র.) যমানায় কুফাতে আরো তিনজন বড় বড় ফকীহ্ ছিলেন । তারা হলেন:
১। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.):
তিনি (জ.৯৭হি./মৃ.১৬১হি.) ইমামুল মুহাদ্দীসীন ছিলেন। তাঁর দীনদারী, পরহেযগারী এবং যুহদ ও তাক্ওয়ার উপর সমস্ত মানুষ একমত ছিলেন।
২। শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ নাখঈ(র):
তিনি(জ.৯৫হি./মৃ.১৭৭হি)একজন ধীমান ও সুচতুর ফকীহ ছিলেন।
৩। মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা (র.):
তিনি (জ.১৭৪হি./মৃ.১৪৮হি.) একজন বিদগ্ধ ফকীহ্ ছিলেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) এর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা তার নিকট থেকে ফিকহের তা'লীম হাসিল করেছেন এবং ইজতিহাদ ও মাসাইল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যাঁরা বিপুল পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:
*ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র) (জ.১১৩হি./মৃ.১৮৩হি.)
* ইমাম যুফার (র) (জ.১১০হি./মৃ.১৫৮হি.)
*ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শায়বানী (র)(জ.১৩২হি./মৃ.১৮৯হি.)
*ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ ল'লুয়ী (র)(মৃ.২০৪হি.)

ইমাম মালিক (র.)

ইমাম মালিক (র.)(জ. ৯৩ হি./মৃ.২১২হি.)আবদুর রহমান ইবন হুরমুয(র.) এর নিকট থেকে প্রথমেই হাদীসের 'ইলম হাসিল করেন। তিনি ইমাম যুহরী , নাফি ইবনে যাকওয়ান এবং ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) এর নিকট থেকেও হাদীস শ্রবন করতেন। ইমাম মালিক (র.) হাদীসের সর্বস্বীকৃতি ইমাম ছিলেন। ফিক্হ সংকলনে এবং ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তাঁর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের উপর অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সমস্ত হাদীস যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করতেন, সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। মদীনাবাসীদের আমল এবং তাঁদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাকেও তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন।[৪১]

মিসরবাসীর ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র দ্বারাই মূলতঃ মালিকী মাযহাবের অধিক প্রসার লাভ ঘটেছে। যাদের মধ্যে অন্যতম হলঃ
*আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম কুরাশী (র.) (মৃ.১৯৭হি.)
*আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনে কাসিম আতাকী (র.)(মৃ.১৯১ হি.)
*আশহাব ইবন আবদুর আযীয আল কায়সী আল-আমেরী আল-জা'দী (র.) (মৃ.২০৪ হি.)
*আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ইবন আ'য়ান (র).(মৃ.২২৪ হি.)
* আসবাগ ইবন ফারাজ উমুভী (র.)

---

[৪১]. ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন , প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

Dhaka University Institutional Repository

*মুহাম্ম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম (র.)(মৃ.২৬৮ হি.)
*মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইব্ন যিয়াদ ইস্কান্দারী (র.) (জ.১৮০হি./মৃ.২৬৯হি.)

ইমাম শাফে'ঈ (র.)

ইসলামী ফিকহের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে চারটি নাম ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ইমাম শাফে'ঈ (র.) (জ.১৫০হি./মৃ.২০৪হি.) অন্যতম। তিনি ইরাকে আগমন করে ইজতিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫ হিজরীতে তিনি একটি ফিকহী মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮ হিজরীতে মিসরে এসে তাঁর চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন ঘটান। মিসরের সার্বিক অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনা করে আগের মাযহাবের কিছুটা সংশোধন করেন। তাঁর মাযহাবের মূলনীতি ছিল এই যে, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদের যাহিরী অর্থকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যদি কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হত যে, এখানে কুরআনের যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়, তাহলে তিনি এটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন না। ইমাম শাফিঈ (র.) এর প্রথম যুগের ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্র যারা তাঁর ফিকহের প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

* আবু সাত্তর ইবরাহীম ইব্ন খালিদ ইবনে ইয়ামান কাল্বী আল-বাগদাদী (র.) (মৃ.২৪০হি.)
* ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)
* হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাববাহ আয্যাফরানী আল বাগদাদী (র.)(মৃ.২৬০হি.)
*আবু আলী হুসায়ন ইব্ন আলী -কারাবাসী (র.) (মৃ.২৪৫হি.)
*আবু উসমান ইব্ন সাঈদ আনমাতী (র.)
*আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন উমর ইব্ন সুরায়জ (র.)(মৃ.৩০৬ হি.)
*আবুল আব্বাস আহমাদ ইবন আবু আহমাদ তাবারাণী (র.)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) (জ.১৬৪হি./মৃ.২৪১হি.) হলেন ফিক্‌হ জগতের চতুর্থ নক্ষত্র। তিনি ইয়ামেনে গমন করে সেখানকার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবদুর রাজ্জাক -এর নিকট হাদীস অধ্যায়ন করেন। অবশেষে ইমাম শাফেঈ (র.) এর নিকট ফিক্‌হ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য হলঃ

*ইমাম আহমদের ফিকহে কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক প্রতিফলন ঘটেছে।
* তিনি হাদীসের মারফু ও মাউকুফের সমমর্যাদা দিয়ে ফিক্‌হ রচনা করেছেন।
*যথা সম্ভব তিনি কিয়াস বর্জন করেছেন।
* তাঁর ফিক্‌হ খুবই সহজ ও সরল
* বুদ্ধি ও যুক্তি -তর্কের স্থান তাঁর মাযহাবে অতি কম ছিল।

ইমাম আহমাদ ইবনে (র.) এর ছাত্র যারা তাঁর থেকে ফিকহে হাম্বলী রিওয়ায়েত করেছেন তাঁদের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য হলেন:

*আবু বকর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হানী ওরফে আসরাম(র.)(মৃ.২৭৩হি.)
*ইসহাক ইবনে ইবক্ষাহীম ওরফে ইব্ন রাহওয়াহ (র.) (মৃ.২৩৮হি.)
*আহমাদ ইব্ন হাজ্জায মিরওয়াযী (র.)
*আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র.)(মৃ.২৯০হি.)[৪২]

[৪২]. তারীখে ফিকহে ইসলামী, দারুল ইশা'আত, মৌলভী মুসাফিরখানা, করাচী, পাকিস্তান, পৃ.২২৫-২৩০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পর্যায়ঃ ফিক্‌হ সংকলন, সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গগতা ও তাকলীদের যুগ

(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিজরী সপ্তম শতাব্দী)

এ যুগ হচ্ছে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার পূর্ণাঙ্গতার যুগ এবং তাকলীদের যুগ। উলামায় কেরাম এবং সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশিষ্ট ইমামগণের তাক্‌লীদ করতে থাকেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস গবেষণা করে যে সব মাস'আলা-মাসাইলের উদ্ভাবন(استنباط) করেছিলেন -এ সময় এসে সে সব মাসাইলের তাহ্‌কীক, তাফতীশ, তথা বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও সমর্থনে পক্ষে-বিপক্ষে মুনাযারা এবং বাহাস -বিতর্কের সূচনা হয়। অবশেষে প্রধান চার ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফীঈ(র.) ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) এর তাকলীদ করার উপর মুসলিম উম্মাহ নির্ভরশীল হয়ে যায়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, "মাযহাব অবলম্বনের ক্ষেত্রে এ চারটির মধ্যে সীমিত থাকার উপযোগিতা ও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এর ব্যতিক্রম হলে সমূহ বিশৃংখলা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে"। এর কয়েকটি কারণ হলঃ

১। মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে ইজ্‌মায়ে (ঐক্যমতে) উপনীত হয়েছে যে, শরী'আতের পরিচিত লাভের জন্য পূর্বসূরী সালফে সালিহীনের অনুসরণ করতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত এ চার মাযহাবের মধ্যে যেহেতু পূর্বসূরী আম্বিয়ায়ে মুজতাহিদীনের গবেষণালব্ধ ব্যাখ্যা ও অভিমত বিশুদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে তাই এর অনুসরণ অপরিহার্য।

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, বৃহত্তম মুসলিম জামা'আতের অনুসরণ করবে। যেহেতু পূর্বেকার অন্যান্য মাযহাবের ধারাবাহিকতা বিলুপ্ত হয়ে মাযহাব কেবল চারটিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব মুসলিম এরই অনুসরণ করছে তাই এখন আর এর ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই।

৩। خير القرون তথা 'উত্তম যুগ' থেকে যেহেতু সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর হয়ে গেছে। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার চরম অভাব দেখা দিয়েছে এবং কারো মধ্যে ইজতিহাদী শর্তাবলী বিদ্যমান আছে তা যাচাই করে দেখাও অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে, কাজেই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ এ চার মাযহাবের অনুসরণ করাই অপরিহার্য।[৪৩]

এ যুগে হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে যে সমস্ত ফকীহগন অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

১। ইমাম আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন হাসান কারখী (র.)(জ.২৬০হি./মৃ.২৪০হি.)
২। আবু বকর আহমাদ ইব্‌ন আলী আর রাযী আল-জাস্‌সাস (র.)(মৃ.৩৭০হি.)
৩। আবু জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বালখী ওরফে ছোট আবু হানীফা (র.)(মৃ.৩৬২হি.)
৪। আবুল লায়স নাসক্ষ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সামারকান্দী (র.) (র.)(মৃ.৩৭৩হি.)
৫। আবু আবদুল্লাহ ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ জুরজানী (র.)(মৃ.৩৯৮হি.)
৬। আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ কুদূরী (র.)(মৃ.৪২৮হি.)
৭। আবু যায়িদ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর আদ্দাবূসী সামারকান্দী (র.)(মৃ.৪৩০হি.)
৮। আবু আবদুল্লাহ হুসায়ন ইব্‌ন আলী আয্‌যামীরী (র.)(মৃ.৪৩৬হি.)
৯। আবু বকক্ষ খাহারযাদা মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন আল-বুখারী (র.)(মৃ.৪৩২হি.),
১০। শামসুল আইম্মাহ আবদুল আযীয ইব্‌ন আহমাদ হালওয়ালী আল-বুখারী (র.)(মৃ.৪৪৮হি.)

[৪৩]. ইকদুল জীদ , ফাতওয়া ও মাসাইল , পৃ.৩১, ইফা বাংলাদেশ ।

Dhaka University Institutional Repository

১১। শামসুল আইম্মা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ সারাখ্সী (র.)(মৃ.৫৯০হি.)
১২। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আলী দামগানী (র.)(মৃ.৪৭৮হি.)
১৩। শামসুল আইম্মা আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ যুরনাজী (র.)(জ.৪২৭ মৃ.৫১৩হি.);
১৪। আবু ইসাহাক ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল সাফ্ফার (র.)(মৃ.৫৭৪হি.)

মালেকী মাযহাবের ফোকাহায় কেরামদের মধ্যে অন্যতম যারাঃ
১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন লাবাবা উন্দেলুসী (র.)(মৃ.৩৩৬হি.)
২। আবু বকর ইব্ন আলা আল-কুশায়রী (র.)(মৃ.৩৪৪)
৩। আবু ইসাহাক মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম ইব্ন শাবান আল-আনাসী (র.)(মৃ.৩৫৫হি.)
৪। মুহাম্মাদ ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ আল-খুলানী (র.)(মৃ.৩৬১হি.)
৫। আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুলণ্ঢাহ আল-মু‘আয়তী আল-উন্দোলুসী (র.)(মৃ.৩৬৭হি.)
৬। ইউসুফ ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল বার(র.)(মৃ.৩৮০হি.)
৭। আবু মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্ন আবু যায়িদ আবদুর রহমান নাকরী আল-কীরওয়ালী (র.)(মৃ.৩৮৬হি.)
৮। আবু সাঈদ খালাফ ইব্ন আবুল কাসিম আযদী ওরফে বরদাঈ (র.)
৯। আবু বক্‌র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ওরফে আবু যিমনীন আল-বীরী (র.)(মৃ.৩৯৯হি.)
১০। আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবহুরী (র.)(মৃ.৩৯৫হি.)

এ যুগের শাফিঈ মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম যারা এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ

১। আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন আহমাদ মিরওয়াযী (র.)(মৃ.৩৪০হি.)
২। আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ ইব্ন আবুল কাযী খাওয়ারিযমী (র.)(মৃ.৩৪০হি.)
৩। আবু বকর আহমাদ ইব্ন ইসহাক আয্যাবঈ নিশাপুরী (র.)(মৃ.৩৪৩হি.)
৪। আবু আলী হুসায়ন ইব্ন হুসায়ন ওরফে ইব্ন আবু হোরায়রা (র.)(মৃ.৩৪৫হি.)
৫। আবুস্ সায়িব উতবা হুসায়ন ওরফে ইব্ন আবু হুরায়রা (র.)(মৃ.৩৫০হি.)
৬। কাযী আবু হামিদ আহমাদ ইব্ন বিলক্ষ মিরওয়াযী (র.)(মৃ.৩৬২হি.)
৭। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র.)(মৃ.৩৬৫হি.)
৮। আবু সাহ্ল মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান সা‘লুকী (র.)(মৃ.৩৬৯হি.)
৯। আবুল কাসিম আবদুল আযীয ইব্ন আবদুলণ্ঢাহ দারিকী (র.)(মৃ.৩৬৫হি.)
১০। আবুল কাসিম আবদুল ওয়াহিদ ইবন হুসায়ন আয যামীরী (র.)(মৃ.৩৮৬হি.)

এ যুগে হাম্বলী মাযহারে অনুসারী ফুকাহায়ে কেরাম যাঁরা এর মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

১। শায়খুল ইসলাম আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ হিরুবী আল্-আনসারী (র.) (মৃ.৪৮১হি.);
২। হাফিয শামসুদ্দীন আবুল ফারাহ আবদুর রহমান ইব্ন আলী আল-বাগদাদী (র.)(মৃ.৫৯৭হি.)[৪৪]

---

[৪৪]. তারিখে ফিকহে ইসলামী, দারুল ইমামত, মৌলভী মুসাফির খানা, করাচী, পাকিস্তান, পৃ.৪০১-৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পর্যায়ঃ খালিস তাকলীদের যুগ

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে এ যুগের সূচনা হয়। মূলত : এ যুগে ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারনে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম এবং সাধারণ লোক সকলেই ইমামগণের তাকলীদ করতে আরম্ভ করেন। এমনকি মাসআলার বাখ্যা এবং অনুশীলনেরও প্রয়োজন হয় না। কেননা চতুর্থ ও পঞ্চম যুগের ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্হ শাস্ত্র বা ইসলামী আইন শাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। ইসলামে যেমনিভাবে ইজতিহাদের দ্বার অবরূদ্ধ নয় এমনভাবে বল্গাহীন ইজতিহাদেরও সুযোগ নেই। এ যুগে কয়েকজ বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে পৌছেঁছিলেন। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমার্ধের দিকে। যেমন হানাফী মাযহাবে আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (র.) আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র.) এবং আল্লামা কামাল ইবনে পাশা (র.)প্রমুখ, মালিকি মাজহাবে আল্লামা ইব্ন দাকীকুল ঈদ (র.) প্রমুখ, শাফিঈ মাযহাবে আল্লামা ইযযুদ্দীন আবদুস সালাম(র.) শায়খ তাকী উদ্দীন সুয়ুকী (র.), আল্লামা জালালুদ্দীন সূযূতী (র.) ও শায়খ জালালুদ্দীন মুহাল্লী (র.) প্রমুখ এবং হাম্বলী মাযহাবের আল্লামা ইবন তায়মিয়া (র.) ও আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (র.) প্রমুখ। তাঁরা নিজ নিজ ইমামের মূলণীতি অনুসারে কিতাবাদি রচনা করে ফিকহের ক্রম বিকাশের এ ধারাকে অব্যহত রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

Dhaka University Institutional Repository

ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

মানবতার মুক্তির দিশারী, মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে বিশ্ববিধাতা তাঁর হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনকে দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সংগ্রামী বিপ্লবের মহানায়ক মুহাম্মাদ মাত্র ২৩ বছরে আল্লাহর ঐশী বাণী প্রচার ও প্রসারে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। মহানবী (সা.) তাঁর বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব পালনের মধ্যেও ছোট-বড় ২৭৬ টি রাজ্যকে একত্রিত করে নয় লক্ষাধিক বর্গমাইল এলাকার এক অখণ্ড আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলছিলেন।[১] তাঁর জীবদ্দশাতেই ইসলাম বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ভারত ও বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছিল অনেকটাই ব্যবসায়িক সূত্র ধরে। এ দেশের সাথে আরবদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ইসলামের অনেক পূর্ব থেকেই। আরব জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৌপথের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে । কারণ, সে সময় ইরান এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যহত যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য আরবদের স্থলপথের বাণিজ্য মারাত্মক বিপদ সংকুল হয়ে পড়ে। নৌ বাণিজ্যে আরবরাই তখন অভিজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ ছিল। তাই, স্বাভাবিকভাবেই তারা নৌবাণিজ্যের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এদের বাণিজ্য বহর নিয়মিত পাক-ভারত উপমহাদেশ, বার্মা এবং মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত যাতায়াত করত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে মক্কার কুরায়শ বণিকরাও নৌপথে বহি:বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।[২] বছরে অন্তত দু'বার বাংলাদেশের উপকূলে আরব বণিকদের জাহাজ বহর নোঙ্গও করত তখন নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই তা ঐ দেশে জনগণের কাছে পৌঁছেছিল।

মহানবী (সা) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রারাম্ভে দীন ইসলামের প্রচার কার্য শুরু করেন। তাঁর প্রচারের আন্দোলন ছিল অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক। এ বিপ্লবের ঢেউ আরব বণিকদের মাধ্যমে মালাবার, চট্রগ্রাম, সিলেট ও চীন দেশেও যে পৌঁছেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। নবী মুহাম্মাদ (সা) এর আন্দোলনের যেমন চরম বিরোধিতা করেছে একদল, তেমনি এ আন্দোলনকে মনে-প্রাণে গ্রহণও করেছে একদল। মালাবারের আরববাসীগণ খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রারাম্ভেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য যে, সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামের বাণী প্রচারিত হয়েছিল আরব বণিকদের দ্বারাই।[৩]

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে মালাবারে মুসলমান আরব ব্যবসায়ীদের আগমন হয়। ভারত উপমহাদেশের পূর্ব এবং পশ্চিম সাগর তীরের হিন্দু রাজাদের সহনশীল নীতির ফলে তারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। কালিকটের 'জামেরিন' নামক হিনউদ রাজা নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেন এবং পরবর্তী পর্যায় নবদীক্ষিত মুসলমানগণ নাবিকের চাকরী গ্রহণ করে দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা উপলক্ষ্যে গমণ করেন। বলা বাহুল্য যে, এদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার হতে থাকে। অবশ্য ধর্ম প্রচারক সুফী-দরবেশদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম বিস্তারে ব্যাপকতা লাভ করে।[৪] এ থেকে বুঝা যায় যে, ভারতে ইসলামের আগমন ঘটেছে অনেকটাই ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই।

---

১. খন্দকার আবদুর রশীদ, বগুড়ায় ইসলাম, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, জুন, ২০০২, পৃ.২৯
মোহাম্মাদ সগীর উদ্দীন মিঞ্রা, *চান্দ্রমাসের ইতিকথা*, পৃ.৩৭

২. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্য সূত্র,* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, পৃ. ৩৪৫

৩. মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

৪. ড.সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও বৃটিশ শাসন),ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই, ১৯৭৬, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের পূর্বে এদেশের সমাজ ও ধর্মীয় দিক থেকে আর্য এবং ব্রাহ্মণরাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে মৌর্য বিজয়কালে এদেশে আর্য প্রভাব শুরু হয় এবং গুপ্তরাজত্বকালে (৩২০-৫০০) খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে এদেশে শিকর গেঁড়ে বলে। এর পরিণতিতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায় 'অসভ্য বঙ্গালদের' মানুষ করার জন্য কণৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ সভ্যতার রক্ত বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এদেশে কৌলিণ্য প্রথার চালু হয়।[৫] প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের সম্পর্কে ইতিহাসে মেন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ সময়ের অধিবাসীদের মধ্যে কিরাত, নিষাদ, দামিল, ইত্যাদি জাতির নাম পাওয়া যায়। তারা একেবারেঅসভ্য জাতি ছিল এ কথা বলা যায় না। কৃষিজীবী দামিল ও নিষাদ জাতির ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতির প্রচলন থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন যুগে বাংলার জনগণ এক উন্নত সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

আর্যদের সংস্পর্শে এসে বাংলার লোকেরা বৈদিক ধর্মের সাথে পরিচিত লাভ করে। আর্যদের সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় জনগোষ্ঠী চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয় যেমন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এদের মধ্যে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল ব্রাহ্মণরা। তাদের দায়িত্ব ছিল শাস্ত্র পাঠ, যাগযজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করা। ক্ষত্রিয়দের উপর ন্যস্ত ছিল দেশ বিজয়, যুদ্ধ বিগ্রহ,সীমান্ত রক্ষা ও রাজ্য শাসন। বাদবাকীর জনসমষ্ঠির অধিকাংশ যেমন-তথাকথিত বিজিত দাস, শুদ্র, অন্তজ ছিল অস্পৃশ্য অনার্য জাতি। তাদের জীবন যাপন ছির বিড়ম্বিত। তার উচ্চ শ্রেণীর দাসত্বে নিয়োজিত থেকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হত। ব্রাহ্মণরা তাদের পৌরহিত্য পর্যন্ত করত না। অস্পৃশ্যদের দেশ বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশে আগমন করাই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। অল্প কয়েক দিনের জন্য এ অঞ্চলে অবস্থান করলে গুরুতর প্রায়শ্চিত্য করতে হতো।[৬] এ ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যের সময়ই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে । মহানবী (সা) এর সাহাবীরা ব্যবাসিয়ক সূত্রেও বাংলাদেশে আগমন করেন।
মাওলানা মো: মহীউদ্দীন খান এ দেশে ইসলামের আগমন প্রসঙ্গে বলেন-

ক) বাংলায় প্রথম ইসলাম আগমন স্থল পথে নয় বরং সমুদ্র পথে এসেছে।
খ) খোদ রাসুল-কারীম (সা.) এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতের আগেও বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।
গ) বাংলাদেশে সাহাবীদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে যথেষ্ট সংখ্যা অনুসারী বা তাবেয়ী রেখে গেছেন।[৭]

তবে প্রকৃতপক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কি বিজয়ের মধ্য দিয়েই ইসলাম পূর্ণ শক্তিতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অত্র অধ্যায় ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে ইসলামের আগমন তথা কিভাবে এখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে এর প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করা হল।

---

৫ . প্রফেসর ড.মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান, (১৭৫৭-১৮৫৭),* পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ.৩০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

৭ . মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম-কয়েকটি তথ্য সূত্র, প্রাগুক্ত, এপ্রিল-জুন, সংখ্যা ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন

প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাসের ভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত। অগণিত দেব-দেবীর অরাধনা ক্ষেত্র ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসের ভান্ডার সীমিত বলে এর অনেকটা স্থান দখল করে আছে কল্পিত কিছু পৌরণিক কাহিনী। ভারতের কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম ধর্মের অভ্যূদয়ের অব্যবহিত পরেই মুসলমানগণ ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন। এ সময় হতে আরবগণ বহুবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।[৮] অপর এক হিন্দু ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ ভাষায় বলেন যে, ভারতবর্ষে বলপূর্বক ইসলাম বিস্তার করা হয়নি। কারণ ইতিহাসে অমুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের কোন নজীর নেই।[৯] প্রকৃতপক্ষে শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের কোথাও কোন কালেও বাহু বলে ইসলাম প্রসার লাভ করেনি। এটা একদিকে ইতিহাসের নিরিখে যেমন সত্য, তেমনি যুক্তিযুক্তও বটে।

ইসলাম-পূর্ব আরব-ভারত সম্পর্ক

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আরব দেশটির সাথে ভারতবর্ষের একটি সুসম্পর্ক ছিল। হযরত নূহ (আ:)এর পুত্র সেমের নাম অনুসারে আরবদের সেমিটিক বলা হয়। এরাই টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় অ্যাসিরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার আবাদ করেছিল। সেমেটিকদের আদি পুরুষ মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ:) হিন্দ ভূমির দক্ষিণাংশে সরণ দ্বীপ থেকে উঠে গিয়ে আরবের পাহাড় বেষ্টিত নিরাপদ 'বালাদিল আমীন' মক্কা শহরেই আদি বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখান থেকেই তাঁর আওলাদগণ পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।[১০]

তাই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আরবরা তাদের আদি পিতার অবতরণ স্থান এ উপমহাদেশে যাতায়াত করে আসছে। ড. জেমস বলেন, হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগ থেকে দক্ষিণ আরবরা সাবা কওমের লোকেরা এ উপমহাদেশের পূর্বোত্তর এলাকায় পাল তোলা জাহাজে আসতো।[১১]

ইসলামের আবিভার্বের পূর্বেই আরবদের সাথে ভারতের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ব্যবসায়ের নিমিত্তে বিভিন্ন সময় আরবরা ভারতে আসত এবং ভারতীয়রাও আরবে যেত। ইতিহাস থেকে এমন কিছু প্রমাণাদি পাওয়া যায়, যাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম পূর্বযুগে বঙ্গ দেশের সাথে আরবদের ব্যবসা ছিল এবং প্রথম হিজরী শতাব্দী অর্থাৎ ঈসায়ী ৭ম শতাব্দীর মধ্যেই তদানীন্তন হিন্দ তথা বাংলাদেশের সাথে আরব মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং এদেশে ইসলামের আলো পৌছেছে।[১২] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে. এ. নিজামী Arab Accounts of India গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের আগেই ভারত ও আরব উভয় অঞ্চলে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ

---

৮. *পাঠান রাজবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৩১৮ খ্রি., পৃ.১-২

৯. মাহমুদুল হাসান, প্রাগুক্ত, ১২

১০. মুফাখখারুল ইসলাম, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল - জুন, '৮৪ সংখ্যা।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭ পৃ.১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেছে। এ যোগাযোগ ও সম্পর্কের কারণেই হযরত মুহাম্মাদ (সা) ভারতীয় এলাকায় থেকে সুগন্ধি দ্রব্য পেয়েছিলেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন বলেও জানা যায়।[১৩]

আরবরা তাদের বাণিজ্য বহর আরব সাগর পার হয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও মালয়েশিয়ার উপকুলে পাড়ি জমাত এবং আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে গাঙ্গেয় মোহনায় নোঙ্গর করত। অষ্টম ও নবম শতকের চট্রগাম ও আরাকানের ঘটনাবলীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পথেই ইসলামের দাওয়াত শিকড় গড়ে বসে এবং বাংলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলেও এ পথে অষ্টম শতকে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো অনুপ্রবেশ করে বলে অনুমান করা হয়। [১৪] হযরত নূহ (আ:) এর এক পুত্রের নাম ছিল সাম, তাঁর নাম অনুসারে আরবদেরকে সেমেটিক বলা হয়। এদের হাতেই আবাদ হয়েছিল তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় ব্যবিলনীয়, আরেরীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতা, সাগরের কুল ঘেষে যে সবুজ সমতল জঙ্গলাকীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল মূলতঃ আরবীয় সেমেটিক গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ।[১৫]

মহানবী (সা) এর যুগে ভারতে ইসলাম প্রচার

হযরত মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন শান্তির দূত, বিশ্বের নবী, ঐক্যের বাহক। শান্তির দূত মহানবী (সা) নবুয়্যত লাভ এবং এর পরবর্তী হিজরতের পর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শান্তির আহবান এবং ইসলামের আহবান সম্বলিত চিঠি রাজা বাদশাহদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ আগমন বার্তা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বিভিন্নভাবে উল্লেখ আছে। ভারতীয়রা বেদ, পুরাণ এবং উপনিষদের মাধ্যমে মহানবী (সা) এর আগমন বার্তা জানিয়েছিলেন। তাই তাঁরা অধীর আগ্রহে তাঁর দাওয়াতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ঋর্জুবেদে উল্লেখ আছে-

“মদৌ বর্তিতা দেবা দ কারান্ত গো খাদকাঃ
প্রকৃতাঃ ঈমানং ভজয়েত সদাবেদ স্বশেসৃতাঃ”

অর্থাৎ যার নামের প্রথম অক্ষর হবে ‘ম’ এবং শেষ অক্ষর ‘দ’ অথচ গোখাদক অর্থাৎ সর্বদা তিনি গো ভক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত ঈশর প্রেরিত পূজনীয়। বেদ তাঁরই কথা কীর্তন করেছে। যজুর্বেদে এ মন্ত্রটিতে হযরত মুহাম্মাদ (সা) সম্বন্ধে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনিই সে প্রেরিত মহাপুরুষ যাঁর নামের প্রথম অক্ষর ‘ম’এবং শেষ অক্ষর ‘দ’ এবং তিনি ও তাঁর অনুবর্তীরা বৃষ অর্থাৎ গরু ভক্ষণ করে থাকেন।[১৬]

হিন্দু ধর্ম প্রণেতা মনু বলেছেন:

“হোতারা মিন্দ্রো হোতার মিন্দ্রো মহা সুরিন্দ্রাঃ
আল্লো জ্যেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মাণং অল্লো অল্লাম
অল্লোহর সল্ল মহমদরং কং বরসা অল্লো অল্লাম
আদল্লাং বুক মেকং অল্লা বুকং নির্বাং কম।”[১৭]

অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব আছে। আমি মহা ইন্দ্রের ইন্দ্র । আমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, পরম,পূর্ণ ব্রাহ্মণ আমি আল্লাহ। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের তুল্য আর কে আছে? আমি আল্লাহ। আল্লাহ সহায়, অবিনশ্বর এক এবং স্বয়ম্ভু।”

---

১৩. কে.এ.নিজামী, মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত Arab Accounts of India গ্রন্থের ভূমিকা; মোহাম্মাদ কামরুল আহসান, পিএইচডি. থিসিস, ২০০৮,পৃ.৩৪

১৪. নাসির হেলাল , প্রাগুক্ত, ১ অক্টোবর, ১৯৯৯

১৫. মোহাম্মাদ কামরুল আহসান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম সমাজের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯৫), অপ্রকাশিত পিএইচডি. থিসিস, ২০০৮, পৃ.৩২

১৬. খন্দকার আবদুর রশীদ, বগুড়ায় ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯

১৭. অল্লোপনিষদ, সপ্তম পরিচ্ছদ।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে ভারতীয়রা তাদের ধর্মগ্রন্থে মহানবী (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বাভাষ সম্পর্কে জানতে পেরে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে আরব দেশে তাঁর আবির্ভাবের প্রমাণ পেয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য। মহানবী (সা.) ভারতীয়দের আহবানে সাড়া দিয়ে একজন সাহাবীকে (রা.) পাঠিয়ে দেন, যিনি এখানকার একজন রাজাসহ বহু গণ্যমান্য হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। এ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাটি উদঘাটন করেছেন মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)। তিনি মহানবীর (সা) জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত রাজার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে 'ইসলাম কি সাদাকাত' নামক পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন তা হল:

উত্তর প্রদেশের একটি জেলার সদর শহরের নাম গোরক্ষপুর। প্রাচীনকাল থেকেই এ গোরক্ষপুর অতিথি সেবার সুনাম অর্জন করে আসছে। কোন লোক একবার ঐ মাটিতে পা দিলে সে মাটি বারবার নিজের বুকের দিকেই আকর্ষণ করে থাকে। এমনি সে মাটির জাদুমায়া। আমিও (থানবী) তার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে গোরক্ষপুর যাতায়াত করতাম। মাত্র কয়েকবছর আগের কথা। আমি কোন এক প্রয়োজনে গোরক্ষপুরে জনাব মৌলভী সুবহানুল্লাহ সাহেবের বাড়ি যাই। একদিন ভোরবেলা মৌলভী নাসির উদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের উপস্থিতিতেআমরা সবাই সুবহান্নাল্লাহ সাহেবের কুতুবখানা পরিদর্শন করলাম। একখানি পুস্তকের প্রতি আমাদের সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। পুস্তকটিতে অতীত যুগের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষদের সম্পর্কে একটি ঘটনার উপর সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। ঘটনাটি এমন মনোমুগ্ধকর ও আশ্চর্যজনক যে, সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার বন্ধু সৈয়দ মকবুল হোসেন বেলগ্রামীকে আমার খাতার মধ্যে সেটা তুলে দেয়ার জন্য অনুরোদ করি। তার সারমর্ম হল, "রাজা ভোজ ভারতবর্ষে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার অলৌকিক ঘটনা দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে তার রহস্য উদঘাটনের জন্য আরব দেশে দূত প্রেরন করেন। তারপর ঘটনার সত্যতা ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।" মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এক স্থানে লিখেছেন, কস্তী জেলার অন্তর্গত সহসী গ্রামের অধিবাসী মৌলভী হাসান রেজা খান আমাকে বলতেন যে, রাজা ভোজ নামের দুইজন রাজা ছিলেন। আমি হলাম দ্বিতীয় রাজা ভোজের বংশধর। তিনি গুজরাটের ধারদার শহরের অধিবাসী এবং সেখানকার রাজাও ছিলেন। আলোচ্য ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এ রাজা সম্পর্কেই।[১৮]

যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলায় ভোজপুর নামে একটি স্থান আছে। সেখানে মাঠের মধ্যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধবংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। প্রস্তর ফলকে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের বহু মূল্যবান মন্ত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোজরাজ সেখানকার রাজা ছিলেন। রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানীও ছিল এখানে। এ রাজা ছিলেন পূণ্যবান আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান । চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। পরদিন সকালে তিনি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের ডেকে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন এবং গুপ্তভেদ বর্ণনা করার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। পণ্ডিতগণ গণনা করে একমত হয়ে বলেন, 'আমাদের গণনা অনুসারে আমরা বুঝতে পারছি যে, আরব দেশে এক মহা অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত দর্শ সর্ব ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে এবং এ ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হবে। তিনিই চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত করেছেন।' এতদশ্রবনে ভোজ রাজা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আরব দেশে প্রেরণ করেন। ঐ সময় ভারত ও আরব দেশের মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্য চলত। ঐতিহাসিকগণ এ প্রমান দিয়েছেন। দুতগণ দেশে ফিরে ভোজ রাজাকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা ও হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানালে ভোজরাজ এবং ঐ দূতগণ এক সঙ্গে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে প্রজাগণ এবং তাঁর বংশধর বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে উপদ্রব করতে থাকলে তিনি গুজরাটের 'ধামওয়ার' (ধারদার) নামক স্থানে গমণ করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এখানেই বসবাস করেন। তাঁর মুসলিম নাম ছিল শেখ

[১৮]. ব'নজীর আহমদ, *খাতামুন্নাবিয়্যিন*, প্রকাশক, খোদ্দামুল মুসলিমিন সংস্থা, প্রবন্ধ বিশ্বনবীর (সা) জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ, ১৯৭৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ। গোরক্ষপুর নিবাসী মাওলানা সুবহানাল্লাহ সাহেবের পাঠাগারে এ ভোজ রাজার ইতিহাস এখনও সংরক্ষিত আছে।[১৯]

মহানাবী (সা.) এর জীবদ্দশায় রাজা ভোজ এবং তাঁর কতিপয় প্রজা মহানবীর একজন সাহাবীর মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটা আজ ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সে সময়ই ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার-প্রসার সম্পর্কিত আরও অনেক তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। একবার হযরত আয়িশা (রা.) এর অসুস্থতার সময়ে আরবে অবস্থানরত একজন ভারতীয় চিকিৎসককে অবহিত করা হয়। এ কথা ইমাম বুখারী বর্ণনাতে পাওয়া যায়। অপর দিকে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর এক স্ত্রী ছিলেন ভারতীয় মহিলা। যিনি হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের মাতা ছিলেন। [২০] হযরত আয়শা (রা.) এর চিকিৎসক ভারতীয় হওয়ায় বুঝা যায় যে, আরবদের সাথে ভারতের লোকের একটা যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগ থাকার প্রেক্ষিতে তাঁদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ ছাড়াও দেখা যায় যে, হযরত ঈসা (আ) এর জন্মের দু'হাজার বছর আগে যারা এখানে বন্দর স্থাপন করেছে, তাদের নিজ দেশে এক নবী নাযিল হয়েছেন শুনে সে নবীর ধর্ম গ্রহণ করা তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। অর্থাৎ ভারতীয়রা নবী করীম (সা) এর ইসলাম গ্রহণ করবেন এতে বৈচিত্রের কিছু নেই।

রাজা চেরুমাল পেরুমাল এর ইসলাম গ্রহণ

মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাষে মক্কা গমন করেন।

রাজা চেরুমাল পেরুমাল সরাসরি রাসুল(সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন বলে শায়ক জয়নুদ্দীন তাঁর "তুহফাতুল মুজাহিদীন ফী বায়ে আহওয়ালিল বারতাকালীন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের প্রভাবেই রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইসলামের বায়আত হন। এরপর ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সাথে সাক্ষাত লাভ করার বাসনা নিয়ে রাজা একদল লোকসহ মক্কা শরীফে পৌছান। রাজা নবী (সা) এর জন্য কিছু মূল্যবান উপহার সামগ্রঅ নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে আদা এবং এ দেশে নির্মিত একটি মূল্যবান তরবারীও ছিল। রাসুল-ই করীম (সা) সে আদা নিজে খেয়েছেন এবং সাহাবীগণের মধ্যেও বন্টন করে দিয়েছিলেন।[২১]

আর্যদের অত্যাচার ও ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট

ইসলামের সূচনা মুহুর্ত থেকে আরবদের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে পরিচিত ভারতের নিপীড়িত জনগণের মাঝে ইসলাম প্রচারের ঐকান্তিক তাকিদ থাকা ছিল খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। এ প্রেক্ষাপটে হিজরী প্রথম দশকেই নবীজীর সাক্ষাত সাহাবীর ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে চলে আসার ঘটনাকে আরও যুক্তিযুক্ত মনে হবে। গ্রীক দেব-দেবীর অনুসরণে ভারতে আগত আর্যরাও পৌত্তলিকতাশ্রয়ী এক মানব রচিত ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে আসে। বিজয়ী ধূর্ত আর্যরা তাদের আরাধ্য দূর্গকে তাদের প্রতিপক্ষের শক্তির প্রতিভূ অসুরের বুকের উপর পা তুলে দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। এ যেন তাদের একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। ইসলামের অনুসারীরাই আরবে পৌত্তলিকতার চর্চা প্রত্যক্ষ করেছে। সুতরাং ভারতের

---

১৯. মুহাম্মাদ নুরল ইসলাম, *জগদ্গুরু মুহাম্মাদ (দ.)* , ঢাকা: মম প্রকাশনী, জুন, ২০০০, পৃ.৮৬; প্রাগুক্ত, বগুড়ায় ইসলাম, পৃ.৩১

২০. নাসির হেলাল, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিকাহিনী*, দৈনিক ইত্তেফাক, ধর্মচিন্তা, ১ অক্টোবর, ১৯৯৯

২১. জিলহজ্জ আলী, *বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ*, ঢাকা: বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ১ জুলাই, ২০০৫, পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

পৌত্তলিকতা কিংবা পারস্যের অগ্নি উপাসনাকে নির্মূল করে ইসলামের তৌহিদের দাওয়াত দেয়া তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়।[২২]

প্রকৃত পক্ষে ভারতে আর্য আগমনের আগেই সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল, যার সাথে আগে থেকে আর্যদের কোন পূর্ব পরিচয়ই ছিল না। আর্যরা বিজয়ী হয়ে বিজিত জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও উন্নত সভ্যতাকে অস্বীকার করতে থাকে এবং অনার্য জনগোষ্ঠীকে নানা অপমান সূচক শব্দে চিত্রিত করতে থাকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নিষাদ, দ্রাবিড় , কিরাত প্রভৃতি জাতির অস্তিত্ব ছিল। এদের পরে এসেছে বৈদিক আর্যরা এবং ঐতিহাসিক যুগে 'যবন' গ্রীকরা এসেছে সৈনিকের বেশে, রোমানরা এসেছে বণিকের বেশে, হুনরা এসেছে, আরব ও তুর্কিরা এসেছে আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়া থেকে হাবসী ও কাফ্রীরা এসেছে, স্বদেশ থেকে বিতাড়িত ইহুদীরা এসে কেরালায় স্থায়ী নিবাস গড়েছে। এ ব্যাপারে পণ্ডিতরা একমত যে বৈদিক আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনের অনেক আগে থেকেই অনার্যদের একটা নিজস্ব ধর্ম ও কৃষ্টি ছিল। এখানে প্রশ্ন আসে, কি সে ধর্ম-সংস্কৃতির রূপ? এ ব্যাপারে পূর্ণ তথ্য আমাদের করায়ত্ত না হলেও এটা নিশ্চিত যে, ঐ ধর্ম সংস্কৃতি বৈদিক আর্যদের স্বাশত ধর্মের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। আর সে কারণেই মানুষকে সুপথে আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় এ সত্য প্রতিফলিত। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা, ধর্ম-সংস্কৃতির পূর্ণ চিত্র পাওয়া না গেলেও এ ধারণা অমূলক নয় যে, ঐ সময় বিকৃত ও রূপান্তরিত হলেও একত্ববাদের ধারণা পরিব্যাপ্ত ছিল। আর এ কারণেই যখন পরিপূর্ণ তৌহিদের উদাত্ত আহবান ভারতে এলো, তখন দলে দলে জনগোষ্ঠী পঙ্গপালের মতো তাদের হারানো ধর্মের মূল স্রোতে ফিরে আসতে থাকে।[২৩]

আরবদের ব্যবসা বাণিজ্য ও ইসলাম প্রচার

আরব দেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠী আরবদের হাতে ছিল। ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ভারত থেকে তারা প্রধানত গরম মশলা, গজদন্ত ও নানাবিদ মূল্যবান জিনিসপত্র ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করত। সরন্দীপ (সিংহল) ও তার নিকটবর্তী ভারতে দক্ষিণ এলাকায় গরম মশলা উৎপন্ন হত। কিন্তু হাতীর জন্য বঙ্গ (বাংলাদেশ) প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত ছিল। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বঙ্গ রাজ্যের চারি সহস্র সুসজ্জিত হস্তি সেনার কথা শুনা যায়।[২৪]

মালাবারে যে সব আরব মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করার পর স্থায়ীভাবে বসবাস করে তারা মোপলা নামে পরিচিত। ছোট বড় নৌকার সাহায্যে মাছ ধরা এবং মাল ও যাত্রী বহন করা ছিল তাদের জীবিকার্জনের প্রধান পেশা। অনেক সময়ে তাদেরকে জীবিকার্জনে ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের জন্য ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আরব দেশে যাতায়াত করতে হত। এভাবেই তারা ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের সংস্পর্শে এসেছিল।[২৫]

আরনল্ড ইসলাম প্রচার বিষয়ে ও ডক্টর তারাচাঁদ ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন, রাষ্ট্রাধিকারী জামেরিণ তাঁর প্রজাদের মধ্যে এমন ফরমানও জারি করেন যে, প্রত্যেক মৎস্যজীবী পরিবার থেকে অন্তত এক বা দু'জনকে মুসলিমরূপে মানুষ হতে হবে, যাতে আরবদের বাণিজ্য জাহাজের কাছে তারা সহায়ক হতে পারে, তিনি মনে করতেন, এ আরবদের বাণিজ্য জাহাজের কাজে তারা সহায়ক হতে

---

২২. প্রাগুক্ত, বগুড়ায় ইসলাম। পৃ.৩৩

২৩. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪, পৃ.৭৪-৭৫

২৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, খ.১, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নবম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৮, পৃ.৫২

২৫. মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

পারে, তিনি মনে করতেন, এ আর আরবদের বাণিজ্যের জন্যই তাঁর রাষ্ট্রের শান-শওকত আর জাঁকজমক এত বেড়ে যাচ্ছে। 'দাকিন' হিন্দে হিন্দুরে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইসলাম বিস্তারে সহায়তা হয়েছিল। হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে মালাবারাকে কেন্দ্র করেই 'দাকিনে' ইসলাম প্রচার লাভ করে। হিন্দুদের এ দাক্ষিণাত্যে বা 'দাকিনে' মুসলমানদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছে। হিন্দুস্তান (উত্তরা পথে) অধিকার বিস্তৃত হওয়ার অনেক আগেই 'দাকিনে' ইসলাম বিস্তার পেয়েছে।[২৬]

তুলনামূলকভাবে বিলম্বে বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভাবের মোটামুটি একশ বছরের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং আরব বণিকরা বাংলাসহ ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য আরো পাঁচশ বছর লেগে যায়। তুর্কি বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় রূপ পাল্টে দেয়। রাজনৈতিকভাবে তা মুসলিম শাসনের বীজ বপন করে; কিন্তু সামাজিকভাবে গড়ে তুলে একটি মুসলিম সমাজ যার ফলে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের বিপুলসংখ্যক অভিবাসীদের জন্য বাংলার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থা তৎকালীন সমাজের উপর ব্যপক প্রভাব ফেলে ।

ভারতীয় রাজা ও শাসকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রসার

দক্ষিণ ভারতের মালাবারের অন্তর্গত চের দেশের রাজা চেমরুল পেমরুল শেষ নবীর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২৭] তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, হিজরী প্রথম শতকের প্রারাম্ভেই ভারতের পশ্চিম উপকূল ইসলামের সত্যবাণীর সংস্পর্শে আসে এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের পূর্বেই ভারতবর্ষে ইসলামের ভিত্তি অনেকটা শক্তিশালী হয়ে যায়। ইসলাম এদেশে এসেছে নির্দোষ মুক্তির সনদ হিসেবে। যেখানে ধর্মীয় উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ইত্যাদির কারণে মানব জাতি নরকানলে পীড়িত হয়েছে, সেখানেই ইসলাম আপন সত্তা দিয়ে তাকে শান্তির পথে আনতে চেষ্টা করেছে। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে চলছিল মানবতার এক চরম দুর্দিন। এ সময় হিন্দু সর্বত্র বৌদ্ধ নিধন ও উৎখাতযজ্ঞ শুরু হয় এবং বৌদ্ধ গোষ্ঠীর বিরাট অংশ ব্রাহ্মণাবাদীদের হাতে পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়। প্রানে যারা বাঁচলো তারা পালিয়ে গেল তিব্বত, চীন, শ্রীলংকা, বার্মা(মায়ানমার) প্রভৃতি অঞ্চলে। অথবা দেশে প্রায়শ্চিত্ত করে পূণরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে পৈত্রিক প্রাণ রক্ষা করল।[২৮]

প্রখ্যাত মানবতাবাদী লেখক মিঃ এম.এন,রায় তাঁর (The Historical Role of Islam) গ্রন্থে লিখেছেন: "ব্রাহ্মণ শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত জাঠ ও অন্যান্য কৃষ্টি জীবিদের সক্রিয় সহযোগিতায় মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করলেন।"উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ বিন কাসিমের এ অভিযানে চার হাজার ভারতীয় জাঠ সৈন্যও তাঁর সহযোগী হয়। পথিমধ্যে পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে যখন তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সাওয়ান্দারবাসীরাও তাঁর সাথে মিলিত হয়। সাওয়ান্দারবাসীরা সবাই তখন মুসলমান ছিল।[২৯] সুতরাং মুসলমানদের অভিযান এবং ইসলামের বিস্তৃতির পটভূমি আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। তা না হলে স্থানীয় নিপীড়িত জনগোষ্ঠী আরব মুসলমান অভিযানকারীদের সাথে সহযোগিতা করতো না। তবে স্থানীয় জনগণ তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। ভাষা-ধর্ম ও ভৌগলিক দূরত্ব অতিক্রম করে বহিরাগত অভিযানকারীরা কিভাবে স্থানীয় জনগনের এ সহযোগিতা

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

২৭. আবদুল মান্নন তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী,১৯৮০ খ্রি. পৃ.৬৫

২৮. আবদুল গফুর, *ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ*, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪

২৯. তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করলো, তা অনুসন্ধানের দাবী রাখে। এ থেকে একটি সমীকরণ করা খুব সহজ যে, স্থানীয় নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে আরব অভিযাত্রীদের উন্নততর মানবিক মূল্যবোধ ও উদারনৈতিক ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল। এমনকি নৃত্যাত্ত্বিক দিক দিয়ে ঐসব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সন্নিকটবর্তী হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং মুসলমানরা স্থানীয় জনগণ নন্দিত হয়েই ভারতবর্ষে অভিযান চালায়।[৩০]

মূলত: সিন্দু অভিযান ছিল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি, যেমন ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি আজকের বাংলাদেশ । হিন্দুস্তান জয়ের স্বপ্ন মুসলমানদের মহানবীর (সা) জীবদ্দশা থেকেই। কেননা ভারত বিজয় সম্পর্কে সাহাবী হযরত সাওবান (রা.)শেষ নবীর এক বাণী উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, "আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিন্দ (ভারত) আক্রমনকারী সেনাদল, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) সহযোগী সেনাদল। অন্য এক বর্ণনায় সাহাবী হযরত আবু হুরায়ারা (রা.) বলেছেন: "রাসুলুল্লাহ (সা) আমাদের হিন্দ (ভারত) অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। কাজেই সে সময় আমি জীবিত থাকলে তাতে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ দান করতে কুণ্ঠিত হবো না। এতে যদি আমাকে হত্যা করা হয় তাহলে আকিম শ্রেষ্ঠ শহীদের অন্তর্ভূক্ত হবো। আর যদি আমি সহী সালামতে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো দোযখ মুক্ত।[৩১]

মহানবী (সা) কর্তৃক উদ্ধুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা ইসলামের আবির্ভাবের সূচনা লগ্ন থেকেই ভারত অভিযানের চেষ্টা করছিল। ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খ্রি.) মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর আমলে ১৫ হিজরীর মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ফতহুল বুলদান' -এ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইতোপূর্বে উসমান ইবনে সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী, হারেস ইবনে মুররা প্রমুখ সেনাপতি বারবার সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে এর বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। এমনকি ৪৪ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে উবু সুফরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্ন ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে সাওয়ার, রাশেদ ইবনে আমর, সিনান ইবনে সালামার ও মুনযির ইবনে জারুদ আবদী বারবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেছেন।[৩২] এ সকল অভিযান ছিল স্থলপথ ও জলপথে এবং এখানে সফলতা এবং ব্যার্থতা উভয়ই ছিল। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে (৭১২ খ্রি.) হাজ্জাজ ইবনে সাকাফী ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হবার র তিনি মাত্র সতের বছরের যুবক মুহাম্মাদ বিন কাসিম সাকাফীকে সেনাপতি করে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সমগ্র সিন্ধু জয় করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অবশেষে এ শহরটিও জয় করে নেন। [৩৩]

মুহাম্মাদ বিন কাসিম যে নগর জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন।তিনি দেবল (করাচী) জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলমানদেরকে জায়গীর দান করেন এবং চার হাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম অভিযানে পূর্ব থেকেই স্থল পথে ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয় । মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর এ আগমন দ্রুততর হয় এবং অষ্টম শতকের মধ্যেই সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি

---

[৩০]. হক বান্না, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯
[৩১]. প্রাগুক্ত, আবু হুরায়ারা বর্ণিত হাদীস।
[৩২]. মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত,পৃ.৭১
[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে উঠে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত পশ্চিম ভারতের বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে।[৩৪]

মুসলমানদের এ নীতিগুলো পর্যালোচনা করে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক হ্যাভেল বলেন, "ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়াভিযান বাইরের কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র আর্যাবর্তে যে রাজনৈতিক অধ:পতন দেখা দেয়, তা তার জন্য সম্ভব হয়েছিল। নবীন সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে রাজনীতি ও সমাজনীতি মিলনভূমি। আর তাই দিয়েছে তাকে জগত শাসনের ভার। জগতটাকে স্বাভাবিকভাগে গ্রহণ করে সাধারণ মানুসের পক্ষে সুখী হবার বিধান হিসেবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধ দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদের গোঁড়ামির সংঘর্ষ যখন উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক দ্বন্ধ-বিক্ষোভের সৃষ্টি করলো, সে সংকটকালেই ইসলাম সঞ্চয় করেছে তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি।"[৩৫] কেননা সে সময় হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মৎস্যন্যায় ও সামাজিক অবক্ষয় এমন করে পৌঁছেছিল যে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজ প্রভূদের হয়ে লড়ারও কোন প্রেরণা জনগনের মধ্যে জাগেনি। ভারতবর্ষে ইসলামের আগমণ সামজ জীবনের মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে দু'রকমের জাতি ভেদের গোঁড়ামিকে এ যেমন একদিকে শক্ত করেছে তেমনি অপরদিকে তার বিরুদ্ধেও সৃষ্টি করেছে এক বিদ্রোহ। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের চোখের সামনে তা এঁকেছে এক আকৃষ্ট।[৩৬]

ইসলামের এ কালজীয় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছে। মহানবী (সা) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দেশের রাজ রাজারাও ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মহানবী (সা) এর সময় ভারতের কোন কোন অঞ্চলের রাজারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।এভাবে রাজাদের এবং প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ, আরব ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসে ইসলাম গ্রহণ, সুফী সাধকদের ইসলাম প্রচার, বীর সেনানায়ক- মুহাম্মাদ বিন কাসিমের ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে ভারতে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এবং ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। ভারতবাসীও ইসলামের এ মহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলামী সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন এবং এর সুশীতল ছায়ায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

---

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৩৫. আজিজুল হক বান্না, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৩৬. আবদুর রশীদ, বগুড়ায় ইসলাম, প্রাগুক্ত. পৃ.৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী, শান্তির প্রতীক মহানবী (সা) আরব ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়্যত লাভ করেন। নবুয়্যত লাভের পর তিনি ইসলামী আদর্শ প্রথমে স্বীয় জন্মভূমির লোকদের কাছে প্রচার করেন। জুন, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে সেখানে ইসলামের সুমহান বানী প্রচার করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটে। বাংলাদেশে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটে আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে। সেনযুগ থেকে ইসলামের আগমন শুরু হয়। পালযুগে বাংলার সমাজব্যবস্থা ছিলা উদার । কিন্তু কর্ণাটকী সেন রাজারা উগ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারে বাংলার সমাজে শ্রেণীভেদ প্রথা পূনঃপ্রবর্তন করলে সমাজের উঁচু ও নিম্ন শ্রেণীর জনগণের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মের যে অধঃপতনের কারণে সমাজে যে আধ্যাত্মিক শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল সেনযুগে তার কোন উন্নতি হয়নি বরং ধর্ম বাছ-বিচার ও আচার সর্বস্ব হয়ে পড়ে। মুসলমান পীর-ফকিররা তাঁদের উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিক দর্শনের কারণে ক্রমশ সমাজের অবহেলিত সমাজের নিকটবর্তী হয়ে যান। ফলে বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দু চাষীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।[৩৭]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলা ভূ-খণ্ডে ইসলামের আগমন ঘটেছে মহানবী (সা) এর যুগেই। রাসুল (সা) এর মাতুল সাহাবী আবু ওক্কাস (রা.)-ই প্রথম ইসলাম প্রচারক যিনি সমুদ্র পথে বাংলাদেশে আগমন করেন।[৩৮] বাংলায় ইসলামের আগমন তিন ভাবে হয়েছে।

১। সমুদ্রপথে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমে;

২। স্থলপথে ইসলাম প্রচারকগণের আগমনের মাধ্যমে;

৩। মুসলিম শাসকদের রাজ্য বিজয়, ‘আলিম, মুজাহিদ এবং সুফিগণের আগমনের মাধ্যমে। মাওলানা মো: মহীউদ্দীন খান এ প্রসঙ্গে বলেন-

ক) বাংলায় প্রথম ইসলাম আগমন স্থল পথে নয় বরং সমুদ্র পথে এসেছে।

খ) খোদ রাসুল-কারীম (সা.) এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতের আগেও বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

গ) বাংলাদেশে সাহাবীদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে যথেষ্ট সংখ্যা অনুসারী বা তাবেয়ী রেখে গেছেন।[৩৯]

১। সমুদ্রপথে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমে

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসী শুধু বর্বর, কলহপ্রিয় ও রক্তপিপাসু জাতিই ছিল না, বরঞ্চ তাদের মধ্যে যারা ছিল অভিজাত ও বিত্তশালী, তারা জীবিকার্জনের জন্যে ব্যবসা বাণিজ্য করত। মরুময় দেশে জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবহমান কাল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য করতে হত। যে বণিক দল হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কুপ থেকে উদ্ধার করে মিশরের জনৈক অভিজাত বংশীয় রাজকর্মচারীর কাছে বিক্রয় করে, তাঁরা ছিল

---

৩৭. মহিবুর রহমান লিটন, বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য, ঢাকা: মাসুম বুক ডিপো, ২০০৫, পৃ.৯

৩৮. জিলহজ আলী, বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ,ঢাকা: বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার,১ জুলাই, ২০০৫, পৃ.৯

৩৯. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আরববাসী। আরবদের ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। সেখানে আসার কারনে বাংলায় এর প্রভাব পড়েছিল। ঐতিহাসিক এলফিনাস্টোন বলেন, 'হযরত ইউসুফ (আ.)- এর আমল থেকেই ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[৪০] অতএব আরববাসীদের ব্যবসায় পেশা ছিল অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিস্তৃত ছিল দেশ দেশান্তর পর্যন্ত।[৪১] রোমানদের কাছ থেকে পূর্ব এশিয়ার মসলা দ্রব্যাদির ব্যবসা আরব সওদাগাররা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন। সাথে সাথে ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরবরা একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তখন আরবরাই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সমুদ্রগামী জাতি হিসেবে গণ্য হত।

ইসলামী গবেষক সাইয়েদ সুলাইমান নদভী তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'আরবোঁকে জাহাজরাণী'-তে লিখেন যে মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌপথে আরবগনণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[৪২] বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর রচিত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন যে আরব বণিকগণ এ পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিল মধ্য পথের প্রধান বন্দর।[৪৩] বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পূর্বে তাঁরা মালাবার উপকূলেও নোঙ্গর করতেন বলে মনে করা হয়। দীর্ঘ পথে পালেটানা জাহাজের একটানা সফর সম্ভবপর ছিল না। পথে যে সব মানযিল ছিল সে গুলিতে আবশ্যকভাবে থেমে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মনযিলের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হত।[৪৪]

পূর্ব এশিয়ায় তারা অনেক দূর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তারা ভারতবর্ষের সিন্ধু ও মূলতানে অভিযান চালিয়েছিল। এর ফলে এ অঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে দাঁড়াবার জায়গা তাঁরা করে নিতে সক্ষম হন। অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর লাভের আশায় তাঁরা আরও পূর্বে এগিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করেছিলেন। বাংলাদেশের অঞ্চলে প্রথম দিকে তাদের বাণিজ্য বহর অগ্রসর হচ্ছিল প্রধানত উপকূল ধরে। পথে যাত্রা বিরতির জন্য চাটগাঁকে তারা পোতাশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। আরবরা চাটঁগা উপকূলে আসতে আরম্ভ করে। আরবদের রচনায় সমন্দর বা সন্দীপের উল্লেখ এ সময় থেকেই দেখা যায়। তারা এ সময় কামরূপ এবং রুহমি বা পাল সাম্রাজ্যের বিস্তারের কথাও উল্লেখ করেছেন। চট্রগ্রামের নাম আরবী ষাট ও 'গং' অথবা গঙ্গা নদীর অববাহিকা থেকে উদ্ভূত মনে করা হয়। চট্রগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকের দীর্ঘ নাক, দেহের রং ফরসা এবং নীল চোখ দেখা যায়। চট্রগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আরবী শব্দের আধিক্য দেখা যায়। ড.এম.এ.রহীম তাঁর "Social and Cultural History of Bengal" গ্রন্থে বাংলার উপকূল ভাগে আরব বণিকদের আগমান সম্পর্কে বলেছেন, যে "চাঁটগায়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এমনকি চাটগাঁ নামটিও আসলে তাদের দেয়া। গঙ্গার ব-দ্বীপ বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটি অবস্থিত বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় 'শাতি উল-গঙ্গা' (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। এ 'শাতি-উল-গঙ্গা' থেকে কালক্রমে চাটগাঁও অবশেষে চিটাগাং এবং বর্তমানে চট্রগ্রামে রূপান্তর ঘটেছে।[৪৫] ঐতিহাসিক 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "বাঙ্গালার পূর্বে ও দক্ষিণে আরখঙ্গ (আরাকান) নামে একটি বিরাট দেশ আছে। চাটগাঁও হচ্ছে তার সামুদ্রিক বন্দর। এখানে প্রচুর হাতী পাওয়া যায়[৪৬]। কাজেই

---

৪০ . Elfinstone:History of India; জিলহজ্জ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯

৪১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট ২০০৬, পৃ.১৪

৪২. মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, মাসিক মদিনা, জানুয়ারী-১৯৯২, পৃ.৪১

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

৪৪. প্রাগুক্ত,পৃ.৪১

৪৫. Dr.A.Rahim, ÒSocial and Cultural History of Bengal, Karachi,১৯৪৭

৪৬. তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২

Dhaka University Institutional Repository

হাতীর দাঁত চট্টগ্রাম ও বন্দর দিয়েই যে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হত এবং এ হাতীর দাঁত সংগ্রহ করার জন্য আরব বণিকদেরকে চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে হত এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[৪৭] ব্যবসার সাথে সাথে তারা চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারেও আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামী সংস্কৃতি প্রচার করতে থাকেন।

আরবদের বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি একদিকে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে এবং অন্যদিকে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়। তাই প্রথম যুগে বাংলার উপকুল অঞ্চলে আরবীয় মুসলিম বণিকদের আগমন ও ইসলাম প্রচার মোটেও বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।[৪৮] চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবীয়রা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন।[৪৯] কিন্তু ড. আবদুল করীম তাঁর 'চট্টগ্রামে ইসলাম' গ্রন্থে এ সংশয়মুক্ত নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫০] তবে আরব বনিকরা চট্টগ্রামে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন না করলেও প্রাচীন কাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের গভীর প্রভাব লক্ষণীয়। ড. রাধা গোবিন্দ, বসাক, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নিহাররঞ্জন রায় প্রমুখের গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত বাংলাদেশে সেকালে নতুন 'খিল' জমি বেচা-কেনার যে সব লিপি প্রমাণ পাওয়া গেছে, তার মূল্যের কথায় দীনার ও দ্রহাম(দিরহাম) এ দুই জাতীয় মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে।[৫১] এ সব তথ্যের ভিত্তিতে যে সব প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল প্রাচীন বাংলার গঙ্গা সাগর, লোহিত সাগর, কুলের লালমাটি এলাকার প্রধান আদি বাসিন্দারা কি তবে আরবরাই ছিল? সাগরে নতুন উত্থিত বিরা ভূমিকে খিল ভূমি বলা, যা আরবদের আয়ত্বেই ছিল।[৫২]

'খিল' আরবী শব্দ। এর অর্থ খালি বা অনাবাদী জমি। নানা প্রমাণ সূত্রে একতা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, দীনার ব্যবহারকারী আরবরাই এ এলাকার মূল বাসিন্দা। বাংলাদেশে ব্যাপকপভাবে আজও সাধারন কৃষকরা অনাবাদী জমিকে 'খিল' বলে। একইভাবে নদীকে দরিয়া বা গাং বলে। বিপদ-আপদকে ঠেকাবার জন্য অনেক নৌকা একত্র হয়ে এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র প্রায় চলাচল করে। জেলে-মাঝিরা এখনও নদীতে একত্রে অনেক নৌকা চলাচলকে 'বহর' বলে । এসব প্রমাণ দেখে বলা যায় যে আরব ও তাদের বংশধররাই সম্ভবত: এ এলাকার মূল অধিবাসী।

বিশিষ্ট লেখিকা ফরিদা রহমান 'চীন দেশে ইসলাম'-এর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরে লিখেছেন-

"হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চীনে আসেন এবং এখানেই ইন্তিকাল করেন। আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর চাইনিজ নাম (young Gnosu)। তিনি (Gangzho)(ক্যান্টন) শহরে (Huai Sheng)মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি আরবের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে তৈরী করা হয় এবং সে সময় Peri River মসজিদটির পাশ দিয়ে মোহাম্মাদ এর চাইনিজ নাম (Mafegngda) হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর মাজার শরীফলিউ হুয়া লেক-এর পাশে (Guangzhiue Ancestratom) নামে পরিচিত। তাঁর মাজারটি প্রায় ৬/১০ ফুট দীর্ঘ এবং গাছপালায় পরিবেষ্টিত।" চীনে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে, সপ্তম শতাব্দীতে চীনা ব্যবসায়ীরা মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম

---

[৪৭]. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ২০০৬ পৃ.২২

[৪৮]. তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[৪৯]. ড. এনামুল হক ও ড. আবদুল করীম, আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য, পৃ.৭৪

[৫০]. ড. আবদুল করীম, চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ.১৬

[৫১]. নিহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রথম স্বাক্ষরতা সংস্করণ, ১৯৮০, পৃ.২০৫-২০৭; Dr.R.C. Majumdar(ed)History of Bengal(D.U),Vol.-1;Dr.R.G.Basak, The History of north Eastern Indea-১৯৩৮

[৫২]. ড.রুহুল আমীন, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান, অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬, পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়াতেও যাতায়াত করেন। আরবর দেশ এবং অন্যান্য দেশসমূহ থেকেই বণিকরা এবং ধর্মপ্রচারকরা চীনে আসেন।[৫৩]

এ জন্য ঐতিহাসিকগণ মনে করেন রাসুল (সা) এর মাতুল হযরত আবু ওয়াক্কাস চীন যাবার পথে সেই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রা বিরতি না করে অগ্রসর হয়েছিল এমনটি ভাবা যায় না। আবু ওয়াক্কাস ও তাঁর সাথীগণ অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং সেখানে বেশ একটি যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে তাঁরা কিছু লোককে ইসলামে বায়আত করে গিয়ে ছিলেন আর এসব লোকই নীরবে এ দেশে তাওহীদের বাণীর প্রচার কার্য চালিয়ে গেছেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক ১২০৩ সনে বঙ্গ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত।[৫৪] রাসুল (সা) এর সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর নেতৃত্বে যে ইসলাম প্রচার দল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন । হাবশা থেকে সরাসরি চীনে পৌছা তাঁদের লক্ষ্য ছিল না এবং হাবশা সম্রাটের নির্দেশও তেমন ছিল না। তাঁরা এ সময়টা আনন্দ ভ্রমন করেও অতিবাহিত করেননি। যাত্রা পথের সমস্ত সময়টা তাঁরা ইসলাম প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

২। স্থলপথে ইসলাম প্রচারকগণের আগমনের মাধ্যমে

হযরত উমর (রঃ) এর শাসনামলে এদেশে স্থলপথে ইসলামের আগমন ঘটে। এ ব্যাপারে এ.সি রায় চৌধুরী বলেনদ 'হযরত ওমরের (রা.) খিলাফত কালে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে ৬৬৪ খ্রি. আফগানিস্তান মুসলমানদের অধীনে আসে। এ সময়ই ৬৩৬ খ্রি. ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমন ঘটে বোম্বের থানা নামক স্থানে।[৫৫]

এ সময় কয়েকজন সাহাবীর ভারত আগমণের খবর পাওয়া যায়। সে সমস্ত সম্মানিত সাহাবীগণ হলেন- ১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবান (রা.) ২। হযরত আছেম ইবনে আমর আত-তমীমী (রা.) ৩। হযরত ছুহার ইবনে আল-আবদী (রা.) ৪। হযরত সুহাইব ইবনে আদী (রা.) ও ৫। হযরত আল হাকাম ইবনে আবিল আ'ছ আস-সাকাফী (রা.)

হযরত ওসমানের (রা.) আমলে দু'জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়, যারা ইসলামের প্রচারের জন্য ভারত এসেছিলেন। তাঁরা হলেন-১। হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মা'মর আত-তমীমী রা.) ২। হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীর ইবনে আবদে শামস (রা.)।

হযরত আলী (রা.) এর আমলেও সাহাবীরা এসেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু কোন নাম পাওয়া যায় নি। তবে হযরত আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে একজন সাহাবীর নাম পাওয়া যায় । তিনি হলেন, হযরত সিনান ইবনে সালামাহ ইবনে আল মুহাব্বিক আল হুযানা (রা.)।

আমীরে মুয়াবিয়ার শাসনকালে ৪৪ হিজরীতে সেনাপতি মুহাল্লাব ইবনে আবু সুফরী স্থলপথে সিন্ধু সীমান্তে অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না আহওয়াজে পৌঁছেন। ৯৩ হিজরীতে (৭১১ খ্রি.) মুহাম্মাদ বিন কাসিমের পাঞ্জাব ও মুলতান অভিযান কালে চার হাজার জাঠ সৈন্য তাঁর সাথী হন। বিন কাসিম পুরাতন ব্রাহ্মণ্যবাদ এলাকা জয় করে অগ্রসর হওয়ার সময় সাওয়ান্দারবাসীরা (তার সবাই মুসলমান ছিলেন) বিন কাসিমের সাথে মিলিত হন।[৫৬] এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব বলেন, 'স্থল পথে প্রধানত সিন্ধুর পথে ইসলাম সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। তিরানব্বই হিজরীতে

---

[৫৩]. ফরিদা রহমান , চীন দেশে ইসলাম, দৈনিক ইত্তেফাক, (মহিলা অঙ্গন) ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং
[৫৪]. ড. মো: রুহুল আমিন , প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭-৫৮
[৫৫]. এ.সি.রায় চৌধুরী , সোশ্যাল , কালচারাল এণ্ড ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া।
[৫৬]. মোহাম্মাদ আবদুল মান্নান, বাংলা ও বাঙ্গালী , মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃ,১০৮

Dhaka University Institutional Repository

(৭১৩ খ্রি.) মুহাম্মাদ ইবনি কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের আগেদ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) এর আমলে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকেই সিন্ধু অভিযান শুরু হয়।

বাংলাদেশে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক আসেন। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহাইমিন। এরপর হযরত হামেদউদ্দীন, হযরত হোসেনউদ্দীন, হযরত মুর্তুজা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব আসেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক দল বাংলাদেশে আসেন। তাঁরা অস্ত্রের শক্তিতে ধর্ম প্রচার করেন নি। কোন বই কিতাবও আনতেন না। রাজশক্তির সাথেও তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতেন। তাঁরা গ্রামের মানুষের সাথে বাস করতেন এব বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ধর্ম প্রচার করতেন। অনেকে আবার কোথাও কোথাও তাদের প্রচারকেন্দ্র বা খানকা স্থাপন করে ধর্ম প্রচার করতেন। কুমিল্লায় আব্বাসী যুগের রূপার ও সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এতে কুমিল্লা অঞ্চলের সাথে আরব মুসলমানদের যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। পাহাড়পুর আব্বাসী বংশের খলিফা হারুন-অর রশীদের সময়ের (৭৮৮ খ্রী. বা ১৭২ হিজরী) মুদ্রা পাওয়া গেছে। এটা সে অঞ্চলে আরবদের যাতায়াতের সাক্ষ্য বহন করে।[৫৭]

আরবদের অনেকেই ভারত থেকে স্থল পথে বাংলাদেশে আগমন করেন। ভারতের সাথে তাদের বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে খালিক আহমদ নিযামী লিখেছেন-

India's relation with the Arab world go back to hoary past long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between India and Arabia and the Arab traders carried India goods to the European markets by way of Egypt and Syria, Elphinstone has rightly observed that from the days of Joseph to the days of Marco Polo and Vasco de Gama the Arabs were the captains of Indian commerce. There were large number of Arab colonies on the western coast if India and many Indian Settlements in the Arab countries Ubulla, for instance, was known as arzul-Hindu on account of the large number of Indians who inhibited that region. When Islam spread and the Arabs got converted to Islam, these colonies continued to flourish as before. The Indian rajas appointed muslim judges known as hunurman to decide their cases and provided all facilities to them to organize their cases and provided all facilities to them to organize their community life. Commercial contact led to cultural relations and while large nuber of Arab navigational and other terms were adopted by the Indian customs, institutions and practices found their way to Arabia. Philologists have traced three Sanskrit words misk (musk), zanjbil (ginger), and kafur (camphor in the quran).[৫৮]

বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণেই আরবদের সাথে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর তারা বাংলাদেশে আগমণ করে। ব্যবসায় সূত্রে বাংলাদেশে আগমণ করে এদেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে মিশে যায় এবং ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশ ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

[৫৭]. ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ.২৬

[৫৮]. কে.এ.নিযামী, ডা.মুহাম্মাদ যাকী সম্পাদিত 'এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকা; জিলহজ্জ আলী, প্রাগুক্ত,পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মো: মহীউদ্দীন খান বাংলায় ইসলাম আগমন প্রসঙ্গে বলেন-

ক) বাংলায় প্রথম ইসলাম আগমন স্থল পথে নয় বরং সমুদ্র পথে এসেছে।

খ) খোদ রাসুল-কারীম (সা.) এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতের আগেও বাংলার উপকূলল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

গ) বাংলাদেশে সাহাবীদের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে যথেষ্ট সংখ্য অনুসারী বা তাবেয়ী রেখে গেছেন।

ঘ) অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা, হযরত আবু ওয়াক্কাসের সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক লস্কর এবং রসনাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।[৫৯]

৩। মুসলিম শাসকদের রাজ্য বিজয়, 'আলিম, মুজাহিদ এবং সুফিগণের আগমনের মাধ্যমে।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর[৬০] রাজ্য ছিল মুসলিম অধিকারের কেন্দ্রস্থল। এর আগমনের সাথে সাথে বেশ ক'হাজার মুসলিম আগন্তুকের বাংলাদেশে আবির্ভাব ঘটে। এর পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা সেনা-বাহিনীর সদস্য ধর্মপ্রচারক, সাধু-দরবেশ, ব্যবসায়ী এবং অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান দলে দলে আসতে শুরু করে। মধ্যযুগের বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে সেজন্য আরব, পারস্য, তুরস্ক এমনকি সুদূর আবিসিনিয়ার লোক দেখতে পাওয়া যায়। গোটা বাংলাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে মুসলমানদের দু'শ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। ১৩৩৮ খ্রি. ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের অধীনে বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের সূচনা হয়। এ সময় থেকে দু'শ বছর ধরে বাংলা ছিল স্বাধীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ক্ষেত্রেই এটা ছিল দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কার। এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলো এই যে, এ সময়ই এ দেশ প্রথমে 'বাঙ্গালাহ' নাম পরিগ্রহ করে। এর আগে বাংলার কোন ভৌগলিক অখণ্ডতা ছিল না এবং সমগ্র দেশের জন্য কোন একক নামের উদ্ভব হয়নি। 'গৌড়', 'রাঢ়' এবং 'বঙ্গ' - প্রধানত এ তিনটি এলাকার নামেই বাংলা পরিচিত ছিল। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এ তিনটি অঞ্চল জয় করে তার অধীনে সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করার পরই বাঙ্গালাহ নামের উদ্ভব হয়। তিনি 'শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি লাভ করেন। তখন থেকে বাংলার মুসলিম রাজ্য বাঙ্গালাহ রাজ্যরূপে পরিচিত হয়।[৬১]

খিলজী, তুর্কী, হাবশী, আফগান, মুঘল সকলের সংমিশ্রণে এবং মুসলিম আউলিয়া ও ধর্মপ্রচারকদের বিরামহীন প্রচারে আরব ধর্ম প্রচারক ও ব্যবসায়ীদের সাথে থাকতো অনেক দলবল। এরা ক্রমেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে থাকে। মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে বহু পারস্য দেশীয় লোকের আবির্ভাব ঘটে। আবিসিনিয়ার হাবশীরা আসে প্রথমে ক্রীতদাস হিসেবে। সুলতান বারবক শাহের

[৫৯]. মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত।

[৬০]. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীকে মালিক গাজী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। তিনি মুসলিম খলজী উপজাতীর একজন লোক ছিলেন। মুসলিম খলজী উপজাতি উত্তর-পূর্বের প্রায় সকল দখল-যুদ্ধে যোগদানকারী সেনাবাহিনীর অধিপতিদের কাজে নিযুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন একজন তুর্কি সেনাপতী। তিনি ১২০৫ খ্রি. তৎকালীন বঙ্গের শাসক সেন রাজবংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে সেন গৌড় দখল করেন। লক্ষণ সেন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে তৎকালীন বঙ্গে পালিয়ে যান এবং তার সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নদীয়া শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

[৬১]. লিটন, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

অধীনেই ছিল আট হাজার আবিসিনিয়ান। ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ স্থানীয় মুসলিম ছাড়াও বিভিন্ন জাতির স্রোতধারায় সমৃদ্ধ হয়।

৮৭৪ খ্রী. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী ইসলাম প্রচারের জন্য চট্রগ্রামে এসেছিলেন বলে শোনা যায়। সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ার ১০৪৭ খ্রী. বগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকায় ইসলাম প্রচার করতে আসেন।

প্রায় একই সময় ময়মনসিংহের নেত্রকোনা এলাকায় শাহ মুহাম্মদ সুলতান রূমী ইসলাম প্রচার করেন। বল্লাল সেনের রাজত্বকালে হযরত বাবা আদম শহীদ এদেশে ইসলাম প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১১৮৪ খ্রী. হযরত শাহ মাখদুম রূপোস রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শাহ তুরকান শহীদ বগুড়া অঞ্চলে ও শাহ তকী উদ্দিনব আফারী রাজশাহী অঞ্চলে মাহীসন্তোষ এলাকায় ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ সময়ে হযরত জালালউদ্দিন তাবরিজী পান্ডুয়া এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলা জয় করার পর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এরপর মুসলিম শাসন আমলে বাংলাদেশে বিভিন্ন সূফী দরবেশ, আউলিয়ার প্রচেষ্টায় ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে। মুসলিম শাসনকর্তাদের অনেকেই ইসলাম প্রচারে উৎসাহ প্রদান করেন এবং কেউ কেউ ইসলাম প্রচারকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে কর্যকরী পন্থা অবলম্বন করেন। ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশে পরিণত হয়। বর্তমানে রংপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন মসজিদটি[৬২] বাংলায় প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা জন্ম লাভ করে। বর্ণনার এক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে বাগদাদের আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনুর রশীদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্বিক খনন কার্যের কালে প্রাপ্ত মুদ্রাটিতে ১৭২ হিজরী (৭৮৮খ্রি.) সনের তারিখ খোদিত আছে।

এ সময় বাংলার বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসন চলছিল। ধর্মপাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আরাকানের রাজা মহতইঙ্গত চন্দয়ত ও ধর্মপাল সমসাময়িক ছিলেন। অন্যদিকে সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্যের ফলেও কতিপয় আরবীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের (৮১০ -৮৪৫ খ্রি.) পর ময়নামতীতে শক্তিশালী দেববংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেন।[৬৩] আমাদের বিশ্বাস কোনো ইসলাম প্রাচরকের দ্বারা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারে খলিফার এ মুদ্রানীত হয়। সম্ভবত: তিনি এ মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে সেখানে প্রচার করতে গমন করেন। তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁর মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল।[৬৪]

---

[৬২]. বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুরে ৬৯ হিজ্রী সনের একটি মসজিদ আবিষ্কার হওয়া বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সর্ম্পর্ণ নতুন তথ্যের যোগ হয়েছে এবং নতুন করে ভাববার অবকাশ এসেছে যে, এ ধরনের অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না? এ প্রসঙ্গে 'বাংলা ও বাঙ্গালী : মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্প্রতি রংপুর শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদের ধবংসাবশেস পাওয়া গেছে। কারবালায় নবী দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের মাত্র আট বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালিকের শাসনামলের এ মসজিদ বাংলাদেশ এ যাবত প্রাপ্ত ইসলামের প্রাচীনতম নিদর্শন। (ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তনে ইসলাম* , ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮ , পৃ. ৯)

[৬৩]. কে.এ.নিয়ামী. ড.মুহাম্মাদ যাকী সম্পাদিত এ্যারাব একাউন্টস অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ভূমিকা।

[৬৪]. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের আগেই শাহ নিয়ামতউল্লাহ বুতশিকান ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। হযরত মখদুম শাহ দৌলত শরীফ পাবনা জেলায়ও সংলগ্ন এলাকায় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ও পরে ইসলাম প্রচার ব্যাপ্ত থাকেন। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা তখনকার রাজধানী সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক প্রচেষ্টা নেন। জাফরগাও গাজী উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম প্রচারে প্রভূত অবদান রাখেন। কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে সৈয়দ আহমাদ কল্লাল বা শহীদ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। এ সময় হযরত শাহজালাল সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক ইসলাম প্রচার করেন। 'মিরন শাহ' নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন। মাওলানা আতা দিনাজপুর অঞ্চলে, মখদুম শাহ জালালুদ্দীন জাহাগত শাহ রংপুর অঞ্চলে, আব্বাস আলী মক্কী ও তাঁর বোন রওশন আরা বাংলার দক্ষিণাংশে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলে, শেখ আখি সিরাজ উদ্দীন গৌড় ও পান্ডুয়ায়, শাহ বদরুদ্দীন আল্লামা শাহগ মোল্লা মিশকিন, শাহনুর, শাহ মুবারক আলী প্রমুখ চট্রগ্রাম এলাকায়, সাইয়িদ রিজা ইয়ামানী উত্তর বঙ্গে ইসলাম প্রচার করেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদল শতাব্দীতে এ ছাড়াও শাহনুর কুতুব -উল-আলম, শেখ আনোয়ার শহীদ ও শেখ জাহিদ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। হযরত সাইয়দীদুল আরেফীন পটুয়াখলী জেলায় ও শাহ লংগর ঢাকা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেখ জয়নুদ্দিন বাগদাদী ও চিচিল গাজী রংপুর ও দিনাজপুর জেলায়, হযরত খান জাহান আলী যশোর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে হাজী বাবা সালেহ নারাযণগঞ্জ, শাহ সাল্লাহ সোনারগাঁও অঞ্চলে, শাহ আলী বোগদাদী ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে, শাহ মোয়াজ্জেম দানেশমনদ রাজশাহী অঞ্চলে, শাহ জামাল জামালপুর অঞ্চলে, খাজা শরফুদ্দীন চিশতী ঢাকায় ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশে যারা ইসলাম প্রচারে অসামান্য অবদান রাখছেন তাঁরা হলেন: হযরত মাখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী (মঙ্গল কোট), হযরত জালালউদ্দীন তাবরিযী (লাখনৌতি ও পাণ্ডুয়া, ১২১৬) হযরত মাহমুদ শাহ দৌলাহ শহীদ (শাহজাদপুর, ১২৪০-১২৭০ খ্রি.), শাহ তুরকান শহীদ(বগুড়া), মাওলানা তকী উদ্দীন আরাবী (রাজশাহী, ১২৫০ সালের মধ্যে), শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (সোনার গাঁও, ১২৭৮), শায়ক শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী (সোনারগাঁ,১২৭৮), শাহ সুফী শহীদ (হুগলী, ১২৯০খ্রি.) জাফর খাঁ গাযী (উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বংগ, ১২৯৮খ্রি.), সৈয়দ নাসিরউদ্দীন শাহ নেকমর্দান(দিনাজপুর,১৩০৫-৫০ খ্রি.), মখদুম শাহ জালাল উদ্দীন বুখারী (রংপুর ,১৩০৫ খ্রি.)সাইয়্যেদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আরা (চব্বিশ পরগনা ও খুলনা, ১৩২৪ খ্রি.), শায়খ আঁখি সিরাজউদ্দীন (গৌড় ও পাণ্ডুয়া , ১৩২৫ খ্রি.),শায়ক আলাউল হক (পাণ্ডুয়া, ১৩২৫ খ্রি.), সাইয়্যেদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী , শায়খ হোসাইন ও শায়খ বদ্রুরুল কাবুলী, শাহ বান্দারী শাই ও শাহ মোবারক আলী (চট্রগ্রাম,১৩৪০ খ্রি.), সাইয়্যেদ রিযা ইয়ামানী (উত্তর বংগ, ১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.)রাসতি শাহ ও শাহ মুহাম্মাদ বাগদাদী (কুমিল্লা ও নোয়াখালী, ১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.), শায়খ নুর কুতুব-উল- আলম , শায়ক আনোয়ার শহীদ , শায়ক জাহিদ (উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ, ১৩৫০-১৪৪৭ খ্রি.),সাইয়্যেদুল আরেফীন (পটুয়াখালী, ১৩৫০-১৪০০ খ্রি.) শাহ লংগর (ঢাকা, ১৪০০ খ্রি.) শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী (রংপুর - দিনাজপুর,১৪০০ খ্রি.)খান জাহান আলী (যশোর, খুলনা, বরিশাল,১৪৩৭-১৪৫৮ খ্রি.), শায়েখ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী (১৪৭৭ খ্রি.), হাজী বাবা সালেহ (নারায়নগঞ্জ, পনের শতকের শেষ ভাগ), শাহ সাল্লাহ (সোনারগাওঁ, ১৪৮২-১৫৬০ খ্রি.), শাহ আলী বোগদাদী (ফরিদপুর ও ঢাকা, ১৪৯৮ খ্রি.), একদিল শাহা (চব্বিশ পরগণা, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.),শাহ জামাল (জামালপুর, ১৫৫৬- ১৬০৬ খ্রি.)।[৬৫]

---

[৬৫]. মোহাম্মাদ আবদুল মান্নান, বাংলা ও বাঙ্গালী, মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা, পৃ.১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে শাহ জামান টাংগাইলে ইসলাম প্রচার করেন। এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে কাযী মুযাককিল ও শাহ নিয়ামতুল্লাহর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। হযরত ফকির মজনু শাহ উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। ১৭৮১খ্রী. কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। হাজী শরীয়াতুল্লাহ ও মুহসিনউদ্দিন দুধু মিয়া ইসলামী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে হাজী মুহাম্মাদ মুহসীন, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম সমাজে বিশেষ প্রভাব রাখেন। নওয়াব সলিমূল্লাহ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পরবর্তী ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মীর মোশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, মাওলানা আকরাম খাঁ, এ.কে.ফজলূল হক, মাওলানা ভাসানী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ইসলামী চেতনার নানাভাবে বিকাশ ঘটে।

বিশ্ব সভ্যতার দিশারী, মহানবী (সা) এর জীবদ্দশা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামের ধারক ও বাহকরা এদেশে ইসলাম প্রচার করে আসছে। বিধায় আজ বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন ভাবে ইসলামী মহৎ ব্যক্তিরা এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করে গেছেন। ফলে অসংখ্য লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলামী ঝাণ্ডা ধারন করে আছেন। তাদের পথ দিক নির্দেশনা, আমাদের ইহ ও পরকালীন মুক্তির চাবিকাঠী হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ চর্চা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে কুরআন চর্চা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে হাদীস চর্চা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চা ১২০৪খ্রি.-১৯৪৭ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কুরআন,হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চা

বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ, মুসলিম মিল্লাতের জীবন চলার সংবিধান আল-কুরআন বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলার এক অমীয় বাণী, যা দিশেহারা মানবকুলকে পথের দিশা দিয়ে থাকে। যা নাযিল করা হয়েছে বিশ্ব শান্তি ও সংহতির বাহক সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদ (সা) এর উপর । আর হাদীস[১] হল মহানবী (সা) এর বাণী যা তিনি সময় এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বলেছেন এবং কাজ সম্পাদনা করেছেন। আবার কোন কোন সময় সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে নিরবতা পালন করেছন। হাদীস হল ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। ফিক্‌হ হচ্ছে কুরআন এবং হাদীসের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে উদ্ভাবিত 'আমলী শরী'আতের বিধি-বিধানের নাম। এটি কুরআন ও হাদীসের বাস্তব ভিত্তিক ব্যাখ্যা। কুরআন ও হাদীস হল শরী'আতের আসল(اصل)বা মূল এবং ফিক্‌হ হল এর শাখা-প্রশাখা। এ কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চা বাংলাদেশে মুহাম্মাদ (সা) এর জীবদ্দশায় থেকেই শুরু হয়েছে। তবে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজী বাংলা জয় করার পর। তিনি ইসলামী চর্চাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দান করেছেন। বিভিন্ন মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চার পথকে সুগম করে দিয়েছেন। অত্র অধ্যায় বাংলাদেশে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

---

১. হাদীস (حديث)আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল কথা, বাণী, সংবাদ, খবর ইত্যাদি। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ সাখাভী (র.) বলেন, اَلْحَدِيْثُ لُغَةً ضِدُّ الْقَدِيْمِ আভিধানিক অর্থে হাদীস শব্দটি 'কাদীম' এর বিপরীত।কাদীম অর্থ হল চিরন্তন, অবিনশ্বর ইত্যাদি। (*ফতহুল মুগীস*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল্ইলমিয়্যা,লিবানন,১৯৯৬,পৃ.২১) পরিভাষায় অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেন, মহনবী (সা) এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি এবং সাহাবী ও তাবি'ঈদের কথা হাদীস (حديث) নামে আখ্যায়িত করা হয়। (আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, আল মুকাদ্দামা, লাহোর: মাকতাবুত মুসতাফায়ী, তাবি.পৃ. ৩; মান্না খলীল আল-কাত্তান, আল- হাদীস ওয়াছ ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ,খ.১, সৌদী আরব: দারুল মাআ'রিফ, ১৯৮৮, পৃ.২)

♠কেউ কেউ শুধু মহানবী (সা) এর বাণী কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বলে। আর সাহাবী ও তাবি'ঈদের বাণী ও কর্মকে আছার বলেন। এ প্রসঙ্গে মুফতী আমীমুল ইহসান বলেন: الحديث هو اعم من ان يكون قول الرسول صلى الله عليه و سلم والصحابى والتابعى وفعله وتقريره অর্থাৎ হাদীস এমন একটি শব্দ যা রাসুল (সা) , সাহাবা ও তাবে'ঈনের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মাতি ছাড়াও আরো ব্যাপক অর্থবোধক।[মুফতী আমীমুল ইহসান, *মীযানুল আখবার*, ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪, পৃ.৬] ♠ উসূলবিদ 'আলমগণের মতে হাদীসের সংজ্ঞা হল: الحديث هُوَ اَقْوَالُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه و سلم وَاَفْعَالِهِ অর্থাৎ রাসুল (সা) এর কথাবার্ত ও কাজ কর্মকে হাদীস বলা হয়। (*মুকাদ্দামায়ে দারসে তিরমিযী*, দেওবন্দ: আনওয়ার বুক ট্রেডার্স, পৃ.১৮) এ সংজ্ঞায় রাসুলুল্লাহ (সা) এর কথাবার্তা এবং কাজ-কর্ম হাদীসের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। আর (افعال) কাজ-কর্ম এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা) তাকরীর (تقرير) তথা মৌনসম্মতি এবং অনুমোদন ও শামিল আছে। কেননা এ মৌনসম্মতিও তাঁরই কাজ। ♠মহানবী (সা) এর নবুয়ত পূর্ব ও পরবর্তী জীবনের সমুদয় মুখ -নিঃসৃত বাণী, কর্ম, সমর্থন, অনুমোদন এবং চারিত্রিক গুণাবলী বৈশিষ্ট্য এমনকি জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর গতিবিধি প্রভৃতি হাদীস (حديث)এর অন্তর্ভূক্ত। বস্তুত হাদীস (حديث) কোন ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত বিষয় নয়। বরং এটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সামগ্রিকভাবে মহানবী (সা) এর পূর্ণাঙ্গ জীবনের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ, তাঁরই নেতৃত্বে আরব ভূমিতে সংগঠিত ইসলামী বিপ্লব ও তার বিস্তারিত রূপ, সাহাবা কিরামদের সাথে তাঁর সকল আচারণ, সার্বিক কর্ম-তৎপরতা, তদানীন্তন সমাজ সভ্রতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর ব্যাপক ও মৌলিক সংশোধনী এবং সংস্কারের বিবরণও হাদীস حديث)(এর অন্তর্ভূক্ত। (মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২,পৃ.১৪)

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে কুরআন চর্চা

পবিত্র কুরআন বিশ্বমানবতার হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ। কুরআনে বণিত নির্দেশনা, জীবন ব্যবস্থা চিরন্তন। সুন্দর জীবন ব্যবস্থাই মানবকে উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরহণ করাতে পারে। কিন্তু মানুষের তৈরী জীবন বিধান কাঙিক্ষত সুফল দিতে পারে না। যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই দিতে পারেন তাঁর মাখলুক তথা সৃষ্টির জন্য সুন্দর ব্যবস্থা। পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই আল্লাহ মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হিদায়াত তথা বিধি-বিধান দিয়ে এসেছেন। সর্বশেষ তিনি দিয়েছেন চিরন্তন হিদায়াত সম্বলিত গ্রন্থ 'আল-কুরআন। সময়ের প্রয়োজনে, প্রশ্নের জবাবে,[২] দিক নির্দেশনায়,[৩] মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা নির্দেশনা সম্বলিত ওহী ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থায় রাসুল (সা) এর নিকট অবতীর্ণ করেছেন। মানবতার মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ এ আল-কুরআন[৪] সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মহানবী (সা) এর উপর নাযিল করা হয়েছে ।

---

[২] . আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের প্রশ্নের জবাবেও কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন। কাফেরেরা কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করে বলে ছিল যে, এটা কোন ঐশী কিতাব নয় বরং এটা মুহাম্মাদের বানানো কথা । এর জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه ـ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ " আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতরণ করেচি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনূরূপ কোন সূরা রচনা করে আন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয় । তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাক। [আল-কুরআন, ২:২৩]; আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه "তারা কি বলে, তিনি (নবী) এটা রচনা করেছে? বলুন,তবে তোমরা এরকম একটি সূরা রচনা করে আন। [আল-কুরআন, ১০:৩৮] এ ভাবে অসংখ্য আয়াতে কারীমা প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়।

[৩] . আল্লাহ তা'আলা বলেন,هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ অর্থাৎ বিশ্ব মানবতার দিশারী এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। [২:১৮৫];আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُعْمَلُوْنَ الصّالِحَاتِ "এইকুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎকর্মশীল বিশ্বাসীগণকে সুসংবাদ দেয়।"[১৭:৯];সূরা নহলে উল্লেখ আছে, وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ
আপনার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছি, যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং আত্মসমর্পনকারীদের জন্য পথের দিশারী, করুণা এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে।"[১৬;৮৯] কুরআনুল কারীমের সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اَنْ يَّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ - مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - " এ কুরআ'ন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো রচনা নয়, এটা এর পূর্বে যে সব আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তার সমর্থনকারী । এটা বিধি-বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দানকারী । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা বিশ্ব প্রভূর পক্ষ তে অবতারিত গ্রন্থ। [১০:৩৭]

[৪] . আল-কুরআন (القران) আরবী শব্দ। শব্দটি قرء - يقرأ ক্রিয়ার বাবে يفتح - فتحবা ينصر - نصر এর ক্রিয়ামূল (مصدر) فعلان এর ওযনে قران শব্দটি পাঠ করা তথা مقروءٌ পঠিত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন কিতাব (كتاب) অর্থ مكتوب লিখিত। এর আর একটি অর্থ কোন বিষয়কে অপর একটি বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ করার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন مقرون সংযুক্ত। এটি قرنٌ হনে নির্গত। যেহেতু কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সংযুক্ত ও সংযোজিত, এজন্য একে কুরআন বলা হয়। তাছাড়া একটি বর্ণ থেকে অপর একটি বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قراءةٌ (কিরায়াত) বলা হয়। *তাফসীরকারক ইবনে কাসীর (র.) ইমাম শাফিঈ (র.) ফাররাহ , আবুল হাসান বাইহাকী , কাতিব বাগদাদী (র.) কুরআনকে হামজাহ ছাড়া قُرْاٰنٌ পড়তেন। তাঁরা বলতেন, কুরআন শব্দটি কিরাআত (قِرَأَةٌ) শব্দ হতে উৎপন্ন হয়নি কাজেই এটা হামজাহ বিশিষ্ট নয়। *আল্লামা যারকানী বলেন- কুরআন শব্দটি قِرْاءَةٌ(কারাআতুন) ধাতু হতে উদ্ভূত। যার অর্থ পাঠ করা। আরবী ব্যাকরণের নিয়মে, এটা কর্মবাচক বিশেষ্য مَقْرُوْءٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয়- সে গ্রন্থ, যা পাঠ করা হয়। অর্থাৎ পঠিত গ্রন্থ। [মানাহিলুল ইরফান, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪]এ কথার প্রমান মিলে আল্লাহর বাণী- اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه' وَقُرْاٰنَه' فَاِذَا

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ পাকের এ মহাবাণী চির শাশ্বত, বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। এটি এমন একটি সুসম্পন্ন জগৎ ও জীবনাদর্শের ধারক যা মানুষকে গৌরব, গরিমা ও সৌভাগ্যের অতুলনীয় উর্ধ্বতম স্তরে নিয়ে গিয়েছে।[৫] মুসলিম সভ্যতা যা থেকে আশ্বস্ত বোধ করতে পারে। আল-কুরআনের বাণী কোন বিশেষ অঞ্চল, গোত্র বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। এ ছাড়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ তথা সর্বযুগেই এ বাণীর অবদান সমভাবে কার্যকর। যারা কুরআ'নুল কারীমের শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা উন্নত শিখরে আরহণ করেছে। মহানবী (সা) বলেন,

'إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ حَبْلُ اللهِ وهُوَ النُّوْرُ الْمُبِيْنَ وَالشِّفَاءُ النَّاعُ عُقْدٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَ نَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَه'

অর্থাৎ আল-কুরআন আল্লাহর রজ্জু, আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি ডজ্জ্বল আর্লোকবাতকা, কল্যাণময় প্রতিশোধক, যে সাদরে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে এবং অনুসরণ করবে, সে পাবে মুক্তির রাজপথ। সে কখনো ধবংস হবে না।

বাংলাদেশেএ মহামান্বিত আল-কুরআনের প্রচার ও প্রসার মহানবী (সা) এর যুগ থেকেই শুরু হয়। এ সময় আরব ব্যবসায়ীরা এদেশে এসে ইসলাম প্রচারে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা মহা নবী (সা) এর অবতারিত ঐশী গ্রন্থ আলকুরআ'নের অমীয় বাণী প্রচার করেন। বাংলাদেশে কুরআন চর্চা এবং প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে ১) প্রতিষ্ঠান২)অনুবাদকৃত কুরআনুল কারীম এবং তাফসীর গ্রন্থ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১) কুরআন চর্চায় প্রতিষ্ঠান

'قَرَأَنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه'"নিশ্চয়ই কুরআন একত্র করা ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই । সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, আপনি তখন সে পাঠের অনুসরণ করুন।"[আল-কুরআন,৭৫:১৭-১৮]

পারিভাষিক সংজ্ঞা: *হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, " মহান আল্লাহর সে অতীব পবিত্র সম্মানিত কালাম বা বাণী যা তার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাছহাফে লিখিত হয়েছে, আর তা রাসুলুল্লাহ (সা) হতে আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনারূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে। আর তা হল কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম।"

- হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত মানার গ্রন্থে আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন- اَلْكِتَابُ هُوَ الْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ وَ السَّلَامُ اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِبِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِرًا بِلاَ شُبْهَةٍ"মহাগ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর উপর অবতারিত এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রাসুল (সা) থেকে ধারাবাহিকবাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।"[আল মানার; নাসাফী]
- আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন: اَلْقُرْاٰنُ هُوَ كَلَامُ اللهِ الَّذِىْ نَزَّلَ بِهِ رُوْحُ الْاَمِيْنُ عَلَى قَلْبِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَ بْنِ عَبْدِ الْحَقَّةِ . الْمُبْدَرُ بِسُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتُوْمُ بِسُوْرَةِ النَّاسِ . الْمَنْقُوْلُ اِلَيْنَا بِالتَّوَاتِرِ وَاَنَّه' مَحْفُوْظَةٌ فِىْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ." আল-কুরআন এটা মহান আল্লাহর বাণী, যা হযরত জিব্রাইল আমীন ফেরেশতা হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সা) এর প্রতি অবর্তীণ করেন। তার ভাষা আরবী । যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা হচ্ছে সুরাতুন নাস। যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে অকাট্য মুতাওয়াতির বর্ণনা সূত্রে। আর তা অবশ্যই যাবতীয় পরিবর্তন , পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।[ইলমে উসুলূল ফিক্‌হ: আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ]
- মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন: وَالْكِتَابُ الْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمدَ[دٌ (ص) لِلْاِعْجَازِ بِسُوْرَةٍ مِنْهُ"কুরআন মাজীদ এমন আসমানী কিতাব, যা আমাদের নেতা নবী করীম (সা) এর উপর অর্বতাণ , যার একাঢ ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম।"

[৫]. আল কুরআন অনুসরণ করে মানব জাতি মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরহন করেছে। মহানবী (সা) বলেন, اِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وبَضَعُ بِهِ اٰخِرِيْنَঅর্থাৎ আল্লাহ নিশ্চয়ই এ কুরআনের অনুসরণ দ্বারা অনেক জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেছেন এবং এ কুরআনের বিধান অমান্য করার কারণে অনেক জাতির পতন ঘটিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কুরআনুল কারীম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অবদান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মাদ্রাসাগুলোতে বেশ কুরআন চর্চা হয়ে থাকে। কেননা সেখানে কুরআনুল কারীম পড়ানো হয়। এর ব্যাখ্যা, তাফসীর সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসাগুলোতে কুরআন চর্চায় যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলীয়া মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হলঃ

১. পাংগাশিয়া নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, পটুয়াখালী
২. বরগুনা দারুল উলুম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরগুনা
৩. পূর্বগুদিঘাটা ছালেহিয়া কামিল মাদ্রাসা বরগুনা
৪. করুনা মোকামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বেতাগী বরগুনা
৫. চরফ্যাশন কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, চরফ্যাশন, ভোলা
৬. বোরহান উদ্দীন কামিল মাদ্রাসা, বোরহানুদ্দীন, ভোলা
৭. ভোলা দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসা, ভোলা
৮. ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, পিরোজপুর
৯. ঝালকাঠী এনএস কামিল মাদ্রাসা, ঝালকাঠী
১০. চরমোনাই আহছানাবাদ রাশীদিয়া কামিল মাদ্রাসা
১১. বাঘিয়া আলআমীন কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল
১২. সাগরদি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা,বরিশাল
১৩. কাছেমাবাদ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, গৌরনদী , বরিশাল।
১৪. খুলনা আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা
১৫. কয়রা উত্তর চক আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা
১৬. আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বাগেরহাট
১৭. মাগুরা সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, মাগুরা
১৮. শাহবাদ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, নড়াইল
১৯. কেশবপুর বি. ইউ. কামিল মাদ্রাসা, যশোর
২০. গাজীপুর রাউফিয়া কামিল মাদ্রাসা, যশোর
২১. ঝিনাইদাহ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ
২২. কোটচাঁদপুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ
২৩. কুয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্রাসা , কুষ্টিয়া
২৪. জামেয়া মিল্লিয়া আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
২৫. রাঙ্গুনিয়া আলম শাহপাড়া কামিল মাদ্রাসা, রাঙ্গুঁনিয়া, চট্রগ্রাম
২৬. গহিরা এফ.কে.জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
২৭. সীতাকুন্ডু কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
২৮. জামেয়া আহম্মদিয়া সুঃ কামিল মাদ্রাসা,পাচঁলাইশ, চট্রগ্রাম
২৯. চুনাতি হাকিমিয়া কামির মাদ্রাসা, লোহাগড়া , চট্রগ্রাম
৩০. ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩১. শাকপুর দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩২. বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৩. ছোবহানিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৪. মীরশরাই লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৫. চট্রগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৬. শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৭. গ্যারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা, কক্সবাজার
৩৯. চাটখিল আলিয়া মাদ্রাসা, চাটখিল, নোয়াখালী
৪০. হাতিয়া দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, হাতিয়া
৪১. সোনাইমুড়ি হামিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী
৪২. খলিলুর রহমান কামিল মাদ্রাসা সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী
৪৩. কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, নোয়াখালী
৪৪. নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা ,নোয়াখালী
৪৫. চর আলেকজান্ডার আলিয়া মাদ্রাসা, রামগতি লক্ষ্মীপুর
৪৬. চর কোলাকোপা কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, রামগতি, লক্ষ্মীপুর
৪৭. রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, রায়পুর ,লক্ষ্মীপুর
৪৮. ফেনী কামিল মাদ্রাসা, ফেনী, নোয়াখালী সমাপ্ত
৪৯. শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসা, চাঁদপুর, কুমিল্লা
৫০. ফরিদঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফরিদগ্ঞ্জ, চাঁদপুর
৫১. বড়ুরা সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা
৫২. ভারিল্লা শাহ ইসরাইল কামিল মাদ্রাস, কুমিল্লা
৫৩. আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাস, কুমিল্লা
৫৪. হাজিগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা
৫৫. নিশ্চিন্তপুর ডিএস ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর
৫৬. ভোলদিঘী কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর
৫৭. আল জামিআতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফেনী
৫৮. লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কমিল মাদ্রাসা, লক্ষীপুর,
৫৯. ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা , দেবীদ্বার, কুমিল্লা
৬০. আরাইসিদা কামিল মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬১. আরাইবাড়ি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা , ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬২. মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
৬৩. তা’মিরুল মিলাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৬৪. উত্তর ভাড্ডা কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৬৫. দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা , ঢাকা
৬৬. হযরত শাহ আলী বোগদাদী (র.) কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৬৭. মাদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৬৮. ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা , ঢাকা
৬৯. দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, নারায়নগঞ্জ
৭০. মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা ,মানিকগঞ্জ
৭১. দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ ,গাজীপুর
৭২. গোপালগঞ্জ এস.কে. কামিল মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ
৭৩. বাহাদুরপুর শরিয়াতিয়া কামিল মাদ্রাসা, শিবচর, ফরিদপুর
৭৪. বিশ্বজাকের মনজিল আলিয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর
৭৫. মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া কামিল মাদ্রাসা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
৭৬. কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদ্রাসা
৭৭. মঙ্গলবারিয়া কামিল মাদ্রাসা , কিশোরগঞ্জ
৭৮. দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর
৮০. আরামনগর কামিল মাদ্রাসা, শরিষাবাড়ী ,জামালপুর
৮১. রাজশাহী দারুস্‌সালাম কামিল মাদ্রাসা,বোয়ালিয়া
৮২. শংকরবাটী হেফজুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ ,রাজশাহী
৮৩. কড়ই নুরুল হুদা কামিল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট, বগুড়া
৮৪. হানাইল নোমানিয়া কামিল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট, বগুড়া
৮৫. শেরপুর শাহেদিয়া কামিল মাদ্রাসা, শেরপুর, বগুড়া
৮৬. হাজী আহম্মাদ আলী কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ
৮৭. চাপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ
৮৮. পুস্পপাড়া কামিল মাদ্রাসা, পাবনা
৮৯. উল্লপাড়া কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ
৯০. মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া
৯১. পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা
৯২. সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট
৯৩. সতপুর আলিয়া মাদ্রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট
৯৪. হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুনাত ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা

উপরে উল্লিখিত মাদ্রাসাগুলোতে ব্যাপকভাবে কুরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হ চর্চা হয়। কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাই বাংলা ভাষাভাষী অধিকাংশ মানুষের পক্ষে আরবী ভাষায় কুরআন চর্চা করা এবং কুরআন বুঝা অনেকটা কঠিন। তাই কুরআনুল কারীমের অর্থ অনুধাবন করার জন্য অনেক মণীষী বিভিন্নভাবে কুরআন চর্চা করেছেন। এর অনুবাদ করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে এটা উপস্থাপন করেছেন। যাতে করে কুরআনুল কারীমের আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা, শানে নুযুল সকলে জানতে ও বুঝতে পারে। তাই এ ঐশী বাণীকে বাংলাভাষী মানুষের বোধগম্য করার জন্য এর অনুবাদ ও তাফসীর বিষয়ক অনেক বই লিখেছেন প্রথিতযশা অনুবাদক ও তাফসীরকারকরা।

২)বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ ও তাফসীর

বাংলাদেশে কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে বাংলায় অণূদিত কুরআনুল কারীম ব্যাপক সহায়তা করেছে। কারন কুরআনুল কারীম আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এর অনুবাদ সাধারণ শিক্ষিতরা বুঝত না। ফলে অনেকেই কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে নিজের মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে নি। কিন্তু কুরআনুল কারীম অনুবাদ হওয়ার ফলে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ কুরআন চর্চায় বেশ আগ্রহী হয়ে উঠে।

বাংলা ভাষায় কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে।[৬] ব্রাহ্মধর্মের নববিধান মণ্ডলীর ধর্মপ্রচারক গিরীশচন্দ্র সেন কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করেন। অনুবাদটির প্রথম সংস্করণ খণ্ডকারে প্রায় চার বছরে সম্পন্ন হয়। প্রথম যিনি সম্পূর্ণ কুরআন অনুবাদ করেছেন তিনি হলেন ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন।[৭]তবে গিরীশ চন্দ্র সেনের পূর্বে সাতজন মুসলিম মণীষী বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর করেছেন এবং একজন হিন্দু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ও এর আংশিক অনুবাদ

---

৬. বাংলাভাষায় কুরআন চর্চার লেখক ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান এর গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ১৮৮৬ খ্রি.কুরআন অনুবাদ সমাপ্ত করেন। আসলে এটি সঠিক নয়। অনুবাদটির ৩য় ভাগের একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড ১৮৮৫খ্রি. ৩০ জুলাই রেজিস্ট্রার অব পাবলিকেশন্সে দাখিল করা হয়। এটিই ছিল সর্বশেষ মুদ্রণ Bengal Library Catalogue, 1885, 3rd Supplement No.4704-5, pp.44-45. বর্তমানে সম্পূর্ণ সেটটি লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে (প্রাক্তন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে) সংরক্ষিত আছে।

৭. মোফাখ্‌খার হুসেইন খান, *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ.৩৫

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তাঁর এ অনুবাদটি ১৮৭৯ খ্রি. কলকাতার ‘আয়ুর্ব্বেদ প্রেস’ থেকে প্রকাশিত হয়। মুসলমানের মধ্যে যে সাতজন অনুবাদক গদ্যে ও কাব্যে পবিত্র কুরআনের তরজমা ও চর্চা করেছেন, তাঁরা হলেন- আমীরউদ্দীন বসুনীয়া, শায়ের গোলাম আকবার আলী, মীর ওয়াহিদ আলী, নাসিরউদ্দীন আহমদ, কারী নাসির উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মাদ হাযিক ওরফে সাদিক আলী এবং ‘কুরআন পাঠের ফল’ নামক বইয়ের নাম না জানা শায়ের।[৮] এরপর ১৮৮২ খ্রি.পাদ্রী তারাচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং ১৮৮৩ খ্রি. রেভারেণ্ড এইচ.জি. বাউস কুরআনের আংশিক অনুবাদ করেন। ভাই গিরীশ চন্দ্র সেনের পর সার্থক অনুবাদ করেন মৌলভী নঈমুদ্দীন। এ কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীরকে দুটো পর্যায় ভাগ করা যায়। ক)পাকিস্তান আমলে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর খ) বাংলাদেশ আমলে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর

ক)পাকিস্তান আমলে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর

১৯৪৭ খ্রি. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করলে বঙ্গদেশ দুভাবে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত একটি রাজ্যে পরিণত হয়। আর পূর্ব বঙ্গ আসামের সিলেট জেলা নিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। এর ফলে বাঙ্গালি মুসলমানদের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে ‘ইসলামিক আযাদী’ ও অর্জিত হয়। মাত্র এক শতাব্দীর পূর্বে তিতুমীরের অধিনায়কত্বে কিংবা দুদু মিঞার নেতৃত্বে যে জাতি ‘শাহাদাত’ বরণ করেছিল তাঁদেরই বংশধরগণ ইসলামের নামে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো।[৯]ইসলামের সঞ্জীবনী শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং ভাষা-সাহিত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার শুরু করল। ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য সৃষ্টি ও ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। ইতোমধ্যে কুরআন, হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি গ্রন্থের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এ সময়কালীন উল্লেখযোগ্য কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থগুলো হল-

১। গ্রন্থের নাম:তাফসীরে আশরাফী
মূল লেখক: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
প্রকাশক: ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩০ খণ্ড
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর উর্দু তরজমা ও তাফসীর
‘বায়ানুল কুরআন ’ এর বঙ্গানুবাদ।প্রকাশের সন: ১৯৫০ -১৯৬২
২। বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ
মূল উর্দু অনুবাদক: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
বাংলা অনুবাদক: শেখ আবদুল ওয়াহীদ
প্রকাশক:কলিকাতা, দারুল এশায়াত ইসলামিয়া, প্রকাশকাল: ১৯৬২
৩। কুর’আন শরীফ (বঙ্গানুবাদ সংবলিত)
অনুবাদক:খান বাহাদুর আবদুর রহমান, ঢাকা: প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,১৯৫০-১৯৫৩
৪। আল-কুরআন (বাংলা তরজমা)
গোলাম মোস্তফা, ঢাকা: মুসলিম ব্যাঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৫৭খ্রি.
৫। আল-কুরআন (বাংলা তরজমাসহ)
খান এ. কে আহমদ,ঢাকা: বেগম নুরুন্নাহার খানম,১৯৫৮ খ্রি.

---

৮. মুহাম্মাদ নুরুল আমীন প্রকাশিত, *আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,অক্টোবর, ২০০২, পৃ.২১৪

৯. মুহাম্মাদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা, ১৯৪৮, পৃ.১৪৩-১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৬। তাফহীমুল কোরআন

মূল লেখক: সাইয়্যেদ আবুল ‘আলা মওদুদী, অনুবাদক: মুহাম্মাদ আবদুর রহীম,ঢাকা : কাওসার পাবলিকেশন্স, ১৯৫৯-১৯৮০ খ্রি.

৭। কোরাণ শরীফ: তরজমা

হাকিম আবদুল মান্নান, ঢাকা, হাকিম আবদুল মান্নান,সিরাত পাবলিসিটি, ১৯৬২ খ্রি.

৮। কুরআনুল কারীম

ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৩-১৯৭১ খ্রি.

৯। পবিত্র কুরআন

কাজী আবদুল,কলিকাতা: কে.এ. ওয়াদুদ, ১৯৬৬খ্রি.-১৯৬৭ খ্রি.

১০। কোরআন শরীফ

মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ঢাকা ঝিনুক, পুস্তিকা,১৯৬৬খ্রি.

১১। কোরআন শরীফ

আলী হায়দার চৌধুরী, ঢাকা ঝিনুক, পুস্তিকা,১৯৬৭ খ্রি.

১২। আল-কোরআন

ছৈয়দ মারজুকউল্লাহ, নোয়াখালী: নোয়াখালী শরিফিয়া প্রেস,১৯৬৭ খ্রি.

১৩। কোরআনের মুক্তহার, মোহাম্মাদ ছায়ীদ ইব্রাহিম,ঢাকা : মোহাম্মাদ
গোলাম হোসেন, মোহাম্মাদ আবদুল খালেক, কোরআন মহল,১৯৬৮ খ্রি.

১৪। খুলাছাতুল কুরআন

মৌ: শাহ কমরুজ্জামান, ঢাকা: সামস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৯

১৫। কাব্যে কোরআন পাক

মুহাম্মাদ আবদুল বারী, ফরিদপুর: মুহাম্মাদ হারেছ উদ্দীন মিয়া, ১৯৬৯ খ্রি.

১৬। আল-কুরআন, মাওলানা মোহাম্মাদ তাহের, কলিকাতা: মদনী মিশন,১৯৭০খ্রি.-১৯৭২খ্রি.

পাকিস্তানোত্তর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কুরআনুল কারীমের ১৬টি অনুবাদ করা হয়েছে। এ অনুবাদগুলোর মধ্যে দুটি অনুবাদ পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান আমলে প্রকাশিত ১৪টি অনুবাদ সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা ছায়ীদ- এর অনুবাদটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু অনুবাদকের মৃত্যু হলে তাঁর বংশধরগণ মাত্র এক মঞ্জিল প্রকাশ করতে সক্ষম হন। মাওলানা আবদুর রহমান সমগ্র কুরআন অনুবাদ করেননি কিন্তু প্রতিটি সূরা থেকে তিনি কেবল নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ প্রকাশ করেন।[১০]

খ)বাংলাদেশ আমলে অনুবাদ ও তাফসীর

১৯৭১ খ্রি.বাংলাদেশ মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ করার পর কুরআন চর্চা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে বিখ্যাত আলিমগণ কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করে মহান আল্লাহর ঐশী বাণীকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। এ সময় যে সমস্ত অনুবাদক ও তাফসীরকারক কুরআন চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন তাঁদের অনুবাদকৃত কুরআনুল কারীমগুলো হল:

১। কোরআন শরীফ

মাওলানা মোবাকর করীম জওহর, কলকাতা: ফরফ প্রকাশনী,১৯৭৪ খ্রি.

২। বাংলা কুরআন শরীফ

আবদুদ দাইয়্যান, ঢাকা: মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ১৯৭৪খ্রি.

[১০] . হুসেইন খান, প্রাগুক্ত,পৃ.১১৫-১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৩। বাংলা কোরআন শরীফ
এ.কে.এম.ফজলুর রহমান আনওয়ারী, সম্পাদনায় এ.কে,এম,
ফজলুর রহমান মুনসী, ঢাকা: দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৫খ্রি.
৪। আল-কোরআন
আলহাজ্জ মুহাম্মদ পিয়ার আলী নাজির, ঢাকা,সৈয়দ মুজিবুল্লাহ, ১৯৭৫খ্রি.
৫। আল কোরআন
মোল্লা মোহাম্মাদ জামিল বিন-জিয়ারত, ভেড়ামারা : কুষ্টিয়া,
এসএম. আবদুল্লাহ, ১৯৭৬ খ্রি.
৬। ছন্দে পাক কোরাণ
মুহাম্মাদ সুলতান আলী, ঢাকা: স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৬খ্রি.
৭। কাব্যে কোরাণ
ওয়াহেদ আলী আনছারী, যশোর:মোসাম্মাদ আসিয়া খাতুন, বই,বিথী, ১৯৭৮খ্রি.
৮। আনওয়ারুত তানযীল, সংকলনে ও সম্পাদনায়, মুহাম্মদ হাদীসুর
রহমান, বরিশাল: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৭৮খ্রি.
৯। আল কুরআন, নুর মোহাম্মদ, ঢাকা: আদিল ব্রাদার্স, ১৯৭৯খ্রি..
১১। মাসায়েলে মা'আরিফুল কুরআন,
মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ: মুফতী মুহাম্মদ উবাউদুল্লাহ, ঢাকা: দারুল ইফতা প্রকাশনী, ১৯93
১২। শাহনুর কুরআন শরীফ, মাওলানা মাজহারউদ্দীন আহমদ, ঢাকা:
আনোয়ারপা বেগম, রতন পাবলিশার্স, ১৯৮১খ্রি.
১৩। হক্কানী তাফসীর, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা:
খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স,১৯৮২ খ্রি.
১৪। আনওয়ারুল বয়ান, মাওলানা মোহাম্মাদ রেজাউল হক, ঢাকা,
এশায়াত মঞ্জিল, ১৯৮২খ্রি.
১৫।তাফসীরে ইবনে কাসীর,
মূল: হাফেজ হযরত আল্লামা ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর (র.), অনুবাদ: ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, মির্যাপুর, রাজশাহী, ১৯৮৩ খ্রি.
১৭। তাফসীরে জালালাইন ও আনওয়ারুল কোরআন,
সংকলন ও সম্পাদনায়, আ, ন, ম, রুহুল আমিন চৌধুরী, চৌমুহনী : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৩খ্রি.
১৮। তাফসীরে জালালাইন শরীফ, মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ ইউসুফ,
ঢাকা: কুতুবখানা এমদাদিয়া, ১৯৮৪খ্রি.
১৯। আশরাফুল কোরআন, মাওলানা হাবিবুর রহমান, আলহাজ্জ
আবদুলমান্নান, চট্রগ্রাম: শাহীন ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪খ্রি.
২০। তাফসীরে কোরআনুল কারীম, সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী, ঢাকা,
চুনকাটিয়া ইমামীয়া চিশতিয়া সংঘ। ১৯৮৬খ্রি.
২১। পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ, মো: শামছুল হক, ঢাকা বেগম
সাহেরা খাতুন, ১৯৮৭খ্রি.
২৪। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, মূল : সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ,
ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী, ১৯৯৫খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কুরআনুল কারীমের অনুবাদ, তাফসীর এবং কুরআনুল কারীম থেকে বিভিন্ন শর'য়ী বিধি-বিধান সম্বলিত অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। নিম্নে এর একটি তালিকা দেয়া হলঃ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	সম্পাদক/লেখক/ অনুবাদক	প্রকাশনার তারিখ
১.	তাফসীর সুরাতুল ফাতিহা	আবুল হাশিম	Jun 01, 1968
২.	আল-ফাতিহা	আবুল হাশিম	Jan 01, 1970
৩.	আল-কুরআনের তিনটি সূরা	এম. ফেরদাউস খান	Jul 01, 1978
৪.	হাফেজী কুরআন শরীফ	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন	Jun 01, 1979
৫.	সেরা কাহিনী	এম. ফেরদাউস খান	Oct 01, 1979
৬.	কুরআনের শতবাণী	মোঃ আবদুল কুদ্দুস	Nov 01, 1979
৭.	আল কুরআনের দৃষ্টিতে সমাজসেবা	জুলফিকর আহমদ কিসমতি	Feb 01, 1980
৮.	পবিত্র কুরআনের সারসংক্ষেপ	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	Mar 01, 1980
৯.	আলকুরআনের কিসসা	এ.কে.এম. হারুন খান	Mar 01, 1980
১০.	The Scientific Findings and the Holy Quran	Md. Ferdous Khan	Mar 01, 1980
১১.	দৈনন্দিন জীবনে কুরআনের আদর্শ	এ.বি.এম. কামালউদ্দীন শামীম	Apr 01, 1980
১২.	Gaud and Hazrat Pandua	Sayed Mahmudul Hasan	Apr 01, 1980
১৩.	কুরআনের ব্যাখ্যার নয়া পদ্ধতি	মূলঃ ড. ইসমাঈল আল ফারূকী	May 01,1980
১৪.	কুরআনের আলোকে শয়তান	এ.বি.এম. কামালউদ্দীন শামীম	May 01,1980
১৫.	কুরআনের স্বাধীনতা	মাওলানা মনিরুজ্জামা ইসলামাবাদী	Jun 01, 1980
১৬.	কুরআনের অর্থনৈতিক পথ নির্দেশ	মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী	Jun 01, 1980
১৭.	ফাযায়েলে কুরআন	মূল:মাওলানা যাকারিয়া	Jun 01, 1980
১৮.	কুরআন গবেষণার মূলনীতি	মূর আমিন আহসান ইসলাহী	Aug 01, 1980
১৯.	কাব্যে আমপারা	কাজী নজরুল ইসলাম	Sep 01, 1980
২০.	বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনের তরজমা ও তাফসীর	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	Sep 01, 1980
২১.	আল কুরআনের তেইশটি সূরা	অনুবাদঃ এম. ফেরদাউস খান	Jan 01, 1981
২২.	কুরআান ব্যাখ্যার মূলনীতি	মূলঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী	May 01,1981
২৩.	কুরআন কাহিনী	মূলঃ ড.এম.এ. সাত্তার	Dec 01, 1981
২৪.	In the Shade of Al-Quran Vol-1	Syed Qutub	Dec 01, 1981
২৫.	আমপারা	অনুবাদঃ এম.ফেরদাউস খান	Apr 01, 1982
২৬.	The Quranic Stories	Dr. Abdus Sattar	Jun 01, 1982
২৭.	কুরআনের বাণী	খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ	Oct 01, 1982
২৮.	Quran and the Modern Science	Dr. Maurice Bucaille	Apr 01, 1983
২৯.	Translation from the Quran	Altaf Gauhar	Jun 01, 1983
৩০.	আশ্চর্য এই কুরআন	মূলঃ ড. খলীফা মিসরী	Mar 01, 1984
৩১.	The Origin and Development of Muslim Historiography	Dr. Md. Golam Rasul	Jun 01, 1984
৩২.	আল-কুরআন ও আমাদের সমাজ	আবদুল খালেক	Dec 01, 1985
৩৩.	কুরআনের আলোকে দীনি দাওয়াতের মূলনীতি	ক্বারী মোঃ তৈয়ব	Dec 01, 1985
৩৪.	তাবিলাতে আহলে আল সুন্নাহ (আরবী ২য়	ড. মুস্তাফিজুর রহমান	Jun 01, 1986
৩৫.	ইলমুল কুরআন	অনুবাদঃ সিরাজুল ইসলাম	Jun 01, 1986
৩৬.	তাবিলাতে আহলে আল সুন্না (১ম খণ্ড)	ড. মুস্তাফিজুর রহমান	Sep 01, 1986

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	সম্পাদক/লেখক/ অনুবাদক	প্রকাশনার তারিখ
৩৭.	কুরআন চয়নিকা	অনুবাদঃ এস.মুজিবুল্লাহ	Nov 01, 1986
৩৮.	পাঞ্জে সূরা	মজিফ উদ্দীন আহমদ	Dec 01, 1986
৩৯.	আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস ও কুরআন	অধ্যাপক গোলাম ছোবহান	Dec 01, 1986
৪০.	কুরআনের রাষ্ট্রনীতি	অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক	Dec 01, 1986
৪১.	কুরআন নির্দেশিকা	আবদুল মতীন জালালাবাদী	Mar 01, 1987
৪২.	কুরবান ও মানব মন	ড. সৈয়দ আবদুল লতিফ	Apr 01, 1987
৪৩.	কুরআনের অধ্যয়নের মূলনীতি	সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী	Apr 01, 1987
৪৪.	নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা	ড. আহমদ শামসুল ইসলাম	May 01,1987
৪৫.	কুরআন বুঝার উপায়	মাওলানা সাঈদ আহমদ অবকরাবাদী	Jun 01, 1987
৪৬.	পবিত্র কুরআনের দর্পনে মানব জীবান	মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম	Jul 01, 1987
৪৭.	The Quranic Principle of Education	Ferdous khan	Feb 01, 1988
৪৮.	History of Printing of the Holy Quran	Dr. Mofakhakhar Hossain	Jun 01, 1988
৪৯.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Jun 04, 1988
৫০.	তাফসীরে নুরুল কুরআন (১ম খ.) ১ম পারা	মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম	Jul 01, 1988
৫১.	তাফসীরে নুরুল কুরআন(২য় খ.) ২য় পারা	মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম	Jul 01, 1988
৫২.	আহকামুল কুরআন (২য় খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	Nov 01, 1988
৫৩.	কুরআনিক অর্থনীতি	অধ্যক্ষ আবুল কাসেম	Feb 01, 1989
৫৪.	কাসাসুল কুরআন (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদঃ মোহাম্মাদ মুসা	Jun 01, 1989
৫৫.	কুরআনের বাণী	আবুল ফজল	Jun 01, 1989
৫৬.	Science and the Quran	Dr. M. Golam Muazzam	Dec 01, 1989
৫৭.	কুরআনের নীতিতত্ত্ব	অনুবাদঃ ড. আহম্মদ হোসেন	Apr 01, 1990
৫৮.	আল কুরআনে অর্থানীতি (২য় খণ্ড)	ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 1990
৫৯.	কাসাসুল কুরআন (১ম খণ্ড)	অনুবাদঃ আবদুল মতিন জালালাবাদী	May 01,1990
৬০.	তাফসীরে জালালাইন (১ম খণ্ড)	ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী	Jan 01, 1991
৬১.	আল কুরআনের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ	ওবায়দুল মিয়া	May 01,1992
৬২.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Jul 01, 1992
৬৩.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Mar 01, 1993
৬৪.	বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা	মোঃ শামসুদ্দীন মোল্লা	Jun 01, 1993
৬৫.	তাফসীরে তাবারী শরীফ১ম খ.	ইমাম তাবারী (র.)	Sep 04, 1993
৬৬.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	May 01,1994
৬৭.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	May 01,1994
৬৮.	তাফসীরে মাজেদী (১ম খণ্ড)	মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	Oct 01, 1994
৬৯.	আল-কুরআন ও আবহাওয়া বিজ্ঞান	মোঃ আবদুর রউফ	Jun 01, 1995
৭০.	কুরআন পরিচিতি	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 1995
৭১.	Scientific Indications in the Holy Quran	Board of Researchers	Jun 01, 1995
৭২.	তাফসীরে তাবারী শরীফ ৭ম খ.	ইমাম তাবারী (র.)	Jun 01, 1996
৭৩.	তাফসীরে উসমানী (১ম খণ্ড)	সাববীর আহমদ উসমানী ও মাহমুদুল হাসান	Jun 01, 1996
৭৪.	আমপারা	সম্পাদনা পরিষদ	Jan 01, 1997
৭৫.	তাফসীরে উসমানী (২য় খণ্ড)	সাববীর আহমদ উসমানী	Apr 01, 1997
৭৬.	আমপারা (শব্দার্থসহ)	মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন,	Jun 01, 1997

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	সম্পাদক/লেখক/ অনুবাদক	প্রকাশনার তারিখ
৭৭.	তাফসীরে মাযহারী (১ম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Jun 01, 1997
৭৮.	তাফসীরে মাযহারী (২য় খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Jun 01, 1997
৭৯.	বিসমিল্লাহর তাৎপর্য	শায়খ আবদুল করীম হাম্বলী	May 01,1998
৮০.	তাফসীরে মাজেদী (২য় খণ্ড)	মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী	Jun 01, 1998
৮১.	তাফসীরে সূরা ইয়াসিন	মাওলনা মাহমুদুর রহমান	Jun 01, 1998
৮২.	তাফসীরে মাযহারী (৩য় খণ্ড)	আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Nov 04, 1998
৮৩.	তাফসীরে ইবেন কাছির (৪র্থ খণ্ড)	মূল: ইবনে কাছির (র.)	Mar 01, 1999
৮৪.	কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান	মুহাম্মাদ শফীউল্লাহ	Jun 01, 1999
৮৫.	তাফসীরে ইবনে কাছির (৫ম খণ্ড)	মূল : ইবনে কাছির (র.)	Jun 01, 2000
৮৬.	তাফসীরে ইবনে কাছির (৬ষ্ঠ খণ্ড)	মূল : ইবনে কাছির (র.)	Jun 01, 2000
৮৭.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Jun 01, 2000
৮৮.	তাফসীরে তাবারী শরীফ৯ম খ.	ইমাম তাবারী (র.)	Oct 04, 2000
৮৯.	তাফসীরে মাযহারী (৩য় খণ্ড)	আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Feb 04, 2001
৯০.	কুরআন হাদীসের আলোকে সৈনিকের কর্তব্য	মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী	Mar 01, 2001
৯১.	তাফসীরে ইবনে কাছির (৭ম খণ্ড)	মূল : ইবনে কাছির (র.)	Jun 04, 2001
৯২.	তাফসীরে ইবনে কাছির (৮ম খণ্ড)	মূল : ইবনে কাছির (র.)	May 02,2002
৯৩.	তাফসীরে মাযহারী (৫ম খণ্ড)	আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Jun 01, 2002
৯৪.	তাফসীরুল কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	ড. মোহাম্মাদ আবদুর রহমান আনওয়ারী	Jun 01, 2002
৯৫.	আল আমসালে ফি আল কুরআনিল কারীম	ড. আবদুল্লাহ মা'রুফ মুহাম্মাদ শাহআলম	Jun 01, 2002
৯৬.	আলো অনির্বাণ	আসকার ইবনে শাইখ	Sep 01, 2002
৯৭.	আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম	সম্পাদনা পরিষদ	Oct 01, 2002
৯৮.	উম্মুল কুরআন	মূল: মাওলানা আবুল কালাম আযাদ	Nov 04, 2002
৯৯.	তাফসীরে ইবনে কাছির (৯ম খণ্ড)	মূল: ইবনে কাছির (র.)	Dec 04, 2002
১০০.	তাফসীরে ইবনে কাছির (১০ম খণ্ড)	মূল; ইবনে কাছির (র.)	Mar 03, 2003
১০১.	তাফসীরে ইবনে কাছির (১১তম খণ্ড)	মূল; ইবনে কাছির (র	May 01, 2003
১০২.	তাফসীরে মাযহারী (৬ষ্ঠ খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Jun 01, 2003
১০৩.	পবিত্র কুরআনের অভিধান (২য় খণ্ড)	মুহাম্মাদ আবদুল হাই	Jun 01, 2003
১০৪.	Satanic Verses : A Thousand Year old Conspiracy	Syed Ashraf Ali	Jul 01, 2003
১০৫.	তাফসীরে উসমানী (৩য় খণ্ড)	মাওলানা সাব্বির আহমদ উসমানী	Sep 01, 2003
১০৬.	কাসাসুল কুরআন (৩য় খণ্ড)	অনুবাদ : আল্লামা হিফজুর রহমান	Oct 01, 2003
১০৭.	আল-কুরআনে অর্থনীতি (১ম খণ্ড)	ইফাবা সম্পাদনা পরিষদ	Oct 01, 2003
১০৮.	তাফসীরে মাযহারী (৭ম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Oct 04, 2003
১০৯.	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (২.খ)	সম্পাদনা বোর্ড	Nov 01, 2003
১১০.	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৩.খ	সম্পাদনা বোর্ড	Nov 01, 2003
১১১.	পবিত্র কুরআনের অভিধান (১ম খণ্ড)	মুহাম্মাদ আবদুল হাই	Dec 01, 2003
১১২.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (১১তম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Feb 04, 2004
১১৩.	তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি	শামসুল হক দৌলতপুরী	Mar 01, 2004
১১৪.	আল-কুরআনে বিজ্ঞান	সম্পাদনা পরিষদ	Mar 01, 2004
১১৫.	তাফসীরে মাযহারী (৮ম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	May 01,2004
১১৬.	মানব ইতিহাসে আল-কুরআনের প্রভাব	মূল: এ.কে.ব্রহী	May 01,2004
১১৭.	তাফসীরে উসমানী (৪র্থ খণ্ড)	মাওলানা সাবিবর আহমদ উসমানী	Jun 01, 2004

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	সম্পাদক/লেখক/ অনুবাদক	প্রকাশনার তারিখ
১১৮.	কাসাসুল কুরআন (২য় খণ্ড)	অনুবাদ: মাওঃ মুহাম্মাদ শামসুল আলম খান	Jun 01, 2004
১১৯.	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা বোর্ড	Jun 01, 2004
১২০.	তাফসীরে তাবারী শরীফ (১০ম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Jun 04, 2004
১২১.	তাফসীরে মাযহারী (৯ম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Aug 01, 2004
১২২.	কুরআনের প্রকাশভঙ্গি	দিদারুল ইসলাম	Aug 01, 2004
১২৩.	কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান	অনুবাদ: মাওলানা হায়াত মাহমুদ	Oct 01, 2004
১২৪.	তাফসীরে ইবনে আব্বাস (১ম খণ্ড)	অনুবাদ: ইফাবা	Nov 01, 2004
১২৫.	আল কুরআনুল কারীম (সরল তরজমা)	সম্পাদনা পরিষদ	Nov 04, 2004
১২৬.	তাফসীরে মাযহারী (১০ম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Dec 01, 2004
১২৭.	সহজ কায়দা	এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম	Dec 01, 2004
১২৮.	তাফসীরে মাযহারী (১১ তমখণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Jan 01, 2005
১২৯.	তাফসীরে মাযহারী (১২তম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Mar 01, 2005
১৩০.	তাফসীরে মাযহারী (১৩ তম খণ্ড)	কাজী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.)	Mar 01, 2005
১৩১.	আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা বোর্ড	Apr 01, 2005
১৩২.	জীবন গঠনে আল-কুরআনের শিক্ষা	অনুবাদ: মাওঃ মোঃ ইসহাক ফরিদী	Apr 01, 2005
১৩৩.	কুরআনের শিক্ষা	মোঃ মাজহারুল কুদ্দুস	May 01, 2005
১৩৪.	আল কুরআনে শাশ্বত শিক্ষা	মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ইসলাহী	May 01, 2005
১৩৫.	Some practical lesson from the Quran	Compild by : Mohammad Majharul Islam	May 01, 2005
১৩৬.	আল কুরআনের কথা	মুহাম্মাদ আবু আনছার	Jun 01, 2005
১৩৭.	আল কুরআনুল কারীম এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য	ড.মোহাম্মাদ গোলাম মাওলা	Jun 01, 2005
১৩৮.	তাফসীরুল কুরআন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আনওয়ারী	Oct 01, 2005
১৩৯.	Modern Day Quranic Guidance	Ehsanul Karim	Oct 01, 2005
১৪০.	সহজ নুরানী কায়দা	আলহাজ্জ হযরত মাওলানা রহমাতুল্লাহ	Dec 01, 2005
১৪১.	তাফসীর ও তাফসীর কার পরিচিতি	মুহাম্মাদ মুসা	Dec 01, 2005
১৪২.	কুরআনের চিরন্তন মুজিজা	ড. মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান	Jan 01, 2006
১৪৩.	পাক কুরআনের এক নজীবর	মুহাম্মাদ আজিজুল্লাহ	Feb 01, 2006
১৪৪.	সূরা ফাতিহার মর্ম ও শিক্ষা	ড. আবুর হাসান মুহাম্মদ সাদেক	Jun 01, 2006
১৪৫.	আহকামুল কুরআন (১ম খণ্ড)	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	Sep 01, 2006
১৪৬.	কুরআনের আলো	মোঃ আজহার উদ্দীন	Oct 01, 2006
১৪৭.	আল কুরআনের কিয়ামতের দৃশ্য	মূল: সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ	Oct 01, 2006
১৪৮.	আল কুরআনুল কারীম	সম্পাদনা পরিষদ	Nov 04, 2006
১৪৯.	কুরআনের দৃষ্টিতে বন্ধু ও শত্রু	অধ্যা:মো: মোশাররফ হোসাইন	Apr 01, 2007
১৫০.	পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি	মুফতী সুলতান মাহমুদ	May 01,2007
১৫১.	সহীহ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি	মাওঃ মুহাম্মদ হাবিবুর মতিন সরকার	May 01,2007
১৫২.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব	মুহাম্মদ আবু তালিব	Jun 01, 2007
১৫৩.	গভীরভাবে অনুভবে আল কুরআন	মোঃ ফেরদাউস খান ও আঃ হালিম	Sep 01, 2007
১৫৪.	তাফসীর ইবনে আব্বাস (২য় খণ্ড)	অনুবাদ: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন	Dec 01, 2007
১৫৫.	তাফসীর ইবনে আব্বাস (৩য় খণ্ড)	অনুবাদ: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন	Dec 01, 2007
১৫৬.	তাফসীরে কাবির (১ম খণ্ড)	ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী	Dec 01, 2007

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বইয়ের নাম	সম্পাদক/লেখক/ অনুবাদক	প্রকাশনার তারিখ
১৫৭.	হিদায়াতুল কুরআন (১ম খণ্ড)	ড. আবুল হাসান মুহাম্মাদ সাদেক	Feb 01, 2008
১৫৮.	কুরআনের আদর্শ ও সকল সমস্যার সমাধান	হারুন ইয়াহিয়া	Feb 01, 2008
১৫৯.	কুরআনের ইতিহাস দর্শন ঙ	ড. মাযহার উদ্দীন	Apr 01, 2008
১৬০.	তাফসীর তাবারী শরীফ (১২ তম খণ্ড)	ইমাম তাবারী (র.)	Jun 01, 2008
১৬১.	আর কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	মূল : ড. মরিস বুকাইলি	Jun 01, 2008
১৬২.	বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা	ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান	Jun 01, 2008
১৬৩.	হিদায়াতুল কুরআন (২য় খণ্ড)	ড. আবুল হাসান মুহাম্মাদ সাদেক	Jun 01, 2008
১৬৪.	কুরআ ও হাদীসের আলোকে নারী	ড. মাহবুবা রহমান	Jun 01, 2008
১৬৫.	কুরআনের নির্দেশনা ও জীব বৈচিত্র	মো: আজহারুল হক	Jun 01, 2008
১৬৬.	বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ	ড. মুহাম্মদ ইকতেদার ফারুকী	Jun 01, 2008
১৬৭.	আল-কুরআনে ঈমান প্রসঙ্গ	এ.এম.সিরাজুল ইসলাম	Oct 01, 2008
১৬৮.	ওহী রমর্ম ও তাৎপর্য	ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ	Nov 01, 2008
১৬৯.	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড)	মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র.)	Aug 01, 2009
১৭০.	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৬ষ্ঠ খণ্ড)	মূল: মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র.)	Mar 01, 2010
১৭১.	আল-কুরআনুল কারীম (পকেট সাইজ)	সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 2010
১৭২.	আল-কুরআনুল কারীম (বাংলা তরজমা)	সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 2010
১৭৩.	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৭ম খণ্ড)	মূল: মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র.)	Oct 04, 2009
১৭৪.	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (৪র্থ খণ্ড)	মূল: মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র.)	Nov 04, 2009

উপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান এবং কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ মহান আল্লাহর ঐশী বাণী আল-কুরআন প্রসার ও প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখছে। কওমী মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে বিজ্ঞ আলিমগণ কুরআনুল কারিম শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং প্রথিত যশা 'আলিমগণ এ মহাগ্রন্থের অনুবাদ ও তাফসীর করে কুরআনুল কারীমের মূল বিষয়গুলো সাধারণ কুরআন প্রিয় মানুষের কাছে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে যে কেহ এ কুরআন অধ্যায়ন করে এর গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে। কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে উপস্থাপনের ফলে কুরআন পাঠকদের মনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এর ব্যাপকতর হচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কুরআন গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রচার ও প্রসারের জন্য এদেশের বিভিন্ন জায়গায় তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা হয় যাতে সাধারণ মানুষও কুরআনুল কারীমের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পারে। এ দেশের বিখ্যাত মুফাচ্ছিরগণ কুরআনের তাফসীর পেশ করে এর অনেক ঘটনাবলী, উপদেশবালী, আহকামগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশ বাংলাদেশ কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে এর প্রচার ও প্রসারে অসামান্য রাখছে।এভাবেই বাংলাদেশে কুরআন চর্চার ব্যাপকতা লাভ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে হাদীস চর্চা

ইসলামী সোনালী আলো আরব ভূমিতে উদ্ভাসিত হবার পর থেকে এর আলোকচ্ছটা দ্রুত বেগে প্রসারিত হয় আরব থেকে অনারব, দেশ হতে দেশান্তরে, পশ্চিম থেকে পূর্ব, উত্তর থেকে দক্ষিণ - এক কথায় গোটা বিশ্বে। ইসলামী আলো বিকশিত করছিল বাংলাদেশকেও। আরব মুসলমানরা ব্যবসায়ী বেশে জলপথে ও স্থল পথে বাংলাদেশে আগমন করেন। প্রথম মুসলমান বঙ্গ বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নব দীক্ষিত মুসলমান ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন শিক্ষা দানের জন্য অনেক প্রশাসনিক ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি এটা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একটি সুশৃংখল মুসলিম সমাজ গড়ে না উঠা পর্যন্ত মুসলিম শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে না। কেননা মুসলিম সমাজই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান নেপথ্য শক্তি। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বলেন, লখনৌতিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার পর বখতিয়ার খলজী তাঁর রাজ্যের প্রত্যেক ইকতায় মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[১] মুসলমানদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, বখতিয়ার খলজীর কার্যধারা সমান আগ্রহে তাঁর পরবর্তী শাসকগণ অনুসরণ করেন। ফলত: বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা গড়ে উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সুলতানী ও মোগল আমলে নির্মিত অনেক মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কালের কুটিল চক্রে এগুলো ধবংস হয়ে গেছে। এতদঞ্চলের আবহাওয়াই এগুলো ধবংসের অন্যতম কারণ। তবে সৌভাগ্যবশত: শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং কিছু কিছু লিখিত প্রমাণের দ্বারা আমরা কয়েকটি মাদ্রাসার অস্তিত্বের কথা জানতে পারি।[২] এ মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে মাহিসুনের মাওলানা তকী উদ্দীন আরবীর মাদ্রাসা প্রাচীনতম। এরপরে আসে সোনারগাঁওয়ের শাইখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামার মাদ্রাসা। শাইখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সোনারগাঁওয়ে আগমণ করেন এবং তথায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৩]

এ ছাড়া সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের জাহাঙ্গীর নগরস্থ বড়কাটরা মাদ্রাসা এবং লালবাগ মাদ্রাসা, রাজশাহীর বাঘায় অবস্থিত হাওয়াদা মিয়ার মাদ্রাসা ও ঢাকার নতুন পল্টন লেন মাদ্রাসার নাম উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়াও এ দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক মাদ্রাসা নির্মিত হয়।[৪] এ মাদ্রাসাগুলোতে কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে পড়ানো হয়। এ সব বিষয়ের মধ্যে হাদীসের অধ্যয়ন অন্যতম। কেননা আল-কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য হাদীস অন্যতম সহায়ক। এ ছাড়া মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর জীবনাচার লিপিবব্ধ রয়েছে হাদীছে। এ কারণে উক্ত সকল বিষয়ের মধ্যে হাদীস শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।[৫] বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ১। প্রতিষ্ঠান, ২। ব্যক্তি, ৩। প্রকাশনা, বই/পুস্তকসহ আরও অনেক সংস্থার ব্যাপক অবদান রয়েছে। যেমন-

---

১. এ,কে,এম,জাকারিয়া সম্পাদিত ও অণুদিত, *মিনহাজ-ই-সিরাজ*, তবকাত-আল-নাসিরী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, মূল পৃ.৯, অনুবাদ পৃ.২৯

২. ড.আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৯৪, পৃ.২২৪-২২৫

৩ .ড.এস.এম.হাসান, *সোনারগাঁও*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৯,পৃ.১৩;Abdul karim,Social History of the Muslims in Bengal, 2nd edition, pp.176,190.

৪. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ.৪৫

৫. আবদুস সোবাহান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, ৩য় খ. ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

১। হাদীছ চর্চায় প্রতিষ্ঠান

মহানবী (সা) এর মুখ নি:সৃত অমীয় বানীই হল হাদীস। কুরআনুল কারীমের পর ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হল হাদীছ। বাস্তবতার নিরিখে কুরআনের ফলিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচেছ হাদীস। ইসলামকে একটি প্রসাদের সঙ্গে তুলনা করা হলে কুরআন হচ্ছ সে প্রাসাদের পরিকল্পিত চিত্র। আর হাদীছ হচ্ছে সে অনুযায়ী নির্মিত অবকাঠামো। ইসলাম বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড হচ্ছে কুরআন আর শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব হচ্ছে সে হাদীছ। হাদীছও কুরআনের মত ওহী। কুরআন হচ্ছে প্রত্যক্ষ ওহী আর হাদীছ হচ্ছে পরোক্ষ ওহী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন[৬], وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى "এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" অতএব কুরআন ও হাদীসের উৎসমূল একই আল্লাহর ওহী। তাই হাদীসের গুরুত্ব[৭] অনেক। বাংলাদেশে এ হাদীস চর্চা, প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান অন্যতম ভূমিকা রাখছে। এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ। বাংলাদেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা দু'ধারায় বিভক্ত। এর মধ্যে ক) আলিয়া মাদ্রাসা যা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং অন্যটি হল খ) কওমী মাদ্রাসা।

ক) আলীয়া মাদ্রাসা

হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে আলীয়া মাদ্রাসা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বিকৃত। এ আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজরাই এর প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা পালন করত। আলীয়া ধারার মাদ্রাসার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,

১৭৮০ খ্রি. বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেষ্টিংস দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানদের দাবী বিবেচনা করে কলিকাতা শহরের বৈঠকখানা রোডে দরস-ই- নিযামিয়ার[৮] পাঠ্যসূচী অনুযায়ী একটি মাদ্রাসা গোড়পত্তন করেন। এটিই পরবর্তীকালে স্বয়ংসম্পূর্ণ আলিয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক রূপ। এ মাদ্রাসায় দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যসূচী ১৭৯১ খ্রি. পর্যন্ত চালু থাকে। এরপর পাঠ্যসূচী নতুনভাবে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। ১৮২৭ খ্রি. কলিকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিটের পাশে গোলতালাব (বর্তমানে হাজী মহসীন স্কোয়ার) এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে এ মাদ্রাসা স্থানান্তরিত করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা।[৯] ১৯০৭ খ্রি. এ মাদ্রাসায় কামিল হাদীস বিভাগ চালু করা হয়।

---

৬ .আল-কুরআন, ৫৩:৩-৪

৭ . কুরআনুল কারীমের পাশাপাশি হাদীসে গুরুত্বও অনেক। রাসুলুল্লাহ (সা) এর বিচার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। "(আল-কুরআন-৪:৬৫) আল্লাহপাক অন্যত্র বলেন, قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ "বল,'আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত হও।' যদি তারা মুখ ফিরায়ে নেয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহতো কাফিরদের পছন্দ করেন না।' (আল-কুরআন:৩:৩২) রাসুল (সা) এর আদেশ নিষেধ মেনে চলার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ "রাসুল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর। (আল-কুরআন, ৫৯:৭) এছাড়াও কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষনের জন্য হাদীছ অত্যন্ত জরুরী।অতএব রাসুল (সা) এর অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য হাদীসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৮. দরসে নিযামিয়া, লখনৌর মোল্লা কুতুব উদ্দীন শহীদ(মৃ.১৬৯১খ্রি.) এ উপমহাদেশের দরসে নিযামিয়ার উদ্ভাবক। তবে তাঁর পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীনের (মৃ.১৭৪৮ খ্রি.)সময় এ শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নতি ও প্রসার লাভ করে বিধায় তা দরসে নিযামিয়া নামে অভিহিত হয়।

৯. মাওলানা আবদুস সাত্তার , *তারীখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া*,খ.১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৫৯ পৃ.৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালেএ মাদ্রাসার মডেল অনুযায়ী যে সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলোকে আলিয়া ধারার মাদ্রাসা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের আমলে ১৮৭৪ খ্রি. কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মডেলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি (জামা'আতে-এ-উলা, বর্তমান ফাযিল পর্যন্ত) স্থাপন করা হয়। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পর এ সব মাদ্রাসা ছিল মুসলমানদের জন্য স্থাপিত প্রথম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুহসিনিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিতি এ তিনটি মাদ্রাসা এতদঞ্চলে চার দশক (১৮৭৪-১৯১৫) ধরে হাদীছ তথা ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখে।[১০] বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে সাধারাণত কুরআন এবং হাদীস চর্চা করা হয়। নিম্নে বাংলাদেশে ১৯৭০ খ্রি. থেকে ২০১১ খ্রি.পর্যন্ত একটি মাদ্রাসার একটি তথ্য টেবিল দেয়া হল:

Table 1 : Number of Madrasahs By Type , 1975-2008-[১১]

Year	Dakhil Madrasah	Alim Madrasah	Fazil Madrasah	Kamil Madrasah	Total Madrasah
1975					
1976	949	434	399	48	1830
1977			..		..
1978	1308	547	474	57	2386
1979	1308	547	474	57	2386
1980	1402	412	596	56	2466
1981	1402	406	586	56	2450
1982	1645	508	592	60	2805
1983	1645	508	591	60	2804
1984	2036	615	594	67	3312
1985	2156	615	601	67	3439
1986	2872	644	625	75	4216
1987	3631	736	678	86	5131
1988	3954	752	707	90	5503
1989	4130	756	711	90	5687
1990	3306	760	716	91	4873
1991	3570	798	797	94	5259
1992	3774	811	809	97	5491
1993	3825	806	836	97	5564
1994	3995	817	851	99	5762
1995	4121	871	881	104	5977
1996	4687	949	899	115	6650
1997	4795	983	955	118	6851
1998	4863	998	970	120	6951
1999	4990	1074	1017	141	7222
2000	5015	1087	1029	148	7279
2001	5391	1087	1029	144	7651
2002	5536	1105	1032	147	7820
2003	5995	1220	1030	165	8410
2004	6315	1320	1012	172	8819
2005	6685	1315	1039	172	9211
2006	6798	1345	1040	178	9361
2007	6968	1379	1066	182	9595
2008	6779	1401	1013	191	9384

অত্র টেবিলে১৯৭৫ খ্রি.থেকে ২০০৮ খ্রি.পর্যন্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হল। এখানে ২০০৬ খ্রি. মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৯৩৬১ টি।

[১০] .ড. একে.এম. আইউব আলী , History of Traditional Islamic Education in Banglades, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৩, পৃ.৩৯

[১১] .www. banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল মাদ্রাসা ছাড়াও দাখিলের নীচে এবতোদীয় মাদ্রাসাও রয়েছে সেখানেও শিশুদের কুরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হ বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হয়।

Table 2: Number of Students By Type , 1970-2008-[১২]

Year	Dakhil Madrasah		Alim Madrasah		Fazill Madrasah		Kamil Madrasah		Total Madrasah	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female
1970										
1975										
1976	117483	6712	56580	2835	105163	3696	11965	38	291191	13281
1977										
1978	196200	..	108400	..	118500		17600		440700	..
1979	196200	..	109400	..	118500		17700		441800	..
1980	124000	13713	80500	4916	132000	4966	17366	481	353866	24076
1981	211210	19617	79150	4510	122312	5113	17390	492	430062	29732
1982	252201	26607	102000	7059	136000	5688	18500	506	508701	39860
1983	253744	26607	102200	7059	148986	5688	21562	530	526492	39884
1984	314056	32981	123726	8546	153524	5862	27301	557	618607	47946
1985	332566	34924	123726	8546	155333	5931	27301	557	638926	49958
1986	408458	42894	133384	9125	161210	6079	28116	615	731168	58713
1987	516403	54230	152439	10428	173768	6553	32240	705	874850	71916
1988	562340	54230	155753	10428	181201	6553	33740	705	933034	71916
1989	587372	56644	156682	10490	182354	6595	33928	709	960336	74438
1990	615358	59058	157410	10539	183516	6636	40712	720	996996	76953
1991	614213	60864	164980	14068	205298	8287	43642	782	1028133	84001
1992					29636				29636	0
1993	1169565	438642	290501	75021	355001	65056	59417	3788	1874484	582507
1994									0	0
1995	1150472	411663	283816	74366	343822	62823	58903	4811	1837013	553663
1996	1296354	473199	313476	83214	350509	63728	59701	4899	2020040	625040
1997	1358577	485984	332368	87088	358262	65461	60554	4946	2109761	643479
1998	1358577	485984	429229	135437	436106	97898	74822	9536	2298734	728855
1999	1817770	829385	508292	182567	584218	160657	114613	13898	3024893	1186507
2000	1879707	862820	518178	186426	596456	162621	117864	14292	3112205	1226159
2001	2058700	1016696	521957	209303	595588	191776	90309	11217	3266554	1428992
2002	2168441	1082892	532601	216571	605112	196843	91889	11518	3398043	1507824
2003	2195438	1144358	554573	242908	560041	196209	128655	24741	3438707	1608216
2004	2091778	1059729	543358	229204	526485	179258	127622	22576	3289243	1490767
2005	2236025	1170220	550813	253207	529952	197316	136431	27922	3453221	1648665
2006	2252091	1178971	554653	255639	529497	197222	138805	28667	3475046	1660499
2007	2232521	1186502	550051	274430	527651	210190	136551	33864	3446774	1704986
2008	2313153	1194313	586684	293239	507078	223162	150137	39061	3557052	1749775

টেবিলনং ২ এ দেখা যায় যে, ২০০৬ খ্রি. দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৪৭৫০৪৬ জন এবং মহিলা মাদ্রাসায় ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৬৬০৪৯৯ জন।

নিচে লিঙ্গ ভিত্তিক অর্থাৎ মহিলা মাদ্রাসা এবং সাধারণ মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল:

Table 3: Number of Madrasahs (Dakhil to Kamil) by Type and Sex,1995-2011-[১৩]

[১২] . www. banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

Year	Dakhil		Alim		Fazil		Kamil		Total	
	Total	Fem	Total	Fem	Total	Fem	Total	Fem.	Total	Fema
1995	4121	358	871	33	881	5	104	1	5977	397
1996	4687	383	949	33	899	4	115	1	6655	421
1997	4795	459	983	31	955	9	118	1	6851	500
1998	4868	520	998	42	970	13	120(3)	1	6956 (3)	576
1999	4890	609	1074	59	1017	21	141(3)	3	7122 (3)	692
2000	5015	628	1087	61	1029	23	148(3)	4	7279(3)	784
2001	5391	701	1087	61	1029	21	144	4	7651(3)	784
2002	5536	733	1105	64	1032	23	147	4	7820 (3)	821
2003	5995	847	1220	80	1030	20	165	4	8410	951
2004	6315	926	1320	86	1012	22	172	6	8819	1040
2005	6685	1017	1315	91	1039	24	175 (3)	6	9214(3)	1138
2006	6798	1034	1345	98	1040	24	178(3)	7	9361(3)	1163
2008	6779	1046	1401	107	1013	25	191(3)	8	9384 (3)	1186
2009	6771	1058	1487	114	1022	24	195(3)	8	9475 (3)	1204
2010	6660	1031	1486	114	1021	24	194(3)	8	9361 (3)	1177
2011	**6669**	**1028**	**1401**	**107**	**1056**	**32**	**204 (3)**	**10**	**9330(3)**	**1177**

টেবিল নং ৩ এ ১৯৯৫ খ্রি. ২০১১ খ্রি.পর্যন্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সাধারণ মাদ্রাসা ও মহিলা মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যাণ দেয়া হল। এতে দেখা যায় যে, ২০০৬ খ্রি. দাখিল পর্যায় দাখিল মাদ্রাসা (সাধারণ) ৬৭৯৮ টি, মহিলা মাদ্রাসা ১০৩৪টি,আলিম সাধারণ মাদ্রাসা ১৩৪৫ টি, মহিলা মাদ্রাসা ৯৮ টি, ফাজিল সাধারণ মাদ্রাসা ১০৪০ টি, মহিলা মাদ্রাসা ২৪টি, কামিল সাধারণ মাদ্রাসা ১৭৮টি এবং মহিলা মাদ্রাসা ৭টি। মোট মাদ্রাসার সংখ্যা সাধারণ মাদ্রাসা ৯৩৬১ এবং মহিলা মাদ্রাসা ১১৬৩টি।

উপরের ৩ টি টেবিলের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মহিলা মাদ্রাসাসহ অনেক মাদ্রাসা রয়েছে । যেখানে ২০০৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৫১৩৫৫৪৫। এ বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কুরআন হাদীস অধ্যায়ন করছে। অতএব দেখা যায় যে, কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে আলিয়া মাদ্রাসার ব্যাপক অবদান রয়েছে।

খ)কওমী মাদ্রাসাঃ

বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ ধারার মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর অসংখ্য মুহাদ্দিস তৈরী হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে হাদীসের আলো মানব সমাজে বিস্তারে অসংখ্য ভূমিকা রাখছে। এ ধারার মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে,

মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার চেতনাকে জাগরূক রাখা, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামবিরোধী মতাদর্শের মুকাবিলায় মুসলিম শক্তিকে সুসংহত করা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলমানদের জীবন গঠনের মহান উদ্দেশ্যে প্রখ্যাতি আলিম ও শিক্ষাবিদ মাওলানা কাসেম নানুতাবীর (মৃ.১২৯৭হি./১৮৮০খ্রি.) নেতৃত্বে ভারতের উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জিলার দেওবন্দ শহরে ১৮৬৬ খ্রি./১৮২৩ হি. প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ নামক বিখ্যাত মাদ্রাসা যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে

[১৩] .www. banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত।[১৪] এটি ছাত্তার প্রাচীন মসজিদের মুক্ত আঙ্গিনায় ছোট একটি ডালিম গাছের ছায়ায় নিত্যান্ত অনাড়ম্বর পূর্ণভাবে কোনরূপ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই এ মাদ্রাসার সূচনা হয়। হযরত মাওলানা মোল্লা মাহমুদ দেওবন্দীকে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, যিনি জ্ঞান-গরীমায় অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আলিম ছিলেন। শায়খুল হিন্দ, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছাত্র, যিনি উস্তাদের সামনে কিতাব খুলে বসেছিলেন।[১৫]এ দারুল উলুম দেওবন্দ এর আদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে বাংলাদেশের চট্রগামে ১৯০১ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী । এতে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় ১৯০৮ খ্রি.। এটিই বাংলাদেশের প্রথম দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন মাদ্রাসা। পরবর্তীকালে দারুল উলুম দেওবন্দ ও দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণে এতদঞ্চলে যে সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোকে কওমী মাদ্রাসা নামে অভিহিত করা হয়।[১৬] ১৯৬৪ খ্রি. এদেশে ৪৪৩ কওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে প্রায় ৫১টি মাদ্রাসা ছিল দাওরায় হাদীস মাদ্রাসা। সে মতে, ১৯২০ খ্রি.ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরী মাদ্রাসা, ১৯২৫ খ্রি. ঢাকা ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসা, ১৯৩৬ খ্রি. আশরাফুল উলুম বড় কাটরা মাদ্রাসা ঢাকা,১৯৪৪ খ্রি. চট্রগ্রাম চরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, ১৯৪৬ খ্রি, জমিরিয়্যা কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা, পটিয়া, ১৯৪৮ খ্রি.হুসাইনিয়া আরাবিয়া রানাপিং মাদ্রাসা, সিলেট,১৯৫৯ খ্রি. দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম গাওহার ডাঙ্গা মাদ্রাসা কুমিল্লা, ১৯৫০ খ্রি.আযীযুল উলুম বাবু নগর মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম,১৯৫০ খ্রি. জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকা, ১৯৫১ খ্রি. আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসা, মোমেনশাহী, ১৯৫৪ খ্রি. দারুল উলুম কানাইঘাট মাদ্রাসা, ১৯৫৫ খ্রি. জামেয়া এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, ১৯৫৮ সালে হোসাইনিয়া দারুল উলুম উলামা মাদ্রাসা, যশোর, ১৯৬০ খ্রি. মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা, নেত্রকোনা ও ১৯৬২ খ্রি.দারুস সালাম সোহাগী ময়মনসিংহ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ খ্রি. এর পর এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৭]

কুরআন ও হাদীস চর্চায় কওমী মাদ্রাসার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হল:

১. আল -জামিয়া আল-ইসলামিয়া আল-মাহমুদিয়া, বরিশাল
২. জামি‘আ ‘আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম, যশোহর
৩. জামি‘আ এ‘জাজিয়া দারুল‘উলুম, রেলস্টেশন, যশোর
৪. জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আরাবিয়া দারুল ‘উলুম, খুলনা
৫. আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাছেমূল উলুম-পটিয়া -চট্রগ্রাম
৬. দারুল ‘উলুম মু‘ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম
৭. দারুল মা‘আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্রগ্রাম
৮. আল-জামিয়া আল-‘আরাবিয়া জিরি,পটিয়া, চট্রগ্রাম
৯. আল জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম, চারিয়া
১০. জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া, নানুপুর, চট্রগ্রাম
১১. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া নছীরুল ইসলাম, নাজিরহাট, চট্রগ্রাম
১২. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া আল‘আরাবিয়া মুযাহির আল-‘উলুম, চট্রগ্রাম

---

[১৪]. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.২ ,২য় সংস্করণ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর,১৯৮৭, পৃ.১৫; মুহাম্মাদ আশরাফ আলী নিযামপুরী, *দারুল উলুম দেওবন্দ সে দারুল উলুম হাটহাজারী তক*, চট্রগ্রাম: নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ.৩৩

[১৫] . সাইয়্যেদ মাহবুব রিয্ভী, *দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস*, আবুল ফাতাহ মোঃ ইয়াহ্ইয়া(খ.১) ও মাওলানা মুশতাক আহমদ (খ.২) অণূদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০০৩,পৃ.১৪৯

[১৬] . প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ.৯৭

[১৭] . ড. আবদুল ওয়াহিদ, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ঢাকা: ঝিঙ্গেফুল, বাংলাবাজার, ২০০৭ পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩. জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আজিজুল ‘উলুম, বাবুনগর, চট্টগ্রাম
১৪. জামি‘আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১৫. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া দারুল ‘উলুম, বরুড়া, কুমিল্লা
১৬. জামি‘আ ‘আরাবিয়া কাসিমূল ‘উলুম, কুমিল্লা
১৭. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া, মাইজদী
১৮. জামি‘আ কুরআনিয়া ‘আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা
১৯. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া আল-‘আরাবিয়া, ইসলামপুর, ঢাকা
২০. জামি‘আ ‘আরাবিয়া ইমদাদুল ‘উলুম মাদ্রাসা,ফরিদাবাদ, ঢাকা ১০৮
২১. জামি‘আ মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।
২২. জামি‘আ রহমানিয়া ‘আরাবিয়া ,সাতমসজিদ,মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৩. জামি‘আ শর‘ইয়া , মালিবাগ, ঢাকা
২৪. জামি‘আ হোসাইনিয়া আশরাফুল ‘উলুম, বড়কাটরা, ঢাকা।
২৫. আল জামিয়াতুল আসআদ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।
২৬. দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসা
২৭. আল জামি‘য়া আল ইসলামিয়া দারুল ‘উলুম খাদেমূল ইসলাম মাদ্রাসা
২৮. আল-জামি‘আ এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ
২৯. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া মাখযান আল-‘উলুম, ময়মনসিংহ
৩০. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া, ময়মনসিংহ
৩১. জামি‘আ ‘আরাবিয়া আশরাফুল ‘উলুম বালিয়া, ময়মনসিংহ
৩২. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া দারুল হেদায়া, পোরশা, নওগাঁ
৩৩. আল-জামি‘আ আল-আশরাফিয়া, পাবনা
৩৪. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম,বগুড়া
৩৫. জামি‘আ ইসলামিয়া, নবাবগঞ্জ
৩৬. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া দারুল ‘উলুম, মৌলভীবাজার
৩৭. জামি‘আ ইসলামিয়া রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন, সিলেট
৩৮. জামি‘আ ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, গহরপুর, সিলেট
৩৯. জামি‘আ কাসিমূল ‘উলুম, সিলেট
৪০. জামি‘আ মদনিয়া আঙ্গুরা, মুহাম্মাদপুর, সিলেট
৪১. জামি‘আ মদনিয়া ইসলামিয়া, সিলেট
৪২. জামি‘আ মুহাম্মাদিয়া হাড়িকান্দী, সিলেট
৪৩. উত্তর রানাপিং ‘আরাবিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, সিলেট
৪৪. দারুল ‘উলুম দারুল হাদীছ মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট
৪৫. দারুল ‘উলুম হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট
৪৬. জামি‘আ লুতফিয়া আনওয়ারুল ‘উলুম হামিদনগর মাদ্রাসা
৪৭. জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা, সিলেট
৪৮. আজীজিয়া আনওয়ারুল ‘উলুম, দিনাজপুর

বাংলাদেশে কুরআন ও হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে সাধারণত মাদ্রাসাই অন্যতম ভূমিকা রাখে। তবে এর পাশাপাশি কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কুরআন ও হাদীস চর্চা হচ্ছে। যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। এ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স থাকায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের কুরআন ও হাদীস চর্চার সুযোগ রয়েছে।

২। হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান

বাংলাদেশে হাদীস চর্চায় মুহাদ্দিসগণের অবদান অসামান্য। কারন তারা মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন জায়গায় 'ইলমি হাদীস শিক্ষা দান করেন এবং নিজেরাও হাদীস চর্চা করেন। বাংলাদেশে কিছু বিখ্যাত মুহাদ্দিস যারা হাদিস শিক্ষাদান, হাদীস প্রসার ও প্রচার এবং সমাজে এর বাস্তব ভূমিকা রাখছেন তাঁদের মধ্যে কিছু সম্মানিত মুহাদ্দিস হলেন:

১. মাওলানা আতহার আলী (১৩০৯/১৮৯১খ্রি.-১৩৯৬হি./১৯৭৬ খ্রি.)
২. মাওলানা আনজব আলী শওক(১৩১১হি.১৮৯৩খ্রি.-১৩৮১হি./১৯৬১ খ্রি.)
৩. মাওলানা আবদুর রশীদ (১৩১৮হি./১৯০০খ্রি.-১৪১৫হি./১৯৯৪খ্রি,০
৪. মাওলানা আফ.ম.এনায়েতুল্লাহ (জ.১৩৪২হি./১৯২৩ খ্রি.)
৫. মাওলানা আবদুর রহমান কাশগড়ী(১৩২৯হি.১৯১১খ্রি.-১৩৯৫হি./১৯৭৪খ্রি.)
৬. মাওলানা আবদুর রহীম (১৩২২হি./১৯০৪খ্রি.-১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.)
৭. মাওলানা আবদুল আউয়াল (মৃ.১৩৭৫হি./১৯৫৫খ্রি.)
৮. মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (১২৩৮হি./১৮৬৬খ্রি.-১৩৩৯হি./১৯২১খ্রি.)
৯. মাওলানা আবদুল আউয়াল ফোরকানী (জ.১৩৫১হি./১৯৩২খ্রি.)
১০. মাওলানা আবদুল আউয়াল ফোরকানী (জ.১৩৫১হি./১৯৩২খ্রি.)
১১. মাওলানা আবদুল আযীয(১২৯৯হি./১৮৮১খ্রি.-১৩৮২হি./১৯৬২খ্রি.)
১২. মাওলানা আবদুল ওহ্হাব (১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি.-১৩৯৬হি.১৯৭৬খ্রি.)
১৩. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (১৩০৫হি./১৯১১খ্রি.-১৩৮৮ হি./১৯৬৮খ্রি.)
১৪. মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ(১২৬৮হি.১৮৫০ খ্রি.-১৩২৮হি.১৯১০খ্রি.)
১৫. মাওলানা আবদুল কাউয়ুম(১৩২৯হি./১৯১১খ্রি.-১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.)
১৬. মাওলানা আবদুল গণি(১২৮১হি./১৮৬৪খ্রি.১৩৯৬হি./১৯৭৬খ্রি.)
১৭. মাওলানা আবদুল মজীদ (১৩১৯হি./১৯০১ খ্রি.-১৪০৬হি./১৯৮৫খ্রি.)
১৮. মাওলানা আবদুল মান্নান(মৃ.১৪০০হি./১৯৭৯খ্রি.)
১৯. মাওলানা আবদুল মালিক(১৩৫১হি./১৯৩২খ্রি.-১৪১৩হি./১৯৯২খ্রি.)
২০. মাওলানা আবদুল মুঈয (১৩৩৭হি./১৯১৯খ্রি.-১৪০৪হি./১৯৮৪খ্রি.)
২১. মাওলান আবদুল হক (১৩০০হি./১৮৮২খ্রি.-১৪০০হি./১৯৮০খ্রি.)
২২. মাওলানা আবদুল হাফীজ (১৩৪০হি./১৯২১খ্রি.-১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.)
২৩. মাওলানা আবদুল হামীদ (১৩৩৪হি./১৯১৫খ্রি.-১৪০৯হি./১৯৮৮খ্রি.)
২৪. মাওলানা আবদুল্লাহ হরিপুরী(১৩৫৬হি/১৯৩৭খ্রি.-১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.)
২৫. মাওলানা আবদুল্লাহ নদবী (১৩১৮হি./১৯০০খ্রি.-১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.)
২৬. মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী(১৩১৮হি./১৯০০খ্রি.-১৩৮০হি./১৯৬০খ্রি.)
২৭. মাওলানা আবুল কালাম মজহের আহমদ(জ.১৩৩১হি./১৯১২খ্রি.)
২৮. মাওলানা আবুল হাসান যশোরী (১৩৩৭হি./১৯১৮খ্রি.-১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.)
২৯. মাওলানা আযীযুল হক (১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-১৩৮০ হি./১৯৬০খ্রি.)
৩০. মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী (১৩৫৪হি./১৯৩৫খ্রি.-১৩৯৯হি.;/১৯৭৮খ্রি.)
৩১. মাওলানা আহমদ আলী খান (১৩২২হি./১৯০৪খ্রি.-১৪০৩হি./১৯৮২খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

৩২. মাওলানা আহমদ উল্লাহ (জ.১৩৫৪হি./১৯৩৫খ্রি.)
৩৩. মাওলানা আহমদ হোসাইন চৌধুরী (১৩৩৬হি./১৯১৭খ্রি.-১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.)
৩৪. মাওলানা ইব্রাহিম (১২৬৯হি./১৮৫২খ্রি.-১৩৭৯হি./১৯৫৯খ্রি.)
৩৫. মাওলানা এ.কে.এম. আইয়ুব আলী (১৩৩৮হি./১৯১৯খ্রি.১৪১৬হি./১৯৯৫খ্রি.)
৩৬. মাওলানা ওজীউল্লাহ সন্দীপী (মৃ.১৩৩২হি./১৯২০খ্রি.)
৩৭. মাওলানা ওবাইদুল হক (জ.১৩৪৭হি./১৯২৮খ্রি.)
৩৮. মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১২১৫হি./১৮০০খ্রি.-১২৯০হি./১৮৭৩খ্রি.)
৩৯. মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ(১৩২৩হি.১৯০৫খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.
৪০. মাওলানা জওয়াদ হোসাইন পারকুলী (১৩৪২হি./১৯২৩খ্রি.-১৪১৭হি.১৯৯৬খ্রি.)
৪১. মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান (১৩২৯হি./১৯১১খ্রি.-১৪০০হি./১৯৭৯ খ্রি.)
৪২. মাওলানা তাজুল ইসলাম (১৩১৫হি./১৮৯৭খ্রি.-১৩৮৭হি./১৯৬৭খ্রি.)
৪৩. মাওলানা দীন মুহাম্মাদ খান (১৩১৮হি./১৯০০খ্রি.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খ্রি.)
৪৪. মাওলানা নযীর আহমদ (১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি.১৩৬৪হি./১৯৪৪খ্রি.)
৪৫. মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (১৩৩৬হি./১৯৮৭খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৬খ্রি.)
৪৬. মাওলানা নুরুল আমীন আতীকী (১৩৪১হি./১৯২২খ্রি.-১৪০১হি./১৯৮০খ্রি.)
৪৭. মাওলানা ফজলুর রহমান (১৩০৪হি./১৮৮৬খ্রি.-১৩৮৪হি./১৯৬৪খ্রি.)
৪৮. মাওলানা ফয়জুর রহমান (১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.-১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি.)
৪৯. মাওলানা বিলায়ত হোসাইন (১৩০৫হি./১৮৮৭খ্রি.-১৪০৫হি./১৯৮৪খ্রি.)
৫০. মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী (১৩৪০হি./১৯২১খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৬খ্রি.)
৫১. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (১৩০৭হি./১৮৮৯খ্রি.-১৩৯৪হি./১৯৭৪খ্রি.)
৫২. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হাই (১২৭৬হি./১৮৫৯খ্রি.১৩৩৯হি./১৯২১খ্রি.)
৫৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক বর্ধমানী (১২৩৮হি./১৮৬৬খ্রি.-১৩৫৭হি./১৯৩৮খ্রি.)
৫৪. মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ (জ.১৩৪৭হি./১৯২৮খ্রি.)
৫৫. শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ.৭০০হি./১৩০০খ্রি.)
৫৬. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.-১৩৮৮হি./১৯৬৯ খ্রি.)
৫৭. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান(১৩২৯হি/১৯১১খ্রি.-১৩৯৫হি./১৯৭৪ খ্রি)
৫৮. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইছহাক (১৩২৬ খ্রি./১৯০৮খ্রি.-১৩৯৪হি./১৯৭৪ খ্রি.)
৫৯. মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (১২৫০হি./১৮৩৪খ্রি.-১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.)
৬০. মাওলানা হাবিবুল্লাহ (১২৮৩হি./১৮৬৫খ্রি.-১৩৬১হি./১৯৪৩খ্রি.)

৩।বাংলাদেশে হাদীছ চর্চায় গ্রন্থাবলী

বাংলাদেশে হাদীছ সংক্রান্ত মৌলিক, অনূদিত এবং সম্পাদিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থাবলী থেকে মহানবী (সা) এর জীবন, আচার-আচারণ এবং বাণীসমূহ বিস্তারিত জানা যায়।এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে কিছু মৌলিক গ্রন্থ হল-

১.অমীয় বাণী শতক, ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
২.আমাদের নবীজীর দৈনন্দিন জীবন, নোমান আহমদ
৩.আনওয়ারুল হাদীছ, হাফেজ মাওলানা মুজীবুর রহমান
৪.আখলাকে পয়গম্বরী, মোহাম্মাদ ইউছুফ আশিয়ারী
৫.আল-কুরআন ও হাদীছ তত্ত্ব, মাওলানা গরীবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী
৬.আসমাউর রিজাল, মাওলানা আফলাতুন কায়সার

৭.আল হাদীছ, মেহরাব আলী
৮.একশত হাদীছ ও দীনের কথা, আবদুস সোবাহান
৯.এসো জানি নবীর বাণী, আবদুস শহীদ নাসিম;
১০.কাব্যে হাদীছ শরীফ, মুহাম্মাদ আবদুল বারী
১১.কালাম-ই-রাসুল, কাজী আবুল হোসেন
১২.কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আদর্শবাদ, মাওলানা আফলাতুন কায়সার
১৩.চল্লিশ হাদীছ ও চল্লিশ বাণী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার
১৪.ছোটদের হাদীছ শরীফ, মোহাম্মাদ এমদাদ উল্লাহ
১৫.তারিখে ইলমুল হাদীছ, আবুল কালাম মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ চৌধুরী
১৬.দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাতে রাসুল (সা), শাহ মনিরুজ্জামান
১৭.বাংলা হাদীছ শরীফ, খান বাহদুর আহসান উল্লাহ
১৮.বিশ্বনবীর ভাষণ, আবুল লায়েছ আনছারী
১৯.মিলাদুন্নবী (সা), আবুল জামাল মুহাম্মদ তবীয়ুল্লাহ
২০.রাসুলের বাণী, ফজলুর রহমান
২১.শ্রেষ্ঠ হাদীস, এম.এ.ওয়াহীদ
২২.সহস্র হাদীস, মাওলানা মুজীবরু রহমান
২৩.হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীসে রাসুল (সা), মাওলানা মাজহার উদ্দীন
২৪.হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, মাওলানা নুর মুহাম্মাদ আজমী
২৫.হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
২৬.হাদীসের আলোকে মানব জীবন, এ.কে.এম. ইউসুফ
২৭.হাদীসের কাহিনী, মোবারক হোসেন খান
২৮.হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, মুহাম্মাদ হারুন আজীজী
২৯.হাদীসের দোয়া, মোহাম্মদ আবদুল আজীজ
৩০.দরসে মিশকাত, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক।
৩১.ইলাউসসুন্নান, মাওলানা যফর আহমদ উসমানী
৩২.ফিক্‌হ আল-সুনান ওয়া আল-আছার, মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান
৩৩.মীযান আল-আখবার

অনুবাদ সংক্রান্ত হাদীস গ্রন্থাবলী

১. বুখারী শরীফ, অনুবাদ:মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, মাওলানা আবদুল জলীল, মাওলানা মোশাররফ হোসেন, মাওলানা আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, মাওলানা সিরাজুল হক, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ, মাওলানা আবদুর রব, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, মাওলানা কুতুব উদ্দীন, মাওলানা রুহুল আমীন খান, মাওলানা মাহবুবুর রহমান ভুঞা, মাওলানা মুস্তাক আহমদ, মাওলানা আবদুল মতিন মাসউদী, মাওলানা কাজী আবু হুরায়রা, মাওলানা আবদুন নুর, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী, মাওলানা বুরহানুদ্দীনসহ আরও কিছু বিখ্যাত আলিম।
২. ছহীহ মুসলিম শরীফ, মাওলানা নেছারুল হক
৩. আবু দাউদ শরীফ, অনুবাদক-মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ, ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক ও মাওলানা নুর মোহাম্মাদ
৪. জামে আত-তিরমিজী, মুহাম্মাদ মুসা
৫. মিশকাত শরীফ: মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

৬. সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা, মাওলানা আফলাতুন কায়সার
৭. মুওয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ (র.), মুহাম্মাদ মুসা
৮. শামায়েলে তিরমিজী, মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ
৯. তাজরীদুল বুখারী (১ম খণ্ড) , আবদুল জলীল
১০. আখলাকুন্নবী , মুহাম্মদ আহমদ মুখতার কমর
১১. আল-আদাবুল মুফরাদ, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
১২. আল-মুনাব্বেহাত, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার
১৩. আসাহহুস সিয়ার, মাওলানা আ,ছ,ম মাহমুদুল হাছান খান ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
১৪. তরজমানুস সুন্নাহ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
১৫. ফতহু আল-মারাম শরহি ফয়জি আল-কালাম, আবদুল জলীল,
১৬. মুসনাাদে ইমাম আযম আবু হানীফা, মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক
১৭. শরহে নুখবাতুল ফিকার, মাওলানা লিয়াকত আলী
১৮. হাদীসে আরবাঈন, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী,
১৯. হাদীসে কুদসী, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
২০. হাদীসের তত্ত্ব ও পরিভাষা, মোঃ আতাউল হক।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদীস ও হাদীস সংক্রান্ত বইয়ের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

ক্র.	গ্রন্থকারের নাম	সম্পাদক, অনুবাদক ও রচয়িতা	প্রকাশনার সময়	পৃষ্ঠা
১	Sayings of Muhammad (sm	Abdullah al-Mamun Suhrawardy	Jan 01, 1978	110
২	হযরতের একশত হাদীস	সম্পাদনা: এম.এ সামাদ	Nov 01, 1979	28
৩	হাদীসে আরবাঈন	এ.এস.এম. আবদুল হাই	Jun 01, 1980	32
৪	আল হাদীস	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	Jun 01, 1981	16
৫	হাদীস শরীফ (১ম খণ্ড)	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	Jun 01, 1984	360
৬	হাদীস শরীফ(২য় খণ্ড)	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	Sep 01, 1984	632
৭	কাসাসুল হাদীস	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	Feb 01, 1988	68
৮	যাদুল মাআদ	অনু: অধ্যাপক আখতার ফারুক	Mar 01, 1988	454
৯	তরজুমানুস সুন্নাহ (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	Apr 01, 1988	852
১০	মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (র.)	অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা	Aug 01, 1988	744
১১	চল্লিশ হাদীস	মুহাম্মাদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী	Dec 01, 1988	80
১২	ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশেরে অবদান	ড. মোহাম্মাদ এছাহাক	Jun 01, 1990	286
১৩	যাদুল মাআদ (২য় খণ্ড)	অনুবাদ:অধ্যাপক আখতার ফারূক	Jun 01, 1990	383
১৪	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	Jun 01, 1992	686
১৫	মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	Jun 01, 1994	560
১৬	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	শামসুল হক দৌলতপুরী	Mar 01, 1995	80
ক্র.	গ্রন্থকারের নাম	সম্পাদক, অনুবাদক ও রচয়িতা	প্রকাশনার সময়	পৃষ্ঠা
১৭	সৈনিকের চল্লিশ হাদীস	মাওলানা আশরাফ আলী আবাদী	Jun 01, 1995	48

Dhaka University Institutional Repository

১৮	Indian's Contribution to the Study of Hadith literature	Dr. Md. Ishaque	Jun 01, 1995	309
১৯	তরজমানুস সুন্নাহ(২য় খণ্ড),১ম অ.	বদরে আলম মিরাঠী	Jun 01, 1997	320
২০	তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	Jun 01, 1997	752
২১	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী	Jun 01, 1997	448
২২	তাজরীদুস সিহাহ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 1997	432
২৩	রাসুলুল্লাহর বাণী	অনুবাদঃ মামুন হায়দার	Mar 01, 1999	92
২৪	উলূমুল হাদীস	মাওলানা মুশতাক আহমদ	Jun 01, 1999	272
২৫	তরজমানুস সুন্নাহ (২য় খণ্ড), ২য় অ	অনুবাদঃ মাওঃ জোবায়ের আহমেদ	Jun 01, 1999	416
২৬	তারিখে ইলমে হাদীস	মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান	May 01, 2000	108
২৭	সুনানে ইবনে মাজাহ (১ম খণ্ড)	ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)	Jun 01, 2000	524
২৮	তাজরীদুস সিহাহ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2000	482
২৯	সহস্র হাদীস	মাওলানা মুজিবুর রহমান	Feb 01, 2001	120
৩০	হাদীস বিজ্ঞান	শামীম আরা চৌধুরী	May 01, 2001	263
৩১	সুনানে নাসাঈ শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ(র.)	Oct 01, 2001	364
৩২	সুনানে ইবনে মাজাহ (৩য় খণ্ড)	ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)	Mar 01, 2002	656
৩৩	মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	May 01, 2003	480
৩৪	চল্লিশ হাদীসে কুদসী	ড. ইয়াজ উদ্দীন ইব্রাহীম	Jun 01, 2003	72
৩৫	সুনানে নাসাঈ শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	Jun 01, 2003	620
৩৬	আত তারগীব ওয়াততারহীব	অনু: হাফিজ মাওলানা মুজিবুর রহমান	Aug 01, 2003	680
৩৭	মা'আরিফুল হাদীস (৬ষ্ঠ খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ মনসুর নোমানী	Sep 01, 2003	222
৩৮	আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব (১ম খ.	অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুল হক	Nov 01, 2003	588
৩৯	আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব (৩য় খণ্ড)	অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ এমদাদুল্লাহ	Nov 01, 2003	652
৪০	ম া'আরিফুল হাদীস (৪র্থ খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মাদ মনসুর নোমানী	Dec 01, 2003	240
৪১	মা'আরিফুল হাদীস (৭ম খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ মনসুর নোমানী	Dec 01, 2003	174
৪২	মা'আরিফুল হাদীস (৩য় খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ মনসুর নোমানী	Feb 01, 2004	360
৪৩	মা'আরিফুল হাদীস (৫ম খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ মনসুর নোমানী	Feb 01, 2004	360
৪৪	মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	May 01, 2004	286
৪৫	তাহাবী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম তাহাবী (র.)	Jun 01, 2004	632
৪৬	বুসতানুল মুহাদ্দিসীন	শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী(র.)	Jun 01, 2004	288
৪৭	আর্থ-সামাজিক সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ	ড. মোহাম্মাদ জাকির হোসেন	Aug 01, 2004	568
ক্র.	**গ্রন্থকারের নাম**	**সম্পাদক, অনুবাদক ও রচয়িতা**	**প্রকাশনার সময়**	**পৃষ্ঠা**
৪৮	তাহাবী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তাহাবী (র.)	Sep 01, 2004	756
৪৯	হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (১ম খ	লেখকমণ্ডলী	Sep 01, 2004	440

Dhaka University Institutional Repository

৫০	হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	লেখকমণ্ডলী	Sep 01, 2004	413
৫১	Al Hadisul Qudsiyyah	Prof. Md. Abdul Mannan	Oct 01, 2004	246
৫২	আল আদাবুল মুফরাদ(১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	Nov 01, 2004	576
৫৩	রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত	ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন	Mar 01, 2005	468
৫৪	বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি	সম্পাদনা : নাসির হেলাল	Apr 01, 2005	120
৫৫	ইলাউস সুনান (১ম খণ্ড)	অনুবাদ : মাওঃ মোঃ ইছাহাক ফরিদী	Apr 01, 2005	616
৫৬	ইলাাউস সুনান (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদঃ সাইফুল ইসলাম	Apr 01, 2005	590
৫৭	তিরমিজি শরীফ (১ম খণ্ড)	অনুবাদঃ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	Jun 01, 2005	424
৫৮	সুনানে ইবনে মাজাহ (২য় খণ্ড)	ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)	Feb 01, 2006	613
৫৯	তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	May 01, 2006	600
৬০	হাদীসে মাসাইলে আহনাফ (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2006	662
৬১	আবু দাউদ শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবু দাউদ (র.)	Aug 01, 2006	520
৬২	আবু দাউদ শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবু দাউদ (র.)	Aug 01, 2006	520
৬৩	আবু দাউদ শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবু দাউদ (র.)	Aug 01, 2006	520
৬৪	আবু দাউদ শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবু দাউদ (র.)	Aug 01, 2006	584
৬৫	আবু দাউদ শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবু দাউদ (র.)	Aug 01, 2006	664
৬৬	মুসনদে ইমাম আজম আবু হানীফ র.	অনুবাদঃ সিরাজুল হক	Mar 01, 2007	563
৬৭	তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	Mar 01, 2007	544
৬৮	মা'আরিফুল হাদীস (১ম খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মাদ মনসুর নোমানী	May 01, 2007	264
৬৯	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম তিরমিযী (র.)	Jun 01, 2007	448
৭০	মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.) ১ম খণ্ড	ইমাম মালিক (র.)	Jun 01, 2007	524
৭১	মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.) ২য় খণ্ড	ইমাম মালিক (র.)	Jun 01, 2007	735
৭২	মা'আরিফুল হাদীস (২য় খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মাদ মনসুর নোমানী	Jun 01, 2007	396
৭৩	মা'আরিফুল হাদীস (৮ম খণ্ড)	মাওলানা মনসুর নোমানী	Aug 01, 2007	568
৭৪	হযরত আবু হোরায়রা (রা.): হাদীসে তার অবদান	হাফেজ মাওলানা মোঃ ইসমাইল	Oct 01, 2007	428
৭৫	তাহাবী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম তাহাবী (র.)	Dec 01, 2007	644
৭৬	মুসনাদে আহমদ(১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	May 01, 2008	571
৭৭	বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2008	462
৭৮	বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2008	440
৭৯	বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2008	420
৮০	বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2008	400
৮১	সুনানে নাসাঈ শরীফ ,২য় খণ্ড	ইমাম নাসাঈ (র.)	May 01, 2008	643
ক্র.	**গ্রন্থকারের নাম**	**সম্পাদক, অনুবাদক ও রচয়িতা**	**প্রকাশনার সময়**	**পৃষ্ঠা**
৮২	হযরত আবু হোরায়রা রাঃ ও সহস্র	এবিএম শহীদুল্লাহ	Jun 01, 2008	428

Dhaka University Institutional Repository

	হাদীস			
৮৩	হাদীসে মাসাইলে আহনাফ (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2008	455
৮৪	ইলাউস সুনান ২য় খণ্ড)	মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী	Jun 01, 2008	601
৮৫	সুনানে নাসাঈ শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	Jun 01, 2008	396
৮৬	সুনানে নাসাঈ শরীফ(৪র্থ খণ্ড)	ইমাম নাসাঈ (র.)	Jun 01, 2008	711
৮৭	হাদীসে কুদসী	মূল : আল্লামা মুহাম্মদ মাদানী	Aug 01, 2008	344
৮৮	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	Sep 01, 2008	502
৮৯	আল আদাবুল মুফরাদ(২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	Sep 01, 2008	575
৯০	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	Nov 01, 2008	316
৯১	তাহাবী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম তাহাবী (র.)	May 01, 2009	596
৯২	মুসনাদে আহমদ (২য় খণ্ড)	অনুবাদকমণ্ডলী	Jun 01, 2009	392
৯৩	ইলাউস সুনান (৩য় খণ্ড)	মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী	Jun 01, 2009	695
৯৪	হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান	ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	Feb 01, 2010	552
৯৫	ইলাউস সুনান (৬ষ্ঠ খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	Apr 01, 2010	704
৯৬	মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	Apr 01, 2010	518
৯৭	বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2010	332
৯৮	বুখারী শরীফ (৬ষ্ট খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2010	532
৯৯	বুখারী শরীফ (১০ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	May 01, 2010	640
১০০	মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	Jun 01, 2010	504
১০১	মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	Jun 01, 2010	540
১০২	মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	Jun 01, 2010	438
১০৩	মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম মুসলিম (র.)	Jun 01, 2010	448
১০৪	হাদীসে পরিভাষা	মূলঃ ড. মুহাম্মদ আততহান	Oct 01, 2010	224
১০৫	বিশ্বনবীর অমূল্য বাণী	শাঃ খন্দকার গোলাম মাওলা	Dec 01, 2010	68
১০৬	বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র.)	Feb 01, 2011	598
১০৭	মহিলাদের চল্লিশ হাদীস	মাওঃ রিজাউল করীম ইসলামাবদী	May 01, 2011	56

বাংলাদেশে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থাবালী ব্যাপক অবদান রাখছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ 'ইলমি হাদীছের পাঠদান করে আসছেন। বিশেষ করে আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসার বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণ শিক্ষার্থীদের হাদীছ শিক্ষা দান করার ফলে প্রতি বছর অসংখ্য শিক্ষার্থী মাদ্রাসা থেকে মুহাদ্দিস হিসেবে বের হয়ে সমাজে হাদীছের খেদমত করছেন। মাদ্রাসাগুলোতে ছিহাহ সাত্তাহসহ অন্যান্য হাদীছসমূহ পড়ানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মসজিদেও ইমাম সাহেবগণ হাদীসের তা'লিম দিয়ে থাকেন। হাদীস প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলায় অনূদিত হাদীস গ্রন্থ এবং হাদীস থেকে সংকলিত বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের অসংখ্য ইসলাম প্রিয় মানুষ এ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করে হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করেন এবং তদানুযায়ী আমল করে জীবন পরিচালনা করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চা ১২০৪ খ্রি.-১৯৪৭ খ্রি.

ইসলামী শরী'আতের মূল ভিত্তি হল কুরআনুল কারীম এবং রাসুলুল্লাহ (সা) এরহাদীছ। মুসলিম সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাবার জন্য ঐশী আইনের সম্পূরক হিসেবে ফিক্হ[১] শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এ থেকে শরী'আতের অনুশাসন, ও মূল্যবোধগুলি ব্যাপৃত, বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হয়। মহানবী (সা) এর জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন দেশে এ ইসলামী আইন তথা ফিক্হ চর্চার বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বাংলাদেশেও তখন রাসুলুল্লাহ (সা) এর সাহাবী, এবং আরব ব্যবসায়ীগণ এদেশে আগমন করেন এবং ইসলামী প্রচার, প্রসার ও ফিক্হ চর্চায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন। ৬২২ খ্রি. মদিনায় রাসুলে করীম (সা) কর্তৃক ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের মাত্র এক শতাব্দীর (৬১০খ্রি.-৭১০খ্রি.) এর মধ্যে মুসলমানগণ পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন, মধ্য এশিয়া, এমনকি ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত দখল করে ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকগণের আগমন ঘটতে থাকে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফত কালে (৬৩৪খ্রি.-৬৬৪খ্রি.)। ৬৪০ খ্রি.কিংবা তার ২/১ বছর আগে বা পরে এখানে ইসলাম প্রচারক একটি দল আরব দেশ থেকে আগমন করেন। এ সময় প্রথম যে দলটি এখানে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন তাঁদের নেতা ছিলেন হযরত মাহমুদ (রা.) ও হযরত মুহায়মিন (রা.)। ইসলাম প্রচারকদের প্রথম পর্যায় দলগুলো মুমিন নামে এ এলাকার জনগণের নিকট সমাধিক পরিচিত হন। প্রথম পর্যায়ে কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রায় পাঁচটি দল এখানে আসেন। দ্বিতীয় দলে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত হামিদুদ্দীন (রা.), হযরত হুসাইয়নুদ্দীন (র.),হযরত মুর্তাযা (র.), হযরত আবদুল্লাহ (র.), হযরত আবু তালিব (র.) প্রমুখ বেশ কয়েকজনের নাম জানা যায়।[২]

মহানবী (সা) এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ ইসলামের আলো বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেন। উমাইয়া যুগে ও পরবর্তীকালে আব্বাসীয় আমলে মুসলিম বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়। ৭১২ খ্রি. মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে যে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় তা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। মুলতান বিজয়ের পর প্রথমে এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[৩]ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ফিক্হ চর্চার ব্যাপকতা বেড়ে যায়।

---

[১১]. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ফিক্হ হল মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মার স্বীকৃতি। শুধু কুরআন সুন্নাহ নয়, বরং ইজমা অর্থাৎ'আলেমগণের ঐকমত্য হতে অথবা কিয়াস হতেও যে জ্ঞান উদ্ভূত হয়ে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও আলোকিত ধারণার জন্ম দেয়, তাই আধুনিক মুসলিম আইন বিজ্ঞানে ফিক্হ বলে অভিহিত করা হয়। মোহাম্মাদ মুজিবুর রহমান, মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি, তাবি, পৃ.৬] কেউ কেউ বলেন, ফিক্হ হল আইনের বাস্তব জ্ঞান।[Muhamasani, Philosophy of juris prudence in Islam, P.8]
কেউ কেউ বলেন, Fiqh is one's knowledge of what is to his advantage and disadvantage in respect of human revelation.[Anwar ahmed Qadri, Islimic juris prudence in Modern World,Edition,1986, p.234]

[২]. মো: মোজাম্মেল হক, *বাংলাদেশে প্রাচীন মসজিদ*, ঢাকা: রিসালাত প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০৩,পৃ.৩৬

[৩]. আবদুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২৯৮৬, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় মুসলিম শাসনকে দুটি প্রধান যুগ বা পর্যায়ে বিন্যাস করা যায়। একটি সুলতানী যুগ অপরটি মুঘল যুগ। তুর্কি বীর গাযী ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজি[৪] ১২০৪[৫] খ্রি. সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া জয় করেন এবং লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করেন।অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লখনৌতিতে মুসলিম রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ-দীন সিরাজ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের পরে বখতিয়ার খলজী ও তাঁর আমীরদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, মসজিদ মাদ্রাসা এবং খানকার উল্লেখই দেখা যায় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়।[৬]১২০৪ খ্রি. থেকে ১৫৭৬ খ্রি.মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্তি পর্যন্ত সুলতানি যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৫৭৬ খ্রি. থেকে ১৭৫৭ খ্রি.পর্যন্ত বাংলায় মুঘল ও নবাবী শাসনের যুগ গণ্য করা হয়।[৭]

ইখিতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মাদ বখতিয়ার খলজীর শাসনামলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা নির্মাণ করা হয়। খানকা মুসলমান সুফী সাধকদের জন্য ব্যবহৃত হত। এ মসজিদ, মাদ্রাসায় কুরআন ,হাদীস ও ফিক্হ চর্চা হত। নব নব মুসলিমরা এখানে এসে ইসলামী আইন কানুন সম্বন্ধে জানত।মুসলমান সন্তানরা মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হয়ে ‘ইলমি ফিক্হ চর্চা করত। বাংলাদেশে ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে ১। মাদ্রাসা-মসজিদ,২। পত্র-পত্রিকা, ৩। ফিক্হ বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী এবং ৪। বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

১। ফিক্হ চর্চায় মাদ্রাসা ও মসজিদ

ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ও মসজিদ ব্যাপক অবদান রাখছে। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা ফিক্হী বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করে তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দেয়। এবং মসজিদে রয়েছে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম। অনেক স্থানেই মসজিদকেই শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট ইমামগণ মসজিদে ফিক্হী তা'লিম দিয়ে থাকেন। ফিক্হী প্রচার ও প্রসারের সারগর্ভ বর্ণনাকে দুটো স্তরে ভাগ করা হয়েছে-

ক)১২০৪ খ্রি.- ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত ফিক্হ চর্চা
খ) ১৭৫৭ খ্রি. থেকে ১৯৪৭ খ্রি.পর্যন্ত ফিক্হ চর্চা

---

[৪]. বখতিয়ার খলজীর পুর্ব নাম ছিল মালিক ইজুজ-উদ-দীন-মুহাম্মাদ-বক্তিয়ার খলজী, তিনি ছিলেন গরমশরীরের অধিবাসী। তিনি ছিলেন কদাকার এবং উচ্চাকঙ্ক্ষী। ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে গজনী , দিল্লী হয়ে তিনি বাদাউনের মাক্তাবের অধীনে সৈনিকের চাকরীতে যোগ দেন। পরে তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তার অধীনে ইক্তাদার নিযুক্ত হন। এ স্থান থেকে তিনি প্রতিশৌ বিহারের দিকে দৃষ্টি দেন। এ সময় বিহার ছিল সেন রাজাদের অধীনে। এ বীর পুরুষকে আলির্মদান খলজী নামে এক ব্যাক্তি হত্যা করেন। [প্রফেসর মুহাম্মাদ নুরনবী, ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, মার্চ, ২০০৭,পৃ.৫৮-৫৯]

[৫]. বঙ্গ বিজয়ের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ড. ‘আবদুর রহীম তাঁর Social and Cultural History of Bengalগ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় বংগ বিজয়ের সাল ২০০১ বলে উল্লেখ করেছেন,আর.এস.এম আলী Dr.A.N.Choudhury এর Dynamic History of Bengal গ্রন্থের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বঙ্গ বিজয়ের সাল ১২০৪ বরে উল্লেখ করেছেন।[Journal of the Asiatic Society of Pakistan Dacca vol.1, April ,1968, P.122]

[৬]. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০২, পৃ.২১০

[৭]. ড.একে এম ইয়াকুব আলী , *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: তাম্রলিপি, বাংলাবাজার, ২০০৮, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

ক)১২০৪ খ্রি. - ১৭৫৭খ্রি.পর্যন্ত ফিক্‌হ চর্চা

মুসলিম শাসনের গোড়া দিকে (১২০৪ খ্রি.) বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায় ফিক্‌হ চর্চা হত। বৃটিশ যুগেও ফিক্‌হ চর্চার প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুফীরা বিভিন্ন ভাবে এদেশে ইসলাম প্রচারে রত ছিল। তবে মুসলিম বাংলার গোড়ার দিকে সুফী সম্প্রদায় দ্বারাই প্রধানত ইসলাম প্রচার লাভ করে এবং খানকাহ ও তৎসংলগ্ন মসজিদ মাদ্রাসা দ্বারাই ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটে।[৮]ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রি. পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের বিশাল এলাকা জয় করেন। এরপর অস্থায়ী রাজধানী নদীয়া[৯] শহরের বিকল্প হিসেবে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় মসজিদ, খানকাহ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলা, ফিক্‌হ মাসলা শিক্ষা দেয়া হত।

*সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী ১২১৩ খ্রি.বাংলার শাসন-ক্ষতমায় অধিষ্ঠিত হন এবং ১২১৯ খ্রি.বাংলার রাজধানী লখনৌতী শহরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি এখানে মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী । তিনি ‘আলিমদের সম্মান করতেন এবং মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দকে উচ্চ বেতন দিতেন।[১০]

*ত্রয়োদশ শতকের প্রথামার্ধে মাওলানা তকী উদ্দীন ‘আরাবী বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার মাহিসুনে (বর্তমানে মাহিসন্তোষ) আগমণ করে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি সুদূর আরব দেশ থেকে ইসলাম আইন প্রসারের লক্ষ্যে এদেশে আগমন করেন। তাই তাঁর এ মাদ্রাসাকে বাংলার প্রথম স্বতন্ত্র ইসলামিয়্যাহ মাদ্রাসা বলা হয়। [১১]

*সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের আমলে(১২৬৬খ্রি.-১২৮৭খ্রি.) শায়খ শরফ উদ্দীন আবু তাওয়ামা ১২৭০ খ্রি. বুখারা থেকে দিল্লী, এরপর দিল্লী থেকে বাঙ্গালার সোনারগাঁও আগমন করেন।[১২] তিনি একজন প্রখ্যাত আলিম ও সুফী ছিলেন। তিনি সোনারগাঁওয়ে একটি বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি আবাসিক মাদ্রাসা। এখানে অনেক শিক্ষার্থী এসে ‘ইলমি ফিক্‌হ অধ্যায়ন করত। শায়খ শরফ উদ্দীন আবু তাওয়ামার একজন শিষ্য ‘নাম-ই-হক’ নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ফার্সী ভাষায় ফেকাহ বিষয়ক পুস্তিকাখানী ৭০৩ হিজরী[১৩]/১৩০৩ খ্রি. লিখিত। এ ফিক্‌হ বইটি তাঁর মাদ্রাসায় পড়ান হত। এটি ছিল তৎকালীন উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা। এখানেই শায়খ আবু তাওয়ামা সর্বপ্রথম সহীহাইন শিক্ষাদান শুরু করেন। পরে ধীরে ধীরে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস-তাফসীর, ফিক্‌হ ও ‘আকাইদের শিক্ষা অধিকতর প্রসার লাভ করতে থাকে।[১৪]সত্তর দশকের শেষেরদিকে লখনৌর ফিরিংগীমহল মাদ্রাসা এবং আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমানের বুহার মাদ্রাসা ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ভারতে দেওবন্দ ও সাহারানপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই মনে হয় এ উপমহাদেশে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের ভিত্তি

---

[৮]. শাহসুফী সাইয়্যেদ আহমদউল্লাহ , আজিমপুর দায়েরা শরীফ, ঢাকা: আজিমপুর, ১৯৯০ খ্রি. পৃ. পূর্ব কথা।

[৯]. ‘আবদুল মজীদ সালিক, *মুসলিম সাকাফাত হিন্দুস্তান মে’ লাহোর*, ইদারা-এ-সাকাফাত-এ- ইসলামিয়া, তাবি, পৃ.১৩০

[১০]. আবদুল মজিদ সালিক,প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮

[১১]. ‘আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ.৯৭

[১২]. মাওলানা নুর মোহাম্মাদ আজমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬,পৃ.৯৭

[১৩]. করিম, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৫

[১৪]. ড. মুহাম্মাদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ২০০৫, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় বাংলাদেশের সোনারগাঁও-এ। তাই আবু তাওয়ামাকে বাংলার ইসলামী শিক্ষার পথিকৃত বলা যেতে পারে।[১৫]

*সুলতান রুকন-উদ্দীন কাইকাউসের ৬৯৮হি.(১২৯৮খ্রি.) শিলালিপীতে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীতে একখানি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬]

*একই স্থানে প্রাপ্ত ৭১৩ হিজরীতে (১৩১৩ খ্রি.) সুলতান শামস-উদ্দীন ফিরোজ শাহের সময় উৎকীর্ণ আর একখানি শিলালিপিতেও একটি মাদ্রাসা স্থাপনের উল্লেখ আছে।[১৭] প্রথম শিলালিপিতে জাফর খানকে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কাজী নাসির নামক এক ব্যক্তি এর জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন। দ্বিতীয় শিলালিপিতে জাফর খানের আদেশে মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

*হযরত শাহজালাল (র.) ৭৩০হি./১৩০৩ খ্রি. সিলেট জয় করেন। তিনি এখানে আগমন করলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। সিলেটে 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

*সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ কর্তৃক নির্মিত আর একখানি মাদ্রাসার কথা জানা যায়। এ সুলতান ৮৩৫ হিজরী, (১৪৩২ খ্রি.) সুলতানগঞ্জ শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শিলালিপির দৃষ্টে আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন যে, এ মসজিদ সংলগ্ন একখানি মাদ্রাসাও ছিল।[১৮]

*সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রি. থেকে ১৫১৯ খ্রি.পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ১৫০২ খ্রি. গৌড় গোরশহীদ নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দুটি শিলালিপিতে মাদ্রাসা নির্মাণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এটি হুসাইন শাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১৯]একখানি শিলালিপির তারিখ ৯০৭ হি.(১৫০১খ্রি.) এবং অপরখানির তারিখ ৯০৯ হি.(১৫০৩খ্রি.); উভয় শিলালিপিই একই মাদ্রাসা নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। কারন উভয় শিলালিপি দারস বাড়ি থেকে প্রাপ্ত। দারস বাড়ী নামই মাদ্রাসার অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে।[২০] তাঁর আমলে ঢাকার অদূরে সোনারগাঁয়ে ধর্ম-চর্চা, ফিক্‌হ চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র গড়ে উঠে। এখানকার মসজিদ মাদ্রাসার ধবংসাবশেষ আজও সে যুগের ধর্মীয় চর্চার সাক্ষ্য বহন করে।এছাড়াও তিনি ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে অনেক মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা 'ইলমি ফিক্‌হ অর্জন করতেন।
*ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট বলেন যে, শায়খ নূর কুতুব আলম একখানি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন এবং সুলতান আলা উদ্দীন হোসেন শাহ এ মাদ্রাসার রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন।[২১]

*সুলতানি আমলে মাদ্রাসার শেষ খবর পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে আগত পরিব্রাজক আবদুল লতিফের বিবরণে। তিনি রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে হাওয়াদা মিয়া কর্তৃক পরিচালিত একখানি মাদ্রাসা দেখেন। এ মাদ্রাসার আশে পামে অনেক শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত

---

[১৫]. ড. মোহাম্মাদ এছাহাক, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কার ও বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ*, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা, ৩০ মার্চ , ১৯৮৩ পৃ.৪

[১৬] Shamsu-din Ahmad, Inscriptions of Bengal, vol. iv,p18-21

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ.২৮-২৯

[১৮]. Journal of the Asiatic Society of Pakistan, voll.no.1,1963,pp.55-66

[১৯]. Law,N.N promotion of Leraning in India London,1916,pp.108-109

[২০].Shamsu-din Ahmad, Inscriptions of Bengal, vol. iv,p158-159; Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, voll.no.xxiv.xxvi,1979-1981,pp.20-90

[২১]. Stewart,History of Bengal, Calcutta,1813,p.129

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন।[২২]সুলতান রুকনউদ্দীন কাইকাউসের সময়ে নির্মিত মাদ্রাসার অস্তিত্ব এখন নেই। শিলালিপিতে জাফর খানের মসজিদের দেয়ালে প্রোথিত আছে।

*শায়েস্তা খান ১৬৬৩ থেকে ১৬৭৮ খ্রি., ১৬৭৯ খ্রি. থেকে১৬৮৮খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। এ সময় তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।এর মধ্যে পাখরতলী মাদ্রাসাটি বুড়িগঙ্গা নদীদর তীরে অবস্থিত ছিল। এটা শায়েস্তা খানের মসজিদের আওতাধীন ছিল। কালক্রমে এটি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[২৩] সে অঞ্চলের নদীতীরস্থ একটি ভগ্নঘাট ও একটি মসজিদ এখনো শায়েস্তাখানের কীর্তি বহন করছে। ঢাকার বিখ্যাত 'আলিম শাহনুরী এ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন।হাকীম হাবিবুর রহমান শাহনুরী রচিত (১৭৫৯খ্রি.) 'কিবরীত-এ-আহমার' নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, ঢাকার এ প্রখ্যাত বুযুর্গ শাহনূরী ষোল বছর বয়সে ১৭০৮ খ্রি.মগবাজার থেকে পদব্রজে প্রায় চার মাইল দূরবর্তী শায়েস্ত খানের মাদ্রাসায় পড়তেন।[২৪]

*ঢাকার আজিমপুর গোরস্থানের পশ্চিমপার্শ্বে মুহাম্মদ আযমের মসজিদ, বলে কথিত একটি দ্বিতল মসজিদের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হত।[২৫]এ মাদ্রাসা সংযুক্ত মসজিদটি আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৭৪৭ খ্রি. ফয়যুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলে শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয়। এ মসজিদের দক্ষিণদিকে কিছুটা দূরে 'আজিমপুর দায়েরা' নামে একটি খানকাহ রয়েছে।এখানে আজও এ দায়রার উত্তরসূরীগণ তাঁদের পূর্ব পুরুষদের ন্যায় দীনের খেদমত করে চলেছেন। এখানে ইসলামী মাসালা মাসায়েলা, তথা ফিক্হ বিষয়ক ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। তখনকার মানুষ এখানে এসে পারিবারিক তথা সামগ্রীক বিষয়ের ইসলামী মাসাআলা জেনে নিত।

১২০৪ খ্রি.থেকে অর্থাৎ বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত থেকে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত এদেশে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইসলামী আইন কানুন, 'ইলমি ফিক্হ, মাসলা মাসায়েলা শিক্ষা দেয়া হত। ফলে সাধারণ মানুষরা এখান থেকে নামাজ, রোজা এককথায় ইসলামের সার্বিক বিষয়ে জেনে নিতে পারত। তাছাড়া এ সমস্ত মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে 'ইলমি ফিক্হ চর্চা করত।

খ)১৭৫৭ খ্রি. থেকে ১৯৪৭ খ্রি.পর্যন্ত ফিক্হ চর্চা

পলাশীর প্রান্তরে নবার সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতির অগ্রগতি অনেকটা থমকে দাড়ায়। তখনকার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয়নি। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসনামলে ১৭৮০ খ্রি. সর্বপ্রথম একটি সরকারী মাদ্রাসা 'কলিকাতা মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কয়েকজন মুসলমানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬] এটি ছিল মুসলমানদের জন্য ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত প্রথম প্রতিষ্ঠান।[২৭]মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার প্রতিষ্ঠা কাল হতেই ১৮৫০ খ্রি. পর্যন্ত এর সকল কাজ কর্ম এবং দায়িত্ব হেড মৌলভীর উপরই ন্যাস্ত ছিল। তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা। অতপর ১৮৫০ খ্রি.সর্বপ্রথম প্রিন্সিপালের পদ প্রবর্তন করা হয়। এখানে সাধারণতর উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ দ্বারা উক্ত পদটি পরিচালিত হতে থাকে। ১৮৫০ খ্রি. থেকে ১৯২৬ খ্রি.পর্যন্ত স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে মোট ২৬ জন ইংরেজ এ পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৭ খ্রি. হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বদেশী

---

২২. Bengal, Past and Present,vol.xxxv, part,ii,pp145-146

২৩. যুবায়ের মুহাম্মাদ, *ইসলামী কুতুবখানা*, দিল্লী:মাকতাবা-এ বুরহান, ১৯৬১, পৃ.২৮৯

২৪. হাকীম হাবিবুর রহমান, *আসুদেগান -এ-ঢাকা*,ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬, পৃ.১১৫

২৫. মাওলানা আবদুস সাত্তার , *তারীখ-এ-মাদ্রাসা-ই-আলিয়া*, খ.২, প্রাগুক্ত, ১৯৫৯, পৃ.৪

২৬. Dr.A.K.M. Ayub Ali, *History of traditional Islamic Education in Bangladesh,* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983, p.34

২৭ . মোহাম্মাদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী,১৯৬৯, পৃ.৪

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চপদস্থ ইসলামী শিক্ষাবিদ মুসলমান অফিসারগণকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করা হয়।[২৮] তখনকার কলিকাতা মাদ্রাসাটি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা। এখান থেকেই মুসলিম ছাত্ররা ফিক্হ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী জ্ঞান তথা ইসলামী আইন ছড়িয়ে দেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার পর ১৮৭৪ খ্রি.বাংলাদেশে ঢাকা মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম মাদ্রাসা, ও রাজশাহী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এছাড়াও তখন চট্রগ্রামে কক্সবাজার মাদ্রাসা এবং মীর ইহ্ইয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রি. বৃটিশ সরকার চট্রগ্রাম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে চট্রগ্রামের হাজী মুহসীন কলেজে অবস্থিত। চট্রগ্রামের বিশিষ্ঠ জমিদার মীর ইহইয়াহ মোঘল আমলে এ টিলাতে 'মীর ইহইয়া মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সকল মাদ্রাসা থেকে বহু ইসলামী বিশেষজ্ঞ, মুফতী বের হয়ে সমাজের খেদমত করছেন এবং ইসলামী আইন চর্চায় ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

১৯০৬ খ্রি. পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন ও সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২৯] উভয় সম্মেলনে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার করার সুপারিশ করা হয়। শামসুল 'উলামা আবু নসর ওহীদ উপমহাদেশের কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'নিউ স্কীম' নামে পরিচিত।নিউ স্কীমের পাঠ্যসূচি প্রথমে ঢাকা, চট্রগ্রাম,হুগলী এবং রাজশাহী - এ চারটি সরকারি মাদ্রাসায় এবং পাঁচটি সাহায্যপ্রাপ্ত সিনিয়র মাদ্রাসায় ও বহু সংখ্যক মাইনর স্কুলে প্রবর্তিত হয়।[৩০] এ নিউ স্কীম মাদ্রাসা থেকে ১৯২১ খ্রি. -১৯৩২খ্রি. পর্যন্ত মোট ৮২ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করে।এ মাদ্রাসার নিম্নশ্রেণীসমূহে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা থাকায় অভিভাবকদের মনে ঐ স্কীমে তাঁদের সন্তানদেরকে ভর্তি করার আগ্রহ জন্মে। এভাবেই এ স্কীমটি স্বভাবতই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে এদেশের মানুষের যে ইংরেজ শিক্ষার প্রতি বৈরী মনোভাব ছিল তার নিরসন ঘটে। ফলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে যথেষ্ট সংখ্যক আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান সৃষ্টি হয়। মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, সামজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ড. আলী নকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. সৈয়দ মু'আযযম হুসাইন, ড. সাজ্জাদ হুসাইন, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আবুল ফযল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মুহাম্মাদ 'আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. সিরাজুল হক এবং প্রাক্তন প্রো-ভিসি ড. মুফিজুল্লাহ কবীর ও মাওলানা আবদুল আযীয নিউ স্কীম মাদ্রাসার সৃষ্টি।[৩১]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনেক খ্যাতিমান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেখানে ব্যাপকভাবে ফিক্হ চর্চা হত। এ মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে রয়েছে- সাহারনাপুর জেলার মাযাহিরে উলুম মাদ্রাসা(১৮৬৬খ্রি.), দেওবন্দে 'দারুল উলুম মাদ্রাসা (১৮৬৬-১৮৬৭খ্রি.),রামপুরে রামপুর মাদ্রাসা এবং লখনৌতে 'নাদওয়াতুল উলুম' মাদ্রাসা (১৮৯৮খ্রি.), নোয়াখালী রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা(১৮৭২ খ্রি.), চট্রগ্রাম মাদ্রাসা, হাজী মহসিন কলেজ (১৮৭৪ খ্রি.), ঢাকা মাদ্রাসা কবি নজরুল কলেজ (১৮৭৪ খ্রি.), রাজশাহী মাদ্রাসা (১৮৭৪ খ্রি.), মোমেনশাহী কাতলাসেন মাদ্রাসা (১৮৮০ খ্রি.), সিলেট কানাইঘাট দারুল উলুম কওমী মাদ্রাসা (১৮৮৯খ্রি.) ফরিদগঞ্জ মজীদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৯৬খ্রি.), ফেনী আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৯৮খ্রি.) বরুড়া দারুল উলুম কওমী মাদ্রাসা (১৮৯৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠা হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কুমিল্লা শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসা (১৯০০ খ্রি.) হাট হাজারী দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম কওমী

---

[২৮]. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.), *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইফাবা,ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ পৃ.২৮

[২৯]. ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, *নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা*, ঢাকা: বিজয়নগর, ১৯৮৭, পৃ.১০

[৩০]. আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৫

[৩১]. আবদুল বাকী: প্রাগুক্ত, পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা(১৯০১ খ্রি.), গাজবাড়ী জামেউল 'উলূম আলিয়া মাদ্রাসা (১৯০১ খ্রি.) চট্রগ্রাম জিরী ইসলামিয়া আরাবিয়া কওমী মাদ্রাসা (১৯১০ খ্রি.) সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা(১৯১৩ খ্রি.) চট্রগ্রাম দারুল 'উলূম 'আরিয়া মাদ্রাসা (১৯১৩ খ্রি.), ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা (১৯২০ খ্রি.), শরিষাবাড়ী (ময়মনসিংহ) আরামবাগ আলিয়া মাদ্রাসা (১৯২২ খ্রি.) ইসলামিয়া 'আলিয়া মাদ্রাসা (১৯২৩ খ্রি.) বাবুনগর চট্রগ্রাম 'আযীযুল 'উলূম কওমী মাদ্রাসা (১৯২৬ খ্রি.),ময়মনসিংহ আশরাফুল 'উলুম কওমী মাদ্রাসা (১৯২৯ খ্রি.),গাজীমুড়া 'আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৩৫খ্রি.),সোনাকান্দা 'আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৪০ খ্রি,) নেত্রকোনা মেফতাহুল 'উলুম কওমী মাদ্রাসা(১৯৪৭ খ্রি.), কিশোরগঞ্জ জামিয়া এমদাদিয়া (১৯৪৫ খ্রি.) নোয়াখালী হুসাইনিয়া দারুল 'উলুম কওমী মাদ্রাসা (১৯৪৫ খ্রি.), ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া (১৯৪৭ খ্রি.) প্রমূখ মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠা হয়।

২। পত্র পত্রিকায় ফিক্হ চর্চা

বাংলাদেশে এ সময় পত্র-পত্রিকায় যুগোপুযোগী বিভিন্ন ফিক্হী মাসয়ালা প্রকাশ হত। যারা দ্বারা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণ সমকালীন সমস্যার সমাধান পেত এবং বাস্তব জীবনে তা আমল করতে পারত। এ সব পত্র পত্রিকার মধ্যে রয়েছে -

***আল-মাশারিক**

এটি একটি মাসিক উর্দু পত্রিকা। তবে পরবর্তীতে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হত। এটি ১৯০৬ খ্রি. ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন হাকিম হাবীবুর রহমান। এটি ছিল পূর্ব বাঙলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় পত্রিকা। এ পত্রিকায় ইসলাম ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লেখা ছাপা হত এবং সমকালীন ফিক্হ মাসলা মাসায়ালা প্রকাশিত হত।[৩২]

***জাদু**

জাদু একটি উর্দু পত্রিকা। হাকীম হাবীবুর রহমান ও খাজা আদেলের যৌথ প্রচেষ্টায় ঢাকা দিলকুশা এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পূর্ব বাঙ্গলার দ্বিতীয় উর্দু পত্রিকা। এটি ১৯২৩ খ্রি. থেকে ১৯৩০ খ্রি.পর্যন্ত চালু ছিল।

***আখতার**

'আখতার' পত্রিকাটি একটি উর্দু পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন খালেদ বাঙ্গালী। ১৯২৪ খ্রি.কিশোরগঞ্জের বৌলাই থেকে এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর রাজনৈতিক কারনে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

***হুজ্জাতুল ইসলাম**

হুজ্জাতুল ইসলাম একটি মাসিক আরবী পত্রিকা। এখানে ইসলামী তাহজীব তমুদ্দন তথা ইসলামী কৃষ্টি কালচার প্রকাশিত হয়। সমকালীন বিভিন্ন মাসলা এবং মাসায়েলা এবং সমকালীন নানাবিধ সমস্যার জবাব দেয়া হত। এ পত্রিকাটি ১৯৪১ খ্রি. গফুরগাঁও থেকে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মাওলানা পাচবাগী। তাঁর সম্পাদনায় এটি তৎকালীন মুসলমানদের একটি প্রিয় ইসলামী পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এখানে মুসলমানদের জীবন-ধরণ, মহানবী (সা) এর সীরাত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ ছাপা হত।

[৩২] .ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, হাকীম হাবীবুর রহমান,ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮১ পৃ.৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৩। ফিক্‌হ চর্চায় গ্রন্থাবলী

১২০৪ খ্রি.থেকে ১৯৪৭ খ্রি.পর্যন্ত বাংলাদেশে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকায় ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের অনুশীলন করা হয়। এ সময় ফিক্‌হ বিষয়ক অনেক গ্রন্থও লিখা হয়। কিছু কিছ গ্রন্থ আরবী, ফার্সী, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় লেখা হয়।এ গ্রন্থগুলোর অন্যতম কিছু গ্রন্থ হল-

১। মিফতাহুল জান্নাত

লেখক: মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী, প্রকাশের সন:১৮২৭ খ্রি.

প্রকাশক: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার,ভাষা: উর্দু, পৃ.১৩২

বইটিতে ইমান, নামাজ, হায়েজ, নেফাস, পবিত্রতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২।কুয়াতুল ঈমান

লেখক: মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী, প্রকাশের সন:১৮৩৬ খ্রি.

প্রকাশক: কাদেরিয়া প্রেস, কলিকাতা,ভাষা: উর্দু, পৃ.৮

এখানে মুহাম্মাদী তরীকার বিবরণসহ হানাফী মাযহাব সমর্থনের আলোচনা করা হয়েছে।

৩। রাসাইল-এ- মাসাইল-এ মাওতা

লেখক: হযরত সাঈদ বখত সা'ঈদ মজুমদার, প্রকাশের সন:১৮৪৫ খ্রি.

প্রকাশক: মাতবাহ আহমদ, কলকাতা, ভাষা: উর্দু, পৃ.১৩৬

এখানে মানুষের মৃত্যুর পর কাফন-দাফন ও পরকাল সম্বপর্কীয় আলোচনার স্থান পেয়েছে।

৪। মাসাইল-এ-যরুরিয়া

লেখক:বখশ হামিদ মজুমদার প্রকাশের সন:১৮৪৫ খ্রি.

এখানে প্রয়োজনীয় মাসায়ালা বর্ণনা করা হয়েছে।

৫। হুজ্জাতুল জুম'আ

লেখক: মৌলভী মুফীযউদ্দীন

প্রকাশক: কাওমী প্রেস, কানপুর, ভাষা: উর্দু, পৃ.৪৮

এখানে ফরায়েযী মতবাদের প্রতিবাদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও এ যুগে আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে যা ইলমি ফিক্‌হ চর্চা বিস্তার লাভ করেছে।

৪। ফিক্‌হ চর্চায় বিখ্যাত ব্যাক্তিবর্গ

বাংলায় মুসলমানগণের রাজ্যজয়ের পূর্বে আরবের বণিক ও মুসলিম মনীষীগণ ইসলামের দা'ওয়াত, ইসলামী ফিক্‌হ প্রচার করতে এসে অনেকে তৎকালিন ক্ষমতাসীনগণের হাতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাদের রক্তে রঞ্জিত বাংলার মাটির সুগন্ধে আরব, পারস্য, ইয়ারমুক, বুখারা ও বাগদাদ থেকে আউলিয়া, দরবেশ, সুফী-সাধক বাংলার গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন।[৩৩] গাংগেয় ব-দ্বীপ[৩৪] অঞ্চলে তথা বাংলায় ইসলাম প্রচারের সুফী-সাধক এবং পীর-আউলিয়ার ভূমিকাই ছিল প্রধান। আরব বণিকদের সাথে বাংলা অঞ্চলের যোগসূত্র রচিত হয় চট্রগ্রাম সামুদ্রিক বন্দরের মাধ্যমে। পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রমূখদের প্রচার ও কারামতির ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ন বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৩৫] সুফী-সাধকদের চরিত্র,

---

[৩৩]. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস* ,ঢাকা: ই. ফা. বা., তাবি, পৃ. ৫৩

[৩৪]. গাংগেয় ব-দ্বীপ বলতে বরিশাল সহ আশে-পাশের জেলাগুলোকে বুঝানো হয়েছে

[৩৫]. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তনে ইসলাম* , ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮ , পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

মাহাত্ম্য, আত্মত্যাগ, মানবসেবা ও ধর্মনিষ্ঠায় মানুষ আকৃষ্ট হয়ে সত্যধর্মের আলোক শিখায় আত্মশুদ্ধি করেছে।[৩৬] ইসলামী আইন তথা ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলায় যারা অবদান রাখছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হল:

১.মাওলানা হাজী শরী'আতুল্লাহ (র.)(জ.১১৮৬হি./১৭৮১খ্রি.---মৃ.১২৫৬হি./১৮৪০খ্রি.)

মাওলানা হাজী শরীয়াতুল্লাহ হিজরী ১১৮৬ সালে শরীয়তপুর জিলার শিবচর থানার শামাইল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় তিনি চাচার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। এরপর তিনি ফুরফুরায় চলে যান এবং সেখানে জনৈক আলিমের নিকট কুরআন ও হাদীসের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তথাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি আঠার বছর বয়সে মক্কা শরীফে যান এবং সেখানে শায়েখ তাহির সম্বলার নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং মা'রিফাত ও তরীকাতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখান থেকে মা'রিফাতে কামালীয়াত লাভ করে শায়খের নির্দেশে জন্মভূমি বাংলায় ফিরে আসেন। দেশে এসে তিনি মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজির ও রাজনৈতিক জীবনে চরম অবক্ষয় ও দুর্দিন লক্ষ্য করে সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের মূল কথা ছিল মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যেসব হুকুমু-আহকাম (ফারাইয) নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা । এজন্যই তাঁর এ সংস্কার আন্দোলনের নাম হয় 'ফারাইযী আন্দোলন'। মুসলমানের জীবনকে শরী'আতের বিধান তথা ফিক্‌হী ধারানুযায়ী গঠন করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে তিনি দেশময় সফর করে মুসলমানদেরকে সচেতন করে তুলেন। তাঁর আন্দোলনের ধারাটি যে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রবাহমান ছিল তা নাম দ্বারা বুঝা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে নিজস্ব সংগ্রামের ফল ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নেই, তাই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয় যে, যিনি জমি চাষ করেন তার উৎপাদিত ফসলের উপ চিরস্থায়ী বন্দেবস্তের অধিকার সৃষ্টি জমিদারদের কোন অধিকার নেই। হাজী শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন যে, হিন্দু প্রতিবেশীদের বহু ঈশ্বরবাদী পূঁজা উৎসবে অংশ নেয়া যাবে না । জমিদার কর্তৃক তাদের উপর আরোপিত কোন ধরণের ফসলী করও প্রদান করা যাবে না। এ নীতি সদ্য সৃষ্ট হিন্দু ভূ-স্বামীগণকে শরীয়তউল্লাহর আন্দোলনের বিরোধীপক্ষ হিসেবে প্রকাশ ঘটায়।[৩৭] এ মহান বুযুর্গ হিজরী ১২৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন। বর্তমান বাহাদুরপুরে তাঁর মাজার অবস্থিত।

২। সৈয়দ কুতুব শাহ্ রহ.

সৈয়দ কুতুব শাহ একজন বিখ্যাত ওলী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর'র উজির উলফৎ গাজীর পুত্র ছিলেন। কুতুব শাহ্ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হতে সরকার বাকলা ও নাজিরপুর পরগণায় জমিদারী লাভ করেন। তিনি মূলাদী থানার তেরচর গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। বরিশাল, মাদারীপুর ও বাগেরহাটে ইসলামী ফিক্‌হ প্রচারসহ দীঘিখনন ও মসজিদনির্মাণ[৩৮] করেন। সৈয়দ কুতুব শাহ্ প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলো ছিল ইসলাম প্রচারের নিদর্শন।

৩। সাইয়েদুল আরেফীন(র)

তিনি তৈমূর লংগেরশাসনামলে এশিয়া অভিযানের শেষদিকে (১৩৬১-১৪০৫ হি.) পারস্য থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।[৩৯] তাঁকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালিশুরী গ্রামে দাফন করা হয়।

---

[৩৬]. ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃ: ৭০

[৩৭]. মহিবুর রহমান লিটন , বাংলাদেশের মুসুলম ঐতিহ্য,ঢাকা: মাসুম বুক ডিপো,২০০৬ ,পৃ.৫৪-৫৫

[৩৮]. সিরাজউদ্দীন আহমদ, পৃ. ২৮৬

[৩৯]. সাইয়েদুল আরেফীন রহ. নদীর তীর দিয়ে যাওয়ার পথে এক তরুণীকে নদীতে চাল ধু'তে দেখে বলেছিলেন, তুমি কি আমাকে দা'ওয়াত করে খাওয়াবে? তরুণীটি কোন জবাব না দিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেল। তিনি আধ্যাত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

৪। সৈয়দ আহ্‌মেদ ফকির রহ.

মোঘলআমলে তিনি আরব বণিকদের সাথে চট্টগ্রামে বন্দরে আসেন। আহ্‌মেদ ফকির বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের (বরিশালের পূর্ব-নাম) সুখ্যাতি শুনে চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে বানারীপাড়ায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন।[৪০]

৫ ।মল্লিক দুধ কুমার রহ.

মোগলআমলের পীর-আউলিয়ার মধ্যে হযরত দুধ মল্লিক অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায়নি। তবে নাম হযরত মালিক হতে পারে। মালিক হতে মল্লিক হয়েছে। তিনি ইয়েমেনের বাদশাহর ২য় পুত্র ছিলেন। বাদশাহর ৭পুত্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৬-১৬২৭ খ্রী.) গৌরনদী থানার কসবা গ্রামে দুধ কুমার ইসলাম প্রচার করতে আসেন।[৪১]

৬। দাউদ শাহ্‌ রহ.

সুলতানী আমলে চন্দ্রদ্বীপে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচার করতে দাউদ শাহ আসেন। সুগন্ধিয়ার সরদারদের পূর্বপুরুষ শ্রাবণ ঠাকুর হচ্ছেন দাউদ শাহ্‌ রহ.-এর সমকালীন। সরদারদের বংশ তালিকা অনুসারে তিনি ১৬শতকের শেষভাগে এ-অঞ্চলে আসেন।[৪২]

অনুভূতির মাধ্যমে তরুণীটির মনের কথা জানতে পারলেন। তরুণীটি কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল যে, পাতিলের চাল গুলো আগুণের তাপ ছাড়াই ফুটতে শুরু করলো। এতে সে দারুনভাবে ঘাবড়ে গেল। এ ঘটনায় এলাকার মানুষ বুঝতে পারল, এ ছিল তার অলৌকিক ঘটনার। এর কিছুক্ষণ পরেই হযরত সাইয়েদুল আরেফীন রহ. চলে আসলেন। এতে এলাকাবাসী আরো বিস্মিত হলেন এবং কালিমা পড়ে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। ঐ তরুণীর নাম অনুসারে এ এলাকার নামকরণ হয় কালিশুরী। এখানে ধর্মপ্রাণ মুসলমান তার কবর যিয়ারত করেন এবং বাৎসরিক ধর্মীয় সভার আয়োজন করেন। (মুহাম্মদ অলিউল্লাহ, পৃ. ৬১)

৪০ . সৈয়দ আহমেদ ফকির মোঘল আমলের প্রথমদিকে বাকলায় আগমন করে এ-এলাকার এক জঙ্গলে আরাধনা শুরু করেন। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করেন। তার নাম অনুসারে নতুন জনপদের নামকরণ হয় সৈয়দকাঠী। তিনি এখানে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত মসজিদ হতে গ্রামের নাম মসজিদবাড়ী হয়েছে। পানীয় জলের কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি কয়েকটি দীঘি খনন করেন। ১৯০৩ খ্রি. জরিপের বিবরণ অনুযায়ী তিনি প্রথম এ-অঞ্চল আবাদ করেন। তাঁর বংশধর সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ও সৈয়দ ক্রোশের নামে লাখোরাজ সম্পত্তি ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে লক্ষ্মীকান্ত তাঁদের সৈয়দকাঠী থেকে তাড়িয়ে জমিদারী দখল করে। এরপর সৈয়দ আহমেদের বংশধরগণ টাঙ্গুখাঁর আশ্রয়ে লবণসারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ আব্দুল হাকিম তার শিষ্য মুছা মাছিমের নামে লাখোরাজ সম্পত্তি ভোগ করেন। লবণসার সৈয়দ পরিবার সৈয়দ আহমেদ ফকিরেরই বংশধর। (সিরাজ উদ্দীন আহমদ, পৃ. ২৮৬)

৪১. সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোনো একপ্রতিনিধি কসবায় হযরত দুধ কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তার মাজারের জন্য ১৬ দরুন ১৩ কানি লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। এজন্য কসবার একনাম লা-খেরাজ কসবা। মাজারের খাদিম শাহ বংশ দাবী করেন যে, তারা পীরের সাথে কসবায় আগমন করে। মাজারের খাদেম হিসেবে তারা ল-খেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। শাহ বংশের বর্তমান ১৩পুরুষ চলছে। সে হিসাবে দেখা যায় যে, হযরত দুধ মলিক সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কসবায় আগমন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত লা-খেরাজ তাম্রলিপি কসবার কাজীদের নিকট সংরক্ষিত আছে। হযরত দুধ কুমার রহ. দীর্ঘদিন ধরে বরিশাল ও ফরিদপুরে ইসলাম প্রচার করেন। শত-শত অমুসলিম তার নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন।

জনশ্রুতি আছে, তিনি একমাত্র গাভীর দুধ খেয়ে বেঁচেছিলেন। এজন্য তাঁর নাম হয় দুধ কুমার। গোয়ালিয়া দীঘির পারে অনেকগুলো গাভী ছিল। গভীর রাতে গাভীগুলো তাকে দুধ খাওয়াতে আসতো। তাঁর কয়েকটি প্রিয়কড়ি ছিল। রাতে কড়িগুলো দুধ খেয়ে দীঘিতে চলে যেত। মাজারে বর্তমানে একটি মৃত্যু বড়কড়ি রয়েছে। তাঁর মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন কসবার কাজী ও শাহ বংশ। এ দু বংশের উত্তরাধিকারীরা পর্যায়ক্রমে পীর সাহেবের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছেন। প্রতিবছর মাজারে ওরশ পালিত হয়। (সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, পৃ. ২৮৫)

৪২. তাঁর সাধনার কথা শুনে গৌড়ের তৎকালীন শাসনকর্তা মুগ্ধ হন। তার কিসমত, চরামদ্দি, পরগনা, চন্দ্রদ্বীপ নামে লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। ইংরেজ সরকার এ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে শ্রাবণ ঠাকুরের নামে হস্তান্তর করে। তার

Dhaka University Institutional Repository

৭। খানজাহান আলী (র.)(মৃঃ ৮৬৩হি.)

খানজাহান আলী রহ. সর্বপ্রথম বাংলায় আগমন করে যশোর শহরের ১০মাইল উত্তর-পশ্চিমে বারবাজার নামক স্থানে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[৪৩] এখানে কয়েকটি ইমারতের ধংসাবশেষ ও কয়েকটি বিরাট দিঘীর চিহ্ন বিদ্যমান, এগুলো খানজাহান আলী রহ.-এর কীর্তি।[৪৪] বাগেরহাট আগমনের পূর্বে তিনি বারবাজার হতে বাগেরহাট পর্যন্ত ৭০মাইল 'খাঞ্জালী সড়ক' নামে এ-অঞ্চলের প্রাচীনতম রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। বাগেরহাট এসে খ্রিষ্টীয় ১৫'শ শতকের মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীনতম ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন।[৪৫] তাঁর মাজারে অষ্টকৌনিক বর্গাকৃত ও ছাদগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তনের ব্যাসযুক্ত উচ্চ মিনার রয়েছে।[৪৬] তিনি মসজিদে মুরাকাবা ও মুশাহাদায় মগ্ন থাকতেন এবং সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যশোর, খুলনা, বরিশাল ও অনাবাদী সুন্দরবনের বিস্তৃণ এলাকায় ব্যাপকভাবে সুচিন্তিত পদ্ধতিতে ইসলামের বিস্তার, মুসলিম সমাজগঠন ও মুসলিম শাসনপ্রতিষ্ঠা, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাণসাধক ও শাসক হিসেবে খান-ই-জাহান আলী'র অবদান অবিস্মরণীয়।

৮। ইয়ারউদ্দীন খলিফা (মৃ. ১৩২৮বা.)

সুফী[৪৭] সাধক হযরত ইয়ার উদ্দীন খলীফা ছাহেব (র.) আসল নাম ইয়ার উদ্দীন খাঁ এবং পিতার নাম সরাই খাঁ। তিনি খাঁ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁকে হযরত ইয়ার উদ্দীন খলীফা (র.)

অনুসারে শিবাইকাঠী গ্রামের নামকরণ এবং আলামত খাঁর পুত্র আহম্মদ এর নামে চর আহম্মদিয়া বা চরামদ্দির নামকরণ হয়েছে।

৪৩. তার প্রাথমিক ও পারিবারিক জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে বাগেরহাট জেলার অদূরে অবস্থিত তার মাজারের শিলালিপি হতে তার প্রকৃত নাম, সময়কাল ও কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। "আল্লাহর নগন্য দাস, বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের করুনা প্রত্যাশী প্রেরিত পুরুষ প্রবরের বংশধরদের অনুরুক্ত পুণ: প্রতিষ্ঠাকারী, উলুগ, খান-ই-জাহান তার প্রতি আল্লাহর করুনা ও ক্ষমা বর্ষিত হউক-৮৬৩সনের যু'লহিজ্জা; বুধবার রাত্রে এ-নশ্বর দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী আবাসভূমিতে প্রস্থান করেন এবং উক্ত মাসে তিনি সমাহিত হন। (*Bangladesh District Gazetteers* (Jessore: ১৯৭৮), চ. ৪৬); সুন্দরবনের কাননময় প্রদেশের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় যিনি ব্যাপকভাবে আবাদ ও বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে একটি সুসংবদ্ধ ধর্ম ও কল্যাণ রাষ্ট্রে রুপ দেন, সেই রুপকুমার হযরত খানজাহান আলী রহ.। (অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, *খুলনা জেলায় ইসলাম* (ঢাকা: ইফাবা, তাবি), পৃ. ২১)

৪৪. *Bangladesh District Gazetteers* (Jessore: ১৯৭৮), P. ৪৬

৪৫. এই মসজিদ নির্মিত হলে এটা তার সদর দপ্তরে পরিণত হয়। বস্তুত: ষাটগম্বুজ মসজিদ ছিল একাধারে মুসলিম সমাজের ইবাদতগৃহ, শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। মুজাহিদ বাহিনীর প্রাণ কেন্দ্র এবং সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের প্রাণ কেন্দ্র। মহান শাসক ও সাধক খানজাহান আলী রহ. দীর্ঘদিন ইসলাম ও নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শেষ জীবন সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকেন

৪৬. মাজারে উৎকীর্ণ তৃতীয় একটি শিলালিপির পাঠ নিম্নরুপ : বন্ধুগণ, স্মরণ রাখ, মৃত্যু নিশ্চিত সত্য, মৃত্যু নিশ্চিত সত্য। কুসুমকানন কন্টাককীর্ণ, মৃত্যু নিশ্চিত সত্য মৃত্যু নিশ্চিত সত্য। মৃত্যু প্রবল শত্রু, সকল প্রত্যয়বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওৎ পাতিয়া আছে। অন্য কোনো শত্রুর সমতুল্য নহে। মৃত্যু নিশ্চিত সত্য, মৃত্যু নিশ্চিত সত্য।

৪৭. 'সুফী' (صوفى)শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন সুফী শব্দটি 'সুফিয়া'(صُوْفِيَا) শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ জ্ঞান। আল্লামা লুৎফী জুময়া তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'তারিখে ফালাসিফাতে ইসলাম'-এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'সুফী শব্দটি গ্রীক 'সুইউসুফিয়া' (ثِيُوْصُوْفِيَا)শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ -প্রভুর জ্ঞান। মহাত্মা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু:(৭২৮হি./১৩২৮ খ্রি.-), ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন(মৃত্যু:৬৭০হি./১৩৪৯খ্রি.),পাশ্চাত্য পণ্ডিত মি:নোল্ডেক (মৃত্যু:১৯৩০ খ্রি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বলেন - সুফী শব্দটি সাউফ(صوف) থেকে এসেছে।যার অর্থ পশম। যেহেতু সুফীগণ পশমী পোশাক পরিধান করতেন বলেই তাঁদেরকে লোকেরা সুফী নামে অভিহিত করতেন। তবে আমাদের অধিকাংশেরই অভিমত হল- সুফী শব্দটি ছাফা (صفا) থেকে এসেছে। যার অর্থ পবিত্রতা। আর সুফী সাধানার অভীষ্ট লক্ষ্যই হল আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করা এবং এ অর্থেই সুফীগণ আপন আত্মার পবিত্রীকরণ সাধনায় সদা ব্রত থাকেন। তবে সুফী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে সমাধিক পরিচিত। কথিত আছে যে, তিনি যখন শরীয়তপুর থেকে মির্জাগঞ্জে আসেন তখন তিনি নিজ হাতেই টুপি এবং জামা সেলাই করতেন বলে তখনকার লোক তাঁকে খলীফা হিসেবে ডাকতেন। সেখান থেকেই তিনি ইয়ার উদ্দীন খলীফা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন।[৪৮] তাঁর মাজার শরীফ মির্জাগঞ্জ[৪৯] হলেও আসলে তিনি এখানে জন্ম গ্রহণ করেননি। তিনি শরীয়তপুর জেলার নারিয়া উপজেলার রাজনগর গ্রামে বাংলা ১২৫৮/১৮৫২ খ্রি./১২৬৮হি.জন্ম গ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম দিকে ফরিদপুর কাটালেও তিনি শেষসময়টুকু পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত মির্জাগঞ্জ উপজেলায় অতিবাহিত করেন। ব্যবসা করতে এলেও ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।[৫০] কালক্রমে তিনি পরিপূর্ণ ব্যবসায়ী, সমাজসংস্কারক, আল্লাহ প্রেমিক ও দা'য়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[৫১] বাংলা ১৩২৮ সনে ইয়ারউদ্দীন খলিফা মির্জাগঞ্জে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। এখানে হাফিজী ও সিনিয়র মাদ্রাসা রয়েছে। প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ২৪ ও ২৫তারিখ বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণের মাধ্যমে মির্জাগঞ্জে তাফসীরুল কুরআন মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়।[৫২]

৯। কারামত আলী (র.)(জ.১২১৫হি.-মৃ.১২৯৪ হি.)

ভারতের উত্তর প্রদেশের জৌনপুর শহরের মোলাটোলা গ্রামে কারামত আলী ১২১৫হি.সনের ১৮মহররম তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আলী, মধ্যবয়সে তাঁর অনেক 'কারামত' প্রকাশ পাওয়ায়, তিনি 'কারামত আলী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৫৩] তিনি হযরত আবু বকর (র.)-এর ৩৫তম অধঃস্তন

আল্লাহ ও আল্লাহর প্রেরিত অধিপুরুষ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাগতিক ঐশ্বর্য তথা ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান লাভের মোহ থেকে অনাসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং নিখিল সৃষ্টা মহান আল্লাহর আরাধনা-উপাসনা এবং তাঁরই তরফ থেকে প্রেরিত মহানবী (সা.) এর জীবন আদর্শকে আপন জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। [সূত্রঃ মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, সূফী তত্ত্বের আত্মকথা,ঢাকাঃ নবরাগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, জানুয়ারী, ১৯৮৮ পৃ.১৮-১৯]

৪৮. আবদুল জব্বার মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিতঃ মির্জাগঞ্জের সুফী সাধক হযরত ইয়ার উদ্দীন খলীফ ছাহেবের জীবনী,পৃ.২ ; সাক্ষাতকার : মোঃ শাহজাহান মল্লিক হযরত ইয়ার উদ্দীন খলীফা ছাহেবের খাদেমের নাতী। সাক্ষাতকার গ্রহণের তারিখ :১/০৪/২০১৩

৪৯. হযরত ইয়ার উদ্দীন খলীফা (র.) এর মাযার শরীফটি বর্তমানে পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার মির্জাগঞ্জ ইউনিয়নেই অবস্থিত। এটি শ্রীমন্ত নদীর তীরে অবস্থিত। এ উপজেলাটির আয়তন ১৭৫.৫৩ বর্গ কি.মি.। এর উত্তরে বাকেরগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বরগুণা সদর উপজেলা, পূর্বে রাজগঞ্জ নদী ও পটুয়াখালী সদর উপজেলা, পশ্চিমে বেতাগী উপজেলা। [সূত্রঃ সিরাজুল ইসলাম, বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, ৮ম খণ্ড, বাংলাদেশঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি , মার্চ ,২০০৩, পৃ.১৮০]

৫০. একটি ঘটনায় ইয়ারউদ্দীন খলিফা রহ.-এর অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়। একদিন তিনি দোকান খোলা রেখে নামাজ পড়তে গেলেন। এই সুযোগে একজন লোভী ব্যক্তি তার দোকান থেকে কিছু মালামাল নিয়ে কেটে পড়ার ইচ্ছা করলে, সাথে সাথে তার হাত-পা অবশ ও বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। ইয়ারউদ্দীন রহ. এসে তাকে উদ্ধার করলেন। এরপর থেকেই তাঁর কারামত প্রকাশ পেল। লোকটি অবশ্য সাথে সাথে তাওবা করলেন এবং তার মুরীদ হলেন। যখন এ অবস্থা মানুষ জানতে পারলো তখন থেকে তিনি ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন এবং জীবনের বাকি সময় দ্বীনের দাওয়াতী কাজে ন্যস্ত করলেন। (আজিজুল হক বান্না, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬)

৫১. হযরত ইয়াউদ্দীন রহ. এর একটি দোকান ছিল। তিনি দিনের বেলায় ব্যবসা করতেন এবং রাতের বেলায় মহান প্রভূর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি যে কত বড় আল্লাহর ওলী ও প্রেমিক ছিলেন, তা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয় ।

৫২. প্রাগুক্ত

৫৩. মাওঃ সাহেবের পুরো জীবনটাই ছিল কারামতে ভরা। এজন্যই তার নাম আলী জৌনপুরী হতে কারামত আলী জৌনপুরী নামে পরিচিতি লাভ করে। জনশ্রুত আছে, তাঁর একটি কারামত হল, একদা টাকার বিনিময়ে পাঠান সরদার তাকে হত্যা করতে আসলে তার মাথার উপর তলোয়ার উত্তোলন করেন। কিন্তু হাত নামাতে পারেননি। পরে পীর সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে হাত নেমে আসে। পরবর্তীতে তার মুরিদ হন। (আ, ন, ম বজলুর রশিদ, *আমাদের সুফী সাধক* (ঢাকা : ইফাবা, জুলাই, ১৯৭৭), পৃ. ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ। ইসলামী ফিক্‌হ সম্প্রসারণে ভারত, আসামসহ সমগ্র বাংলায় উল্কার মত ঘুরেছেন। কারামত আলী ৫১বছর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী আইন চর্চা করে ১২৯০হি:সনে রংপুর শহরের মুন্সি পাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর নামানুসারে কারামাতিয়া মসজিদে প্রতি রবিউল আউয়াল মাসের ১২, ১৩ ও ১৪তারিখ ইসলামী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের উলামা-মাশায়ীখ উক্ত জলসায় ওয়াজ-নসিহত করেন।[৫৪]ফরায়েজী আন্দোলন চলাকালীন কারামত আলী রহ. বাংলায় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করে বাংলার মুসলমানদের বিদ্‘আতমুক্ত ও ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সঠিক ইসলামের ভাবধারা সমুন্নত রাখার জন্য সারাবাংলায় সফর করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর পুত্র হাফিজ আহমদ এ-কর্মধারাকে অব্যাহত রাখেন। কারামত আলীর পরবর্তী বংশধরগণও এ-কর্মধারা বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে আজও নিয়োজিত আছেন। বরিশাল জেলার মীরেরহাট ও ভোলা জেলা সদর ও দৌলত খানে তার বংশধরদের খান্‌কা ও মাদ্রাসা বিদ্যমান।[৫৫] কারামাত আলী আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি ৪২খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫৬] কারামত আলী ১৮৭৩ খ্রি. রবিউস-সানী মাসের কোন এক জুমআ’র দিন সুবহ্‌ সাদিকের সময় মৃত্যুবরন করেন। রংপুর শহরের মুন্সী পাড়ায় তাকে দাফন করা হয়।

১০। আবুবকর সিদ্দীকী (জ.১৮৫৯ খ্রি.-মৃ.১৯৩৯ খ্রি.)

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুসলমানদের ঘোরতর দুর্দিন চলছিল। তখন ১৮৫৯সনে পশ্চিমবাংলার হুগলী জেলার ফুরফুরায় আবু বকর সিদ্দীক’র আবির্ভাব ঘটে।[৫৭] তিনি ইলমে শরীয়ত[৫৮] ও মা‘রিফাতের[৫৯] হক্কানী আলেম ছিলেন। যখন এ-এলাকার মানুষ হিন্দুসংস্কৃতিতে ডুবোডুবো প্রায় তখন, তিনি মুসলমানদের শরীয়াতের বাস্তব নমুনায় ফিরে আনার জন্য ইলমে জাহের ও বাতেনের জোয়ার[৬০] এনে দিয়েছিলেন। এ-মহান ব্যক্তি ১৯৩৯ খ্রি. ১৭মার্চ জুম‘আর দিন ইন্তেকাল করেন।

---

[৫৪]. মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী, *রংপুরে ইসলাম* , ঢাকা: ইফাবা, আগস্ট ১৯৯০, পৃ. ৯২

[৫৫]. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পৃ. ৭১

[৫৬]. তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ মিফতাহুল জান্নাত, যীনাতুল ক্বারী, হক্কুল ইয়াক্বীন, মুরাদুল মুরিদীন, মেরআতুল হক্ক, নূরুল হুদা ও নুরুন আলা নূর ইত্যাদি। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯)

[৫৭]. তিনি ছিলেন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বংশধর। তার পূর্বপুরুষ মুনসুর বাগদাদী (রহ:) দিলণ্টীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর সময় ৭৪১হিজরী সনে বাংলাদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া এর সাহেবজাদা খাজা মাসুম রব্বানী রহ.-এর মুরীদ এবং বাদশাহ আলমগীর জিন্দাপীর আওরঙ্গজেব মুহিউদ্দীনের পীর ভাই ছিলেন। তারই নামে মেদিনীপুর জেলার নামকরণ করা হয়। সেখানে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাকে লাখেরাজ জমিদারী দিয়েছিলেন। ফুরফুরা পীর সাহেব তারই অধঃস্থান পুরুষ। তার পিতার নাম আব্দুল মোক্তাদির

[৫৮]. তিনি প্রথমে সিতাপুর মাদ্‌রাসা এবং পরে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা হতে জামাতে উলা পাশ করেন। কলকাতা সুন্দরিয়া পট্টি জামে মসজিদের শহীদ সাইয়্যেদ আহম্মদ রহ.-এর খলিফা হাফেজ জামালউদ্দীনের নিকট তিনি হাদিস, তাফসীর ও ফিকাহ পড়েন। এরপর তিনি নাখোদার মসজিদে মাওঃ বেলায়েত হুসাইন সাহেবের নিকট মান্‌তিক ও হিকমত পড়েন। মদিনা শরীফে কিছুদিন অবস্থান করে ৪০খানা হাদিসের কিতাব অধ্যয়ন করেন

[৫৯]. তিনি কলকাতায় শাহ সুফী ফতেহ আলী ওয়াইছি রহ.-এর কাছে বায়‘আত গ্রহণ করে বাতেনী ইলেম শিক্ষা করেন। পরে তার প্রধান খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গোটা উপমহাদেশে ফুরফুরার পীর সাহেব তাসাউফ চর্চা ও তরীকত প্রচারে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি বলতেন-আড়াই কোটি মুসলমান আমার মুতাকিদ। প্রায় আড়াই‘শ মুরিদ তার খাছ খেলাফত লাভ করে সারা জাহানে কামিল পীর ও মুরশীদ হয়েছেন। মাওঃ নেছারউদ্দীন রহ. ফুরফুরা পীর সাহেবের খাছ মুরিদ ও অন্যতম খলিফা হসেবে বৃহত্তর বরিশালে ফিক্‌হী আইন সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। ফুরফুরার পীর সাহেবই তার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার দিশারী

[৬০]. তিনি মাদ্রাসা, মক্তব, খানকা প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষায় ওয়াজ-নসিহত, দোয়া-মোনাজাত, মীলাদ পরিচালনা করে ‘আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা” কায়েম করেন। তিনি মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ শক্তিশালীকরণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অবদানসহ বরিশালে সিপাহী বিপ্লবের পূর্ব সময়ে ফিক্‌হ সম্প্রসারণের ভিত্তি স্থাপন করেন

Dhaka University Institutional Repository

১১। হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.)

হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র.) ছিলেন একজন সুফি দরবেশ। তিনি পনেরো শতকের প্রথম দিকে বাগদাদ থেকে এতদঞ্চলে আসেন। ঢাকার শহরতলী মিরপুওে তাঁর সমাধি রয়েছে। তাঁর পিতা সৈয়দ ফফরুদ্দীন রাজী ছিলেন একাধারে কুরআনে হাফেয, মোফাচ্ছের, মুহাদ্দেস এবং মুফতী। হযরত শাহ আলী (র.) বিশ বছর বয়সে কিছু সংখ্যক শিষ্য নিয়ে ৮১৩-১৪ হিজরীতে (১৪১২ খ্রি.) দিল্লীতে আসেন। দিল্লীতে তিনি সৈয়দ শাহী বংশের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এ মহিলার গর্ভে তাঁর পুত্র শাহ উসমান জন্মগ্রহণ করে। দিল্লি থেকে তিনি ফতেহাবাদ পরগণার ফরিদপুর জেলার কসবা গিরদাহ গ্রামে পৌঁছেন। সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ তাঁকে ১২০০০ বিঘা জমি দান করেন। গিরদায় তিনি বিপুল সংখ্যক মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান দান করেন। এখানে তিনি চিশতিয়া তরিকার দরবেশ শাহ বাহার (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তিনি বহু লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি প্রায় একশ বছর বয়সে মিরপুরে ইন্তেকাল করেন।

এছাড়াও যে সমস্ত বিখ্যাত ওলীগণ বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.), বদর শাহ/পীরবদও আলম, কদল খান গাজী পীর, শায়খ শরীফ উদ্দিন, শেখ ফরিদ, বাবা ফরিদ, মোহসিন আউলিয়া, মোল্লা মিসকিন শাহ, গরীবুল্লাহ শাহ, শাহ ওমর, শাহ চাঁদ আউলিয়া, সোন্দর ফকির, শাহ আমানত (র.), হযরত শাহজালাল (র.), শাহ ইসমাইল গাজী (র.), আবদুল আউয়াল জৌনপুরী, আবদুল বাতিন জৌনপুরী, শাহ আবদুল্লাহ কিরমানী(র.),শাহ আমানত (র.), বদরুদ্দীন শাহ মাদাম, শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র.), শাহ জালাল দাখিনী (র.), শাহ তুরকান শহীদ (র.), শেখ মুহাম্মদ ইউসুফ, শাহ সুলতান মাহিসওয়ার (র.), শাহ সুলতান রুমী (র.), শাহ সৈয়দ আহমদ কল্লাশহীদ, শেখ আঁখি সিরাজউদ্দীন উসমান(র.), শাহ মখদুম রূপস (র.) আহসানউল্লাহ শাহ, আহমদ আলী এনায়েতপুরী, দরবেশ মুন্না শাহ এবং পীর ইয়েমেনি (র.) প্রমূখ ওলীগণ।

১২০৪ খ্রি.থেকে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন বিখ্যাত ওলীগণ, ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের অক্লান্ত সাধনায় বাংলাদেশে ইসলামী ফিক্‌হ চর্চার প্রচার ও প্রসার ঘটে। সাথে সাথে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, গ্রন্থ, অনূদিত ও মৌলিক গ্রন্থ, খানকাহ, মসজিদ এবং মাদ্রাসার মাধ্যমেও সাধারণ মানুষেরা ইসলামী আহকাম জানতে ও বুঝতে পারে। এ ভাবেই উল্লিখিত সময় এ দেশে ফিক্‌হ চর্চা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চায় বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ: জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা বিখ্যাত মনীষীবৃন্দের তালিকা

১. মাওলানা আবু নসর ওহীদ (র.)১২৮৮হি./১৮৭২খ্রি.--১৩৭২হি./১৯৫৩খ্রি.
২. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১২৯২হি./১৮৭৫খ্রি.--১৩৭০হি./১৯৫০খ্রি.
৩. মাওলানা আবদুর রহমান (র.)১৩০৫হি./১৮৮৮খ্রি.--১৩৮৮হি./১৯৬৮খ্রি.
৪. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (র.)(জ.১৩০৫হি./১৮৮৮খ্রি.-)
৫. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.)১৩০৬হি./১৮৮৯খ্রি.--১৩৯৩হি./১৯৭৪খ্রি.
৬. মাওলানা মুফতী নিছার উদ্দীন আহমদ (র.)(১৩০৭হি./১৮৯০খ্রি.--১৩৭১হি./১৯৫২খ্রি.
৭. মাওলানা আতাহার আলী (র.)(১৩০৯ হি./১৮৯১ খ্রি.-১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.)
৮. মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ (র.) (১৩১১হি.১৮৯২খ্রি.---১৩৯৭হি./১৯৭৬খ্রি.)
৯. মাওলানা মোহাম্মাদ কাসেম (র.)(১৩১০হি./১৮৯৩খ্রি.---১৩৯৬হি./১৯৭৬খ্রি.)
১০. মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.)(১৩১৩ হি./১৮৯৫খ্রি.--/১৯৮৭খ্রি.)
১১. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)(১৩১৫হি./১৮৯৮খ্রি.--১২৮৫হি./১৯৬৯খ্রি.)
১২. নুর মোহাম্মাদ আজমী (র.) (১৩১৮হি./১৯০০খ্রি.--১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.
১৩. মুফ্তী দীন মুহাম্মাদ খান (র.) (১৩১৭হি./১৯০০খ্রি.-১৩৯৩হি./১৯৭৪খ্রি.
১৪. মাওলানা মুফতী আব্দুল মজিদ (র.) (১৩১৮হি./১৯০১খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.
১৫. মাওলানা আব্দুল আজীজ (র.) (১৩২০হি./১৯০৩খি.-১৪১৪হি./১৯৯৪খ্রি.
১৬. মাওলানা মনযুরুল হক (র.)১৩২৪হি./১৯০৩খ্রি.-- ১৪১৩হি./১৯৯২ খ্রি.)
১৭. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আযীযুল হক(র.)(১৩২২হি./১৯০৪খ্রি.-১৩৮০হি./১৯৬১খ্রি.)
১৮. মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন (র.)(১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-১১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.)
১৯. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক (র.)(১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.)
২০. হযরত মাওলানা আযিযুর রহমান রহ. (১৩২৮হি./১৯১১খ্রি.-১৪২৮হি./২০০৮খ্রি.)
২১. মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান মুজাদ্দেদী রবকতী (র.) (১৯১১খ্রি. --১৯৭৪খ্রি.)
২২. হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র.) (১৯১৫খ্রি.-১৯৯০খ্রি.)
২৩. আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) (জ.১৯১৭খ্রি.-মৃ.১৯৮৬ খ্রি.)
২৪. মাওলানা আবদুর রহীম (১৩৩৬হি./১৯১৮খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.)
২৫. মাওলানা মুফ্তী নূরুল হক(র.)(১৩৩৬হি./১৯১৮খ্রি.--১৪০৭হি/১৯৮৭খ্রি.
২৬. মুফতী আবদুল মুঈয (র.) (জ.১৩৩৭ হি./১৯১৯খ্রি.--মৃ.হি.১৪০৪/১৯৮৪খ্রি.)
২৭. হযরত মাওলানা ইয়াকুব শরীফ (র.)(১৯২০ খ্রি.
২৮. মুফতী মাওলানা আবদুস সালাম (র.) (জ.১৩৪১ হি./১৯২৩খ্রি.--মৃ.১৪২২হি. /২০০১খ্রি.)
২৯. মাওলানা মোঃ দেলওয়ার হোসাইন আনছারী(র.) (জ.১৩৩৭ হি./১৯২৯খ্রি.--মৃ.হি.১৪০৪/১৯৯১খ্রি.)
৩০. মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (জ.১৩৫০হি./১৯৩২খ্রি.--মৃ.হি.১৪২৭/ ২০০৭ খ্রি.)
৩১. মাওলানা মুফতী আবদুল হক(র.)
৩২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলী (র.)
৩৩. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (র.) (১৩৫১হি./১৯৩৩খ্রি.--১৪১৮হি./১৯৯৮খ্রি.
৩৪. মাওলানা মুফতী ওসমান গণী (র.) (১৩৫২হি./১৯৩৪খ্রি.- ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.
৩৫. সৈয়দ ফজলুল করিম রহ. (১৩৫৩হি./১৯৩৫খ্রি.-১৪২৭হি./২০০৬খ্রি.)
৩৬. মাওলানা তাজাম্মূল হুসাইন খান (র.) (মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০ খ্রি.)
৩৭. মাওলানা মুফতী মুবারক উল্লাহ (র.) (মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০খ্রি.)
৩৮. মাওলানা মুফতী আবদুল মজীদ (র.) (মৃ.১৩৮৬ হি./১৯৬৭খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. মাওলানা মুফতী আলী আকবর (র.)(১৩৫৫হি./১৯৩৭খ্রি.--১৪০৯হি./১৯৮৯খ্রি.
৪০. মাওলানা তাজউদ্দীন (র.) (মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০ খ্রি.)
৪১. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইবরাহীম (র.)
৪২. মুফ্তী আবদুল করীম (র.) (মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০ খ্রি.)
৪৩. মাওলানা মুফ্তী বেলায়েত হোসাইন (র.)
৪৪. মাওলানা মুহাঃ ইয়াকুব (জ.১৩৬০হি./১৯৪১ খ্রি.)
৪৫. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (জন্ম-১৯৪১)
৪৬. মাওলানা মোঃ আব্দুর রশিদ (জন্ম-১৯৫০)
৪৭. মুফতী ফজলুল হক আমিনী (১৩৬৪হি./১৯৪৫খ্রি.--১৪৩৩হি./২০১২খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চায় বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ: জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা

শরী'আতের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত হুকুম আহকাম সম্পর্কে যিনি অভিজ্ঞ, যার এ বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান আছে তিনি সামাজিক নানাবিধ সমস্যার ইসলামী সমাধান দিতেন পারেন। এ ধরণের বিজ্ঞ 'আলিমগণই হলেন ফকীহ। হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন:[১] اَلْفَقِيْهُ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا اَلرَّاغِبُ فِىْ الْاٰخِرَةِ اَلْبَصِيْرُ بِدِيْنِه অর্থাৎ যে ব্যাক্তি পরকালমুখী কিন্তু ইহকাল বিমুখ, স্বীয় দীনের প্রতি বসীরত সম্পন্ন অর্থাৎ সতর্ক দ্রষ্টা বা প্রত্যয়ী এবং স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে সদা নিয়োজিত এমন ব্যাক্তিকে ফকীহ বলা হয়। এ ফকীহগণ তথা ইসলামী আইন বিশারদগণ ইসলামী ফিক্হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন। বাংলায় ইসলাম আগমন করার পর অনেক ফিক্হবদি, সুফী দরবেশ এখানে এসে ইসলামী বিধি বিধান প্রচার করেছেন। তারা বিদেশী হওয়ায় অনেকের ভাষাই ছিল আরবী, ফার্সী, উর্দু। ফলে তখনকার অধিকাংশ গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল বিদেশী ভাষায়। ১৯৪৭ খ্রি. এর পর থেকে অনেক বাংগালী 'আলিম ও ফকীহ হিসেবে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তবে অনেক ফকীহ বাঙ্গালী না হলেও বাংলা ভাষায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে ইসলামী ফিক্হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ১৯৪৭ খ্রি. এর পর থেকে যে সমস্ত ইসলামী বিশেষজ্ঞ ফিক্হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হল। এ ক্ষেত্রে জন্ম তারিখের জেষ্ঠ্যতা বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা কর হল।

১. মাওলানা আবু নসর ওহীদ (র.)(১২৮৮হি./১৮৭২খ্রি.--১৩৭২হি./১৯৫৩খ্রি.)

বিখ্যাত 'আলিম আবু নসর ওহীদ ১৮৭২ খ্রি. সিলেট শহরের হাওড়া পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শামছুল 'উলামা কারী মুহাম্মাদ জাবীদ। তাঁর পিতা একজন বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন। তিনি কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগন একই জেলায় ছাতক থানার হাসনাবাদ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পরে তারা সিলেট শহরের উক্ত স্থানে নিবাস গড়ে তোলেন।[২] তিনি ১৮৮৪ খ্রি.সিলেট সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯২ খ্রি. সেখান থেকে এন্ট্রাস পাস করেন। ১৮৯৭ খ্রি.তিনি প্রথমে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর বিএ(অনার্স) এবং পরে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। এম.এ. ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি আইন বিভাগে লেখাপড়া করার জন্য ল কলেজে ভর্তি হন। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম আরবীতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯০১ খ্রি.গৌহাটির কটন কলেজে আরবী ও ফাসী বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রি. তদানীন্তন সরকার তাঁকে ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত করেন।[৩] মাওলানা ওহীদ মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের[৪] ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯১১ খ্রি. বঙ্গভঙ্গ রদসহ অন্যান্য কারনে মাদ্রাসা সিলেবাস সংস্কার কাজ বিলম্বিত হয়। সর্বশেষ (১৯১৪-১৯১৫) খ্রি. কলিকাতা মাদ্রাসা স্কীম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, এ স্কীমের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলেছিল। তাদের ধারণা ছিল, এ শিক্ষা

---

১. মুহাম্মাদ আমীন শহীদ, *রাদ্দুল মুহাতার*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩

২. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৬ খ্রি. পৃ.২১৫

৩. প্রাগুক্ত,পৃ.২১৯

৪. তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তৎকালীন গর্ভনর ব্যাম ফিল্ড ফুলার)১৮৪৫-১৯৩৫) খ্রি.এর সঙ্গে আলোচনা করেন। শিক্ষা ও চাকুরীর ব্যাপারে এ গর্ভনর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। আলোচনার পর মাওলানা দু'ধারার সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা গর্ভণরের নিকট পেশ করেন। তাঁর নব উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতিকে গর্ভনর সমর্থন করেন। পরবর্তীতে তা*র (মাওলানা ওহীদের)এ পরিকল্পনার সাথে নওয়াব সলিমূল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)খ্রি. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)খ্রি.ও স্যার সামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২ খ্রি.) সম্পৃক্ত হন।(Report of the Muslim Education Advisory Committee-1934,P.796)

Dhaka University Institutional Repository

(ইংরেজী) ধর্মীয় শিক্ষায় আঘাত হানতে পারে। মাওলানা ওহীদ ব্যাপক আলাপ-আলোচনার করে মুসলমানদের এ ধারণা পরিবর্তন করে যুগ ও চাহিদার সাথে সংগতি রেখে এ্যাংলো এরাবিক তথা প্রাচ্য ও ইউরোপের শিক্ষার সমন্বয়ে নিউস্কীম নীতিমালা প্রণয়ন করেন।[৫] মাওলানা আবু নসর ওহীদ এ ঐতিহাসকি কার্যক্রমের কীর্তিমান পুরুষ। এ কীর্তি তাঁকে ১৯০৯ খ্রি.শামছুল ওলামা খেতাবে ভূষিত করে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি ইসলামী শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আরবী, ফাসী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী তৈরী করেন। একইভাবে ১৯২১ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে তাঁর উপরই আরবী, ফারসী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও নতুন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের দায়িত্ব অর্পিত হয়।[৬] মাওলানা ওহীদ অনেক গ্রন্থ[৭] রচনা করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা তথা 'ইলমি ফিক্হ প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'ইলমি ফিক্হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের অন্যতম সংস্কারক মাওলানা ওহীদ ৩১ মে, ১৯৫৩ খ্রি.ইন্তেকাল করেন। ঢাকায় নারিন্দাস্থ শাহ সাহেব লেনে তাঁর মাযার রয়েছে।

২. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী(১২৯২হি./১৮৭৫খ্রি.-১৩৭০হি./১৯৫০খ্রি.

ইসলামী আইন চর্চার অন্যতম ব্যক্তিত্ব,সাংবাদিক, বিজ্ঞ 'আলিম মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ২২ আগস্ট, ১৮৭৫ খ্রি. চট্রগ্রাম জেলার বর্তমান চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৯ সালে হুগলী মাদ্রাসায় শশম জামায়াতে ভর্তি হন এং ১৮৯৫ খ্রি. সেখান থেকে ফাইনাল মাদ্রাসা পাস করেন।[৮] শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি রংপুর শহরের যুগীপাড়া জুনিয়র মাদ্রাসার হেড মৌলভী পদে যোগদান করেন। সেখানে তিনি (১৮৯৬-১৮৯৭) দু'বছর শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলভী পদে এবং সীতাকুন্ড সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে চাকরী করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় তিনি অনেক পারদর্শী ছিলেন। ফলে তিনি বিভিন্ন ভাষায় লিখতে পারতেন। তিনি মিসরের "আল-মানার আল-আহরাম" পত্রিকায় আরবী প্রবন্ধ লিখতেন। অন্যদিকে উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রখ্যাত উর্দু পত্রিকাসমূহে মূল্যবান উর্দু রচনা প্রকাশ করতে থাকেন।[৯] এরপর তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে কলিকাতা গমন করেন এবং রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ আলীর সহযোগিতায় ১৯০৩ খ্রি. "ছোলতান"[১০] নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি রাজনীতিতে[১১]ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'আনজুমান-এ-উলামা-বাংলা' [১২]নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

---

৫. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২

৬. উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ.৫২-৫৪

৭. মাওলানা ওহীদ আরবী সাহিত্যের অনেক আধুনিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল: ১। মিরকাতুল আদাব, ২।বাকারাতুল আদাব, ৩। খাতামুন নবী, ৪। নুখাব, ৫। নুখাবুল উলুম তাঁর আরবী সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলী বিশেষ করে বাকারাতুল আদব ও মিরকাতুল আদাব নামক পুস্তক দুটি দীর্ঘদিন নিউ স্কীম মাদ্রাসায় পাঠ্যভূক্ত ছিল।

৮. ড.মজিবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ.২২৫

৯. মেহরাব আলী, *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, পৃ.১৩২

১০. ছোলতান পত্রিকাটিতে ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন,বিভিন্ন শরীয়াহ বিধান প্রকাশিত হত। তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় এটি দেশের বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয়। ১৯১০ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে কালিকাতা থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে কলকাতা থেকে এর দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ সময় তিনি একাধারে 'দৈনিক ছোলাতান' ও 'সাপ্তাহিক ছোলতান' উভয়েরই প্রধান পরিচালক ছিলেন।[নাসির উদ্দিন (সম্পাদিত),সওগাত, আশ্বিন-১৩৮৩, পৃ.৪৯০]

১১. তিনি একদিকে ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসী অন্যদিকে ছিলেন প্যান-ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধে (১৯১১-১৯১৩) খ্রি. বাংলাব্যাপী যে পান-ইসলাম আন্দোলন চলে, তাতে তিনি সক্রিয়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ খ্রি.ইসলামাবাদী চট্রগ্রাম কদম মুবারক ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি চট্রগাম দক্ষিণ এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[১৩] তিনি কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলনে অগাস্ট,১৯৪২খ্রি. যোগদান করেন। সুভাস বসু গঠিত আযাদ হিন্দু ফৌজকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন।[১৪] মাওলানা মনিরুজ্জামান ছিলেন হানাফী মতাবলম্বী। 'ইলমি ফিক্হ চর্চায় তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বাল্য বিবাহ, তালাকপ্রথা, বহুবিবাহ, কররপূঁজাসহ ফিক্হ বিষয়ক অনেক লেখা লিখে মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ফিক্হ চর্চায় তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃত। তিনি 'ইসলামের উপদেশ', 'সুদ সমস্যা' ছাড়াও অনেক গ্রন্থ[১৫] লিখেছেন। তিনি ধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য একটি 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কামনা করেন এবং এর জন্য চট্রগ্রামে একখন্ড জমিও খরিদ করেন।[১৬] ১৯৪৭ খ্রি. ১৪ অগাস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি ভারতে চলে যান। ২ বছর পর আবার তিনি চট্রগ্রামে ফিরে আসেন। ৭৫ বছর বয়সে ২৪ অক্টোবর, ১৯৫০ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. মাওলানা আবদুর রহমান (র.)১৩০৫হি./১৮৮৮খ্রি.--১৩৮৮হি./১৯৬৮খ্রি.

তিনি শরীয়তপুর জেলান নরিয়া থানার অন্তর্গত শুলমাইজ গ্রামে ১৮৮৮ সনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ফাযেল উদ্দিন। প্রাথমিক শিক্ষা দেশে শেষ করে সাহারানপুর মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে হাদীসে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। ঐ মাদ্রাসায় কিছু দিন অধ্যাপনা করেন। অত:পর দেশে ফিরে বরিশালের ছারছীনায় প্রথম স্থাপিত মক্তবে কিছু দিন খেদমত করেন। তারপর দীর্ঘ আঠাশ বছর ভোলা ইসলামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর ফরিদপুরে কাজির চর মাদ্রাসায় এবং বরিশালের হুদুয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি ছারছিনার মাওলানা নিছার উদ্দিন (র.) এর তৃতীয় জামাতা ছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব সাদাসিধেভাবে চলতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনটি জাগতিকভাবে নিলোর্ভ অবস্থায় অতিবাহিত হয়। তিনি সুন্নাতে পূর্ণ পাবন্দ ছিলেন। হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে ও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। ফাতওয়া ফারাইয

নেতৃত্ব দেন। খিলাফতের ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে তিনি তুরস্ক-সুলতানের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় আগত (১৮৯০খ্রি.)প্যান ইসলামী পন্থী নেতা আগা-মুঈদুল ইসলাম ত্রিপলী ও বলকান যুদ্ধের সময় তাঁর ফারসী সাপ্তাহিক "হাবলুল মতীন"-এর সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করণ ও দৈনিক বাংলা সংস্কারণ কলকাতা থেকে বের করেছিলেন। বাংলা দৈনিকের সম্পাদনা করতেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করনের সম্পাদনা করতেন ডা. আবদুল্লাহ সুহারাওয়ার্দী। মূল ফারসী পত্রিকার সম্পাদক মুঈদুল ইসলামের ন্যায় মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং ড. আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীও ছিলেন প্যান ইসলামাবাদী। [সওগাত,৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা,. শ্রাবন-১৩৬৩] ১৯৪৬ সালে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী জমিয়ত-এ-উলামা-হিন্দ এর প্রার্থীরূপে চট্রগাম থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হন।কিন্তু তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থী আলী আহমদ চৌধুরীর নিকট কয়েক হাজার ভোটে পরাজিত হন। তাঁর জামানাত বাজেয়াপ্ত হয়।

[১২]. হানাফী ওলামা এবং আহলে হাদীস এর আলিমগণকে একত্রে বসার এবং ফিক্হ মাসলা মাসায়েলার সঠিকতা নিরূপনের জন্য আনজুমান-এ-উলামা-বাংলা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ছিলেন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাওলানা আকরাম খাঁ এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন এর জয়েন্ট সেক্রেটারী। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফি।

[১৩]. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৫৮, পৃ.১৪৫

[১৪]. জুলফিকর আহমদ কিসমতী, বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ, ঢাকা: প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ.২০১

[১৫]. তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হল: তুরস্কের ছোলতান(১৯০৯), কনস্টন্টিনোপল(১৯১২), ভারতে মুসলমান সভ্যতা(১৯১৪), খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া(১৯১৫), ভারতে ইসলাম প্রচার, আওরঙ্গজেব, মোসলেম বিরঙ্গনা প্রভৃতি।

[১৬]. শাহেদ আলী, *বাংলা সাহিত্যে চট্রগ্রামের অবদান*, জিলা কাউন্সিল, ১৯৬৫ পৃ.২০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করা ছিল তাঁর এক বিশেষ কাজ। ঈমান শিক্ষা ও তালাকের মাসাইল নামে দু'খানা কিতাব লিখে ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি অমর অবদান রেখেছেন। তাঁর শেষ জীবনটি ছারছিনা অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৬৮ সনে ইন্তিকাল করেন এবং পুরাতন মাদ্রাসায় পূর্ব পার্শ্বে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৭]

৪. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ (র.)(জ.১৩০৫হি./১৮৮৮খ্রি.-)

মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ চট্টগ্রাম জিলার সন্দীপ থানাধীন চর রহীম গ্রামে ১৩০৫ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আফছার উদ্দীন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ ৪৪ বছর যাবত জিরী ইসলামিয়া মাদ্রাসা শিক্ষকতা করে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে অমর অবদান রেখেছেন। তার প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহ 'ফাতওয়ায়ে ওয়াদুদীয়া' নামে প্রকাশিত।[১৮]

৫. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ(র.)১৩০৬হি./১৮৮৯খ্রি.-১৩৯৩হি./১৯৭৪খ্রি.

নোয়াখালী জেলার বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী আইনবিদ মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.) কোম্পানীগঞ্জ থানার মানিকপুর গ্রামে জন্ম ১৮৮৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জলীস ভূঁইয়া। কুরআনুল কারীম শিক্ষার সাথে সাথে তিনি বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন।[১৯] অসাধারণ প্রতিভা ও মেধার অধিকারী মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.) পিতার কাছে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ১৯০৭ খ্রি. ঐতিহ্যবাহী কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯১০ খ্রি. আলিম, ১৯১৩ খ্রি.ফাযিল এবং ১৯১৬ খ্রি. কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রি. তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি তৎকালীন আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল স্তরে প্রচলিত 'ফখরুল মুহাদ্দেসীন' ডিগ্রী লাভ করেন।[২০]

মাওলানা মমতাজ উদ্দীন কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন বিখ্যাত 'আলিম[২১], মুফতী ও মুহাদ্দিসগণের নিকট 'ইলমি ফিক্হ অর্জন করেন। তিনি পড়া লেখা শেষ করে ১৯১৯ খ্রি.এ মাদ্রাসায় প্রথম শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২১ খ্রি. তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী প্রভাষক নিযুক্তি হন। দু'বছর পর আবার তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ৩৪ বছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ খ্রি.তিনি শিক্ষকতার চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[২২] পরে তিনি পরীবাগ জামে মসজিদের ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় গভীর পারদর্শী ছিলেন। যার ফলে তিনি বাংলা, আরবী ও উর্দূ ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ[২৩] করছেন। তিনি মহানবী (স.)এর জীবনীমূলক গ্রন্থ 'নবী

---

১৭. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ও অন্যান্য সম্পাদিত,ফাতওয়া ও মাসাইল, প্রাগুক্ত, ১৫৭

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২

১৯. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮২

২০. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,*বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৩

২১. তাঁর বিখ্যাত উস্তাদদের মধ্যে ছিলেন-মাওলানা ইসাহাক বর্ধমানী, মাওলানা ফযলে হক রামপুরী, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মাওলানা লুৎফর রহমান বর্ধমানী, মাওলানা নায়ের হাসান দেওমানী প্রমুখ। যারা প্রত্যেকেই ইসলামী ফিক্হ, তথা ইসলামী আহকাম বিষয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সুপরিচিত।

২২. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮২

২৩. অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - ১।'হাল্লুল আকদাতি শরহে সাব'আদুল মোয়াল্লাকাহ' প্রাচীন আরব্য কাব্য এটি। কঠিন আরবী ভাষার উপর লেখা এ কাব্যের তিনি উর্দু ভাষায় ব্যাখ্য ও অনুবাদ করেন। ২। কাশফুল মা'আনী শারহু মাকামাতি হারিরী, এটিও তিনি উর্দূ ভাষায়, পাঠ্যভূক্ত নির্দিষ্ট অংশের উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। ৩। নিসা'আতুল মুনঈস ফি শারহি মোকাদ্দামাতিল মুসলিম। বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মুসলিম শরীফের ভূমিকাংশ তিনি উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করেন। ৪। 'কাওকাবুদ দুররী ফি শরহে মুকাদ্দামাতিদ দিহলবী' হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ মিশকাতুল মাসাবীহ নামক কিতাবের ভূমিকার তিনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয়' এবং কুরআন সম্পর্কিত লেখা 'কোরআন পরিচয়' গ্রন্থ অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাবে লিখেছেন। তিনি পরীবাগের পীর শাহ্ সাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর বাংলায় একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামী ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞ এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৭৪ খ্রি. জুলাই মাসে ইন্তিকাল করেন এবং নোয়াখালীর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.) তাঁর জীবদ্দশায় তিনি শিক্ষকতার মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন মাহফিলের মাধ্যমে ফিক্‌হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

৬. মাওলানা নিছার উদ্দীন আহমদ (র.)(১২৯০হি./১৮৭৩খ্রি.--১৩৭১হি./১৯৫২খ্রি.

অলিকুল শিরোমনী, সুফী সাধক মাওলানা মুফতী নিছার উদ্দীন আহমদ (র.) পিরোজপুর জিলার স্বরূপকাঠী থানাধীন ছারছীনা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুফী সদর উদ্দীন আহমদ। তিনি মরহুম হাজী শরীয়াতুল্লাহর পুত্র হাজী সাঈদুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। সুফী সদরুদ্দীন হজ্জ পালন করতে গিয়ে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই দাফন করা হয়। মাওলানা মুফতী নিছার উদ্দীন (র.) বাল্যকালে পিতৃহারা হয়ে পূণ্যবতী মাতার আন্তরিক আগ্রহ ও প্রেরণায় মাদারীপুরের অন্তর্গত মাগদী নামক গ্রামে অবস্থিত মাদ্রাসায় লেখা পড়া করেন। পরে তিনি ঢাকা হাম্মাদিয়া মাধ্যমিক মানের মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করেন।[২৪] এ মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালে তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত পীর হুগলী জেলার মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ উরফে আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত হন। চিশতীয়া, কাদেরীয়া, নক্‌শাবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার পূর্ণত্য লাভ করেন। সেখানে পীরের নিকট থেকে খিলাফত লাভ করে দেশে এসে মুরীদ করার অনুমতি লাভ করে।

দেশে ফিরে এসে তিনি ইসলামী আহকাম, বিধি-বিধান, ইসলামী আইন চর্চার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।এ জন্য তিনি বিভিন্ন জেলায় জেলায় সফর করেন এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার[২৫] জন্য লোকদেরকে উদ্বোদ্ধ করেন। তখনকার সময় মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। এ কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য নিজ বাড়ীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসাটি ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত। পরবর্তী কালে এ মহান সাধক একজন কামিল পীর হিসেবে সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁর হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করেন। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ধর্মানুরাগ সারাদেশে ইসলামের আলোড়ন সৃষ্টি করে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সভা-সমিতির মাধ্যমে তিনি বহুবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ দূর-করেন।[২৬] ধর্মীয় ওয়াজ-নসিহত, শিক্ষা-দীক্ষা তথা দেশের বিভিন্ন মাসলা মাসায়েল সম্পর্কিত আলোচনার জন্য একটি বার্ষিক মাহফিলের আয়োজন করেন। 'আলিম হিসেবে তিনি ছিলেন একজন বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ।তিনি দৈনন্দিন জীবনের মাসলা-মাসায়েল, ইসলামী আহকাম বাংলা ভাষায় লেখার জন্য আলিম সমাজকে তাগীদ করতেন এবং নিজেও এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেন। এর মধ্যে তরীকুল ইসলাম, তা'লিম-ই-মা'রিফাত, আল-জুমুয়া, মাসায়িল-ই-আরবায়া, নারী ও পর্দা, মাজহাব ও তাকলীদ, ফতোয়া-ই সিদ্দিকীয়া প্রর্ভতি উল্লেখযোগ্য।[২৭] বৃটিশ আমলে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকার কিতাব

---

[২৪]. জুলফিকর আহমদ কিসমতি, *বাংলাদেশে কতিপয় আলেম ও পীর-মাসায়েখ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; ২০০৫ খ্রি.পৃ.৭৯

[২৫]. তিনি 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চার জন্য বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ গুলোর সংখ্যা প্রায় শতাধিক। বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনাসহ বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

[২৬]. এ.এম.আবুল মাসাকিন, প্রাগুক্ত,পৃ.১৭৪

[২৭]. প্রাগুক্ত; ঐ,পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করে একটি ব্যক্তিগত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছারছীনার বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম সমন্বয় একটি 'দারুল ইফতা' কায়েম করে সমাজে ফাতওয়া-ফারাইয প্রদানের ব্যবস্থা করেন। [২৮]

তিনি ইসলামী আইন-কানুন মুতাবিক সরকার গঠন ও শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৪৭ সালে ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর ছারছীনাতে ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন আহবান করেন। দেশের বিশিষ্ট'আলিম উলামা ও রাজনীতিকগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার কার্য নিবার্হের উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলার মাহকামা-এ-কাযা প্রতিষ্ঠার দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। [২৯] মানুষকে আল্লাহর নেকবান্দায় পরিণত করার জন্য ইসলামের দরদী শুধু ওয়াজ-নসিহত এবং মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠাতেই নিজের কর্মতপরতাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বাংলা ভাষায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, ফিক্হ বিষয়ক মাসলা প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামী প্রকাশনা বিভাগও খুলেছিলেন। তাঁর এ কাজে সবচাইতে তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁর সহকর্মী মাওলানা এমদাদ আলী সাহেব। এ মহান বুযুর্গ ১৯৫২ সালে ৩১ জানুয়ারী রোজ শুক্রবার ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৭. মাওলানা আতাহার আলী (র.)(১৩০৯ হি./১৮৯১ খ্রি.-১৩৯৬ হি./১৯৭৬ খ্রি.)

বিখ্যাত 'আলিম ও বুযুর্গ মাওলানা আতাহার আলী (র.) সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার থানাধীন গোংগাদিয়া গ্রামে ১৮৯১ খ্রি. মোতাবেক ১৩০৯ হিজরে সনে রোজ শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আজিম খান। মাতার নাম আতেরা বিবি। তাঁর পিতৃপুরুষ ইরানের বংশদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা একজন 'আলিম ও মুত্তাকী ছিলেন।[৩০] মাওলানা আতাহার আলী (র.) অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। আরবী শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় তিনি দেশের বেশ কিছু মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করেন। মাদ্রাসা আলীয়া জংগী বাড়ীতে তিনি পড়া শুনা করেন। সেখানে তিনি মাওলানা ইব্রাহিম তাশনা (র.) ও মাওলানা আবদুল বারী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করে 'ইলমি দীন হাসিল করেন।এরপর তিনি দেওবন্দ সাহারানপুর মাযাহিরুল 'উলুম মাদ্রাসা এবং রামপুর আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়ন করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালীন তিনি এ মদ্রাসার মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র.), মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী দেবন্দী (র.), মাওলানা রসুল খান র.), মাওলানা ইব্রাহীম ও মাওলানা ইয়াজ আলী (র.) নিকট হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেছেন। তিনি দারুল 'উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায় হাদীছ পাশ করেন। তিনি ৩২ বছর বয়সে কুরআনুল কারীম হেফজ [৩১]করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণের জন্য হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর নিকট গমন করেন। তাঁর স্বভাব চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও 'ইলমী শক্তি সামর্থ থানভী (র.) কে রীতিমত মুগ্ধ করে ফেলে। তিনি তাঁকে বাইয়াত করান এবং তাঁর সাথে তিনি বেশ কিছু দিন সময় কাটান। [৩২]

---

[২৮]. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ও অন্যান্য সম্পাদিত,ফাতওয়া ও মাসাইল, ১৫৩

[২৯]. প্রাগুক্ত,ঐ.পৃ.৮১

[৩০]. মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী, *হায়াতে আতাহার*, করাচী: কুতুব খানা মাজহারী, (তা.বি) পৃ.৩৭

[৩১]. মাওলানা আতাহার আলী (র.) এর ৩২ বছর বয়সে কুরআনুল কারীম হিফজ করার পিছনে একটি ঘটনা রয়েছে। একবার তিনি ১৯২১ খ্রি. রমজান মাসে তাঁর নিজ বাড়িতে আসেন। তখন এলাকার লোকজন তাঁকে হাফিজ মনে করে খতমে তারাবীহ পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাতে তিনি রাজি হয়ে যান। পড়ে তিনি প্রতিদিন একপাড়া করে মুখস্থ করে তারাবীহ নামাজ পড়ান । এভাবে ত্রিশ দিনে ত্রিশ পাড়া কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেলেন। পরবর্তী ৭৫ দিনে তিনি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কুরআনুল কারীম যথাযথভাবে হিফ্জ করে 'হাফিজুল কুরআন' রূপে নিজেকে তৈরী করে নেন। [হাফেজ মোহাম্মাদ আকবর শাহ বুখারী, *কাওয়ানে থানবী*, ভারত:মাকতুবাতুল এমদাদিয়া, সাহারানপুর, ১৯৯৭খ্রি. পৃ.২৬১]

[৩২]. প্রফেসর আহম্মদ সাঈদ, *বজমে আশরাফ কি চেরাগ*, ভারত: দারুল কিতাব, দেওবন্দ, ১৯৯৭ খ্রি.পৃ.৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমে নিজ এলাকার গোংগাদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি সিলেটের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা জংগীবাড়ী আলীয়া মাদ্রাসা এবং জামিআ মিল্লিয়া কুমিল্লা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সময় মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এদের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে মাওলানা আশরাফ আলী (র.) এর নির্দেশক্রমে তিনি কিশোরগঞ্জ গমন করেন। এখানে আসার পর দেওয়ান বাড়ী জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হওয়ার সুবাধে তিনি কিশোরগঞ্জের হায়বত নগরের বিরাট ঈদগাহ ময়দানের ইমামতির দায়িত্বও পালন করেন। দেওয়ানবাড়ীর মসজিদের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার পর কিশোরগঞ্জে ডা. শরফুদ্দীন (ওরফে বাদশা মিয়া) মৌলভী সাঈদুর রহমান ও মৌলভী আমির উদ্দিনের অনুরোধক্রমে তিনি শহিদী মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিরলস প্রচেষ্টা করে ১৯৪৫ খ্রি. এখানে ঐতিহ্যবাহী এমদাদুল 'উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে একে জামি'আ এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ হিসেবে নামকরণ করা হয়। মাওলানা আতাহার আলী পাকিস্তানী শাসক আউয়ুব খানের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্য ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন দেন এবং পরবর্তীতে ইয়াহিয়া খানের ইসলামী বিরোধী সকল কর্মকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি নেজামে ইসলাম ও জামিয়তে ইসলামের পক্ষ থেকে দুই পাকিস্তানের উন্নয়ন ও শিক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন।[৩৩] তিনি ১৯৭১ খ্রি. থেকে ১৯৭৩ খ্রি. পর্যন্ত জেলখানায় বন্দী জীবন কাটান। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কারামুক্তির পর হজ্জে গমন করেন। হজ্জ থেকে দেশে ফিরে এসে এ মাদ্রাসায়ই ১৯৭৬ খ্রি. পর্যন্ত দীনের খেদমত করে যান। ১৩৯৬ হি. মোতাবেক ৬ অক্টোবর, ১৯৭৬ খ্রি. তারিখে ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর জীবনে তিনি 'ইলমি ফিক্হ চর্চায় অসংখ্য অবদান রেখেছেন।

৮. মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ(র.)(১৩১১হি.১৮৯২খ্রি.-১৩৯৭হি/১৯৭৬খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ ফয়যুল্লাহ (র.) হিজরী ১৩১১ সনে হাটহাজারী থানাধীন মেখল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি হেদায়ত আলী এবং মাতার নাম রহিমননিসা। একজন বিখ্যাত মুফ্তী ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামের মাওলানা আবদুল কাদির-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ১৯০২ সালে দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে ভর্তি হন। তিনি এ মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে দার"ল উলম দেওবন্দ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি অনেক বিখ্যাত উস্তাদের[৩৪] সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যাদের পরশ স্পর্শে তাঁর 'ইলমের রূহানী দরজা খুলে যায়। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর হাটহাজারী মাদ্রাসায়ই তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি উক্ত মাদ্রাসায় প্রথমত মুদারিরস হিসেবে যোগদান করেন। প্রায় ৩০ বছর যাবৎ তিনি এখানে হাদীছ, তাফছীর ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করেন। তিনি ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করেন। তিনি শায়খুল হাদীছ মাওলানা সায়ীদ আহমদ (১৩০০হি.১৮৮২খ্রি.---১৩৭৫হি./১৯৫৫খ্রি.) এর অনুপস্থিতিতে বুখারী শরীফও পড়াতেন। তারপর প্রধান মুফতীর দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর কাছে অনেক ছাত্র[৩৫] হাদীছ, তাফসীর এবং ফিক্হ

---

৩৩. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাচনী ইশতিহার দ্র.

৩৪. মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ (র.) শিক্ষা জীবনে অনেক বিখ্যাত উস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন :হাটহাজারীতে মাওলানা জমির উদ্দীন, মাওলানা হাবিবুল্লাহ। দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান,মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, মাওলানা আযীযুর রহমান প্রমুখ। দেওবন্দের মাওলানা মাহমুদুল হাসানের খলীফা সাঈদ আহমদ সন্দীপী ছিলেন মুফতী সাহেবের তরীকতের পীর। মুফতী -এ-আযম পাকিস্তানী মাওলানা মুফতী শফী ছিলেন তাঁর সহপাঠী।

৩৫. মাওলানা ফয়জুল্লাহ (র.) এর অনেক শিক্ষার্থী যারা পবর্তীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ এবং আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন: মাওলানা ইয়াকুব (১৩১৫হি.১৮৯৭ খ্রি.ড়১৩৭৭হি./১৯৫৮ খ্রি.), মাওলানা আবদুল ওহ্হাব(১৩১৭হি./১৮৯৯খ্রি. ১৪০২হি./১৯৮১খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জলীল (মৃ.১৩৮৭ হি.১৯৬৭খ্রি.) মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ ৯১৩২৬ হি./১৯০৮খ্রি.-১৩৮৮হি./১৯৬৮ খ্রি.) মাওলানা ছিদ্দীক

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা লাভ করেছেন যারা পরবর্তীতে তাদের স্বীয় কর্মে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ফিক্‌হসহ বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অগাধ পন্ডিত্বের অধিকারী। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সুন্নতে রাসুলের পূর্ণ অনুসারী। তিনি শিক্ষা দান ও ফাতওয়া প্রদানের পাশাপাশি লেখনীর মাধ্যমেও ইসলাম প্রচারে কর্মমূখর ছিলেন। তিনি উনিশ খানা কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবসমূহ ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অমর অবদান।

১। إرساد الأمة إلىالتفريق بين البدعة والسنة

২। الفسصلة الجلبة فى حكم سجدة التحية

৩। الحق الصريح   ৪। رافع الإشكلات

মুফতী-এ-আযম মাওলানা ফয়জুল্লাহ-এর বাংলা, আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় অগাধ পান্ডিত্য থাকায় তিনি বাংলা ভাষা ছাড়াও আরও অন্যান্য ভাষায়ও অনেক গ্রন্থ[৩৬] রচনা করেছেন। এ মহান বুযুর্গ ১৯৭৬ খ্রি. ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

৯. মাওলানা মোহাম্মাদ কাসেম (র.)(১৩১০হি./১৮৯৩খ্রি.--১৩৯৬হি./১৯৭৬খ্রি.)

বিখ্যাত 'আলিম, সুফী ও হক্কানী পীর মাওলানা মোহাম্মাদ কাসেম (র.)২৫ জানুয়ারী,১৮৯৩ খ্রি.বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত হরিসনাধীন কাসেমাবাদ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মোহাম্মদ সাদেক খলিফা একজন ধর্মপরায়ন ব্যক্তি ছিলেন। মাওলানা কাসেম (র.) লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে 'আলিম এবং ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯২০ খ্রি. ফাযিল পাস করেন।[৩৭] মাওলানা কাসেম (র.) ফিক্‌হ চর্চাকে ব্যাপকতর করার জন্য নিজ বাড়ীতে কাসেমাবাদ সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসায় বসে শিক্ষার্থীরা যাতে ফিক্‌হ চর্চা করতে পারেন সে জন্য তিনি নেছাররিয়া লিলণ্ডাহ বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়াও তিনি মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,একটি ডাকঘর, ম্যালেরিয়া কার্যালয়, কাসেমাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় স্থাপন করেন।[৩৮] মাওলানা মোহাম্মাদ কাসেম রাজনীতিতে[৩৯]ও অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ফুরফুরা পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা। ফরিদপুরের ফরায়েজপন্থী পীর দুধু মিঞা ও বাদশা মিঞা বৃটিশ আমলে এ দেশ পরাধীন বলে জুমু'আ আদায়ের পক্ষপাতী ছিনে না। মাওলানা কাসেম তাদের সাথে

আহমদ(১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.), মাওলানা আবদুল কাইয়ুম (১৩২৯হি./১৯১১খ্রি.-১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.) মাওলানা আবুল হাসান (১৩৩৮হি./১৯১৮খ্রি.-১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.) ও হাটহাজারির মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আহমদ শফী ও চট্রগ্রামের খ্যাতনাম শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ নেছারুল হক (জন্ম:১৩৩৯হি./১৯২০খ্রি.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (দ্র.: মুহাম্মাদ এযহারুল ইসলাম : হায়াত-এ-মুফতী-এ-আযম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, ১৩৯৭হি. পৃ.১৩-৯৯)

৩৬. তাঁর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-কন্দেখাকী (ফারসী), উমদাতুল আকওয়াল ফী রাদ্দে মা ফী আহসানিল মাকাল, আল কালামূল ফাছিল বাইনা আহলিলহাক্কে ওয়ালবাতিল, ইরশাদুল উম্মাহ ইলাত্তাফারিকা বাইনাল বিদ'আতে ওয়াস সুন্নাহ, আন্নাসুসাতুল মুখতাসেরাতু ফী হুকমিল উজরাতে 'আলাত্তআতে, রফিউল উশকালাত আলা হুরমাতিল ইন্তিজার আলত্তাআহ, আল- ফাযালাতুল জালীলাহ লি আহকামিস ও সাজদাতিত্তাহিয়াহ, পান্দেনামা-এ-খাকী, আল কাওধলুস সাদীদ ফী হুকমিল আহওয়াল ওয়াল মাওয়াজীদ, মসনভী-এ-খাকী,ফয়েজ -এ-সাত্তার, ফয়েযে বেবাহ, ফয়েযে বেকারী, ফয়েযে বেপায়া, তালীমুল মুকতাদী লিল্লাসানিল আরাবী, সিরাজুত্তাবলীগ, আল ফালাহ ফীমা ইয়াতা আল্লাকু বিন্নিকাহ, ইযহারুল ইখতিলাল ফী রিসালাতিল ইতিদাল ফী মাসআলাতিল হিসাব ফয়েযুল কালাম লিসাইয়িদিল আনাম।

৩৭. ড.মো: আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ.২৫২

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. তিনি ১৯৪৬ খ্রি. কৃষক-প্রজা-পার্টি থেকে নির্বাচন করে বংগীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি শের-এ-বাংলা একে ফজলুল হকের সাথে একসাথে রাজনীতি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জুমু‘আর নামাজের বৈধতা প্রমাণের জন্য বাহাস করেন।[৪০] বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলে জুমুআ নামাজ কায়েমের চেষ্টা করেন। তিনি দীর্ঘদিন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ফলে ফিক্‌হ চর্চায় তিনি যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তিনি ১৯৭৬ খ্রি. ১ ফেব্রুয়ারী ইন্তিকাল করেন।

১০. মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.)(১৩১৩হি.১৮৯৫খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.)

বিশ্ববরেণ্য ‘আলিম, মুফতী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) এর যোগ্যউত্তরসূরী মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) ১৮৯৫ খ্রি. নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) রায়পুর উপজেলার লুধয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মাদ ইদ্রিস। তাঁর দাদা মাওলানা ইমামুদ্দিন ছিলেন বিখ্যাত ‘আলিম, বুজুর্গু এবং সৈয়দ আহমাদ বেরলবী (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা।

মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি করে চন্দ্রগঞ্জ পশ্চিম বাজারস্থ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এরপর তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণীর মাদ্রাসায় গুলিস্তা, বুস্তা, নিকান্দরনামা, আখলাকে মোহসীনি, আনওয়ারে সুহহিল, মা‘লাবুদ্দা মিনহু ও নাহুমীর নামক কিতাবসমূহ শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৪১] এরপর তিনি কুরআনুল কারীম হিফ্‌জ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভারতের পানিপথের ঐতিহাসিক হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কুরআনুল কারীম হিফ্‌জ সমাপ্ত করেন।[৪২]এরপর ১৩৩৩ হিজরীতে ঐতিহাসিক মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দীর্ঘ সাত বছর তিনি এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।[৪৩] ১৩৪০ হিজরী সনে তিনি সাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীছ এবং ১৩৪১ হিজরীতে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীছ ডিগ্রী অর্জন করেন।তিনি ‘ইলমি শরীয়ত হাছিল করার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষাও[৪৪] অর্জন করেন। তিনি শিক্ষা জীবন সমাপ্তি করে কর্মজীবন শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ইউনিসিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর সাথে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)ও এ মাদ্রাসায় ‘ইলমি ফিক্‌হ শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন। তাঁরা বিভিন্ন মাদ্রাসায় ওয়াজ ও নসিহতের মাধ্যমে অনেক মকতব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৫] ১৯০৫ খ্রি.তিনি লালবাগস্থ ঐতিহাসিক ‘জামিআ কুরআনিয়া আরাবিয়া এবং ১৯৫৬ খ্রি.ঢাকাস্থ ফরিদাবাদ এলাকায় ‘জামিআ আরাবিয়া এমদাদুল ‘উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঢাকাস্থ কামরাঙ্গীরচরে ‘মাদ্রাসায়ে নুরীয়া’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জন্ম স্থান লক্ষ্মীপুর জেলার লুধুয়ায়ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অনেক বিখ্যাত ছাত্র[৪৬] রয়েছেন যারা পরবর্তী কালে বিখ্যাত মুফতী, মুহাদ্দিস হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত

---

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩

৪১. হাফেজ মাওলানা মোহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, *আমরা যাঁদের উত্তরসূরী*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮,পৃ.২৬১

৪২. প্রফেসর আহম্মদ সাঈদ, *বজমে আশরাফ কি চেরাগ*,ভারত: দারুল কিতাব, দেওবন্দ, ১৯৯৭, পৃ.৩১৯

৪৩. মাওলানা হাসান সিদ্দিকুর রহমান, *বড়দের ছেলেবেলা*, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৯৯৮, পৃ.৯৯

৪৪. তিনি ছাত্র থাকা অবস্থায় আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। (হাফেজী মুহাম্মাদ, আকবার শাহ্‌ বুখারী, কারওয়ানে থানবী, সাহারানপুর: মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, ভারত, ১৯৯৭, পৃ.১০৭) তিনি ১৯৩৩ খ্রি. হজ্জব্রত পালন করেন এবং থানভী (র.) এর নিকট থেকে খিলাফত লাভ করেন।

৪৫. মো: আবদুর রাজ্জাক, *আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এর জীবন*, ১৯৯৮ (তা.বি.)পৃ.১১৫

৪৬. তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন-মাওলানা মুহীউদ্দিন, ক্বারী মো: ওবায়দুল্লাহ, মাওলানা কিয়াফাতুল্লাহ, মাওলানা আজিজুল মাজীদ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ, মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা আবদুর রহমান, মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ। [মাওলানা কাজী আবদুর রহমান, ইনসানে কামিল; ঢাকা: সিকদার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪ পৃ.১৬-২২] এছাড়াও রয়েছে মাওলানা আজিজুল হক, যিনি জামি‘আ রহমানিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে আছেন। তিনি সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠিনক রাজনীতিতে[৪৭] অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অনেক পরহেজগার, মুত্তকী মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর খলীফা। অসংখ্য 'আলিম, সাধারণ লোক তাঁর কাছে এসে মুরীদ হতেন। আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সাধারণ লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। তিনি 'ইলমি তাসাউফের উচ্চতর মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই তিনি মুরীদ করতেন।[৪৮] তিনি ফিক্‌হ চর্চার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি দৈনন্দিন জীবনের এবং বাস্তব জীবনের অপরিহার্য মাসলা মাসায়ালো প্রচারের জন্য তাঁর মুরীদ এবং আলেম সমাজকে আহবান জানিয়েছিলেন। ইসলামী তাহজীব, তমুদ্দন এবং ফিক্‌হ চর্চার এ মহান প্রচারক মে, ১৯৮৭ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।

১১. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)(১৩১৫হি./১৮৯৮খ্রি. -১২৮৫হি/ ১৯৬৯খ্রি.)

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদুপুরী (র.) ফরিদপুর জিলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার গোপের ভাঙ্গা গ্রামে ১৮৯৮ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মাদ 'আবদুলাহ এবং মাতার নাম আমেনা খাতুন। তিনি পাঠশালয় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া এঙ্গলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে এস.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করেন। এরপর সাহরানপুরে অবস্থিত মাযহারুল উলুম মাদ্রাসায় ফযিল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর দেওবন্দ দারুল উলুম মাদাসা থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। এ মাদ্রাসায় থাকাকালীন তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭), মাওলানা আনওয়ারশাহ কাশ্মিরী (র.)(১৮৭৫-১৯৩৩), মাওলানা সৈয়দ নবীর হোসেন মিয়া(১৮০৫-১৯০২) প্রমূখ বিজ্ঞ 'আলিমদের নিকট দীন কুরআন, হাদীস এবং 'ইলমি ফিক্‌হ এর জ্ঞান অর্জন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্তি কালে তিতিন হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী'র নিকট বায়া'আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর খিলাফত প্রাপ্ত হন।[৪৯]

মাওলানা ফরিদপুরী (র.) শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে প্রথমে তিনি ব্রাহ্মনবাড়িয়ার ইউনিসিয়া মাদ্রাসাশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তাঁর প্রচেষ্টায় পর্যায়ক্রমে ঢাকার বড় কাটরা আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসা ও লালবাগ জামেয়ায়ে কুরআনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি অনেক সংস্কারমূলক[৫০] কাজও করেন। তিনি আমরণ লালবাগ জামেয়ায়ে কুরআনিয়ায় প্রধান শাইখ (মুহতামিম) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকার ফরিদাবাদ কওমী মাদ্রাসা এবং নিজগ্রাম গওহর ডাঙ্গার কওমী মাদ্রাসাটি[৫১]

দায়িত্ব পালন করছেন। মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ ফজলুল করীম পীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, মাওলানা আবদুল আজিজ তাবলীগ জামাতের আমীর হিসেবে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন।

[৪৭]. মাওলানা মোহাম্মদ আলী ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৮ সালে ওলামা সম্মেলন আহবান করেন। ১৯৮১ খ্রি. তিনি 'বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন' নামে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন করেন।তিনি ১৯৮১ খ্রি. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এ নির্বাচনে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। [Bangladesh Election commission Report of the president of Bangladesh-1981.P.67(ANNEXUREC)]

[৪৮]. মুহাম্মদ আবদুল হক, প্রাগুক্ত,পৃ.১৯৩

[৪৯]. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, *মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এর শিক্ষা জীবন*, আল্লামা শামছুল হক স্মরণিকা, গোপালগঞ্জ: খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ.৩-৪

[৫০]. মাওলানা ফরিদপুর (র.) অধ্যাপকনার পাশাপাশি অনেক সংস্কারমূলক কাজও করেন ।যেমন- দাওয়াত ও তাবলীগ বা ইসলাম কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার কর্মসূচী, মসজিদের ইমামগনের মাধ্যমে সমিতি গঠন, কুরআনুল কারীমের তাফসীর মাহফিল চালুকরণ প্রভৃতি।

[৫১]. এ মাদ্রাসাটি তাঁর জন্ম স্থানে অবস্থিত। ১৯৩৭ খ্রি. তিনি এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে অত্র এলাকায় কোন মাদ্রাসা ছিল না। তিনি এ এলাকায় ইসলামী বিধি-বিধান, আইন কানুন তথা 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চার জন্য এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর একান্ত অনুজ ও ভক্ত প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আবদুল আযীয (র.) (১৯০৫-১৯৯৪) কে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই অবদান। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রসহ ইসলামী জ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইসলামী লেখনীর দিক দিয়েও তাঁর অবদান সুমজ্জল। তিনিই প্রথম ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ[৫২] রচনা করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন এবং অন্যদেরকেও গ্রন্থ রচনার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো[৫৩] অনুবাদ করেন।

১. বেহেশতী জেওর ২. ফরউল ঈমান ৩. ছাফায়ে মুআ'মেলাত,৪. হায়াতুল মোসলেমীন, ৫.মুনাযাত-ই-মকবুল ও তা'লীমুদ্দীন।

তাঁর গ্রন্থ অনুবাদের বড় দিক হচ্ছে তিনি হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সহীহ বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ করার জন্য মাওলানা আজিজুল হককে অনুপ্রেরণা দান করেন। বাংলা ভাষায় হাদীস শাস্ত্রের এটা প্রথম সংকলন। তাঁর প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনায় এ ঐতিহাসিক কাজটি মাওলানা আজিজুল হক সম্পন্ন করেন। বুখারী শরীফের এ অনুবাদকর্ম সাত খন্ডে বিভিন্ন সময় ঢাকায় প্রকাশিত হয়।[৫৪]

বেহেশ্‌তী জিওর, তিজারতের ফযিলত, ফাযাইলে মুআমালাত গ্রন্থ তিনটি ফিক্‌হা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য অবদানরূপে গণ করা হয়। 'ইলমি তাসাউফ ও তরীকতের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনেক। এ দেশে তাঁর বহু মুরীদ ও ভক্ত রয়েছে। 'খাদিমূল ইসলাম' জামায়াতটির প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। এ মহান বুযুর্গ ১৯৬৮ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। নিজবাড়ী গওহার ডাঙ্গায় তাঁকে দাফন করা হয়।

১২. নুর মোহাম্মাদ আজমী (র.) (১৩১৭হি./১৯০০খ্রি.--১৩৯২হি./১৯৭৩খ্রি.

বিখ্যাত 'আলিম ও মুফতী নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে ফেনী) অন্যতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা নুর মোহাম্মাদ আজমী (র.) ফেনী জেলার সিলোনিয়া এলাকার নিযামপুর গ্রামে ডিসেম্বর, ১৯০০ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ আলী আজম। তাঁর প্রপিতামহ শেখ মনীরুদ্দীন ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়াতুল্লাহ'র সমসাময়িক ছিলেন। এ জন্য তার দিকে ইংগিত করে তাঁকে ফরায়েজী বলেও অনেকে অভিহিত করা হত।[৫৫] তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় নিযামপুরের আবুর হাট মাদ্রাসায় এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি চট্রগ্রামে দারুল 'উলুম মাদ্রাসায় জামাতে ছাহারামে ভর্তি হন। সেখানে তিনি চার বছর লেখাপড়া করে ১৯২৫ খ্রি.জামাতে উলা পাশ করেন।[৫৬] এরপর তিনি ১৯২৮ খ্রি.-১৯৪৩ খ্রি.পর্যন্ত ফেনী আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৫ খ্রি. তিনি চাকুরী বাদ দিয়ে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী ও ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ বিষয়ের

মুহতামিম হিসেবে নিয়োগ দান করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের অন্যতম কওমী মাদাসা হিসেবে বিবেচিত হয়ে চলছে। (দ্র.প্রসপেক্টাস, আল জামি'আ আল ইসলামিয়া, গওহরডাঙ্গা.পৃ.৩)

৫২. মাওলানা ফরিদপুরী (র.) বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে মৌলিক গ্রন্থই প্রায় শতাধিক। এ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থগুলো হলো- তাফসীরুল কুরআন, পাঞ্জ সূরার তাফসীর, আমপারার তাফসীর, পীরের তাফসীর, প্রশ্ন উত্তরে তাসাউফ, মুক্তির পথ, তাছাউফ তত্ত্ব, এছলাহে নফস, এলমের ফজিলত, নামাজের ফজিলত, রোজার ফজিলত, জেকেরের ফজিলত, হজ্জের ফজিলত, নামাজের অর্থ, ছহীহ নামাজ শিক্ষা, দ্বীনিয়াত ও নামাজ,তাবলগের ফজিলত, হাদীসে আরবাঈন, আমলে কোরআনী, বেদআত ও ইজতিহাদ, জেহাদের আহবান, মাতৃজাতির মর্যাদা, শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন, ঈদ ও চাঁদ সমস্যার সমাধান,তিন তালাকের সমস্য ও সমাধান, ইসলামী পরিবার পরিকল্পনা, বাংলা ফরায়েজ, নেতার কর্তব্য, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, সংক্ষেপে ইসলামী জিন্দেগী, বিদায় হজ্ব, ভোটারের দায়িত্ব, মাতা পিতার হক, হাদীসের রত্ন ভান্ডার,খেদমতে খালক, জনসেবা, জনগণের কর্তব্য, মাদ্রাসা পদ্ধতি, ইসলামের অর্থনীতি, কুটির শিল্প ও ইসলাম। [মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার , ফরিদপুরে ইসলাম, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৭ খ্রি.পৃ.২০২-২০৪

৫৩. মাওলানা নুর মোহাম্মাদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি.পৃ.২৪৮

৫৪. মাওলানা মুহাম্মাদ তকী ওসমানী, *নকুস-এ-রফতেগা*, দেওবন্দ:মাকতাবা জাবীদ-১৪১৪ হি.পৃ.১১

৫৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্তপৃ.১৯৮

৫৬. নুর মোহাম্মাদ আ'জমী, *আমার জীবন*; ফেনী, ১৯৭৩ খ্রি.পৃ.২

Dhaka University Institutional Repository

উপর ২ বছর অধ্যয়ন করেছেন।[৫৭] আজমী (র.) হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এর জীবনাদর্শকে মনে প্রাণে ধারন করেছিলেন। তাই তিনি সমাজকে ইসলামী ধাচে সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইসলামী আইন চর্চাকে ব্যপক প্রসারের জন্য এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দু'ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেন-

১। যুগসৃষ্ট নব নব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে ইজতিহাদের ধারাকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং এ ধারায় ইসলামের গতিশীলতাকে চির অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

২। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এমন সব লোক তৈরী করতে হবে, যাঁরা বিশ্বের দরবারে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গুণাবলী ফুটিয়ে তুলতে পারে। [৫৮]

মাওলানা নূর মোহাম্মাদ মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের[৫৯] ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ১৯৩০ খ্রি. 'জমিয়াতুল মোদাররেসীন' নামে প্রথম একটি সংগঠন গড়ে তুলেন।[৬০] এ সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে তাঁর নিজের সম্পাদনায় 'বাংলা তালিম' নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১৯৫৫খ্রি.-১৯৫৮খ্রি. পর্যন্ত এর সম্পাদকের দায়িত পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি ইসলামী তাহজীব তামুদ্দন, ইসলামী ফিক্‌হ, আইন-কানুন, মাসলা- মাসায়ালা সম্পর্কিত নানাবিধ লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়[৬১] লিখতেন। আজমী (র.) বিভিন্ন পত্রিকায় লেখনীর পাশাপাশি অনেক মৌলিক গ্রন্থ[৬২] এবং অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা, উর্দু ও আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়ায় আরবী ও উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোকে তিনি অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

অনুবাদ গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হল- "মিশকাত শরীফের ভূমিকা ও অনুবাদ"। এ গ্রন্থটি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন ও মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) ও ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। মাওলানা আজমী (র.) এ গ্রন্থটিকে ১০টি খন্ডে অনুবাদ করার উদ্যোগ নিলেও তিনি ৭টি খন্ড পর্যন্ত করে ইন্তেকাল করেন। পরে অবশিষ্ট ৩ টি খন্ড অনুবাদ করতে পারেননি। অনূদিত ৭টি খন্ডের মধ্যে ৫টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.) এর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা'র অনুবাদ করেন। তাঁর গবেষণাধর্মী ৩টি গ্রন্থ রয়েছে তা হল: 'খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ', 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা', ও 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার'[৬৩]তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- "তা'লীফাতে' ওলামা-এ-পাক ও

---

৫৭. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮

৫৮. ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ,প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯

৫৯. ইলমি ফিক্‌হ চর্চার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কাার অতীব জরুরী । তাই তিনি ১৯২৯ খ্রি. ফেনী আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় থাকাকালীনই আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর পাঠ দানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।১৯৪৫ খ্রি. কলিকাতায় গবেষণাকালে 'মাদারিসে আরাবিয়াহ কা নেজামে তালীম' নামে একটি ৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তক রচনা করে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। (ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৮৯) ১৯৪৬ খ্রি. মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কল্পে 'মোয়াজ্জেম হোসাইন শিক্ষা কমিশনে, তাঁর লিখিত এক প্রস্তাব পেশ করেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় সাধারণ শিক্ষার বিষয়াবালী পাঠ্যভূক্ত হয়।

৬০. ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯ ; বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীন এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৮ খ্রি. এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৬১. তিনি ১৯৩৭ খ্রি. থেকে বিভিন্ন পত্রিকা যেমন-আজাদ, নবযুগ, মোহাম্মদী,ইসলামী একাডেমী পত্রিকা, মীনার, জাহানে নও, ইনসাফ ইত্যাদি দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্র-পত্রিকায় ইসলামী আহকাম সম্বন্ধীয় লেখা লিখতেন।

৬২. মাওলানা আজমী (র.) সুবৃহৎ 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থটি রচনা করেন। এটিতে মোট ৩৯৪ পৃষ্ঠা রয়েছে। এখানে হাদীস শাস্ত্রের পরিচিতি, ইতিবৃত্ত, পরিভাষা, হাদীস শিক্ষা দানে মাদ্রাসা শিক্ষক ও মুহাদ্দিসগণের পরিচিতি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এটি ইসলামী সাহিত্য জগতে অন্যন্য সংযোজন। [সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০]

৬৩. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দ” ও “তারিখু ফুনুনিত তাফসীর”। মাওলানা আজমী (র.) মেধা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে ‘ইলমি ফিক্‌হ চর্চার জন্য মাদ্রাসাগুলোকে সংস্কারের নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলামী বিধি-বিধান, আইন-কানুন তথা ইসলামের বিভিন্ন দিকের নির্দেশাবলী মুসলিম সমাজে প্রচারের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন।

১৩. মুফ্‌তী দীন মুহাম্মাদ খান (র.) (১৩১৭হি./১৯০০খি.-১৩৯৩হি./১৯৭৪খ্রি.

বিখ্যাত মুফতী মাওলানা দীন মোহাম্মাদ খান জানুয়ারী, ১৯০০ খ্রি. ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের(পাকিস্তান) বাজুর এলাকার অধিবাসী। ১৮৯১ খ্রি. মনিপুরের (আসাম) যুদ্ধ কালীন সময় তাঁর পিতা বৃটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নূর উল্লাহ খান ঢাকায় আসেন। চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস আরম্ভ করেন।

মুফতী দীন মুহাম্মাদ খান চকবাজার জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম মাওলানা ইবরাহীম পেশোয়ারীর নিকট প্রথম থেকে ‘সিহাহ সাত্তাহ’ পর্যন্ত অধ্যায়ন করেন। এরপর দেওবন্দ গিয়ে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। এরপর দিল্লীর আমিলিয়া মাদ্রাসায় তিনি মুফ্‌তী কিফায়েতুল্লাহ (র.) এর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেন। তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তি করে ঢাকার হাম্মাদিয়া শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি প্রায় এক যুগ ফিক্‌হ বিষয়ক শিক্ষকতা করে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মা গমন করেন। তিনি সেখানের রেঙ্গুনস্থ বাংঙ্গালীদের জামে মসজিদে মুফতী ও খতীব নিযুক্ত হন। এ সময় থেকেই তিনি লোক সমাজে মুফতী নামে আখ্যায়িত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে ঢাকায় ফিরে আসেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় তিন বছর অধ্যাপনা করেন।

১৯৫০ সালে ঢাকায় লালবাগ ‘জামেয়া-এ-কোরআনিয়া মাদ্রাসায় হাদীস ও তাফসীরের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি “পূর্ব বাংলা জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম”-এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৬৪] মুফতী দীন মোহাম্মাদ ছিলেন একজন সুবক্তা। তিনি উর্দু ভাষায় পারদর্শী থাকায় উর্দু ভাষায় বক্তৃতা ও ওয়াজ নসীহাত করতেন। তাঁর বার্মায় ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। আওলাদে রাসুল মাওলানা আবদুল করীম মাদানী বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আরবীতে ওয়াজ নসীহত করলে মুফতী মোহাম্মাদ দীন এর বাংলায় অনুবাদ করে দিতেন। তিনি ফাতওয়া ফারাইয প্রদানে ছিলেন সুবিজ্ঞ জনসাধারণের কাছে তিনি মুফ্‌তী সাহেব নামেই সমাধিক পরিচিত ছিলেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রের খেদমতের কারনে তিনি মানুষের কাছে অমর হয়ে আছেন। তাঁর নেতৃত্বে ‘স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় সীরাত কমিটি’ গঠিত হয় এর দেখা দেখি সারাদেশের জেলা, মহকুমা, থানা, হেড কোয়াটারসহ প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত সীরাত কমিটি গঠিত হতে থাকে এবং ঐসকল কমিটির মাধ্যমে বিরাট বিরাট সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে সারাদেশে ইসলামী জাগরণের সৃষ্টি হয়।[৬৫] তিনি ১৯৭৪ খ্রি. ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে লালবাগ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

১৪. মাওলানা মুফতী আব্দুল মজিদ (র.) (১৩১৮হি./১৯০১খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.

অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ (র.) ১৯০১ খ্রি.চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ইসলামপুর (সাবেক দেবীপুর) গ্রামে ১৮৯২ খ্রি.[৬৬]মতান্তরে ১৯০১ খ্রি.[৬৭] জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার

---

[৬৪]. জুলফিকর আহমদ কিসমতী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬

[৬৫]. ড.মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ , প্রাগুক্ত, পৃ.২১৮

[৬৬]. আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ সংস্থা, *লাকসাম কর্তৃক সীরাতুন্নবী স্মরণিকা*, ১৯৮৮,পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

নাম মুহাম্মাদ আলী ফরাজী এবং মাতার নাম আফজান বিবি। মাওলানা আবদুল মজিদ প্রাথমিক নিজগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে চাঁদপুর জেলার কামরাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা হতে ১৯২৪ খ্রি. দাখিল পাশ করেন। এরপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯২৮ খ্রি.ফাজিল পাশ করেন।তিনি এ মাদ্রাসা থেকে মোহাম্মাদী আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩০ খ্রি.কৃতিত্বের সাথে কামিল (ফিক্হ) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর নিজ উপজেলা মজিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে এবং পরে লাকসাম উপজেলাধীন পশ্চিমগাঁও মাদ্রাসায় সহ-সুপার পদে যোগদান করেন।[৬৮] অত:পর তিনি লাকসাম উপজেলাধীন নওয়াব ফয়জুন্নেসা ওল্ড স্কীম মাদ্রাসায় যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এ মাদ্রাসাটি দৌলতগঞ্জ বাজারের পূর্ব প্রান্তে গন্ডামারায় স্থানান্তিরত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ মাদ্রাসাকে দৌলতগঞ্জ বাজারের দক্ষিণে গাজীমুড়া গ্রামে স্থানান্তর করা হয়। এখানে মাওলানা আঃ মজিদকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং পরে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।[৬৯] দৌলতগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসাটি ১৯৫৮ খ্রি.আলিয়া মাদ্রাসা হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ আ: মজিদ অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সহিত কাজ করেছেন। ৫০ বছর যাবত তিনি এ মাদ্রাসায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইসলামী আইন-কানুন, মাসলা মাসায়ালার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সমাজের বিভিন্ন মাসয়ালা সম্পর্কিত সমস্যার জন্য তাঁর কাছে আসত এবং তিনি তা সমাধান দিতেন। তিনি ফকীহ হিসেবে তিনি এখানে ফিক্হ চর্চায় অসমান্য অবদান রেখেছেন।তাঁর অসংখ্য ছাত্র[৭০] রয়েছে যাঁরা এ মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সমাজের অনেক উচু স্তরে অবস্থান করে আছে। বিখ্যাত মুফতী মাওলানা অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ বাধ্যক্যজনিত কারনে অত্র মাদ্রাসা থেকে অবসরগ্রহণের পর ১৯৮৭ খ্রি.২৬ মার্চ রাত্র ১১.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন।

১৫. মাওলানা আব্দুল আজীজ (র.) (১৩২০হি./১৯০৩খি.-১৪৯৪হি./১৯৯৪খ্রি.

বিখ্যাত ‘আলিম, মুফতী মাওলানা আবদুল আজিজ(র.) ১৯০৩ খ্রি.পিরোজপুর জেলার নজিরপুর থানার চৌঠা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মফেজ উদ্দীন ছিলেন পরহেজগার ও মুত্তাকী।তাঁর মাতার নাম আমেনা বিবি। [৭১] প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১৫ খ্রি.খুলনার কচুয়া থানার বটতলা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯২৩ খ্রি. তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯২৮ খ্রি.জমাতে উলা (ফাযিল) পাশ করেন। অত:পর খুলনা জেলার গজারিয়া মাদ্রাসা থেকে১৯২৯ খ্রি.দাওরায়ে হাদীছ পাশ করেন।[৭২] মাওলানা আব্দুল আজিজ (র.) ১৯৩১ খ্রি. মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) এর প্রতিষ্ঠিত খুলনা জেলার গজালিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক ও পরবর্তীতে উক্ত মাদ্রাসায় মোহতামিম পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তাঁর ফিক্হ বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান থাকায় তিনি ফিক্হ বিষয়ের উপরও শিক্ষা দিতেন। ১৯৩০ খ্রি.-১৯৩৭ খ্রি. পর্যন্ত তাঁর নিজ গ্রাম চৌঠাইতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় মুহতামিম হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

---

[৬৭]. মাওলানা নুর মোহাম্মাদ আজমী, *হাদিসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ.২৩৭

[৬৮]. প্রাগুক্ত,পৃ.২৩৮

[৬৯]. আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ সংস্থা, লাকসাম কর্তৃক প্রকাশিত সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, ১৯৮৮,পৃ.১৪

[৭০]. ব্যারিষ্টার সাইয়্যেদ হাবিবুল হক, (পশ্চিমগাঁও, নবাব বাড়ী, লাকসাম, কুমিল্লা), মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ (পীর সাহেব মৌকরা), মাওলানা আবদুর রহীম (সাবেক মুফতী, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা), হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল (সাবেক প্রিন্সিপ্যাল, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা), অধ্যাপক ড. রুহুল আমীন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[৭১]. আব্দুর রাজ্জাক, ফরিদুপুর , *গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেবের জীবনী*, গোপালগঞ্জ: আল্লামা শামসুল হক একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৮

[৭২]. প্রাগুক্ত,পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে তিনি ১৯৩৭ খ্রি.গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার গওহরাডাঙ্গায় জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম খাদেমূল ইসলাম মাদ্রাসায় মোহতামিম পদে যোগদান করেন। তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এমাদ্রাসাতেই কর্মরত ছিলেন।[৭৩] মাওলানা আব্দুল আজীজ (র.) ছাত্র জীবন থেকেই বিখ্যাত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের[৭৪] সান্নিধ্য লাভ করে তাসাউফ অর্জন করেন। তিনি ১৩৬০ হিজরী সনে প্রথম হজ্জ্ব আদায় করেন। এর পর গরহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় মোহতামিমের দায়িত্ব পালন কালে ১৯৩৯ খ্রি. দ্বিতীয় বার হজ্জ আদায় করেন। হজ্জ্ব থেকে ফিরে এসে নিজেকে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে 'ইলমি ফিক্‌হ এর প্রচার ও প্রসার করেন। তিনি শেষ বয়সে তাবলীগ জামায়াতের সাথে যুক্ত হন। তিনি ১৯৩৭ খ্রি. থেকে ১৯৯৪ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৭ বছর জামেয়া ইসলামিয়ার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ইসলামী ফিক্‌হ এর একজন অন্যতম প্রসার ও প্রচারক হিসেবে খ্যাতি হয়ে আছেন। এ বিখ্যাত 'আলিম ১৯৯৪ খ্রি.১৬ সেপ্টেম্বর, রোজ শুক্রবার রাত ১০টা ৫ মিনিটের সময় গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন এবং গরহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৭৫]

১৬. মাওলানা মনযুরুল হক (র.)(১৩২৪হি./১৯০৩খ্রি.--১৪১৩হি./১৯৯২খ্রি.)

বিখ্যাত 'আলিম, মুফতী মাওলানা মনযুরুল হক ১৯০৩ খ্রি.নেত্রকোণা জেলার আটপাড়া থানার ভূগাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আলীমুদ্দীন ছিলেন বিখ্যাত 'আলিম ও পরহেযগার। মাওলানা মনযুরুল হক কিশোরগঞ্জ জেলার জঙ্গলবাড়িয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে জামাআত সাহরাম পর্যন্ত পড়েন। এর পর সিলেট সদর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে জমায়েত-এ-উলা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পরবর্তীতে তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে দাওরায় হাদীস পাশ করেন। এ সময় তিনি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এবং মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর নিকট 'ইলমি দীন শিক্ষা গ্রহণ করেন। এসময় তিনি ইসলামী বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।[৭৬]

মাওলানা মনযুররুল হক শিক্ষা জীবন সমাপ্তি করে কর্মজীবন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করেন। এক বছর পর তিনি নেত্রকোণা আঞ্জুমান আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে হেড মাওলানা পদে যোগদান করেন। এ সময় তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হন এবং ময়মনসিংহ জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়কার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন ছিলেন সভাপতি এবং গিয়াস উদ্দীন পাঠান ছিলেন এর সম্পাদক।[৭৭] তিনি ১৯৫২ সালে কিশোরগঞ্জে গঠিত নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ খ্রি.পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচনে তি মুসলিমি লীগ

---

৭৩ . প্রাগুক্ত, পৃ.২২

৭৪. মাওলানা আবদুল আজীজ (র.)ছারছীনা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে ওলী কুল শিরোমনী মাওলানা নিছার উদ্দীন (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'ইলমে তাছাউফের সবক নেন। এখানে থাকা অবস্থায় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুর (র.)এর কাছে তাসাউফের বায়াত গ্রহণ করেন। এর পর তিনি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর কাছে ৪০ দিন অবস্থান করে তাসাউফ শিক্ষায় পরিপূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি মাওলানা জাফর আহমদ উসমান (র.) মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর সান্নিধ্যও লাভ করেন। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এর ইন্তিকালের পর তিনি মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর খিলাফত লাভ করেন।(আব্দুর রাজ্জাক, ফরিদপুর, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেবের জীবনী, গোপালগঞ্জ: আল্লামা শামসুল হক একাডেমী, ১৯৯৪,পৃ. ৪২)

৭৫. আবদুর রাজ্জাক, প্রাগুপ্ত: পৃ.৬৯

৭৬. ড. মোঃ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫, পৃ.২৮৫

৭৭. প্রাগুক্ত.পৃ.২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

মনোনীত প্রার্থী আবদুল আজিজ সাহেবকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে পুর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।[৭৮]

তিনি ইসলামী শিক্ষা বিকাশ তথা ইসলামী আইন, ‘ইলমি ফিক্‌হ চর্চার জন্য নেত্রকোনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গারো পাহারের পাদদেশে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নেত্রকোণা শহরের এন.আকন্দ আলিয়া মাদ্রাসা এবং মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখান থেকে অসংখ্য ফকীহ বের হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ফিক্‌হ চর্চায় রত আছেন। মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসায় তিনি অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করার সুবাধে ফিক্‌হ চর্চায় অসংখ্যা অবদান রেখেছেন। তিনি ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রি. ইনতিকাল করেন।

১৭. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আযীযুল হক(র.)(১৩২২হি./১৯০৪খ্রি.-১৩৮০হি./১৯৬১খ্রি.)

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আযীযুল হক (র.) ১৩২২ হিজরী সনে চট্রগ্রাম জিলার পটিয়া থানাধীন চরকানাই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা নূর আহমদ। তিনি জিরী মাদ্রাসা হতে দাওরা পাশ করে ভারতে সাহারানপুর মাযাহিরে উলুম মাদ্রাসা হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৩৪৫ হিজরী সনে জিরি মাদ্রাসার শিক্ষক হন। ১৩৫৭ হিজরী সনে পটিয়ায় কাসিমূল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একদিকে মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। অপর দিকে তাসাউফ ও তরীকতের শাইখ ছিলেন। তিনি উর্দূ ভাষায় কয়েকখানা কিতাবও লিখেছেন। বিশেষ করে এর মধ্যে ‘আল-ইতিদাস’ ও ‘খইুয যাদ’ উল্লেখযোগ্য । ১৯৬১ ইং সনে তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

১৮. মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন (র.)(১৩২৩হি/১৯০৫খ্রি.-১১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রি.)

বিখ্যাত ‘আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোসাইন কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার কালা সাগরদি গ্রামে ১৯০৫ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আলীমুদ্দীন এবং মাতার নাম আরশী বিবি। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ঢাকার নওয়াব বাড়িস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯২৮ ও ১৯২৯ খ্রি.জামাআতে পাঞ্জম ও চাহরম শ্রেণী পাশ করেন। ১৯৩২ খ্রি.সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা থেসে আসাম বেঙ্গল বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ডিষ্টিংশন নম্বরসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৩৬ খ্রি. দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরায় হাদীস পাশ করেন। সেখানে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) হাদীস পঠন ও পাঠনের জন্য তাঁকে খুসুসী সনদ প্রদান করেন। ১৩৫৬ হিজরীতে মাত্র এক বছর দু'মাসে পূণ্ কুরআন মাজীদ হিফয করেন।[৭৯]

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি ঢাকা নওয়াব বাড়িস্থ ইসলামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫২ খ্রি.চকবাজারস্থ হুসাইনিয়া আশ্রাফুল উলুম বড় কাটরা মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করেন। এখানে তিনি ‘ইলমি হাদিসের পাশাপাশি ফিকহ শাস্ত্র ও শিক্ষা দিতেন। তিনি মুহাক্কিক আলিম হিসেবে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে যারা পরবর্তী কর্মময় জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পালন করে আসছেন। তাঁরই ছাত্র ও ছেলে অধ্যাপক ড.এ.এইচ.এম.মুজতবা হোছাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থেকে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান তথা ফিক্‌হ শাস্ত্র চর্চায় অভূতপূর্ব অবদান রাখছেন। মাওলানা তফাজ্জল

---

৭৮. জসীম উদ্দিন খান পাঠান, *মাওলানা মনজুর*, ময়মনসিংহ: মাসিক জাগো মোজাহিদ, নভেম্বর, ১৯৯২, পৃ.৩৩

৭৯. হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন: মাওলানা মুহাম্মাদ তফজ্জল হোসাইন এর গ্রন্থকার পরিচিতি।

Dhaka University Institutional Repository

হোছাইন(র.) অনেক গ্রন্থ[৮০] রচনা করেছেন যা ইসলামী জ্ঞান প্রসার ও প্রচারে এক মাইলফলক হয়ে রয়েছে। এ মহান জ্ঞান তাপস ১০ মে, ১৯৯৫ খ্রি.ইন্তেকাল করেন।

১৯. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক (র.)(১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.)

ইসলামী ফিক্হী সম্প্রসারণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, ধর্মভীরু, হক্কানী পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছাহাক(র.) ১৯০৫ খ্রি.বরিশাল জেলার কীর্তনখোলা নদীর পূর্ব পাড়ে পশুরীকাঠী গ্রামের সুবিখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আমজাদ আলী এবং মাতার নাম ফাতেমা খাতুন।[৮১] জন্ম লগ্ন থেকেই তিনি এক অপূর্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতামাতার নিকট তিনি কোন অন্যায় অশোভন আবদার করতেন না। স্বীয় পিতামাতার নিকট ইসলাম ধর্মের অতীত ঐতিহ্য শুনে আশ্চর্য হয়ে পড়তেন।[৮২] মাওলানা এছাহাক (র.) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বিখ্যাত ক্বারী মাওলানা মোহাম্মাদ ইব্রাহীম (র.) এর নিকট পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিখেন। এরপর ভোলা দারুল হাদীস আলিয়া মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে ফাজিল পাস করে চট্রগ্রামের হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে দাওরায় হাদীস পাস করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ক্বারী ইব্রাহীম (র.) এর হাতে বয়াত হন। পরবর্তীতে আধ্যাত্মিক সাধনায় অনেক উপরের স্তরে উন্নীত হলে তিনি তাঁর পীর ইব্রাহীম (র.) এর কাছ থেকে খিলাফত লাভ করেন।[৮৩]

মাওলানা এছাহাক (র.)খিলাফত লাভের পর তিনি মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে এবং আল্লাহ প্রেমিক হওয়ার আহবান জানান। বিভিন্ন ওয়াজ মাওফিলে তাঁর এ আহবানে হাজার হাজার মানুষ সাড়া দিয়ে তাদের জীন্দেগী পরিবর্তন করে ফেলেন। তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ ওয়াজ সকলকে মোহিত করে ফেলত। তিনি তাঁর ওয়াজের মধ্যে কুরআন হাদীসের মূল কথাগুলো যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করতেন। মানুষকে হেদায়েতের দিকে আহবান করতেন। বিভিন্ন মাসলা মাসাআলা, ইসলামী আহকাম, বিধি বিধান তথা ইসলামী ফিক্হ এর উপর বিভিন্ন ভাবে আলোকপাত করতেন। তাঁর মঙ্গল পরশে হাজার হাজার মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। অনেক দুস্কৃতকারী আল্লাহমুখী, পরকালমুখী হয়েছে। তিনি কুরআন, হাদীস তথা 'ইলমি ফিক্হ চর্চার জন্য অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা[৮৪] করেছেন। তিনি ইসলামী বিধি বিধান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অনেক ইসলামী আহকাম সম্বলিত এবং মানুষকে পরকালমুখী

---

৮০. তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স.) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (স.) : মুজিযা ও দার্শনিক তাৎপর্য, শবেকদর ও শবেবরাত, সৃষ্টি নহে প্রীতি বন্ধন, সুল্লামূল 'উলুম এর শরাহ । সম্পাদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- তাফসীরে আশরাফী, কুরআন মজীদের অনুবাদ, সৌভাগ্যের পরশমনি, পরিবার নহে কারাগার প্রভৃতি।

৮১. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্ব কোষ, ঢাকা: ইফাবা, জুন, ১৯৮৯, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.১৮৯

৮২. মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া দরবেশ, *সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী*, ১ম মুদ্রণ: ১ অগ্রহায়ন, ১৩৮৪ বাংলা, পৃ. ৯-১০

৮৩. হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক, *হযরত ক্বারী ইব্রাহী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, সংশোধিত সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯৫ বাংলা, পৃ.১৬

৮৪. তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে অন্যতম মাদ্রাসা হল চরমোনাই রশীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা। এছাড়াও রয়েছে- বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জে রতনপুর মাদ্রাসা, হিজলা থানার গোষেরচর কিলের হাট সংলগ্ন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হিজলা থানার হরিণাথপুর গ্রামে মুন্সী আবুল হাসেম সাহেবের বাড়ী সংলগণ্ড জামেয়া এছাহাকিয়া কওমী মাদ্রাসা, ঢাকা জেলার ধামরাই থানাধীন হাতকোড়া দরসে নেজামী মাদ্রাসা, মূলধন মাদ্রসা, মানিকগঞ্জ জেলার নান্দেশ্বরী মাদ্রাসা, দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর মাদ্রাসা ও বাঘুটিয়া মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য অনেক গ্রন্থ[৮৫] লিখেছেন। এ মহান পীরে কামেল, হাদিয়ে মিল্লাত ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।

২০. হযরত মাওলানা আযিযুর রহমান রহ. (১৩২৮হি./১৯১১খ্রি.-১৪২৮হি./২০০৮খ্রি.)

১৯১১ খ্রি. ঝালকাঠী সদর উপজেলার বাসান্ডা (বর্তমান নাম নেছারাবাদ)[৮৬] গ্রামের এক দীনি পরিবারে মাওলানা আযিযুর রহমান কায়েদ সাহেব[৮৭] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে মুহাম্মদ মফিজুর রহমান (মৃ.১৯১৮) ও মোসাম্মৎ জিনাতুন্নেছা।[৮৮] ১৯৪২ সনে 'ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে উলা জামাত (ফাজিল) কৃতিত্বের সাথে পাশ করে, 'কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায়' টাইটেল (কামিল) ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সনে মাদ্রাসার এ-সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন।[৮৯] তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু, ফার্সী ভাষায় বিশেষ দখল রেখেছেন। এছাড়া তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, বালাগাত, মান্তিক ও তাছাউফশাস্ত্রে উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করেন।[৯০] তিনি কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে পাক-ভারত উপমহাদেশের অনেক খ্যাতনামা 'আলিম ও শিক্ষাবিদের সান্নিধ্যলাভ করেছেন।[৯১]

কর্মজীবনে তিনি টাইটেল পাশ করার পর ১৯৪৫ সনে কোলকাতা থেকে দেশে ফিরে 'ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসায়' শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। আযিযুর রহমান অত্যন্ত সাধাসিধে ছিলেন। কায়েদ সাহেবের সুদীর্ঘ শিক্ষকতার আমলে নিজহাতে গড়েছেন হাজার-হাজার ছাত্র; যারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফিক্‌হ আইন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন বা রেখে চলেছেন।[৯২] তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের উপর অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল:

---

[৮৫]. তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৭টিরও অধিক। তার মধ্যে অন্যতমগুলো হলো: রাহে জান্নাত, এস্কে দেওয়ানা, নুজাহাতুল ক্বারীর সরল ব্যাখ্যা, আশেক মাশুক, জেহাদে ইসলাম, মারেফাতের হক, ছওয়াল জওয়াব, জুমার নামাজ, ক্বারী ইবরাহীম (র.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, কবরের আযাব সত্য দেখিনা কেন? প্রমূখ গ্রন্থরাজি।

[৮৬]. মাওলানা আযিযুর রহমান নিজ জন্মস্থান বাসাণ্ডা গ্রামকে ছারছীনা পীর হযরত নেছারুদ্দীন (র.)-এর নামানুসারে 'নেছারাবাদ' নামকরণ করেন এবং সে অনুযায়ী তিনি নিজেকেও নেছারাবাদী (নেছারাবাদের বাসিন্দা) হিসেবে পরিচিতি প্রদান করতেন।

[৮৭]. ছারছীনা পীর হযরত মাওলানা নেছার উদ্দীন (র.) আযীযুর রহমানের নেতৃত্বসুলভ গুনাবলীতে মুগ্ধ হয়ে ১৯৪৫ সনে তাকে কায়েদ (নেতা) উপাধিতে ভুষিত করেন

[৮৮]. অধ্যক্ষ মো: খলিলুর রহমান/অধ্যাপক মোহা: আবু জাফর মুকুল, হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র 'দৈনিক সত্যকণ্ঠ', ঝালকাঠী: বৃহস্পতিবার, ২ জৈষ্ঠ্য ১৪১৫, ১৫মে, ২০০৮, পৃ. ৩, কলম:4; সম্পাদনা পরিষদ, আদর্শ সমাজ বাস্তবায়ন পরিষদ, *আলোর দিশারী হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ.*,ঢাকা: মিরাজ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ২০০৮, পৃ. ৭

[৮৯]. আযিযুর রহমান প্রায় সকল ক্লাসে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের কারনে মেধাবৃত্তি লাভ করেন এবং সে টাকা দিয়েই শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন। [খলিলুর রহমান ও মুকুল, পৃ. ৩-4]

[৯০]. আলোর দিশারী হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (র.), পৃ. ৮

[৯১]. আযিযুর রহমান পাক-ভারতের যে সকল খ্যাতনামা আলিম ও শিক্ষাবিদদের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছিলেন তাঁরা হলেন: ছারছীনার পীর হযরত মাওলান নেছারুদ্দীন (র.), মুফতী আমিমুল ইহসান (র.), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (র.), কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি ফররুখ আহমদ প্রমূখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [খলিলুর রহমান ও মুকুল, পৃ. ৪]

[৯২]. মাওঃ আযিযুর রহমানের হাজার-হাজার ছাত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: প্রফেসর ড. মো: মুস্তাফিজুর রহমান (জ. ১৯৪১, সাবেক ভিসি. ইবি, কুষ্টিয়া ও অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাবি.), ড. আ.র.ম. আলী হায়দার (প্রফেসর, ইসলমিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি), অধ্যক্ষ আবদুস সাত্তার (১৯০১-'০৬, সাবেক অধ্যক্ষ, 'মিঠাখালী সিনিয়র মাদ্রাসা'), ড. আ.ব.ম. সিদ্দিকুর রহমান রহ. (১৯৫৫-'০৭, সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ইবি, কুষ্টিয়া), আখতার ফারুক (জ. ১৯৪২, সাবেক সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম), মাওঃ আবুল কালাম

Dhaka University Institutional Repository

মুজাদ্দিদ-ই আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি[৯৩], ইসলাম ও রাজনীতি[৯৪] ইসলামী জীবনপদ্ধতি-১ (হাকীকতে ইলম)[৯৫], ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ,[৯৬] হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের পরিচিতি ও আজকারে খামছা, পাক-ভারত বাংলাদেশে তরীকতের সর্বোত্তম ছেলছেলা।[৯৭] ইসলামী জিন্দেগীর বুনিয়াদী চল্লিশ হাদীস, দিশারী-সিরিজ নং-১ থেকে ৫,[৯৮] তাজভীদুল কুরআন[৯৯], নিত্য প্রয়োজনীয় দোয়া ও দরূদ-দোজাহানের সম্বল[১০০], তরিকা-ই-ছুন্নীয়া[১০১], আহলে ছুন্নত অল-জমায়াতের পরিচয় ও আকায়েদ[১০২], ইসলাম ও তাছাওফ[১০৩], ইসলামী জিন্দেগী, কেয়ামতের আলামত, হেদায়েতে

মোঃ ইউসুফ (জ. ১৯৩৮, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ), কবি রুহুল আমিন (জ. ১৯৪২, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব), আল্লামা দেলোয়ার হোসাই সাঈদী (জ. ১৯৪০, সাবেক সংসদ সদস্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তাফসীরকারক ও ইসলামী চিন্তাবিদ) প্রমূখসহ তৎকালীন সময়ে 'ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে পাশকৃত দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসা, বিশেষ করে বৃহত্তর বরিশালের অধিকাংশ মাদ্রাসার প্রধান ও সিনিয়র শিক্ষকগণ মাওঃ আযিযুর রহমানের ছাত্র ছিলেন। [আলোর দিশারী হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (র.) পৃ. ৮]

[৯৩]. মুজাদ্দিদ-ই আলফেছানী রহ.-এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৬০, ৩য় সংস্করণ জানুয়ারী, ১৯৯৩,পৃ. ১১১। গ্রন্থটির প্রথমে প্রকাশকের আরজ, এরপর ধারাবাহিকভাবে সূচীপত্রসহ সর্বমোট ২৫টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৯৪]. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান কর্তৃক সংকলিত, ইসলাম ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৬৩ ও ৩য় সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৩, সর্বমোট পৃ. ৩০। গ্রন্থটির প্রথমে মুসলমান ও ঈমানদারদের দায়িত্ব সম্পর্কিত সহীহ বুখারী ও মুসলীম, সুনানু আবি দাউদ ও নসাঈ শরীফের ০৪টি হাদীস রয়েছে, এরপর ধারাবাহিকভাবে সূচীপত্রে ৭টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সনে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহর' মজলিসে শুরার অধিবেশনে নাযেমে আ'লা মাওলানা আযীযুর রহমানের প্রদত্ত ভাষন অবলম্বনে প্রকাশ করা হয়েছে।

[৯৫]. ইসলামী জীবন পদ্ধতি-০১, হাকীকতে ইলম (পিরোজপুরঃ নেছারাবাদ-৮৫২১, ছারছীনা, হিযবুল্লাহ কেন্দ্রীয় দারুত্তাছনীফ প্রকাশনী)। ১ম ১৯৬৫ সনের ১৫ ফেব্রুয়ারী প্রকাশ ও ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৮ সনে, সর্বমোট পৃষ্ঠা৭২। গ্রন্থটির প্রথমে ছারছীনার পীর মাওলানা আবু জা'ফর ছালেহ সাহেবের দোয়াপত্র, এরপর ধারাবাহিক ভাবে লেখকের আরজ ও সূচীপত্রসহ সর্বমোট ১৩টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৯৬]. ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ, (ঝালকাঠীঃ নেছারাবাদ, মার্চ ১৭ ও ১৮), ১৯৯৮ সনে আয়োজিত সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলনে মাওলানা আযীযুর রহমান রহ.-এর প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষন অবলম্বনে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে।

[৯৭]. পাক-ভারত বাংলাদেশে তরীকতের সর্বোত্তম ছেলছেলা (নেছারাবাদঃ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ প্রকাশনী) মার্চ, ১৯৮৬ ও জানুয়ারী, ১৯৯৩ সনে প্রকশিত, সর্বমোট পৃষ্ঠা ১০। গ্রন্থটিতে ১লা ফাল্গুন-১৩৮২বাংলা সনে পিরোজপুর জেলা, মঠবাড়ীয়া উপজেলার মিঠাখালী (গুদিঘাটা) খানকায়ে নেছারিয়ায় অনুষ্ঠিত তা'লীমি জলছায় মাওলানা আযীযুর রহমানের প্রদত্ত ভাষন অবলম্বনে প্রকাশ করা হয়েছে।

[৯৮]. দিশারী সিরিজ নং ১-৫ (প্রাগুক্ত প্রকাশনী), সিরিজ ১-৩, প্রকাশ, জুন-১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬২, সিরিজ-৪, প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯০,পৃষ্ঠা ১৪ ও সিরিজ-৫, প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা১৩। সিরিজসমূহ মাওলানা আযীযুর রহমান রহ. দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেমিনার, মাহফিল, তা'লিমী জলছা ও সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে প্রকাশ করা হয়েছে।

[৯৯]. তাজভীদুল কুরআন, ঢাকাঃ বাংলাবাজার, আল-কায়েদ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, মে-১৯৮৯ ও ৬ষ্ঠ প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৩, সর্বমোট পৃষ্ঠা ৬৪। গ্রন্থটির প্রথমে লেখকের গোযারেশ, এরপর ধারাবাহিক ভাবে ছারছীনার পীর মাওলানা আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ছালেহ (র.) এর দোয়াপত্র, সূচীপত্রসহ সর্বমোট ০৫টি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে ০৮-১০টি অনুচ্ছেদ, আর সর্বশেষে রয়েছে বিবিধ প্রসঙ্গ।

[১০০]. নিত্য প্রয়োজনীয় দোয়া ও দরূদ-দোজাহানের সম্বল, (প্রাগুক্ত প্রকাশনী), ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৮ ও ২য় প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৪, সর্বমোট পৃষ্ঠা৯৫। গ্রন্থটির প্রথমে লেখকের আরজ, এরপর ধারাবাহিক ভাবে সূচীপত্রসহ সর্বমোট ৩৩টি বিষয় ও একটি পরিশিষ্টে আলোচনা করা হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে ইসলামের পাঁচ স্মম্ভ সম্পর্কিত বিভিন্ন দোয়া ও দরূদ।

[১০১]. তরিকা-ই-ছুন্নীয়া, নেছারাবাদঃ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ প্রকাশনী, প্রকাশক, মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০২ ও ২য় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, সর্বমোট পৃষ্ঠা ১০৪। গ্রন্থটির প্রথমে প্রকাশকের নিবেদন, এরপর ধারাবাহিক ভাবে সূচীপত্রসহ সর্বমোট ১৩টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১০২]. আহলেছুন্নত অল-জমায়াতের পরিচয় ও আকায়েদ ঢাকাঃ ৫৮/১, প্যারীদাস রোড, শার্শিনা প্রকাশনী। জানুয়ারী, ২০০৬ সনে ১ম প্রকাশ, সর্বমোট পৃষ্ঠা ৬৪। গ্রন্থটির প্রথমে প্রকাশকের আরয, এরপর ধারাবাহিক ভাবে সূচীপত্রসহ

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন, যিকরুন্নবী সিরিজ (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড), দুর্নীতির সংজ্ঞা ও উহা দমনের কর্মসূচী, আমাদের শক্তির তিনটি উৎস, ইসরাঈলী রাষ্ট্র ও মুসলমান, বর্তমান, পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কর্তব্য, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনটি ভাষণ, নেছারাবাদীর অছিয়ত নামা, এ-যুগ মাহদী (আ.) এর যুগ, শরীয়তী বিচার, বিপদ আপদের কারণ ও উহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় ইত্যাদি। এছাড়া ও লেখনী ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন।[১০৪] তিনি ২৮ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি., রোজ সোমবার, সকাল ০৭:১০টায় ঢাকাস্থ 'কমফোর্ড হাসপাতালে' ইন্তেকাল করেন।[১০৫]

২১. মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান মুজাদ্দেদী রবকতী (র.)(১৯১১খ্রি.--১৯৭৪খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান মুজাদ্দেদী বরকতী (র.) ভারতের মুঙ্গের জিলার পাচন গ্রামের মাতুল বাড়ীতে ১৩২৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাকীম সাইয়িদ আবদুল মান্নান। তিনি পিতার সাথেই কলিকাতায় লালিত পাতি হন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ নাজরানা খতম করেন। বিভিন্ন উস্তাদের কাছে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া থেকে ফাযিল ও কামিলে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি না-খোদা মসজিদ সংলগ্ন কওমী মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষক এবং না-খোদা মসজিদের ইমাম ও মুফ্তী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্মমতয় জীবন শুরু হয়। পরবতীর্দকালে তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দীনী প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার মুহাদ্দিস ও মুফতী পদে যোগদান করেন। কালিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি ঢাকা আসেন ও স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করতে থাকেন। মাদ্রাসার চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। আমরণ তিনি এ পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রেসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রণয়ন করেছেন। বিশেষ করে ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি কয়েকখানা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করে মুসলিম জাতির কাছে অমর হয়ে আছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের নিম্নবর্ণিত কিতাবগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

ঈমান-কুফর-শিরকের বয়ান, আকায়েদে আহলে ছুন্নত অল-জামায়াত, পূর্ব জামানার কয়েকটি বাতিল ফের্কার ইতিহাস ও বর্তমান জামানার কয়েকটি বাতিল ফের্কার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে

[১০৩]. ইসলাম ও তাসাউফ , ঝালকাঠীঃ নেছারাবাদ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ মার্চ ২০০৮, সর্বমোট পৃষ্ঠা ৯৬। গ্রন্থটির প্রথমে ছারছীনার পীর মাওঃ আবু জা'ফর ছালেহ সাহেবের দোয়াপত্র, এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকের নিবেদন,সংগ্রাহকের আরজ ও সূচীপত্রসহ সর্বমোট ০৫টি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে অনুচ্ছেদ,আর প্রতিটি অনুচ্ছেদের অধীনে ১১/১২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে,এর মধ্যে রয়েছেঃ প্রথম অধ্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদঃ ১.ইলমে তাছাওফ.পৃষ্ঠা নং-০৯-২০, ২. ফাজায়েলের বয়ান (সৎ গুণারাজির বর্ণনা).পৃষ্ঠা নং-২২-৩০, ৩. রাজায়েলের বয়ান (অসৎ চরিত্রের বর্ণনা).পৃষ্ঠা, ৩১-৩৯, দ্বিতীয় অধ্যায়-পীর-মুরীদী.পৃষ্ঠা নং-৪১-৫২, তৃতীয় অধ্যায়- তরীকতের বয়ান. পৃষ্ঠা নং-৫৫-৬২, চতুর্থ অধ্যায়-তরীকতের চারি ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও চারি তরীকার শাজরা.পৃষ্ঠা নং-৭১-৭৮, পঞ্চম অধ্যায়- চারি তরীকার অজিফা ও মোরাকাবা. পৃষ্ঠা নং-৮৫-৯৬

[১০৪]. পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) উপজেলাধীন ছারছীনা থেকে প্রকাশিত "মাসিক তাবলীগ" ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত "এশায়াতে ইসলাম" পত্রিকা দু'টির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কবি ফররুখ আহমদ বলেছিলেন, "হুজুর আপনি শুধু কালির আঁচড় দিয়ে যান, জাতি তা একদিন স্মরণ করবে"

[১০৫]. তিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগতেছিলেন, ২১এপ্রিল ২০০৮ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে বরিশাল 'শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে' ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতী হলে ২২এপ্রিল ঢাকার 'কমফোর্ড হাসপাতালে' ভর্তি করা হয় এবং সেখানে ২৮এপ্রিল ২০০৮ খ্রি. রোজ সোমবার সকাল ০৭.১০টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (খলিলুর রহমান ও মুকুল, পৃ. ০৩, কলমঃ ০১)

Dhaka University Institutional Repository

১। কাওয়াইদুল ফিক্হ ২। আদাবুল মুফ্তী ৩। হাদিয়াতুল মুসালীন ৪। তারীখে ‘ইলমে ফিক্হ্ ৫। ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার ৬। আত তাম্বীহু লিল ফিক্হ ৭। মা লা বুদ্দা লিল ফিক্হ্ ৮। তুহফাতুল বরকতী ৯। আল ইফসাহ ১০। মাশকে ফারাইয, ১১। তারীকায়ে হজ্জ।

এ মহান বুযুর্গ বিশ হাজার ফাতওয়ার একটি সংকলন রেখে গেছেন। যার নাম হল ‘ফাতওয়ায়ে বরকতীয়া; তবে এ পর্যন্ত তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়ে অসাধরণ পন্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কুতুবখানায় বিভিন্ন বিষয়ের বহু মূল্যবান গ্রন্থ রেখে গিয়েছেন। এটাই তাঁর জ্ঞান-সাধারণার বিরাট সাক্ষর বহন করে। তিনি এক কন্যা ও এক স্ত্রী রেখে হিজরী ১৩৯৪ সনের ১০ ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন। ঢাকার কুলুটোলায় তাঁকে দাফন করা হয়।

২২. হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র.) (১৯১৫খ্রি.-১৯৯০খ্রি.)

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র.) পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার ছারছীনা গ্রামে ১৯১৫ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমদ(র.) ও মাতার নাম আফসারুন নেসা। তাঁর পিতা প্রাখ্যাত পীর ও প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শৈশবকালে তাঁর পিত্রালয়ে পিতার সান্নিধ্যে কাটে। প্রাথমিক লেখাপড়ার সাথে সাথে তিনি তখন থেকে শিষ্টাচারপূর্ণ আচার-আচারণ দিয়ে সকলকে অভিভূত করেন।[১০৬] তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত ছারছীনায় মাদ্রাসায় পড়া শুরু করেন। এখান থেকে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এ মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য ভারতের সাহারানপুর মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি বিশ্বখ্যাত ‘আলিমদের’[১০৭] সান্নিধ্য লাভ করেন। এ সমস্ত খ্যাতিমান ‘আলিমদের সান্নিধ্য লাভের বদৌলতে যেমন ‘ইলমি শরী‘আত অর্জন করেছিলেন তেমনি তাঁর পিতা এবং পিতার পীর (ফুরফুরা পীর সাহেব) এর কাছ থেকে ‘ইলমে মা‘রিফাত[১০৮] ও অর্জন করেছিলেন।

তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর (নেছার উদ্দীন আহমদ (র.)) পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। নিজেকে ‘ইলমে দীন প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করলেন। পিতার মৃত্যুর পর গদ্দীনশীন পীর হিসেবে তিনি শরী‘আত ও মা‘রিফতের শিক্ষা দানের জন্য ব্যাপকভাবে সারা দেশ সফর করেন। [১০৯] তিনি ছারছীনা মাদ্রাসাকে অত্যাধুনিক মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করেন। ফিকহ চর্চার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করলেন। ইসলামী আহকাম, বিধি-বিধান প্রসারে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার

---

[১০৬]. পাক্ষিক তাবলিগ, ৯১ তম সংখ্যা (ছারছীনা শরীফের মুখপত্র), পৃ.৯১ শরীফ আবদুল কাদের লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ও মাওলানা আবদুর রশীদ, শাহ আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ছারেহ (র.) ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ.১৮

[১০৭]. শাহ আবু জা‘ফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.)উক্ত মাদ্রাসায় থাকাকালীন বিশ্ববিখ্যাত আলিমদের সহচার্য লাভ করে ‘ইলমি ফিক্হ তথা ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন- শায়খুল হাদীস মাওলানা হাফেজ মো: জাকারিয়া কান্দলভী (র.), হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর খলীফা আবদুর রহমান কামেলপুরী (র.) আল্লামা আসাদুল্লাহ (র.) মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (র.), মাওলানা মঞ্জুর(র.) প্রমুখ। সাহারানপুর মাদ্রাসায় পড়াশুনা শেষে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র.), শায়খুল ইসলাম মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন।

[১০৮]. ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী ও ছারছীনা পীর স্বীয় পিতা মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ (র.) এর মা‘রিফাতের স্রোতধারাতে উদীয়মান সূর্যের মত বেড়ে উঠেছিলেন শাহ আবু জাফর (র.)। অল্প বয়স থেকে তিনি মারিফাতের উচ্চাসনে সমাসীন হয়েছিলেন। সারারাত জেগে জিকির, ইবাদত, নফল নামাজ পড়াকে তিনি জীবনের রুটিন করে দিয়েছিলেন। পীর ভক্তির ও পীরের আনুগত্য তিনি পিতার পদাংক অনুসরণের মাধ্যমে হাসিল করেছিলেন।

[১০৯]. আজিজুল হক বান্না, *বরিশালে ইসলাম*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪,পৃ.২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে জোর তাকীদ দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন,'কুরআন ও হাদীস শিক্ষা ব্যতীত তরিকার উন্নতি সম্ভব নয়।"[১১০]

তিনি সরকারী বেসরকারি পর্যায় ব্যাপক আলাপ আলোচনা করে এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৯ খ্রি. ছারছীনার মাহফিলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানালে তখন তিনি (প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান) অনতিবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন।[১১১] বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠায় তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৯৪৭ খ্রি. ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তির হয়। ফলে অফিস ব্যবস্থাপনার অভাবে মাদ্রাসার পরীক্ষাসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এ সুযোগে একটি কুচক্রি মহল মাদ্রাসা বোর্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সকল কর্মকান্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনার অপচেষ্টা চালায়। এ অবস্থায় শাহ আবু জাফর মোহাম্মাদ ছালেহ (র.) বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামদের সাথে নিয়ে আন্দোলন করে মহল বিশেষের এ অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়।[১১২] ১৯৫১ খ্রি. তাঁর পিতা ছারছীনার মুখপত্র হিসেবে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 'তাবলীগ' নামে প্রকাশ করেন। মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.) উক্ত পত্রিকাটিকে আরও তথ্য নির্ভর ও যুগোপযোগী গবেষণাধর্মী পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করেন। এখানে ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী বিধি-বিধান ও তথ্য নির্ভর মাসলা-মাসয়ালা প্রকাশ করা হত। তাঁর অমর কীর্তির জন্য ১৯৮০ খ্রি. তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তাঁকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করেন।[১১৩] শিরকও বিদ'আতের বিরুদ্ধে জমিয়তের হিজবুল্লাহর মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামে তিনি ছিলেন জাতির অগ্রসেনানী। অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ইসলামের সেবা করে গেছেন। সারা বিশ্বে মুসলমানদের নির্যাতন ও বিপদের যখনি সংবাদ শুনেছেন, তখনি তিনি প্রতিবাদ নিয়ে মাঠে নেমেছেন।[১১৪] ইসলামিক আইন প্রচারক এ মহান ব্যক্তিত্ব ৭৫ বছর বয়সে ১৯৯০ খ্রি. ১৩ ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার ঢাকায় ইনতিকাল করেন।

২৩. আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) (জ.১৯১৭খ্রি.-মৃ.১৯৮৬ খ্রি.)

মধ্য-এশিয়ার রাশিয়া ও চীনের সীমান্ত্ববর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাং[১১৫] নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে নিয়াজ মাখদূম ১৯১৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।[১১৬] তিনি ছিলেন ইসলামের একজন আদর্শ

---

১১০. মুহাম্মাদ এনামূল হক, DARUSSUNNAY-JAMIA-E-ISLAMIA ও আনওয়ারুল হকের অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি পৃ.২ (বি.দ্র. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল: ২০০৮ পৃ.২১৯)

১১১. পাক্ষিক তাবলীগ, ৩০ বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, ছারছীনা ,১৬ জুন, ১৯৭৯ পৃ.২৭৪

১১২. পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতি সংখ্যা ৯১,পৃ.১০০

১১৩. পাক্ষিক তাবলীগ, স্মৃতি সংখ্যা ১৯৯১,পৃ.৯

১১৪. পাক্ষিক তাবলীগ, ৩৩শ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৯৮২ সংখ্যার সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

১১৫. সীংগাং-এর পূর্ব নাম ইচলিকো। রুশীয় তুর্কিস্থানের উজবেকিস্থান ও তাজাকিস্থানের সীমান্তে চীনের ভূ-খন্ডে কাশগড়ের দক্ষিণ পূর্বে খোতান অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে ও কাশ্মীরের উত্তর পূর্বে "তারিম" নদীর অববাহিকায় খোতান একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। জন্মের পর শিশু নিয়াজ মাখদূম স্বীয় বংশে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে লালিত পালিত হতে থাকেন। পাঁচ বছর বয়সে পিতার ইন্তিকাল এবং ছয় বছর বয়সে স্নেহময়ী মাতা দুনিয়া ত্যাগ করায় নিয়াজের জীবনে নেমে আসে অমাবশ্যার কালো আঁধার। চাচার তত্ত্বধানে 'খালাক' মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে তিনি মাতৃভাষা ও প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফারসী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন। তিনি শিক্ষার্থে কাশগড় গমন করে তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আকায়েদ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে ১৯বছর বয়সে প্রখ্যাত আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরপর তিনি মায়ার সকল জাল ছিন্ন করে সুদূর খোতান থেকে দূর্ভেদ্য হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতে এসে দেওবন্দ দারুল উলুমে ভর্তি হয়ে কুরআন, তাফসীর, হাদীস, বালাগাত, মানতিক, ফিক্হ, উসূল, আকায়েদসহ ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সাথে তিনি ২৯বছর বয়সে ১৯৪৪ খ্রি. দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সৈনিক[১১৭] ও শিক্ষাবিদ[১১৮]। নিয়াজ মাখদূম খোতানী ১৯৮৬ খ্রি. ২৯ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। আজিমপুর নতুন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

২৪. মাওলানা আবদুর রহীম (১৩৩৬হি./১৯১৮খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি.)

পিরোজপুর জেলা, কাউখালী উপজেলার শিয়ালকাঠী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আবদুর রহীম ১৯১৮সনের ২মার্চ, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন।[১১৯] তিনি ইরানের বায়েজীদ (র.) নামে এক দরবেশের বংশোৎভূত। তাঁর পিতার নাম হাজী খবির উদ্দীন (র.) এবং মাতার নাম আকলিমুন্নেছা। আবদুর রহীম ১৯৩৪ সনে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৩৮ সনে কৃতিত্বের সাথে ছুয়োম (আলিম) পাশ করেন। অতঃপর কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় জামাতে উলা (ফাজিল) শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯৪০সনে উলায় এবং ১৯৪২সনে টাইটেল (কামিলে) ১ম শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে 'মমতাজুল মুহাদ্দেসীন' খেতাবে ভূষিত হন। এছাড়া দেশ-বিদেশের বহুসংখ্যক শিক্ষকের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

আবদুর রহীম টাইটেল পাশ করার পর কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৪৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'মাদ্রাসা গবেষণা বিভাগে' কর্মরত ছিলেন এবং পাশাপাশি ব্যবসার জন্য 'কোলকাতা ষ্টোর' নামে একটি ষ্টেশনারী দোকান দিয়েছিলেন।[১২০] তিনি ১৯৫১-৬০সন পর্যন্ত 'দৈনিক নাজাত' পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৮-৭১সন পর্যন্ত 'ইসলামী গবেষণা একাডেমীর' পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।[১২১] আবদুর রহীম ১৯৭৬-৮১সন পর্যন্ত

শায়খুল হাদীস হোসাইন আহমেদ মাদানী রহ., মাওঃ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ও মাওঃ ইযায আহমদ রহ. প্রমুখ তাঁর ওস্তাদ ছিলেন

১১৬. সাইয়্যেদ মোঃ শরাফত আলী, *'মাসিক কুঁড়িমুকুল'*,পিরোজপুর: ছারছীনা, দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী, নভেম্বর,২০০৬

১১৭. কমিউনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকালে পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় হতে চলছে। খোদাদ্রোহী কমিউনিস্ট হায়েনারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে শহীদ করছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের সকল বাড়ি-ঘর, মুসলিম ঐতিহ্যকে করছে ধূলিস্যাৎ, মসজিদ মাদরাসাগুলোকে ভেঙ্গে তথায় তৈরি করছে সিনেমা হল ও ক্লাব ঘর। ইসলাম, ঈমান ও মাতৃভুমির জন্য জীবন দানের অদম্য স্পৃহায় তাঁর বুক ফুলে উঠলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মুজাহিদ হবেন। তিনি যোগদান করলেন সেনাবাহিনীতে। মেধা ও দক্ষতার গুনে অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেনা নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। খোতান ও তার সংলগ্ন নিজেদের প্রচেষ্টা ও বাহিনী দিয়ে কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারেননি। তিনি চেষ্টা করলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীকে একটি একক বাহিনীর রূপ দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পরাজিত হতে লাগলো মুসলিম বাহিনী। সর্বশেষ নিয়াজ মাখদূমের বাহিনী পর্যুদস্ত হল কমিউনিস্ট সৈন্যদের হাতে। ফলে দেশ থেকে তিনি ভারতে গমন করেন

১১৮. ১৯৪৪ সনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সরকারী আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসাকে টাইটেল মঞ্জুরী প্রদান করেন। মাওঃ নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) ভারতের দেওবন্দ মাদরাসা থেকে একজন উচ্চ স্তরের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস নিয়োগের ব্যাপারে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের সহযোগিতায় তিনি ছারছীনায় আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তিনি ১৯৪৫ সনে ছারছীনা মাদরাসায় আগমন করে জীবনের শেষপর্যন্ত ৪১বছর ইসলামী আহকাম, ইসলামী আইন শিক্ষা দিয়ে বাংলার অসংখ্য উলামা-মাশায়েখ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১১৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলানা আবদুর রহীম রহ. একটি বিপ্লবী চেতনার প্রতীক , ঢাকা: মাওলানা আবদুর রহীম ফাউণ্ডেশন, ১৯৯৪ , পৃ. ৩; ইসলামী বিশ্বকোষ: ২১ তম খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা গবেষণা বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৯৬, পৃ. ১০; নূর হোসেন মজিদী, মাওলানা আবদুর রহীম : একটি বিপ্লবী জীবন, ঢাকা: নাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ.৩১; মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক, উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলিমদের রাজনৈতিক জীবন, ঢাকা:খোশরোজ কিতাব মহল, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২৩৬

১২০. নূর হোসেন মজিদী, পৃ. ৩৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১তম খণ্ড, পৃ. ১০ ;মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক, পৃ. ২৩৬

১২১. মাওলানা আবদুর রহীম জীবনের প্রারাম্ভ থেকেই সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সনে বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক তানজিম'-এর সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৬সনের শুরু থেকে ঢাকা থেকে 'সাপ্তাহিক জাহানে নাও' -এর প্রকাশক এবং জহুরী ছদ্ম নামে দীর্ঘদিন

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ও ইসলামী গবেষণা ব্যুরোর' চেয়ারম্যান হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা আবদুর রহীম (র.) ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন সময়েই ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। এ-স্বপ্নের প্রচণ্ড তাড়নায় কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাশ করার পর, ১৯৪৫ খ্রি. পাকিস্তান'র নিবাসী ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) (১৯০৩-১৯৭৯)[১২২]-এর লিখিত উর্দু পুস্তক 'কিস্তারে ইসলাম কায়েম হোতা হায়' (ইসলামী রাষ্ট্র কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?) ও 'ইনকিলাব কি সাবিল' (ইসলামী বিপবের পথ) অধ্যয়ন করে তাঁর হৃদয় প্রচণ্ড আকৃষ্ট হয়। অতঃপর তিনি মওদুদী (র.)-এর সহিত যোগাযোগ করে জামায়েতে ইসলামী হিন্দে যোগদান করে রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু করেন।

তাঁর গ্রন্থাবলীকে কয়েক শেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন: ক. লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলি, খ. উর্দু ও ফার্সী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত মৌলিক গ্রন্থাবলী, গ. আরবী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলি, ঘ. সায়্যেদ আবুল আলা মওদুদী রহ. লিখিত তাফসীর গ্রন্তসমূহ (তাফহীমুল কুরআন) আবদুর রহীম কর্তৃক অনূদিত তাফসীর গ্রন্থ। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত ভাগসমূহের অধীন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করা হল-

মাওঃ আব্দুর রাহীম (র.)-এর লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:

ক্র.	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশ		ক্র.	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশ
১	কালেময়ে তাইয়্যেবা	১৯৫০		৩৮	ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান	১৯৭৯
২	ইসলামী রাজনৈতিক ভূমিকা	১৯৫২		৩৯	খোদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন?	১৯৮০
৩	ইমাম ইবনে তাইমিয়া	১৯৫৩		৪০	আজকের চিন্তধারা	১৯৮০
৪	কমিউনিজম ও ইসলাম	১৯৫৪		৪১	আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ	১৯৮০
৫	ইসলামী সমাজে মজুরের	১৯৫৪		৪২	ইসলামী ঐক্যের দিক দর্শন	১৯৮১

'কষ্টিপাথর' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় লিখতেন। ১৯৫৭-৫৮সনে ঢাকা হতে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এছাড়া কোলকাতার 'দৈনিক কৃষক', 'সাপ্তাহিক মিজান', 'মাসিক সওগাত' ও 'মাসিক সুন্নত আল-জামায়াত', ঢাকার 'দৈনিক আযাদ', 'সাপ্তাহিক নাজাত', 'মাসিক গুলিস্থান', 'মাসিক পৃথিবী', 'মাসিক মদীনা', 'ইসলামী একাডেমী পত্রিকা', 'ঢাকা ডাইজেষ্ট', 'ইসলামীক ফাউন্ডেশন পত্রিকা', 'ইসলামের ত্রৈমাসিক পত্রিকা সন্ধান', করাচির 'মাসিক কুরআনুল হুদা ও মাসিক চেরাগে রাহ', বরিশালের সাপ্তাহিক 'নকীব' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় ফিক্হ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত অনেক বিষয় লিখতেন। (সাইফুল ইসলাম, সম্পাদক, *'আলোর পথিক'* (ঢাকা: জমিয়ত প্রকাশনি, ১৯৯০), পৃ. ৮৫; মাওঃ আবুবকর ছিদ্দীক, পৃ. ২৪০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১খন্ড, পৃ.১০)

১২২. মওদুদী রহ. ১৯০৩ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের হায়দারাবাদ (দক্ষিণাত্য)-এর অওরঙ্গাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উর্দ্ধতন পুরুষ বিখ্যাত পীর আবুল আ'লা মওদুদী রহ.-এর নামে তিনি নামকৃত। ১৯২৭ সনে তিনি 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' (ইসলামে জিহাদ) গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩২ খ্রি. দক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ হতে 'তরজমাতুল কুরআন' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে, সাংবাদিকতা ও দক্ষ পারদর্শী লেখক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা, প্রবন্ধকার, সুবক্তা, সুদক্ষ সংগঠক ও জামায়াত-ই-ইসলামীর নিবেদিত প্রাণ-পুরুষ আমীর। বাংলায় অনূদিত তাঁর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও এর মূলনীতি, ইসলামী রেনেঁসা আন্দোলন, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দন্দ, ইসলাম পরিচিতি, ইসলামী জীবনপদ্ধতি, পর্দা ও ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা প্রভৃতি। তিনি 'আল-জিহাদ ফিল ইসলাম' ও 'তাফসীরুল কুরআন' গ্রন্থদ্বয় রচনা করে বিশ্বময় কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে আছেন। ১৯৭৯ খ্রি. ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকার 'মিনার ফিলমোর হাসপাতালে' সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী ইন্তেকাল করেন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর বিমানযোগে পাকিস্তানে এনে লাহোরে দাফন করা হয়। [ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১ খণ্ড, পৃ. ১১; মোঃ হাবিবুর রহমান, পৃ. ৪-৫; নূর হোসেন মজিদী, পৃ.৪৬-৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

	অধিকার					
৬	ইসলামের অর্থনীতি	১৯৫৬		৪৩	পরিবার ও পারিবারিক জীবন	১৯৮৩
৭	ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা	১৯৬০		৪৪	পাশ্চাত্যেও সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি	১৯৮৫
৮	সমাজতন্ত্র ও ইসলাম	১৯৬২		৪৫	ইসলামী অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা	১৯৮৫
৯	সূরা ফাতিহার তাফসীর	১৯৬৩		৪৬	প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদ'ই কাম্য	১৯৮৫
১০	হাদীস শরীফ ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ	১৯৬৪		৪৭	হাদীস শরীফ ৩য় খণ্ড	১৯৮৬
১১	পাক-চীন বন্ধুত্বের স্বরূপ	১৯৬৬		৪৮	সুদমুক্ত অর্থনীতি	১৯৮৬
১২	অন্যায় অসত্যেও বিরুদ্ধে ইসলাম	১৯৬৬		৪৯	হাদীস শরীফ ৪র্থ খণ্ড	১৯৮৬
১৩	তাওহীদের মর্মকথা	১৯৬৬		৫০	ইসলামে জিহাদ	১৯৮৬
১৪	সুন্নাত ও বিদআত	১৯৬৭		৫১	আলাহর হক বান্দার হক	১৯৮৬
১৫	হাদীস শরীফ ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ	১৯৬৭		৫২	আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তাওহীদ	১৯৮৮
১৬	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	১৯৬৭		৫৩	আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার	১৯৮৮
১৭	পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ	১৯৬৯		৫৪	বিজ্ঞান জীবন বিধান	১৯৮৮
১৮	অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (স:)	১৯৭০		৫৫	রাসূলুলাহ বিপবী দাওয়াত	১৯৮৮
১৯	হযরত মোহাম্মদ(স:)এর অর্থনৈতিক আদর্শ	১৯৭১		৫৬	ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা	১৯৮৮
২০	ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা	১৯৭১		৫৭	অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম	১৯৯১
২১	খিলাফতে রাশেদা (রা:)	১৯৭৪		৫৮	আল-কুরাআনের আলোকে নবুয়ত ও রিসালাত	**১৯৯২**
২২	হাদীস শরীফ ২য় খণ্ড	১৯৭৫		৫৯	ইসলামী শরীয়তের উৎস	১৯৯৪
২৩	বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম	১৯৭৬		৬০	ইসলাম ও মানবাধিকার	১৯৯৮
২৪	আসহাবে কাহাফের কিচ্ছা	১৯৭৬		৬১	শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি	২০০০
২৫	মাহসত্যের সন্ধানে(The quest of thuth)	**১৯৭৭**		**৬২**	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরায়ী নিযাম	২০০০
২৬	চরিত্র গঠনে ইসলাম	১৯৭৭		৬৩	ইসলামের নীতি দর্শন	২০০১
২৭	বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ব	১৯৭৭		৬৪	বাংলাদেশের মুসলমানেরা মজলুম এবং মাহরুম	**২০০১**
২৮	উমর ইবনে আবদুল আজিজ	১৯৭৭		৬৫	ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য	২০০১
২৯	নারী	১৯৭৮		৬৬	মুসলিম উম্মাহ ও তাঁর নেতৃত্ব	২০০২
৩০	জিহাদের তাৎপর্য	১৯৭৮		৬৭	ইসলামের ইতিহাস দর্শন	২০০৩
৩১	ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন	১৯৭৯		৬৮	যুগ জিজ্ঞাসা	২০০৪
৩২	যাকাত ও ওশর	২০০৪		৬৯	ইতিহাস বিজ্ঞান	
৩৩	গনতন্ত্র নয় পূর্ণঙ্গ বিপব	-		৭০	সৃষ্টিতত্ত্ব	
৩৪	ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা	-		৭১	কুরআন কিভাবে পড়তে হবে	
৩৫	হজ্জের দর্শন ও ইতিহাস	-		৭২	ভাই-বোন প্রিয়া (উপন্যাস)	
৩৬	শাহ্ ওয়ালীউলাহ দেহলবীর সমাজ দর্শন	-		৭৩	চির অনির্বাণ	
৩৭	জাতীয় ও জাতীয়তাবাদ	-		৭৪	বিশ্বমানবতার প্রতি বিশ্বনবীর শাশ্বত অবদান	

Dhaka University Institutional Repository

খ. উর্দু ও ফার্সী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত মৌলিক গ্রন্থাবলী।[১২৩]
গ. আরবী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলী।[১২৪]
ঘ. সায়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (র. লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ (তাফহীমুল কুরআন) আবদুর রহিম কর্তৃক অনূদিত তাফসীর গ্রন্থ।[১২৫]

---

[১২৩] **আবদুর রহীম রহ.-কর্তৃক উর্দু ও ফার্সী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত মৌলিক গ্রন্থাবলি নিম্নরূপ**

ক্র	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশের সন	ক্র	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশের সন
১	ইসলামের জীবন পদ্ধতি	১৯৪৯	২	ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন	১৯৫৪
৩	ঈমানের হাকীকত	১৯৫০	৪	কাদিয়ানী সমস্যা	১৯৫৪
৫	নামায রোযার হাকীকত	১৯৫০	৬	ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি	১৯৫৫
৭	ইসলামের হাকীকত	১৯৫০	৮	ইসলাম ও জাহেলিয়াত	১৯৫৫
৯	যাকাতের হাকীকত	১৯৫১	১০	ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ	১৯৫৫
১১	অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান	১৯৫২	১২	আল্লাহর পথে জিহাদ	১৯৫৭
১৩	ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি	১৯৫৩	১৪	ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ	১৯৫৭
১৫	একমাত্র ধর্ম	১৯৫৩	১৬	হযরত মোহাম্মদ (স:)-এর রাষ্ট্র ব্যবস্থা	১৯৫৭
১৭	হজ্জের হাকীকত	১৯৫৪	১৮	ইসলাম ও আধুনিক মতবাদ	১৯৬০
১৯	ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি	১৯৫৪	২০	জিহাদের হাকীকত	১৯৭৭
২১	আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশেক সমস্যা	১৯৫৪	২২	সমাজ গঠনেচ্ছাদের ভূমিকা	১৯৭৭
২৩	মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী	১৯৫৪			

[১২৪] **আবদুর রহীম রহ.-কর্তৃক আরবী ভাষা হতে বাংলা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলি**

ক্র	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশের সন	ক্র	গ্রন্থের নাম
১	ইসলামের যাকাত বিধান ১ম খণ্ড	১৯৮২	২	ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা
৩	ইসলামের যাকাত বিধান ২য় খণ্ড	১৯৮৩	৪	মুসলিম জাতির উত্থান পতন ও পূনরুত্থান
৫	ইসলামে হালাল-হারামের বিধান	১৯৮৪	৬	কিতাবুত তাওহীদ
৭	বিংশ শতাব্দির জাহেলিয়াত	১৯৮৬	৮	আল-জিহদুল আকবর (ইমাম বুখারী রহ. রচিত)
৯	আহকামুল কুরআন (আল্লামা জাস্‌সাস)	১৯৮৮	১০	আল-হুকমাতুল ইসলামীয়া
১১	দীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য			

(*প্রাগুক্ত বিশ্বকোষ*, পৃ. ১০; প্রাগুক্ত মজিদী, পৃ. ২২৯-৩২; সাইফুল ইসলাম, পৃ. ৮৭-৯০;
মাও. আবু বকর ছিদ্দীক, পৃ. ২৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

২৫. মাওলানা মুফ্তী নূরুল হক(র.)(১৩৩৬হি./১৯১৮খ্রি.--১৪০৭হি/১৯৮৭খ্রি.

মাওলানা মুফ্তী নূরুল হক (র.) চট্রগ্রাম জিলার চন্দনাইশ থানাধীন দোহাজারী জামীরজুরী গ্রামে ১৯১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনা জিরী মাদ্রাসা হতে দাওরা পাশ করার পর দারুল উলুম দেওবন্দ হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে এসে তিনি জিরী ইসলামিয়া মাদ্রাসর মুদাররিস নিযুক্ত হন, তিনি পরবর্তীতে উক্ত মাদ্রাসা মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফ্তী পদটি অলংকৃত কনে। মাসআলা চর্চা ও ফাতওয়া প্রদানে তিনি একজন বিজ্ঞ মুফ্তী ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ খ্রি. ইনতিকাল করেন।

২৬. মুফতী আবদুল মুঈয (র.) (জ.১৩৩৭ হি./১৯১৯খ্রি.--মৃ.হি.১৪০৪/১৯৮৪খ্রি.)

মাওলানা মুফতী আব্দুল মু'ঈয (র.) বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পূর্বপাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ ভূখন্ডে 'ইলম ও আমলের শীর্ষ অবস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৩৩৭ হিজরী সনের ২৭ জুমাদিউল 'উলা মুতাবেক ৩ মার্চ ১৯৯১ সোমবার বৃহত্তর নোয়াখালি জেলা বটতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা আবদুল আযীয (র.) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর মুরীদ ছিলেন। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন[১২৬] মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরে ঢাকার আশ্রাফুল উলুম বড় কাটরা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি লালবাগ জামেয়ার মত একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠের প্রধান মুফতী হওয়ার কারনে সারাদেশে তিনি 'মুফতী সাহেব' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরপর মুফ্তী সাইয়িদ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান (র.) এর ইন্তিকালের পর বায়তুল মোকাররম জাতীয় খতিবের দায়িত্ব পালন করেন।

---

[১২৫]. **সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (র.) লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ (তাফহীমুল কুরআন) আবদুর রহীম রহ. কর্তৃক অনূদিত**

ক্র	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশের সন		ক্র	গ্রন্থের নাম	১ম প্রকাশের সন
১	তাফহীমুল কুরআন ১ম খণ্ড	১৯৭৮		২	তাফহীমুল কুরআন ৮ম খণ্ড	১৯৭৯
৩	তাফহীমুল কুরআন ২য় খণ্ড	১৯৭৮		৪	তাফহীমুল কুরআন ১৬তম খণ্ড	১৯৮০
৫	তাফহীমুল কুরআন ৭ম খণ্ড	১৯৭৮		৬	তাফহীমুল কুরআন ১৯তম খণ্ড	১৯৮০
৭	তাফহীমুল কুরআন ৯ম খণ্ড	১৯৭৮		৮	তাফহীমুল কুরআন ৩য় খণ্ড	১৯৮১
৯	তাফহীমুল কুরআন ১০ম খণ্ড	১৯৭৮		১০	তাফহীমুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড	১৯৮১
১১	তাফহীমুল কুরআন ১১তম খণ্ড	১৯৭৮		১২	তাফহীমুল কুরআন ৫ম খণ্ড	১৯৮১
১৩	তাফহীমুল কুরআন ১২তম খণ্ড	১৯৭৮		১৪	তাফহীমুল কুরআন ১৫তম খণ্ড	১৯৮১
১৫	তাফহীমুল কুরআন ১৩তম খণ্ড	১৯৭৮		১৬	তাফহীমুল কুরআন ১৮তম খণ্ড	১৯৮১
১৭	তাফহীমুল কুরআন ১৪তম খণ্ড	১৯৭৮		১৮	তাফহীমুল কুরআন ১৭তম খণ্ড	১৯৮১
১৯	তাফহীমুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড	১৯৭৯				

মাওলানা আবদুর রহীম রহ. তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজ ও মানব জীবনের কোন দিক ও বিভাগ সমন্ধে'ই বেখেয়াল ছিলেন না। ফলে তিনি সাহিত্যে যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব স্থান দিয়েছেন, তেমনি দর্শন ও বিজ্ঞান এবং মানবসৃষ্ট বিভিন্ন আদর্শবাদকেও স্থান দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাব্যবস্থা, নৈতিকতা, সাংস্কৃতি, শিল্প, পরিবার, দর্শন ইত্যাদিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে অত্যন্ত বলিষ্ঠ চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করেছেন। ইসলাম ও মুসলিম উম্মার স্বার্থে তাঁর বিরামহীন লেখনী সংগ্রাম দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখোশ উম্মোচনে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছে, মাওলানা আবদুর রহীম (র.)-এর রচিত উল্লিখিত রচনাবলী

[১২৬]. তিনি নিজ গ্রামের বটতলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে দীনি খেদমত শুরু করেন। অত:পর বরিশালের বর্তমানে ঝালকাঠী জেলার চারখালীতে ইসলামিয়া আযীযিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ জীবন পর্যন্ত এ খেদমতেই নিয়েজিত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সনে ঢাকায় ইন্তিকা[১২৭] করেন এবং নিজ গ্রামে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল মু'ঈয (র.) ছিলেন ফিরিশতা সুলভ স্নিগ্ধতায় স্নাত এক মহান বুযুর্গ। তাঁর জীবন ছিল পরিচ্ছন্ন, তাকওয়াপূর্ণ ও কর্ম বহুল। তিনি ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ ওয়ায়েজদের অন্যতম বাগ্মী বক্তা। আজগুবী কিচ্ছা কাহিনী ও বাহুল্য ভনিতা বর্জিত কুরআন -হাদীসের প্রমাণ্য ও পান্ডিত্য পূণ্য ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ তাঁর ওয়াজ ছিল খাঁটি দ্বীনি বিষয় এবং আল্লাহর কালাম ও রাসুলের বাণীর নির্যাস। জুমার নামাযান্তে এবং ওয়াজ মাহফিলে তাঁর দুআ মুনাজাত ছিল হৃদয়গ্রাহী ও মনের বিনম্রতা সৃষ্টি করে কান্নার রোল উদ্রেককারী।[১২৮]

২৭. হযরত মাওলানা ইয়াকুব শরীফ (র.)(জ.১৯২০ খ্রি.)

নোয়াখালী জেলার অন্যতম, খ্যাতিমান 'আলিম মাওলানা ইয়াকুব শরীফ (র.)নোয়াখালীর সেনবাগ থাানার সাদেকপুর গ্রামে ২৪ কার্তিক, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা বশির উল্লাহ একজন খ্যাতিমান 'আলিম ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ অলি মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর (র.)এর সমসাময়িক ছিলেন। [১২৯] মাওলানা ইয়াকুব শরীফের পিতা তাঁর মাত্র ৫ বছর বয়সের সময় মৃত্যু হলে মাতার কাছে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মীর আহমদপুর সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে 'জামাতে হাফতম' পাশ করেন। ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতা 'আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। আরবীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় মহসিন স্কলারশীপে মাসিক দশ টাকা এবং ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য বৃটিশ সরকার প্রদত্ত বৃত্তিতে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি আলিম, ফাজিল, কামিল শ্রেণী পাশ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথমে তিনি ওবায়দুল্লাহ হাইস্কুলে সুপারিন্টেন্ডেট হিসেবে যোগদান করেন। এর পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া কলেজে আরবী ও উর্দ্দু বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৩ খ্রি. নভেম্বর মাসে তৎকালীন সরকার তাঁকে ইসলামী ইউনিভার্সিটি কমিশনে বদলী করেন। এর পর তাঁকে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় সিনিয়র মাওলানা হিসেবে বদলী করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকায় বদলী করা হয়। তাঁর আমলেই বানান পদ্ধতি, একইরূপ, আরবী, ফারসী ও উর্দূ শব্দ সমূহের শুদ্ধ বানান নীতি প্রণীত হয়। প্রতি-বর্ণায়ন নীতিমালার জন্য একটি বোর্ড গঠন[১৩০] করা হয়েছিল। সেখানেও তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ খ্রি. তাঁকে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে বদলী করা হয়। এরপর তাঁকে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে বদলী করা হয়। ১৯৭৯ খ্রি. ১ এপ্রিল তাঁকে আবার পূনরায় মাদরাসা-ই-আলিয়ায় অধ্যক্ষ হিসেবে বদলী করা হয়। ১৯৮০ খ্রি. মাদ্রাসা-ই-আলিয়া

---

[১২৭]. তিনি ১৪০৪ হিজরীর যিলক্বদ মাসের ২৭ তারিখ (মুতাবেক ৯ ভাদ্র, ১৩৯১ বাংলা, ২৬ অগাস্ট, ১৯৮৪ ইংরেজী) রবিবার সকাল ৮ টায় ইন্তিকাল করেন। সকাল ১১ টায় লালবাগ শাহী মসজিদ চত্বরে হযরত মাওলাানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (র.)-এর ইমামতিতে তাঁর প্রথম জানাযা, দুপুর ১২ টায় জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে মাওলানা আমীনুল ইসলামের ইমামতিতে দ্বিতীয় জানাযা এবং বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম মসজিদে বায়তুল মোকাররমের তৎকালীন খতিব মাওলানা ওবায়দুল হকে ইমামতিতে তৃতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সকাল ১০ টায় তাঁর ছোট ভাই মাওলানা আবদুল কবিরের ইমামতিতে তাঁর নিজের বাড়ীতে চতুর্থ বার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

[১২৮]. মুহাম্মদ তৈয়্যেব ও অন্যন্য কর্তৃক সম্পাদিত, ফাতাওয়ায়ে জামেয়া, মুফতী আবদুল মু'ঈয (রহ:) মুফতী ফজলুল হক আমিনী, ঢাকা:দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, ১৪১৮-১৯ হিজরী/১৯৯৮,পৃ. ৩৩৪

[১২৯]. নূর মোহাম্মাদ (সম্পা), জীবনের জলছবি, ঢাকা,১৯৯৬, পৃ.১৫

[১৩০]. বোর্ডের সদস্যগণ হলেন-ড.মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ, ড. এনামূল হক, ড.মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, ড. কাজী দীন মোহাম্মাদ, উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বোর্ড, আব্দুল হক ফরিদী, জন শিক্ষা পরিচালক, মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ, উর্দ্ধতন বিশেষজ্ঞ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার দুইশত বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানমালার সরকারিভাবে আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এর মূল প্রচেষ্টায় ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা ইয়াকুব শরীফ। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত নির্দেশনায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে দু'শত বার্ষিকী পালিত হয়। এ বিজ্ঞ 'আলিম তাঁর লেখনীর[১৩১] মাধ্যমে ইসলামী আহকাম, তথা ফিক্হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

২৮. মুফতী মাওলানা আবদুস সালাম (র.)(জ.১৯২৩খ্রি.-মৃ.১৪২২হি. /২০০১খ্রি.)

প্রথিত:যশা 'আলিম, মাওলানা আবদুস সালাম চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে ২১ জানুয়ারী, ১৯২৩ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ সুফী মুহাম্মদ ইয়াসীন (র.) এবং মাতার নাম মোসা: সৈয়েদাতুন্নেছা। শিশু অবস্থায় তাঁর পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এর পর ফরিদগঞ্জ মাজিদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে দাখিল, 'আলিম, ফাজিল পাশ করেন। তারপর মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা থেকে কামিল হাদীছ এবং ১৯৫০ খ্রি.ফিক্হ শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।[১৩২] তিনি ছাত্রাবস্থায় বিজ্ঞ 'মুফতী ও 'আলিমদের[১৩৩] নিকট থেকে 'ইলমি ফিক্হ অর্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফুরফুরা শরীফের প্রাখ্যাত পীর মাওলানা শাহ আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর অন্যতম খলীফা। তাঁর পিতার অনুসরন করে তিনিও ফুরফুরা শরীফের তৎকালীন পীর শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত (র.) এর হাতে বয়াত হন এবং খিলাফত লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। এরপর দুর্বাটিতে এসে তিনি দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, দারুসসুন্নাত এতিম খানা, বাইতুল মোশাররফ জামে মসজিদ, ইসলামী মিশন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ মাদ্রাসাটিতে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ও আদব এ ৪টি বিভাগ চালু করেন। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ইসলামের মহান খেদমতের সুযোগ পান। ইসলামী ফিক্হ চর্চার যথেষ্ট অবদানের ছাপ রেখে গেছেন। এছাড়াও তিনি গুলশান জামে মসজিদসহ অনেক বড় বড় জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর এ সব দায়িত্ব পালন কালে তিনি শুধু একজন বিজ্ঞ ফকীহ হিসেবে স্বীকৃতি পাননি বরং তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম, বক্তা এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবেই সমাধিক পরিচিত হয়ে আছেন। তিনি সরকারিভাবে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজের ইমামতি করেন। তেজগাঁও মদীনাতুল উলুম মডেল ইসলামিয়া মহিলা কামিল মাদ্রাসাটি তাঁরই প্রচেষ্টায় মঞ্জুরী পায়। তিনি ৮বার হজ্জ পালন করেন এবং ১৯৮৮ খ্রি.রমজান মাসে মদীনায় মসজিদে নববী (স.) এ ইতেকাফ করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব গর্ভনর্সের সদস্য ছিলেন।

---

[১৩১]. মাওলানা ইয়াকুব শরীফ তিনি অনেক ইসলামী বই লিখেছেন । তার মধ্যে অন্যতম হল- অহেতুক পাপ; আদর্শ শিশু পাঠ; হিজরী সনের ইতিকথা; আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, রাহবায়ে হজ্জ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সুনানে আবু দাউদের বাংলা অনুবাদের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য, তাফসীরে আশরাফী বাংলায় অনুবাদ; তাফসীরে আহকাম, মাদ্রাসা-ই-ই আলীয়া, ঢাকার দুই শত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও চলচ্ছিত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে প্রকাশিত স্মরণিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর অধীনে ইসলামী বিশ্বকোষ রচনার সময় ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র সাথে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকল্পটি স্থানান্তরিত হলে সেখানেও কাজ করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পেও তিনি গবেষণা করেন। একাধারে ২৪ বছর সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরী করার মাধ্যমে সফল সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবেই অবসর জীবনে পদার্পন করেন।(ঐ পৃ.৩২৯)

[১৩২]. দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর, ২০০১ খ্রি.

[১৩৩]. তাঁর উস্তাদদের মধ্যে অন্যতম হলেন-মাওলানা জাফর আহম্মাদ ওসমানী (র.) পাকিস্তান, সৈয়দ মুফতী আমিমূল ইহসান (র.) কলিকাতা, ভারত, মাওলানা হাবিবুল্লাহ(র.)মাওলানা হাবিবুর রহমান, ছুফি ওসমান গনি (র.) [.দৈনিক ইনকিলাব, ৮ নভেম্বর,২০০১ খ্রি.]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির সাথেও জড়িত ছিলেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, যোগ্য সংগঠক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু এবং ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক।তিনি কর্মময় জীবনে ইলমি ফিক্হ তথা ইসলামী বিধি-বিধান প্রসারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর অসংখ্য মুফতী বের হয়ে দেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ২৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার,২০০১ খ্রি.ইন্তিকাল করেন।

২৯. মাওলানা মোঃ দেলওয়ার হোসাইন আনছারী (র.)(জ.১৯২৯খ্রি.--মৃ.হি.১৪০৪/১৯৯১খ্রি.)

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও 'আলিম মাওলানা মোঃ দেলাওয়ার হোসাইন আনছারী (র.) ১৯২৯ খ্রি. বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার মকসুদপুর থানাধীন দাশের কান্দী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোঃ দলিল উদ্দীন এবং মাতা মালিকা বিবি।[১৩৪] মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন ১৯৩৩ খ্রি. তাঁর পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। খাপুরা এলাকার দরবেশ মাওলানা মোঃ আঃ রাজ্জাক সাহেবের পরামর্শক্রমে ১৯৪২ খ্রি. তিনি দিগনগর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত এ মাদ্রাসায় পড়া শুনা করেন। পরে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাহাদুরপুর শরীয়াতিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।১৯৫১ খ্রি. এখান থেকে জামাতে উলা (ফাজিল) পাশ করে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫৪ খ্রি. কামিল হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মধ্যে খোদাভীতি, এস্কে এলাহী জাগরিত হতে থাকে । তাই তিনি বাহাদুর পুর শরীয়াতিয়া মাদ্রাসায় থাকাবস্থায় মাওলানা বাদশাহ মিয়ার(র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ মাদ্রাসায় থাকাকালীন তাঁর চাল চলন, কথাবার্তা, বিনয় নম্রতা দেখে শিক্ষক মন্ডলী তাঁকে আনছারী উপাধীতে ভূষিত করেন। ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় থাকাকালীন তিনি মরহুম মাওলানা নিছারউদ্দীন (র.) এবং আল্লামা নিয়াজ মাখদুম (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। সর্বশেষে তিনি ১৯৫৭ খ্রি.চরমোনাই এর পীর মরহুম মাওলানা এছহাক (র.) এর হাতে বয়াত হন। ১৯৬৮ খ্রি.তিনি তাঁর পীর সাহেবের কাছ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন।[১৩৫] তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ মাহফিল করে ইসলামী আহকাম প্রচার করেন। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও[১৩৬] জড়িয়ে পড়েন। মাওলানা আনসারী জীবনে দু'বার হজ্জব্রত পালন করেন।তিনি ইসলামী আহকাম প্রতিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য

বিভিন্ন দেশ সফর[১৩৭] করেন। তিনি ফিকহী চর্চার জন্য, ইসলামী আহকাম প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৬৫ সালে 'সয়মঙ্গল টেকের হাট রশিদিয়া' মাদ্রাসাটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত

---

[১৩৪]. পীরে কামেল মরহুম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসাইন আনছারী (র.) এর জীবন ও কর্ম ,ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ, তাবি, পৃ.৩

[১৩৫]. প্রাগুক্ত: পৃ.৫

[১৩৬]. তিনি ইসলামী আহকাম সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭০ খ্রি.জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী চিন্তাবিদদের পরামশক্রমে দাঁড়িপালল্গা প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খ্রি. 'বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এর ৩৫০টি শাখা রয়েছে। [সূত্র: মোহাম্মাদ কামরুল আহসান: পিএইচডি অপ্রকাশিত থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮]

[১৩৭]. তিনি ভারত, পাকিস্তান, লিবিয়া, ইরান ও সৌদী আরবসহ বিভিন্ন দেশে সফর করেন। ১৯৮৬ খ্রি. ইরানের ইসলামী বিপ্লবী নেতা মরহুম আয়াতুল্লাহ খোমেনী (র.) এর দাওয়াতে বাংলাদেশের উলামা মাশাইখেরে প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ইরান সফর করেন। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী (র.) ও সে দেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের সঙ্গে সাক্ষাত ও মতবিনিময় করেন। [পীরে কামেল মরহুম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসাইন আনছারী (র.) এর জীবন ও কর্ম ,ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী মুজাহিদ পরিষদ, তাবি,পৃ.৬]

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসাা। বর্তমানে এখানে ছয়শত এর অধিক শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়াও তিনি এখানে হিফজখানা, ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ইসলামী মাসলা মাসায়ালে, ফিক্‌হ বিষয়ক তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন জায়াগয় মসজিদ ও খানকা[১৩৮] প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব লেখনীর মাধ্যমে, গ্রন্থ[১৩৯] রচনার মাধ্যমেও ইসলাম প্রচার করেছেন। এ অলীয়ে কামিল ২২ নভেম্বর, ১৯৯১ খ্রি. দিবাগত রাত্রে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সরমঙ্গল টেকেরহাট রাশিদিয়া মাদ্রাসার পার্শ্বে দাফন করা হয়।

৩০. মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (জ.১৯৩২খ্রি.--মৃ.হি.১৪২৭/২০০৭ খ্রি.)

মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম (র.)১৯৩২ খ্রি.কুমিল্লা জেলার বরুরা থানার বাঘমারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মাদ আলী মিয়া। তিনি কুমিল্লার বরুরা স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় থেকে প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ খ্রি.সেখান থেকে কামিলে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অত:পর তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে দু'বছর হাদীস শাস্ত্রেও উচ্চতর গবেষণা করেন।[১৪০] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেক ইসলামী গবেষণা ধর্মীয়ু গ্রন্থ[১৪১]লিখেছেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রি. হজ্জব্রত পালন করেন। ১৯৭৯ খ্রি.বাংলাদেশ সরকারের প্রেরিত উলামা প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে তিনি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সফর করেন। এছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের বহু রাষ্ট্র সফর করেছেন।

তিনি মাসিক "আল বালাগ" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর বোর্ড অব গভর্নসের সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ রিভিউ কমিটির চেয়ারম্যান, তাফসীর তাবারীর অনুবাদ ও সম্পাদনা কমিটির সভাপতি, বুখারী শরীফ অনুবাদ ও সম্পাদনা কমিটির সভাপতি, আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেড এর শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান, আল নাহিয়ান ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য পদসহ বহু মাদ্রাসা মসজিদ ও বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্ম্পক্ত ছিলেন।[১৪২]

---

১৩৮. মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন আনসারী সারা বাংলাদেশে বহু খানকা প্রতিষ্ঠা করেছেন । তার মধ্যে অন্যতম হল: ঢাকা চিটাগাং রোড সিদ্দিরগঞ্জ, খানকা শরীফ, আদমজী নগর নিউ কলোনী, খানকা শরীফ, সেগুন বাগান ওয়ারলেছ কলোনী পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, রাধের হাট ও ওয়াদের হাট মাইজদী, নোয়াখালী, ইচ্ছাপুর লাকসাম, কুমিল্লা আমিন জুট মিল, চট্টগ্রাম, কালুঘাট ইস্পাহানী জুটমিল, চট্টগ্রাম, আর কে মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা, চালিভাঙ্গা হোমনা, কুমিল্লা]

১৩৯. তাঁর সাহিত্য কর্ম ও গ্রন্থের মধ্যে অন্যতমগুলো হল: মারেফাত পন্থীদের জীবন ও ইসলামী জিন্দেগী, বিসমিলণ্ডাহর তাফছীর ও বরকতের তদবীর, বাবুল মারেফাত বা মারেফাতের দরজা, মিফতাহুল মারেফাত, আমার নামাজ ও আল্লাহ পাকের দিদার, তাবিজাতে হুসাইনিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বনবীর মিরাজ বা রকেট প্রভৃতি এগ্রন্থগুলো বাংলাদেশ মুজাহিদ পরিষদ প্রকাশ করেছে।

১৪০. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ১৪০৭-১৪০৮ হিজরী,পৃ.৩

১৪১. মাওলানা আমিনুল ইসলাম তিনি ইসলামী বিধি বিধানের বিকাশের লক্ষ্যে অনেক গবেষণা ধর্মী, মৌলিক গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল: যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা, পবিত্র কুর'আনের দর্পনে মানব জীবন, মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রাসুলে কারীম (সা), দালায়েলুল খায়রাত, স্বপ্ন জগতে প্রিয়নবী (সা.) এনায়েতুল কোরআন, হযরত গাউসুল আজমের অমর বানী, আউলিয়া কেরামের জীবনধারা, ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্ব ও পরে, দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম, পবিত্র কুরআনের মর্মকথা, সাহাবা চরিত, যুগ সমস্যার সমাধানের পবিত্র কুরআন, মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) বিশ্ব সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় পবিত্র কোরআনের অবদান, বিশ্ব সভ্যতায় মহানবী (সা.) এর অবদান, ইমাম হুসাইন (র.), দুই ঈদ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ। বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআনের অবদান নামক গ্রন্থটির জাতীয় সম্মানিত হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় শাখায় কুরআনী সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও অনবদ্য অবদান হলো বাংলা ভাষায় মৌলিক তাফসীর 'তাফসীরে নুরুল কুরআন'। (মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম, *তাফসীরে নূরুল কুর'আন*, ঢাকা: ইফাবা,১৯৮৪ ১ম খন্ড, ১ম সংস্করণ,পৃ.লেখক পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

১৪২. ঐ ,পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের মৌলিকত্ব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ১৪০৭-১৪০৮ হিজরী "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।[১৪৩] মাওলানা আমিনুল ইসলাম 'ইলমি ফিক্হ বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ইসলামী আইন চর্চার জন্য এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাঁর লিখনীর মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে। বাংলাদেশ বেতারে প্রায় নিয়মিত একজন ইসলামী আলোচক হিসেবে প্রায়ই ইসলামী তাহজীব,ফিকহ বিষয়ক আলোচনা রাখতেন।

৩১. মাওলানা মুফতী আবদুল হক(র.)

মুফতী আবদুল হক (র.) চট্রগ্রাম জেলার মাদারশাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা ইসমাঈল। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুম থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন পযন্ত নেত্রকোনা মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসার হাদীসের উস্তাদ ও মুফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৩২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলী (র.)

তিনি কুমিল্লা জেলা নাগাইশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুনশী করম আলী। তিনি দেশে 'ইলমে দীনে প্রাথমিদক শিক্ষা শেষ করে দেওবন্দ গিয়ে সেখান থেকে হাদীসসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও ফাতওয়া দানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর বালিয়া আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসায় হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষকতা করেন। কিশোরগঞ্জের জামেয়া ইমদাদিয়াতেও তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজ করেছেন। শেষ জীবনে তিনি বালিয়া আশ্রাফুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিস ও মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৩৩. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (র.)(১৩৫১হি./১৯৩৩খ্রি.-১৪১৮হি./১৯৯৮ খ্রি.

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) বার্মা থাংগু জেলার পিনজুলুক রেল স্টেশনের পূর্বে ৩ মাইল পূর্বে কালাবস্তি বাঙ্গালী কলোনীতে ১৯৩৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন।ঐ সময় তাঁর পিতা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তথায় অবস্থান করতেন।[১৪৪] তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল চট্রগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানাধীন বড়াহাতিয়া ইউনিয়নের মিয়াজি পাড়ায়। ১৯৩৬ সালে তাঁর পিতা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে স্বপরিবারে নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ঐ সালেই তিনি মারা যান। তিনি স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শেষ করে চট্রগ্রামের গ্যারাঙ্গিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫১ খ্রি.ফাযিল পাস করেন। ১৯৫৩ খ্রি. দারুল 'উলুম আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেন।[১৪৫]

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৪ খ্রি. তিনি ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় প্রথমে সহকারী শিক্ষক এবং পরে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৪৭ খ্রি. মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতারের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। বায়াত গ্রহণের পর থেকেই তিনি নিবিষ্ট চিত্তে তরীকতের কাজ চালিয়ে যান।[১৪৬] মাওলানা আঃ জব্বার মাদ্রাসায় শিক্ষকতার

---

১৪৩. মোহাম্মাদ আমিনুল ইসলাম, *নূরে নবী*, ঢাকা:আল-বালাগ পাবলিসেশন্স,১৯৯৯,পৃ. লেখক পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

১৪৪. অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবুদল হাই, বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব কেবলার পূণ্যময় জীবনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন আল-আছরার, সাময়িকী, সংখ্যা-জানুয়ারী, ১৯৯৭,চট্রগ্রাম,পৃ.১০৩

১৪৫. মুহাম্মাদ জাফর উল্লাহ , "তাঁর পবিত্র জীবনের কিঞ্চিত কণা", জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর", স্মারক গ্রন্থ, চট্রগ্রাম, বায়তুশ শরফ, ১৯৯৮,পৃ.১১

১৪৬. মোহাম্মদ শামসুল হক, "পীর ছাহেব হুজুরের পবিত্র জীবনের কিছু অংশ", চট্রগ্রাম:মাসিক দ্বীন দুনিয়া, মে, ১৯৯৮ ,পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি তরীকতের দিক দিয়ে তিনি নিজেকে প্রভূত উন্নত সাধন করেন। ফলে তাঁর পীরের নির্দেশে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে তরীকতের কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন।[১৪৭] ১৯৭১ খ্রি. ৫ ফেব্রুয়ারী ২৯তম হজ্ব পালনকালে মাওলানা মীর মোহাম্মাদ আখতার ইন্তিকাল করলে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অত:পর তিনি স্বীয় পীরের খানকায় চট্রগ্রাম শহরের কদমতলীর বায়তুশ শরফ মসজিদ কেন্দ্রীক বহুমূখী কার্যক্রম শুরু করেন।

তখনকার সময় চট্রগ্রামে বিভিন্ন মাজারে বিদ'আতী কার্যকলাপ চলতে থাকে। সেখানে গানের আসর সেজে, ঢাক-ঢোল বেজে ওরস পালন করা হত। বিভিন্ন ধরণের খানকা পরিলক্ষিত হয়।বিশেষ করে ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার দরবার শরীফ, সাতকানিয়া থানাধীন মির্জাখিল দরবার শরীফ অন্যতম। এ সমস্ত দরবারে ঢাক ঢোল বাজিয়ে ওরস পালন করা হত। এগুলোর বিরদ্ধে মাওলানা আব্দুল জব্বার অন্যান্য সত্যপন্থী পীর মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল মজিদ এবং মাওলানা মো: আঃ রশীদকে সাথে নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা এ বিদ'আতী কার্যকলাপ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকার আহবান জানান। মাওলানা আবদুল জব্বার ফিক্হবিদ না হয়েও তিনি 'ইলমি শরীয়াতের বিভিন্ন বিষয় তিনি শরী'আতসম্মত ফতুয়া দিতেন। তিনি 'ইলমি ফিক্হ তথা ইসলামী আহকাম সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন মসজিদ,[১৪৮] মাদ্রাসা,[১৪৯]প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে অন্যতম হল বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা। বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। মাওলানা আবদুল জব্বার এ মাদ্রাসায় প্রাঙ্গনে একটি ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান[১৫০] তৈরি করেন। যেখান থেকে অনেক গবেষক ইসলামী আইন, ইসলামী ফিক্হ তথা অন্যন্য বিষয় নিয়ে গবেষণার সুযোগ পান। তিনি চট্রগ্রামে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যন্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে চট্রগ্রাম শহরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।[১৫১] 'ইলমি ফিক্হ, মাসলা-মাসায়ালা তথা ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুন প্রকাশের জন্য ১৯৮০ খ্রি. থেকে 'দ্বীন-দুনিয়া নামে একটি মাসিক পত্রিকা চালু করেন যা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে আসছে।[১৫২] এছাড়াও তিনি 'মজলিসুল উলামা বাংলাদেশ', 'আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' গঠন করেন। বাংলাদেশে 'আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর ১০৪টি শাখা রয়েছে এবং বিদেশেও এর শাখা রয়েছে।[১৫৩] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি ইসলামী বিধি-বিধান, আহকাম তথা

---

[১৪৭]. মুহাম্মাদ শাহজাহান, "পীর ছাহেব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও অবদান", জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

[১৪৮]. মাওলানা আব্দুল জব্বরের ধর্ম প্রচার ছিল প্রধানত: মসজিদ কেন্দ্রিক । তাই যেখানে যেত সেখানে তাঁর অনুসারীদের মসজিদ তৈরীর জন্য অনুপ্রাণিত করত। এভাবে তিনি চট্রগ্রামে ৪৫ টি ,ঢাকা কুমিল্লা, নোয়াখালী, যশোর ও পিরোজপুরসহ দেশের অন্যন্য স্থানে মোট ১৬টি সর্বমোট ৬১ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।[আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর কার্যক্রমের বিস্তারিত তালিকা-১৯৯৮]

[১৪৯]. তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ১১টি মাদ্রাসা, ৩২ টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ১২ টি হেফজ খানা, ১৪টি এতিমখানা, ৫টি বয়স্ক নৈশ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র, ৭টি ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।[আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর কার্যক্রমের বিস্তারিত তালিকা-১৯৯৮]

[১৫০]. ইসলামী গবেষণার জন্য তিনি একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র অফিস কক্ষ, বিশালায়তনের লাইব্রেরী ও মিলনায়তন। ১৯৮৬-১৯৮৯ খ্রি.পর্যন্ত চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আবদুল করিম এবং ১৯৯০-১৯৯৮ খ্রি. পর্যন্ত চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ খ্রি. থেকে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড. শাব্বির আহমদ।

[১৫১]. গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক গ্রন্থ, বায়তুশ শরফ, ১৯৯৪-২০০৪

[১৫২]. মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন, "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম ও হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ আবদুল জব্বার", মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, সংখ্যা মে,১৯৯৮, চট্রগ্রাম,পৃ.৬১

[১৫৩]. মোহাম্মাদ শাহজাহান, প্রাগুক্ত,পৃ.৮২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে অনেক গ্রন্থ[১৫৪] লিখেছেন। এর মধ্যে মৌলিক গ্রন্থ ১৩টি, অভিভাষন ২টি, প্রবন্ধ ১টি এবং অনুবাদ গ্রন্থ ৮টি। এ জ্ঞান তাপস, ওলীয়ে কামেল জীবনে ৩৩ বার হজ্জ করার তৌফিক আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন। তিনি ২৫ মার্চ, ১৯৯৮ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

৩৪. মাওলানা মুফতী ওসমান গণী (র.) (১৩৫২হি./১৯৩৪খ্রি.-১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.

মুফতী ওসমান গণী (র.) ১৯৩৪ ইং সনে ময়মনসিংহ জিলার ফুলপুর থানাধীন বালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। জীবনে শেষ পর্যায় তিনি জামেয়া আরাবায়া আশ্রাফুল উলুম বালিয়ার মুফতী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৪০৬ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।

৩৫. সৈয়দ ফজলুল করিম রহ. (১৩৫৩হি./১৯৩৫খ্রি.-১৪২৭হি./২০০৬খ্রি.)

মাওলানা সৈয়দ ফজলূল করিম (র.) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের চরমোনাই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১৫৫] তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম, ফকীহ এবং প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। তিনি ইসলামী আইন, বিধি ছড়ানোর ক্ষেত্রে নিজেকে শুধু খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এমনকি বহির্বিশ্বেও ভ্রমন করেছেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি সফর করেছেন। তিনি ইসলামী বিধি

---

[১৫৪]. গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে-শরীয়ত ও তরীকতের আদব (১৯৭৫), রফিকুছ ছালেকীন(১৯৭৬), আউযুবিল্লাহ শরীফের তাফসীর(১৯৭৭), রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর আউলিয়ার গুরুত্ব(১৯৮২), সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা দ্বীনিয়াত(১৯৮৬), তালিমে হজ্জ ও জিয়ারাত(১৯৮৮), কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের তত্ত্ব(১৯৮৯), কোরআন ও হাদীসের আলোকে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব(১৯৯১), শরীয়ত ও মারেফতের দৃষ্টিতে গান বাজনা(১৯৯১), এলমে তাছাউফের হাকীকত(১৯৯২), পবিত্র মাহে রমযানে পালনীয় কয়েকটি উপদেশ ও জরুরী মাসায়েল(১৯৯৫), আল আসমাউল হুসনা (১৯৯৭), মাহফিলে ইছালে ছাওয়াব কি ও কেন । এছাড়াও অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- বেশরাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কোরআন(১৯৭৩), আল মুনাকেহাত(১৯৭৭), চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী(১৯৭৮), প্রেমিকদের তোহফা মদীনার পাশে(১৯৯২),আছরারুর আহকাম(১৯৯২),

[১৫৫]. মাওঃ সৈয়দ ফজলুল করিম রহ. বরিশাল সদরের পশুরাকাঠী গ্রামের সুবিখ্যাত সৈয়দ পরিবারের সন্তান। জনশ্রুত আছে, তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ সৈয়দ আলী আকবার ও সৈয়দ আলী আসগর দু'ভাই বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাগাদাদ হতে বরিশাল শহরের পশ্চিম ও পূর্ব পাড়ে আস্তানা করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাদেঁরই বংশধর সৈয়দ মোঃ এছহাক রহ. চাঁদপুরের বিখ্যাত কারী উজানীর পীর হযরত মাওলানা ইব্রাহিম (রহ:) এর কাছে একাডেমিক পড়াশুনার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং চরমোনাই এসে মাহফিল ও ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর ইন্তেকালের পর পিতার উত্তরসূরী হিসেবে পীরের দায়িত্ব করেন তাঁরই মেঝ পুত্র সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম রহ.। তিনি চরমোনাই প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদ্‌রাসায় 'জামাতে উলা' পাশ করেন। ১৯৫৭সনে ঢাকা লালবাগ জামেয়া মোহম্মাদীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দাওরায়ে হাদীস সনদ লাভ করেন। তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে উলেখযোগ্য ছিলেন: মাওঃ মোহম্মদ উল্লাহ রহ. (হাফেজ্জী হুজুর), শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মাওঃ আবদুল মজিদ, মাওঃ হেদায়েতুলাহ ও মাওঃ মুফতি আবদুল মুহিত। তিনি ১৯৫৮ সনে চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, উসুল ফিকাহ, আরবী সাহিত্য, মাকামতে হারিরি ও ইবনে মাজাহ শরীফের দারস দিতেন। তিনি তাঁর পিতা সৈয়দ মোঃ এছহাক রহ. ও হাফেজ্জী হুজুর রহ.-এর নিকট ইলমে মা'রেফাত লাভ করেন। খিলাফত লাভ করে পিতার ইন্তেকালের পর দেশ বিদেশে তাবলীগ ও হেদায়াতের কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর পিতার সর্বসম্মতিক্রমে মাদরাসা ও তরীকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। তিনি মুজাহিদ কমিটির মাধ্যমে সারা দেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সারা দেশে তাফসীর, মাহফিল, আলোচনা সভা, দরবার প্রতিষ্ঠার মাধ্যেমে তরকীর কাজ করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। (মুহাম্মদ শহীদুলাহ, 'চরমোনাইর পীর সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম রহ.-এর জীবন ও কর্ম', দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা: আরকে মিশন রোড, ১ ডিসেম্বর, '০৬)

Dhaka University Institutional Repository

বিধান, আইন-কানুন, মাসলা, মাসাআলা মুরদান এবং সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, আফগান, মালদ্বীপসহ বহুদেশে ভ্রমন করেছেন। তাঁর ভক্ত-মুরীদান ছড়িয়ে আছে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহুদেশে। তিনি চরমোনাইতে একটি কওমী[১৫৬] মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসার পরিচালক এবং বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠাতা,[১৫৭] হিফজুল-কুরআন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও চরমোনাই বার্ষিক মাহফিলের ব্যবস্থাপক। তিনি ওয়াজ-মাহফিল, মসজিদ, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা, তালিম-তারবিয়াতসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে ‘ইলমে ফিক্হ এর জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। এ মহান কামেল পীর ৭১ বছর বয়সে ২০০৬ সনের ২৫ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন এবং পিতার কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩৬. মাওলানা তাজাম্মূল হুসাইন খান (র.) (মৃঃ ১৩৯০হি./১৯৭১খ্রি.)

মাওলানা তাজাম্মূল হুসাইন খান পিরোজপুর ভান্ডারিয়া থানাধীন পশরিবুনিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ রমযান আলী খান। কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়া থেকে তিনি ইলমে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় কাউখালী থানাধীন কেউদিয়া নিউ স্কীম মাদ্রাসার হেড মাওলানা হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর তিনি বছর পূর্বে উক্ত পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি আরবী ভাষায় ‘জাওহারুল ফিক্হ’ নামে একখানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি বেহেশতের যামিন, হজ্জও যিয়ারত, ইসলামের দাঁড়ি ও লেবাসসহ আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলাদেশের অনেক বিখ্যাত আলিম ও প্রফেসর তাঁর ছাত্র। ১৯৭১ সালে এ মহান ব্যক্তি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

৩৭. মাওলানা মুফতী মুবারক উল্লাহ (র.) (মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০খ্রি.)

মুফতী মুবারক উল্লাহ (র.) নোয়াখালী জিলার অধিবাসী । নোয়াখালী ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষাকতা করেন। পরে পটুয়াখলী মোকামিয়া আলধীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মোকামিয়া দরবারের মুফতি হিসেবে ফাতওয়া-ফারাইয প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সনে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৩৮. মাওলানা মুফতী আবদুল মজীদ (র.)(মৃ.১৩৮৬ হি./১৯৬৭খ্রি.

মুফতী মাওলানা আবদুল মজীদ (র.) বরিশাল জিলার মুলাদী থানাধীন বালিয়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এমদাদ আলী ভূঁইয়া । তিনি নোয়াখলীর ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসা থেকে বৃটিশ যুগে ফাযিল পাশ করেন। অত:পর ছারছীনার মাওলানা নিছার উদ্দীন (র.) এর হাতে বায়‘আত হন এবং তাঁর খিলাফত লাভ করেন। আজীবন তিনি ছারছীনা দরবারের মুফতী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সনে ইনতিকাল করেন এবং নিজ বাড়ীর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩৯. মাওলানা মুফতী আলী আকবর (র.)(১৩৫৫হি./১৯৩৭খ্রি.--১৪০৯হি./১৯৮৯খ্রি.

---

[১৫৬]. তিনি ১৯৮২সনে তিনি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ দিয়ে তিনি নিজে এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

[১৫৭]. তিনি ১৯৮৭সনে বাংলাদেশ কুরআনশিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এ-বোর্ডের অধীনে কিরাতুল- কুরআন ট্রেনিং এর আওতায় প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়েলসহ পবিত্র কুরআন সহীহভাবে পাঠের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ-বোর্ডের অধীনে আদর্শ বাংলা বিভাগ নামে অপর একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বাংলা ভাষাশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুফতী আলী আকবার (র.) মাগুরা জিলার সদর থানাধীন শিমুলিয়া গ্রামে ১৯৩৭ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আবু হানীফ মন্ড । তিনি চট্রগ্রামের দারুল উলুম মইনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে প্রথম বিভাগের সনদ লাভ করেন। তিনি যশোর জিলার দাড়টানা জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। ইলম ফিক্হর চর্চা এবং ফাতওয়া ফারাইয করা ছিল তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। সুদীর্ঘ ২৯ বছর পর্যন্ত তিনি ফাতওয়া প্রদান করে যশোরে এলাকায় একজন সুদক্ষ আলিম ও মুফ্তী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯৮৯ ইং সনে তাঁর ইনতিকাল হয়।

৪০. মাওলানা তাজউদ্দীন (র.) (মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০ খ্রি.)

মাওলানা তাজউদ্দীন (র.) পটুয়াখালী জিলার পুকুরজনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফিক্হ শাস্ত্রে উচ্চত ডিগ্রী লাভ করার পর ভারতে দেওবন্দ মাদ্রাসায় গিয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরেন। এরপর পাঙ্গাশিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজে ও মুফতী পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে একটি আলিম মাদাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাসআলা- মাসাইল চর্চা ও ফাতওয়া প্রদানের খেদমত করে যান। ১৯৭০ সালে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের কবলে পড়ে তিনি শাহাদাত বরন করেন।

৪১. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইবরাহীম (র.)

মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম(র.) চট্রগ্রামা জিলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ভিংরুল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্শী হামিদ আলী । চট্রগ্রামের জিরী মাদ্রাসা হতে দাওরা হাদীস পাশ করে পূনারায় দারুল উলুম দেওবন্দ হতে হাদীসে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমত সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা এবং পরে চুনতী সিনিয় মাদ্রাসায় হেড মাওলানা পদে কাজ করেন। অত:পর ১৯৫১ সনে পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস, মুফতী পদে যোগদান করেন। তাঁর প্রদত্ত ৩৭০০ফাতওয়ার বিরাট পান্ডুলিপিও সংশ্লিষ্ট দফতরে সংরক্ষিত রয়েছে।

৪২. মুফ্তী আবদুল করীম (র.)(মৃ.১৩৮৯হি./১৯৭০ খ্রি.)

হযরত মাওলানা মুফ্তী আবদুল করীম (র.) কুমিল্লা জিলার রূপসা গ্রামে জন্মগহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আফতাবুদ্দীন । তিনি ভারতের রামপুর মাদ্রাসা হতে ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। অত:পর তথাকার মাতলাউ উলুম মাদ্রাসা হতে হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ। করেন। তিনি প্রায় ৩৫ বছর যাবত ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসায় হাদীস শাস্ত্রের (মুহাদ্দিস পদে) শিক্ষকতা করেন। আর ছারছীনা দারুল ইফতার প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়া সমূহের কিয়দাংশ ‘ফাতওয়ায় দারুসসুন্নাত ’ নামে পান্ডুলিপি আকার ছারছীনায় সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় নিজ বাড়ীতে ইনতিকাল করেন। তিনি সকলের কাছে রূপসাই হুজুর নামে পরিচিত ছিল।

৪৩. মাওলানা মুফ্তী বেলায়েত হোসাইন (র.)

মাওলানা মুফতী বেলায়েত হোসাইন (র.) নোয়াখালী জিলার সুধারাম থানাধীন আশ্বদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আহমদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা হতে ফাযিল পাশ করেন। তারপর দারুল উলুম

Dhaka University Institutional Repository

দেওবন্দ হতে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসার একজন মুহাদ্দিস ও প্রধান মুফ্‌তী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে হাদীস চর্চা ও ফাতওয়া প্রদান করে ইসলামের খিদমত করেছেন।

৪৪. মাওলানা মুহাঃ ইয়াকুব (জ.১৩৬০হি./১৯৪১ খ্রি.)

মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব বরগুনা জেলার পূর্ব গুদিঘাটা গ্রামে ০১/০৭/১৯৪১ খ্রি. এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মো: আরশেদ আলী ‘ইলমি দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে বরগুনা জেলার খয়রা, নলছিটি মাদ্রাসায় ভর্তি করায়ে দেন। সেখানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে করুনা মোকামিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৫৭ খ্রি. আলিম, ১৯৫৯ খ্রি. ফাজিল এবং ১৯৬১ খ্রি কামিল হাদীছ পাশ করেন। তিনি ছারছীনা শরীফের পীর সাহেবে অনুমতি নিয়ে ‘ইলমি দীন প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজ বাড়িতে ১৯৬০ খ্রি. পূর্ব গুদিঘাটা সালেহিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি এ মাদ্রাসার এ প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবতীতে মাদ্রাসাটিতে আলিম এবং ফাজিল খোলা হলে তিনি এর অধ্যক্ষ হিসেবে মাদ্রাসার খেদমত করে যান। তিনি ছারছীনার মরহুম পীর আবু জাফর মো: সালেহ (র.) এর একান্ত খলীফা ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকদের ইসলামী মাসআলা, মাসায়েলের তা‘লিম দিয়ে থাকেন। তাই ফিক্‌হ সম্প্রসারণে এবং প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসমান্য।

৪৫. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (জন্ম-১৯৪১)

পিরোজপুর জেলা, মঠবাড়ীয়া উপজেলার ৬নং টিকিকাটা ইউনিয়নের সূর্যমনী গ্রামের মুন্সীবাড়ির একসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৪১ খ্রি. ১ জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে আলহাজ্ব আবদুল মজিদ মুন্সী ও মাহমুদা বেগম। তিনি নিজবাড়িতে গৃহ শিক্ষকের[১৫৮] কাছে বাংলা, আরবী, ফার্সী ও গণিত শিক্ষা শেষে, ‘টিকিকাটা নূরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ‘জামিয়া পরীক্ষায়’ ১ম স্থান অধিকার করেন।[১৫৯] এরপর ‘বেতমোর আশ্রাফুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায়’[১৬০] পাঞ্জম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১ম বিভাগে ১ম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ খ্রি. ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা থেকে উলা (ফাজিল) পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৫ খ্রি. তিনি মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা থেকে টাইটেল (কামিল) পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন।১৯৫৯ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগে’ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ১৯৬১সনে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৬২সনে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম ও মানবিক অনুষদের মধ্যে ১ম হন।

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অফিসিয়ালভাবে প্রকাশের পূর্বেই, ১২ ডিসেম্বর ১৯৬২ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আরবী এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগে’ প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১০ডিসেম্বর ২০০১ থেকে ২এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত ‘ভাইস চ্যান্সেলর ইসলামী

---

১৫৮. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের গৃহ শিক্ষক ছিলেন, মাওঃ খলিলুর রহমান, তিনি নোয়াখালী জেলার শিবপুরের অধিবাসী ছিলেন

১৫৯. তৎকালে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা’ কর্তৃক পাঞ্জম শ্রেণীর নিচে অর্থাৎ হাপ্তম শ্রেণীতে এতদাঞ্চলের মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রদের নিয়ে ‘জামিয়া নামক’ একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত, উক্ত পরীক্ষা তিনি সকল মাদ্রাসার মধ্যে ১ম হন

১৬০. মঠবাড়ীয়া উপজেলার বেতমোর ইউনিয়নে ‘বেতমোর আশ্রাফুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা’

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'-এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ৩০জুলাই ২০০৭ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[১৬১] তিনি বাংলাসহ আরবী, ইংরেজী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী।[১৬২]

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান শিক্ষকতার পাশাপাশি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে দায়িত্বপালন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

- প্রফেসর, 'Arabic Language and Literature and Islamic Culture' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, 'Bangladesh-Saudi Arabia Brothehood Society' (১৯৭৫-৯০)
- সদস্য, Consultant, 'প্লানিং কমিশন, বাংলাদেশ' '৭৯
- চেয়াম্যান 'ইমাম ওয়েল-ফেয়ার ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ' (১৯৮০-বর্তমান পর্যন্ত)
- সদস্য'Board of Trustees, National Museum, Dhaka, Bangladesh' (১৯৮০-'৮৩)
- পরিচালক 'ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একডেমি, বাংলাদেশ' (১৯৮০-৮৫)
- চেয়ারম্যান 'আরবী এ্যাসোসিয়েশন' বাংলাদেশ' (১৯৮১-'৮৫)
- আজীবন সদস্য, 'এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ'
- সদস্য,'জাতীয় শিক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ' '৮১
- সদস্য, 'মাদ্রাসাশিক্ষা রিফর্ম কমিটি, বাংলাদেশ' '৮৭
- চেয়ারম্যান 'সিলেবাস রিভিউ কমিটি', মাদ্রাসাশিক্ষা, বাংলাদেশ '৯০
- সদস্য, 'মাদ্রাসাশিক্ষা কারিকুলাম কমিটি, বাংলাদেশ' '৯০
- চেয়ারম্যান,'Appeal and Arbitration Board' বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (১৯৯৯-'০৪)
- সদস্য,'জাতীয় শিক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ' ২০০০
- প্রেসিডেন্ট, 'বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ' (২০০১ ডিসেম্বর-২০০৪ সনের এপ্রিল পর্যন্ত)
- চেয়ারম্যান 'শরীয়াহ কাউন্সিল', শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ (২০০১-বর্তমান পর্যন্ত)
- সদস্য,'Council of Association of Commonwealth Universities, London, (ডিসেম্বর ২০০১-এপ্রিল '০৪)
- চেয়ারম্যান, 'শরীয়াহ কাউন্সিল', 'ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ'(২০০১- বর্তমান পর্যন্ত)
- চেয়ারম্যান, 'শরীয়াহ কাউন্সিল' 'যমুনা ব্যাংক, বাংলাদেশ' (২০০১- বর্তমান পর্যন্ত)
- চেয়ারম্যান, 'কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড', ইসলামী ব্যাংকসমূহ, বাংলাদেশ,(২০০১- বর্তমান পর্যন্ত)
- চেয়ারম্যান, জাতীয় কমিটি, 'সিলেবাস ও কারিকুলাম' প্রাগুক্ত বোর্ড (২০০২-'০৩)
- সদস্য, 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ' (২০০২-'০৩)
- সদস্য,'Borad of Governors' ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ (২০০২-'০৩)
- চেয়ারম্যান, সাব-কমিটি, জাতীয় শিক্ষা কমিশন, 'মাদ্রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা' '০৩
- চেয়ারম্যান ,বাংলাদেশ মাদ্রাসাশিক্ষা 'সিলেবাস ও কারিকুলাম কমিটি' '০৩
- সদস্য , 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ' '০৩
- সদস্য,'বোর্ড অব গভর্ণরস' বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট,(২০০৩-বর্তমান পর্যন্ত)[১৬৩]

---

[১৬১]. প্রাগুক্ত, জীববৃত্তান্দ, পৃ. ১; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্ট্রারঅফিস-কর্তৃক ২০জুলাই '০৪ তারিখে প্রদত্ত লিখিত রেকর্ড, যা, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমানের নিকট সংরক্ষিত, সংগ্রহঃ ২২জুলাই '০৮, সংগ্রহ কারী মো: আখতারুজ্জামান, পিএইচডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত।

[১৬২]. প্রাগুক্ত জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান'র কমবেশি অর্ধশত গ্রন্থ ও ১৫০টির অধিক দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক মানের জার্ণালে প্রকাশিত আর্টিক্যাল রচনা করেন, যা দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রায় দুই শত গ্রন্থের রিভিউ করেন। তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী মুসলিম, যিনি বাংলা ও ইংরেজী দু'ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেছেন। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান'র এ-বিশাল রচনাবলী ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আইন চর্চায় বেশ ভূমিকা রাখছে।

৪৬. মাওলানা মো: আব্দুর রশিদ (জ.-১৯৫০খ্রি.)

বরগুণা জেলার রায়হানপুর গ্রামে আ: রশিদ ১ ডিসেম্বর, ১৯৫০খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী নূরুদ্দিন ভুইয়া। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক ও আরবী শিক্ষা শেষে 'করুণা মোকামিয়া আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে ১৯৬০ ও ১৯৬৪ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল ও আলিম এবং ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ খ্রি. যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল (হাদীস) পাশ করেন। এছাড়া তিনি 'ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে ১৯৭০ খ্রি. কামিল (ফিক্হ), 'ঢাকা বায়তুল মোকাররম মসজিদে' ৬ মাসের তাফসীর কোর্সে অংশগ্রহণ করে ১৯৭০ খ্রি. ১ম শ্রেণী ও 'চট্টগ্রাম সিফাতলী আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে ২০০১ খ্রি. ১ম শ্রেণীতে কামিল (আদব) উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে তিনি কামিল পাশ করার পর সর্বপ্রথম ১৯৬৮-সনে 'হাজীপুর ফাজিল মাদ্রাসায়'[১৬৪] সহ-সুপার পদে যোগদান করে কয়েক মাস চাকুরী শেষে ১৯৬৮-সনের শেষদিকে 'কাজীপাড়া সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসায়'[১৬৫] সহ-সুপার হিসেনে যোগদান করে ১৯৭০ খ্রি. অক্টোবর মাস পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এরপর ১৯৭০ খ্রি. নভেম্বর মাসে 'কালনী ইসলামীয়া ফাজিল মাদ্রাসায়'[১৬৬] অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ১৯৭৫ খ্রি. ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সুনামের সাথে কর্মপরিচালনা করেন। ১৯৭৫ খ্রি. মার্চ মাসে 'বরগুণা দারুল উলুম নেছারীয়া কামিল মাদ্রাসায়' অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি অবসরে আছেন। মাওঃ আ: রশিদ শিক্ষকতার পাশাপাশি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান[১৬৭] ও মসজিদ[১৬৮] প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সেমিনার ও মাহফিলে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী আইন তথা ফিক্হী ইসলামের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখেন।

৪৭. মুফতী ফজলুল হক আমিনী (১৩৬৪হি./১৯৪৫খ্রি.--১৪৩৩হি./২০১২খ্রি.)

বিখ্যাত ইসলামী রাজনীতিবিদ, হানাফী ইসলামী বিশেষজ্ঞ মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী ১৯৪৫ খ্রি, তারিখের ১৫ নভেম্বর ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া জেলার আমীনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম হয়।

---

[১৬৩]. প্রাগুক্ত জীববৃত্তান্ত, পৃ. ১

[১৬৪]. বরগুণা জেলার হাজীপুর গ্রামে 'হাজীপুর ফাজিল মাদ্রাসা', যা তৎকালে দাখিল মাদ্রাসা ছিল

[১৬৫]. ঢাকা জেলার মিরপুরে 'কাজীপাড়া সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসা', যা তৎকালে দাখিল মাদ্রাসা ছিল ।

[১৬৬]. গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে 'কালনী ইসলামীয়া ফাজিল মাদ্রাসা'

[১৬৭]. তিনি অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১. কালিরতবক আমিরিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রগুণা জেলা, ২. হরিণখোলা দাখিল মাদ্রাসা, বরগুণা জেলা, ৩. দক্ষিণ বাহরুল উলুম বালিকা মাদ্রাসা, ৪ মাদ্রাসা ও মসজিদ পাঠাগার, বরগুণা দারুল উলুম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, ৫. শিশু সদন, সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে।

[১৬৮]. তিনি নিজ গ্রামের বাড়িতে 'রায়হানপুর ভুইয়া বাড়ি জামে মসজিদ' এবং 'বরগুণা দারুল উলুম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত মসজিদে নিয়মিত খুৎবা পেশ করে থাকেন ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ মরহুম ওয়াজেদ উদ্দীন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনিসিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মুফতী আমিনী মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন বিক্রমপুরের মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসায় তিন বছর পড়াশুনা করেন। তারপর ১৯৬১ সালে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লালবাগ জামেয়ায় ভর্তি হন এবং এখানে তিনি বিখ্যাত 'আলিমদের[১৬৯] নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার উস্তাদ ও সহকারী মুফতী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি লালবাগ জামেয়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ সালে হাফেজ্জী হুযুর (র.) এর ইন্তিকালের পর থেকে তিনি লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীসের মহান দায়িত্ব পালন করেন।[১৭০] মুফতী আমিনীর রাজনীতিতেও[১৭১] রয়েছে সরব পদচারনা। তিনি বেশ কয়েকবার হজ্ব-ওমরা পালনসহ তিনি লন্ডণ, সিরিয়া, ভারত, কুয়েত ও পাকিস্তান সফর করেছেন। ইরান, ইরাক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বন্ধে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি হযরত হাফিজ্জী হুযুরের শান্তি মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ খ্যাতিমান আলিম ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন।

ফিক্‌হী আইন প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামী বিশেষজ্ঞ তথা বিজ্ঞ 'আলিমদের অবদান অসামান্য। তাঁরা তাদের লেখনির মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, ওয়াজ নসীহাতের মাধ্যমে ইসলামী আহকাম প্রচার করেছেন এবং বর্তমানেও ইসলামী পণ্ডিতদের মাধ্যমেই ফিক্‌হ চর্চা ব্যপক হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞ 'আলিম ছাড়াও অসংখ্য মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির ইসলামিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় অনেক অবদান রাখছেন। অত্র থিসিসের পরিধি অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে এখানে আলোচনায় আনা হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাবিদ, ইসলামী বিশেষজ্ঞ, পীর- মাশায়েখ, ইমাম-খতিব, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, মুফতীগণ ইসলামী বিধি-বিধান বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রচার করছেন। ফিক্‌হী আইন চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অতুলনীয় এবং অসামান্য। যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের কারনে নুতন নুতন উত্থাপিত মাসআলার সমাধান এ ধরনের বিজ্ঞ 'আলিমদের কাছ থেকেই নেয়া হয়।

---

[১৬৯]. এখানে তিনি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) ও হযরত হাফেজ্জী হুযুর (র.) এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইসলামী শিক্ষার সবোর্চ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস তথা টাইটেলের সনদ লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রি.আল্লামা ইউসুফ বিনুরী (র.) এর কাছে হাদীস ও ফিক্‌হ এর উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য করাচী নিউ টাউন মাদ্রাসায় গমন করেন।

[১৭০]. মুহাম্মদ তৈয়্যেব ও অন্যন্য কর্তৃক সম্পাদিত, ফাতাওয়ায়ে জামেয়া, মুফতী আবদুল মু'ঈয (রহঃ) মুফতী ফজলুল হক আমিনী, ঢাকা:দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, ১৪১৮-১৯ হিজরী/১৯৯৮ ,পৃ. ৩৩৫

[১৭১]. তিনি ১৯৮১ সালে খেলাফত আন্দোলনের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। হাফেজ্জী হুযুর (র.) এর ইন্তিকালের পর তিনি দেশের অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। বাবরী মসজিদ লং মার্চসহ নাস্তিক-মুরতাদ বিরোধী সকল আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। তিনি ইসলামী ঐক্য জোটের একাংশের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাভাষায় অনূদিত, রচিত ও সম্পাদিত (ফিক্‌হী) গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : অনূদিত গ্রন্থাবলী
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রচিত গ্রন্থাবলী
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকৃত বাংলাভাষায় অনূদিত, রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর তালিকা

অণূদিত গ্রন্থাবলী

১. আল হিদায়া (১ম খণ্ড)
২. আল হিদায়া (২য় খণ্ড)
৩. আল হিদায়া (৩য় খণ্ড)
৪. আল হিদায়া (৪র্থ খণ্ড)
৫. আল্লাহর রসুল (সা) কিভাবে নামায পড়তেন
৬. আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১ম খণ্ড)
৭. আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (২য় খণ্ড)
৮. ইমাম গাযযালী, তাসাউফ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা
৯. ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ
১০. ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক ও মুনাফেকী
১১. ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তারাধিকার
১২. ইসলামের যাকাত বিধান (১ম ও ২য় খণ্ড)
১৩. ইসলামে ফৌজদারি আইন
১৪. ইসলামে উত্তারিধকার আইন
১৫. ইসলামী ফিক্হ বা শরীয়তের মৌলিক বিধান
১৬. ইসলাম পরিচিতি
১৭. ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান
১৮. ইসলামে ইজমা দর্শন
১৯. ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
২০. ইসলামী ফিক্হের পটভূমি ও বিন্যাস
২১. পর্দার বিধান ও স্বামীর অধিকার
২২. ইসলামের সামাজিক আচারণ
২৩. ইসলামী বিবাহ
২৪. ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ
২৫. এসলাহে মুয়াশারাহ
২৬. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান
২৭. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(১ম খণ্ড)
২৮. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(২য় খণ্ড)
২৯. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(৩য় খণ্ড)
৩০. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(৪র্থ খণ্ড)
৩১. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(৫ম খণ্ড)
৩২. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(৬ষ্ঠ খণ্ড)
৩৩. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(৭ম খণ্ড)
৩৪. এহইয়াও উলুমিদ্দীন(৮মখণ্ড)
৩৫. কিতাবুল কাবায়ের
৩৬. কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন
৩৭. কুরআনে ও হাদীসের দৃষ্টিতে সুদ, ঘুষ ও ঋণ গ্রহণের বিধান
৩৮. যুক্তির কুষ্টির পাথরে ইসলামের বিধান
৩৯. তাবলীগ ও দাওয়াহ
৪০. দৈনন্দিন জীবনের মাসয়ালা
৪১. নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি
৪২. পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম
৪৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (১ম খন্ড)
৪৪. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (২য় খন্ড)
৪৫. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খন্ড)
৪৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খন্ড)
৪৭. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৫ম খন্ড)
৪৮. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৬ষ্ঠ খন্ড)
৪৯. ফিকহে হযরত আবু বকর (রা)
৫০. ফিকহে হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)
৫১. বেহেশতী জেওর (১ম হতে ১১তম খণ্ড একত্রে)
৫২. মহিলা ফিক্হ (১ম খণ্ড)
৫৩. মহিলা ফিক্হ (২য় খণ্ড)
৫৪. মাযহাব কি ও কেন?
৫৫. মিনহাজুস সালেহীন (১ম খণ্ড) (ইসলামী জীবন বিধান)
৫৬. মুসলিম আইনের মূলনীতি
৫৭. মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন
৫৮. মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য
৫৯. মেয়েদের বিশ ছবক
৬০. মুসলিম দাম্পত্য
৬১. যুক্তির কুষ্টির পাথরে ইসলামের বিধান
৬২. শরীয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের নীতিমালা
৬৩. শরীয়ার আলোকে ও যুক্তির নিরিখে দাড়ি
৬৪. সউদি আরবের মুফতীয়ে আজমের আধুনিক প্রশ্নোত্তর
৬৫. সুন্নাত ও বিদ‘আত
৬৬. সৌভাগ্যের পরশমণি(১ম খন্ড)
৬৭. সৌভাগ্যের পরশমণি ২য় খন্ড
৬৮. হালাল রুজি

Dhaka University Institutional Repository

রচয়িত গ্রন্থাবলী

১. অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম
২. ইসলামের অনুপম আদর্শ
৩. ইসলামী প্রবন্ধমালা
৪. ইসলামী শরীয়তের উৎস
৫. ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
৬. ইসলামী জীবন বিধান
৭. ইসলামে ব্যাক্তি ও গণ আইন
৮. ইসলামী জীবন দর্শন বা ইসলামী জীবনাদর্শ
৯. ইসলাম ও মানবাধিকার
১০. ইসলামী অর্থনীতির রূপ রেখা:
১১. ইসলামী বিবাহ ও যৌতুক প্রথা
১২. ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল
১৩. ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপ রেখা
১৪. কুরআন হাদীস ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরে নামাজ শিক্ষা
১৫. নামাজের নিয়ম
১৬. নামাজ কি ও হালাল রেযেক কেন?
১৭. নামাজ
১৮. পরিবার ও পারিবারিক জীবন
১৯. পর্দার বিধান ও স্বামীর অধিকার
২০. প্রসঙ্গ ইসলাম
২১. ফাতাওয়ায়ে জামেয়া
২২. ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ
২৩. বাংলা শরহে হেদায়া আখেরাইন
২৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ বোর্ড
২৫. বৈবাহিক আইন পরিচিতি
২৬. মকছুদুল মুত্তাকীন বা মোমেনের সম্বল
২৭. মহিলাদের তা'লীমুল মাসায়েল হায়েজ ও নিফাস
২৮. মাসায়েলে ইমামত
২৯. মোহর আইনের ভাষ্য
৩০. মকছুদুল মুত্তাকীন বা মোমেনের সম্বল
৩১. মুসলিম আইনের ভাষ্য
৩২. মুসলিম আইনের ইতিহাস
৩৩. মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত
৩৪. মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন
৩৫. মু'মিনের আকীদা
৩৬. মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন
৩৭. রমজান মাস
৩৮. রমযানের হাকীকত
৩৯. শান্তির পথ
৪০. সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধানে

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১. ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা
২. ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ
৩. ইসলামী আইন
৪. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
৫. কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
৬. জরুরী মাসআলা মাসায়েল এবং প্রশ্ন ও উত্তর
৭. যৌতুক, বিবাহ ও নারীর মর্যাদা
৮. দীনিয়াত
৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম
১০. দৈনন্দিন জীবনে মাসআলা-মাসায়েল
১১. নামাজের মাসআলা-মাসয়েল
১২. নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি
১৩. পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
১৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত আইন
১৫. ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম ও ২য় খন্ড)
১৬. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খন্ড)
১৭. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খন্ড)
১৮. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খন্ড)
১৯. ফারাইয বা উত্তারাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
২০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (প্রথম খণ্ড,প্রথম ভাগ)
২১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (প্রথম খণ্ড,২য় ভাগ)
২২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (তৃতীয় ভাগ)
২৩. বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
২৪. ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
২৫. মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য
২৬. রোযার মাসআলা-মাসায়েল
২৭. সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব গ্রন্থমালা-৩
২৮. সিয়াম ও রমযান
২৯. হজ্জ ও কুরবানী
৩০. শিরক-কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল
৩১. হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় অনূদিত, রচিত ও সম্পাদিত (ফিক্‌হী) গ্রন্থাবলীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

ফিক্‌হ শাস্ত্র মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামী শরী'আতে এ শাস্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন ও আল হাদীসের বিধানগুলো পর্যালোচনা এবং গবেষণা করে ক্ষেত্র ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েছে ফিক্‌হশাস্ত্র। ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তিলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অগণিত মহামনীষীর অক্লান্ত শ্রম ও গবেষণার ফল স্বরূপ আজ তা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আজ মানুষের সকল সমস্যার ইসলামী সমাধান ফিক্‌হ শাস্ত্রে বিদ্যামন। মানুষের জীবন গতিশীল। এ গতিশীল জীবনে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। এ জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমানে ফিক্‌হশাস্ত্রের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ ফিক্‌হ শাস্ত্র যদিও রাসুল (সা.) এর সময় লিখিত আকারে শাস্ত্রাকারে ছিল না।[১] কিন্তু পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে 'ইলমি শরী'আতের বিষয়-আকারে এটি বিন্যাস করা হয়েছে। তবে ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অর্জন করেছে এর ক্রমবিকাশের ৪র্থ যুগ[২] থেকে। এ ফিক্‌হ শাস্ত্র ১ম দিকে বিভিন্ন ভাষায়[৩] বিশেষ করে আরবী, উর্দু এবং ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলা ভাষায়ও ফিক্‌হ বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত, অণূদিত ও সম্পাদিত হয়েছে। অত্র অধ্যায়ে ১৯৪৭ খ্রি. পরবর্তী সময়ের ফিক্‌হ এর উপর গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত অনূদিত, রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলোর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা হল।

---

১. মহানবী (সা) এর যুগে ফিক্‌হ শাস্ত্র সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করা শুরু হয়নি । কারণ,তখনো পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। সাহাবারেদ সামনে কোন সমস্যা দেখা দিলে নবী করীম (সা) তা সমাধান করে দিতেন। অথবা কুরআন নাযিল হয়ে তার মীমাংসা পেশ করত। তাছাড়া সাহাবাগণ বিনা বাক্য ব্যয়ে রাসুলুল্লাহ (সা) এর সকল আমল নিজেরা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তারা এ চিন্তা নিয়ে বসে থাকতেন না যে, কোন আমল কোন পর্যায়ের বা কোনটা ফরয বা কোনটা নফল। বরং তারা নাবী করীম (সা) কে যে কাজ যে ভাবে করতে দেখেছেন, যে কাজ করতে করতে বলেছেন তাঁরা সে কাজ সেভাবে করাটা সৌভাগ্য মনে করে দ্বিধাহীন আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন।

২. ফিক্‌হ শাস্ত্রের ৪র্থ যুগ বলা হয় হিজরী ২য় শতাব্দীর প্রথম হতে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালাকে। এ যুগেই ব্যাপক তামুদ্দনিক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগে ফিক্‌হশাস্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গশাস্ত্র রূপ লাভ করে এবং ফিক্‌হর কিতাব পুস্তাকারে প্রকাশ পায়। এ যুগেই মাযহাবগুলোর উৎপত্তি ঘটেছিল এবং বিভিন্ন ইমাম ফিক্‌হশাস্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চার মাযহাবের অন্যতম প্রবক্তা হলেন‸ ইমাম আজম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও ইমাম মালিক (র.)।

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের যুগ থেকে অনেক গ্রন্থ আরবী, উর্দূ ও ফার্সীতে রচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হল: *যরুরাতুল মুসলিমীন ফিস সালাতি 'আলা সাইয়্যিদিল মুরসালীন (ضرورة المسلمين فى الصلوة على سيد المرسلين)লেখক মাওলানা নিযামুদ্দীন, * ফাওয়া'ইদুল মুবতাদী (فوئد المبتدى)রচিয়তা মৌলুবী শিহাবুদ্দীন, *মিফতাহুল জান্নাত (مفتاح الجنة) রচয়িতা- মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী,* রাসাইল -এ-মাসাইল-এ-মাওতা (رسائل مسائل موتة) হাজী সা'ঈদ বখ্শ সা'ঈদ মজুমদার,*তারকিবুস-সালাত (تركيب الصلوة) লেখক- হাকীম আশরাফ আলী,*সুয়ালাতু 'ইশরীন(سوالا ت يشرين) মৌলবী আবদুল জব্বার ফরিদপুরী ,*এজহার-এ-হক(اظهار حق) মাওলানা সিদ্দিক আহমদ,*আল-ফাতাওয়াল ইয়ামানিয়্যাহ ফিল-আহকামিস সামানিয়্যাহ(الفتاوى اليمانيه فى الاحكام الثمانية) লেখক মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী,*রিসালা-এ-চিরাগ-এ-ঈমান (رساله جراع ايمان) লেখক আবদুল রীম খাকীর প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনূদিত গ্রন্থাবলী

ইসলামী বিধি-বিধান তথা ইসলামী ফিক্হ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ফিক্হী বইয়ের কোন বিকল্প নেই। ইসলামী বিশেষজ্ঞরা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে ইসলামী আহকামগুলো গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করেছেন। ইসলামী আইনবিদের মধ্যে অনেকেই আরবী ও ফার্সী, উর্দূ ভাষায় পারদর্শী। তাই তাদের রচিত গ্রন্থগুলো স্বীয় ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীদের অনেকেই বিদেশী ভাষা বুঝতে পারে না। ফলে ইসলামী মাসলা-মাসায়েলা বুঝতে অনেকেই সক্ষম হয় না । এ পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী ভাষা তথা আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী এ দেশের ইসলামী পণ্ডিত, 'আলিম-ওলামা, গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফিক্হ বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ করা হয়। যা ইসলামী জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান-তৃষ্ঞা অনেকটাই মিটাতে সক্ষম হয়। এ অনূদিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপে স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল:

১. আল হিদায়া (১ম খণ্ড)

মূল: শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইব্নে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী (র.)
অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৭৯
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৩ (২য় সংস্করণ) মূল্য: ১৯০ টাকা

আল হিদায়া জগত বিখ্যাত প্রমাণ্য ফিক্হ-এর কিতাব। ফিক্হ হচ্ছে ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান, রায় ও সিদ্ধান্ত সম্বলিত শাস্ত্র। ফিক্হর জগতে আল-হিদায়া সার্বিক বিবেচনায় শীর্ষ স্থান দখলকারী একটি গ্রন্থ। এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ অমূল্য কোষগ্রন্থটি আরবীতে রচনা করেছেন শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী। বাংলা ভাষী পাঠকমহল বিশেষ করে ফিক্হ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে এটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।

এ গ্রন্থটিকে ৪টি খণ্ডে অনুবাদ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয়গুলো যেমন- তাহারাত, সালাত, যাকাত এবং হজ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাহারাত অধ্যায়ে অংশে উযু ভঙ্গের কারণসমূহ, গোসল, পানি, কুয়ার মাস'আলা, তায়াম্মুম হায়েজ, ইসতিহাযা, মুসতাহাযা, নিফাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সালাতের অধ্যায়ে সালাতের সময়সমূহ, আযান, সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ, সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ, কিরাত, ইমামত, সালাতুল জানাযা এর কুরআন এবং হাদীসের আলোকে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যাকাত প্রসঙ্গে রয়েছে গবাদী পশুর যাকাত, উটের যাকাত,গরুর যাকাত,স্বর্ণের যাকাত, পণ্যদ্রব্যের যাকাত এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রোজার অংশে আলোচনা করা হয়েছে যে কারণে রোযা কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়, রোযা ভঙ্গ, ই'তিকাফ । এছাড়াও হজ্জের অধ্যায়ে ইহরামের স্থানসমূহ, ইহরাম, কিরান, হজ্জে তামাত্তু ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ, হজ্জ ফউত হওয়া এবং অপরের পক্ষে হজ্জ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল হিদায়া (দ্বিতীয় খণ্ড)

অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৩ (২য় সংস্করণ) পৃ. ৫৫৬ মূল্য: ২৪২ টাকা

আল হিদায়ার দ্বিতীয় খণ্ডে অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবুন্নিকাহ অধ্যায়ে- বিবাহ পর্ব-মাহরাম প্রসঙ্গ, মুতা বিবাহ বাতিল, ওয়ালী ও কুফু প্রসঙ্গে-পাত্র পাত্রীর কুফু, ওকীলের মাধ্যমে বিবাহ, মহর, দাসের বিবাহ, মুশরিক সম্প্রদায়ের বিবাহ, তালাক প্রদান, সহবাসের পূর্বে তালাক প্রসঙ্গে,(স্ত্রীকে) তালাকের ক্ষমতা প্রদান, ইচ্ছাধিকার প্রয়োজ, শর্তযুক্ত তালাক, রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির তালাক, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল হওয়ার উপায়, ঈলা, খোলা, যিহার, ইদ্দত, সন্তান প্রতিপালন ও কে এর অধিক হকদার, ভরণ পোষন, গোলাম আযাদ করা, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দান, ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত কসম,পানাহার সংক্রান্ত, ক্রয়-বিক্রয়, যিনা সম্পর্কে সাক্ষ্য ও তা পরিশোধ করা সংক্রান্ত বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও চুরি অধ্যায়- সংরক্ষিত (বস্তু) ও তা নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে, জিহাদ-জিহা ও লড়াইয়ের পদ্ধতি, সন্ধি স্থাপন ও যাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়, কাফিরদের দখল ও আধিপত্য বিস্তার, উশর ও খারাজ প্রসঙ্গে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু, দাস-দাসীর পলায়ন, নিখোঁজ ব্যক্তি প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।হিদায়া গ্রন্থকার কুরআন ও হাদীসে দলীল দ্বারা উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা করেছেন। এ বিষয়গুলো জানা এবং তদানুযায়ী আমল করা প্রত্যেকেরই আবশ্য কর্তব্য।

৩. আল হিদায়া (তৃতীয় খণ্ড)

অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল: জুন, ২০০১ (১ম সং) পৃ. ৬৬৩ মূল্য: ৩১৫ টাকা

তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল। এখানে মাকরুহ বিক্রয়ের বিশেষ প্রকার, রিবা, অধিকার সম্পর্কীয়, সালিশ নিয়োগ,বিচার পর্বের মাসআলা, মীরাজ সংক্রান্ত ফয়সালা, মীরাছ সম্পর্কে সাক্ষ্য, সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্যদান, সাক্ষ্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ, ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত ওকীল, গোলামকে ইজারা প্রদান, অব্যহতি দান ও মুনাফা বণ্টন, মোদারিব যা করতে পারবে, কোন্ ইজারা চুক্ত বৈধ, আর কিসে চুক্তি লঙ্ঘন হবে, ফাসিদ ইজারা, বালেগ হওয়ার সীমা,ঋণগ্রস্ততার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম, মূল্যমান রহিত বস্তুর গসব ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. আল হিদায়া (৪র্থ ও শেষ খণ্ড)

অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০০১ (১ম সং) পৃ. ৫৯৮ মূল্য: ২৮০ টাকা

'আল হিদায়া' গ্রন্থটির ৪র্থ খণ্ড অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ এবং এ খণ্ডের সম্পাদনা কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দিক, অধ্যাপক আবদুল মালেক এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পক্ষে মোহাম্মাদ আবদুর রব। এ খণ্ডে যে সব বিষয়ে নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে তা হল: শুফআর দাবী এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে আরজি, শফি' ও ক্রেতা ও বিক্রেতা, যে জিনিস দ্বারা শুফআর দাবীকৃত সম্পত্তি গ্রহণ করা যায়, বিবিধ মাসাইল, যে বস্তুতে শুফআ সাব্যস্ত হয়, যে কারণে শুফআর অধিকার বণ্টনে ভুল হয়েছে এবং মালিকানার দাবী, যবাহ এর মাসাইল- যে সব পশু খাওয়া হালাল এবং হালাল নয়, কুরবানীর মাসাইল, মাকরূহ বিষয়াদি সম্পর্কিত মাসাইল-পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত মাসাইল, সঙ্গম, তাকানো এবং স্পর্শ করা, শিকার-শিকারী পশুর বিবরণ, তীর নিক্ষেপ করার মাসাইল, বন্ধক-বন্ধকী বস্তু, বন্ধকদাতা ও বন্দক গ্রহীতা একাধিক হলে, বন্ধকী মাল কোন বিশ্বস্ত ব্যাক্তির নিকট্ রাখা, বন্ধকী মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ, হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য, পশুর প্রতি কৃত অপরাধ, অসিয়ত-অসিয়তের বিবরণ, বৈধ অসিয়ত এবং প্রত্যাহার এক তৃতীয়াংশ মালের অসিয়ত, নিকটাত্মীয় এবং অন্যান্যদের নামে অসিয়ত, যিম্মীর অসিয়ত, সাক্ষ্য প্রসঙ্গ, নপুংষক প্রসঙ্গ এবং বিবিধ মাসাআলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫. আল্লাহর রসুল (সা) কিভাবে নামায পড়তেন

লেখক: আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম
অনুবাদক: আবদুস শহীদ নাসিম
প্রকাশক: সোহেলী শহীদ, বর্ণালি বুক সেন্টার, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০০ পৃ.২০০ মূল্য: ৯৬ টাকা

'আল্লাহর রসুল (সা) কিভাবে নামায পড়তেন' গ্রন্থে লেখক রাসুল (সা) কিভাবে নামাজ পড়তেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ গ্রন্থটিকে তিনি ১২টি অংশে ভাগ করে নামাজ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- নামাজের জন্য রাসুল (সা) এর পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি, রাসুল (সা) এর নামাজ পড়ার পদ্ধতি, জামায়াতে নামায পড়া, রাসুল (সা) ফরযের আগে পরে যেসব নামায পড়তেন, সফরের নামায, জুমার নামায, কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের নামায), বিতির নামায, রাসুলুল্লাহর (সা) অনিয়মিত নফল নামাযসমূহ, ইস্তিস্কা ও সুর্য গ্রহণের নামায, দুই ঈদের নামায এবং জানাযার নামায প্রভৃতি।এ বিষয়গুলো একজন রাসুল (সা)এর উম্মত হিসেবে জানা অবশ্য কর্তব্য।

৬. আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১ম খণ্ড)

লেখক : আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র.)
অনুবাদক : মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০১ পৃ.৩৭১ মূল্য: ১০০ টাকা ।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র.) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব পত্রিকার মাধ্যমে দিতেন। ইসলামিক যে কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকলে তিনি তা পত্রিকায় লিখে দিতেন। এর ফলে অনেকেই তা জানতে পারতেন। এ জওয়াবগুলোই পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর বাংলাভাষী মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য মাওলানা খলিলুর রহমান বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর এ গ্রন্থে আকাইদ সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন। এরপর পবিত্রতা অধ্যায় তিনি ওযু, গোসল ,পানি, হায়েজ, নিফাস, নেইল পালিশ, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত, পাক-নাপাক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নামাজ অধ্যায়- নামাজ, মসজিদ সংক্রান্ত মাসআলা, নামাজের শর্তাবলী, নামাজের নিয়ম, নামাজে কি পড়তে হবে, জামাআতে নামাজ , মাসবুকের নামাজ , ইকতিদা, মহিলাদের নামাজ, কাযা নামাজ, সুন্নাত নামাজ, নফল নামাজ, ঈদের নামজ, তারাবীহর নামাজ এবং ওশরের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অত্র গ্রন্থের অনুবাদক অত্যন্ত সহজ সরল বাংলা ভাষায় এ আবশ্যক বিষয়গুলোকে অনুবাদ করে এ সমস্ত মাসাআলাগুলো জানার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষীদের অনেক সহজ করে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (২য় খণ্ড)

লেখক: মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র.)
অনুবাদক: মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন
প্রকাশক: এ.কে.এম.নাজির আহমদ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা
প্রকাশকাল: জুলাই, ২০০৩ পৃ. ২৮৪ মূল্য: ১৪০ টাকা

এ গ্রন্থটির হজ্জ ও উমরার অধ্যায়- হজ্জ কার উপর ফরয, মাহিলাদের হজ্জ, না-বালিগার হজ্জ, মৃত ব্যক্তির জন্য উমরাহ,যমযমে পানি পান করার নিয়ম, হজ্জের সময় করণীয়, হজ্জের সময় নামাজের মাসআলা এবং ঈদুল আযহার কুরবানী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তালাকের অধ্যায়ে তালাকের নিয়ম, রেজয়ী তালাকের ধরণ, গর্ভবর্তী স্ত্রীকে তালাকের নিয়ম এবং উত্তারাধিকার অধ্যায়- উত্তারাধিকার সংক্রান্ত মাসআলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৮. ইমাম গাযযালী, তাসাউফ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ নদভী
অনুবাদক : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান পৃ.৪৩২
প্রকাশক: মদীনা পাবলিকেশান্স প্রকাশকাল: মার্চ, ২০০৫ মূল্য: ১৮০ টাকা

মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নদভী (র.) উর্দূ ভাষায় ‘তালিমাতে গাযযালী’ নামে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ লিখেন।এর সাথে প্রাজ্ঞ লেখক গাযযালী দর্শন ব্যাপকভাবে আলোচনা করে এর একটি সার-নির্যাস তৈরি করেছেন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ফলে বাংলা ভাষীদের নিকট ইমাম গাযযালী দর্শন ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করে। তাঁর এ গ্রন্থের মধ্যে- তাছাউফ, শরীয়ত, হকীকত, আখিরাত, পবিত্রতার রহস্য, রাসুলুল্লাহ (সা)এর নামায, বিচার ব্যাবস্থা ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য, গোপন শিরক,রোযার রহস্যাবলী, হজ্জের সফর ও আখেরাতের সফরের মধ্যে সাদৃশ্য, দাওয়াতের আদব, তালাক কখন ও কিভাবে দেয়া উচিত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও স্বামীর অধিকার, আল্লাহর জন্য মহব্বতের অর্থ, মুনিম ও মুনাফিকের মধ্যে মনস্তাত্তিক তফাৎ এবং ব্যবসা বাণিজ্যে ন্যায়পরায়নতা ও অনুগ্রহের গুরুত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয় এ গ্রন্থে।

৯. ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ

মূল: ড: মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন [৪]
অনুবাদ: আবদুল মতীন জালালাবাদী
প্রকাশনায়: শেখ ফজলুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮০ মূল্য : ২৫.০০ টাকা

অর্থনীতির উপর লিখিত এ অমূল্য গ্রন্থটিকে লেখক চারটি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে এবং এর অধীনে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। ১ম অধ্যায় প্রাচীন আরবদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এরপর তায়েফ, মক্কা, মদীনাবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে । ২য় অধ্যায় ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের অর্থনৈতিক মতাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় সম্পাদন উৎপাদন সম্পর্কিত এবং ৪র্থ অধ্যায় সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, তথ্য

[৪]. অধ্যাপক ড. ইউসুফুদ্দীন উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ইসলাম কে মা‘আশী নজরিয়ে’ নামে থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর এ গ্রন্থটি পরবর্তী সময়দ The Econimic Doctrines of Islam’ শিরোনামে এবং ‘উসুলুল ইকইতসাদিয়াতু ফিল ইসলাম’ শিরোনামে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ও দৃষ্টান্তসহ ইসলামী অর্থনীতির সামাজিক দিক সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থনীতির ব্যাখ্যার পরিসরে অর্থনীতিগত সমস্যার উপযুক্ত সমাধান খুঁজে না পেয়ে যারা নৈরাশ্যের শিকার হয়েছেন গ্রন্থটা তাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

১০. ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক ও মুনাফেকী

লেখক: মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও মাওলানা সাদরুদ্দীন ইসলাহী
অনুবাদক: মাওলানা কারামত আলী নিযামী
প্রকাশক: ইসলামিয়া কুরআন মহল , বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: আগস্ট, ২০০০ পৃ. ২৫৬ মূল্য: ১২০ টাকা

ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক ও ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফেক গ্রন্থ দু'খানা মুল লেখক দ্বয় শিরক ও মুনাফেক সম্বন্ধে কুরআনুল কারীম ও হাদীছ শরীফের অসংখ্য উদ্বৃত করেছেন এ গ্রন্থ দুখানায়। শিরক ও মুনাফেক সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলে অজান্তেই অনেক মুসলমানদের এ অপরাধে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তাই বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা কারামত আলী নিযামী এ গ্রন্থ দুটি অনুবাদ করে এক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে অনুবাদক এটিকে সহজ সরল ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থের ১ম অংশে রেখেছেন শিরক সম্পর্কে আলোচনা। এ অংশে উল্লেখ করেছেন- মুশরিকদের শিরকী, জ্বিন পূজাঁ, মুনাফীকদের শিরকী, শিরকীর মূল কারণ প্রভৃতি। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে - মুনাফীকদের আলোচনা। এখানে আলোচনা করা হয়েছে- ইসলামী আন্দোলন ও মুনাফিকী ক্রিয়াকলাপ, মুনাফিকীর মূল কারণ, মুনাফিক বনাম গুনাহগার, মুনাফিকের শ্রেণী বিভাগ এবং মুনাফিকের পরকালীন বিধান প্রভৃতি।

১১. ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তারাধিকার

লেখক: মাওলানা মুশাহিদ আলী অনুবাদ: আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ (১ম সংস্করণ)
প্রকাশক: মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। মূল্য: ৩২ টাকা

অত্র গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও 'আলিম সিরেটের মাওলানা মুশাহিদ 'আলী এর লিখিত 'ফতহুল কারীম ফি সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন' এর অনুবাদ। এ গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়েও গ্রন্থকার এতদবিষয়ক ঐতিহাসিক বাস্তবাতাকে তুলে ধরে সমকালীন জটিল ও সমস্যাসংকুল বিশ্বের সংকট ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সমাধানে ইসলামী জীবনাদর্শের যথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থটিকে তিনি ১২ টি ভাগে ভাগ করেছেন। ১ম ভাগে রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা, ২য় ভাগে খলীফা ও সম্পর্কিত বিষয়াবলী, ৩য় ভাগে রাষ্ট্র ও তার কর্মনীতি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্তিকরণ এর পর বিচার বিভাগ রাষ্ট্রীয় ভাতা ও মাসোহারা, খাজনা ট্যাক্স অর্থনীতির উদ্দেশ্য এবং পরিশেষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ইসলামের যাকাত বিধান : (১ম ও ২য় খণ্ড)

মূল: আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী
অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
প্রকাশক :মোস্তফা নাসিরুল হক, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা
প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-১৯৮২ খ্রি. / ২য় খণ্ড:১৯৮৩ খ্রি. পৃ.:৪৬৪ ২য় খণ্ড: পৃ. ৬৬২
মূল্য: ২২০ টাকা ২য় খণ্ড: ৩০০ টাকা

আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভী[৫] এর 'ফিকহুয যাকাত' গ্রন্থটিকে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র.) 'ইসলামের যাকাত বিধান' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন। এ অমূল্য গ্রন্থখানীতে ইসলামে যে যাকাতের বিধানাবলী রয়েছে তার বিভিন্ন আঙ্গিকে নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। ১ম খন্ড ১৯৮২ সনে এবং ২য় খন্ড ১৯৮৩ ইং সনে প্রকাশিত হয়। ১ম খন্ডে মোট দশটি অধ্যায় রয়েছে । অধ্যায়গুলিতে যাকাত কার ওয়াজিব, ফরজ, যাকাতের নিসাব পরিমাণ, কি মালের উপর যাকাত, স্বর্ণ রৌপ্য, খনি, দালান কোঠা, শেয়ার বন্ডের উপর যাকাতের বিধানাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ২য় খন্ডটিকে ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে অনেকগুলো রাখা হয়েছে। এখানে যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ, যাকাত আদায় করার পন্থা, যাকাতের লক্ষ্য এবং ফিতরের যাকাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

১৩. ইসলামে ফৌজদারি আইন

লেখক: সালামাত আলী খান;
অনুবাদক: মোহাম্মাদ মোবারক শাহ
প্রকাশনায়: বাংলা একাডেমী, ঢাকা
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ১৯৯৮ মূল্য: ১১০ টাকা, পৃ.৩১৪

'ইসলামে ফৌজদারি আইন' গ্রন্থটির মূল গ্রন্থ 'কিতাবুল ইখতিয়ার' গ্রন্থটি আজ থেকে দুশতাব্দী কাল পূর্বে বিখ্যাত লেখক সালামাত আলী খান ওরফে খাদাকাত খান আরবীতে রচনা করেন। এর পর আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর পূর্বে এ গ্রন্থটি উর্দূতে অনুবাদ করা হয়। পরে 'ইসলামে কানুনে ফৌজদারী' এর বাংলা অনুবাদ করেন বিখ্যাত 'আলিম মোহাম্মাদ মোবারক শাহ। এ গ্রন্থে ইসলামের ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি বিষয়ক সকল খুঁটি-নাটির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ফৌজদারি সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় বিভিন্ন প্রকার উদাহরণ সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে তিনি দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বছর হতে গোটা মুসলিম দুনিয়ায় পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য প্রায় তেষট্রিটি ইসলামী আইন গ্রন্থের মতামত ও ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের হুবুহু ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন এবং তা যথাস্থানে সাজিয়েছেন। তাই সাধারণ পাঠকদের মধ্যে যারা ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক স্বচ্ছ ও মৌলিক ধারণা লাভে আগ্রহী তাঁদের জন্য গ্রন্থটি সবিশেষ উপকারী । এ গ্রন্থটিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। ১ম পর্বে আলোচনা করা হয়েছে- হদ, চুরির হদ, ডাকাতির বিধান, ব্যাভিচারের হদ, মদপানের দণ্ড, অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে। দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে- হত্যার শাস্তি, সাক্ষ্য, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিসাস, রক্তপণ, জখমের (আঘাত) এর বর্ণনা, চতুষ্পদ জন্তের অপরাধ এবং ক্রীতদাসের অপরাধ এবং ক্রীতদাসের সংগঠিত অপরাধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ।

---

[৫]. তিনি আরব জাহানের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সুপন্ডিত ছিলেন। তাঁর 'ফিক্হুয যাকাত' গ্রন্থটি আমাদের জন্য এক বিশাল সম্পদ।এটি দুখন্ডে বিভক্ত। এটি আরবী ভাষায় রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ইসলামে উত্তারিধকার আইন

লেখক : শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী[৬]
সম্পাদনায় : অধ্যাপক মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক
অনুবাদক ও প্রকাশক: কাজী গিয়াস উদ্দীন আহমদ, মিরপুর, ঢাকা
প্রকাশকাল: আগস্ট, ১৯৮৮ মূল্য:৩৫ টাকা পৃষ্ঠা : ১২৫

ফরায়েজ শাস্ত্র মানব জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এ শাস্ত্রকে মহানবী (সা.) 'অর্ধ 'ইলম' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন শায়খ মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী। তিনি শ্রেণী কক্ষে তার উত্তারিধকার আইন সম্পর্কিত বক্তৃতাগুলোকে একত্র করে ফরায়েজ শাস্ত্র গ্রন্থরূপে সংকলন করেন। বইটির যথার্থতা উপলব্ধি করে অনুবাদক কাজী গিয়াস উদ্দীন আহমদ তার শুভাকাংক্ষীদের নিয়ে এ শাস্ত্রটির অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থে আলোচনা-পর্যালোচনা ও যুক্তি প্রমাণ বিচারে চারি মাযহাবের দৃষ্টিকোন সঠিকভাবে তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয়েছে। লেখক এ শাস্ত্রটিকে বিষয়ানুযায়ী ১০ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। পরিচ্ছেদগুলোর মধ্যে রয়েছে মিরাছের আয়াতসমূহ, ইসলামে মিরাছের পদ্ধতি, কোরআন শরীফে নির্ধারিত অংশ সমূহ, আল আছাবাত ও উহার প্রকারভেদ, রদ ও আওলের বিধান, হিসাব ও মাছআলা সংশোধনের পদ্ধতি, মুনাছাখার আহকাম, যাবিউল আহরামের মিরাছ, নিখোজ, পানিতে ডুবা, চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান। এ বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. ইসলামী ফিক্হ বা শরীয়তের মৌলিক বিধান

মূল: মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী
অনুবাদক : এবি.এম. কামাল উদ্দিন শামীম
প্রকাশনায় : জনতা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল : নভেম্বর, ২০০২ পৃ. ১৭৬ মূল্য: ১০০ টাকা

ইসলামী ফিক্হ গ্রন্থটি আল্লামা ইউসুফ ইসলাহীর ইসলামী আহকামের উপর অন্যতম প্রমাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে ইসলামী আরকান, কালেমা, নামাজ, রোযা, যাকাত ও হজ্জের হুকুম আহকাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থে হানাফী ফিক্হ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে আহলে হাদীসের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে যেসব মাসায়েল এর অনুশীলন করা প্রয়োজন হয় সেসব মাসায়েল সম্পর্কেই এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স এবং মানসবিচার করেই শরীয়তের বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে জটিল ভাষার পরিবর্তে সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। শরীয়তের মাসায়েল এবং আহকামের আলোচনার পাশাপাশি সেসবের গুরুত্ব, তাকিদ এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এ গ্রন্থটি অনেক গুরুত্ব বহন করে । এ গ্রন্থের তাহারাত, নাজাসাত, অযু, গোসল, তায়াম্মুম এবং নামাজ সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও মসজিদের আদব, জামা'আতে নামাজ, নফল নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ, ঈদের নামাজ,তারাবীহের নামাজ, জানাযার নামাজ, জুমআর নামাজ, যাকাত, রোজা, কাফ্ফারা এবং সর্বশেষে হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

৬. শায়খ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী মক্কা মুকাররমার উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের একজন অধ্যাপক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইসলাম পরিচিতি

লেখক: ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ অনবাদক: মুহাম্মাদ লুতফুল হক
প্রকাশক: পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইফাবা
প্রকাশকাল: এপ্রিল, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৪ মূল্য: ৫৮.০০ টাকা

জীবনের প্রতিটির ক্ষেত্রকে সাফল্যের রশ্মিতে উদ্ভাসিত করেছে ইসলাম। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে কামিয়াবীর মহিমায় উজ্জ্বল করতে হলে ইসলামকে জানতে হবে এবং তার সাথে পালন করতে হবে এর বিধিগুলো। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, পন্ডিত ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ এ দৃষ্টিভঙ্গিতে রচনা করেছেন "Introductaion To Islam" বইটি। এখানে ইসলামকে তুলে ধরা হয়েছে একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে । রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী সমাজে নারী, অমুসলিমদের অবস্থান, ঈমান-আকীদা, দৈনন্দিন জীবনের আচার -আচারণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে খুবই সুচারুরূপে। ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক অথচ পরিপূর্ণ একটি ধারণা লাভের জন্য বইটি অত্যন্ত উপযোগী। বইট সহজ, সরল ভাষায় অনুবাদ করেছেন জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক। লেখক বইটিকে ১৫টি অধ্যায় ভাগ করে অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। ১ম অধ্যায় রয়েছে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)। এখানে তিনি আরব ভূমি, নবী করীম (সা) এর আবির্ভাব, হিলুফ়ুল সহ হিজরত, মহাবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন । এরপরের অধ্যায়গুলোতে পর্যায়ক্রমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন, ঈমান ও বিশ্বাস, অনুরক্ত জীবন ও অনুশীলন: নামাজ-রোযা-হজ্জ-যাকাত, আধ্যাত্মিক জীবন: ইলমে তাসাওউফ, নৈতিকতা, ইসলামে রাষ্ট্রনীতি, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মুসলিম নারী, ইসলামে অমুসলিমের মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায় লেখক আলোচনা করেছেন বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুসলিমের অবদান সম্পর্কে। এর পর ইসলামের সাধারণ ইতিহাস এবং সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চদশ অধ্যায় তিনি একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৭. ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান

লেখক : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী
অনুবাদক: আবদুস শহীদ নাসিম, পরিচালক, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী রিচার্জ একাডেমী
প্রকাশক: শতাব্দী প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা: ৪৯৬ মূল্য: ১৮০.০০ টাকা

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রহ.)এর এ গ্রন্থটি ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে এক অন্যন্য গ্রন্থ। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি, ইসলামী শাসনের মূলনীতি এবং ইসলামী বিপ্লব সাধনের পদ্ধতির উপর এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ ও বাস্তবতার নিরিখে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী তাঁর এ সম্পর্কিত লেখাগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। এগুলোকে তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু ইসলামী চিন্তাবিদ ড. খুরশীদ আহমদ 'ইসলামী রিয়াসাত' শিরোনামে সুসংকলিত করেছেন। পরে এটিরই ইংরেজির সংস্করণ করেন 'Islamic Law and Constitution' নামে।

এ গ্রন্থটিকে মোট ৪টি খন্ডে এবং ১৬ টি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক খন্ডের অধীনে অধ্যায় হিসেবে বর্ননা দেয়া হয়েছে। ১ম খন্ডে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ খন্ডে মোট ৫টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায়- ধর্ম ও রাজনীতি, দ্বিতীয় অধ্যায়-ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ, ৩য় অধ্যায়- কুরআনে রাজনৈতিক দর্শন, ৪র্থ অধ্যায়: খিলাফতের তাৎপর্য এবং ৫ম অধ্যাায় ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। ২য় খন্ডে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি ও কর্মপন্থা ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এ খন্ডে মোট ৬য়টি অধ্যায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়- ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস,৭ম অধ্যায়-ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ, ৮ম অধ্যায় ইসলামী সাংবিধানের ভিত্তিসমূহ, ৯ম অধ্যায়- ইসলামী রাষ্ট্রের উদাহরনীয় যুগ, ১০ম অধ্যায়- ইসলামী আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ, একাদশ অধ্যায়- কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । তৃতীয় খন্ডে ইসলামী শাসনের মূলনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ খন্ডে মোট ৪টি অধ্যায় রয়েছে। এর দ্বাদশ অধ্যায় - মৌলিক মানবাধিকার, ত্রয়োদশ অধ্যায়- অমুসলিমদের অধিকার, চতুর্দশ অধ্যায়- ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, পঞ্চদশ অধ্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালা সম্পর্কি আলোচনার স্থান পেয়েছে। ৪র্থ খন্ডে বর্ননা দেয়া হয়েছে ইসলামে বিপণ্ঢবের পদ্ধতি। এখানে ১টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায় অর্থাৎ ষোড়শ অধ্যায়ে ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যারা মানবতার কল্যাণের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী ও আকাংক্ষী, এ গ্রন্থ তাদের উদ্রোগ ও আকাংক্ষাকে এগিয়ে দেবে অনেক দূর। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে যে কোন মত ও পথের লোকই উপলব্ধি করতে পারবেন ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামের শাসন ও বিধান কতো যুক্তিসংগত, বাস্তব, সুবিচারমূলক ও মানবতার কল্যাণ বিধায়ক। এ গ্রন্থ পাঠকের সামনে এ মহাসত্য উম্মোচন করে দেবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্ব মানবতার অধিকারের সংরক্ষক ও নিরাপত্তার যিম্মাদার।

১৮. ইসলামে ইজমা দর্শন

লেখক: আহমাদ হাসান অনুবাদ: নুরুল আমিন জাওহার
প্রকাশক: শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রকাশনায়: ইফাবা
প্রকাশকাল (১ম): জানুয়ারী, ২০০৪ পৃষ্ঠা : ৩৫২ মূল্য : ৯৫ টাকা

আহমাদ হাসান[৭] রচিত অত্র গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ইজমার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা এবং এর কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায় সমূহে এর চিরায়ত উৎকর্ষ তত্ত্ব সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা যেমন - সংজ্ঞা, উপযুক্ততা, মেয়াদ পরিধি, বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ দু'টি অধ্যায়টি তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ইজমার নতুন গতিধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লেখক: আবদুল ওহহাব খাল্লাফ
অনুবাদক: মাওলানা ছমীর উদ্দীন
প্রকাশক: ইফাবা প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ১৯৮৬ মূল্য : ১৫ টাকা

'ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থটিতে লেখক ইসলামী আইনের অন্তর্নিহিত তথ্যাদি উদঘাটন, এর পর্যায়ভুক্তির কারণ নিরুপণ ও ইজতিহাদকারী ইমাগনের মতানৈক্যের উৎস আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। এয়াড়াও ইমামগণের বিভিন্ন মাযহার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলামী আইনেরর বৈপ্লবিক অগ্রগতির পথে এটা কি রূপে অগ্রগতির পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক এ গ্রন্থে প্রথমে বিভিন্ন যুগ হিসেবে আলোচনা করেছেন। প্রথমে নবী যুগে ইসলামী আইনের বর্ণনা দিয়েছেন। এর পর সাহাবাগণের যুগে ইসলামী আইনের উৎস, কারন, খারেজী,

---

[৭]. প্রখ্যাত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ, পাকিস্তানস্থ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিউট-এর সাবেক পরিচালক। তাঁর রচিতThe Doctrine of Ijma in Islam শীর্ষক পুস্তকটি ইজমার উপর একটি প্রামান্য পুস্তক হিসেবে বিশ্বব্যাপি প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তাঁর এ বইটিকে বাংলায় 'ইসলামে ইজমা দর্শন' শিরোনামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর বাংলা অনুবাদ করে বাংলাভাষাভাষী জনগণের নিকট পেশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিয়া ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বর্ণনা করেছেন। এরপর ৩য় ভাগে আইন সংকলন ও ইজতিহাদকারী ইমামগণের যুগ অংশে এ যুগে আইন প্রণয়নের অধিকারী মনীষীগণের বর্ণনা দিয়েছেন । সর্বশেষে তিনি ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনের হাম্বল এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ফিক্হ শাস্ত্রে তাদের অবদান তুলে ধরেছেন।

২০. ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস

লেখক: মুহাম্মাদ তাকী আমীনী   অনুবাদক : আবদুল মান্নান তালিব
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ   পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৫০
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০০৪   মূল্য: ৬০.০০ টাকা

ইসলামী বিধি-বিধানের বিভিন্ন দিক ও প্রকারভেদ এর আলোচনা নিয়ে যে বিষয় শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তা হচ্ছে ফিক্‌হ। কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস থেকে এ ফিক্‌হ বিষয়গুলো বাছাই করার জন্য যে নিয়মনীতি তৈরি হয়েছে তাই হচ্ছে উসূলে ফিক্‌হ। ‘ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস’ গ্রন্থটিতে ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যা ইসলামী আইন অন্বেষণকারীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে হলে বাংলাভাষী পাঠকের জন্য ইসলামী ফিক্‌হের অতীত ইতিহাস ও তার বিস্তারিত রূপ জানতে হবে । এ বইটি এ ব্যাপারে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ভারতের আজমীরের বিখ্যাত আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী আমিনী এ বইটি উর্দূতে রচনা করেন। এ গ্রন্থটি রচনায় তিনি ইসলামী দুনিয়ার বিগত সাত-আটশো বছরের মধ্যে প্রকাশিত এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ট রচনা ও গ্রন্থরাজির সাহায্য নিয়েছেন। এ গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত আলিম সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব। তিনি অনুবাদের ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ রাখার চেষ্টা করেছেন। পারিভাষিক শব্দগুলো সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন।এ বইটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোতে ফিক্‌হের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রমসংকোচন, ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি, ফিক্‌হহের উৎস, ফিক্‌হের মূলনীতি এবং ব্যাপক নিয়ম, ফিক্‌হী বিধানের লঘুকরণ এবং সর্বশেষ অধ্যায় ফকীহগণের মতবিরোধের কারণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।বইটি ইসলামী আইন অন্বেষণকারীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

২১. ইসলামের সামাজিক আচারণ

লেখক   : হাসান আইউব   অনুবাদক: এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকাশনায়: বিশ্ব প্রকাশনী, ঢাকা   প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০০৪
মূল্য: ১৫০.০০ টাকা;   পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৩৭

‘ইসলামের সামাজিক আচারণ’ বইটি মিসরের প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ এবং ইখওয়ানুল মোসলেমুনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হাসান আইউবের লেখা اَلسُّلُوْكُ الْاِجْتِمَاعِى فِىْ الْاِسْلَامِ বই এর বাংলা আনুবাদ। তিনি এ বইতে ইসলামের সামাজিক আচারন এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কে বিষদ মৌলিক আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ের উপর এটিই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস। তাছাড়াও এটি একটি মৌলিক ইসলামী গ্রন্থ। এ বইটির শেষে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে ‘স্ত্রীদের সাজ-গোজ’। এ অধ্যায়টি মূল গ্রন্থে ছিল না। সামাজিক   অবস্থার আলোকে এ গ্রন্থটিকে[৮] ৪টি মূলনীতিতে ভাগ করেছেন।

---

[৮]. ‘ইসলামের সামাজিক আচারণ’ বইটতে যে কোন বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের আলোকে বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং মাঝে মাঝে ওলামায় কেরামের মতভেদ তুলে ধরা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয় ফিক্‌হ-এর বিধান বর্ণনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে করে পাঠক বুঝতে পারেন কোন ফরজ ও ওয়াজিব, কোনটি মোস্তাহাব, কোনটি হারাম এবং মাকরুহ। ফলে পাঠক দলীল প্রমাণের ভিত্তি খুঁজে পাবেন এবং নিজের ব্যক্তিগত আচারণ --সম্পর্কে সচেতন হতে সক্ষম হবেন। সামাজিক আচারণ কথাটি খুবই ব্যাপক এবং এর রয়েছে বহু শাখা-প্রশাখা। একজন

Dhaka University Institutional Repository

১ম মূলনীতি: বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা।
২য় মূলনীতি: আল্লাহর দীনকে বুঝার জন্য ইসলাম সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করা ।
৩য় মূলনীতি : আত্মার পংকিলতা ও ব্যাধি পরিষ্কার করা।
৪র্থ মূলনীতি: সমাজের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি ও সামাজিক আচারণের আদব-শিষ্টাচার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন । এ মূলনীতি এ বইয়ের তিন চতুর্থাংশের সমান। চতুর্থ মূলনীতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এক:মুসলিম পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী, আত্মীয়, চাকর, অতিথি মুসাফিরের অধিকার
দুই: সাধারণ মুসলমান ও অমুসলামনদের সাথে সম্পর্ক। মূলত : এ বইয়ের বিষয়গুলো সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য জরুরী। চুতর্থ মূলনীতিতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গবেষণালব্ধ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। বইটি সকল মুসলমানের বাস্তবজীবনের জন্য অতীব জরুরী।

২২. ইসলামী বিবাহ

লেখক: মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) অনুবাদক: মাওলানা হেলালুদ্দীন আহমদ
প্রকাশক: মুহাম্মাদ আবুল কালাম, দারুল মা'আরিফ, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২০৭ মূল্য: ১০০ টাকা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। ইসলামে বৈরাগ্যকে নিরুৎসাহিত করে। বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন এটিই ইসলামে স্বিকৃতি দেয়। অনুবাদক মাওলানা হেলালুদ্দীন অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে এ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। এ বইটিতে বিবাহের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে কিছু বিষয়ের শিরোনাম হল: ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব, বিধবা বিবাহ, কুফু, পাত্র নির্বাচন, মহর, যৌতুক, বাসর রাত্র, ওলীমা, দাওয়াত, পর্দা, স্বামী স্ত্রী মিলন বিধান, তালাকের বর্ণনা এবং সন্তান পালনের নিয়ম সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে।

২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ

লেখক: আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদক: মাওলানা রেজাউল করীম ইসলামাবাদী মূল্য: ৬৫.০০ টাকা
প্রকাশকাল: ৩য় সংস্করণ: আগস্ট, ২০০৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০৬

'ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ' গ্রন্থটির মূল লেখক হলেন আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা। তিনি সামাজিক অনাচার এবং অপরাধগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরেছেন। অপরাধ সমাজকে কলুষিত করে।সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে।মানুষের সুখ শান্তি বিদূরিত হয়। ইসলাম সকল অপরাধ দূর করার বাস্তব নির্দেশনা দিয়েছে। গ্রন্থকার এ বইয়ে এ ধরণের সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বইটতে মোট ১১ টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় আলোচনা করেছেন অপরাধের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ, ২য় অধ্যায় আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, ৩য় অধ্যায়ে যৌন সম্ভোগে মানুষের অপরাধ, ৪র্থ অধ্যায়ে পারিবারিক জীবনে মানুষের অপরাধ, ৫ম অধ্যায় লেনদেন, অষ্টম অধ্যায়ে আন্তরিকতা, ৯ম অধ্যায়ে সামাজিক অপরাধসমূহ, ১০ম অধ্যায়ে বিভিন্ন

মুসলমানের সাথে যেমনি তার নিজ পরিবার , আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও চাকর চাকরানীর সম্পর্ক রয়েছে তেমনি করে তার সাথে অন্যান্য মুসলমান, অমুসলমান, পাপী ও ভাল লোকসহ শান্তিকামী ও যুদ্ধবাজ লোকেরও সম্পর্ক রয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

মুসীবতের বর্ণনা এবং ১১তম অধ্যায়ে আল্লাহর প্রতি ইবাদত বিমুখতার সমাজের যে অপরাধ ও সমস্যা সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান, বুঝতে চান, যারা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধসমূহ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর যমীনে তাঁর দীনের কাজে অগ্রসর হতে চান তাদের সবার সংগ্রহে এ গ্রন্থটি থাকা প্রয়োজন।[৭]

২৪. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান

লেখক: আলামা ইউসুফ আল-কারযাভী অনুবাদ:মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
প্রকাশনায়: খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা প্রকাশকাল: নভেম্বর,২০০৭খ্রি.
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪৭৯ মূল্য: ২০০.০০ টাকা

আরবীতে الحلال والحرام فى الاسلام এ গ্রন্থটিকে মাওলানা আবদুর রহীম বাংলাভাষীদের বুঝার জন্য বাংলায় অনুবাদ করেন। অত্র গ্রন্থটিকে চারটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে অনেক অনুচেছদ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১ম অধ্যায় হালাল- হারামের সংজ্ঞা, ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম এবং এ অধ্যয়ের অধীনে শিকার, মদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, ঘর-বসবাসের স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায় স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রসীমা, স্বামী স্ত্রী অধিকার, পিতামাতা ও সন্তানদের সম্পর্ক এবং চতুর্থ অধ্যায় আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মী অন্ধ অনুসরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থখানীর আলোচিত বিষয়গুলো গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গ্রন্থাকার পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে বিষয় সংশিষ্ট সকল দিক ও সকল শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল -প্রমাণের ভিত্তিতে।

২৫. এসলাহে মুয়াশারাহ

লেখক: মুফতী আমীন পালনপুরী অনুবাদক: মাওলানা এহতেশামুল হক
প্রকাশক : আরিফ বিল্লাহ, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: জুন, ২০০২ পৃ. ১২৮ মূল্য: ৮০ টাকা

'এসলাহে মুয়াশারাহ' গ্রন্থের লেখক মাওলানা মুফতী আমীন পালনপুরী (র.) আমাদের অধ:পতিত সমাজকে সুস্থ সুন্দর ও আলোকিত করার লক্ষ্যে নবী (সা) এ বাণীমালার আলোকেই একান্তই বাস্তবধর্মী পরামর্শ ও নির্দেশনা তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি সমাজকে শুদ্ধি কি জন্য অত্যবশ্যকীয় তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এছাড়াও সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি পিতামামার দায়িত্ব, প্রতিবেশীর দায়িত্ব, মুসলমানদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সমাজের বিপর্যায় ও সংশোধনের আলোচনা, ধনসম্পদের ফিতনা, মহিলাদের ফিতনা, মদপান করা নিলর্জ্জতার শিকড়, গানবাজনার ফিতনা, শেষ যমানার ফিতনা এবং সমাজ সংশোধনের জন্য দীনি শিক্ষার ভূমিকার কথা আলোচনা করেছেন।

২৬. এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন (১ম খণ্ড)

লেখক: হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র.) অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
প্রকাশনায়: মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলা বাজার, ঢাকা মুল্য: ১৭০ টাকা
প্রকাশকাল:১ম সংস্করণ- ১৪০৭ হি. ৫ম সংস্করণ:সেপ্টেম্বর, ২০০৪ পৃ. ৫১২

'এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন' গ্রন্থটি ছুফি-শ্রেষ্ঠ, দার্শনিক ও যুক্তিতর্ক বিষারদ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র.) আরবীতে রচনা করেন। তাঁর এ অমর গ্রন্থটি যেমন এক সময় পথ ভ্রান্ত মসলামানদের

---

[৭] . শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা: শুক্রবার, ৫ অগ্রহায়ন, ১৪১১; ১৯ নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে নতুন জারণের সৃষ্টি করেছিল। তেমনি আজ পর্যন্তও মুসলিম মানবের দীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়। এ গ্রন্থে ইসলামী 'ইলমের প্রতিটি দিক পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণী মণীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। এ গ্রন্থটি মোট ৮ম খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে মোট ৭ টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানের মাহাত্ম, বিবেক ও তার মাহাত্ম। দ্বিতীয় অধ্যায়ে- আকায়েদের বিবরণ, ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য, তৃতীয় অধ্যায় পবিত্রতা, ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, ৪র্থ অধ্যায়-নামাজ, আযান, জুমআর নামাজ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ম অধ্যায়-যাকাত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় রোযা, ৭ম অধ্যায়- হজ্জ্ব সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে।

২৭. এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন (২য় খণ্ড)

অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান মুল্য: ১৭০ টাকা পৃ. ৫৩৬

প্রকাশনায়: মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা; ১ম সং: ১৪০৭হি., ৫ম সং-সেপ্টেম্বর, ২০০২

এ খণ্ডে ৮ম অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে কুরআন তিলাওয়াত, যিকিরও দোয়া, ওযিফা, রাত্রি জাগরণ, রাতের সময় বণ্টন, দাওয়াত, বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা, হালাল ও হারাম, সঙ্গ, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব এবং পিতা মাতার হক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২৮. এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন (৩য় খণ্ড)

অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল: ১ম সং: ১৪০৭হি. ৫ম সং: ডিসেম্বর, ২০০৩; মুল্য: ১৭০ টাকা; পৃ.৪০৮

এ খণ্ডটিকে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে নির্জনবাসের আদব, সফর সম্পর্কে, সঙ্গীতের বৈধতা সম্পর্কে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ, অন্তরের রহস্যাবলী, উদার ও লজ্জাস্থানের খায়েশের আলোচনা, জিহবাহ এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে ক্রোধ -হিংসা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৯. এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন (৪র্থ খণ্ড)

অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলা বাজার, ঢাকা;

প্রকাশকাল: ৩য় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০০২ মুল্য: ১৭০ টাকা পৃ. ৫৪০

এ খণ্ডটিকে ১ম- থেকে ৯ম অধ্যায় পর্যন্ত ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে যশ ও রিয়া, অহংকার ও আত্মপ্রীতির, বিভ্রান্তি, তওবা,সবর ও শোকর,ভয় ও আশা,দারিদ্র ও সংসার বিমূখতা, দুনিয়ার নিন্দা, কৃপনতার নিন্দা এবং ধন সম্পদের মহব্বত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৩০. এহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন (৫ম খণ্ড)

অনুবাদক: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান মুল্য: ১৪০ টাকা পৃ. ৩৫২

প্রকাশনায়:মদীনা পাবলিকেশান্স, বাংলা বাজার, ঢাকা; ৩য় সংস্করণ :মে, ২০০২

এ খণ্ডটি ৫ম অধ্যায় থেকে ১০ম অধ্যায় পর্যন্ত ভাগ করা হয়েছে। এখানে তাওয়াক্কুল, মহব্বত নিয়ত, মুরাকাবা, মুশাহাদা, ফিকির, মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের জীবন, হাশরের ময়দান, জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন (৬ষ্ঠ খণ্ড)

অনুবাদক: আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম প্রকাশক:এফ.কে.আই মিশন ট্রাস্ট,
১৮ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১, প্রকাশকাল: জুলাই, ১৯৭৭

৬ষ্ঠ খন্ডটি ‘বিনাশন পুস্তক-২য় ভাগ’ নামে এবং এটিতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে দশম পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। এখানে সংসারে আসক্তি, কৃপনতা, রিয়া, অহংকার ও ভ্রমের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৩২. এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন (৭ম খণ্ড)

অনুবাদক: আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম। প্রকাশক:এফ.কে.আই মিশন
ট্রাস্ট, ১৮ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১ প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৭৮ খ্রি.।

এ খন্ডটি -পরিত্রান পুস্তক-১ম ভাগ নামে এবং এখানে মোট ৩টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। ১ম পরিচ্ছেদে তওবা, ২য় পরিচ্ছেদে ছবর ও শোকর এবং তৃতীয় পরিচেছদে ভয় এবং আশার বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৩. এহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন (৭ম খণ্ড)

অনুবাদক: আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম প্রকাশক:এফ.কে.আই মিশন
ট্রাস্ট, ১৮ বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১ প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ:১৯৬৪

এ খণ্ডটি ‘পরিত্রান পুস্তক-২য় ভাগ’ নামে গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এর এটিতে মোট ৩ টি পরিচেছদ রয়েছে। এখানে দরিদ্রতা ও বৈরাগ্য, তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল, প্রেম, অনুরাগ, প্রীতি ও প্রসন্নতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানী একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এ গ্রন্থের বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর লেখাগুলো আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। পাঠকের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। এ গ্রন্থখানী মুসলমানদের তথা ইসলাম আইন অন্বেষণকারীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

৩৪. কিতাবুল কাবায়ের

লেখক: শামসুদ্দীন যাহাবী (র) অনুবাদ: আবু সাদেক মুহাম্মাদ নুরুজ্জামান
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ৩১২
প্রকাশকাল: মে ২০০৫ মূল্য: ৭৫.০০ টাকা

‘কিতাবুল কাবায়ের’ গ্রন্থটিতে লেখক কবিরা গুণাসমূহ আলোচনার পাশাপাশি এর প্রাসঙ্গিক আলোচনাও করেছেন। আমরা জীবন চলার পথে অনেক কবিরা গুনাহ এবং ছগীরা গুনাহ করে থাকি। কোনটা জ্ঞাতসারে আবার কোনটা অজ্ঞাতসারে।আমাদের সকলকে এ অপরাধের জন্য পরকালীন আহকামুল হাকিমের দরবারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। লেখক অত্র গ্রন্থে এসব অপরাধের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অত্র বইটিতে লেখক বিভিন্ন শিরোনামে, অধ্যায়ে এ সকল অপরাধেররর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলো হল: আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা, নরহত্যা করা, যাদুটোনা করা, নামায পরিত্যাগ করা, যাকাত না দেয়া, বিনা ওযরের রমজানের সিয়াম ভঙ্গ করা, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা, মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা, ব্যাভিচার, লাওয়াতাত বা সমকামিতা, সুদ,ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা এবং তার উপর জুলুম করা,অহংকার ও বড়াই, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, মদপান , জুয়াখেলা, সতী সাধ্বী নারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া, গনীমতের মাল আত্মসাত করা, চুরি করা, ডাকাতি এবং ছিনতাই , মিথ্যা কসম খাওয়া, বিচারের জন্য (বিচারকের) ঘুষ গ্রহণ, পোশাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে নারী পুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি,

Dhaka University Institutional Repository

তাকদীরকে অবিশ্বাস করা, চোঘলখোরী করা, লা'নত করা এবং ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা ইত্যাদি বিষয়সহ আরও অনেক কবীরা গুনাহর বিস্তারিত আলোচনার স্থান পেয়েছে অত্র গ্রন্থে।

৩৫. কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন

লেখক: মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)   অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের রাহমানী
প্রকাশক: মো: শিহাব উদ্দীন , বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা;
প্রকাশকাল: জানুয়ারী, ১৯৯৯   পৃষ্ঠা: ১৫৮   মূল্য: ৭০.০০ টাকা

পারিবারিক জীবন মানব জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মাধ্যমে একজন মানুষের জীবন সুন্দর ও সুশৃংখল ও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তাই পারিবারিক জীবন ও তার সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয়ের যর্থাথ সমাধানও ইসলাম দিয়েছে।'কুরআন ও হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন' বইটিতে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, স্বামীর মর্যাদা, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, শাশুড়ী-বউ সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইটি হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর বিভিন্ন মাওয়ায়িয ও বাণী থেকে সংকলিত (হুকুকে মু'আশারাত) কিতাবের অনুবাদ। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তুকে অক্ষুন্ন রেখে কিতাবের ধারা পরিহার করে নিজস্ব ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। কিতাবটি সংকলনে দুরহ কাজ সম্পাদন করেছেন ভারতের একজন প্রথিতযশা আলিম মুফতী মাওলানা যায়েদ মাজাহেরী নদবী। এ বইটিতে মোট১৭টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোতে রয়েছে- স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস, বিয়ের পর পৃথক ঘরে থাকা আবশ্যক,স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের স্তর, স্বামীর অধিকার, স্বামীর আনুগত্য, মহিলাদের আপোষের ঝগড়া-বিবাদ, দাম্পত্য সুখ লাভের উপায়, স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা, গর্ভ সংরক্ষণে আমল, তালাকের বর্ণনা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের বর্ণনা সহ প্রাসঙ্গিক আরও বেশ কিছুর আলোচনা করা হয়েছে।

৩৬. কুরআনে ও হাদীসের দৃষ্টিতে সুদ, ঘুষ ও ঋণ গ্রহণের বিধান

লেখক:মাওলানা আশরাফ আলী থানভী(র:), অনুবাদ:মাওলানা মুহাম্মদ শফিউল আলম
প্রকাশক: আবদুল মালেক প্রকশানায়: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশ কাল: (৫ম সংস্করণ) ২০০৮   পৃষ্ঠা: ১৪৪ মূল্য: ৯০.০০ টাকা

বিষয়বস্তুর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ গ্রন্থটি হাকীমূল উম্মত মুজাদ্দিতে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (র.) এর অমূল্য রচনাবলী ও 'মুক্তাতুল্য' ওয়াজ-নসীহত থেকে সংগৃহীত একটি অনবদ্য সংকলন। উর্দূ ভাষায় রচিত 'সূদ, রেশওয়াত, করজকে শরয়ী আহকাম ' নামে সংকলিত এ বইটি সংকলন করেন মুফতী মুহাম্মদ যায়েদ মাযাহেরী নদবী। এটিরই বাংলায় অনূদিতই হল 'সুদ, ঘুষ ও ঋণ গ্রহণের বিধান' এ বইটি। বর্তমান মুসলমানগণ 'মুআ'মালাত' ও 'মুআ'শারাত' তথা সামাজিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি- বিধান সম্পর্কে অনেকটা অসচেতন। বিশেষ করে 'মুআ'মালাত' অর্থাৎ লেনদেন সম্পরের্ক। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবারের ক্ষেত্রে মুসলমানরা আজ হারামের মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাদের সমাজ জীবনে বিরাজ করছে সুদের ছড়াছাড়ি, ঘুষের দাপট আর ঋণ-খেলাপীদের প্রতাপ। এ গ্রন্থে এ তিনটি অংশ- সুদ, ঘুষ ও ঋণ সম্পর্কে ইসলামী বিধানাবলী আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির ১ম অধ্যায় সুদ সম্পর্কিত কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা, সুদের কুফল, সুদখোরদের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে ঘুষ সম্পর্কিত আলোচনা। এখানে ঘুষের কুফল, ঘুষের পার্থিব প্রতিক্রিয়া, বিচারকার্যে ঘুষ দেয়া, ঘুষ থেকে বাচার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় হল ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে। এখানে ঋণগ্রহীতার কর্তব্য, ঋণ প্রদানের গুরুত্ব, মৃত্যু ব্যক্তির ঋণ আদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. তাবলীগ ও দাওয়াহ্

লেখক: এ.জেড.এম শামসুল আলম
অনুবাদ: শহীদ আখন্দ
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ৪৪০
প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০০৪ মূল্য:১১০ টাকা

'তাবলীগ ও দাওয়াহ' শীর্ষক গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক এ.জেড. এম.শামসুল আলমের `Tableeg and Dawh'শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। দলীল প্রমাণাদিতে সমৃদ্ধ এ গ্রন্থটি মোট ১৫ টি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুরুতে 'ঈমান ও আকায়েদ ' শিরোনামে একটি ভূমিকা রাখা হয়েছে। ১ম অধ্যায়ে কালিমা তাইয়্যেবা, ২য় অধ্যায়ে মহান স্রষ্টা, ৩য় অধ্যায় কুরআন, ৪র্থ অধ্যায় অদৃশ্য বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ৫ম অধ্যায় অদৃশ্য আখিরাত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় প্রকৃতিতে আল্লাহর আইন, ৭ম অধ্যায় ইবাদত, ৮ম অধ্যায় সালাত, ৯ম অধ্যায়ে সালাতের ফাযায়েল, ১০ম অধ্যায়ে নিয়তের গুরুত্ব, ১১তম অধ্যায় ফিতরাত এবং ১২ তম অধ্যায় দৌলতের স্বরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ১৩তম অধ্যায় সুখ ও শান্তি, ১৪তম অধ্যায় দেহ ও আত্মার সম্পর্ক এবং সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ ১৫তম অধ্যায় এর স্বরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সকল অধ্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর প্রত্যেকটি অধ্যায় মুসলিম জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে সবগুলোতেই কুরআন হাদীসের দলীল উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি সহজ-সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় এবং এতে বক্তব্যের বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রচুর উপমা ব্যবহার করায় গ্রন্থটি সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী হয়েছে। এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক একদিকে যেমন ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, তেমনি দাওয়াতী কাজে নিজেরাও উদ্বুদ্ধ হবেন।[১০]

৩৮. দৈনন্দিন জীবনের মাসয়ালা

লেখক: আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
অনুবাদ: এ.বি.এম.কামাল উদ্দিন শামীম
প্রকাশক : আবদুর রহমান হান্নান প্রকাশনায়: তাফহীম প্রকাশনী, ঢাকা
প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ-নভেম্বর, ২০০২ মূল্য: ১৩০ টাকা

এ গ্রন্থটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। ১ম খন্ডে ইসলামী আরকান, কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত এবং হজ্জ এর হুকুম আহকাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাহারাত, অযু, মাসেহ, গোসল, তায়াম্মুম, নামাজ, আযান, ইমামের গুণাবলী, জুম্মার নামাজ, জানাযার নামাজ, ইতিকাফ, কুরবানীর মাসলা মাসায়েলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে হানাফী ফিক্হ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে আহলে হাদীসদের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ পাঠক এবং শিক্ষার্থীরা মনযোগসহকারে বইটি পাঠ করলে হানাফী মাযহাবের আলোকে প্রয়োজনীয় মাস'আলা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।

*দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে যেসব মাসায়েল এর অনুশীলন করা প্রয়োজন হয় সেসব মাসায়েল সম্পর্কেই এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

*শিক্ষার্থীদের বয়স এবং মানসবিচার করেই শরীয়তের বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ কারণে জটিল ভাষার পরিবর্তে সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

---

[১০] .মুকুল চৌধুরী, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা: শুক্রবার, ১৯ শে অগ্রহায়ন, ১৪১১; ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

* হানাফী ফিক্হ এর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে এ সব মাসায়েল গ্রহন করা হয়েছে। যেমন: ‘আইনুল হেদায়া, শরহে হেদায়া, শরহে বেকায়া, কুদুরী, নুরুল ঈজা, ‘ইলমূল ফিকাহ, তা'লীমূল ইসলাম, ফিকহে সুন্নাহ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে মাসায়েলা নেয়া হয়েছে।

৩৯. নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি

লেখক : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)
অনুবাদক: বশির মেসবাহ
প্রকাশক : মো: শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার
প্রকাশকাল: জুন, ২০০০ পৃষ্ঠা: ২৪০ মূল্য: ১০০.০০ টাকা

ঈমানের পর এবাদতের মধ্যে নামাজের মর্যাদাই সবার উপরে। নামাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নামাজের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) অনেক বই লিখেছেন। এর ভিতরে একটি উর্দূতে লেখা বই হল: ‘আপনি নামাজ দুরুস্ত কি জিয়ে’। কিতাবটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছে। কিতাবটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এটির বাংলা অনুবাদ করে নাম দেয়া হয়েছে ‘নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি’।এ বইটি প্রথমে আলোচনা করেছেন নামাজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে। এরপর প্রথম অধ্যায় আলোচনা করেছেন পবিত্রতার বর্ণনা। এর অধীনে বর্ণনা করেছেন পানি ব্যবহারে হুকুম, এস্তেনজার বর্ণনা, গোসলের বর্ণনা, অজুর বর্ণনা, তায়াম্মুমের বর্ণনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন নামাজের বর্ণনা। এখানে রয়েছে , আজান, নামাজের ওয়াক্ত, সিজদার নিয়ম, নফল নামাজের বর্ণনা,জামাআতে নামাজ, কাযা নামাজের বর্ননা, তওবা, জানাজার নামাজের বর্ণনা এবং সর্বশেষে আলোচনা করা হয়েছে আকীকার বর্ণনা।

৪০. পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম

লেখক : মাওলানা বোরাহানুদ্দীন সাঞ্জলী
অনুবাদ: মাও: একিউএম ছিফাতুল্লাহ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ২২৪
প্রকাশকাল: জুন, ২০০৩ মূল্য:৫০ টাকা

মাওলানা বোরহানুদ্দীন সাঞ্জলীর উর্দু ভাষায় রচিত ‘মু'আশারাতি মাসায়িল’ গ্রন্থের অনুবাদ গ্রন্থ ‘পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম’ গ্রন্থটি পারিবারিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের প্রাথমিক সংগঠন হল পরিবার। একটি পরিবারের মূল ভিত্তি গঠিত হয় একজন পুরুষ ও একজন নারীকে নিয়ে। নর ও নারীর এ মিলন বা জুটি বাঁধার নিয়ম পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায়, বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রূপে লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে এমন কিছু নিয়ম আছে যা রীতিমতো অশ্লীল ও মানবতা বিবর্জিত। একমাত্র ইসলামই জুটি বাঁধার ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যবস্থা মানব সমাজকে উপহার দিয়েছে। সুতরাং যেখানে নারী ও পুরুষ সবাই সমান, উভয়েরই রয়েছে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সমান অধিকার, সেখানে আবার পারিবারিক জটিলতা নিরসরেনর জন্য ইসলামী আদালত নিকাহ/বিবাহ বিচ্ছেদের সমঅধিকার তো সকল অবস্থাতেই রয়েছে। তাই নি:সন্দেহে বলা চলে পারিবারিক জটিলতা বা সমস্যা নিরসরেনর ক্ষেত্রে ইসলামের চেয়ে উত্তম ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা দুনিয়ার আর কোন সমাজ ব্যবস্থায় নেই। লেখক এ গ্রন্থে ইসলামের বিবাহ পদ্ধতি, একাধিক বিবাহের যৌক্তিকতা, অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের পদ্ধতি, শরী'আত মোতাবিক তালাকের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি অন্য ধর্মের বিবাহ পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি বিষয় কুরআন হাদীসের দলীল এবং যুক্তিপূর্ণপদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে ১০১ টি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। তাই পারিবারিক জীবনের জন্য এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইসলাম পিপাসুদের কাছে অনেক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

৪১. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (১ম খন্ড)

লেখক: বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আওরঙ্গজেব আলমগীর (র.)
অনুবাদকদ্বয়: মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়সাল আহমদ জালালী
সম্পাদকদ্বয়: মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরিদী
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা পৃষ্ঠা : ৬৩৮
প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯৯ মূল্য: ২৪০ টাকা

অত্র গ্রন্থের সম্পাদক মোঘল সম্রাট আবুল মোজাফ্ফার মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আলমগীর আওরঙ্গযেব[১১] ১৬৬৩ খ্রি.সাতশত দেশবরেণ্য আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফিকহ্ শাস্ত্র বিশারদ সমন্বয়ে একটি ফিক্হ বোর্ড গঠন করে তার মাধ্যমে ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্বলিত একখানি ফিকাহ গ্রন্থ রচনা করেন। এতে মোট সময় লাগে দীর্ঘ আট বছর। মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে এ অভিমত পোষণ করেন যে, বাদশাহ আলমগীর যদি দিল্লীর হিংহাসনে সমাসীন নাও হতো তথাপিও তিনি এ মহামূল্যবান ফাতাওয়া গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনার কারণেই মুসলিম জাহানে অমর হয়ে থাকতেন। এটি হানাফী মাযহাবের একটি জগৎবিখ্যাত সুবৃহৎ নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ। এ কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১। এ কিতাবের প্রত্যেকটি মাসআলা ও ফাতাওয়া হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে।

২। এতে তাহারাত (পবিত্রতা) হতে আরম্ভ করে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুখমন্ডল, লেনদেন, মুআশারা- আচার-আচারন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি তথা জীবনের যাবতীয় বিধি-বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩। কাযী বা বিচারকের জন্য যেমন এতে সুবিচারের যাবতীয় বিধি-বিধান রয়েছে অনুরূপভাবে একজন মুফতীর জন্যও রয়েছে এতে নিখুতভঅবে ফাতওয়া প্রদানের বিশুদ্ধ মাসআলা-মাসাইল।

৪। মাসআলা-মাসাইলের জন্য এটি একটি বিশ্বকোষ। এ কারণেই আরব-আজম সকলের কাছে এটি সমভাবে সমাদৃত। আরবের লোকদেও নিকট এটি ‘আল ফাতওয়াল হিন্দিয়্যা’ নামে পরিচিত।

৫। এ কিতাব থেকে সাধারণ মুসলমান, আলিম, ফকীহ, কাযী, রাষ্ট্রপ্রধান সকলেই উপকৃত হবে পারে।

---

[১১]. মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ১৬৫৮ খ্রি.দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করে এ বিশাল সাম্রাজ্যেও সার্বিক কল্যণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, সমাজ জীবনে অনাবিল ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তেতিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ কর্ম সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যে সব বিধি-বিধান ও আইন কানুন ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বিধৃত হয়েছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত নতুন নতুন যে সব সমস্য ও জিজ্ঞাসার সমাধান স্পষ্টভাবে বিধৃত হয় নি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে সে সব বিষয়ে সমাধান প্রদানের জন্য বাদশাহ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যূৎপত্তি সম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও পন্ডিতমন্ডলীর সমন্বয়ে ১৬৬৩ খ্রি. একটি ফিকাহ্ যাবতীয় সমস্যার কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক সমাধান সম্বলিত একখানা ফিকাহ বোর্ড গঠেন করেন। তিনি ইসলামে সমস্ত বিধি-বিধান এবং মানব জীবনের উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সমাধান সম্বলিত একখঅন ফিকাহ্ গ্রন্থ সংকলনের জন্য এ বোর্ডকে অনুরোধ করেন। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত বোর্ডের দেশ বরেণ্য উলামায়ে কিরাম সুবৃহৎ ছয়টি খন্ডে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। এ গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত ‘ফাতওয়ায়ে আলমগীরী’ যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রমাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

Dhaka University Institutional Repository

এ খন্ডে মোট ৫ টি অধ্যায়ে রয়েছে এবং এর অধীনে রয়েছে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ এবং অনেক পরিচ্ছেদের অধীনে রয়েছে একাধিক অনুচ্ছেদ। ১ম তাহারত অধ্যায়ে রয়েছে- উযু, গোসল, পানি, তায়াম্মুম, মোযার উপর মাসেহ করা, মহিলাদের হায়েয নিফাস ও ইস্তিহাযার আহকাম, নাজাসাত ও তার আহকাম সম্পকে বিস্তারিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। সালাত অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- সালাতের ওয়াক্ত ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাসাইল, আযানের মাসাইল, সালাতের শর্তাবলী, সালাতুল বিতর, নফল সালাত, ফরয নামাজ কাযা নামাজ, তিলাওয়াতে সিজদাহ, রোগীর সালাত, জুমআর সালাত, সূর্যগ্রহণ নামাজের বর্ণনা, সালাতের সিফাত, ইমামতের বিবরণ, সালাত ফাসেদ হওয়ার বিবরণ ও সিজদা সম্পর্কিত মাসাইলে বিবরণ। এর পরের অধ্যায় রয়েছে যাকাতের বিবরণী। এখানে আলোচনার স্থান পেয়েছে- যাকাতের সংজ্ঞা, শর্তাবলী, সায়িমা পশুর যাকাতের বিবরণ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও আসবাবপত্রের যাকাতের বিবরণ, উশর, খনিজ পদার্থের যাকাতের বিবরণ, যাকাতের ব্যয়ের খাত এবং সাদাকায়ে ফিতর এর বিস্তারিত বিবরণ। রোযা অধ্যায়ে - রোযার সংজ্ঞা, শর্তাবলী, চাঁদ দেখা, মানতের বিবরণ এবং ই'তিকাফ সম্পর্কিত নানাবিধ মাসআলার বর্ণনার স্থান পেয়েছে। হজ্জ অধ্যায়ে- হজ্জের সংজ্ঞা, মীকাত, ইহরামের বিবরণ, উমরার বিবরণ, কিরান এবং তামাত্তুর বিবরণ, হজ্জের সময় সুগন্ধি ও তৈল ব্যবহারের বিধানাবলী, শিকার করার বিবরণ, ইহ্সাবের বিবরণ এবং হাদীসের দলীল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। এ খন্ডের পরিশিষ্টতে রওজা শরীফের যিয়ারত সম্পর্কে প্রমাণ্য আলোচনার স্থান পেয়েছে।

৪২. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (২য় খন্ড)

প্রকাশক: মোহাম্মাদ আবদুর রব
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল: জুন, ২০০১ মূল্য: ২৭৪ টাকা পৃষ্ঠা : ৭২০

এ খন্ডে মোট ৩ টি অধ্যায় রয়েছে এবং এর অধীনে রয়েছে এক বা একাধিক পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ। বিবাহ অধ্যায়ে রয়েছে নিকাহ্ এর সংজ্ঞা, শর্ত ও হুকুম, মুহাররামাত(যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ) তাদের বর্ণনা, অন্যের হক সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে যে সব নারীদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বিবরণ, ওলীর বিবরণ, মহরের বিবরণ, ফাসিদ বিবাহ ও তার বিধি-বিধান এবং ক্রীতদাসের বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা। এরপর রয়েছে দুধ পান অধ্যায়, তালাক অধ্যায়। তালাক অধ্যায়ে- তালাকের সংজ্ঞা, তালাক পতিত করার বিবরণ, লিখিত তালাকের বিবরণ, খুলা তালাকের বিবরণ, রুগ্ন ব্যক্তির তালাক, যিহারের বিবরণ, লি'আন এর আহকাম, ইদ্দতের বিবরণ, সন্তান প্রতিপালনের বিবরণ, স্ত্রীর, নাবালিগ সন্তান এবং দাসদাসীদের খোরপোষ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয়েছে।

৪৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খন্ড)

প্রকাশক: মুহাম্মাদ নুরুল আমিন
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ মূল্য: ২৩০ টাকা, পৃষ্ঠা : ৬৪৬

এ খন্ডটিতে মোট ৫ টি অধ্যায়ে রয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে একাধিক অনুচ্ছেদ রয়েছে। ১ম অধ্যায় রয়েছে গোলাম আযাদ করা, ইসলামী শরী'আতে 'ইতকের সংজ্ঞা, রুকন, হুকুম প্রকারভেদ, শর্ত, দুই গোলামের একটিকে আযাদ করার বিবরণ, বাঁদীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার বিবরণ। কসম অধ্যায়ে আলোচনার স্থান পেয়েছে- কসমের সংজ্ঞা, শর্ত এবং হুকুমের বিবরণ, কাফ্ফারা সম্পর্কিত আলোচনা,তালাক প্রদান ও দাসমুক্ত করার ব্যাপারে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ, হজ্জ, সালাম ও

Dhaka University Institutional Repository

সাওম সম্বন্ধে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করার নিয়মাবলী, মদ্যপানের দন্ডের বিবরনী। হুদুধ (দন্ডবিধি) - অধ্যায়ে হদ্দ এর সংজ্ঞা, রুকন, শর্ত এবং হুকুম, হদ্দের বিবরণ এবং তা প্রয়োগ, চুরির অপরাধ অধ্যায় রয়েছে - চুরির সংজ্ঞা, চুরি সাব্যস্ত হওয়া, হস্ত কর্তনে পদ্ধতি সম্পর্কিত ইসলামী বিধিবিধান। জিহাদ অধ্যায়ে - জিহাদের শারঈ সংজ্ঞা, জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি, গনীমত ও বন্টন নফল বা হিসসার অতিরিক্ত প্রদান, কাফিরদের জয়লাভ করার বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে । এছাড়াও রয়েছে আমানপ্রাপ্ত অবস্থায় অন্য দেশে গমন করার বিবরণ, মুসলমান আমানপ্রাপ্ত হয়ে দারুল হারবে গমন করার বিবরণ, হারবী ব্যক্তির দারুল ইসলামে প্রবেশ করার বিবরণ, উশর ও খারাজের বিবরণ, জিযয়ার বিবরণ রয়েছে । সর্বশেষ অনুচ্ছেদে রয়েছে বিবিধ মাসাইল।

৪৪. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খন্ড)

অনুবাদকমন্ডলী: মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী এবং মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ পৃ. ৮৫৬ মূল্য: ৩২০ টাকা

প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০০৩

এ খন্ডে মোট ৭টি অধ্যায় রয়েছে এবং এর অধীনে একাধিক পরিচ্চেদ ও একাধিক অনুচ্ছেদ রয়েছে। এ খন্ডের ১ম জিহাদ অধ্যায়ে রয়েছে মুরতাদের বিধি-বিধান, ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি, নবী-রাসুলগণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি, কিয়ামত ও কিয়ামত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। এর পরের অধ্যায় রয়েছে পর্যায়ক্রমে পলাতক গোলামের মাসাইল, নিরুদ্দেশ ও নিখোঁজ ব্যক্তির মাসাইল। যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে রয়েছে যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা বাণিজ্য এর প্রকারভেদ, রুকন, শর্ত, বিধি-বিধান ইত্যাদির বিবরণ, যে যে কারনে শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হয় এবং যে যে কারনে বাতিল হয় না তার বিবরণ, শিরকাতুল ইনান এর বিবরণ, শিরকাতে আমাল এর ব্যাখ্যা, পরিচিতি ও হুকুম, ফাসিদ শিরকাতের বিবরণ সম্পর্কিত মাসলা মাসাআলার বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়াকফের বিবরণ অধ্যায় রয়েছে ওয়াকফের সংজ্ঞা, রুকন, কারণ, বিধান, শর্তাবলী, কোন অবস্থায় ওয়াকফের মাসরাফ হবে এবং কোন ব্যক্তি হতে পারে তার বর্ণনা, আত্মীয় স্বজনদেও জন্য ওয়াক্‌ফ, প্রতিবেশীর জন্য ওয়াক্‌ফ, শর্তযুক্ত ওয়াক্‌ফ, শর্তাবলীর ব্যাখ্যা, ওয়াক্‌ফ-সম্পত্তির জবর দখল, মুমূর্ষ ব্যাক্তির ওয়াক্‌ফ,করবরস্থান, সরাইখানা, রাস্তা ও জলাধারের জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়। ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় রয়েছে - ক্রয় বিক্রয়ের সংজ্ঞা, রুকন, শর্ত, হুকুম, বিক্রয় পণ্য ও বিক্রয় মূল্য ও সংজ্ঞা ও পরিচিতি, বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা হওয়া ও না হওয়ার বিবরণ, খিয়ারের শর্তের বিবরণ, খিয়ারের আয়েবের বিবরণ, জীব জন্তুও আয়েব বোঝার উপায় এবং এর বিবরণ, আয়েবের ব্যাপারে আপোষ নিষ্পত্তির বিবরণ, নাজায়েজ বিক্রির বিধান, স্থগিত বিক্রি ও দুই শরীকের এক শরীক কর্তৃক বিক্রির বিধি-বিধান,বায়উস সালাম (দাদন বিক্রয়), ঋণ দান ও গ্রহণ এবং অর্ডারে মাল তৈরি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার স্থান পেয়েছে এ অধ্যায়।

৪৫. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৫ম খন্ড)

অনুবাদকমন্ডলী: প্রাগুক্ত

প্রকাশক: শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রকাশকাল: জুন, ২০০৪ মূল্য: ২৮৫.০০ টাকা মোট পৃষ্ঠা : ৬৬০

এ খন্ডের মোট ৬টি অধ্যায় রয়েছে এবং এর অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ রয়েছে। ১ম অধ্যায় রয়েছে বায়’সরফ। এর অধীনের পরিচেছদগুলোতে রয়েছে- বিক্রিত বস্তুর দিক থেকে আকদের বিধি-বিধান,স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়, বায় সরফ সংগঠিত হওয়ার বিবরণ, দারুল হারবে

Dhaka University Institutional Repository

বায়' সরফ হওয়ার বিবরণ। কাফালা অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে- কাফালতের শর্তসমূহ, রুকনসহ বিবিধ মাসআলা। হাওয়ালা অধ্যায় রয়েছে হাওলার প্রকারভেদ, দাবী সম্পর্কিত বিষয়াবলী। বিচারকের আদব ও নীতিমালা অধ্যায় আলোচিত হয়েছে -বিচারকের পদ গ্রহণে করার বিবরণ, বিচারক নিয়োগ ও বিচারক বরখস্তের বিবরণ।বিচারক কর্তৃক কোন বিচারের ফয়সালা প্রদানের পর ঐ রায় প্রত্যাহার করার বিবরণ। এছাড়াও মামলার আরজি, সাক্ষ্য ও কাযীর রায় ইত্যাদি শ্রবনার্থে যাদের উপস্থিতি শর্ত এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধান । শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রসঙ্গ) অধ্যায় রয়েছে শাহাদত(সাক্ষ্য) এর সংজ্ঞা , রুকন, কারন, হুকুম, শর্ত ও প্রকারভেদ , সাক্ষ্য দান ও তা শ্রবনের পদ্ধতি। এছাড়াও আলোচনার স্থান পেয়েছে উত্তারিধকার সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রসঙ্গে, অমুসলিমদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ, সাক্ষীর বিশ্বস্তা নিরূপণ সম্পর্কিত বর্ণনা । এর পরের অধ্যায় রয়েছে সাক্ষ্যদানের পর তা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে। এখানে সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ব্যাখ্যা, দাসমুক্তি, ওসীআত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার এবং সর্বশেষে রয়েছে বিবিধ মাসআলা।

৪৬. ফতোয়ায়ে আলমগীরী (৬ষ্ঠ খন্ড)

অনুবাদকমন্ডলী: প্রাগুক্ত
প্রকাশক: শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল: জুন, ২০০৫ মূল্য:২৯০ টাকা পৃষ্ঠা : ৬৫২

এ খন্ডে মোট ৩ টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ের উপর রয়েছে একাধিক পরিচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ। ১ম অধ্যায়-ওকালাত বা উকীল নিয়োগ এর অধীনে রয়েছে অনেক পরিচ্ছেদ। এর আওতায় বিবারণ দেয়া হয়েছে ওকালাতের শারঈ অর্থ, রুকন, শর্ত, হুকুম, ওকালাতের বিধান, ক্রয়, বিক্রয়, রেহেনের জন্য উকীল নিয়োগ, বিয়ে, তালাকে ওকলাত এরবং যেসব অবস্থায় উকীল ওকালাত থেকে বের হয়ে যায় সেসম্পর্কে বিস্তারিত বিবারণ। দাওয়া (দাবী-দাওয়া) অধ্যায় রয়েছে দাওয়া-দাবী এর সংজ্ঞা, দেনা সংক্রান্ত, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির উপর দাবী-দাওয়া, শপথ তলব ও শপথ করতে অস্বীকার করা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় আরো আলোচনা করা হয়েছে প্রাচীরের দাবী , চলার পথ ও পানি নিষ্কাশনে পথ সম্পর্কিত দাবী, ওকালত, কাফালা ও হাওয়ালা সম্পর্কিত দাবী , যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসীর সন্তানে নসব দাবী, তালাকপ্রাপ্তার সন্তান ও ইদ্দত অবস্থায় বিধবার সন্তানের নসব প্রসঙ্গ এবং এর পঞ্চদশ অনুচ্ছেদে রয়েছে বিবিধ মাসআলা। স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গ অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে স্বীকারোক্তির শরঈ অর্থ রুকন জাইয হওয়ার শর্ত ও তার বিধান, রুগ্ন ব্যক্তির ইকরার ও কাজকর্ম, খিয়ার, ইসতিছনা ও রুজু সম্প্রকিত বিধান, বিবাহ, তালাক ও দাস-দাসী করার ইকরার এ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর উপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ ফিক্‌হ গ্রন্থে।

৪৭. ফিকহে হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

লেখক : ড.মুহাম্মাদ রাওয়াস কালা'জী
অনুবাদক: মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
প্রকাশনায়: আধুনিক প্রকাশনী, ২৫, শিরিশদাস লেন,বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশ কাল: এপ্রিল-২০০১ মূল্য:১৪০.০০ টাকা পৃ.২১৫

ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কালা'জীর 'ইলমী মান ও পান্ডিত্যে গ্রন্থখানী হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থের অনুবাদককে অনুবাদে সহায়তা দান করেন বরেণ্য 'আলিমে দীন আবদুল মান্নান তালিব এবং অধ্যক্ষ মাওলানা মোজাম্মেল হক। মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এর বিষয় বস্তুর

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনামও আরবী বণমালার ক্রমানুসারে দেয়া হয়েছে। তবে বাংলাভাষাভাষীদের সুবিধার্থে এর বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুষারে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে অন্যান্য ফিক্হী গ্রন্থের মাসআলার যে বিন্যাস রয়েছে তার কিছু ব্যতিক্রম করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন - সাধারণ ফিক্হী গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ওযুর সময় নাকে পানি দিতে হবে এবং কুলি করতে হবে।' কিন্তু এ গ্রন্থে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে - কিভাবে হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওসমান (রা:) ওযু করেছেন।

যেহেতু মূল পুস্তকটি আরবী ভাষায় লিখিত তাই একটি মাসয়ালা আরবীতে একাধিক শিরোনামভূক্ত হয়েছে। এক জায়গায় সে মাসায়ালাটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু অন্য জায়গায় শুধু রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। যেমন-ইবিল বা উট। এটি বিভিন্ন মাসাআলার সাথে জড়িত। যাকাতের মাসআলার সাথেও উটের প্রসঙ্গটি এসে যায় আবার হাজ্জের কুরবানীর মাসায়ালাও উটের কুরবানী প্রসঙ্গটি চলে আসে। তাই ইবিল শিরোনামে বিস্তারিত না করে কোথায় কোথায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তার নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়েছে। আরো অনেক মাসয়ালার ব্যাপারেই এরূপ করা হয়েছে। এটি করায় পাঠকদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশী হয়েছে। এ গ্রন্থের শিরোনাম বিন্যাস করা হয়েছে বাংলা বর্ণমালা শুরু দিয়ে । যেমন- আ, ই,ঈ উ, ও তারপর ব্যঞ্জণবর্ণ দিয়ে যেমন- ক, খ, গ, ঘ এরূপ করে শিরোনাম করা হয়েছে। উদাহরণ : আ শিরোনামের অধীনে রয়েছে 'আওরাতুন' অর্থাৎ লজ্জাস্থান বা সতর । এ সম্পর্কে বিভিন্ন মাসায়ালা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৮. ফিকহে হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

মূল: ড.মুহাম্মাদ রাওয়াস কালা'জী[১২]
অনুবাদক: মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
প্রকাশনায়: আধুনিক প্রকাশনী, ২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশ কাল: এপ্রিল ২০০২ মূল্য:১৭০.০০ টাকা পৃ.৩০৭

ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস কালা'জীর 'ইলমী মান ও পান্ডিত্যে গ্রন্থখানী হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থের অনুবাদককে অনুবাদে সহায়তা দান করেন বরেণ্য 'আলিমে দীন আবদুল মান্নান তালিব এবং অধ্যক্ষ মাওলানা মোজাম্মেল হক। মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এর বিষয় বস্তুর শিরোনামও

---

[১২]. তিনি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গবেষক এবং জাহরান পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটির (সৌদিআরবের) অধ্যাপক। তিনি কুয়েত থেকে প্রকাশিত ফিকহী বিশ্বকোষ (৪০ খন্ডে) এর সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য। এ গ্রন্থ রচনার পিছনের কারণ প্রসঙ্গে বলেন-"ফিক্হী ইসলামীর সংকলন ও সম্পদনার সময় আমার ভেতর ইচ্ছে জাগলো এমন একটি ফিক্হী বিশ্বকোষ সংকলনের, যেখানে ইসলামী ফিক্হহের যাবতীয় ইজতিহাদ ও রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যদিও কাজটি অসম্ভব নয়, তাই বলে খুব সহজ সাধ্যও ছিল না। কারণ- সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবিঈন ইযাম এবং ইমামদের ইজতিহাদী রায়গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে সংকলন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহের ফিকহগুলোও আধুনিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে কোন সংকলন বের করা হয়নি। অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্হী বিশ্বকোষের ইমারত তৈরী করতে হলে এ দুটো জিনিস ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে।এ মহান কাজের দায়িত্ব নিতে এ পর্যন্ত না কোনো রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে না কোনো সংস্থা। এমনকি কোনো ব্যক্তিও এগিয়ে আসেননি। তাদের ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফায়দা উঠানোর জন্য ভিত্তির ইট ছাড়াই ইমারত নির্মাণ শুরু করে দেয়া । এহেন প্রতিকূল অবস্থায়ও বুকে সাহস সঞ্চয় করে সাফফে সালিহীনদের ফিক্হী রায় সংক্রান্ত বিশ্বকোষ সংকলন ও সম্পাদনার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু লিখনী ধরার প ূর্বে সাহাবা কিরাম রাদিয়ালক্ষাহু আনহুম , তাবিঈন (র.) এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ইজতিহাদ ও রায়গুলোকে একত্রিত করার কাজ শুরু করে দিলাম। একত্রিত করার যে কাজটি আজ পর্যন্ত কেউই করেননি। বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে সে মহান কাজটি আমি সম্পূর্ন করেছি।"(ড.মুহাম্মাদ রাওয়াস কালা'জী , *ফিকহে হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান* (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২,পৃ.১০)

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বণমালার ক্রমানুসারে দেয়া হয়েছে। তবে বাংলাভাষাভাষীদের সুবিধার্থে এর বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুষারে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে অন্যান্য ফিক্হী গ্রন্থের মাসয়ালার যে বিন্যাস রয়েছে তার কিছু ব্যতিক্রম করে উলে ।লখ করা হয়েছে। যেমন - সাধারণ ফিক্হী গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ওযুর সময় নাকে পানি দিতে হবে এবং কুলি করতে হবে।' কিন্তু এ গ্রন্থে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে - কিভাবে হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওসমান (রা:) ওযু করেছেন।

যেহেতু মূল পুস্তকটি আরবী ভাষায় লিখিত তাই একটি মাসয়ালা আরবীতে একাধিক শিরোনামভূক্ত হয়েছে। এক জায়গায় সে মাসায়ালাটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু অন্য জায়গায় শুধু রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। যেমন - ইবিল বা উট। এটি বিভিন্ন মাসাআলার সাথে জড়িত। যাকাতের মাসায়ালার সাথেও উটের প্রসঙ্গটি এসে যায় আবার হাজ্জের কুরবানীর মাসায়ালাও উটের কুরবানী প্রসঙ্গটি চলে আসে। তাই ইবিল শিরোনামে বিস্তারিত না করে কোথায় কোথায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তার নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়েছে। আরো অনেক মাসয়ালার ব্যাপারেই এরূপ করা হয়েছে। এটি করায় পাঠকদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশী হয়েছে। এ গ্রন্থের শিরোনাম বিন্যাস করা হয়েছে বাংলা বর্ণমালা শুরু দিয়ে । যেমন- আ, ই,ঈ উ, ও তারপর ব্যঞ্জণবর্ণ দিয়ে যেমন- ক, খ, গ, ঘ এরূপ করে শিরোনাম করা হয়েছে। উদাহরন : আ শিরোনামের অধীনে রয়েছে 'আইনুন' অর্থাৎ চোখ । এ সম্পর্কে বিভিন্ন মাসায়ালা বর্ণনা করা হয়েছে

৪৯. বেহেশতী জেওর (১ম হতে ১১তম খণ্ড একত্রে)

লেখক: হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)
অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের
প্রকাশক: নাজমুন নাহার রত্মা, সিদ্দিকীয়া
পাবলিকেশন্স প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০৩
পৃষ্ঠা: (১ম-৩য় খণ্ড)২৮৮, (৪র্থ -৭ম) ২৯৫,(৮ম-১০ম) ২৩২ মূল্য: ৪২০ টাকা

'বেহেশতী জেওর' গ্রন্থখানী উর্দু ভাষায় লিখেন পাকভারত উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ট আলিম হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ গ্রন্থটি ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু এগারতম খণ্ডের সব মাসআলা মাসায়েল অন্যান্য খণ্ডে রয়েছে বিধায় অনুবাদক এগারতম খণ্ডকে অন্যান্য খণ্ডের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে এটি দশখণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। মূল বেহেশতী জেওরের কিছু মাসআলা আমাদের এ দেশে বেশী প্রয়োজনীয় নয় বিধায় তা বাদ দেয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু মাসাআলা অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থখানা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়েছে। এ গ্রন্থখানা সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় লেখা হয়েছে। যাতে সাধারণ পাঠকদেরও বুঝতে সুবিধা হয়। এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি মাসআলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুসলমান এর দৈনন্দিন জীবনে এর গ্রন্থখানা গাইড লাইন হিসেবে সহায়তা করবে।

এ খণ্ডগুলোর ১ম- ৩য় খণ্ডের সূচী থেকে অন্যতম যে বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে তা হল: দানের সুফল, অযুর মাসায়েলা, গোসলের বিবরণ, পাক পবিত্রতা, আযান, নামাজ, জুমআর আলোচনা, নামাজের মাকরূহ, মৃত্যু ব্যাক্তির গোসল, হায়েজ - নেফাসের বর্ণনা, পোশাক ও পর্দা প্রভৃতি। ৪র্থ থেকে ৭ম খণ্ডে রয়েছে- বিবাহ, তালাক, ক্রয় বিক্রয়ের মাসআলা, মসজিদ, মক্তব নির্মাণ, অযু সম্পর্কীয়, শোকর গোজারী এবং কিয়ামতের বর্ণনা প্রভৃতি। ৮ম থেকে ১০ম খণ্ডে রয়েছে- হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্ম ও মৃত্যু, কিছু সাহাবীদের বর্ণনা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন রোগের আলোচনা ও পরামর্শদ শিশুদের লালন পালন এবং লেবুর আচার তৈরীর নিয়মাবলীসহ আরও অনেক বিষয় যা আমাদের বাস্তব জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫০. মহিলা ফিক্হ (১ম খণ্ড)

মূল: আল্লামা মুহাম্মাদ আতাইয়া খামীস
অনুবাদক: আবদুস শহীদ নাসীম
প্রকাশনায়:আধুনিক প্রকাশনী , বাংলা বাজার, ঢাকা;
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৯৩; পৃ. ২১৪, মূল্য: ৭০ টাকা

ইসলামী শরী'আতের অনেক বিধি বিধান পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আবার পুরুষ হবার কারণে তাদের জন্য মহিলাদের থেকে পৃথক কিছু বিধান রয়েছে এবং মহিলারা মহিলা হবার কারণে তাদের জন্য বিশেষ কিছু আলাদা বিধান।এ আলাদা সম্বলিত বিধানের উপর মিশরের খ্যাতনামা 'আলিম দীন মুহাম্বদ আতাইয়া খামীস 'ফিক্হুন নিসা' নামে আরবীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থেরই বাংলা নাম 'মহিলা ফিক্হ' এ গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়গুলো কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের আছার এবং তাবেয়ী ও পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। কোন বিশেষ মাযহাবের প্রতি বিশেষ প্রবণতা প্রদর্শন করা হয়নি। এ গ্রন্থে মাসআলার আলোচনার ক্ষেত্রে চার মাযহাবের দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। যাতে পাঠকদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। মাযহাবগুলোর দৃষ্টি ভঙ্গিদের মধ্যে মূল বিষয়গুলোর মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য হয়েছে নিছক প্রাসংগিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে। এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের মাধ্যমে মহিলারা সঠিক পন্থায় ইবাদত করতে পারবে এবং জীবন যাপনের রীতিপদ্ধতিকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারবে। এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ২২টি ক্রমিকে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- গ্রন্থকারের ভূমিকা, পবিত্রতা অর্জন, দুগ্ধপায়ী শিশুর পেশাবের বর্ণনা, রক্তের নাজাসাত এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি, অযু, নখ পালিশ, পরচুল বা কৃত্রিম চুল লাগানো, মোজা বা পদাবরণীর উর মাসেহ করা, বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা, হায়েজ, নিফাস, ইস্তিহাযা, গোসল, পরনিন্দা, নম্রতা ও পোশাক, সতরের সীমা, পোষাক ও পোষাকের শর্ত, কণ্ঠস্বরের পর্দা, মহিলাদের নামাজ সংক্রান্ত মাসআলা, ঈদের নামাজ এবং সর্বশেষে মহিলাদের জানাযার নামাজ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

৫১. মহিলা ফিক্হ (২য় খণ্ড)

লেখক: আল্লামা মুহাম্মাদ আতাইয়া খামীস অনুবাদক: আবদুস শহীদ নাসীম
প্রকাশনায়:আধুনিক প্রকাশনী , বাংলা বাজার, ঢাকা;
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৬; পৃ. ২১৪, মূল্য: ১০০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডে ২৩-৪৫ ক্রমিকের অধীনে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- মহিলাদের যাকাত সংক্রান্ত বিধান, দান সদকা, রোযার বিধান, রমজান মাসে রোযা রাখা না রাখার বিধান, রোযার মাসআলা, কাফ্ফারা, ই'তিকাফ, হজ্জ, ইহরাম, ইহরামে মহিলাদের পোশাক, এ সময় নিকাব পরা, সহবাস করা, তাওয়াফ , সাঈ, উকুফে আরাফা, মুজদালিফায় অবস্থান করা, পাথর নিক্ষেপ, চুল কামানো এবং মদীনায় সফর সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

৫২. মাযহাব কি ও কেন?

(১ম ভাগ) লেখক : মাওলানা তাকী উছমানী অনুবাদক : আবু তাহের মেসবাহ
(২য় ভাগ) মৌলিক: মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ
প্রকাশনায়: মোহাম্মদী বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা মূল্য : ১৪০.০০ টাকা

এ বইটিতে দুটি ভাগ আছে। ১ম ভাগটিতে রয়েছে তাকলীদ ও ইজতিহাদ। এটি পাকিস্তান শরীআ' কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতি স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উছমানী রচিত 'তাকলীদ কি শরয়ী হাইছিয়ত'এর বাংলা অনুবাদ। এবং দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ইমামদের মতপার্থক্য।

Dhaka University Institutional Repository

এটি গবেষক মাওলানা ছাঈদ আল-মিসবাহ এর মৌলিক রচনা। বিষয়গত সাদৃশ্যের কারণে দুটোকে একত্রে মাযহাব কি ও কেন? নামে বইটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটির ১ম ভাগে মাযহাবের বর্ণনা, তাকলীদের বিভিন্ন স্তর,সাহাবা ও তাবেয়ী' যুগের তাকলীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ফকীহ মতপার্থক্য, ফিক্হ শাস্ত্রের উৎস,ইমাম আবু হানীফার ফিক্হ শাস্ত্রে অবদান, জীবনী সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মাজহাব, ইজতিহাদ ও তাকলীদ এ শব্দগুলো মুসলিম সমাজে বহুল পরিচিত। তবে এগুলোর বিশ্লেষণ অনেকের কাছেই অজানা। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত প্রমাণ্য কোন গ্রন্থ না থাকায় আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ উভয় মহলেই শরী'আতের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা পোষণ করছে। তাই এ অভাব পূরণের মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রকাশক অত্র গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

৫৩. মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ ও খেয়ানতের বিভিন্ন রূপ

লেখক: বিচারপতি মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী অনুবাদক:মাওলানা আবু সাঈদ,
আল হিকামাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা প্রকাশকাল: জুলাই, ২০০৩;পৃষ্ঠা: ৬২; মূল্য: ৪৫ টাকা

'মিথ্যা, ওয়াদা ভঙ্গ ও খেয়ানতের বিভিন্ন রূপ' গ্রন্থটি ইসলামী আদর্শে জীবন যাপনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বিখ্যাত মুফতী আল্লামা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি অধ্যায়ভিত্তি বিভক্ত করে এর অধীনে মিথ্যা ও ওয়াদা ভঙ্গ ও খেয়ানতের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের মধ্যে আরও রয়েছে- ওয়াদা ভঙ্গ ও তার বিভিন্নরূপ, আমানতের গুরুত্ব, আমানতের বিভিন্ন অবস্থা, আমানতের পরিসর, আমানতের তাৎপর্য,জিহ্ব একটি আমানত, আত্মহত্যা হারাম কেন? অফিস টাইম আমানত এবং পদ ও দায়িত্বের অনুভূতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫৪. মিনহাজুস সালেহীন (১ম খণ্ড) (ইসলামী জীবন বিধান)

লেখক: আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (র.) অনুবাদ: হাফিজ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল
প্রকাশক : ইফাবা প্রকাশকাল: মে, ২০০৪ পৃষ্ঠা : ৫৪৮ মূল্য: ২০০ টাকা

বিখ্যাত আলিম, ঐতিহাসিক এবং আরবী সাহিত্যিক আল্লামা ইযযুদ্দীন বালীক (র.) এর রচিত বিশাল আরবী গ্রন্থ মিনহাজুস সালেহীন এর অনুবাদ গ্রন্থ হল 'ইসলামী জীবন বিধান'। মিনহাজুস সালেহীন গ্রন্থটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। দুই খণ্ড মিলিয়ে মোট সতেরটি অধ্যায় রয়েছে। এ গ্রন্থের ১ম অধ্যায় রয়েছে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর সংজ্ঞাও পরিচিতি । এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে-ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কিত নিয়মাবলী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইবাদত সম্পর্কিত; ৩য় অধ্যায় মুসলিম ব্যক্তি জীবন গঠনের উপায়, উত্তম গুণাবলী আহরণ, গর্হিত স্বভাব ও অভ্যাস বর্জন সম্পর্কিত বিষয়। ৪র্থ অধ্যায়ে মুসলিম পরিবার বিশেষত স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির মধ্যকার সম্পর্ক এবং রক্ত সম্পর্কীয়, মীরাস -উত্তারাধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ম অধ্যায়ে মুসলিম সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে । যেমন: দুই প্রতিবেশী, দুই বন্ধু মিত্র, শিক্ষক ও ছাত্র, মালিক ও শ্রমিক, ক্রেতা-বিক্রেতা, ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামী হুকুমত সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক বিষয়ে, ৮ম অধ্যায়ে ইসলামী সংবিধান ও বিধি-বিধান সম্পর্কে, ৯ম অধ্যায়ে শিষ্টাচার ও আচার-আচারণ বিধান সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১০ম অধ্যায়ে জিহাদ ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহাদাত লাভ ইত্যাদি বিষয় ১১তম অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) রাষ্ট্রনীতি ও পরিচালনা নীতি বিষয়ের উপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১২ তম অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনা, ১৩তম অধ্যায় রাসুল (সা) ও তাঁর সারগর্ভ বাণীমালা সম্পর্কে, ১৪ তম

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ে হাদীসে কুদসী হতে আলোচনা করা হয়েছে। ১৫তম অধ্যায়ে তওবা ও ইসতিগফার, ১৬তম অধ্যায়ে আখিরাত ও পুনরুত্থান সম্পর্কিত এবং ১৭তম অধ্যায়ে মুজতাহিদ ইমামগনের ও হাদীস বিশেষজ্ঞগণের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে। ১৭ অধ্যায়ের এ গ্রন্থখানীতে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা একজন মুসলমান জিন্দেগীর জন্য অতীব প্রয়োজন। যে কোন ব্যাক্তির জন্য এ গ্রন্থটি অতীব প্রয়োজন। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে এ জমিনে বাস্তবায়ন চান তাদের জন্য এ গ্রন্থটি একটি মহামূল্যবান পথ-নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৩]

৫৫. মুসলিম আইনের মূলনীতি

মূল: ডি.এফ.মুল্লা[১৪]
অনুবাদ ও সংকলন: শেখ মতলুব আহমদ
প্রকাশনায়: ঢাকা ল'বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা মূল্য:৫০০ টাকা
প্রকাশকাল:১ম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০০৩ পৃষ্ঠা:৪৮০

'মুসলিম আইনের মূলনীতি' গ্রন্থটির মূল লেখক হলেন ডি.এফ.মুল্লা। তিনি এ গ্রন্থে ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষায় এটি অনুবাদ করায় বাংলা ভাষীদের ইসলামী আইন বুঝার ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে মোট ১৯ টি অধ্যায় এবং সর্বশেষে একটি পরিশিষ্ট দেয়া হয়েছে। অধ্যায়গুলো যথাক্রমে- ভারতে মুসলিম আইন পরিচিতি, মুসলমান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ,মুসলমান সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়সমূহ, মুসলিম আইনের উৎস ও ব্যাখ্যা, উত্তারাধিকার ও প্রশাসন, মিরাস-সাধারণ নীতি, মিরাস সংক্রান্ত হানাফী আইন, মিরাস সংক্রান্ত শিয়া আইন, উইল বা অছিয়ত, মৃত্যু শয্যার দান ও একরার, হেবা বা দান, ওয়াক্ফ, অগ্রাধিকার (হক্-সাফা), বিবাহ, স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, বিবাহ বিচ্ছেদ, বংশ-বৈধতা ও একরার, ব্যাক্তি ও সম্পত্তির অভিবাকত্ব এবং আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি নিয়ে আইনের ধারা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫৬. মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

লেখক : শায়বানীর সীয়ার
অনুবাদক: আবু জাফর
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা পৃষ্ঠা : ২০৪
প্রকাশকাল: ১৯৭১ মূল্য:৬০ টাকা

মুসলিম আন্তজার্তিক আইন গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখক শায়বানীর সীয়ার এর ইংরেজিতে লেখা 'দি ইসলামিক ল' অব নেশনস' এর বাংলায় অনুবাদ। আন্তজার্তিক আইনের ক্ষেত্রে শায়বানী একটি সুপরিচিত নাম। তাকে মুসলিম আইন বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বার্থ ও মর্যাদা সংরক্ষণে ইসলামী আইনের উদারতা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে মুগ্ধ করতে সক্ষম।বিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশসমূহে মানবাধিকারের প্রশ্নটি সোচ্চার হয়ে ওঠায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলাম জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানবাধিকারের প্রশ্নটি কত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে, তা এ পুস্তকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ইসলামী আইনে সার্বজনীন রূপটিই

---

১৩ . শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা: শুক্রবার, ১২ ভাদ্র, ১৪১০, ২৭ আগস্ট,২০০৪

১৪ . ডি এফ,মুল্লা এর পূরোনাম স্যার দিন্ শ ফারদুনজী মুল্লা ভাররে বড়লাট পরিষদের ভূতপূর্ব আইন সদস্য এবং বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি, টেগোর 'ল' লেকচারার, ১৯২৯; পোল্লাক এণ্ড মুল্লাজ ইন্ডিয়ান কন্ট্রক্ট এ্যাক্ট ও মুল্লা এন্ড প্রাটস ইন্ডিয়ান স্টাম্প এ্যাক্ট গ্রন্থের প্রিন্সিপলস অব হিন্দু ল।

Dhaka University Institutional Repository

এ পুস্তকের বিষয় বস্তু। এ গ্রন্থটিতে ইসলামী আইন ও আন্তর্জাতিক আইন, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের মতবাদ, শায়বানীর জীবন ও রচনাবলী, সীয়ার বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা, ইসলামী রাষ্ট্র পদ্ধতি, যুদ্ধের আচারণ সম্পর্কীয় হাদীস,যুদ্ধ লব্ধ মালের বণ্টন সম্পর্কি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও শান্তি চুক্তি, আমান বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সর্ম্পকিত আলোচনা, ধর্ম ত্যাগ সম্পর্কিত বিষয় এবং খারাজ ভূমি সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫৭. মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য

অনুবাদক: গাজী শামছুর রহমান

প্রকাশক: খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার

প্রকাশকাল: নুতন সংস্করণ: ২০০৩ মূল্য: ৩৫০ টাকা; পৃষ্ঠা : ২০৪

'মুসলিম পরিবারের আইনসমূহের ভাষ্য' গ্রন্থটির ভাষ্যগুলো ঢাকা ল' রিপোর্ট বা ডি এল আর আইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যা সাধারনত ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকার ১৯৭২-১৯৯৫ ইং সাল পর্যন্ত মুসলিম পরিবার সংক্রান্ত আইনগুলো এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল আইনসমূহ এবং এ আইনগুলির প্রদত্ত ইংরেজি ব্যখ্যাগুলো সহজ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইনসমূহ যে সমস্ত অনুবাদকগন বাংলায় অনুবাদ করেছেন সেসব অনুবাদগ্রন্থের সাথে মিলিয়ে আইনগুলোকে বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং রুলিং এর আইনগুলো অত্রগ্রন্থের অনুবাদক নিজেই করেছেন।

এ গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যাদেশ এবং বিধিমালা অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যাদেশ বা বিধিমালা আলোচনার প্রথমে এর সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, প্রয়োগ ও সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ - এ অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে দাম্পত্য অধিকারের পুণরুদ্ধারের মামলা, অভিভাবক হিসেবে স্বামী, পারিবারিক আদালতের স্বাক্ষীদের সমন করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি। ২। পারিবারিক আদালত বিধিমালা, ১৯৮৫- অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রি খাতা,পারিবারিক আদালতের রেকর্ডপত্র ও রেজিষ্ট্রি খাতা, পারিবারিক আদালতের সীলমোহর প্রভৃতি। ৩। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১- এখানে বহু বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, দেনমোহর সম্পর্কে ইসলামী আইন তুলে ধরা হয়েছে। ৪। মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১ -তে সালিশী পরিষদ, বহু বিবাহ, রিভিশন সম্পর্কিত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ৫। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন,১৯৭৪- এ অধ্যায় বিবাহ, তালাক রেজিষ্ট্রিকরণ, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপরে আইনের ধারার আলোকপাত করা হয়েছে। ৬। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) বিধিমালা, ১৯৭৫- এখানে উপদেষ্টা কমিটি, নিকাহ রেজিষ্ট্রারের এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা, বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ পূর্ব কার্যপ্রণালীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ৭। মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯, ৮।মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরীয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ ৯। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ - এ অধ্যায় বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার শাস্তি, বাল্যবিবাহ সংশ্লিষ্ট পিতামাতা বা অভিভাবকের শাস্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১০। যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০- যৌতুক প্রদানের শাস্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। ১১।অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০- এ অধ্যায় অভিভাবক নিয়োগের সময় আদালত কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়, অভিভাবকের পারিশ্রমিক, অভিভাবকের অপসারণ, অভিভাবকের আচারণবিধি, কার্যধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১২।নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩, ১৩।নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫- অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে ধর্ষণের শাস্তি, যৌতুকের শাস্তি, শিশু পাচারের শাস্তি, অপরাধ প্ররোচনার শাস্তি, বিশেষ আদালত, মৃত্যুদন্ড অনুমোদন প্রভৃতি। ১৪।নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অধ্যায়- নারী পাচার, শিশু পাচার, নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি, প্রতারণামূলক অপহরণ সম্পর্কিত আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. মুসলিম দাম্পত্য জীবন

মূল: হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ:)

প্রকাশক : খন্দকার আশরাফ আলী , মিজমিজ সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

প্রকাশকাল : ২০ জুলাই, ২০০৪ মোট পৃষ্ঠা : ২২৪

মুসলিম দাম্পত্য জীবন বইটি দাম্পত্য জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। মূল লেখক হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে কুরআন হাদীছের আলোকে নিখুতভাবে আলোচনা করেছেন। এ বইতে মোট ১৯টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে পারিবারিক জীবন তথা স্বামী ও স্ত্রী সম্পর্কিত বিষয়। ২য় অধ্যায় পুত্রবধুকে বাধ্য রাখার ব্যবস্থা, বিবাহের পর পুত্রকে পৃথক করে না দেয়া অন্যায় এ সম্পর্কিত আলোচনা, ৩য় অধ্যায়- গহনার ব্যাপারে ইসলামী আহকাম , অনুমতি ব্যতীত স্বামীর টাকা-পয়সা সঞ্চয় করার বিধান, ৪র্থ অধ্যায়- মাতা পিতা সম্পর্কিত বিধান , পঞ্চম অধ্যায় - স্বামী- স্ত্রী সুসম্পর্ক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়-স্বামী স্ত্রীর মর্যাদাগত অবস্থান, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অধিকার,৭ম অধ্যায় - স্বামীর আনুগত্য, ৮ম অধ্যায়- পারিবারিক ঝগড়া থেকে আত্মরক্ষার উপায়, ৯ম অধ্যায়- মু'আমালার স্বচ্চতার প্রয়োজনীয়তা, ১০ম অধ্যায়- স্ত্রীর অধিকারের বর্ণনা , একাদশ অধ্যায়- রাসুলুল্লাহ (সা) এর সাংসারিক জীবন, ত্রয়োদশ অধ্যায়-স্ত্রীদের প্রতি ভালবাসার সীমা রেখা, চতুর্দশ অধ্যায়- স্বামী স্ত্রীর বিরোধ, পঞ্চদশ অধ্যায়- স্ত্রীর অধিকার আদায়ে অবহেলা, ষষ্ঠদশ অধ্যায়- স্ত্রী অবাধ্য থাকলে করণীয়, সপ্তদশ অধ্যায়- অসতী স্ত্রী হলে কুরআনুল কারীমের সুপারিশ, অষ্টদশ অধ্যায়- তালাক সম্পর্কিত, উনবিংশ অধ্যায়- তালাকের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫৯. মেয়েদের বিশ ছবক

লেখক: হযরত মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী (মোহাজেরে মদনী)

অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ জোবায়ের মূল্য : ৫০ টাকা পৃ.১২৮

প্রকাশনায়: দারুল কিতাব, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা; প্রথম প্রকাশকাল: মে,১৯৯৫

'মেয়েদের বিশ ছবক' বইটিতে মেয়েদের জীবন চলার বিভিন্ন বিষয়কে লেখক আলোকপাত করেছেন। এর ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল। বইটি মোট বিশটি পাঠে বিভক্ত। বইটির গ্রহণযোগ্যতা ঠিক রাখতে লেখক মেশকাত শরীফ এবং হাফেজ মুনযিরী (র.) এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব' গ্রন্থ দুটি থেকে অনেক দলীল গ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের ছবকগুলোর মধ্যে রয়েছে: কলেমা, নামাজ ,যাকাত, হজ্জ, রমযানের রোযা, দীন শিক্ষা করা ও অন্যকে শিক্ষা দেয়া, বাচ্চাদের শিক্ষা ও লালন পালন, আল্লাহর যিকির, হক্কুল ইবাদ, অন্যের সেবা করা ও অন্যকে আরাম-শান্তি প্রদান করা, পিতামাতার হক আদায়, স্বামীর হক, প্রতেবেশীর হক, হালাল কামাই ও হালাল রুজি রোজগার, পোশাক ও অলংকার এবং পর্দা। এছাড়াও এখানে সমাজের সার্বিক সংশোধন এবং নেক কাজের প্রসার এবং গোনাহেকাজে বাধা দান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬০. যুক্তির কুষ্টির পাথরে ইসলামের বিধান

লেখক: হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)

অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল: জুন, ২০০৪ পৃষ্ঠা: ৩৩৬ মূল্য : ৮০.০০টাকা

'যুক্তির কুষ্টি পাথরে ইসলামের বিধান' গ্রন্থটি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর 'আহকামে ইসলাম আকল কী রৌশনীমে' গ্রন্থটির অনুবাদ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ইসলামের বিধানগুলোকে

Dhaka University Institutional Repository

লেখক যুক্তির আলোকে উপস্থাপন করেছেন। জ্ঞানের সীমাদ্ধতার কারণে ইসলামের অনেক হুকুম-আহকাম সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা অনেক কঠিন এবং এর বাস্তব রহস্যও অনেক বুঝতে পারে ন। তাছাড়া অনেকেই অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়া কোন কিছুর উপর আস্থা ও বিশ্বাস আনতে চায় না। ইসলাম বিদ্বেষীরা অহেতুক ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও হুকুম-আহকামের বিষয়ে অহেতুক যুক্তিতর্ক অবতারণা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য গ্রন্থকার যুক্তির আলোকে তার সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যেমন: ইসলামের প্রাথমিক কার্জ-কর্ম যেমন ওযু, গোসল, নামাজ, রোযা, যাকাত ইত্যাদি পালন করার প্রয়োজন কি? পালন করলে মানুষের সামাজিক, আর্থিক, আত্মিক কি কি উপকার হতে পারে? আবার এগুলো কুরআন এবং হাদীসের আলোকে যথাযথভাবে পালন না করলে একজন মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কি ধরণের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরণের সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন। এছাড়াও একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত হুকুম আহকাম, যা আল্লাহর কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ মোতাবেক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলো মানার দরকার কি এবং মানলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। এ গ্রন্থটিতে মোট ৩ টি অধ্যায় রয়েছে। ১ম অধ্যায় রয়েছে ওযু, তায়াম্মুম, মোজার উপর মাসেহ, জানাযা ও যাকাত সম্পর্কে আলোচনা। ২য় অধ্যায়ে রোযা, ঈদ, কুরবানী বিষয়ক আলোচনা, ৩য় অধ্যায় ক্রয়-বিক্রয়, পানাহার, অপরাধ ও শাস্তি, ইসলাম ও কুরআনের সৌন্দর্য ও গুণাবলী সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই ইসলামের প্রতিটি আহকামের যৌক্তিকতাকে জানা ও বুঝার জন্য এ গ্রন্থটি সকলের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু।

৬১. রাসুলুল্লাহ (সা) এর বিচারালয়

লেখক: ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল কুরতুবী (র:)
অনুবাদক: মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
প্রকাশনায়: শাহীন আক্তার, আল মা'রূফ পাবলিকেশন্স, ঢাকা
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর,১৯৯৩ মূল্য: ৪৬ টাকা

'রাসুলুল্লাহ (সা) এর বিচারালয়' গ্রন্থটি 'উকদিয়াতুর রাসুল' গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদকৃত গ্রন্থ। রাসুল (সা) এবং প্রশাসক হিসেবে তিনি যে সমস্ত সমস্যা ও কার্যাবলী খোদায়ী বিধান অনুযায়ী সমাধা করেছেন বা তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিল। হিজরী ত্রয়োদশ শতকে স্পেনের কর্ডোবা নগরীর মুসলিম মনিষী ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুরতুবী (র.) অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের সাথে সেগুলোকে একত্র করে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন এ মহামনিষীর সংকলিত গ্রন্থখানী সহজ ও সাবলীল ভাষায় বাংলায় অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটিতে মোট আটটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলিতে- হত্যা ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচার ফায়সালা, জিহাদ, বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ ছাড়াও তালাক, ক্রয় বিক্রয়, বিচার ফায়সালা এবং অসিয়ত সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

৬২. শরীয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের নীতিমালা

মূল : হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (র.)
অনুবাদ : মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ; প্রকাশক: মোহাম্মাদ আবদুর রব
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; প্রকাশকাল: জানুয়ারী, ২০০৯

বিশিষ্ট লেখক মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী (র.) উর্দূ ভাষায় 'ফাতওয়া আপ কেইসে দেঁ? শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। এখানে তিনি ইসলামের শরীয়াতের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত প্রদান ও এর মৌলনীতি সর্ম্পকে আলোচনা করেন। বিশিষ্ট আলেম মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করে এর

Dhaka University Institutional Repository

নাম দেন 'শরীয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের নীতিমালা'। এ গ্রন্থে কিভাবে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত দেয়া হবে? কী কী মূলনীতি সামনে থাকতে হবে? একজন মুফতী বা বিচারণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখন, কিভাবে কার জন্য কোন ধরনের সিদ্ধান্ত দিবেন? সমাধান দানে কোন কোনটির অনুসরণ করবেন এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌলিক দিক সম্পর্কে জানার জন্য, মুফতী বা ফকীহ হওয়ার জন্য এ বইটি অত্যন্ত উপযোগী।

৬৩. শরীয়ার আলোকে ও যুক্তির নিরিখে দাড়ি

মূল: হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মোহাম্মাদ তৈয়্যব ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী

অনুবাদক: মাওলানা মাহবুবুল হাসান ইসলামাবাদী

প্রকাশক : আজিজিয়া কুতুবখানা, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

প্রকাশকাল: মার্চ, ১৯৯৫, পৃ.১১২; মূল্য:৪২ টাকা

'শরীয়ার আলোকে ও যুক্তির নিরিখে দাড়ি' গ্রন্থটির মূল লেখক মাওলানা কারী মোহাম্মাদ তৈয়্যব কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাড়ি রাখা এবং না রাখার কুফল সম্পর্কে যুক্তি তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটিকে তিনি কোন অধ্যায় ভিত্তিক বিভক্ত না করে সরাসরি শিরোনামের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- দাড়ি একটি প্রমাণ সাপেক্ষ এবং অবশ্য পালনীয়, দাড়ির ক্ষেত্রে নবীদের ঐকমত্য, দাড়ি ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ, দাড়ি লম্বা করা সওয়াব, মুন্ডানো গুনাহ, দাড়ির পরিমাপের স্বভাবজাত মানদণ্ড হল মুষ্টি, নবী করীম (সা) এর দাড়ি কাট ছাট করার সীমা,দাড়ির ক্ষেত্রে উলামাদের মত বিভিন্নতার ওজর পেশ করা, এবং দাড়ির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রমাণ তলব ইত্যাদি বিষয়ের কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে আলোকপাত করেছেন।

৬৪. সউদি আরবের মুফতীয়ে আজমের আধুনিক প্রশ্নোত্তর

লেখক: শায়খ আবদুলাহ ইবনে বা'জ

প্রকাশক: আবদুর রহমান হান্নান, পরিচালক, জনতা পাবলিকেশন্স, ৬৬, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল: আগষ্ট, ২০০১ মূল্য: ১০০.০০ টাকা পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২০৮

ফতোয়া শব্দটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। যারা ফতোয়া প্রদান করেন তাঁরা হলেন মুফতী। ইসলামী বিশেষজ্ঞ ছাড়া ফতোয়া প্রদান করা জায়েজ নয়। 'সউদি আরবের মুফতীয়ে আজমের **আধুনিক প্রশ্নোত্তর**' গ্রন্থটি একটি তথ্যবহুল এব আধুনিক নানাবিধ প্রশ্নের জবাব সম্বলিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। মানব জীবনের প্রতিদিনই বহু জিজ্ঞাসা, বহু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। সেসব জিজ্ঞাসার ও প্রশ্নের তথ্যনির্ভর জবাব দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুফতীয়ে আজম শেষ আবদুল আজিজ ইবনে আবদুলাহ ইবনে বা'জকে বিভিন্ন সময়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেসব প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি যেসব প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন এ গ্রন্থটিতে সেসবই সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তথ্য নির্ভর অথচ সহজবোধ্য এ গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের অনুসিন্ধৎসু প্রত্যেক পাঠক আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার জবার পাবে। এ গ্রন্থে যে সেমস্ত প্রশ্নের উত্তর উলেখ করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ কিছু হল: মন্ত্র ও দোয়া তাবিজ জায়েজ কিনা, মোজা, অজু সম্পর্কিত প্রশ্ন, বিবাহিত মহিলার সমস্যা, নামাজ, জামাআতে নামাজ, ইমাম সম্পর্কিত প্রশ্ন, মসজিদে মহিলাদের নামাজ, রসুন পেয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে উত্তর প্রদান করা হয়েছে এ গ্রন্থ। এছাড়াও ছেলে মেয়েদের স্বর্ণের ব্যবহার, যাকাত সম্পর্কিত মাসআলা, হাততালি দেয়া, হস্তমৈথুন সম্পর্কে প্রশ্ন, তাস খেলে জয়লাভ, ঈদে মীলাদুন্নবী (সা) অনুষ্ঠান, দাড়িয়ে পেশাব করা এ জায়েজ কিনা এ সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্নের জবাব এ গ্রন্থে দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. সুন্নাত ও বিদ‘আত

লেখক: মুফতী আল্লামা শফী (র.);
অনুবাদক: মাওলানা মামুনুর রশীদ ফরাজী
প্রকাশক: মোসাম্মাৎ সুমাইয়া বিনতে ইসমাইল প্রকাশকাল: মার্চ, ২০০১
মূল্য: ১০০.০০ টাকা পৃষ্ঠা-১৯২

‘সুন্নাত ও বিদ‘আত’ গ্রন্থটি মূলত: অনুবাদ, রচনা ও সম্পাদনা এর সমন্বয় লিখিত একটি গ্রন্থ। বইটিতে সমাজ থেকে বিদ‘আত দূরীভূত করার জন্য বিদ‘আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটিতে কোন কোন বিষয়ে আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) এর কিছু লেখা অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাসআলাগুলোর সমাধান অন্যান্য কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বইয়ে প্রথমেই সুন্নাত শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর বিদ‘আত চালু হওয়ার পদ্ধতি, পীর মুরিদ, কবরে পুস্পস্তবক অর্পণ, কবর মাজারে উরশ, কুফুরী এবং এর ভয়াবহতা, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি কোনটি সুন্নাত এবং কোনটি বিদ‘আত- এ সম্পর্কিত ফিক্‌হ জ্ঞান আহরণের জন্য এবং তদানুযায়ী আমল করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬৬. সৌভাগ্যের পরশমণি : (১ম খন্ড)

মূল : হযরত ইমাম গায্‌যালী (র)
অনুবাদক: আবদুল খালেক
প্রকাশক: মোহাম্মাদ আবদুর রব ; প্রকশানায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশ কাল: (৪র্থ সংস্করণ) মে, ২০০০ পৃষ্ঠা: ৩০১ মূল্য: ৬০ টাকা

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত ইমাম গায্‌যালী (র.) ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও মর্মবাণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী মানুষের আত্মিক উন্নয়নে শত শত বছর ধরে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরবীতে রচিত ‘কিমিয়া সা‘আদাত’ একটি অনন্য গ্রন্থ। ‘সৌভাগ্যের পরশমনি’ গ্রন্থটি এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। এ গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। এর ১ম খণ্ডটি দর্শন ও ইবাদত নামে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। দর্শন অংশকে চারটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে মানুষের স্বরূপ বা আত্মদর্শন, আল্লাহর পরিচয়, দুনিয়ার পরিচয় ও পরকালের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ‘ইবাদত’ অংশকে মোট দশটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে। এখানে ঈমান দৃঢ়করণের পন্থা, ‘ইলম অন্বেষণ, পবিত্রতা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর ও ওযীফার তারতীব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো তিনি কুরআন-হাদীস দর্শন ও যুক্তির সাথে নিরিখে অত্যন্ত সুগভীর পাণ্ডিত্যের সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর যুক্তির সাথে রয়েছে আত্মিক উপলব্ধি। সহজ হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল ভাষায় এ গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়েছে।

৬৭. সৌভাগ্যের পরশমণি : ২য় খন্ড

অনুবাদক: আবদুল খালেক
প্রকশানায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা পৃ; ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ কাল: (৪র্থ সংস্করণ) ডিসেম্বর, ২০০৩ মূল্য; ৬৬ টাকা

অত্র গ্রন্থটি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্যালী (র) এর 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' এর অনুবাদ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে ১০ টি অধ্যায় রয়েছে। এটি ২য় খন্ড। এখানে পানাহার, বিবাহ, উপার্জন, হালাল-হারাম, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়, সর্বসাধারণ, নির্জনবাস, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থখানী তরীকত পন্থীদের পথ প্রদর্শক। এতে আছে মানসিক রোগসমূহের সম্যক পরিচয় এবং এ থেকে মুক্তি লাভ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়।

৬৮. হালাল রুজি

মূল : হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)
সম্পাদনা: কুরআন হাদীছ রিসার্চ সেন্টার পৃ. ১৩৫ মূল্য: ১১০ টাকা
প্রকাশনা: ইশ'আতে ইসলাম কুতুব খানা, দারুসসালাম, মিরপুর, ঢাকা

হালাল রুজি উপার্জন করা ফরয। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য হল চাকুরী, ব্যবসা ও রুজি রোজগার সংক্রান্ত মাস'আলা মাসায়েলগুলো ভালভাবে জেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী চাকুরী করা কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা। 'হালাল রুজি' গ্রন্থটি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এর বিভিন্ন কিতাব হতে এ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা মাসায়েল থেকে সংকলন করে এ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদী অন্যান্য লেখকদের কেতাব থেকেও রেফারেন্স সহকারে সংকলন করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে যে শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে তাঁর মধ্যে অন্যতমগুলো হল: হালাল মাল অন্বেষণ করা ফরয, ব্যবসা বাণিজ্য, শরীকী কারবার, বা'য়ায়ে সালাম, ক্রয়-বিক্রয়ের সুদ, ইজারা, কর্জ বা ঋণ, আমানাত রাখা, হেবা করা, হাদিয়া, ওয়াক্ফ, ফারায়েয, গোশত পাকানো, বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরি এবং কাপড় রাঙ্গানো প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লিখিত অণূদিত বইগুলো ফিক্হী বিধি-বিধান জানার এবং সে অনুযায়ী পালন করার ক্ষেত্রে অত্যান্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রচিত (ফিক্‌হী) গ্রন্থাবলী

দেশের অনেক প্রখ্যাত 'আলিম, প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও ইসলামী বিশেষজ্ঞ বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লিখেছেন যা বাংলাদেশের সাধারণ লোকসহ ইসলামী জ্ঞান পিপাসুদের জন্য ইসলামী আহকাম জানার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে এ সমস্ত গ্রন্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হল:

১. অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম

লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র.)
প্রকাশক : রোকসানা বেগম, খায়রুন প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৯১ পৃষ্ঠা সংখ্যা :২৬৩ মূল্য ১০০.০০ টাকা।

অপরাধ মানুষের চরিত্রকে, অন্তরকে কলুষিত করে। অপরাধীরা মানব সমাজে এক ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত। ইসলামে মানুষকে অপরাধ জগত থেকে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় আহকাম বর্ণিত আছে। ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসেবে অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনেরও এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) এ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধসম্পর্কিত বিষয়টির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ শতকের এ আলোকোজ্জ্বল যুগেও ইসলামই যে অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের একমাত্র হাতিয়ার, এ গ্রন্থে তিনি তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমে শরীয়াতের মৌল নীতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। এরপর লেখক পর্যায়ক্রমে তিনি আলোকপাত করেছেন অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা, ঈমান ও রাষ্ট্র, অপরাধ দমনে ইবাদত, ইসলামের দণ্ড দর্শন, ইসলামের দণ্ড বিধান, মদ্যপানের অপরাধ, চুরির শাস্তি এবং পরিশেষে তিনি আলোচনা করেছেন অপরাধ দমনে শরীয়াত সম্মত শাস্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়া। বইটি বাস্তব জীবনের জন্য তথা অপরাধ বিষয়ক ইসলামের বিধি-বিধান জানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

২. ইসলামের অনুপম আদর্শ

লেখক : মোহাম্মাদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী
প্রকাশক : রওশনা আরা বেগম, গ্রন্থ বিকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল : স্বাধীনতা বইমেলা, ২০০৩ মূল্য: ২০০টাকা পৃষ্ঠা: ২৫৪

এ গ্রন্থে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তা হল: উত্তম কাজের পূর্বাপর দরূদ শরীফ পাঠ, ইসলামের বৈশিষ্ট্য, ফারায়েজের মূল নীতিমাল, আদব কায়দা, গৃহে প্রবেশের কুরআনী বিধান, ন্যায় বিচার, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক শিষ্টাচার, সততার আদর্শ, গৃহে প্রবেশের আদবরীতি, দূর্নীতিগ্রস্থ সমাজ, যুদ্ধকালীন করণীয়, নামাজের হাকীকত, পবিত্র হজ্জের তাৎপর্য, কোরবানীর মাহাত্ম, রোজাদারের রিয়ামুক্ত কার্যাবলী, তারাবীহ এর নামাজ, ফিতরা প্রদান, শবেক্বদর অনুসন্ধানের উপযুক্ত সময়, শাওয়াল মাসের ছয় রোজা, জুমআতুল বিদার তাৎপর্য প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ইসলামী প্রবন্ধমালা

লেখক : এ.জেড. এম.শামসুল আলম প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল : ১ম সংস্করণ: ১৯৮৪ ২য় সংস্করণ: ১৯৮৮
৩য় সংস্করণ: এপ্রিল, ২০০৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৮৪ মূল্য: ১১৫.০০ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

'ইসলামী প্রবন্ধমালা' গ্রন্থটি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সাবেক মহা পরিচালক এ.জেড.এম. শামসুল আলম এর একটি মৌলিক ও চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ। তিনি বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতি সমস্যার ধর্মীয় তথা ইসলামী সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও চর্চা করে আসছেন এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকায় তার চিন্তাপ্রসূত এসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রবন্ধসমূহে লেখকের মৌলিক চিন্তা ভাবনার ফসল। গ্রন্থভূক্ত এসব প্রবন্ধে একদিকে যেমন ইসলামের আদর্শ রূপ ও চরিত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের নানা সমস্যা ও দিকের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যৌক্তিক সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষের যুগ-মানসের চাহিদার আলোকে কল্যাণকামী প্রায় প্রতিটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যা থেকে পাঠক তার আধুনিক মনের অনুসন্ধিৎসা ও যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব পাবেন। এ গ্রন্থটিতে মোট ১৭ টি অধ্যায় এবং ৮১টি প্রবন্ধ রয়েছে। এ গ্রন্থটিতে স্রাষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের নিবিঢ়তা উপলব্ধি করে, ইহজাগতিক জীবনের প্রতিটি পরিসরের ভিত্তি ভূমিতে দাড়িঁয়ে জীবন-জগতের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা নিরূপন করার ভেতর দিয়ে পরজগতের পরম স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সহজগম্য পথের কথা চিন্তা করার ক্ষেত্রে এক অভিনব ও অনুবদ্য সংযোজন।[১]

৪. ইসলামী শরীয়তের উৎস

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.)
প্রকাশক : মোস্তফা রশীদুল হাসান, খায়রুন প্রকাশনী মূল্য: ৭০ টাকা পৃ.১৯২

ইসলামী শরীয়ত মুসলিম জীবন-সাধনার এক অপরিহার্য উপাদান। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানরা কিভাবে জীবন-পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার নিস্পত্তি করবে, তারই নির্দেশক হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত। এ মূলবান গ্রন্থে ইসলামী শরীয়াতের সংজ্ঞা এবং তার দুই প্রধান উৎস-কুরআন ও হাদীসের মৌল বিষয়-বস্তু এবং তার বিন্যাস ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থকার অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এয়াড়া শরীয়াতের অন্য দুই উৎস ইজমা ও কিয়াস সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য উপহার দিয়েছেন সর্বপরি ফিক্হর ইমামদের চিন্তা-পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি, পটভূমি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গর্ভ বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আধুনিক ইসলামী সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ গ্রন্থটিতে আলোচনা করা হয়েছে- ইসলামী শরীয়তের উৎস, ইসলামী ফিক্হ, ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য, সাহাদের যুগে ইসলামী ফিক্হ, ফিক্হ মাযহাব ও ফিক্হ সংকলন যুগ, মালিকি মাযহাব, শাফেয়ী, হাম্বলী, জাহেরী এবং হানাফী মাযহাব এর আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এখানে ফিক্হ উৎকর্ষ লাভের কারণ, ইসলামী ফিক্হের উৎস, ইসলামী আইন প্রনয়ন পদ্ধতি, কিয়াস, ইজতিহাদ এবং মানব কল্যান ও ইসলামী শরীয়াহ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে।

৫. ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

লেখক : হোসনে আরা মারিয়াহ প্রকাশক : শেখ ফজলুর রহমান
প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল : জুন, ১৯৮১ মূল্য: ৯.০০ টাকা

'ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এক মূল্যবান গ্রন্থ। লেখিকা হোসনে আরা মারিয়াহ প্রতিটি বিষয়কে চমৎকার যুক্তি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ভাষার চেয়ে বক্তব্যের প্রতি জোর দিয়েছেন এবং বক্তব্যগুলো কুরআন ওহাদীছ দিয়ে তা উপস্থাপন করেছেন।

[১]. মুকুল চৌধুরী , ধর্মচিন্তা, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪; ইসলাম ও জীবন, দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা, ১৪ মে, ২০০৪;ইসলাম ও জীবন , দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা,২১ মে,২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রতিটি বক্তব্যের পটভূমিকায়ে টেনে এনেছেন ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র। এ গ্রন্থে তিনি ছয়টি শিরোনামে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সেগুলো হল: ইসলামী আইন সার্বজনীন, মৌলিক অধিকার এবং ইসলামী আইন,আইয়্যামে জাহিলিয়াহ বনাম বর্তমান সভ্যতা, ইসলামী আইনে নারীর স্থান ও অধিকার, ইসলামী ফারায়েজ, উত্তারাধিকার আইনঃ ইহার বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

৬. ইসলামী জীবন বিধান

লেখক : ডা.এম.বি.খান

প্রকাশক: মুদ্রণে দিপালী প্রেস, মুক্তিবাণী ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০৫ মূল্য: ১২০ টাকা পৃষ্ঠা:৩১৯

'ইসলামী জীবন বিধান' গ্রন্থের লেখক তার এ গ্রন্থে ইসলামী জীবন বিধানের নানা দিক তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও জাতিগঠনের বিভিন্ন ইসলামী বিষয় কুরআন ও হাদীছের আলোকে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে মোট ৫টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে: মিথ্যার নিন্দাবাদ, ধৈর্যশলীতা, কৃততজ্ঞতা, দানশীলতা, অহংকারের নিন্দা, ন্যায়পরায়নতা, হালাল ভক্ষণ, সতর ঢাকা, পর্দা মেনে নেয়া এবং ক্রোধের অপকারিতা বিষয়ক শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ২য় অধ্যায়ে- শিশুদের প্রতি বাৎসল্যপূর্ন আচারণ, উদারতা, অতিথিপরায়নতা,এবং জীবে দয়া, ৩য় অধ্যায়ে নামাজ, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায়ে কবিরা গুনাহ এবং এর থেকে বাঁচার উপায় এবং ৫ম অধ্যায়ে শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. ইসলামে ব্যাক্তি ও গণ আইন

লেখক : তমিজুল হক

প্রকাশক : সৈয়দ ফারুক আজম, ৮৫/এ, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

প্রকাশকাল: আগস্ট, ১৯৮০ পৃষ্ঠা :১৩৬ মূল্য : ১৫ টাকা

'ইসলামে ব্যাক্তি ও গণ আইন' গ্রন্থটির লেখক তমিজুর হক একজন ব্যারিস্টার এট,ল। তিনি ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি এখানে কুরআনের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল্লামা ইউসুফ আলীর কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অনুসরণ করেছেন। তিনি ইসলামী আইনকে ইংলিশ আইন এবং জাতিসংঘের সনদের সাথে তুলনা করেছেন। তুলনামূলক আলোচনা কালে ইয়ান ব্রাউনলি কর্তৃক সম্পাদিত 'Basic Documents in International Law' এবং Oxford University press কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭০) বাইবেল ব্যবহার করেছেন। তিনি এ গ্রন্থে ইসলামের নবী, ব্যক্তি ও গণ ্ইন, উত্তারাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি , জেহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও সূরা আল ফাত্হ এর তাৎপর্য, নারী অধিকার ও স্বাধীনতা, যৌতুক, অর্থনীতিতে সংস্কৃতির প্রভাব এবং চৌদ্দশ হিজরী এবং তারপর এ শিরোনামে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৮. ইসলামী জীবন দর্শন বা ইসলামী জীবনাদর্শ

লেখক: মাওলানা আবদুর রশীদ ও মাওলানা আবদুস সোবাহান

প্রকাশক: মো: তাজুল ইসলাম, কোরআন মহল, ৬৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল: ১৯৮৬ মূল্য: ১৮৫.০০ টাকা পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৪৬

'ইসলামী জীবন দর্শন বা ইসলামী জীবনাদর্শ' বইটিকে মোট ৩ টি অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অংশের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ননা দেয়া হয়েছে। এ বইয়ের ১ম অংশে রয়েছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা। এর অধীনে বর্ণনা দেয়া হয়েছে অর্থনীতির সংজ্ঞা,

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদ[২], সমাজতন্ত্র[৩] ও ইসলাম, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা, যাকাত ও ব্যংকিং , মীরাস , উত্তারাধিকার, সাদকাহ, উশর ও খাজনা, খারাজ সম্পর্কে। ২য় অংশে রয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা। এখানে তুলে ধরা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, মূলনীতি। এছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন, জনপ্রতিনিধিদের গুণাবলী, মজলিশে শুরা বা সংসদ, খিলাফত ও ইমামত, ইসলাম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ অংশে। এ বইয়ের তৃতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে। এখানে রয়েছে ইসলামের সমাজের বৈশিষ্ট্য, মানুষের মর্যাদা, ইসলামী সমাজে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক কর্তব্য, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ইসলামে নৈতিকতা এবং ইসলামী সমাজে মাকতাব ও মাসজিদের ভূমিকা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা।

৯. ইসলাম ও মানবাধিকার

লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)
প্রকাশক : মোস্তফা জহিরুল হক, খায়রুন প্রকাশনী
প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৮৯ মূল্য: ৬০.০০ টাকা; পৃষ্ঠা:১৩৪

মানবাধিকার এমনই একটি বিষয় যা কোন জাতি ইচ্ছা করলেই তা লংঘন করতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব নেতৃত্ব মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। অথচ ইসলাম মানবাধিকারের সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান করেছে। এ মানবাধিকার যেমন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-বিশেষের দয়া অনুগ্রহের বিষয় নয়, বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতি মহান আল্লাহর এক পরম আর্শীবাদ বিশেষ, তেমনি এর বাস্তবায়নও কারো খেয়াল-খুশি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, বরং মুসলমানদের জন্যে আলণ্‌াহ নির্দেশিত একটি পবিত্র কর্তব্য বিশেষ। মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ) তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে ইসলামের মানবাধিকার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত নিপুণতার সাথে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ছাড়া আর কেউই যে মানবাধিকারকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং এ গ্রন্থে তিনি তুলে ধরেছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। এ গ্রন্থটিতে তিনি কোন অধ্যায় হিসেবে ভাগ করেনি। ১ম দিকে তিনি ইতিহাসে মানবাধিকার, জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা এবং এর ত্রুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এরপরে তিনি ইসলামে মানবাধিকারের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন রিযিক - জীবিকা, ধন-মাল ব্যয়, অসিয়ত ও মীরাস, ইয়াতিমের মাল সংরক্ষণ, পিতা-মাতার অধিকার, শ্রমের অধিকার, শিশু কন্যার অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে। শেষের দিকে তিনি ইসলামে মানবাধিকারের বাস্তবায়ন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

১০. ইসলামী অর্থনীতির রূপ রেখা

লেখক : এ.জেড.এম.শামসুল আলম[৪]
প্রকাশক : পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল (১ম): ১৯৯৬ খ্রি. পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৬৬ মূল্য: ৬৬.০০ টাকা

---

[২]. ব্যক্তিসব মালিকানার সীমাহীন অধিকারই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল কথা। পেশী শক্তিশোষণ, বঞ্চনা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র বিকাশ হয়েছে, ব্যক্তি মালিকানার সীমাহীন অধিকারের ভিত্তিতে অবৈধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ইচ্ছেমত সম্পদ উপার্জন ও ভোগের সুযোগ সৃষ্টিকারী ব্যবস্থাই পূজিঁবাদী অর্থ ব্যবস্থা।

[৩]. পূজিঁবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে তা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[৪]. তিনি পেশাগতভাবে একজন সরকারি কর্মকর্তা। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ, আগ্রহ এবং কর্মগুনে তিনি একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রায় ১০০ পুস্তিকা লিখেছেন। তিনি সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ভাবধারায় শতাধিক বইয়ের লেখক ও অর্থনীতিবীদ এ.জেড.এম. শামসুল আলম ইসলামী অর্থনীতির উপর এটি একটি চমৎকার গ্রন্থ। তিনি ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক তত্ত্বসমূহ এমন স্বচ্ছতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, যা চিন্তাশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একদিকে কুরআন হাদীসের আলোকে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ইসলামের স্বর্ণযুগে এ অর্থনীতির প্রয়োগ ধারার আলোচনা, অপরদিকে আধুনিক পরিবর্তিত পরিবেশে এ অর্থনীতির সম্ভাব্য রূপরেখা - এসব বিভিন্ন দিকে আলোকপাত এ গ্রন্থকে বৈশিষ্ট দান করেছে। লেখক বাংলাদেশের মত পরিবেশে ইসলামী অর্থনীতির সম্ভাব্য প্রয়োগধারা পেশ করে বাস্তব ক্ষেত্রে এ পুস্তকের মূল্য ও গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ গ্রন্থটিতে মোট ১৫ টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলো হল পর্যায়ক্রমে- ইসলামী অর্থনৈতির বৈশিষ্ট্য, ধর্মভিত্তিক অর্থনীতি ও মূল্যবোধহীন অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি ও ক্রেতার সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তিগত মালিকানা ও ইসলাম, আল্লাহর মালিকানা, শ্রম ও বিনিয়োগ, ইসলামী অর্থনীতিতে ভোগ ব্যবস্থার স্বরূপ, পাশ্চাত্যে ভোগ ব্যবস্থার স্বরূপ, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইমাম সাহেবানের ভূমিকা, দারিদ্র ইসলাম পরিপন্থী, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ভূমি এবং অর্থনীতি সম্পর্কীয় আল কুরআনের আয়াতসমূহ। তিনি এ অধ্যায়গুলোতে আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক পরিবর্তিত পরিবেশে এ অর্থনীতির সম্ভাব্য রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

১১. ইসলামী বিবাহ ও যৌতুক প্রথা

লেখক : মুফতী মুহাম্মাদ শামছুল হক প্রকাশকাল : অক্টোবর, ১৯৯৫
প্রকাশক: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ শরীয়তুল্লাহ মূল্য : ৬০ টাকা পৃষ্ঠা: ৮০

মুফতী মুহাম্মাদ শামছুল হক এর তথ্যবহুল প্রমাণ্য বই 'ইসলামী বিবাহ ও যৌতুক প্রথা' গ্রন্থটি একটি সময়পোযুগী বই। বর্তমান সময়ে সারা দেশ জুড়ে অবৈধ যৌতুক প্রথার যে হিড়িক, তা প্রতিরোধে এ বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বইয়ে ভিতরে বিবাহ, বিবাহের অনুমতি, পর্দা, কোর্ট ম্যারেজ, লিখিত বিয়ে, টেস্ট টিউব পদ্ধতিতে সন্তান লাভ, যৌতুক জায়েজ কি-না এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এ বইতে মোহর, যৌতুক বনাম হাদিয়া, যৌতুকের কুফল এবং যৌতুক বে আইনি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে করা হয়েছে। তাই এ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২. ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল

লেখক : মো: শহিদুজ্জামান
প্রকাশক :ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল : মে, ২০০৫ পৃষ্ঠা : ৩২০ মূল্য: ৯৪.০০ টাকা

'ইসলামের কতিপয় মৌলিক জ্ঞান ও আমল' গ্রন্থের লেখক মো: শহিদুজ্জামান এ গ্রন্থে ইসলামের কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিষয়ের মধ্যে রয়েছে-আল্লাহ, ফেরেশতা, নবী ও আসমানী কিতাবসমূহ, পবিত্র কুরআন, কালিমা, নামাজ, যাকাত, রোযা, হজ্জ, বিসমিল্লাহ, ফরয, জিহাদ এবং সবশেষে 'মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে- যেটি মূল উদ্দিষ্টের সাথে সংগতিপূর্ণ না হলেও মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসেবে আমাদের জানা প্রয়োজন।[৫]

[৫] .মুস্তফা মাসুদ, প্রাগুক্ত, জানুয়ারী ২০০৮, পৃ.১০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩. ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপ রেখা

লেখক : মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

প্রকাশক : মাহমুদা রহমান পৃষ্ঠা : ২৫৩

প্রকাশকাল : জুন, ১৯৯৬ মূল্য : ১৬০ টাকা

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারই অংশ। সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থনীতিতে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত অংগীকার নিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের যাত্রা শুরু হয়েছে আশির দশকে। এ ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাবসা-বাণিজ্য নিয়ে লেখকের এ বইটি তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তিনি এ বইটিতে ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামী পদ্ধতি ও নীতিমালাগুলো অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ গ্রন্থটিকে ৯টি অধ্যায় বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলো হল পর্যায়ক্রমে-ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রেতা বিক্রেতার পারস্পরিক অধিকার, মজুদদারী, ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ও নীতিমালা, ইজারা, ভাড়া, প্রতিনিধি নিয়োগ,আমানত, রিবা বা সুদ, পুজিঁবাদ, কমিউনিজম, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, শরীয়া বোর্ড ও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য এ বইটি অত্যন্ত সহায়ক।

১৪. কুরআন হাদীস ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরে নামাজ শিক্ষা

লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আযীয প্রকাশকাল: মার্চ, ২০০৩

প্রকাশনায় : বি.এইচ.পাবলিকেশন্স, ঢাকা মূল্য : ১৯০ টাকা

'কুরআন হাদীস ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরে নামাজ শিক্ষা' গ্রন্থে লেখক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নামাজের এবং নামাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এর নির্ভরযোগ্যতার জন্য কুরআন ও হাদীসের দলীলও প্রদান করেছন। এ গ্রন্থে প্রথমে শর'ঈ আহকামের ভিত্তি, শরীআতের পরিভাষা, আখলাক এবং তাকলীদ বা মাযহাবের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর আলোচনাকে ২০ টি ভাগে ভাগ করেছেন তা হল: ওযুর বিবরণ,গোসল, তায়াম্মুম, সালাত, নামাজে পঠিত দোয়া, নামাজ নষ্টের কারণ, মহিলাদের নামাজ,সাহু সিজদা, জামাআতে নামাজ, কাতার সোজা করণ, ইমাম ও মোক্তাদীর বর্ণনা, জুমআর নামাজ, নামাজে সূরা পাঠ, কিয়ামুল্লাইল, কাযা নামাজ,সফরের নামাজ, ইশরাকের নামাজ, তারাবীহর নামাজ, জানাযার নামাজ এবং বিভিন্ন দোয়া।

১৫. নামাজের নিয়ম

লেখক: মোহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক : খন্দকার মোহাম্মাদ আমানুল্লাহ

প্রকাশানায় : সেরহিন্দি প্রকাশন প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯২ মূল্য: ৪০ টাকা

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ। মুসলমান এব কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী হল নামাজ। এ নামাজের নিয়ম-কানুন জানা না থাকলে নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই 'নামাজের নিয়ম' গ্রন্থকার এ বইয়ে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে এর নিয়মকানুন বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। এ বইয়ের ১ম অধ্যায়ে-অযুর নিয়ম, ২য় অধ্যায়ে-শরীয়াতের দলীল, ৩য় অধ্যায়ে নামাজের সময় নিয়ে এবং নামাজের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. নামাজ কি ও হালাল রেযেক কেন?

লেখক : মো: সিরাজুল ইসলাম তালুকদার প্রকাশকাল: জুন, ২০০৪ মূল্য: ৬০ টাকা

প্রকাশক : ইখওয়ান লাইব্রেরী, ৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা পৃষ্ঠা: ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব সিরাজুল ইসলাম তালুকদার লিখিত 'নামাজ কি ও হালাল রেযেক কেন' বইটি একটি গবেষণাধর্মী। বইটি নামাজের[৬] প্রকৃত হাকিকত ও মর্মকথার আলোকে লেখক প্রণয়ন করেছেন। কারন হাকীকত বা মৌলিকত্ব না জেনে ইবাদত করলে তেমন ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না। বইটিকে লেখক ২টি অংশে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশে নামাজ বিষয় আলোচনার স্থান পেয়েছে। এখানে তিনি বর্ণনা করেছেন নামাজ পড়ার পদ্ধতি, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নামাজ, বেনামাজী কি বেহেস্তে যাবেন? এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে বর্ননা করেছেন হালাল রুজী সম্পর্কে। এর মধ্যে রয়েছে হালাল রুজি কেন? এটি কি? ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান সম্পর্কিত ইসলামের বিধান, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত বিধি বিধান।

১৭. নামাজ

লেখক : আবদুল খালেক

প্রকাশক : পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইফাবা

প্রকাশকাল : জুন, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৯৭ মূল্য: ৮৪ টাকা

ঈমানের পর প্রথম ফরয হলো নামাজ। ঈমান দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর নামাজ দ্বারা সে সম্পর্ক গাঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মু'মিনের মিরাজ হলো নামাজ। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এ নামাজের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার কারনে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল খালেক 'নামাজ' বইট রচনা করেন। বইটিতে তিনি নামাজের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। বইটির ভিতরে আলোচনার মৌল ভিত্তি ধরা হয়েছে আল-কুরআন ও হাদীস । পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্বৃতি যথাসম্ভব মূল বইয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাকী কিছু পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে। বইটতে ছয়টি অধ্যায় আছে। ১ম অধ্যায় নামাজের গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচিত হয়েছে। নামাজ আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম । অন্যদিকে নামাজ মানুষের জাগতির জীবনে উন্নত চরিত্র গঠনের শিক্ষা। প্রথম অধ্যায় এ দু'টি দিকেক্ষ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় লেখক আলোচনা করেছেন নামাজের ফযীলত ও বরকত বিষয়। তৃতীয় অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে কিভাবে প্রাণবন্ত নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং কিভাবে সম্পাদন করতে হবে। ৪র্থ অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে জাম'আত ও জুমআর নামাজ। এর পর সুন্নাত ও নফল নামাজ এবং সর্বশেষ অধ্যায় রয়েছে নামাজের মাসলা ও মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা।

১৮. পরিবার ও পারিবারিক জীবন

লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশক :মোস্তফা আমিনুল হুসাইন, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৮৩ মূল্য : ২৫০ টাকা

বর্তমান শতকের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র.)[৭] মুসলিম সমাজের দূর্নীতি অবলোকন করে 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একটি পূণার্ঙ্গ

---

[৬]. নামাজ হচ্ছে মূলমানদের জন্য পরিচয়বাহী মৌলিক ইবাদত। সেজন্য নামাজ সঠিকভাবে আদায় করা একজন মুসলমানের জন্য জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি, মানসিকতা এবং হুকুম আহকাম জানা প্রয়োজন। সাথে সাথে নামাজের মৌলিক আহবান সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা জরুরী। লেখক এ দিকগুলো বিবেচনায় রেখে তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে এ বইটি প্রণয়ন করেছেন। বইটির দ্বিতীয়ার্ধে হালাল রিযিক সম্পর্কিত আলোচনা এ জন্যই করা হয়েছে যে, ইবাদত কবুলের জন্য অন্যতম শর্ত।

[৭]. এ বরেণ্য 'আলেমে দ্বীন পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানায় শিয়ালকাঠী গ্রামে ১৯১৮ সালের ১৯ জানুযারী জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তিনি শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, বরং ইসলামী জীবন দর্শনের

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন ষাট দশকের গোড়ার দিকে । তারপর দীর্ঘ কয়েক বছরের অক্লান্ত সাধনা ও অশেষ পরিশ্রমের ফসল এ গ্রন্থটি ১৯৬৭ সালে সামাপ্ত হয়। এ গ্রন্থে তিনি পরিবার গঠনের অপরিহার্যতা, নর-নারী সম্পর্কের ভিত্তি যৌন-জীবনের সীমা ও স্বাধীনতা, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি এ বইটিকে ৫ টি অধ্যায় বিভক্ত করেছেন। ১ম অধ্যায় পরিবার অপরিহার্যতা, ২য় অধ্যায় পারিবারিক গঠন, ৩য় অধ্যায় পরিবার সংরক্ষণ, ৪র্থ অধ্যায় পারিবারিক জীবনে বৃহত্তম লক্ষ্য এবং ৫ম অধ্যায় পারিবারিক জীবনে বিপর্যায় ও পূর্ণগঠনের তালিকা সম্পর্কিত বর্ণনার স্থান পায়।

১৯. পর্দার বিধান ও স্বামীর অধিকার

লেখক : ফাতেমা রহমান প্রকাশক: মা: আবদুর রশীদ ফরাযী
প্রকাশনায় : এমদাদিয়া বুক হাউস, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
প্রকাশকাল : ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০০০ পৃষ্ঠা : ৯৬ মূল্য: ৬৫ টাকা

লেখিকা ‘ পর্দার বিধান ও স্বামীর অধিকার’ গ্রন্থে পর্দার ক্ষেত্রে ইসলামী শরী‘আতের বিধান,পর্দার প্রকারভেদ, অর্থাৎ কাদের থেকে নারীরা পর্দা করবে, কাদের থেকে কতটুকু রেখে কতটুকু পর্দা করবে, কারা এর বাইরে - সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছেন। তিনি এ গ্রন্থে- পর্দা কি ও কেন, পর্দা কি অবরোধ? ইসলামে পর্দার বিধান, ভিন্ন পুরুষের সাথে নির্জনতা সম্পর্কে শরী‘আতের বিধান, চিকিৎসা ও সেবা ক্ষেত্রে শরী‘আতের বিশেষ বিধান, পর্দা হীনতা সম্পর্কে মহানবী (সা) এর ভবিষ্যৎবাণী, স্বামীর মর্যাদা, স্বামীর খেদমত, জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং স্বামীকে বসে আনার সহজ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২০. প্রসঙ্গ ইসলাম

লেখক : অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, প্রকাশক: মেছবাহ উদ্দীন আহমদ
প্রকাশনায় :আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: মার্চ, ২০০৬ পৃষ্ঠা: ২২৪ মূল্য: ২০০.০০ টাকা।

‘প্রসঙ্গ ইসলাম’ গ্রন্থখানিতে ইসলামের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের জ্ঞান রাজ্য এতো সুবিশাল যে, সে তুলনায় এখানে যে বিষয়গুলো রয়েছে তা যথেষ্ট নয়, তবুও এর থেকে যে আলোক রশ্মির বিভা লাভ হবে তা ইসলামকে জানাবার আরো আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এ গ্রন্থটিতে তিনি ৫০ টি শিরোনামে বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। এর ভিতরে রয়েছে-আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম, ইসলামে তাকদীর ও তদবীর, ইসলামে সরল জীবনযাপনের গুরুত্ব। ইসলামে অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ইসলামে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা, ইসলামে অহংকার পরিহার্য, ইসলামে মু‘জিযা ও কারামাত, ইসলাম প্রচারের নিয়মনীতি, শ্রমিকের অধিকার, স্বামী স্ত্রীর সংসার এবং বিয়ে শাদী বা নিকাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০ টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে, ১৯৮০ সালে কলোম্বতে অনুষ্ঠিত আন্ত:পার্লামেন্টারী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবরে ইন্তিকাল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২১. ফাতাওয়ায়ে জামেয়া

লেখক : মুফতী আবদুল মু'ঈয (র.) ও মুফতী ফজলুল হক আমিনী
প্রকাশনায়: দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ (১৯৯৮ শিক্ষা বর্ষ)
প্রকাশকাল:ডিসেম্বর, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা: ৩৫২ মূল্য: ১৫০ টাকা

'ফতোয়ায় জামেয়া' গ্রন্থটি লালবাগ জামেয়া মাদ্রাসার ১৯৯৮ শিক্ষা বর্ষের দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দের জামেয়ার বিভিন্ন ফতুয়া থেকে সংকলিত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ফতুয়াগুলো এবং অন্যান্য বিষয়গুলো যাচাই বাছাই করে এখানে সংকলন করা হয়েছে। অত্র গ্রন্থে ঈমান আকায়েদ, বিদ'আত, তাহারাত, আযান, নামাজ, ইমামত, রমযান, ইতিকাফ, হজ্ব, কুরবানী এবং যাকাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কসম, কাফ্ফারা, মান্নত, হালাল, হারাম, বিবাহ, তালাক, অছিয়ত এবং তিন তালাক প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২২. ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

লেখক: আবু সাঈদ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল: জুন,১৯৯৭ পৃষ্ঠা: ১৫২ মূল্য : ৩৮.০০ টাকা।

'ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ' এর গ্রন্থকার আবু সাঈদ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ তাঁর এ গ্রন্থটি অনেক নতুন তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন । ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আইন অন্বেষণকারীদের জন্য তথা ফিক্হ শাস্ত্রের ইতিহাস জানার জন্য এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বইটিতে মোট এগারটি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর মধ্যে ১ম অধ্যায়ে- ফিক্হ, ফিক্হে ইসলামীর স্বরূপ, ২য় অধ্যায়ে-ফিক্হ এর উৎস, ৩য় অধ্যায়ে-ফিক্হের ক্রমবিকাশ, ৪র্থ অধ্যায়ে- ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার ইতিহাস, ৫ম অধ্যায়ে- ফিক্হ সম্পাদনার পদ্ধতি, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে- প্রথম যুগের ফিক্হে হানাফীর কিতাবসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ৭ম অধ্যায়ে-মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের বর্ণনা, ৮ম অধ্যায়ে-খারিজি, শিয়া, যাহেদিয়াহ, ইমামিয়াহ এবং ইসমাঈলিয়াদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ৯ম অধ্যায়ে-মাযহাবের প্রসার ও স্থায়িত্বের কারণ, ১০ম অধ্যায়ে তাকলীদের যুগ এবং একাদশ অধ্যায়ে উসূলে ফিক্হ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩. বাংলা শরহে হেদায়া আখেরাইন

লেখক: মাওঃ আবু নায়ীম টুমচরী
প্রকাশক: মো: আবুল কাসেম, রহমানিয়া কুতুবখানা, বাংলা বাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৮২ মূল্য: ২৪ টাকা পৃষ্ঠা :২০৮

হেদায়া গ্রন্থের মূল রচয়িতা আবুল হাছান আলী-বিন আবি বকর ফরগানী মুরগিনানী। তাঁর কিতাব থেকেই কিছু অংশ অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবু নায়ীম টুমচরী। হেদায়া গ্রন্থটি আরবীতে লেখা। অনুবাদক অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেছেন। এ গ্রন্থটিতে বেচা কেনার বিবরণ, এখতিয়ারের শর্তের বর্ণনা, দেখার এখতিয়ারের বর্ণনা, দোষ অবহিত হওয়ার এখতিয়ারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ত্রুটি পূর্ণ বিক্রয় সংক্রান্ত বর্ণনা, পশু জবাইয়ের বর্ণনা, কোরবানীর বর্ণনা,অছিয়তের বর্ণনা, বিবিধ মাসায়েলের বর্ণনা, ফিক্হ শাস্ত্রের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরী‘আহ বোর্ড

লেখক: মো:মুখলেছুর রহমান

প্রকাশনায়: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল: জুন ২০০৪ মূল্য: ৬০ টাকা পৃষ্ঠা:১৪৪

১৯৮৩ খ্রি. থেকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। সাথে সাথে শুরু হয় শরী‘আহ বোর্ডের কাজও।

এ শরী‘আহ বোর্ডের গঠন প্রক্রিয়া, বোর্ড সদস্যগণের যোগ্যতা, শরী‘আহ বোর্ডের অবস্থান এদেশে একেক ব্যাংকে এক এক রকম। স্বনামধন্য লেখক মো: মোখলেছুর রহমান এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ‘ ব্যাংক ও আর্থি প্রতিষ্ঠানে শরী‘আহ বোর্ড’ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় লিখেছেন। এ বইটির মাধ্যমৈ বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় এ পদ্ধতির প্রান ‘শরী‘আহ বোর্ড’ এর অবকাঠামো, মর্যাদা, কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বাস্তাব অনুশীলরে যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে। এ বইটিতে- শরী‘আহ বোর্ডের স্বাধীনতা, নির্বাহী কমিটি, ব্যাংকিং লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ,ব্যাংকের যাবতীয় নিয়ম-কানুন স্টাডি ও পরীক্ষা, শরী‘আহ গবেষণা, লাভ লোকসানের হিসাবের অনুমোদন, শরী‘আহ বোর্ডের প্রতিবেদনের মৌলি উপাদান, যৌথ শরী‘আহ বোর্ড গঠন এবং বাংলাদেশ শরী‘আহ কাউন্সিলের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

২৫. বৈবাহিক আইন পরিচিতি

লেখক: মোহাম্মাদ মজিবর রহমান

প্রকাশনায়: কামরুল বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল :৩য় সংস্করণ: জুলাই,২০০২ মূল্য: ১২০ টাকা পৃষ্ঠা:১৩৩

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মোহাম্মাদ মজিবর রহমান তাঁর রচিত গ্রন্থে ‘বৈবাহিক আইন পরিচিতি’ গ্রন্থে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বিবাহের আইনগুলো তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের ১ম অংশের আলোচনা করেছেন সংবিধিবদ্ধ আইন সম্পর্কে। এর অধীনে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রীকরণ) আইন,১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রীকরণ) বিধিমালা, ১৯৭৫, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা, ১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ভঙ্গ আইন, ১৯৩৯, মুসলিম বিবাহ নিরোধ আইন ,১৯২৯। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে অসংবিধিবদ্ধ আইন। এ অংশে রয়েছে ৮ম থেকে ১০ম অধ্যায় পর্যন্ত। এখানে বিবাহ, স্ত্রীর খোরপোশ, দাম্পত্য অধিকার পুন:রুদ্ধার এবং দেনমোহর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

২৬. মকছুদুল মুত্তাকীন বা মোমেনের সম্বল

লেখক: অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

প্রকাশনায়: আধুনিক প্রকাশনীয়, ঢাকা

প্রকাশকাল: ৩য় প্রকাশ: মার্চ,২০০২ পৃ.৪২০ মূল্য: ১০০ টাকা

একজন মুসলমান ইসলামী জীবনধারায় নিজেকে পরিচালিত করতে হলে তাকে শুধু ঈমান-আকীদা, নামায-রোযা, যিকির-আযকার বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই চলবে না। তাকে উঠা-বসা, আলাপ-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোর ইসলামী আইন জানতে হবে। এ উদ্দেশ্যেকেই সামনে রেখে মাওলানা আবদুর রাজ্জাক অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি কিছু মৌলিক শিরোনাম দিয়ে আলোচনার প্রায়াস পেয়েছেন। যেমন: শান্তির পথ: ইসলাম ও ঈমান, আল্লাহর পবিত্র নাম, পবিত্র কুরআনের পরিচয়, ‘ইলমি দীনের বিবরণ, শরীয়তের হুকুমের প্রকার,নামাযের বিবরণ, বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

মোনাজাত, কছরের বিবরণ, গোসলের বর্ণনা, জুমআর নামাজের বর্ণনা , মসজিদের বিবরণ, কবর যিয়ারতের বিবরণ, যাকাতের বিবরণ ইত্যাদি। এছাড়াও এখানে রোযার বিবরণ, হজ্জের বিবরণ, ক্রয় বিক্রয় ও সুদের বিবরণ, দাম্পত্য জীবন, বিবাহ, মোহর, তালাক, পিতা-মাতার হক, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র সম্পর্কীয় বিভিন্ন ইসলামী বিধান নিয়ে অত্র গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

২৭. মহিলাদের তা'লীমুল মাসায়েল হায়েজ ও নিফাস

লেখক: মাওলানা হামিদা পারভীন

প্রকাশক: মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলা, কিতাব মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৯৭ মূল্য: ৪০ টাকা পৃষ্ঠা: ৯২

'মহিলাদের তা'লীমুল মাসায়েল হায়েজ ও নিফাস' গ্রন্থটিকে মোট ২টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে ৬ টি অধ্যায় রয়েছে। এ অধ্যায়গুলোতে রয়েছে তাহারাত, নাজাসাত, হায়েজ, নিফাস, ইস্তেহাজা বা রোগজনিত রক্তের বিবরণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবিধ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিকে ৫টি অধ্যায় ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোতে অযুর বিবরণ, গোসলের বিবরণ এবং তায়াম্মুমের বিবরণ দেয়া হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায় লেখিকা পুরুস ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সর্বশেষ অধ্যায় অর্থাৎ ৫ম অধ্যায়ে তিনি মহিলাদের পোশাকের বিবরণ দিয়েছেন। এগ্রন্থখানি আমাদের মা বোন তথা সকল শ্রেণীর লোকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

২৮. মাসায়েলে ইমামত

লেখক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রাফাআত কাসেমী

প্রকাশক: নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী সম্পাদনা পরিষদ পৃষ্ঠা: ১৮৫

মসজিদ বা নামাজের ইমাম একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভারের অধিকারী হয়ে থাকে। নববী আমলে এ দায়িত্ব স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা) এর উপরই অর্পিত ছিল। তাই ইমাম হওয়ার এবং এর দায়িত্ব পালনের জন্য অনেক মাসআলা মাসায়েল জানা আবশ্যক। মাওলানা মুহাম্মাদ রাফাআত কাসেমী এ গ্রন্থে এ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বর্ণনা করেছেন। লেখক এ গ্রন্থে ইমামতির ক্রমবিন্যাস, ইমামের প্রতি উপদেশ,ইমামের জন্য কয়েকটি শর্ত, ইমামতির বেতন-ভাতা, ইমাম নিয়োগের অধিকার, পেশ ইমামের মর্যাদা, বাহু কাটা ব্যাক্তির ইমামতি, খতনা বিহীন লোকের ইমামতি, হত্যাকারীর ইমামতি, মহিলাদের ইমামতি, মাতাপিতার অবাধ্যের ইমামতি, ফাসিকের ইমামতি, বাচ্চাদের ইমামতি, নি:সন্তান ব্যাক্তির ইমামতি, ফজরের নামাজের কেরাতের পরিমাণ এবং নামাজের পরে ইমামের সাথে করমর্দন সহ বিভিন্ন বিষয় ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

২৯. মোহর আইনের ভাষ্য

লেখক: গাজী শামছুর রহমান[৮] প্রকাশক: পল্লব পাবলিশার্স, মীরপুর, ঢাকা।

প্রকাশকাল: ১ম সংস্করণ-আগস্ট, ১৯৮৮ মূল্য: ৩০ টাকা পৃষ্ঠা : ৫৫

মোহরানা নারীর ইজ্জতের প্রতীক। এর দ্বারা নারীকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। এটি কোন পণ্য অথবা চুক্তি নয়। মোহরানার বিধান ইসলামী আইনের সাথে যুক্ত। লেখক এ মোহরানার বিধান সম্পর্কে অত্র গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের প্রথমে মোহর এর সংজ্ঞা এবং এর ভিত্তি নিয়ে

---

[৮]. আইন বিশেষজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান জেলা দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি লেবার কোর্ট, ঢাকা- এর চেয়ারম্যান, আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, কপি রাইট বোর্ড এবং প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ছোট গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা, ইসলামী বিষয় এবং আইনের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে একুশে পদক লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি মোহরের প্রকারভেদ, মোহর আদায়ের অধিকার, দেন মোহরের মোকাদ্দামা এবং তামাদি আইন, বেদখল বিধবার দখল লাভের মামলা, মোহর আদায়ের পদ্ধতি ও কার্যবিধি, ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশের জন্য মামলার অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত দিক তুলে ধরেছেন। সর্বশেষে তিনি সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন। লেখক এ গ্রন্থটিতে কোন অধ্যায় হিসেবে বিভক্ত করেননি। মোহর সম্পর্কিত বিধান জানার জন্য এ গ্রন্থটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৩০. মহিলাদের তা'লীমুল মাসায়েল হায়েয ও নিফাস

সংকলক: মাওলানা হামীদা পারভীন; সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক
প্রকাশক: মোহাম্মাদ সিরাজউদ্দৌলা, কিতাব মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৯৭ খ্রি. মূল্য : ৪০.০০ টাকা পৃষ্ঠা: ৯২

ইসলামী শরী'আতে মহিলাদের হায়েজ-নিফাসের মাসলা-মাসাইলার গুরুত্ব অত্যধিক। বিষয়টির উপর জ্ঞান না থাকার কারনে অনেক মুসলিম মহিলারা অজ্ঞতাবশত: অনেক গূনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে লেখিকা অত্র কিতাবখানিতে হায়েজ-নিফাসের মাসলা-মাসাইলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। বইটির ১ম খন্ডে রয়েছে তাহারাত, নাজাসাত, হায়েজ, নিফাস, ইস্তেহাজা বা রোগজনিত রক্তের বিবরণ এবং ষষ্ঠ অধ্যায় রয়েছে বিবিধ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা। ২য় খন্ডে রয়েছে অযুর বিবরণ, গোসলের বিবরণ, তায়াম্মুমের বিবরণ এবং চতুর্থ অধ্যায় রয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্য সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা। এ বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায় তথা পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনার স্থান পেয়েছে মহিলাদের পোশাকের বিবরণ। এ বইটি যে কোন পাঠক অধ্যায়ন করলে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানতে পারবে।

৩১. মুসলিম আইনের ভাষ্য

লেখক : গাজী শামছুর রহমান ১ম প্রকাশকাল:২০০১ পৃষ্ঠা : ৪৪০
প্রকাশক: খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা মূল্য: ৬০০ টাকা

'মুসলিম আইনের ভাষ্য' গ্রন্থখানী গাজী শামছুর রহমানের ইসলামী আইনের উপর লেখা বৃহদাকার গ্রন্থ ' ইসলামী আইনের ভাষ্য' থেকে সংকলিত। এ গ্রন্থের যে সব অংশের প্রয়োগ অধিক ও অত্যাবশ্যক এবং যেগুলো কর্মরত আইনজীবি ও বিচারকদের জন্য অতি আবশ্যকীয় এবং যেগুলো ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনে লাগে, শুধু সেগুলো এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যারা বিষয়ের প্রতি অতি গভীরে যেতে প্রয়াসী বা গবেষণাকর্মে উদ্যোগী তাদের জন্য বৃহদাকার গ্রন্থখানি অধ্যয়ন ও ব্যবহারযোগ্য। আর যারা দৈনন্দিন কর্মে ইসলামী আইন সহজে ব্যবহার করতে চান, তাদের জন্য এ বই উপযোগী । এ গ্রন্থে লেখক সুপ্রিম কোর্টের[৯] রুলগুলোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

এ গ্রন্থের শুরুতেই লেখক ইসলামী আইনতত্ত্বের বিবরণ সম্বনেধ উপস্থাপন করেছেন। এর পর ইসলাম-পূর্ব প্রথা এবং রীতি-নীতি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন- বিচারের কার্যাবিধি, মোহরানা, বিবাহে নারীর অধিকার,তালাক, ইলা, ইদ্দত, দত্তক সম্পর্কিত বিধান আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে ইসলামী আইনের উৎস। এর অধীনে বর্ণনা রয়েছে কুরআন, হাদীছ, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিদলাল, মুকাল্লিদ ও আহলুল হাদীস সম্পর্কে। তৃতীয় অধ্যায় রয়েছে বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা। এর অধীনে আলোচিত হয়েছে-বিবাহের যোগ্যতা, শিশু বিবাহ নিরোধ আইন

---

[৯]. আদিতে ইসলামী আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করতে রাসুলুল্লাহ (সা.), তৎপরে খোলাফায়ে রাশেদীন, তৎপর তাবেয়ীন, তৎপরে তাবে-তাবেয়ীন, তৎপরে ইমামগণ এবং সবশেষে ফকীহ ও মফতীগণ। কাজী বা বিচারকদের উপর এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বর্তমানে ।এ দায়িত্ব দেশের উচ্চ আদালতসমূহ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্ট আইনের যে ব্যাখ্যা দিবেন, ঐ ব্যাখ্যা সকলে মানিতে বাধ্য।এ গ্রন্থে সুপ্রিম কোর্টের নজিরের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৯, ইজাব কবুলের মধ্যে সংগতি, কনের সম্মতি, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন প্রভৃতি। চতুর্থ অধ্যায়- ফাসিদ বিবাহ ও একাধিক বিবাহ, পাগলের বিবাহ , বিবাহের দুই বোনের একত্রিকরণ সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। ৫ম অধ্যায় যৌতুক ও বিবাহ ভোজ সম্পর্কিত বর্ননা, ৬ষ্ঠ অধ্যায় লেখা হয়েছে মোহর সম্পর্কিত বিধি বিধান। ৭ম অধ্যায় তালাকের বিধান, ৮ম অধ্যায় বিবাহ বিচ্ছেদ(স্ত্রী কর্তৃক) মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ নবম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে দাম্পত্য অধিকার পূনরুদ্ধার সম্পর্কে। দশম অধ্যায়ে অভিভাবকত্ব, অভিভাবক এবং প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ সম্পর্কিত বিষদ ব্যাখ্যা, একাদশ অধ্যায় স্ত্রী ভরনপোষণ সম্পর্কিত আইন,মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১, মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ দ্বাদশ অধ্যায় সন্তান ও অন্যান্যদের ভরণপোষণ, ত্রয়োদশ অধ্যায়- নসব (বংশ পরিচয়), চতুর্দশ অধ্যায়- হিবার নিয়ম-কানুন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৩০ ধারা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়- মরজুল মউত, ষষ্ঠদশ অধ্যায়- অসিয়ত বা উইল এবং এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে- অসিয়তের সংজ্ঞা, অসিয়তের সাক্ষ্য প্রমাণ, শর্তযুক্ত অসিয়ত প্রভৃতি। সপ্তদশ অধ্যায় ইসলামী আইনের প্রয়োগ, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন(শরিয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭, অষ্টাদশ অধ্যায়ে মরহুম মুসলমানদের উত্তারিধকার ব্যবস্থা, একবিংশ অধ্যায় অগ্রক্রয়, চিরস্থায়ী লীজ ও হক্ক- এর সুফল দ্বাবিংশ অধ্যায় রয়েছে বাংলাদেশ ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২, ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে।

৩২. মুসলিম আইনের ইতিহাস

লেখক : শহীদ আহমেদ চৌধুরী প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, ঢাকা
প্রকাশকাল : আগস্ট, ২০০৪ পৃষ্ঠা :১৯০ মূল্য: ৭৫ টাকা

লেখক এ গ্রন্থটিকে ৭টি অধ্যায় ভাগ করেছেন। এ অধ্যায়গুলোর শিরোনাম যথাক্রমে- জীবন ব্যাপ্ত বিধান, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন মতবাদ: আইন ব্যবস্থায় প্রভাব, আইন প্রণয়ন, সংকলন ও সম্পাদনা, তকলীদের উদ্ভব ও অনুশীলন, ইজতিহাদি বিবর্তন ও আধুনিকীকরণ এবং সর্বশেষ অধ্যায় রেখেছেন মানবাধিকার। প্রত্যেকটি অধ্যায়গুলোতে লেখক যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে এবং অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। মানবাধিকারের বিষয়গুলো ইসলামী আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন যা পাঠকদের জন্য বুঝতে অনেক সহজ হয়েছে।

৩৩. মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত

লেখিকা : সাহিদা বেগম প্রকাশকাল (১ম): ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪
প্রকাশক: পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা মূল্য: ১০০ টাকা

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্যদের নিয়ে একত্রে বসবাস করার নাম পরিবার। পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের কাছ থেকে যেমন কিছু অধিকার পাওয়ার দাবিদার, তেমনি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও আইনত বাধাঁ। পরিবারের সদস্যদের কিছু আইন-ই সমস্য, জটিলতা এবং তার সমাধানের সহজ পথ প্রদর্শনের উদ্দ্যেশ্যে লেখিকা সাহিদা বেগম দৈনিক পত্রিকায় অনেক নিবন্ধন লিখেছেন। তিনি পরিবারের মহিলা সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও অধিকার সম্বলিত আইনসমূহ সহজ সরলভাবে বাংলায় উক্ত পত্রিকায় নিবন্ধন আকারে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা একাডেমী এ নিবন্ধনগুলোকে একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। এ গ্রন্থটিতে প্রথমে গৃহিনীর সচেতনাতা নিজ অধিকার , পারিবারিক আদালত আইন ও মহিলাদের আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এর পর পর্যায়ক্রমে বিবাহ ও দেনমোহর, বিবাহ বিচ্ছেদ,মুসলিম আইনে মহিলাদের ভরণপোষণ, তালাক, যৌতুক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন ও সামাজিক প্রতিরোধ, শিশু বিয়ে নিরোধ আইন, শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের শেষের দিকে রয়েছে পরিশিষ্ট। এখানে শিশু

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে নিরোধ আইন ,১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রেশন) আইন,১৯৭৪, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮৪ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪. মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন

লেখক:মুহাম্মাদ আবুল বাশার প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯৭

প্রকাশনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ মূল্য: ৩৫ টাকা

পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে বিবাহ, বিবাহ উত্তর স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য, তালাক ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। সঠিক নিয়ম জানা না থাকার কারনে অনেক সময় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ সকল দিক বিবেচনায় বিখ্যাত লেখক ও গবেষক মুহাম্মদ আবুল বাশার এর 'মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন' গ্রন্থে এ বিষয়ের নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে উত্তারাধিকারীদের মধ্যে অংশ বণ্টনের নিয়ম কানুন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে বিবাহ, তালকা ইত্যাদি পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। লেখক এ গ্রন্থটিকে ৩টি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এগুলোর মধ্যে আলোচনার স্থান পেয়েছে- মৃত্যু ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ বণ্টনের নিয়ম, আসাব, অংশ ভাগ করবার নিয়ম, যাবিল আরহাম এবং গর্ভের সন্তান । এছাড়াও মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, অলী , কুফুর বিবারণ, মহরের পরিমাণ, মহরে মিসাল, মুতা' বিবাহ, তালাক, দেন মোহর, খোরপোশ এবং লি'আন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৫. মু'মিনের আকীদা

লেখক : মুহা: নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী,

প্রকাশক : আল-মারকাযুল হেদায়েত ওয়াল এহসান, ধানমণ্ডি, ঢাকা,

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা: ১৭২, মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

ঈমানের সাথে আকিদার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আকীদা সঠিক না হলে ঈমান সঠিক হতে পারে না। তাই সঠিক ঈমানের জন্য সঠিক আকীদার প্রয়োজন। তবে আকীদার বিষয়টি একাধারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সূক্ষ্ম। আকীদা বুঝতে হলে দীনের বুঝ পরিস্কার থাকতে হবে। এ কিতাবখানিতে দীনের বুঝ ও আকীদা ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয়েছে। ফলে সঠিক আকীদা বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করা হয়েছে। তা হল: আল্লাহ তা'আলা, নবী ও রাসুল , সাহাবী ও ওলী, সুন্নতে রাসুলুল্লাহ , ঈমান ও আমল, দুনিয়া আখিরাত, বেহেশত ও দোজখ, মিরাজ শরীফ, তাকদীর, মাজহাব, হারাম ও হালাল, শিরক ও কুফরী, মুজিজা ও কারামত, ঈদে মীলাদুন্নবী, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম, আসমানী কিতাব ও আল কুরআন, পীর মাশায়েখ, পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, নামাজ, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ।

৩৬. মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন

লেখক: ডঃ মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল[১০] প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৬

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা : ৪৯৬ মূল্য ১৪১ টাকা।

অত্র গ্রন্থটিতে লেখক মৌলিক সমস্য সমাধানে ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি এ গ্রন্থটিকে ১০টি অধ্যায় বিভক্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে

---

[১০]. প্রফেসর ড. মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ১ মার্চ ভোলার জেলা সদরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী আইনে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৯১ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি মৌলিক সমস্যা, হুদুদ, কিসাস, শাস্তির দর্শন ও সংশোধনের উপায়, তা'যীরী শাস্তি, ইবাদত লংঘনের শাস্তির বিবরণ জননিরাপত্তায় ইসলামী আইন, সন্ত্রাসের শাস্তি, চুরি, যেনা, হত্যা, মদ্যপায়িতার শাস্তি, ধর্ম হেফাজতে ইসলামী আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩৭. রমজান মাস

লেখক: মোহাম্মাদ মামুনুর রশীদপ্রকাশক: খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ

প্রকাশনায়: সেরহিন্দ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা,

প্রকাশকাল: অক্টোবর,১৯৯৩ পৃ.৫৬ মূল্য: ৩০ টাকা

'মোহাম্মাদ মামুনুর রশীদ' প্রণীত 'রমজান মাস' গ্রন্থটিকে ৫টি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর মধ্যে রয়েছে- কোরআন শরীফের বিবরণ, হাদীছ শরীফের বিবরণ, ২য় অধ্যায় রয়েছে- চাঁদ দেখা , সেহরী ও ইফতার, ৩য় অধ্যায়ে রয়েছে রোজার শর্ত, কাফ্ফারা, রোযা রেখে ভাঙ্গা, ৪র্থ অধ্যায় রয়েছে মোসাফিরের রোযার বিধান সম্পর্কিত আলোচনা। এছাড়াও ৫ম অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে কাযা রোযা, তারাবীহরে রোযা, নফল রোযা, শবে কদর এবং এতেকাফ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা।

৩৮. রমযানের হাকীকত

লেখক : মাওলানা হামীদা পারভীন

প্রকাশক: মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক,মুনিরা প্রকাশনী

প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০০৩ পৃষ্ঠা:১২৪ মূল্য: ৫০ টাকা

রোযা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। লেখিকা মাওলানা হামিদা পারভীন এ 'রমযানের হাকীকত' সম্পর্কে তাঁর এ গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এ বইটিতে রোযা সম্পর্কিত বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করেছেন। এ শিরোনামের মধ্যে রয়েছে- রমযান মাস, রোযা, রোযার তাৎপর্য, রোযার প্রকারভেদ, রোযা ফরয হওয়ার শর্ত, সাহরী, ইফতার, তারাবীহ, সাদকায়ে ফিতর, ইতেকাফের উদ্দেশ্য ও ফযীলত, ঈদের নামাজ, যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব, পশুর যাকাত এবং উশর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩৯. শান্তির পথ

লেখক : ডা. আবদুর রহমান

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল: জুন, ২০০৪ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩২ মূল্য: ১৫.০০ টাকা

'শান্তির পথ' গ্রন্থটির লেখক ডা. আবদুর রহমান ইসলামের পথকেই শান্তির পথ হিসেবে তুলে ধরেছেন। কারন ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। অত্যাচার, নির্যাতন, হানাহানিকে ইসলাম তিরস্কার ও ফলাফল হিসেবে শাস্তির বিধানও রেখেছেন। অত্র গ্রন্থকার এ গ্রন্থে এগুলোর বিষয় সংক্ষেপে আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোট ৭টি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এগুলো হল: প্রশংসা ও উম্মোচন, তাওহীদ, মানবতা, মানুষের মন, ক্ষেত্র, অন্ধকারের অন্তরালে ও শান্তিবাণী। প্রতিটি প্রবন্ধেই স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টজীব মানুষের করণীয় সম্পর্কে তিনি সকলকে সচেত করে দিয়েছেন। এ সব প্রবন্ধের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসার সূরটিও ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষ করে 'প্রশংসা ও উম্মোচন' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিশ্বজগত ও মানবকুলের স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাকের কাছে মানুষকে পরিপূর্ণপরূপে আত্মসমর্পনের যে আকুতিময় আবেদন লেখক জানিয়েছেন, তা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। এ গ্রন্থে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হলো

Dhaka University Institutional Repository

'অন্ধকারের অন্তরালে'। এতে তিনি অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে পরম করুণাময়ের স্বরূপ উপলব্ধির যে আহবান জানিয়েছেন করুণাময়ের স্বরূপ উপলব্ধির যে আহবান জানিয়েছেন, ভাবের গভীরতা ও ভাষার মাধুর্যতা অপূর্বব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান গুণ- এর ভাষা। আধ্যাত্মিক চিন্তার গভীরতা ও ভাষার লালিত্যের এমন আধ্যাত্মজগতের সাথে যাদের পরিচয় আছে, যাঁরা ধর্মের নির্দেশনা ও জীবনের করণীয় -এ দুয়ের সঠিক সমন্বয় ঘটাতে চান- এমন মননশীল পাঠক মাত্রেরই এ গ্রন্থটি পড়ে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান অশ্বস্তিকর সময়ের প্রেক্ষাপটে মনে স্বস্তি ও শান্তি এনে দিতে 'শান্তির পথ' প্রকৃতই সহায়ত হবে।[১১]

৪০. সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধানে

লেখক: মাওলানা এম.এ. মান্নান
প্রকাশক: মোহাম্মাদ শিহাব উদ্দীন
প্রকাশনায়: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার , ঢাকা
প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০০২ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮ মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

'সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধানে' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই দৈনিক ইনকিলাবের ধর্ম দর্শন পতায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী, প্রেথিতযশা আলিম, সুযোগ্য সংগঠক মাওলানা এম এ. মান্নান ঢাকা মহাখালীর গাউসুল আজম মসজিদে জুমআর খুতবায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন এবং এগুলো ক্যাসেট বদ্ধ করে রাখতেন মাওলানা এ.কে.এম. ফারূক। মাওলানা এম.এ. মান্নান ইনকিলাবের ধর্মদর্শন পাতায় তৌহিদ, রিসালাত, আমল, আখলাক, ইবাদত-বন্দেগী, তরিকা, তাসাউফ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা লেখতেন। এগুলোই সংকলন করে 'সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধানে'গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- বিসমিল্লাহ এর ইতিহাস, আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ক্ষমতা দেন আল্লাহ কেড়ে নেন আল্লাহ, নবুয়তের সুসংবাদ লাভের পূর্বে শিশু মুহাম্মাদ (সা), আল ইসরা ও মিরাজ, রোজা, রোজার প্রয়োজনীয় মাসআলা, ই'তিকাফ, লাইলাতুল কদর, ঈদ, যাকাত, সদকা, মদ্যপান হারাম এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১১]. হোসনে মাহমুদ, বাংলা বাজার পত্রিকা, ঢাকা: শনিবার ১২ জুন,২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্পাদিত (ফিক্হী) গ্রন্থ

ফিক্হ শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কীয় শরী'আতের বিধানকে গুরুত্ব ও অপরিহার্যতার মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যথাঃ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত। এভাবে বর্জনীয় কর্ম-বিধানের মধ্যে রয়েছে হারাম, মাকরূহ তাহরীম ও মাকরুহ তানযীহ। গ্রহণ ও বর্জনের তারতম্য অনুযায়ী শরীয়তের বিধানের এ শ্রেণীবিন্যাস ফিক্হ শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফসল।এতে করণীয় ও বর্জনীয় কাজটির প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট প্রত্যয় জন্মে এবং কাজটি করা বা বর্জন করার মানসিক প্রস্তুতি প্রত্যয়ের সংমিশ্রণে বাঙময় হয়ে উঠে। সাহাবাই কিরামের জন্য করণীয় বা বর্জনীয় কাজগুলির প্রকৃতি অনুযায়ী তারতম্য নির্ণয় করার জন্য কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁরা কুরআন সুন্নাহর প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বলে কুরআন বলে কুরআন-সুন্নাহর আইনের গতিপ্রকৃতি ও বর্জন-গ্রহণের তারতম্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশের পটপরিবর্তনে ফিক্হ শাস্ত্রের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ শাস্ত্র ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান উদঘাটন করা সম্ভব নয়। এ শাস্ত্রের মধ্যে বাংলা ভাষায় সম্পাদিত কিছু গ্রন্থের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট নিম্নে দেয়া হলঃ

১. ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা

লেখক : লেখক মণ্ডলী
প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা: ২০৪, মূল্য: ৪৮.০০ টাকা

ধর্মীয় অনুশাসনের দিক দিয়ে যাকাত একটি অত্যাবশ্যকীয় বা ফরয ইবাদত। যার উপর যাকাত ফরয হয়েছে তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে সমগুরুত্ব দিয়ে সালাতের সাথে সাথে যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদের ৩২ স্থানে যাকাতের উল্লেখ আছে। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি এ লোকেরা তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই হবে।' সুতরাং ভারসাম্যপূর্ণ এবং কল্যাণময় জীবন ও সমাজ গড়ার প্রত্যয়-প্রত্যাশায় দীপ্ত যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ হলে সমাজ থেকে শোষণ-বঞ্চনা, দু:খ-দারিদ্রের নিরসন ত্বরান্বিত হবে। আর তা হলেই কল্যাণময় ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের পথ সুগম হবে।

তাই যাকাতের বিধি-বিধান, তার উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহিত প্রেরণা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও উদ্বদ্ধ করার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশে 'ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন।এটি যাকাত সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের লেখা একটি সুসংকলিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ। প্রবন্ধ সূচিতে আছে : যাকাত- এর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য লেখক: মাওলানা আবদুর রহীম, যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন লেখক: শাহ আবদুল হান্নান, যাকাতের শরয়ী গুরুত্ব ও অবদান লেখক: মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত লেখক আবদুল খালেক যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান লেখক: মুহাম্মাদ মুসা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বণ্টনের কৌশল হিসেবে যাকাত: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখক: মো: আবুল কালাম আজাদ, অর্থনৈতি পনর্বাসন ও যাকাত লেখক: এম.আবদুর রব ও দারিদ্র বিমোচনে যাকাত: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ লেখক: ড. মুহাম্মাদ রুহুল আমিন ও মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ

লেখক : লেখক মণ্ডলী

প্রকাশক: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ মূল্য : ৫০ টাকা

প্রকাশকাল: ১ম প্রকাশ: ১৯৯৫ জুন, ২০০৪ (৩য় সংস্করণ) পৃষ্ঠা : ২৩২

ইসলামের মূল ভিত্তি হল পাঁচটি।[১] ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্জ, ও যাকাত এ পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তবে হজ্জ ও যাকাত ধনীদের উপর ফরজ। এ মূল স্তম্ভের উপর যথার্থ ধারণা ছাড়া সঠিকভাবে ইসলামী জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর প্রায় ৩৫০০ শিরোনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে।[২] এর মধ্যে ইসলামের এ স্তম্ভ সম্বলিত গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থটিতে পাঁচটি বিষয়ের উপর পাঁচ প্রতিভাবন লেখক লিখেছেন। তার মধ্যে ঈমান বিষয়ক অধ্যায় লিখেছেন মাওলানা এ.এম.এম, সিরাজুল ইসলাম, নামাজ প্রসঙ্গে লিখেছেন মাওলানা আবদুর রব মিয়া, রোজা সম্পর্কে লিখেছেন মাওলানা মোহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন, হজ্জ বিষয়ে লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক এবং যাকাত বিষয়ে লিখেছেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী। গ্রন্থটিতে লেখকগণ কুরআন হাদীসের অনেক রেফারেন্স সংযুক্ত করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকার এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে এ গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৩]

৩. ইসলামী আইন

সম্পাদনায়: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক: ড. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

প্রকাশকাল: সেপ্টম্বর, ২০০৪ ; পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৩৯ মূল্য: ৫৮.০০ টাকা

ইসলামী আইনে প্রধান উৎস হল মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং আল-হাদীস। কুরআন সুন্নাহর উপর ভিত্তি করেই প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে ইসলামী আইন শাস্ত্রের বহু মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু ইসলামী আইনের প্রয়োগ সমাজে না থাকায় সমাজ এবং মানুষ বাজ চিরন্তন এক শান্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সামাজিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত আইন বিষয়ক খ্যাতিমান কয়েকজন গবেষকের কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের সমন্বয়ে 'ইসলামী আইন' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থের অধীন প্রবন্ধগুলোতে ইসলামী আইনের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক উভয় দিক বস্তুনিষ্ঠভাবে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তা হল: আইন শাস্ত্রের ধর্মের প্রভাব লেখক: আবদুল মওদুদ; সাধারণ ও ধর্মীয় আইনের মৌলিক দর্শন লেখক: গাজী শামসুর রহমান; মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রয়োগ লেখক: অধ্যাপক দরবেশ আলী খান; ঐশি ও মানবিক আইন লেখক: গাজী শামসুর রহমান, আইন ও আইনাদর্শের সংঘাত, ড. আহমদ আনিসুর রহমান; মানবিক ও ঐশী আইনের উৎস ও বৃদ্ধি লেখক: গাজী শামসুর রহমান; কুরআনী আইন মানার গুরুত্ব লেখক: আহমদ খোদা বখশ; ইসলামী আইনে মানবিক অবদান

---

[১]. ইসলামের মূল স্তম্ভের উল্লেখ করে রাসুল (সা) বলেন, عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بُنِيَ الْاِسَلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّاللهُ واَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُه' وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامَ الصَّلَوةَ وَاِيْتَاءِ الزَّكَوةَ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمْضَانَ (متفق عليه)অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা) বাণী প্রদান করেছেন : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১। সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসুল ২। সালাত প্রতিষ্ঠা করা ৩। যাকাত প্রদান করা, ৪। হজ্জ করা এবং ৫। রমযান মাসের রোযা রাখা।

[২]. মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ, *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ- এর প্রকাশনা কার্যক্রম: পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়*, পিএইচ.ডি থিসিস (অপ্রকাশিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, পৃ.১৩০

[৩]. মুকুল চৌধুরী , বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা: শনিবার ২৮ আগস্ট, ২০০৪খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

লেখক: গাজী শামসুর রহমান; মুসলিম উত্তারাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ: পর্যালোচনা লেখক: মাও: মুহা মুফাজ্জল হুসাইন খান, ইসলামী আইনের প্রগতিশী বিবর্তন লেখক: গাজী শামসুর রহমান।

৪. ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ মূল্য: ২৮.০০ টাকা
প্রকাশকাল : মে, ২০০৫ পৃষ্ঠা : ১২৮

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে হলে একে অপরের নির্ভরশীলতা একটা স্বাভাবিক প্রকিয়া। মানুষ যেহেতু একা পরিপূক নয় তাই পারস্পরিক কোন বিষয়ের ক্রয়-বিক্রয় স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়, তার পরিধি ও সীমারেখা, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে করণীয়-বর্জনীয় ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। অত্র ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলার বইটিতে এ সম্পর্কে ইসলামী বিধিবদ্ধ নির্দেশনা রয়েছে। এ বইটিতে রয়েছে- ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা ও পরিচিতি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শব্দ, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মজলিসের বর্ণনা, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাল ও তার মূল্য, মূল্য গ্রহণ ও মাল প্রদান, সরকারি কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়, ইনডিন্টিং বিজনেস, নিলামে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।[৪]

৫. কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশকাল : জুন ২০০৫
পৃষ্ঠা : ৪৪ মূল্য : ১৪.০০ টাকা

‘কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল’ বইটিতে সম্পাদনা পরিষদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা তুলে ধরেছেন যা আমাদের বাস্তব সমাজে অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামী শরী‘আতের এ মৌলিক জ্ঞানগুলো জানা এবং বুঝার জন্য অত্র বইয়ের আবশ্যকতা ক্রমেই ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ বইটির ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে রয়েছে, কুরবানীর পটভূমি, কুরবাানীর পরিচিতি, কুরবানীর রুকন, কুরবানীর শর্তাবলী, কুরবানীর প্রকারভেদ, কুরবানী ওয়াজিব, কুরবানী করার উত্তম সময়, কুরবানীর মোস্তাহাব, কুরবানীর পশু যবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া গেলে, কুরবানীর পশুর চামড়া গোশত হাডিড ইত্যাদির মাসায়েল, মানতের মাধ্যমে কুরবানী ওয়াজিব হওয়া, কুরবানীর সাথে মানতের কুরবানী, কুরবানীর সাথে আকীকা আদায়, কুরবানী সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসাইল, আকীকার সংজ্ঞা ও পরিচিতি, আকীকার শর্ত, রুকন, আকীকার হুকুম, আকীকার পশু , আকীকার পশুর চামড়া ইত্যাদির বিধান, গোশতের বিধান এবং আকীকা সম্পর্কীয় অন্যান্য মাসাইল। এ বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে- যবেহ ও পশু-পাখির বিধান। যবেহ ও পশু-পাখি সম্পর্কে খুটি নাটি মাসাআলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। তাই বইটিতে কুরবানী, আকীকা ও পশু পাখির যবেহ সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে । তাই বইটি আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই।

৬. জরুরী মাসআলা মাসায়েল এবং প্রশ্ন ও উত্তর

[৪]. মুস্তফা মাসুদ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ.১১৯

Dhaka University Institutional Repository

লেখক: হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এবং মাওলানা ফজলুল করীম আনওয়ারী
প্রকাশক: এম.এ. মালেক, সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশন্স
প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০০৫ পৃষ্ঠা: ৪৯৬ মূল্য: ২১০ টাকা

'জরুরী মাসআলা মাসায়েল এবং প্রশ্ন ও উত্তর' গ্রন্থখানি সম্পাদনা করতে দেশি বিদেশী অনেক মনীষীদের রচিত গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে। বিশেষকরে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)এর বেহেশতী জেওর গ্রন্থখানা অন্যতম। এ গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম: অযুর মাসআলা-মাসায়েল, গোসল সংক্রান্ত মাসায়েল, মোস্তাহাব গোসল, কুকুরে স্পর্শ লাগা কাপড়ের বিধান, নামাজের ফারজিয়াত ও গুরুত্ব সংক্রান্ত মাসায়িল, আযানের বিবরণ, ভয়কালীনম জুমআর খুবার মাসআলা মাসায়েল, শিশু সন্তানের দাফন,কাফন, কোরবানীর বিবরণ, হজ্জের বিবরণ, হালাল হারামের বিধান এবং মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করা সংক্রান্ত মাসআলার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭. যৌতুক, বিবাহ ও নারীর মর্যাদা

সম্পাদক: এম.আবদুর রব
প্রকাশক: আরাফাত খান, আরাফাত বুকস এণ্ড লুকস, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০০৬ মূল্য: ৮০ টাকা পৃষ্ঠা:৮০

'যৌতুক, বিবাহ ও নারীর মর্যাদা' গ্রন্থটির প্রত্যেকটি বিষয় ইতোপূর্বে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক অগ্রদূত পত্রিকায় প্রকাশিতি হয়েছে। যৌতুক একটি সামজিক ব্যাধি। ইসলামের আলোকে এর দৃষ্টি ভঙ্গি কুরআন ও হাদীছের আলোকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এ গ্রন্থের মধ্যে। ইসলাম নারীদের বিবাহ, তালাক ও অন্যান্য পারিবারিক , সামাজিক এবং অর্থনৈতিক রীতি-নীতিতে যে অধিকার ও মার্যাদা দিয়েছে তা অত্র 'যৌতুক, বিবাহ ও নারীর মর্যাদা' শীর্ষক গ্রন্থটিতে ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থটির মধ্যে - যৌতুক বহুমাত্রিক কুফল, ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য সামাজিক প্রথা, একাধিক বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ: ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজ এবং তালাকপ্রাপ্ত মহিলার পুন:বিবাহ (তাহলীল) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮. দীনিয়াত

লেখক: সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক :ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা :৪৬৪
প্রথম প্রকাশকাল : জুন, ১৯৯৫ দ্বিতীয় সংস্করণ:ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ মূল্য: ৯৭ টাকা

মুসলামানদের দৈনন্দিন জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা মানব ও জীন জাতিতে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ ইবাদতের নিয়ম কানুন জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আরবী ও উর্দু ভাষায় কুরআন ও হাদীসের মাসআলা ও মাসায়েল সম্বলিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। বাংলা ভাষায় কুরআন হাদীস সম্বলিত ধর্মীয় মাসআলা মাসায়েল সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কিছু প্রতিভাবন 'আলিমদের সমন্বয়ে এ দীনিয়ত গ্রন্থটি প্রকাশনা করেন। এখানে ইবাদতের মৌল ইবাদতের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা এ সঠিক তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনার কাজে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন;মরহুম মাওলানা মুফতী শরীফ আবদুল কাদের (সভাপতি), মাওলানা মুফতী নুর হোসাইন কাসেমী (সদস্য), মাওলানা হাফিজ ওবায়দুল্লাহ (সদস্য) এবং মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ (সদস্য সচিব)। দৈনিন্দিন জীবনের আমল তথা ফিক্‌হের জরুরী ও আবশ্যিক মাসআলা- মাসায়েল জানা ও সে অনুযায়ী আমল করার জন্য এটি একটি গাইড বুক হিসেবে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

লেখক: সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ৭৪৮
প্রকাশকাল : আগস্ট, ২০০৫ (৪র্থ সংস্করণ) মূল্য: ২৩৪ টাকা

সহজভাবে ইসলামকে বুঝার জন্য তথা আমাদের প্রত্যহিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ইসলামী বিধি বিধান বুঝার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের সম্পাদনা পরিষদ কতৃক লিখিত এ 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' গ্রন্থটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তথা সকল শ্রেণীর পেশার মানুষের জন্য এ বইটি গাইড বই হিসেবে কাজ করবে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনসহ দৈনন্দিন জীবনের সকল দিক সম্পর্কে ইসলামী দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে এ বইতে। এ গ্রন্থটির লেখক ও সম্পাদক মণ্ডলীতে রয়েছেন দেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক। সম্পাদকমণ্ডলীতে যারা ছিলেন তারা হলেন-অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম, ড. মাওলানা এ.বি.এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান। লেখকমণ্ডলীতে রয়েছেন: মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, ড. মাওলানা আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, ড. মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মুহাম্মাদ আজিজুল হক, মুহাম্মাদ রজব আলী, ড.আবু ওবায়েদ মোহসীন, মাওলানা মুহাম্মদ মোশারারফ হোসাইনসহ আরও নয় জন আলেম ও সুধী। এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে-ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, শিশু-কিশোর পরিচর্যায় ইসলাম, 'ইলম বা জ্ঞান, তাহারাত বা পবিত্রতা, সালাত বা নামাজ, সাওম বা রোযা , হজ্জ, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় জীবন, মুআমালাত বা লেনদেন, ওসিয়াত ওয়াক্ফ ও মীরাস এবং ইসহসান ও আখলাক, এ বিষয় শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে বহু উপশিরোনাম, যার মাধ্যমে ইসলামের সকল দিকের উপর সংক্ষিপ্ত আলাচনা উপস্থাপনা করা হয়েছে।

১০. দৈনন্দিন জীবনে মাসআলা-মাসায়েল

সংকলক: মাওলানা আবুল বাশার ইবনে কাশিম
সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আবদুস সালাম
প্রকাশক: মো: শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: এপ্রিল, ২০০১ মূল্য: ১৬০.০০ টাকা পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৮৪

মাওলানা আবুল বাশার ইবনে কাশিম কর্তৃক সংকলিত উক্ত গ্রন্থখানি হানাফী মাযহাবের অনুসারে লেখা। তিনি এ গ্রন্থখানি রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি থেকে মূল্যবান ও অতীব প্রয়োজনীয় মাসআলা চয়ন করে সংকলনটি রচনা করেছেন। এখানে মাসআলা-মাসায়েলের সাথে ইবাদত-আমলের ফযীলত ও গুরুত্ব পবিত্র কুরআন -হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। মূসলমান হিসেবে জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিত্য-প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা প্রত্যেকের জন্যই আবশ্যক। এছাড়া কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব জীবন যাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু নতুন জিজ্ঞাসাও বর্তমান সমাজে উপস্থিত। এ দিকটির প্রতিও লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থটিকে মোট এগারটি অধ্যায় ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় রয়েছে ঈমান -আকাইদ, দ্বিতীয় অধ্যায়-তাহারাত, তৃতীয় অধ্যায় -নামাজ, ৪র্থ অধ্যায় রোজা, পঞ্চম অধ্যায়-যাকাত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়-হজ্জ, সপ্তম

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়, অষ্টম অধ্যায়-পারিবারিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, নবম অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে কসম এবং এর অধীনে রয়েছে রোজা নামাজের কসম খানাপিনা সম্পর্কিত কসম প্রভৃতি। দশম অধ্যায়-জীবনাচার, একাদশ অধ্যায়-ইসলামে খেলাধুলা ও বিনোদন। অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে সহজ সরল ভাষায় উপাস্থাপন করেছেন।

১১. নামাজের মাসআলা-মাসয়েল

লেখক :সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা : ২৬৪
প্রকাশকাল: মে, ২০০৭ মূল্য: ৬২.০০ টাকা

নামাজ ইসলামের মূল স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ। এটি হল মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরুপ। নামাজের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে এবং হাদীস শরীফে অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন।[৫] কালিমার পরই নামাজের স্থান। দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মানুষকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের উপর অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা দান করে। ভুল ভ্রান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বদা আল্লাহর আইন মেনে চলার উৎসাহ প্রদান করে। 'নামাজের মাসআলা-মাসায়েল' গ্রন্থে নামাজের বিভিন্ন মাসাআলা কথা উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটিকে মোট ষোলটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হল পর্যায়ক্রমে নামাজের বিবরণ, নামাজের সময়, আযান ও ইকামত, নামাযের শর্তাবলী, নামাজ আদায়ের বিবরণ, জামা'আতে নামাজ আদায়, ইমামতের বিবরণ, মসজিদের বিবরণ, জুমআর নামাজ মুসাফিরের নামাজ, যানবাহনে নামাজ, সালাতুল খাওফ, অসুস্থ ব্যাক্তির নামাজ, কাযা নামাজ, ওয়াজিব নামাজের বিবরণ এবং সুন্নাত ও মুস্তাহাব নামাজসমূহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নামাজ বাহ্যিকভাবে কায়েম করার জন্য নামাজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। আলোচ্য গ্রন্থটি এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সাহায্যকারী একটি প্রামাণ্য বই।[৬]

১২. নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের **সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি**

সম্পাদক : শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আবদুল সালাম,
প্রকাশক : মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, আল মদীনা প্রিন্টার্স, উত্তরা
প্রকাশকাল: জুন, ২০০৮ মূল্য: ৩৫০ টাকা পৃ.৪৪৪

'নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি' গ্রন্থখানাটি রাসুল (সা) এর সালাতের যত হাদীসের কিতাব আছে সব কেতাবেরই সাহায্য নিয়ে এ কিতাবখানা সম্পাদনা করা হয়েছে।তাই এ গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। এ গ্রন্থটিতে প্রথমে বিভিন্ন নবীদের যেমন হযরত আদম (আ), হযরত ইব্রাহিম (আ) সহ অনেক নবীদের নামাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর পর পবিত্রতা, আযান, হায়েজ, উযু, তায়াম্মুম, ক্বিরআত, সালাত, সিজদা এবং সালাম ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বর্ণনা, ঈদের নামাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১৩. পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ

---

৫. কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى আর আমার স্মরণার্থে তুমি সালাত সম্পাদন কর।[আলকুরআন,২০:১৩] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অর্থাৎ আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর। (আল-কুরআন, ২:৪৩] হাদীস শরীফে আছে, রাসুল (সা) বলেছেন, الصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সালাত মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ রাসুল (সা) আরও বলেন, مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ অর্থাৎ সালাত জান্নাতের চাবিকাঠী।

৬. মুস্তফা মাসুদ, মাসিক অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট, ২০০৬ পৃ.১১৫-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ১২৭

প্রকাশকাল : মে ২০০৫ মূল্য: ২৮.০০ টাকা।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক লিখিত অত্র 'পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' গ্রন্থটিতে পবিত্রতা সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসাআলার উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। তাই অপবিত্র অবস্থায় ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশুদ্ধি সাধিত হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশ বাংলাদেশ বিখ্যাত 'আলিমদের সমন্বয়ে অত্র গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তা প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থটিতে পবিত্রতা সম্পর্কিত যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে:পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা, পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা, তাহারাতের বিবরণ, পেশাবু পায়খানা করার নিয়ম পদ্ধতি, ঢিলা-কুলুখ ইসতিনযা, পায়খানা ইসতিনজার হুকুম, পেশাবে ইসতিনজার হুকুম, যেসব জিনিস দিয়ে কুলুষ নেয়া মাকরূহ, কুলুখ ব্যবহারের পদ্ধতি, কুলুকান্তে পানি ব্যবহার, অক্ষম লোকের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি, মিসওয়াক করার নিয়ম, মিসওয়াক করার সময়, মিসওয়াক না থাকাবস্থায় টুথব্রাশ বা আঙ্গুল দ্বারা মিসওয়াক করা, অযু ও গোসলের বিবরণ, জানাবাতের বিবরণ, অযু ও গোসলের পানির বিবরণ, তায়াম্মুম, মোজার উপর মাসেহ, হায়িয, ইসতিহাযা ও নিফাক এবং নাজাসাতের প্রকারভেদ। পবিত্রতা অর্জনের খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ছোট একটি বইয়ের নাতিদীর্ঘ পরিসরে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ জীবন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বইটি প্রত্যেকেরই সংগ্রহে থাকা উচিত বলে মনে করি।

১৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত আইন

সম্পাদক: আলিমুজ্জামন চৌধুরী

প্রকাশনা: দেশ পাবলিকেশন্স, বড় মগবাজার, ঢাকা পৃষ্ঠা : ১৫২

প্রকাশকাল: জানুয়ারী, ১৯৮৬ মূল্য :৪০ টাকা

'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত আইন' গ্রন্থটিতে বিভিন্ন অধ্যাদেশগুলো স্থান পেয়েছে।এ গ্রন্থটিকে ২০ টি অংশে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ,১৯৮৫, মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬৯, মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধিবলী, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১২২৯, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৪৯, মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন আইন,১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন বিধি ১৯৭৫, যৌতুক নিরোধ আইন ,১৯৮০, নারী নির্যাতন নিবর্তক শাস্তি অধ্যাদেশ,১৯৮৩, পারিবারিক আদালত আইনের বিধিবলী,১৯৮৫, দাম্পত্য জীবন পুনরুদ্ধারের আর্জির নমুনা, দেন মোহর ও খোরপোশের আর্জির নমুনা,নাবালকের অভিভাবক (গার্জিয়ান) নিযুক্ত হওয়ার দরখাস্তের নমুনা, এবং নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত হওয়ার দরখাস্তে আপত্তির নমুনা সংক্রান্ত আলোচনার স্থান পেয়েছে।

১৫. ফারাইয বা উত্তারাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৭২

প্রকাশকাল : মে, ২০০৫ মূল্য: ১৮.০০ টাকা

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত মাসআলা-মাসায়েল গ্রন্থ সিরিজের অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বই 'ফারাইজ বা উত্তারিধকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল।' ফারাইজ সংক্রান্ত মাসআলা না জানার কারনে আমাদের সমাজে অনেক কলহ পরিলক্ষিত হয়। এ ফারাইজ বা উত্তারাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি-বিধান খুব সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের দলীল প্রমাণ দেয়া হয়েছে এখানে। বইটিতে যে সকল বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হল: ফরাইযের সংজ্ঞা, ফারাইয সংক্রান্ত পরিভাষা, ইলমুল ফারাইযের ফযীলত ও গুরুত্ব, ফারাইযের বিধান প্রদানের ধারাবাহিকতা, ইসলামী উত্তারাধিকার নীতির বৈশিষ্ট্য, উত্তারাধিকার লাভের শর্তাবলী, মুরসের মৃত্যু, ওয়ারিসের জীবিত থাকা, ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি, ওয়ারিসের বিবরণ, পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বন্টনে ওয়ারিসের ক্রম বিন্যাস, পিতার অবস্থা ও অংশ, দাদার অবস্থা ও অংশ, মীরাসের বিধানে পিতা ও দাদার মধ্যকার পার্থক্য, স্বামীর অবস্থা ও অংশ, স্ত্রীর অবস্থা ও অংশ, কন্যার অবস্থা ও অংশ, পৌত্রীর অবস্থা ও অংশ, আপন বোনের অবস্থা ও অংশ, বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থা ও অংশ, পুত্রের বর্তমানে পৌত্র-পৌত্রীর অধিকার, যাবিল আরহাম, আওল রদ তাসহীহ ও মুনাসাখা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম ও ২য় খন্ড)

লেখকমন্ডলী : সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা : ৫০১

প্রকাশকাল : মে, ১৯৯৬ মূল্য : ২৪০ টাকা

মহামূল্যবান এ গ্রন্থটি দেশের প্রখ্যাত আলেম উলামার সমন্বয়ে সংকলিত একটি গ্রন্থ। কালের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইসলামী ফিকহের উপওে আরবী, ফার্সী এবং উর্দূ ভাষায় প্রণীত ও সংকলিত হয়েছে বহু নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। কিন্তু ফিকহে শাস্ত্রেও উপর মাতৃভাষা বাংলায় এ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য কোন কিতাব প্রণীত ও সংকলিত হয়নি। এ অভাব অনুধাবন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ফাতওয়া ও মাসাইল' শিরোনামে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের বিশিষ্ট ও মুহাক্কিক আলিমের উপরে এর পাণ্ডুলিপি তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সে সকল পান্ডুলিপি সম্পাদনা বোর্ডের উপর। সে অনুযায়ী 'ফাতওয়া ও মাসাইল' নামে ১ম ও ২য় খন্ড সম্পাদন করা হয়েছে। এ কিতাবে ঈমান ও আকাঈদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিরোধী মতবাদসমূহ দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে খন্ডন করে আহলে সুন্নাত ও ওয়াল জামা'আতের সত্যতা ও সঠিকতা প্রতিষ্ঠত করা হয়েছে। কাল পরিক্রমায় আধুনিক মতবাদ , দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবে যেসকল জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে তার সময়োযুগী সমাধানও পেশ করা হয়েছে। কোন কোন নব উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগুলো দেশের প্রখ্যাত আলিমদের নিকট পাঠিয়ে সে সম্পর্কে তাঁদের অভিমত নেওয়া হয়েছে। এ কিতাবের বিষয়গুলো পূর্বসূরী ফকীহগণের অনুসরণে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রায় সব মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাই মাসআলা সমূহের সমাধান হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পেশ করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও অন্যান্য ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরী'আতের পরিভাষা বহাল রাখা হয়েছে। তবে পরিচিত পরিভাষার ক্ষেত্রে বাংলা তরজমাও বন্ধনীর মধ্যে উলেণ্টখ করা হয়েছে। এ কিতাব সংকলনে প্রধান প্রধান অনুকরণীয় গ্রন্থ ছিল আলমগীরী, শামী, হিদায়া, বাহরুর রাইক প্রভৃতি ফিকহের বিশ্ববিখ্যাত কিতাবসমূহ। এছাড়া অন্যান্য যে সকল নির্ভরযোগ্য ফিক্হ ও মাসাইল গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট মাসাইলের শেষে সে সবের বরাত উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য ও সহজ সরল করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

গ্রন্থের ১ম অধ্যায় রয়েছে ফিক্হ্ এর বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা, ২য় অধ্যায় আলোচনার স্থান পেয়েছে ফিক্হ শাস্ত্রের উৎস, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩য় অধ্যায় রয়েছে রাসমূল মুফ্তী এবং মাসআ'লা ও ফাতওয়ায় ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ এবং ৪র্থ অধ্যায় বিপথগামী ফিরকাসমূহ যেমন-শী'আ, রাফিযী, কাদিয়ানী, ইসমাইলী, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। ৫ম অধ্যায়-মাযহাবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়-ইমাম মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরাম সম্পর্কে , ৭ম

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগনের পরিচিতি এবং অবদান এর পর ক্রমানুযায়ী মুজতাহিদগণে শ্রেণীবিন্যাস, হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহের স্তর, শ্রেণীবিন্যাস, ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দিমুন ও মুতাআখিখরুনে মতপার্থক্য, ফাতওয়ার সংজ্ঞা ও ক্রমবিকাশ এবং তাকলীদ ও তাকলীদে শখসী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খন্ডে আলোচিত হয়েছে ঈমান পরিচিতি, নবী ও রাসুলগণের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান, কিয়ামত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান, মৃত্যুও পর ঘটিতব্য বিষয়ের প্রতি ঈমান, ঈমানের শাখা-প্রশাখা, ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস, শিরক ও কুফর , বিদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কিত আলোচনা ।

১৭. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খন্ড)

লেখকমন্ডলী : সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশক : মুহাম্মাদ মুফাজ্জল হুসাইন খান,পরিচালক গবেষণা বিভাগ
প্রকাশকাল : মে, ১৯৯৭ মূল্যঃ ২১০ টাকা পৃষ্ঠা ৪৪০

এটির ১ম অধ্যায় পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে । এর অধীনে ৯ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। পবিত্রতা, মিসওয়াক, অযু ও গোসাল, জানাবাত, অযু ও গোসলের পানির বিবরণ, তায়াম্মুম, মোজার উপর মাসেহ, হায়িয, ইসতিহাযা ও নিফাস এবং নাজাসাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ২য় অধ্যায় রাখা হয়েছে নামাজ অধ্যায়। এর অধীনে ২০ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নামাজ, এর সময়, শর্তাবলী, আযান ও ইকামত, জামআতে নামাজ, ইমামতের বিবরণসহ অন্যন্য নামাজের বিবরণ রয়েছে।

১৮. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খন্ড)

সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত; প্রকাশক: মোহাম্মাদ আবদুর রব
প্রকাশনায় : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
১ম প্রকাশকাল : জুন, ১৯৯৯ মূল্যঃ ১৪০ টাকা পৃষ্ঠা : ৩০৪

এ খন্ডে মোট ৩টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ রয়েছে। ১ম অধ্যায় রয়েছে রোযার বিস্তারিত আলোচনা। রোজার গুরুত্ব, ফযীলত, রোযা ফরজ হওয়ার শর্ত ,রোযা ভঙ্গের কারণ, রোযার কাযা ও কাফফারা, মাযুর ব্যক্তির রোযা ,রোযা অবস্থায় দাঁত সংযোজন এবং ঔষধ ব্যবহার সংক্রান্ত জরুরী বিধানাবলী আলোচনার স্থান পেয়েছে। চাঁদ দেখার গুরুত্ব, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান, সাহরী ও ইফ্তার, ই'তিকাফ সম্পর্কিত বিধানাবলীর বর্ণনা। যাকাত অধ্যায় রয়েছে যাকাতের সংজ্ঞা, যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী, যাকাতের নিসাব,প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং শিল্প, ব্যবসা কোম্পানীর মালের যাকাতের বর্ণনা, মেশিনারী সম্পদের যাকাত,যাকাত প্রদানের মাসরাফ(খাত), উশর, খারাজ, সাদাকাতুল ফিতর, নফল সাদাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জের অধ্যায়ে হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি, হজ্জের তাৎপর্য, এর গুরুত্ব, হজ্জের প্রকার ভেদ, মীকাত ও ইহরাম, তাওয়াফের নিয়ম, নিয়্যত ও দু'আ, যুহর ও আসর একত্রে আদায় করার শর্ত, উকুফের মাকরূহ কাজসমূহ, তাওয়াফে যিয়ারত সহীহ হওয়ার শর্তাবলী, উমরা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। এছাড়াও বদলী হজ্জের শর্ত, হজ্জের অসিয়ত, ইহরামের পর নিষিদ্ধ কাজসমূহ, ইহসার বা হজ্জ আদায়ের প্রতিবন্ধকতা, মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত, মসজিদে নববীর পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান পেয়েছে এ খন্ডে।

১৯. ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত;
প্রকাশক :মুহাম্মাদ নূরুল আমিন পৃষ্ঠা : ৫৭৬
প্রকাশনায়: ইফাবা প্রকাশকাল: জুন ২০০১ মূল্য: ২৩০ টাকা

ফাতওয়া ও মাসাইল গ্রন্থটির এটি হল ষষ্ঠ খন্ড। আমাদের দেশের অধিকাংশই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাই এ গ্রন্থে অনেকটাই হানাফী মাযহাবের অভিমতকেই প্রধানত আলোচনা করা হয়েছে। এ খন্ডে মোট ১৭টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে এক বা একাধিক পরিচ্ছেদ রয়েছে। ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়ে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা, খিয়ারে মজলিস, ক্রয় বিক্রয়ের প্রকারভেদ, নগদ অর্থে ও বাকী মূল্যে ক্রয় বিক্রয়, ক্রয় বিক্রয়ের খিয়ার, মুরাবাহা তাউলিয়া ও অযীআ এবং বাইউস সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।এছাড়াও বাইয়ে সালাম কি. রুকন ও শর্ত, বাইয়ে সালামের হুকুম, বাইউস সারফ, বাইয়ে সারফে উকীল নিযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুদ অধ্যায়ে রয়েছে সুদের সংজ্ঞা, সুদ নিষিদ্ধ করণের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা, সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা, সুদী ব্যাংকে চাকরী করা, সুদ মুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, ইন্স্যুরেন্স বীমা ও প্রভিডেন্ড ফান্ড, জুয়া ও লটারী সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মুযারবা অধ্যায় মুযারবার রুকন ও হুকুম ও এ সম্পর্কিত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। শিরকত অধ্যায়ে শিরকত ও যৌথ ব্যবসা, কাফালার সংজ্ঞা, শর্তাবলী, প্রকারভেদ, হাওয়ালার হুকুম,রুকন, ইজারা, শ্রমিক ও মালিকের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। আদিয়া ও আরিয়া অধ্যায়ে আদিয়া, আরিয়া সর্ম্পর্কে, হিবা অধ্যায়ে হিবার হুকুম, ওয়াক্‌ফ অধ্যায়ে ওয়াকফের হুকুম, শর্তাবলী গাসাব অধ্যায় গাসাবের ব্যাখ্যা এর পরের অধ্যায়ে রয়েছে কাযী ও কাযীর গুণাবলী , বিচারকের গুণাবলী ও শর্ত, বিচারকের করণীয়, সাক্ষ্য অধ্যায়ে রয়েছে সাক্ষ্য প্রদানের নিয়ম, আদালতে মুকাদ্দমা ইকরার ও সন্ধি, ইকরার স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত আলোচনার স্থান পেয়েছে। যবাহ অধ্যায়ে যবাহ -এর পরিচিতি, রুকন, হালাল পশু পাখি এবং হারাম পশুপাখি সম্পর্কে বর্ণনা এর পরের অধ্যায় রয়েছে কুরবানী ও আকীকার বর্ণনা , শুফআ অধ্যায়ে শুফআর শর্ত, আহকাম, এর পরের অধ্যায় রয়েছে মুযারাআত বা বর্গাচাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা । শিকার অধ্যায় রয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে শিকার, জিনাইয়াত অধ্যায় হত্যা সম্পর্কে এর পর রয়েছে পর্যায়ক্রমে বন্ধক বা রাহন অধ্যায়, শিরব-সেচ ব্যবস্থা ও পতিত ভূমি সম্পকিত আলোচনা, দিয়াত অধ্যায় দিয়াত সম্পর্কিত বিষয়, অসিয়ত অধ্যায় অসিয়তের অর্থ, শর্তাবলী ও হুকুম, ফারাইয -উত্তারিধকার অধ্যায়ে উত্তারিধকার, ওয়ারিসদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

২০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (প্রথম খণ্ড , প্রথম ভাগ)

লেখকমন্ডলী :ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড[৭]
প্রকাশক :ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ৭৫৭
প্রকাশকাল : এপ্রিল, ১৯৯৫ মূল্য: ২৫৫ টাকা

ইসলাম মানবতার মুক্তিকামী জীবনাদর্শের নাম। ইসলামী আইন মানবজাতিকে সাম্য শেখায়, ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়, ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের নির্দেশনা দেয়। এ আইন কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রচিত। কিন্তু মানব রচিত আইন ঐশী আইন না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয় ও ধবংস ডেকে আনে। তাই ইসলামী আইন প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন ভাষায় আইন বিষয়ক

[৭] . ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ডের সদস্যগণ হলেন: জনাব গাজী শামছুর রহমান(সভাপতি), জনাব আ,জ.ম. শামসুল আলম(সদস্য), জনাব শাহ আবদুল হান্নান (সদস্য), জনাব মাওলানা উবায়দুল হক, (সদস্য), জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা (সদস্য), জনাব মাওলাা মো: মো: মোজাম্মেল হক (সদস্য)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ লিখেছেন। তবে বাংলাদেশে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে এ ধরণের মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নেয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম ও মুফতীগণ নিরলস প্রচেষ্টায় এ 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থখানী মূলত: তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমে খণ্ডে ১ম ভাগ, ২য় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ। প্রথম খণ্ডে মোট ২০ টি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলো হল:
অপরাধ, শাস্তি, মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ, মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ, যেনা (ব্যাভিচার), চুরি, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদ, ইহতিকার (মজুতদারী), বাই সালাম ও মুরাবাহা, অংশীদারী ও যৌথ মূলধনী কারবার, বিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, হিদানাত (শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধান),উত্তারাধিকা, শুফআ (অগ্র ক্রয়ধিকার) হেবা (দান) ওয়াক্ফ ও ওসিয়াত।

এ গ্রন্থখানী প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য নীতিমালা হলো:

১। প্রধানত হানাফী মাযহাবের অনুসরনে গ্রন্থখানী রচিত হয়েছে। তবে যুগের পেক্ষাপটে ক্ষেত্রবিশেষ অন্য মাযহাবের যুক্তিসংগত মত অনুসরণ করা হয়েছে। যুগের প্রেক্ষাপটে এ ধরণের মত পরিবর্তন বৈধ ও স্বীকৃত।

২। বিষয়বস্তু অনুকুলে সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াত, অত:পর মহানবী (সা.)-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে উক্ত দুইটি উৎসের কোন একটি হতেও বরাত পাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে পর্যায়ক্রমে সাহাবীগণের ইজমা প্রসূত অভিমত অথবা তাদের ব্যাক্তিগত অভিমত, অথবা হানাফী ফিক্হের সমর্থন গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবাবের অভিমতও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামী আইনের উপর বাংলা ভাষায় এ ধরণের সুসংবদ্ধ কাজ এটাই প্রথম । এ গ্রন্থে আইন পেশায় জড়িত ব্যক্তিগণ অনুধাবন করতে পারবেন যে, ইসলামী আইন যুগের চাহিদা মোটেও অযৌক্তিক নয়, এর পেছনে মজবুত যুক্তি বিদ্যমান।[৮]

২১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (প্রথম খণ্ড , ২য় ভাগ)

লেখকমন্ডলী : ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ;
প্রকাশকাল : জুন, ১৯৯৬ মূল্য: ২৪৫.০০ টাকা পৃষ্ঠা: ৭২২

ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড কর্তৃক সংকলিত 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (প্রথম খণ্ড, ২য় ভাগ)'গ্রন্থটিতে বিচার ব্যবস্থা, উশর ও যাকাতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে: বিচার ব্যবস্থা, সাক্ষ্য আইন, ইজারা, গসব (অবৈধ দখল) ও ইতলাফ (ক্ষতি বা ধবংস সাধন), দাবি, ওয়াকালাত, (প্রতিনিধিত্ব), কাফালা (যামিনী) ও হাওয়ালা (দায় (অর্পণ), বাহন (বন্ধন), আমানত, ওয়াদিআহ, (গচ্ছিত রাখা) ও আরিয়া (ধার), কিসমা (বন্টন) ও আপোষচুক্তি (সুলহ), ইতরাহ ((অবৈধ বলপ্রয়োগ), কাসামাহ (বিশেষ পদ্ধতির শপথ), স্বীকারোক্তি (ইতরার) ও মাআকিল (সম্মিলিত দিয়াত), যাকাত, উশর (কৃষি উৎপাদনের যাকাত) কর্জ, দায়ন (ঋণ), মুযারাআ, খুনছা (উভয় লিঙ্গধারী) ও মাফকুদ (নিখোঁজ ব্যাক্তি এবং ডাকাতি (হিরাবা)[৯]

২২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (তৃতীয় ভাগ)

---

৮. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, খ.১, ১ম ভাগ, ঢাকা:ইফাবা, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.

৯. ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, প্রাগুক্ত, খ.১, ২য় ভাগ, জুন, ১৯৯৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক : সম্পাদনা পরিষদ, গবেষণা বিভাগ, ইফাবা
প্রকাশক : পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ২০০১ মূল্য: ২৭২.০০ টাকা মোট পৃষ্ঠা : ৬৫২

"বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" গ্রন্থটি ইসলামী আইন গবেষকদের গবেষণার একটি ফসল। এ গ্রন্থটিতে যে সব বিষয়ে বিধিবদ্ধকরণের আওতায় আনা হয়েছে তা বর্তমান কালের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে ওৎপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। এ বইটি ভবিষ্যৎ ইসলামী আইন গবেষকদের জন্য তথা ইসলামী আইন অনুসন্ধিৎসুদের জন্য একটি অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ খন্ডে প্রশাসনিক বিধি, সামরিক বিধি, মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্র , কর্মচারী আচরণ বিধি, বায়তুল মাল, , শ্রমবিধি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও কর ব্যবস্থা, ইসলাম ব্যাংক বিধি, ব্যাক্তিগত প্রতিরক্ষা, চুক্তিবিধি সম্পর্কিত আলোচনার স্থান পেয়েছে। মোট ১৩ টি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৩. বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২৪
প্রকাশকাল : জুন, ২০০৫ মূল্য : ৫৬.০০ টাকা

'বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' গ্রন্থটি পারিবারিক জীবন সম্বন্ধীয় জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। এটিতে ইসলামী পরিবারের গুরত্বপূর্ণ বিধি-বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। বইটিকে অধ্যায়ভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। এতে মোট বিশটি অধ্যায় রয়েছে। এর প্রথম অধ্যায় রয়েছে 'বিবাহ পরিচিতি'। এ অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে বিবাহ সম্পর্কীয় পরিভাষা, বিবাহের পরিচিতি ও পটভূমি, বিবাহের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিবাহের ফযীলত, বিবাহের পয়গাম, বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী দেখা, আক্দ পূর্ব আনুষ্ঠানিকতা, বিবাহের খুতবা, ফাসিক ও বেনামাযীর বিবাহ পড়ানো,বিবাহের পর পাত্র-পাত্রীকে উপদেশ দেয়া, বিবাহের পরে দু'আ , বিবাহের কাবিননামা, সম্পাদন, বিবাহের ঘোষণা ও এর পদ্ধতি, ওয়ালীমা (বৌভাত) এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলনের শরয়ী বিধানসহ আরও অনেক বিধি-বিধান। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'বিবাহ প্রথা' এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে- বিবাহে গায়ে হলুদ, পণ ও যৌতুক প্রথা, বিবাহ উপলক্ষ্যে বদ-রুসুম বা কু প্রথা এবং বিবাহের তারিখ, মাস, সময় সম্পর্কে শুভ-অশুব ধারণা। তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে 'মুহাররম ও গায়ের মুহারামঃ যাদেরকে বিবাহ করা হারাম এবং যাদের বিবাহ করা হারাম নয়'। এর পরের অধ্যায়গুলোতে রয়েছে- ওলী (অভিভাবক), কুফু, উকীল, মোহর, বিবাহ সম্পর্কীয় বিবিধ মাসাইল, ঈলা, খুলা যিহার, নসব বংশ, সন্তান প্রতিপালন ও সর্বশেষ (বিশতম) অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে নাফাকাত-ভরণপোষণ।

২৪. ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১০০
প্রকাশকাল: জুন, ২০০৫ মূল্য: ২৩.০০ টাকা

ব্যবসা-বাণিজ্যকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এ ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা দেশের সমৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। দেমের ব্যবসা-বাণিজ্য যদি অসৎ হয় ও দুর্ণীতিগ্রস্তদের পাল্লায় পড়ে, তাহলে মানুষের দূর্ভোগের সীমা থাকে না। কালোবাজারী , মজুদদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি মন্দ উপসর্গগুলো তখন দাপটে সমাজের উপর প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তার করে। ইসলাম চিরন্তন কল্যাণময় সমাজের অপরিহার্য ফর্মূলা হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যকে শুদ্ধ ও কল্যাণমুখী করার ক্ষেত্রেও তার রয়েছে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা ও কর্মপন্থা। আলোচ্য বইতে সে সংক্রান্ত জরুরী মাসআলা সংকলিত হয়েছে।[১০]

২৫. মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য

সম্পাদক : গাজী শামসুর রহমান

প্রকাশক : খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা পৃষ্ঠা: ২০৪

প্রকাশ কাল : ২০০৩ মূল্য: ৩৫০ টাকা

'মুসলিম পরিবার আইনসমূহের ভাষ্য' গ্রন্থের লেখক গাজী শামসুর রহমান তাঁর এ গ্রন্থে মুসলিম পরিবার আইনসমূহকে অত্যন্ত সহজ সরল বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।মুসলিম পরিবারকে স্পর্শ করে এমন সমস্ত বিধিবদ্ধ আইন এবং এই সমস্ত আইনের বিধানের উপর প্রদত্ত সুপ্রীম কোর্টের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রুলিং এ গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে। মূল আইনগুলো এবং এ আইনসমূহের প্রদত্ত ব্যাখ্যা এদের আদি ইংরেজি ভাষা হতে অনুবাদ করে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। মূল আইনের অনুবাদের সময় বাংলা ভাষায় অন্য যে সমস্ত সম্মানিত ভাষ্যকারগণ কাজ করেছেন তাদের অনুবাদ সামনে রেখে এ কাজটি লেখক সম্পন্ন করেছেন। এ গ্রন্থটিতে মোট ১৪ টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হল: পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫, পারিবারিক বিধিমালা,১৯৮৫, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ , ১৯৬১, মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা,১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিশকরণ) আইন,১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রিকরণ) বিধিমালা,১৯৭৫, মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৯৩৯, মুসলিম ব্যাক্তিগত আইন (শরীয়ত) প্রয়োগ, আইন, ১৯৩৭, বাল্যাবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, ১৯৮০, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন,১৯৮০, নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ,১৯৮৩, নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ এবং সর্বশেষে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২৬. রোযার মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা : ৮২

প্রকাশ কাল : এপ্রিল, ২০০৫ মূল্য : ২২.০০ টাকা

রোজা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি স্তম্ভ। পবিত্র কুরআন , হাদীস ও ইজমা দ্বারা রোযা ফরজ হওয়ার নির্দেশ প্রমাণিত। এমতাবস্থায় কেউ তা অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। তাই একজন মুমিন যথাযথভাবে রোযা পালন করতে হলে তাকে রোযার মাসআলা-মাসায়েল জানতে হবে। রোযার খুটি নাটি মাসআলা -মাসায়েল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। বইটির ১ম পরিচ্ছেদে রয়েছে:রোযার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক পটভূমি, রোযা ও রমজান মাস সম্পর্কীয় পরিভাষা, রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, রোযার ফযীলত ও উপকারিতা, রোযার সময়, ভৌগলিক ও মৌসমগত কারণে দিন ছোট হওয়া অবস্থায় রোযার বিধান, ভ্রমনকালীন রোযার বিধান, রোযা ফরয হওয়ার শর্ত, রোযা সহীহ হওয়ার শর্ত, রোযার নিয়ত সম্পর্কিত মাসায়েল, রোযার ফরয, রোযার সুন্নাত ও আদাব, রোযার প্রকারভেদ, ফরয রোযা, ওয়াজিব রোযা, নফল রোযা, শা'বানের রোযা, আরাফা দিনের রোযা, আইয়্যামে বীযের রোযা, সাওমে দাউদী, সাওমে বিসাল এবং মাকরূহ রোযা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

[১০]. মুস্তফা মাসুদ,প্রাগুক্ত, সেপ্টেম্বর,২০০৬, পৃ.১২০

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়েছে রোযা ভঙ্গের কারণ এবং কাযা ও কাফ্ফারা। মূল শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো উপ-শিরোনাম রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রোযা ভঙ্গ এবং কাযা ও কাফ্ফারা সংক্রান্ত বর্ণনা। তৃতয়ি পরিচেছদে রয়েছে,যার মাধ্যমে চাঁদ দেখার সাথে রোযার সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে খুটিনাটি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ৪র্থ পরিচ্ছেদে রয়েছে সাহ্রীর আলোচনা এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে রয়েছে ই'তিকাফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল ।

২৭. সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব গ্রন্থমালা-৩

সম্পাদক : ডা: মো: সিদ্দিকুর রহমান;
প্রকাশক :মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৯৭; মূল্য: ৯০.০০ টাকা; মোট পৃষ্ঠা : ২৭২

মাসিক মদীনার প্রশ্নোত্তরের সংকলন সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাবের তৃতীয় এ বইটিতে "আকাইদ, পবিত্রতা ও নামায" প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইটতে প্রত্যেকটি খন্ডের একটি বিষয়ভিত্তিক নাম দেয়া হয়েছে। এ বইট পাঠ করে পাঠক, সুধী সমাজ অনেক অজানা তত্ত্ব জানতে পারবে। এ বইয়ের ১ম আলোচনা করা হয়েছে আকাইদ সম্পর্কে। এর পর পবিত্রতা বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্রতার মধ্যে রয়েছে অযু, তায়াম্মুম, গোসল এবং পাক নাপাক সম্পর্কে কুরআন হাদীছের দৃষ্টি ভঙ্গি। এর পরের অংশে রয়েছে নামাজ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর । এখানে বাস্তব জীবনের গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যাগুলো যা পাঠকরা প্রশ্ন করেছিলেন তার সঠিক উত্তরগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২৮. সিয়াম ও রমযান

সম্পাদক	: মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী		
প্রকাশক	: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	: ৩০৪
প্রকাশকাল	: নভেম্বর, ২০০৩	মূল্য	: ৬৪ টাকা

জীবনকে সফল ও সার্থক করে তোলার মাধ্যমই হল ইবাদত। ইবাদত এমনই এক প্রশিক্ষণ-কৌশল, যার বিচিত্রমুখী কর্মধারার মাধ্যমে মানুষ তার সঠিক জীবনকে পরিপূর্ণ কামিয়াবী অর্জন ও মহান প্রভূর সন্তুষ্টি লাভের উপযোগী করে তোলার সুযোগ পায়। সাওম রমজান এমনি একটি ইবাদত দ্বীনী প্রশিক্ষাকণ প্রক্রিয়া যা মানুষকে সংযমের সু-কঠিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাটি সোনায় পরিণত করতে চায়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকায় বিগত ১৮ বছরে সিয়াম ও রমজান বিষয়ক যে সমস্ত মৌলিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বাছাইকৃত লেখা নিয়ে সংকলন ও সম্পাদনা গ্রন্থে সিয়াম ও রমজান বিষয়ক বাছাইকৃত লেখা নিয়ে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন ঐ পত্রিকারই সহযোগী সম্পাদক বিশিষ্ট আলিম ও লেখক মাওলানা আবু তাহের সিদ্দকী। এ সংকলন গ্রন্থে সিয়াম ও রমজান বিষয়ক বাছাইকৃত লেখাগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। যেমন সিয়ামের তাৎপর্য ও শিক্ষা ১ শিরোনামে ১৭টি লেখা,মাহে রমজানের গুরুত্ব ও আহকাম শিরোনামে ১২ টি লেখা, ফাযাইল ও আহকাম শিনোনামে ৩ টি লেখা, সিয়াম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিরোনামে ৪ টি লেকা, ইতিকাফ শিরোনামে ৩ টি লেখা এবং লাইলাতুল কদর শিরোনামে ৪ টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।[১১]

২৯. হজ্জ ও কুরবানী

[১১]. উম্মে ফারহানা খুশী, নয়া দিগন্ত, ঢাকা, ঢাকা, শুক্রবার, ১৪ কার্তিক, ১৪১১, ২৯ অক্টোবর, ২০০৪ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক : রওশন আলী খোন্দকার
প্রকাশক : পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ, ইফাবা পৃষ্ঠা : ২৮০
প্রকাশকাল: জানুয়ারী, ২০০৪ মূল্য: ৭০ টাকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুখপত্র মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকায় হজ্জ[১২] ও কুরবানী বিষয়ক অনেক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের এসব মূল্যবান লেখা যাতে পাঠকগণ একত্রে পড়ার সুযোগ পান, সে জন্য বাছাইকৃত লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। 'অগ্রপথিক সংকলনঃ হজ্জ ও কুরবানী' গ্রন্থটিতে হজ্জ ও কুরবানীর সার্বিক দিক ফুটে উঠেছে। এ গ্রন্থটিতে হজ্জ ও কুরবানী সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের লেখাগুলো একত্রে করে সম্পাদনা করা হয়েছে। এ বইয়ের প্রথমেই দেওয়ান মোহাম্মদ আশরাফ এর লেখা 'ঈদুল আযহা' প্রবন্ধটি সংকলন করা হয়েছে। এরপর রয়েছে মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের লেখা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হজ্জের ভূমিকা। এছাড়াও অন্যান্য লেখকদের লেখা যেমন হজ্জ ও কুরবানী, ঈদুল আযহার উদ্দেশ্য, আদর্শ, তাৎপর্য ও প্রভাব, কুরবানীর মর্মকথা, হজ্জের আদব, হজ্জের আত্মিক তা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

৩০. শিরক-কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল

লেখক : সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা : ৪০
প্রকাশকাল : জুন ২০০৫ মূল্য : ১০.০০ টাকা

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব করলে সে মুশরিক হয়ে যায় এবং অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যায়।একজন মুমিনের শিরক, কুফর ও বিদআত সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী। অত্র 'শিরক-কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল' বইটিতে এ বিষয়ে যথার্থ আলোচনা করা হয়েছে। এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে কুফর শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা,কুফরের প্রকারভেদ, কাফিরদের শ্রেণীবিভাগ, মাসায়েলে কুফর, নামাজ সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা, মুরতাদ প্রসঙ্গ, হাদীসের আলোকে বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ, বিদ'আত উদ্ভাবনের কারণসমূহ, কুসংস্কার-মাজার এবং ওরশ সংক্রান্ত কুসংস্কারসমূহ,শবে বরাত, মৃত্যু পরবর্তাকালীন কুসংস্কারসমূহ, রমযান মাসে প্রচলিত কুপ্রথাসমূহ, চুল-দাড়ির ব্যাপারে সামাজিক কুপ্রথাসমূহ, দাবা ও অন্যান্য খেলাধুলা, আতশবাজি,ঘরে ছবি টানানো, বিবাহ শাদীর রুসুমসমূহ, অনৈসলামিক অনুষ্ঠানসমূহ, কুফরী কালামম আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে মানত করা। আমাদের জীবন যাপনের সাথে জড়িয়ে আছে এ সব কুসংস্কার-কুপ্রথাসমূহ। অথচ আমরা অনেকেই সে সম্পর্কে তেমন সচেতন নই। ফলে আমাদের ঈমান আকিদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সকল বিদআত কাজ ও আচারণ সম্পর্কে জানা এবং সে সেব থেকে পরহেয থাকার জন্য আলোচ্য বইটি আমাদেরকে প্রভূত সাহায্য করবে। [১৩]

৩১. হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল

---

[১২]. হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে অন্যতম। এটি বিশ্ব মুসলমানের এক মহাসম্মেলন। পবিত্র কুরআনে সূরা হজ্জের ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে হজ্জের দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে- ১) হজ্জের মাধ্যমে মুসলমান জনগোষ্ঠী তাঁদের কল্যাণ অবলোকন করবে, ২) আলাহ তা'আলার দেয়া পশু আলাহর নামে জবাই করে নিজেরা খাবে ও গরীব -মিসকীনদের খেতে দেবে। হজ্জ এমন এক ইবাদত যা আর্থিক ও দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় । এতে রয়েছে ত্যাগ, কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা ।

[১৩] . মুস্তফা মাসুদ, প্রাগুক্ত, জুলাই, ২০০৬, পৃ.১২০

Dhaka University Institutional Repository

লেখক :সম্পাদনা পরিষদ
প্রকাশক : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৯
প্রকাশকাল : আগস্ট, ২০০৫ মূল্য : ৩৮ টাকা

হজ্জ একটি শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ইবাদতের অনন্য সমন্বয়।এটি প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বালিগ, স্বাধীন মুসলমান, যার ভ্রমণ করার ক্ষমতা আছে এবং যিনি হাজ্জ হতে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারবর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম, তার উপর হাজ্জ ফরজ। হজ্জ ফরজ হওয়া প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ,"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কা'বা ঘরের হাজ্জ (যিয়ারত) করা এ সমস্ত মানুষের উপর ফরয যারা ঐ ঘর (কা'বা) পর্যন্ত রাস্তা অতিক্রম করার (দৈহিক ও আর্থিক) ক্ষমতা রাখে।" সুতরাং এ হাজ্জের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানা না থাকলে সঠিকভাবে হজ্জ সম্পাদন করা যায় না। তাই 'হজ্জ ও উমরার মাসআলা-মাসায়েল' বইটি হজ্জ পালনকারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই। কেননা এ বইটিতে হজ্জ ও উমরার প্রয়োজনীয় মাসআলা সংকলিত হয়েছে। এ বইটিতে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হল:

হজ্জের ঐতিহাসি পটভূমি, হজ্জ কখন ফরয হয়েছিল? হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল, হজ্জের ফযীলত, হজ্জের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, হজ্জের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব, হজ্জ আদায় সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ, হজ্জের ফরয, হজ্জের ওয়াজিবসমূহ, হজ্জের সুন্নাত , হজ্জের আদাব ও মুস্তাহাব, হজ্জের প্রকারভেদ, মীকাত ও ইহরাম, ইহরাম, তাওয়াফ ও সাঈ, মক্কা থেকে মিনা, মিনা থেকে আরাফা, আরাফা থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়ার সময় ও করণীয়, মুযদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা, উমরা,বদলী হজ্জ, যিনায়াত এবং ইহসার বা হজ্জ আদায়ে প্রতিবন্ধকতা। এ সমস্ত বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যা প্রত্যেক হজ্জ পালনকারীর জন্য জানা আবশ্যক।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ফিক্হ বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছে যা ফিক্হ চর্চায় নিয়োজিত ব্যাক্তিবর্গ এবং সাধারণ মুসলামানদের ইসলামী জীবন চলার পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ সমস্ত ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থের একটি তালিকা[১৪] নিম্নে দেয়া হল:

ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/ সম্পাদকের নাম	প্রথম প্রকাশ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা
১.	ইসলামের শান্তির নীতি	মূল: মুহাম্মাদ কুতুব অনুবাদক: আবদুল গফুর	মে, ৮০	২য়	১৬
২.	ইসলামী আইন	মূল: এ.এ.ফৈজী অনুবাদ: গাজী শামসুর রহমান	ডিসে: ৭৯	২য়	৩৯০
৩.	ফাতাওয়া ও মাসাইল(১ম/ ২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে, ৯৬	২য়, মার্চ ৮৩	৪১২
৪.	ফাতাওয়া ও মাসাইল(৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	মে, '৯৭	১ম, ডিসে.৮৫	৪৬২
৫.	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন '৯৯	১ম, জুন,০১	৩০২
৬.	ফাতাওয়া ও মাসাইল ৫ম খ.	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ '০১	১ম, মার্চ. '০১	৪৩২
৭.	ফাতাওয়া ও মাসাইল(৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,'০১	১ম, জুন, '০১	৫৭৬
৮.	ইসলামী ফিক্হ (১ম খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	মার্চ, '৮৭	১ মার্চ, ৮৭	৩৫২
ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/	প্রথম	সংস্করণ	পৃষ্ঠা

[১৪]. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রকাশনা কার্যক্রম: পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট নির্ণয়, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

		সম্পাদকের নাম	প্রকাশ		
৯.	ইসলামী ফিক্‌হ (২য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	জুলাই, '৮৬	১ম,জুলাই,'৮৬	২৮৮
১০.	ইসলামী ফিক্‌হ (৩য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	মার্চ, ৮৭	১ম, মার্চ, '৮৭	৩৩৬
১১.	ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	আবু সাইদ মোঃ আবদুল্লাহ	নভেঃ ৮২	৩য়, জুন '৯৭	১৬৪
১২.	ইসলামী শাসনের স্বরূপ	শেখ ফজলুর রহমান	এপ্রিল,৮০	১ম, এপ্রিল,৮০	৬৪
১৩.	ফারায়েজ	গাজী শামছুর রহমান	মার্চ, '৮৬	১ম, মার্চ, '৮৬	২১০
১৪.	এই আমাদের আইন	মূল:মুহাম্মাদ আসাদ	মার্চ, '৮৪	১ম, মার্চ, '৮৪	৩৬
১৫.	ইসলামী আইন তত্ত্ব	স্যার আবদুর রহীম	জানুঃ '৮০	২য়,অক্টোঃ '৮৪	৪০২
১৬.	মোগল যুগের বিচার	আবু জাফর	আগস্ট,'৮০	২য়, সেপ্টঃ'৮৫	৯৬
১৭.	ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন	অনুবাদঃ মাওলানা কারামত আলী নিযামী	অক্টোঃ, ৮১	৩য়, জুন ৯৭	২১৯
১৮.	ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র	আবুল কাশেম মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ	এপ্রিল, ৮৭	১ম, এপ্রিল ৮৭	১০২
১৯.	ইসলামে বাণিজ্য আইন	মূলঃ এ.বি.এম. হুসাইন অনুবাদঃরুহুল আমীন	সেপ্টেঃ ৮৪	৩য়, মে ২০০০	৬৪
২০.	ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ছমীর উদ্দিন	ডিসেঃ৮৬	১ম,ডিসেঃ৮৬	১২০
২১.	ইসলামের ভূমি, কৃষি, শিল্প ও শ্রমিক আইন	মোঃ দেলওয়ার হোসেন সাঈদী	সেপ্টঃ ৭৯	১ম, সেপ্টেঃ ৭৯	১৮
২২.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (১ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,৯৯	১ম, জুন '৯৯	৬৩৮
২৩.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (২য়খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন, '০১	১ম, জুন, '০১	৭২০
২৪.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খণ্ড	সম্পাদনা পরিষদ	মার্চ, '০৩	১ম, মার্চ, '০৩	৬৪৬
২৫.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খ	সম্পাদনা পরিষদ	ডিসেম্বর,০৩	১ম, ডিসেঃ,০৩	৮৫৬
২৬.	আল হিদায়া (১ম খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	জানুঃ '৯৮	২য়, নভেঃ '০৩	৩৭৯
২৭.	আল হিদায়া (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,২০০০	২য়,নভেঃ২০০৩	৫৫৬
২৮.	আল হিদায়া (৩য় খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	জুন,২০০১	১ম, জুন ২০০১	৬৬৩
২৯.	আল হিদায়া, (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	ডিসেঃ২০০১	১ম, ডিসেঃ '০১	৫৯৮
৩০.	ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন	মোহাম্মাদ আযীযুর রহমান নোমানী	ডিসেঃ৭৯	১ম, ডিসেঃ ৭৯	২৩৬
৩১.	ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা	ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	এপ্রিল, ৯৭	১ম, এপ্রিল,৯৭	১৩৬
৩২.	আল ফিক্‌হুল আকবার	অনুবাদঃ ড. মুস্তাফিজুর রহমান	জুন, ০২	১ম, জুন,০২	৯৬
৩৩.	ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমিও বিন্যাস	অনুবাদঃ আবদুল মান্নান তালিব	ফেব্রুঃ০৪	১ম, ফেব্রুঃ ০৪	২৫৫
৩৪.	মুসলিম পারিবারিক আইন	মোঃ আবুল বাশার	জুন, ৯৭	১ম, জুন,৯৭	২৮৮
ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/	প্রথম	সংস্করণ	পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

		সম্পাদকের নাম	প্রকাশ		
৩৫.	ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ	গাজী শামছুর রহমান	জুন,৮১	১ম, জুন ৮১	৫২০
৩৬.	বিশ্ব শান্তি ও ইসলামী আইন	এ.কিউ.এম.সিফাতুউল্লাহ			
৩৭.	ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	হোসনে আরা মারিয়াহ	জুন, ৮০	১ম, জুন, ৮০	৯৬
৩৮.	ইসলামী আইন তত্ত্বের উৎস	গাজী শামসুর রহমান	জুলাই, ৮১	১ম, জুলাই ৮১	২৬০
৩৯.	ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি	গাজী শামছুর রহমান	আগস্ট,৮১	১ম, আগস্ট ৮১	৩০৪
৪০.	ইসলামী আইনের ব্যবস্থা	গাজী শামছুর রহমান	জুন, ৮০	১ম, জুন,৮০	৩২০
৪১.	ইসলামের আইনের সংকলন	অনুবাদ:হাফেজ মঈনুল ইসলাম	জুন,৮৪	১ম, জুন,৮৪	৩০৮
৪২.	ইসলামী নীতি দর্শন	অনুবাদ:আবুল ফারাহ মো: ইয়াহইয়া	জুন ৮৭	১মম, জুন ৮৭	
৪৩.	ইসলামের দণ্ড বিধি	গাজী শামছুর রহমান	জুন ৯২	১ম, জুন, ৯২	৭০৪
৪৪.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন(১ম খণ্ড,১ম ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল,৯৫	১ম, এপ্রিল,৯৫	৮১৬
৪৫.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড, ২য় ভাগ)	সম্পাদনা পরিষদ	জানু: ০১	১ম, জানু:০১	১০০৮
৪৬.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন(৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,৯৬	১ম, জুন,৯৬	৭৭৪
৪৭.	ইসলামে ইজমা দর্শন	মূল: আহমদ হাসান	জানু:০৪	১ম, জানু:০৪	৩৫২
৪৮.	Fifty years Survey of the Applocation of Sharia in Various Countries of the Muslim world	Dr. Tanzilur Rahman	এপ্রিল, ৮০	১ম, এপ্রিল ৮০	১৬
৪৯.	Thoughts on Islamic Law and Juristice	Zian-ul-Abedin	জুন, ৮২	১ম, জুন ৮২	৫২
৫০.	Thoughts on the Muslim Law of inheritance	Md. Ferdouse Khan	ফেব্রু.৮৩	১ম, ফেব্রু:৮৩	৫০
৫১.	Islamic Law	Ghazi Shamsur Rahman	ডিসে:৮১	১ম,ডিসে:৮১	৭১৮
৫২.	Commercial Laws in Islam	A.B.M. Hossain	মে, ৮৩	১ম, মে ৮৩	৭২
৫৩.	মুসলিম উত্তারাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ	মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	জুন,০৪	১ম, জুন ০৪	২০
৫৪.	ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ৫ম খ	সম্পাদনা পরিষদ	জুন, ০৪	১ম, জুন ০৪	৩৬০
৫৫.	ইসলামী আইন	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টে: ০৪	১ম,সেপ্টে: ০৪	২৪০
৫৬.	ওয়াক্ফ সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েলা	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল,০৫	১ম, এপ্রিল,০৫	১১৬
৫৭.	জিহার সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে,০৫	১ম, মে ০৫	৭৯
ক্র.	বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/	প্রথম	সংস্করণ	পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

		সম্পাদকের নাম	প্রকাশ		
৫৮.	কুরবানী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসাআলা	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন,০৫	৩৪
৫৯.	শিরক,কুফর-বিদআত সংক্রান্ত মাসলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম,জুন,০৫	৪০
৬০.	রোযার মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	এপ্রিল,০৫	১ম,এপ্রিল,০৫	৮৪
৬১.	ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে,০৫	১ম,মে,০৫	১২৮
৬২.	ফাতোয়ায় আলমগীরী ৬ষ্ঠ খ.	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন ০৫	৬৫২
৬৩.	জানাজা ও দাফন কাফনের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন,০৫	৭৫
৬৪.	নামাজের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম,জুন ০৫	২৬৫
৬৫.	ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম,জুন ০৫	২৪৬
৬৬.	বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন ০৫	২১৪
৬৭.	হজ্জ ও উমরার মাসাআলা	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন ০৫	১৮৪
৬৮.	যাকাত ও সাদকার মাসআলা মাসায়েলা	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন ০৫	৬০
৬৯.	ব্যবসা সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৫	১ম, জুন ০৫	১০০
৭০.	মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আাইন	ড.মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল	জুন,০৬	১ম, জুন ০৬	৪৯৬
৭১.	অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	জুন,০৬	১ম, জুন ০৬	১৫৬
৭২.	ঈমান সংক্রান্ত মাসাআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	সেপ্টে:০৬	১ম, সেপ্টে ০৬	২৪৬
৭৩.	হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ ১ম খণ্ড	সম্পাদনা পরিষদ	জুন, ০৬	১ম,জুন ০৬	৬৬২
৭৪.	নামাজের মাসআলা মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	মে,০৭	১ম, ০৭	২৬৪
৭৫.	হাদীস ও মাসাইলে আহনাফ ২য় খণ্ড	লেখক মণ্ডলী	জুন ০৮	১ম, জুন ০৮	৪৫৫

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ফিক্‌হ চর্চা ও বিকাশে অন্যন্য ভূমিকা রাখছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আরও অনেক ফিক্‌হী গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে যেগুলো আমাদের বাস্তব জীবনের জন্য অধিক প্রয়োজনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফিক্‌হ চর্চায় প্রতিষ্ঠান

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ফিক্‌হ চর্চায় মাদ্রাসা

বরিশাল বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা
খুলনা বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা
চট্রগ্রাম বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা
ঢাকা বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা
রাজশাহী বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা
সিলেট বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা
রংপুর বিভাগ
আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ফিক্‌হ চর্চায় মসজিদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ফিক্‌হ চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ফিক্‌হ চর্চায় ইসলামী সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ চর্চায় বর্ণনাকৃত মাদ্রাসার তালিকা

বরিশাল বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. পাংগাশিয়া নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, পটুয়াখালী
২. পূর্বগুদিঘাটা ছালেহিয়া কামিল মাদ্রাসা বরগুনা
৩. করুনা মোকামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বেতাগী বরগুনা
৪. বরগুনা দারুল উলুম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরগুণা
৫. ভোলা দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসা, ভোলা
৬. চরফ্যাশন কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, চরফ্যাশন, ভোলা
৭. বোরহান উদ্দীন কামিল মাদ্রাসা, বোরহানুদ্দীন , ভোলা
৮. ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, পিরোজপুর
৯. টগড়া দারুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা
১০. ঝালকাঠী এনএস কামিল মাদ্রাসা , ঝালকাঠী
১১. সাগরদি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা,বরিশাল
১২. বাঘিয়া আলআমীন কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল
১৩. চরমোনাই আহসানাবাদ রাশিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল
১৪. কাছেমাবাদ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, গৌরনদী , বরিশাল।

কওমী মাদ্রাসা

১৫. আল -জামিয়া আল-ইসলামিয়া আল-মাহমুদিয়া, বরিশাল
১৬. জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, বরিশাল
১৭. জামিয়া-ই-রশীদিয়া আহ্‌ছানাবাদ কওমিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল
১৮. আল জামিয়াতুল আরাবিয়া ওসমানিয়া মাদ্রাসা, ভোলা

খুলনা বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১৯. খুলনা আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা
২০. কয়রা উত্তর চক আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা
২১. আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বাগেরহাট
২২. মাগুরা সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, মাগুরা
২৩. শাহবাদ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, নড়াইল
২৪. কেশবপুর বি. ইউ. কামিল মাদ্রাসা, যশোর
২৫. গাজীপুর রাউফিয়া কামিল মাদ্রাসা , যশোর
২৬. ঝিনাইদাহ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ
২৭. কোটচাঁদপুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ
২৮. কুয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্রাসা , কুষ্টিয়া

Dhaka University Institutional Repository

কওমী মাদ্রাসা

২৯. জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আরাবিয়া দারুল ‘উলুম, খুলনা
৩০. জামি‘আ ‘আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম, যশোহর
৩১. জামি‘আ এ‘জাজিয়া দারুল‘উলুম, রেলস্টেশন, যশোর

চট্রগ্রাম বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

৩২. জামেয়া মিল্লিয়া আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৩. রাঙ্গুনিয়া আলম শাহপাড়া আলিয়া মাদ্রাসা, রাঙ্গুঁনিয়া, চট্রগ্রাম
৩৪. গহিরা এফ.কে.জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৫. সীতাকুন্ডু কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৬. জামেয়া আহম্মদিয়া সু: আলিয়া মাদ্রাসা,পাচঁলাইশ, চট্রগ্রাম
৩৭. চুনাতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, লোহাগড়া , চট্রগ্রাম
৩৮. ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৩৯. শাকপুর দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৪০. বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৪১. ছোবহানিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৪২. মীরশরাই লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৪৩. চট্রগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৪৪. শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম
৪৫. গ্যারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা
৪৬. কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা , কক্সবাজার
৪৭. চাটখিল আলিয়া মাদ্রাসা, চাটখিল, নোয়াখালী
৪৮. হাতিয়া দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, হাতিয়া
৪৯. খলিলুর রহমান কামিল মাদ্রাসা সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী
৫০. কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, নোয়াখালী
৫১. নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা ,নোয়াখালী
৫২. চর আলেকজান্ডার আলিয়া মাদ্রাসা, রামগতি লক্ষ্মীপুর
৫৩. চর কোলাকোপা কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, রামগতি, লক্ষ্মীপুর
৫৪. রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, রায়পুর ,লক্ষ্মীপুর
৫৫. ফেনী কামিল মাদ্রাসা, ফেনী, নোয়াখালী সমাপ্ত
৫৬. শাহতলী আলিয়া মাদ্রাসা, চাঁদপুর, কুমিল্লা
৫৭. ফরিদঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফরিদগ্ঞ্জ, চাঁদপুর
৫৮. বড়ুরা সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা
৫৯. ভারিল্লা শাহ ইসরাইল কামিল মাদ্রাস, কুমিল্লা
৬০. আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাস, কুমিল্লা
৬১. হাজিগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা
৬২. নিশ্চিন্তপুর ডিএস ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. ভোলদিঘী কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর
৬৪. আল জামিআতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফেনী
৬৫. লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কমিল মাদ্রাসা, লক্ষীপুর,
৬৬. ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা
৬৭. আরাইসিদা কামিল মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৬৮. আরাইবাড়ি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কওমী মাদ্রাসা

৬৯. আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাছেমুল উলুম-পটিয়া -চট্টগ্রাম
৭০. দারুল 'উলুম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী , চট্টগ্রাম
৭১. দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া , চট্টগ্রাম
৭২. আল-জামিয়া আল-'আরাবিয়া জিরি,পটিয়া, চট্টগ্রাম
৭৩. আল জামি'আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল 'উলুম, চারিয়া
৭৪. জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া , নানুপুর, চট্টগ্রাম
৭৫. আল-জামি'আ আল-'আরাবিয়া নছীরুল ইসলাম, নাজিরহাট, চট্টগ্রাম
৭৬. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া আল'আরাবিয়া মুযাহির আল-'উলুম, চট্টগ্রাম
৭৭. জামি'আ ইসলামিয়া 'আজিজুল 'উলুম, বাবুনগর, চট্টগ্রাম
৭৮. জামি'আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৭৯. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম, বরুড়া, কুমিল্লা
৮০. জামি'আ 'আরাবিয়া কাসিমূল 'উলুম, কুমিল্লা
৮১. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া, মাইজদী

ঢাকা বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

৮২. মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
৮৩. তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৮৪. উত্তর ভাড্ডা কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৮৫. দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা , ঢাকা
৮৬. হযরত শাহ আলী বোগদাদী (র.) কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৮৭. মাদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
৮৮. ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা , ঢাকা
৮৯. দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, নারায়নগঞ্জ
৯০. মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা ,মানিকগঞ্জ
৯১. দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ ,গাজীপুর
৯২. গোপালগঞ্জ এস.কে. কামিল মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ
৯৩. বাহাদুরপুর শরিয়াতিয়া কামিল মাদ্রাসা, শিবচর, ফরিদপুর
৯৪. বিশ্বজাকের মনজিল আলিয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর
৯৫. মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া কামিল মাদ্রাসা, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
৯৬. কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. মঙ্গলবারিয়া কামিল মাদ্রাসা , কিশোরগঞ্জ
৯৮. দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল
৯৯. দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর
১০০. আরামনগর কামিল মাদ্রাসা, শরিষাবাড়ী, জামালপুর
১০১. জামালপুর বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৪৭ খ্রি.)
১০২. এন আকন্দ কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৬৫ খ্রি.)
১০৩. হযরত নগর এ.ইউ আলিয়া মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৩৪ খ্রি.)

কওমী মাদ্রাসা

১০৪. জামি‘আ কুরআনিয়া ‘আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা
১০৫. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া আল-‘আরাবিয়া, ইসলামপুর, ঢাকা
১০৬. জামি‘আ ‘আরাবিয়া ইমদাদুল ‘উলুম মাদ্রাসা,ফরিদাবাদ, ঢাকা
১০৭. জামি‘আ মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।
১০৮. জামি‘আ রহমানিয়া ‘আরাবিয়া ,সাতমসজিদ,মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১০৯. জামি‘আ শর‘ইয়া, মালিবাগ, ঢাকা
১১০. জামি‘আ হোসাইনিয়া আশরাফুল ‘উলুম, বড়কাটরা, ঢাকা।
১১১. আল জামিয়াতুল আসআদ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।
১১২. দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসা
১১৩. আল জামি‘য়া আল ইসলামিয়া দারুল ‘উলুম খাদেমূল ইসলাম মাদ্রাসা
১১৪. আল-জামি‘আ এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ
১১৫. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া মাখযান আল-‘উলুম, ময়মনসিংহ
১১৬. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া, ময়মনসিংহ
১১৭. জামি‘আ ‘আরাবিয়া আশরাফুল ‘উলুম বালিয়া, ময়মনসিংহ

রাজশাহী বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১১৮. রাজশাহী দারুস্সালাম কামিল মাদ্রাসা,বোয়ালিয়া
১১৯. শংকরবাটী হেফজুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ ,রাজশাহী
১২০. কড়ই নুরুল হুদা কামিল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট, বগুড়া
১২১. হানাইল নোমানিয়া কামিল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট, বগুড়া
১২২. শেরপুর শাহেদিয়া কামিল মাদ্রাসা, শেরপুর, বগুড়া
১২৩. হাজী আহম্মাদ আলী কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ
১২৪. চাপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ
১২৫. পুস্পপাড়া কামিল মাদ্রাসা, পাবনা
১২৬. উল্লপাড়া কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ
১২৭. মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া
১২৮. পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা

Dhaka University Institutional Repository

কওমী মাদ্রাসা

১২৯. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া দারুল হেদায়া, পোরশা, নওগাঁ
১৩০. আল-জামি‘আ আল-আশরাফিয়া, পাবনা
১৩১. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম,বগুড়া
১৩২. জামি‘আ ইসলামিয়া, নবাবগঞ্জ

সিলেট বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১৩৩. সতপুর আলিয়া মাদ্রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট
১৩৪. হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুনাত ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা
১৩৫. সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট
১৩৬. গাছবাড়ী জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট

কওমী মাদ্রাসা

১৩৭. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া দারুল ‘উলুম, মৌলভীবাজার
১৩৮. জামি‘আ ইসলামিয়া রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন, সিলেট
১৩৯. জামি‘আ ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, গহরপুর, সিলেট
১৪০. জামি‘আ কাসিমূল ‘উলুম, সিলে
১৪১. জামি‘আ মদনিয়া আঙ্গুরা, মুহাম্মাদপুর, সিলেট
১৪২. জামি‘আ মদনিয়া ইসলামিয়া, সিলেট
১৪৩. জামি‘আ মুহাম্মাদিয়া হাড়িকান্দী, সিলেট
১৪৪. উত্তর রানাপিং ‘আরাবিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, সিলেট
১৪৫. দারুল ‘উলুম দারুল হাদীছ মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট
১৪৬. দারুল ‘উলুম হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট
১৪৭. জামি‘আ লুতফিয়া আনওয়ারুল ‘উলুম হামিদনগর মাদ্রাসা
১৪৮. জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা, সিলেট

রংপুর বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১৪৯. মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, মহিমাগঞ্জ, রংপুর
১৫০. বড় রংপুর কেরামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, রংপুর

কওমী মাদ্রাসা

১৫১. আজীজিয়া আনওয়ারুল ‘উলুম, দিনাজপুর

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ চর্চায় প্রতিষ্ঠান

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপর নাম 'ইলমি ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র। ফিক্‌হ শাস্ত্র স্বয়ং আল্লাহ এবং রাসুল (সা) হলেন এর ব্যাখ্যাদাতা। আর মুজতাহিদগণ এর আইন শাস্ত্ররূপে এর সম্পাদনা করেছেন। রাসুল (সা) বলেন,لكل شئعماد وعماد هذا الدين الفقه অর্থাৎ-প্রত্যেক বস্তুরই একটি খুঁটি রয়েছে। আর দীন ইসলামের খুঁটি হল আল ফিক্‌হ। ইসলামী বিধি-বিধানই হল ফিক্‌হ। মহানবী (সা) এর উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সাহাবায়ে কিরামদের ইসলামী আহকামের তা'লীম দিতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা) ইসলামী নিয়ম-নীতি জানা ও বুঝার জন্য মক্কায় হযরত আকরাম (রা.) এর বাড়িতে "দারুল আরকাম" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এখানে নও মুসলিমগণ গোপনে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এছাড়া যখনই কোন গোত্রের লোক ইসলাম গ্রহণ করত, তখনই তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য সাহাবীদের শিক্ষক হিসেবে পাঠাতেন। মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববী 'ফিক্‌হ' চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মসজিদে নববী সংলগ্ন স্থানে 'সুফফা' নামের একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। কুফা, সবরা, সিরিয়া, মিসর, রোম, পারস্য প্রভৃতি স্থান থেকে আগত শিক্ষার্থীরা মদীনায় এসে ভীড় জমাতেন।মহানবী (সা) শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহাবীদের পাঠাতেন। রাসুল (সা) এর ইন্তিকালের পর তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত সাহাবীগণইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করেন। তাঁরা অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, গ্রন্থাগারও মসজিদ নির্মাণ করেন। রাসুল (সা) এর জীবদ্দশাতেই শিক্ষা ব্যবস্থার যে সূচনা হয়েছিল, তাই পরবর্তীকালে বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোভায় বিশ্ববিদালয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

আব্বাসীয় খলীফদের[১] যুগে অনেক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল। খলীফা আবদুল্লাহ আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' নামক প্রতিষ্ঠান পূর্ণতা লাভ করে। এটি একাধারে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, অনুবাদগার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মান মন্দির ছিল। এটি একটি শিক্ষা সংস্থা ছিল। খলীফা মামুন একমাত্র গ্রীক রচনাবলী অনুবাদ করতেই তখনকার দিনে তিন লক্ষ দীনার ব্যয় করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এগুলোর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য উদারভাবে অর্থ ও লা-খেরাজ জমি দান করেন।

৭১২ খ্রি.আরব কর্তৃক সিন্ধু বিজয় হলে মুলতানে তখন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২] ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রি. বাংলা বিজয়ের পর বাংলার মুসলমানদের এবং নও মুসলিমদের ইসলামী বিধি বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা অনন্য। ইসলামী আইন, বিধি-বিধান চর্চা, প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদ্রাসা, মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক সংস্থা গুরুত্ব ভূমিকা রাখছে। নিম্নে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান তুলে ধরা হল।

---

১. আব্বাসীয় খলীফাগণ ৭৫০ খ্রি.থেকে ১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম জাতির শিক্ষা বিস্তারের স্বর্ণযুগ নির্মাতা আব্বাসীয় রাজ বংশ। এ বংশের খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা মুসলিম মনীষীদের গর্বিত পদচারণায় মুখর হয়ে উঠে। শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্য আব্বাসীয় খলীফাগণই প্রথম মসুজদভিত্তিক পাঠাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালুকুখানের হাতে ধবংসের পূর্বপর্যন্ত বাগদাদ ছিল শিক্ষা বিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার রাজধানী।

২. আবদুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৮৬, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্হ চর্চায় মাদ্রাসা

ইসলামী আইন তথা ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার ভূমিকা অসামান্য। এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইলমি দীন শিক্ষা দেয়া হয়। বর্তমান প্রচলিত ধারায় প্রথম সূচনা ইসলামের ইতিহাসে হিজরী পঞ্চম শতকের দিকে হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ইসলামী দুনিয়ায় সর্বপ্রথম মাদ্রাসা বাদশাহ নিজামুল মুলক তুসী (মৃত্যুঃ ৪৮৫ হি./১০৯২ খ্রি.) মাদ্রাসা-ই নিজামিয়া নামে বাগদাদ শহরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এটি সঠিক কথা নয়, প্রকৃতপক্ষে প্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন প্রখ্যাত আফগান প্রশাসক সুলতান মাহমুদ গজনবী (মৃ.৪২১হি.১০৩০ খ্রি.)[৩]সুলতান মাহমুদ গজনবী ৪১০ হিজরী মুতাবিক ১০১৯ খ্রি. তদীয় রাজধানী গজনীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অতীব সৌন্দর্যমণ্ডিত ও কারুকার্যমণ্ডিত হওয়ার কারনে মসজিদটি 'আরসে ফালাকক' তথা বিশ্ব দুহিতা নামে খ্যাত ছিল। সুলতান মসজিদের সাথে মাদ্রাসার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। মাদ্রাসার সাথে কুতুবখানাও ছিল। যা দুস্প্রাপ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল। মসজিদ মাদ্রাসার ব্যয়ভার বহনের জন্য বহু গ্রাম তিনি ওয়াক্ফ করে দেন।[৪]'ইলমি ফিক্হ চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক,বঙ্গ বিজয়ী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রি. থেকে সরকারিভাবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নদীয়া শহরের বিকল্প হিসেবে রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় মসজিদ, খানকাহ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫]

১২১৩ খ্রি.সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী বাংলার শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১২১৯ খ্রি. বাংলার রাজধানীলখনৌতী শহরে স্থানান্তরিত করেন এবং তথায় মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করেন।[৬] হযরত শাহজালাল (র.) ৭৩০ হি./১৩০৩ খ্রি. সিলেট জয় করেন। অত:পর তিনি সেখানে 'ইলমি ফিক্হ চর্চার উদ্দেশ্যে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৭]হুসাইন শাহী খান্দানের আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ ১৪৯৩ খ্রি. থেকে ১৫১৯ খ্রি.পর্যন্ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তখন ১৫০২ খ্রি. গৌড় গোরশহীদ নামক স্থানে একটি মাদ্রসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৮] শায়েস্তা খান ১৬৬৩ খ্রি. থেকে ১৬৭৮ খ্রি.পর্যন্ত এবং ১৬৭৯ খ্রি. থেকে ১৬৮৮ খ্রি.পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। এ সময় তিনি কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৯] বাংলাদেশে মুসলিম আমলের সূচনা থেকে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত ফিক্হ চর্চার জন্য বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিতহয়েছিল। এরপর থেকে

---

৩. ইবনে কাসীর প্রণীত আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এর বর্ণনানুসারে মিসরের শাসনকর্তা হাকিম বি আমরিল্লাহ, এর শাসনামলে (৩৮৬ হি.থেকে ৪১১হি./ ৯৯৬ খ্রি. থেকে ১০২০ খ্রি.) এ ধরণের মাদ্রাসার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দুই-তিন বছর পর সম্রাট নিজেই এগুলোকে ধবংস করেছিলেন। (আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর,*আল্ বিদায়া ওয়ান নিহায়া*,খ.১১, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৮৫, পৃ.৩৪২)

৪. সাইয়্যিদ মাহবুব রিযভী, *দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস*, (১ম ও ২য় খণ্ড), আবুল ফাতাহ মো: ইয়াহইয়া ও মাওলানা মুশতাক আহমদ কর্তৃক অনূদিত, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৩, পৃ.৬৮

৫. আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

৬. আবদুল মজিদ সালিক, *মুসলিম সাকাফাত হিন্দুস্তান মে*, লাহোর: ইদারা-এ-সাকাফাত-এ-ইসলামিয়া, তাবি, পৃ.১৩০

৭. ড. মুহাম্মাদ আবদুল বাকী, বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী, ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা,ঢাকা: ইফাবা, এপ্রিল, ২০০৫, পৃ.১৮

৮. Law,NN,Promotion of Learning in India, London, 1916, pp.108-109

৯. যুবায়ের মুহাম্মদ, ইসলামী কুতুবখানা, দিল্লীঃ মাকতাবা -এ-বুরহান,১৯৬১ খ্রি. পৃ.২৮৯; আবদুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়ক্রমে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় যেখানে কুরআন, হাদীস এবং ইলমি ফিক্হ শিক্ষা দেয়া হত। মাদ্রাসার এ শিক্ষা ধারা দুটি ভাগে বিভক্ত।

ক) আলিয়া ধারার মাদ্রাসা

খ) কওমী মাদ্রাসা।-এছাড়াও রয়েছে হাফেজী মাদ্রাসা এবং ক্যাডেট মাদ্রাসা। আলিয়া ধারার মাদ্রাসায় সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান এবং এর সিলেবাসও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আর কওমী ধারার মাদ্রাসা সরকারি সুযোগ সুবিধা নয় বরং স্থানীয় দানশীল, এবং নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়ে আসছে। সেখানে সিলেবাসও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়।

ক) আলিয়া মাদ্রাসা

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আলিয়া ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা একটি অন্যতম শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে শিক্ষার্থীরা কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ চর্চা করে। ইসলামী আইন কানুন জানার ক্ষেত্রে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বৃটিশ সরকার আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৭ খ্রি. পলাশী বিপর্যায়ের পর অবিভক্ত বাংলায় ও ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজি শাসকগণ সুকৌশলে এদেশের মাদ্রাসা মসজিদসমূহের বিরাট বিরাট ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ রাষ্ট্রয়াত্ত করে এর আয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালিত এবং অবৈতনিক মাদ্রাসসমহের বিলোপ সাধনপূর্বক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপর্মত্যু ঘটনার প্রয়াস চালায়। এমন এক বিপর্যয়ের মহূর্তে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলের প্রথম দিকে ১৭৮০ খ্রি. কলিকাতায় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে (১৭৮১খ্রী.) কলিকাতার বৌ বাজারে এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এলাকাটি হিন্দু অধ্যূষিত হওয়ায় ১৮২৪ খ্রি. ওয়েলেসলি স্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৩৮ বছর (১৭৮১-১৮১৯ খ্রি.) মাদ্রাসা ইংরেজি সেক্রেটারী ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়। কলিকাতায় মাদ্রাসার ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য ১৮৯৬ খ্রি. ইলিয়ট হোস্টেল নামে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১০] কলকাতায় থাকাকালে মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসা মহল নামে একটি ভূ-সম্পত্তি খরিদ করা হয়। ইংরেজ শাসক লর্ড হেসটিকস্ এ মাদ্রাসার ব্যয় নিবার্হ ও ভৌত অবকাঠামোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। ফলে তৎকালীন সময়ে এ মাদ্রাসা বিরাট লাইব্রেরী ও গৃহ আসবাবপত্র সহকারে ইসলামী শিক্ষার বৃহদাকারের মাদ্রাসারূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে।

পাক-ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ খ্রি. মাদ্রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর মাওলানা মোহাম্মাদ জিয়াউল হক। তিনি এবং এ.ডি.পি.আই খান বাহাদুর বদিউর রহমান এবং কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ স্থানান্তর সম্ভব হয়েছিল। স্থানান্তর করার পর মাদরাসার নতুন নামকরণ করা হয় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।[১১] প্রথমত লক্ষীবাজারস্থ ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, বর্তমানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ (সাবেক মহসেনিয়া মাদ্রাসা) ঢাকাতে সকাল ৭টা হতে ১১ টা পর্যন্ত ক্লাস হত। উক্ত কলেজের ছাত্রগণ ১১টা হতে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস করত। পরে মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীর যাবতীয় আসবাবপত্রসহ ১৯৪৯ খ্রি. ঢাকার সদর ঘাটস্থ বর্তমান লক্ষীবাজারে মুসলিম হাইস্কুলের ডাফরীন হলে এর কার্যক্রম শুরু করে।[১২] ১৯৬০ খ্রি.মাদ্রাসাটি স্থায়ীভাবে

---

[১০]. ড. মো. আবদুস সত্তার, *বাংলদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪, পৃ.২৪৫

[১১]. মাওলানা আবদুস সাত্তার, *তারীখ-এ-মাদরাসা-ই-আলিয়া*, ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১,২, ১৯৫৯, পৃ.৩৬-১৩৩

[১২]. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.), *মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪, পৃ.১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বখশী বাজারে (বর্তমানে স্থানে) স্থানান্তরিত হয়। এ মাদ্রাসার আলোকেই অন্যান্য আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল মাদ্রাসাগুলোতে ফিক্হ বিষয়ের উপর বাস্তব শিক্ষা দেয়া হয়। আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে এ ফিক্হ বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী হল:
দাখিল শ্রেণী (এসএসসি) সিলেবাস:[১৩]

Subjects: Dakhil General Group			
(Compulsary subjects)			
Sl.	Subject Name	বিষয়ের নাম	Number
1.	The Quran Mazid and Tajbid	কুরআন মাজীদ ও তাজবীদ	100
2	Hadish Sharif	হাদিস ও শরীফ	100
3	Arabic 1st Paper	আরবি ১ম পত্র	100
4	Arabic 2nd Paper	আরবি ২য় পত্র	100
5	Fikah and Usellay Fikah	আরবি ১ম পত্র	100
6	Mathematics	গণিত	100
7	Bangla	বাংলা	100
8	English	ইংরেজী	100
9	Islamic History	ইসলামের ইতিহাস	100
10	Social Science	সামাজিক বিজ্ঞান	100
		Total	1000

আলিম শ্রেণীর (এইচএসসি) পাঠ্যসূচি:[১৪]

Subjects: Alim General Group			
(Compulsary Subjects)			
Sl.	Subject Name	বিষয়ের নাম	Number
1.	The Quran Mazid	কুরআন মাজীদ	100
2	Hadish Sharif and Usulul Hadish	হাদিস ও উসূলুল হাদীস	100
3	Al Fiquh- 1st Paper	আল-ফিক্হ ১ম পত্র	100
4	Al Fiquh- 2nd Paper	আল-ফিক্হ ২ম পত্র	100
5	Arabic 1st Paper	আরবি ১ম পত্র	100
6	Arabic 2nd Paper	আরবি ১ম পত্র	100
7	Bangla	বাংলা	100
8	English	ইংরেজী	100
9	Islamic History	ইসলামের ইতিহাস	100
10	Blagat and Mantik	বালাগাত ও মানতিক	100
		Total	1000

(Elective Subjects-to elect 2 subjects)

Sl. No.	Subject Name	বিষয়ের নাম	Number
1	Islamic Economics	ইসলামী অর্থনীতি	100
2	Civics	পৌরনীতি	100
3	Higher English	উচ্চতর ইংরেজি	100
4	Urdu	উর্দ	100
5	Farsi	ফার্সি	100
6	Computer	কম্পিউটার শিক্ষা	

---

[১৩] . http://www.bmeb.gov.bd/subject_list_dakhil_genera.php
[১৪] . http://www.bmeb.gov.bd/alim_general.php

Dhaka University Institutional Repository

উপরে দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার সিলেবাস থেকে দেখা যায় যে, এ দু শ্রেণীতে ফিক্হ বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীতেও পাঠ্যসূচীতে ফিক্হ বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও দাখিল শ্রেণীর নিচের শ্রেণীগুলোতে মাসআলা মাসয়ালা সংক্রান্ত ফিক্হ বইকে সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ও মাদ্রাসা শিক্ষার উপর গুরত্ব দেয়া হয়েছে।
২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাদ্রাসার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশল এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে[১৫]-

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

(মাদ্রাসা)

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনু ধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:-

১। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা।

২। দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনু করণীয় চরিত্র গঠণ এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠিকে সচেতন করা ও ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন-যাপনের জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

৩। শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।

৪। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।

কৌশল:

১. বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতেএ শিক্ষাব্যবস্থায় নতু ন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল দু ই বছর ও কামিল দু ই বছর মেয়াদি ব্যবস্থা রূপে প্রচলিত আছে। সবধরনের মাদরাসার পু নর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর, দাখিল দু ই এবংআলিম দু ই বছর করা হবে। সাধারণ ধারায় উচ্চশিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ফাজিল অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি কামিল

---

[১৫] . https://www.google.com.bdnational-education-policy-2010-bangla-en.

Dhaka University Institutional Repository

কোর্স চালু করা হবে।তবে যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না ততদিন পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল কোর্সের বর্তমান মেয়াদ অব্যাহত থাকবে।

৩. শিক্ষার অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনু যায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত,নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরন করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।

৪. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্‌রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কাঠামো নির্ধারণ করা হবে এবং তাদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সু যোগ সমভাবে উন্মু ক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫. কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিশন'করে, উক্ত কমিশন কওমি প্রক্রিয়ায় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৬. অন্যান্য ধারার মতো একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে যেন শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমেবৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মতো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে।

৭. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. মাদ্‌রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষাগ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা হবে।

৯.সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃ ত শিক্ষার্থী মূ ল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায় অনু সরণ করা হবে ।

১০. মাদ্‌রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে পরিবীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিকপরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হবে।

১২. মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনু মোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। উল্লিখিত কার্যাবলি সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় এ শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে এবং সরকারিভাবে গ্রহণযোগ্য এ মাদ্রাসায়গুলোতে ফিক্হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসাগুলো ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচিত। কেননা এ মাদ্রাসাগুলোতে অসংখ্য শিক্ষার্থী অধ্যায়ন করে আসছে। নিম্নে ১৯৭০ খ্রি. থেকে ২০০৮ খ্রি.মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল:

Table:1 Number of Madrasahs By Type , 1970-2008-[১৬]

Year	Dakhil Madrasah	Alim Madrasah	Fazil Madrasah	Kamil Madrasah	Total Madrasah
1970			..		
1971			..		
1972			..		398
1973					
1976	949	434	399	48	1830
1977			..		..
1978	1308	547	474	57	2386
1979	1308	547	474	57	2386
1980	1402	412	596	56	2466
1981	1402	406	586	56	2450
1982	1645	508	592	60	2805
1983	1645	508	591	60	2804
1984	2036	615	594	67	3312
1985	2156	615	601	67	3439
1986	2872	644	625	75	4216
1987	3631	736	678	86	5131
1988	3954	752	707	90	5503
1989	4130	756	711	90	5687
1990	3306	760	716	91	4873
1991	3570	798	797	94	5259
1992	3774	811	809	97	5491
1993	3825	806	836	97	5564
1994	3995	817	851	99	5762
1995	4121	871	881	104	5977
1996	4687	949	899	115	6650
1997	4795	983	955	118	6851
1998	4863	998	970	120	6951
1999	4990	1074	1017	141	7222
2000	5015	1087	1029	148	7279
2001	5391	1087	1029	144	7651
2002	5536	1105	1032	147	7820
2003	5995	1220	1030	165	8410
2004	6315	1320	1012	172	8819
2005	6685	1315	1039	172	9211
2006	6798	1345	1040	178	9361
2007	6968	1379	1066	182	9595
2008	6779	1401	1013	191	9384

[১৬] . http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, ২০০৬ খ্রি. দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল :৬৭৯৮ টি। আলিম মাদ্রাসা ১৩৪৫ টি, ফাযিল মাদ্রাসা ১০৪০ টি, কামিল মাদ্রাসা ছিল ১৭৮টি মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৯৩৬১ টি।

১৯৭০ খ্রি.থেকে ২০০৮ খ্রি.পর্যন্ত মাদ্রাসার ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

Table 2: Number of Students By Type , 1970-2008-[17]

Year	Dakhil Madrasah		Alim Madrasah		Fazill Madrasah		Kamil Madrasah		Total Madrasah	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female
1970										
1971										
1974										
1975										
1976	117483	6712	56580	2835	105163	3696	11965	38	291191	13281
1977										
1978	196200	..	108400	..	118500		17600		440700	..
1979	196200	..	109400	..	118500		17700		441800	..
1980	124000	13713	80500	4916	132000	4966	17366	481	353866	24076
1981	211210	19617	79150	4510	122312	5113	17390	492	430062	29732
1982	252201	26607	102000	7059	136000	5688	18500	506	508701	39860
1983	253744	26607	102200	7059	148986	5688	21562	530	526492	39884
1984	314056	32981	123726	8546	153524	5862	27301	557	618607	47946
1985	332566	34924	123726	8546	155333	5931	27301	557	638926	49958
1986	408458	42894	133384	9125	161210	6079	28116	615	731168	58713
1987	516403	54230	152439	10428	173768	6553	32240	705	874850	71916
1988	562340	54230	155753	10428	181201	6553	33740	705	933034	71916
1989	587372	56644	156682	10490	182354	6595	33928	709	960336	74438
1990	615358	59058	157410	10539	183516	6636	40712	720	996996	76953
1991	614213	60864	164980	14068	205298	8287	43642	782	1028133	84001
1992					29636				29636	0
1993	1169565	438642	290501	75021	355001	65056	59417	3788	1874484	582507
1994									0	0
1995	1150472	411663	283816	74366	343822	62823	58903	4811	1837013	553663
1996	1296354	473199	313476	83214	350509	63728	59701	4899	2020040	625040
1997	1358577	485984	332368	87088	358262	65461	60554	4946	2109761	643479
1998	1358577	485984	429229	135437	436106	97898	74822	9536	2298734	728855
1999	1817770	829385	508292	182567	584218	160657	114613	13898	3024893	1186507
2000	1879707	862820	518178	186426	596456	162621	117864	14292	3112205	1226159
2001	2058700	1016696	521957	209303	595588	191776	90309	11217	3266554	1428992
2002	2168441	1082892	532601	216571	605112	196843	91889	11518	3398043	1507824
2003	2195438	1144358	554573	242908	560041	196209	128655	24741	3438707	1608216
2004	2091778	1059729	543358	229204	526485	179258	127622	22576	3289243	1490767
2005	2236025	1170220	550813	253207	529952	197316	136431	27922	3453221	1648665
2006	2252091	1178971	554653	255639	529497	197222	138805	28667	3475046	1660499
2007	2232521	1186502	550051	274430	527651	210190	136551	33864	3446774	1704986
2008	2313153	1194313	586684	293239	507078	223162	150137	39061	3557052	1749775

[১৭] . http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ চর্চা ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত মাদ্রাসা শিক্ষকদের (মহিলা এবং পুরুষ) একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

Table 3: Number of Teachers in Madrasah by Type and Sex, 1995-2010-[18]

Year	Dakhil		Alim		Fazil		Kamil		Total	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female	Total	Female
1995	51142	1101	14457	232	17164	129	2588	23	85351	1485
1996	58025	1256	15786	259	17783	137	2692	24	94286	1676
1997	58360	1257	17478	276	17885	134	2890	24	96613	1691
1998	60120	1936	17965	341	18352	277	3034	32	99471	2586
1999	61310	2630	17562	420	20811	471	3679	47	103362	3568
2000	64211	2731	18648	462	21840	502	3792	51	108491	3746
2001	67026	3677	18117	593	21136	562	3634	62	109993	4894
2002	70247	3954	18428	605	21423	571	3712	65	113810	5195
2003	79881	5967	22103	1242	21867	988	4529	174	128380	8371
2004	86422	8277	23684	1615	22056	1160	4628	176	136790	11238
2005	98123	9908	25634	1803	23336	1342	4874	177	151967	13230
2006	98214	9928	25944	1872	23456	1352	5060	196	152674	13348
2008	87393	8944	24084	2366	23526	1515	4961	294	139964	13119
2009	88316	9697	26524	2246	20579	1349	4840	280	140259	13572
2010	88511	10248	26946	2466	20886	1563	4874	356	141217	14633

Table 4 : Number of Teachers in Madrasah (Post Primary) bytype, management and sex – 2008

Type of Madrasah	Govt.		Non-govt.		Total	
	Total	Female	Total	Female	Total	Female
Dakhil	-	-	64715	6508	64715	6508
Alim	-	-	19863	1721	19863	1721
Fazil	-	-	16715	1085	16715	1085
Kamil	73	-	4179	222	4252	222
Total	**73**	**-**	**105472**	**9536 (9.04)**	**105545**	**9536 (9.04)**

উপরের টেবিল নং ১ এ ১৯৭০-২০০৮ খ্রি. পর্যন্ত মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান, টেবিল নং ২-এ মাদ্রাসার ছাত্রদের একটি পরিসংখ্যান, ৩ নং টেবিলে মাদ্রাসার শিক্ষকদের একটি পরিসংখ্যানএবং সর্বশেষ ৪ নং টেবিলে দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত শিক্ষকদের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল। এ পরিসংখ্যানকৃত মাদ্রাসা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের ফিক্‌হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রয়েছে।

---

[১৮] . http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

খ) কওমী মাদ্রাসা

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, বার্মাসহ এশিয়ার দেশসমূহে আংশিক পার্থক্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার কয়েকটি ধারা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি কওমী (দরসে নিজামীয়া) মাদ্রাসা নামে শিক্ষাধারা প্রচলিত আছে। এ ধারার শিক্ষা বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। কওমী মাদ্রাসা বলতে সাধারণত সমাজ (কওম) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসাকে বুঝায়। এ জাতীয়া মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। ফলে সরকারীভাবে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ও স্তর ভিত্তিক পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির কোন নিয়মনীতির অনুসরণ এখানে নেই। এর শিক্ষকমণ্ডলী স্তর ও পাঠ্যসূচি নির্ণয় করে থাকেন। এখানে ফিক্হ বিষয়ে বিশেষ কড়াকড়ি আরোপিত হয়। কোন সরকারী অর্থ এ মাদ্রাসাসমূহে বরাদ্ধ হয় না, সমাজের দানশীল ব্যক্তিদের অনুদানে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় ৪০০০টি কওমী মাদ্রাসা রয়েছে।[১৯]

ইতিহাসের আলোকে কওমী মাদ্রাসাঃ

বাংলাদেশে এ শিক্ষাক্রম বলতে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, তা ভারতের 'দারুল 'উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা'র (প্রতি.১৮৬৬)'[২০] শিক্ষাধারার উৎসমূল হতে অনুসৃত ও আকিদাগত তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লালন করে থাকে। বাংলাদেশ তথা পাক-ভারতে মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলিম শাসকদের রাজ্য বিস্তারের সাথে-সাথে বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসা শিক্ষা যুগের চাহিদা অনুসারে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নীত হয়। মুসলিম শাসক আওরঙ্গজেবের সময় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লাখনৌর মোল্লা নিজামুদ্দীন লাখনৌর ফিরিঙ্গী মহলে বাগদাদের নিজামীয়া শিক্ষাধারার ভাবানুকরণে একটি মাদ্রাসা গড়ে তোলেন (মাদ্রসায় নিজামিয়া) এবং তাঁর অনুকরণে পাক-ভারতে আরো বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ আবদুর রাহীম (জ:১৬৪৪) অনুরূপ একটি মাদ্রসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা জন্য পুত্র শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীকে (১৭০৩-৬১) খেলাফতের যোগ্য করে গড়ে তোলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মাদ্রাসাসমূহে সিহাহ্ সিত্তা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করেন। তিনি ছিলেন যুগের সচেতন রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বড় ধরনের মুহাদ্দিস। কুরআন-হাদীসের বিধি-বিধান চালু করার উদ্দেশ্যে তিনি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন।[২১] সাথে-সাথে বিভিন্ন রচনা[২২] মাদ্রাসায় অধ্যাপনা ও ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে এ কর্মসূচী

---

[১৯]. বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী

[২০]. ক্বারী মোঃ তাইয়্যেব, তারিখে দারুল উলুম দেওয়াবন্দ, ১ম খণ্ড (ইণ্ডিয়াঃ দারুল উলুম দেওয়াবন্দ), পৃ. ১৫; উদ্ধৃতঃ ড. আবদুস সাত্তার, পৃঃ ৩৫২

[২১]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ কুরঅন-হাদীসের বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন, তা হলোঃ ১. আকীদার সংশোধন ও কুরআনের প্রতি মানুষকে আহবান করা, ২. হাদীস ও সুন্নতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, ৩. যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী শরীয়তকে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনরূপে উপস্থাপন, ৪. খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করে যাবতীয় সংশয় নিরসন করে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার অবশ্যকতা প্রমাণ, ৫. সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের কবল থেকে মুসলিম শাসনকে রক্ষা ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে জিহাদী ভূমিকা গ্রহণ, ৬. সমাজের সর্বস্তরে মানুষকে ইসলাম প্রদত্ত ন্যায়নীতি ও হেদায়াতের প্রতি আকুল আহবান জানানো ও ৭. ইসলামী শিক্ষা ও দারসের মাধ্যমে ভবিষ্যত আন্দোলনের যোগ্য কর্মী গঠন। যাতে ইসলামী দীনের প্রচার ও প্রসার অব্যহত থাকে। [মাওঃ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, তারিখে দাওয়াত ও আযিমত, ইন্ডিয়াঃ লক্ষৌণ, পৃ. ১৩; উদ্ধৃতঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭]

[২২]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ'র রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ ইযালাতুল খাফা, আল বালাগুল মুবীন ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর চিন্তা ও গবেষণার বীজ বপন করে। (সৈয়দ আমিমুল এহসান, গ্রন্থ পরিচিতি ও লেখক পরিচিতি, চট্টগ্রাম; অনুবাদঃ মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, ঢাকাঃ মুহাম্মদী কুতুবখানা, পৃঃ ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরেন।[২৩] এ সময় সম্রাট আওরঙ্গজীবের দুর্বল শাসকের সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। শাসকদের দুর্বলতার কারণে, মারাঠা, রোহিলা, জাঠ, আফগান, বাংলা ও শিখরা প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়ে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য শক্তিগুলো নিজেদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। বিশেষত ১৭৩৮ সনে নাদির শাহ কর্তৃক দিল্লী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে মুঘলদের শেষ শক্তিটুকুর দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে যায়। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ ভারতবর্ষকে বিপর্যয় মুক্ত করতে নবাব নাজিবুদ্দৌলা ও আফগান গভর্ণর আহমদ শাহ আবদালীকে অনুরোধ করে ১৭৫৭ খ্রি. যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত করে দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[২৪] তাঁর অনুরোধে মোল্লা নিজামুদ্দীন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে সংস্কার করেন। তিনি পুত্র শাহ আ: আজিজকে (১৭৪৬-১৮২৩) খেলাফতি দান করেন। ১৭৬২খ্রি. পিতার মৃত্যুর পর আব্দুল আজিজ পিতার অসমাপ্তকাজ সমাপ্তে চেষ্টা চালান। এ-সময় ভারতের মুসলমান রাজশক্তি ইংরেজদের হাতে পরাজয় ও অত্মসমর্পণ করল। ১৮০৩ খ্রি. পর্যযন্ত সমগ্রভারত তারা পদানত করে রাখল, তখন খেলাফতে আসিন শাহ আব্দুল অজিজ ভারতবর্ষকে ‘দারুল হরব’ (শত্রু কবলিত দেশ) ঘোষণা করলেন।[২৫] দিল্লির ‘রহিমানিয়া মাদ্রাসাকেন্দ্রিক’ আলিম সমাজের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ভারত-বাংলার মুসলিম মুজাহিদগণ ঝাপিয়ে পড়েন। ১৮৩১ খ্রি. বালাকোট আন্দোলনসহ ১৮৫৭ খ্রি. পর্যন্ত সুদীর্ঘ আন্দোলন শত-সহস্র মু’মিন শাহদাত বরণের মাধ্যমে শেষ হয়।

১৮৫৭ খ্রি. স্বাধীনতার আন্দোলনের ফলে পাক-ভারত বাংলায় রাষ্ট্রীয়া প্রশাসনে পরিবর্তন আসে। কোম্পানীর হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায় বৃটেনের রাণী ভিকেটোরিয়ার হাতে। তারাও পাক-ভারত-বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের গন্ধ খুজে পায় মাদ্রাসাসমূহে। ন্যাক্কারজনকভাবে তারা মাদ্রাসাসমূহকে ধ্বংসের কাজে মরিয়া হয়ে ওঠে। দিল্লীর রহিমীয়া মাদ্রাসাসহ ছোট-বড় কয়েক হাজার মাদ্রাসা বোলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে দেয় ও প্রতিবাদী আলিমগণকে প্রকাশ্য হত্যা অথবা দীর্ঘমেয়াদী কঠিন কারাবাসে দেয়া হয়। জাতির এ ক্লান্তিলগ্নে একদল যুবক মাওঃ মোঃ কাসিম নানুতবীর অনুপ্রেরণায় দেওবন্দের দেওয়ান মহল্লার ছাতা মসজিদের ইমাম আবিদ হোসাইন এর নেতৃত্বে এলাকার বুযুর্গগণের নিকট থেকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিছু দান গ্রহণ করে একটি নিভৃত পল্লীতে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৬] মাওঃ মোল্লা মাহমুদকে ১৫টাকা বেতনে ১ম শিক্ষক নিয়োগ করে ১৮৬৬ খ্রি. ৩০মে এ মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়।[২৭] দিনে দিনে এ মাদ্রাসায় দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশের বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী দেওবন্দ ও সাহানপুর থেকে ইলম হাসিল করে দেশে ফিরে এসে নিজস্ব পরিমণ্ডলে বেসরকারীভাবে ছোট/বড় মাদ্রাসা গড়ে তোলেন। এরূপ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য মাদ্রাসা উনবিংশ শতাব্দি থেকে গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলোঃ চট্রাগ্রামের ‘দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী (প্রতি.১৯০১)’, ‘জামেয়া ইউনুছিয়া ব্রাক্ষণ বাড়িয়া (প্রতি.১৯০৭)’, পটিয়ার ‘জামেয়া ইসলামীয়া জমীরিয়া কাসেমুল উলূম, পটিয়া (প্রতি.১৯৫৭)’।

এছাড়া কুরআন-হাদীসের মৌলিক বিষয় ছাড়া অন্যান্য ইজমা-কিয়াসের ব্যাপারে উদার মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতে নদওতুল উলামা (প্রতি.১৮৯৪)।[২৮] এর অনুকরণে আরো ১০৬টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী অনুদান ভুক্ত নয় বলে এ-জাতিয় মাদ্রাসা কওমী মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। এ-মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অত্যন্ত আধুনিক। মাতৃভাষাসহ আরবী ও ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব

---

[২৩]. মাওঃ মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* , ঢাকাঃ শান্তিধার প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৪২
[২৪]. মাওঃ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ১৩২
[২৫]. মাওঃ মুশতাক আহমদ, পৃ. ৫৬
[২৬]. এ.এস.এম. আবদুল জলিল, দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ, ঢাকাঃ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, পৃ. ১০৩
[২৭]. মাওঃ মুশতাক আহমদ, পৃ. ১০১
[২৮]. ইসহাক জালিস নদভী, *তারীখে নদভীওয়াতুল উলামা*, ১ম খন্ড, ইণ্ডিয়াঃ লক্ষৌণ, দফতরে নেজামাতু নদওয়াতুল উলামা, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে 'নদওয়াতুল ওলামা' তাদের শিক্ষাক্রম সাজিয়েছে; যা আন্তর্জাতিকমানের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। তাদের শিক্ষাক্রমে শেষ ধাপকে ভারত সরকার গ্রাজুয়েশন ডিগ্রীর সমমান নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[২৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের উক্ত মানের বিষয় অনুমোদন দিয়ে 'নদওয়াতুল ওলামা' থেকে উত্তীর্ন শিক্ষার্থীদের এম.এ. শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দিচ্ছে। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের 'দারুল মা'আরেফ' মাদ্রাসাকে এ ধারার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

কওমী মাদ্রাসার বর্তমান পাঠ্যসূচি ও শিক্ষাস্তরঃ

বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ দরসে নিজামিয়া সিলেবাসকে অনুসরণ করে থাকে। বড় বড় অনেক মাদ্রাসা ৯টি শ্রেণিতে, আবার কোনো কোনো মাদ্রাসা ১৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে শিক্ষাকার্যক্রম শেষ করে। প্রতি আরবী মাসের শাওয়াল মাসে তাদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে রমজান মাসের পূর্বেই বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে। কোনো কোনো মাদ্রাসা তাদের নিজস্ব উদ্যেগে গঠিত বেসরকারী 'কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে'র'[৩০] অধীনে পরীক্ষা গ্রহণ করে সনদ দিয়ে থাকে।[৩১] তবে অধিকাংশ মাদ্রাসাই নিজস্ব উদ্যোগে পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

৯টিশ্রেণি নিম্নরূপ,

১. ইবতেদায়ী আউয়াল, ২. ইবতিদায়ী সানী, ৩.উসতানী আউয়াল, ৪.উসতানী সানী, ৫. ছানুবী আউয়াল, ৬. ছানুবী সানী, ৭.নেহারী আউয়াল, ৮.নেহারী সানী ও ৯. তাকমিল।[৩২]

যে সকল মাদ্রসায় ১৫টি শ্রেণি রয়েছে তারা সাধারণত বাংল, আরবী ও উর্দু পড়ার প্রান্তিক যোগ্যতা থাকলে মক্তব আউয়ালে ভর্তি করে। মক্তব শিক্ষায় মক্তব আউয়াল থেকে পাঞ্জম পর্যন্ত ৫বছরে ৫টি শ্রেণীর পড়া সমাপ্ত হয়।

বাকী ১০টি শ্রেণির নামঃ

কোনো কোনো মূল কিতাবের (বইয়ের) নামানুসারে করা হয়ে থাকে। সাথে আনুসাঙ্গিক কিতাবাদিও পড়ানো হয়। ১ম পাঁচটির পরবর্তী শ্রেণীসমূহের নাম হলঃ **৬ষ্ঠ শ্রেণিঃ** মূল কিতাব 'আজিজুল মুবতাদী'। এর কওমী নাম 'ছাফেলা আউয়াল'। এ শ্রেণির পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলঃ কাওয়াইদে ছাদী, তাইছিরুল মোবতাদী, ফার্সী কী পহেলী, কারীমা, তারিখুল ইসলাম ১ম খন্ড, ইরশাদুল কারী, কুরআন মাজীদ নাজেরা ১ম পারা ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি উপযোগী বাংলা, ইংরেজী ও গণিত। **৭ম শ্রেণিঃ** মূল কিতাব 'মিজানুচ্ছরফ'। এর কওমী নাম 'ছাফেলা দুয়োম'। এ শ্রেণির পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলোঃ মিজান, মুনশায়ীব, পাঞ্জেগঞ্জ, মালাবুদ্দা মিনহু-১ম থেকে যাকাত পর্যন্ত, আরবী ছাফওয়াতুল মাছাদীর, গোলেস্তান-

---

[২৯]. Shoba-E-Tamir-O-Taranqi datrl uloom Nodwatul, Iuckno, India, March-১৯৯০।

[৩০]. বেসরকারীভাকে যেসকল কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডসমূহ রয়েছে তা হলঃ ১. দারুল মাদারিস আল-ইসলামীয়া আল-আহলিয়া বাংলাদেশ, পটিয়া, ২. দীনী শিক্ষা বোর্ড, হবিগঞ্জ, ৩. আজাদ দীনী এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, বারকোট, সিলেট, ৪. আজাদ দীনী এদারায়ে তা'লীম বাংলাদেশ, কানাইঘাট, সিলেট, ৫. এদারায়ে তালিমিয়া, বি-বাড়িয়া, ৬. বেফাকুল মাদারেসিল গহরডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, উল্লিখিত বোর্ডসমূহ নিকটবর্তী আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোর্স কারিকুলাম নির্ধারণ ও পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করে থাকে। আর সমগ্রদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহের একটি বড় অংশ সম্মিলিতভাবে ঢাকায় একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করেছে যার নাম ৭. বেফাকুল মাদারেসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)

[৩১]. এ-সকল বোর্ড সমূহের অধীনে কওমী শিক্ষাধারাকে সাধারণ শিক্ষা ধারার অনুরূপ ১৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমনঃ ১. প্রাইমারী বা মারহালাতুল ইবতিদাইয়্যাহ, ২. নিম্ন মাধ্যমিক বা মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ, ৩. মাধ্যমিক বা মারহালা সানুবিয়া উলইয়া, ৪. স্নাতক বা মারহালাতুল ফযীলত ও ৫. স্নতকোত্তর বা মারহালাতুত তাকমীল। (*কওমী মাদ্রাসা পরিচিতি*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ১৯৮৪ , পৃ. ১৫)

[৩২]. শ্রেণীসমূহের নাম ঢাকার লালবাগ 'জামেয়া-ই-কুরআনিয়া আরাবিয়ায়' সংরক্ষিত রুটিন থেকে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

বাবে আউয়াল ও হাসতম, তালিখুল ইসলাম ২য় খণ্ড, নুযাহাতুল ক্বারী, কুরআন মাজীদ নাজেরা ১ম থেকে ১০ পারা ও হেফজ ফাতিহ থেকে সূরায় বুরুজ পর্যন্ত ও ৭ম শ্রেণীর উপযোগী বাংলা ও ইংরেজী। **৮ম শ্রেণি:** মূল কিতাব 'নাহুবে মীর'। এর কওমী নাম 'ছাফেলা সুয়োম'। এ-শ্রেণির পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলোঃ ইলমে নুহু শরহে মিয়াতে আমেল, ইলমুচ্ছিগাগ, তাইছিরুল মানতিক, তারিখুল ইসলাম ৩য় খণ্ড, মুফিদুত তালেবীন, মালাবুদ্দাহ মিনহু-যাকাত থেকে শেষ পর্যন্ত, আছান কাওয়াইদে উর্দু, জামালুল কুরআন, কুরআন মাজীদ নাজেরা মধ্যম ১০ পারা ও হেফজ সূরা ফাতির পর্যন্ত ও ৮ম শ্রেণী উপযোগী বাংলা ও ইংরেজী। **৯ম শ্রেণি:** মূল কিতাব 'হিদায়তুন্নাহু'। এর কওমী নাম 'ছাফেলা চাহারম'। এ-শ্রেণীর পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলো: হেদায়তুন্নাহু, মোফিদুত তুলাবা, মিরকাত ছিরতে খাতিমুল আম্বিয়া, ফসুলে আকবরী, নূরুল ইজাজে রাউজাতুল আদব, হিদায়াতুত তিলমিয ১ম খণ্ড, ফাওয়াঈদে মক্কীয়া, কুরআন মাজীদের নাজেরা শেষ ১০পারা ও হিফজ আমাপাড়া। **১০ম শ্রেণি:** মূল কিতাব 'কাফিয়া'। এর কওমী নাম 'আলীয়া আউয়াল'। এ শ্রেণির পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলোঃ কাফিয়া, কুদুরী, বুয়ূউ থেকে শেষ পর্যন্ত, নফহাতুল আরব, শরহে আহযিব, উসুলুশ্ শাশী, তরজমাতুল কুরআন মধ্যম পারা, হেদায়াতুত তিলমিয ২য় খণ্ড ও তারিখে মিল্লাত ১ম খণ্ড।

একদশ শ্রেণি:

মূল কিতাব 'শরহে জা'মী'। এর কওমী নাম 'আলীয়া দুয়োম'। এ-শ্রেণির পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হল: শরহু জা'মী, নূরুল আনোয়ার, ফনজুদ্দাকাইক, কুববী তাহদিকাত, সিরাজী, তরজামাতুল কুরআন শেষ ১০পারা, দুরুসুল বালাগাত ও হাদিয়াতুল মারাজিয়া ১ম খণ্ড।

দ্বাদশ শ্রেণি:

মূল কিতাব 'মোখতাছারুল মা'য়ানী'। এর কওমী নাম 'আলীয়া ছুয়োম'। এ-শ্রেণীর পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলো: মাখতাছারুল মা'য়ানী ফন্নে মানি ও বয়ান, তালখিছুল মিপ্তাহ ফন্নেবদী, শরহে ওয়াকেয়া ১ম ও ২য় খণ্ড, কুতবী তাছাউরাত, মাকামাতে হারিরী, ১ম মোকাম হাদীয়াতুল মারজিয়া ২য় খণ্ড, হুছামী, তরজমাতুল কুরআন ১থেকে ১০ম পারা।

ত্রয়োদশ শ্রেণি:

মূল কিতাব 'জালালাইন'। এর কওমী নাম 'আলীয়া ছাহারাম'। এ-শ্রেণীর পাঠ্যে অন্যান্য কিতাব হলো:জালালাইন শরীফ, ফাউজুল কবির, হেদায়া ১ম ও ২য় খণ্ড, দেওয়ান-মোতানব্বি, ছুল্লামুল উলূম, মায়যুঝি, তরীকা ইলাল ইনসা ২য় খণ্ড।[৩৩]

১৯৭১ সালের পর ইসলামী শিক্ষার উচ্চ স্তরে দরসে নিজামী বা কওমী মাদ্রসায় পূর্বের যে পাঠ্যক্রম অনুকরণ করা হত তা আর থাকে নি। সময়ের বিবর্তনে এ সংশোধন -সংযোজন করা হয়েছে। তখনকার সময় কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পরীক্ষা পদ্ধতি , সনদ প্রদান, শিক্ষক নিযুক্তি, শিক্ষার মান যাচাই ইত্যাদি বিষয়ে মাদ্রাসাগুলোতে বিভিন্ন অসুবিধা বিরাজ করছিল। ১৯৭৮ খ্রি. বেফাক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে দরসে নিজামী মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের জন্য নিম্নবর্ণিত পাঠ্যসূচি অনুকরণ করা হচ্ছে।

মারহালাতুল ফযীলত (স্নাতক ডিগ্রী) ১ম বর্ষ:

১। তাফসীর-১১ পারা-৩০ পারা, বাংলা অনুবাদ ২। হাদীস রিয়াদুস সালেহীন

৩। ফিক্হ হিদায়া -১ম খণ্ড 　　 ৪। ফিক্হ হিদায়া -২য় খণ্ড

৫। উসুলুল ফিক্হ নুরুল আনওয়ার -কিতাবুল্লাহ 　 ৬।আরবী সাহিত্য মুখতারাত

৭। বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) 　 দুরুসুল বালাগাত ৮। ফরায়েয 　 সিরাজী

মারহালাতুল ফযীলত (স্নাতক ডিগ্রী) ২য় বর্ষ:

---

[৩৩]. পাঠ্য তালিকা দীনী শিক্ষা বোর্ড, হবিগঞ্জ; 　 উদ্ধৃত: ড. মো: আবদুস সাত্তার, পৃ. ৩৭৮-৮০

Dhaka University Institutional Repository

১। তাফসীর	তাফসীরে জালালাইন ১ম পত্র
২। তাফসীর	তাফসীরে জালালাইন ২য় পত্র
৩। উসুলুত তাফসীর	আল ফাওযুল কাবীর
৪। হাদীস	মিশকাত শরীফ -১ম ভাগ মুকাদ্দিমাসহ
৫। হাদীস	মিশকাত শরীফ-২য় ভাগ
৬। উসুলল ফিক্হ	নুরুল আনওয়ার- সুন্নাত থেকে শেষপর্যন্ত
৭। কালাম	আকীদাতুত তাহাভী

মারহালাতুল তাকমীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী) ১ম বর্ষ দাওরায়ে হাদীস

১। সহীহ বুখারী (পূর্ণ) ২। সহীহ মুসলিম (পূর্ণ)
৩। জামি আত-তিরমিজি (পূর্ণ) ৪। সুনানে নাসাঈ (পূর্ণ)
৫। সুনানু ইবনে মাজাহ পূর্ণ ৬। সুনানু আবি দাউদ পূর্ণ
৭। তাহাবী শরীফ পূর্ণ ৮। মুয়াত্ত ইমাম মালিক (পূর্ণ)
৯। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (পূর্ন)

মারহালাতুল তাকমীল (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী) ২য় বর্ষ দাওরায়ে হাদীস

যে কোন একটি বিষয় (গবেষণার আলোকে)

১। উলুমুল কুরআন ২। উলুমুল হাদীস ৩। উলুমুশ শরীয়া
৪। লুগাতুল আরাবিয়া ৫। উলুমুদ দীন ৬। ক্বিরআত ও তাজভীদ

বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল-

Table-6: **Madrasahs under the Qawmi education board by level**[৩৮]

As of 2008, the board oversees almost 9000 madrasahs at the following levels:[4]

Madrasahs under the Qawmi education board by level		
Level	**Analogue/description**	**# of Schools***
Takhmil	Master's	300
Fazilat	Bachelor's	200
Sanaria ammah	secondary	1000
Mutawassitah	lower secondary	2000
Ibtedayi	primary	3000
Tahfeez ul Quran	memorisation of the Qur'an	2000
*Madrasahs are listed by highest level taught since some offer more than one level.		

উল্লেখিত তথ্যে দেখা যায় যে, আলিয়া মাদ্রাসার শ্রেণি পাঠ্যসূচি এবং কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে ফিক্হ বিষয়ক পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলে এখান থেকে শিক্ষার্থীরা ‘ইলমি ফিক্হ অর্জন করে সমাজে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের খ্যাতিমান যে সমস্ত আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা ফিক্হ চর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে নিম্নে সে সকল মাদ্রাসার (বিভাগ ভিত্তিক) সংক্ষেপে বর্ণনা দেয়া হল।

৩৮. http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Qawmi_Madrasah_Education_Board

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. পাংগাশিয়া নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, পটুয়াখালী

পাংগাশিয়া নিবাশী মাওলানা মুহাম্মদ হাতেম আলী ১৩৩৭হি./১৯১৯খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ছারছীনা শরীফের পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন (র.) এর অন্যতম খলীফা মাওলানা মুহাম্মাদ হাতেম আলী তারঁ পীরের নামানুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করেন। পটুয়াখালী জেলার মধ্যে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী এবং সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।পটুয়াখালী জেলা শহরে অবিস্থত এ মাদ্রাসাটি ১৯৩৬ সালে একত্রে আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৫৩ সালে কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। ১৯৬১-১৯৯০ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন পাঙ্গাশিয়া নিবাসী মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফারুক (মৃ.১৪১১হি.১৯৯০খ্রি.)। ১৯৯৪-১৯৯৯ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব ছিলেন পটুয়াখালী জিলার মরিচকুনিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদির খান (জন্মঃ ১৯৫১ খ্রি.)। ২৮/০৬/১৯৯৯ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যবধি(২০১২খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা শাহ মাহমুদ ওসমান সোহেল। অত্র মাদ্রাসায় ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠদান করেন মাওলানা মুফতী ইউসুফ আলী ।তিনি ১৪/০৮/১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যবধি(২০১২ খ্রি.) এ মহান গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদীছ এবং তাফসীর এবং সাগরদি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ফিক্‌হ বিষয় নিয়ে কামিল পাশ করেন। এ মাদ্রাসায় কামিলে ছাত্র সংখ্যা ১২৫ জন। মোট ছাত্র সংখ্যা ৭০০ জন।[১]

২. বরগুনা দারুল উলুম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরগুনা

বরগুনা জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ ঐতিহ্যবাহী কামিল মাদ্রাসাটি ১৩৮৯হি./১৯৭০খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব মাস্টার আবদুল লতিফ মিয়া (মৃ.১৯৯৬) প্রতিষ্ঠা করেন।[২] তিনি পৌর সভার ৩ বার চেয়ারম্যান ছিলেন। এসময়ই তিনি মাদ্রাসার প্রতি মনোযোগী হয়ে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। মো: আজহার উদ্দীন (র.), আসগর আলী (র.), রোসমত আলী খান (র.) (সাবেক এম.এল.এ.-১৯৭৩), হাজী আইউব আলী, আবু হোসেন জমাদ্দার, আবুল কালাম আজাদ, এ্যাড. আসাদুজ্জামান সেলিম প্রমূখ জমি ও নগদ অর্থ দান করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[৩] ০১ জুলাই ১৯৯৬ খ্রি, কামিল শ্রেণীর অনুমতি ও ০১ জুলাই ১৯৯৮ খ্রি. কামিল শ্রেণীর স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় জমির পরিমাণ প্রায় ১.৫ একর । বর্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ এবং কামিল শ্রেণীতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। এখানে হাদীছ শিক্ষার পাশাপাশি ফিক্‌হ বিষয়কে গুরুত্বের সাথে পাঠ দান করেন মাওলানা আবদুর রহমান (১৯৫৬ খ্রি.) তিনি ১/৪/১৯৭৬ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যবধি (২০১২ খ্রি.) কর্মরত আছেন। এ মাদ্রাসায় ১০/৩/১৯৭৫ খ্রি. তারিখ থেকে ৩০/১১/১৯১০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩৬ বছর পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন পাথরঘাটা থানাধীন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ । তিনি হাদীছ, তাফসীর এবং আদিব বিষয়ের উপর কামিল পাশ করেন। মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা থেকে ১৯৬৯ খ্রি. ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন। অত্যন্ত দক্ষতার

---

১. গবেষকের সরেজমিনে জরিপ, অফিস রেকর্ড অত্র মাদ্রাসা।

২. মাষ্টার আ: লতিফ, দক্ষিণ বরগুনা গ্রামের অধিবাসী, বরগুনা পৌরসভার সর্বপ্রথম চেয়ারম্যান। তিনি ১৯৭০ সনের ০১ মার্চ বরগুণা দারুল উলূম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। (সাক্ষাৎকার, মাও. আ: রশিদ, সাবেক অধ্যক্ষ, বরগুণা কামিল মাদ্রাসা)

৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে এবং সুনামের সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে তিনি এ মাদ্রাসাকে অনেক উন্নতি করেছেন। বর্তমানে (২০১৩ খ্রি.) অধ্যক্ষের হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বরগুনা সদর থানার মাওলানা মুফতী মোঃ মামুনুর রশীদ

৩. পূর্বগুদিঘাটা ছালেহিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরগুনা

বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় অবস্থিত এ মাদ্রাসা ১৩৭৯হি./১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছারছীনা শরীফের অন্যতম খলীফা, বিশিষ্ট 'আলেমে দীন, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মৌলভী মোঃ ইসমাইল গাজীর ভূমিকাও অনেক । তিনি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব এর উস্তাদ। তার নির্দেশনা, পরামর্শ, সহযোগিতায় তিনি (মাওলানা ইয়াকুব) এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৭৭৮ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন। ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠদান করেন পটুয়াখালী নিবাসী মাওলানা মুফতী মোঃ ওয়ালীউল্লাহ (জন্ম ১৯৮০ খ্রি.)। তিনি ছারছীনা দারুস্‌সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদীছ ও ফিক্হ বিষয়ে কামিল পাশ করেন। ১/০৭/২০০১ থেকে অদ্যবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস।[৪] তাঁর অসামান্য প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসায় ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আইন চর্চা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও এ মাদ্রাসায় প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত তা'লিমি জলসায় সাধারণ মুসুল্লীদের মাঝে তিনি ইসলামী বিধি-বিধান, মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

৪. করুণা মোকামিয়া কামিল মাদ্রাসা

করুণা মোকামিয়া কামিল মাদ্রাসাটি বরগুনা জেলার বেতাগী থানায় অবস্থিত। ১৩৬০হি./১৯৪২ সালে মোকামিয়া দরবার শরীফের পীর হযরত মাওলানা হাছান উদ্দিন (র.) ইসলামী আইন কানুন, নিয়ম নীতি সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্থানীয় এলাকাবাসীর সহায়তায় এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ মাদ্রাসা ১৯৪৫ সালে, ১৯৫০ সালে আলিম এবং ১৯৬২ সালে ফাযিল এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭৮ সালে কামিল হাদীস খোলা হয় । ১৯৯১ সালে কামিল ফিক্হ এবং ১৯৯৫ সালে কামিল তাফসীর কোর্স চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অত্র মাদ্রাসাটি অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ মাদ্রাসাটি ১৯৯১, ১৯৯২ এবং ১৯৯৮ সালে জিলা পর্যায় 'শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। প্রতি বছর এখান থেকে অসংখ্য ছাত্র মুহাদ্দিস, মুফতী এবং মুফাচ্ছির হয়ে বের হয়ে আসছে। এখানে প্রধান ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন মাওলানা মুফতী মোঃ জাহেদ আলী সরকার। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে অদ্যবধি ফিক্হ বিষয়ে অধ্যাপনায় রত আছেন। বর্তমানে এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ পদে ১৯৯১ সাল থেকে দায়িত্বে রয়েছেন মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান । অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে 'ইলমে ফিকহের উপর জ্ঞান অর্জন করে মুসলিম সমাজের সাধারণের মাঝে ইসলামী বিধি বিধানের জ্ঞান ছড়িয়ে দিচ্ছেন।[৫]

৫. ভোলা দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসা, ভোলা

ভোলা জেলা সদরে অবস্থিত ভোলা দারুল হাদীছ কামিল মাদ্রাসা ১৩৪৩হি./১৯২৫ খ্রি. সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোলা জেলার এটি একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা। দীপাঞ্চল ভোলার গাছ পালা বেষ্টিত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত অনেক পুরাতন এ মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করে অসংখ্য শিক্ষার্থী মুহাদ্দিস

---

[৪]. অফিস রেকর্ড, গুদিঘাটা মাদ্রাসা, বেনবেইস তথ্য, গবেষকের সরেজমীনে জরীপ।

[৫]. অফিস রেকর্ড, করুনা মোকামিয়া কামিল মাদ্রাসা; শাহ মুহাম্মদ আমীমূল ইহসান, মাদ্রাসাই আলিয়া করুণা মোকামিয়া সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মাদ্রাসা স্মরণিকা, ১৯৯৮, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

ও মুফতী হয়ে বের হয়ে সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৭৮৯ জন এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫৭ জন। এখানে কামেলে হাদীছ এবং ফিক্‌হ দুটো বিভাগ রয়েছে। ১০/০৭/১৯৯৩ খ্রি. তারিখ থেকে এখানে ফিক্‌হ বিভাগ খোলা হয়। এ বিভাগ খোলার পর থেকেই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন মাওলানা মুফতী আহমাদুল্লাহ। তিনি সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ১৯৯২ সনে ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করে ১০/০৭/১৯৯৩ খ্রি. অত্র মাদ্রাসায় প্রধান মুফতী হিসেবে যোগদান করেন। এ বিভাগে মাওলানা ফরীদ উদ্দীন ফকীহ হিসেবে যোগদান করে ইসলামী জ্ঞান, বিজ্ঞান, আইন, কানুন, বিধিমালা বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখছেন। এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় দীর্ঘ ৩৮ বছর পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন। তার পর ২০১১ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন মাওলানা আবুল বাশার মোহাম্মাদ আবদুল আযীয।[৬]

৬. চরফ্যাশন কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, চরফ্যাশন, ভোলা

ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানা সদরে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি ১৯৪৫ সালে স্থানীয় ধর্মপরয়ন লোকদের সহায়তায় মাওলানা মোহাম্মাদ কালীমূলণ্ঢাহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাদ্রাসার উন্নতির ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় জনগণ বেশ সহযোগিতা করে আসছে। এটি ১৯৫১,১৯৫৩,১৯৫৫ ও ১৯৭২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। মাদ্রাসার অবকাঠামগত, শিক্ষাগত উন্নয়ের জন্য মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (জ.১৯৩৫ খ্রি.) এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি এ মাদ্রাসায় ১৯৫৩ খ্রি. থেকে ২০০০খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে মাদ্রাসার বিভিন্ন দিক উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই এখানে হাদিছ বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০৫০ এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন । এখানে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন মাওলানা আশরাফ আলী (উপাধ্যক্ষ অত্র মাদ্রাসা) এবং মাওলানা রফিকুল ইসলাম । বর্তমানে ০১/০১/২০০২ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল বারী হাওলাদার [৭] এ মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী ‘ইলমি ফিক্‌হ অর্জন করে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন করছে।

৭. বোরহানউদ্দীন কামিল মাদ্রাসা, বোরহানুদ্দীন, ভোলা

ভোলা জিলার বোরহানুদ্দীন থানাধীন কুতবা ইউনিয়নে এ মাদ্রাসা অবস্থিত । ১৩৩৯হি./১৯২১ সালে স্থানীয় বিখ্যাত আলিম মাওলানা আজিজুল্লাহ এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৩২, ১৯৩৮ ও ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ)এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করেন। এ মাদ্রাসার চতুর্দিক নদী বেষ্টিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয় । তবুও মাদ্রাসা শিক্ষকদের আপ্রাণ চেষ্টা, স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা এবং স্থানীয় লোকদের আন্তরিকতার ফলে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে। ৮ একর ৭২ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীতে হাদীছ ও ফিকহ এ দুটি বিভাগ চুল রয়েছে। ১৯৯৩ সালে এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ বিভাগ চালু করা হয়। ফিক্‌হ বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন পটুয়াখালী জেলাধীন মাওলানা মুফতী হাবিবুর রহমান (জ.১৯৭৪খ্রি.) তিনি এ মাদ্রাসা থেকেই ফিক্‌হ বিভাগে পাশ করেন এবং এ মাদ্রাসা-ই অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ মাদ্রাসায় ইতোপূর্বে প্রধান ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

---

[৬]. গবেষকের সরেজমিনে রিপোর্ট, অফিস রেকর্ড, ভোলা দারুল হাদীস কামিল মাদ্রাসা ।

[৭]. অফিস রেকর্ড, চরফ্যাশন কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল্লার আব্দুল আযীয মজুমদার এবং মাওলানা মুফতী খলিলুর রহমান। বর্তমানে এ বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন মাওলানা মুফতী মোঃ হাবিবুল্লাহ।এ মাদ্রাসায় বর্তমানে (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন এ.বি. আহমাদুল্লাহ আনসারী । তিনি ১/১০/২০১০ খ্রি. থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এখানে ফিকহ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬১ জন এবং মোট ছাত্র সংখ্যা ১০৭৬ জন।[৮]

৮. ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসাটি প্রখ্যাত পীর মাওলানা নিছার উদ্দিন আহমদ(র.) (মৃ.১৯৫২ খ্রি.) ১৯১৫ খ্রি. পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) উপজেলার ছারছীনা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন, ইসলামী আইন এবং ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্র মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই মূলত এ মাদ্রাসা[৯] প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এখানে দূর-দূরান্তের ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে, তাদের ও শিক্ষকদের থাকার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন গোলপাতার ছাউনি বিশিষ্ট আরো একটি ঘর। এর নামকরণ করেন 'ফাতেহীয়া লিল্লাহ বোর্ডিং'।[১০] সেখানে মাওলানা হিসেবে মাওঃ আব্দুর রহমান ফরিদপুরী (র.) কে প্রধান নিযুক্ত করেন।[১১]

১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ খ্রি. সময়কালকে মাদ্রাসার দ্বিতীয় স্তর বলা চলে। এ সময়ে মূল মাদ্রাসা ভবন,[১২] হাফিজী মাদ্রাসা,[১৩] বৃহত্তর দ্বিতল ছাত্রাবাস[১৪] ও মসজিদ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং মাটি ভরাটসহ অনেক উন্নয়ন কাজ সাধিত হয়। ১৯৩৮ খ্রি. থেকে ১৯৫০ খ্রি.কে তৃতীয় স্তর বলা যায়। এ সময়ে

---

৮. অফিস রেকর্ড, বোরহানুদ্দীন কামিল মাদ্রাসা

৯. উনিশ শতকের প্রথম দশকে নেছারুদ্দীন (র.) শার্শিনায় নিজ বাড়িতে নারিকেল, সুপারির ও আম-কাঠালের বাগান গাছ কেটে স্থানিয় মুসলিম শিশুদের অরবী-ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য গেলপাতা দিয়ে একখানা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছিল মূলত একটি কেরাতিয়া মাদ্রাসা। ক্রমান্নয়ে এ-মক্তবের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও শার্শিনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৫ খ্রি. উল্লেখ করা হলেও মূলতঃ এর বুনিয়াদ স্থাপিত হয় ১০/১২ বছর পূর্বে। গবেষকগণ মনে করেন এ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সূচনা ১৮ শতকের শেষ দিকে শুরু হয়ে ১৯১৫ সনে পরিপূর্ণ শিক্ষায়তনে রূপ লাভ করে। মাদ্রাসার ১ম শিক্ষক ছিলেন ক্বারী খোরশেদ আলী (র.), তারপরে ইদিলপুরের মৌলভী মির্জা আলী (র.)। তাঁরা নিয়মিত ফিক্হ মাসআলা-মাসায়েলের তা'লীম দিতেন ও ভাণ্ডারিয়ার মাস্টার এমদাদ আলী (র.) বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। [*পাক্ষিক তাবলীগ*, ১লা চৈত্র, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৪; আঃ বারী খন্দকার, হযরত মাওঃ শাহ নেছারুদ্দীন আহম্মদ (র.), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৫৩-৫৪; অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, *শার্শিনা একটি নাম: একটি ইতিহাস*, বরিশালঃ শার্শিনা লাইব্রেরী, ২০০৭, পৃ. ০৩; মুহাম্মদ আঃ রশিদ, শর্শিনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র.),ঢাকাঃ ধানমন্ডি, ৩২০ সোনাগাও রোড, সবুজ মিনার প্রকাশনী, ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৭), পৃ. ৫০-৫১); মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর রচিত 'DARUSSUNNAT JAMIA-E-ISLAMIA' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'In 1914With a very amditious plan established a Madrasah called Sarsina Sarus Sunnat Thogh this Madrasah was run on the line of the Sustem of Goverment madrasah Yet it Maintanied its own charactesristics' (*DARUSSUNNAT JAMIA-E-ISLAMIA*, P. 2)

১০. ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.): একটি জীবন একটি ইতিহাস ঢাকাঃ শার্শিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ২০০৫, পৃ. ৩৬

১১. মাওঃ আঃ রহমান ফরিদপুরী রহ. ছিলেন পীর সাহেবের বড় জামাতা

১২. ১৯৩০ সনে নেছারুদ্দীন নিজ বসতবাড়ির নারিকেল ও শুবাক গাছ কেটে ৮০হাত দৈর্ঘ্য ও ২০হাত প্রস্ড় মাদ্রাসার মূল ভবেনের জন্য একটি দালান নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেন। '৩১ সনে সে অনুযায়ী ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সরকারী বিধি অনুযায়ী '৩৪ সনের জানুয়ারী মাসে নিজে বসবাসের জন্য সামান্য কিছু জমি রেখে (এক চতুর্থাংশ) বাকী সব মাদ্রাসা ও বোর্ডিং-এর জন্য ওয়াক্ফমূলে দলিল করে দেন। [প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬]

১৩. ১৯৩৮ খ্রি. পীর সাহেব ছাত্রদেরকে আল-কুরআন হিফ্জ করার নিমিত্তে হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। [প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮]

১৪. ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারী অর্থ ও বেসরকরীভাবে জনগণের দানে ২৭২ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২৭ ফুট প্রস্থ দ্বিতল ছাত্রাবাসের কাজ সমাপ্ত হয়। [প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬]

Dhaka University Institutional Repository

টাইটেল (কামিল) ক্লাস চালু ও এজন্য শিক্ষক নিয়োগসহ অতিরিক্ত জমি ক্রয় ও ভবন সম্প্রসারণ, ছাপাখানা স্থাপন,[১৫] একাডেমিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হওয়া, পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, কতুবখানা স্থাপন ও একটি পত্রিকা [১৬] প্রকাশ হয়।

১৯৫১ খ্রি.থেকে বর্তমান পর্যন্তকে আধুনিক স্তর বলা চলে। এ সময়ে ১৯৫২ খ্রি. মাওঃ নেছারুদ্দীন (র.)এর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ রহ. মাদ্রাসার হাল ধরে পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করেন ও মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের‌র জন্য নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যান। মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মাদ সালেহ (র.)এর পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ মোহিব্বুল্লাহ এ মাদ্রাসার দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করছেন। মাদ্রাসায় সর্বমোট জমির পরিমান ২০.৫৩ একর। ছাত্র সংখ্যা: ১৪৫২জন (কোন ছাত্রী নেই)।[১৭] এ মাদ্রাসার অনেক ছাত্র রয়েছে পরবর্তীকালে যারা বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফতী, ইসলামী চিন্তাবিদ[১৮] হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন ড. সৈয়দ মুহাম্মদ শরাফত আলী (জ.১৯৬৪খ্রি.) তিনি হাদীছ ও তাফসীর থেকে কামিল, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে মাস্টার্স এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। এখানে বর্তমানে প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুফতী মোঃ আবু ইউসুফ তিনি এ মাদ্রাসা থেকেই ১৯৯০ সনে ফিক্‌হ বিষয়ে কামিল পাশ করেন এবং ১ম শ্রেণীতে ১ম হন। এর পর তিনি অত্র মাদ্রাসায় ১৯৯৫ সনে একই বিভাগে যোগদান করে 'ইলমি ফিক্‌হ বিস্তারে অবদান রাখছেন। এ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৫ জন।[১৯]

৯. টগড়া দারুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা

পিরোজপুর জেলা, জিয়ানগর উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নের টগড়া গ্রামে ১৯৫৫ খ্রি. এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা হয়। হাজী মোখলেস উদ্দীন (র.), মাস্টার হাবিবুর রহমান (র.), মাওঃ জয়নুল আবেদীন (র.) ও হাজী শফিউদ্দীন (র.) জমি ও নগদ অর্থ দান করে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মাদ্রাসার জমির পরিমাণ: ৮একর (৩.৩৪ শতাংশ)। অন্যান্য জমি ও অর্থ দাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- ভাণ্ডারিয়া উপজেলার এম. এ. খালেক, জিয়ানগর উপজেলার ফলুল কবির, পিতা: আ: করিম (র.), ইকরামুল কবির, বাগেরহাট জেলার বাধাল গ্রামের মো: সুমন মিয়া ও জসিম উদ্দীন খান প্রমূখ। মাদ্রাসাটি ০১ জুলাই ১৯৫৭ খ্রি. সর্বপ্রথম বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দাখিল শ্রেণীর অনুমতি পান।[২০] এরপর যথাক্রমে ০১জুলাই ১৯৭১ খ্রি. অলিম,[২১] ০১জানুয়ারী ১৯৮৪ খ্রি. ফাজিল[২২] ও ০১জুলাই

---

[১৫]. ১৯৪৮ খ্রি. মাদ্রাসার তহবিল থেকে বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। [প্রাগুক্ত, পৃ. ১১]

[১৬]. ১৯৫০ খ্রি. ছারছীনা দরবার শরীফের মুখপাত্র হিসেবে 'পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। [প্রাগুক্ত, পৃ. ১১]

[১৭]. অডিট রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮ খ্রি.

[১৮]. ছারছীনা মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র যারা পরবর্তীকালে সমাজে ইসলামী আইন বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদিরসহ মাওলানা মুহাম্মাদ বাহার উদ্দীন (জন্ম: ১৩৫৬হি./১৯৩৭খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল (১৩৬৫হি./১৯৪৫খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (জন্ম:১৩৫০হি./১৯৩১খ্রি.), ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আবদুল মালেক, ড. আলী হায়দার, ড. আনছার উদ্দীন, ড. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, ছারছীনা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আ.ক.ম.আহমাদুল্লাহ ও কবি রুহুল আমীন এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [দ্র. মুহাম্মদ আবদুর রশিদ. শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়াজ মাখদুম, ঢাকা: সবুজ প্রকাশনী,১৯৯৪, পৃ. ৯০]

[১৯]. গবেষকের সরেজমিনে প্রতিবেদন। ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা

[২০]. বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দেয় দাখিল শ্রেণীর অনুমতি পত্রের স্মারক নম্বর হচ্ছে, ২৬৬১ (৩/জি), তাং ১-১২-১৯৫৭। (টগড়া মাদ্রাসার ফাইলে সংরক্ষিত আহসান মঞ্জুর এণ্ড কোং-চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস-এর অডিট রিপোর্ট, ২০০২-০৩ থেকে সংগৃহীত)

[২১]. আলিম শ্রেণীর অনুমতি পত্রের স্মারক নং ৪৫০/ টি ৩৪ তাং ০৯-০৩-'৭২। (প্রাগুক্ত)

Dhaka University Institutional Repository

২০০২ খ্রি. কামিল[২৩] শ্রেণীর অনুমতি পান। মাদ্রাসাটি সর্বপ্রথম এম.পি.ও. ভূক্ত হয় ০১সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ খ্রি.। এ মাদ্রাসায় হাদীছ এবং ফিক্‌হ দুটি বিভাগ খোলা হয়েছে। ২০০৪ খ্রি. ফিক্‌হ বিভাগ খোলা হয় । এ পর্যন্ত শিক্ষক পর্যাপ্ত না থাকায় ফিক্‌হ বিভাগে কোন ছাত্র ভর্তি করা হয়নি। তবে অন্যান্য শ্রেণীতে ১/০৪/১৯৮৩ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয় পাঠ দান করে আসছেন বাগেরহাট জেলাধীন মাওলানা মুফতী মোঃ হারুনুর রশীদ (জ. ১৯৬২ খ্রি.)। তিনি এ মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়াও ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করেন বাগেরহাট জেলাধীন মাওলানা মুফতী সোলায়মান। এখানে ১০/০১/২০১০ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন বাগেরহাট জেলার মোঃ দেলোয়ার হোসেন হাওলাদার।

১০. ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্রাসা

ঝালকাঠী সদর উপজেলার বাসাণ্ডা গ্রামে মাওঃ আজিজুর রহমান (কায়েদ সাহেব) এ মাদ্রাসাটি ১৩৭৫হি./১৯৫৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন।[২৪] সৈয়দ নুরুল হক, মাওঃ মুফিজুর রহমান (র.) (কায়েদ সাহেব হুজুরের পিতা), মাওঃ লুৎফর রহমান রহ.(হুজুরের চাচা), মো: শাহাবুদ্দিন জমি দান করে এবং দেলোয়ার হোসেন (বিভাগীয় ট্যাক্র কমিশনার), সোহরাব হোসেন, জাকির হোসেন, আলী আজিম খান, জহিরুদ্দীন ও সরফুদ্দীন আহম্মেদ সান্টু প্রমূখ নগদ অর্থ দান করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[২৫] এ মাদ্রাসার জমির পরিমাণ: ১২.০৩একর (৮.৭৫ শতাংশ)। বর্তমানে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫৮৪ জন (ছাত্র ২৫৫৩ + ছাত্রী ২০)।[২৬] বর্তমানে ১৯৯৪ সাল থেকে এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওঃ মোঃ খলিলুর রহমান[২৭]। এ মাদ্রাসাটিতে ফিক্‌হ বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মুফতীগন হলেন- ফিক্‌হ চালু হয় ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ দেলোয়ার হোসেন (জ.১৯৭২ খ্রি.) ফিক্‌হ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি হাদীছ এবং তাফসীর বিভাগ থেকে এবং এ মাদ্রাসার ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন এবং ২০০৪ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি ছাড়াও এ বিভাগে রয়েছে মাওলানা মুফতী রফীকুল

---

২২. ফাজিল শ্রেণীর অনুমতি পত্রের স্মারক নং ২৬১/২ তাং ১০-০১-'৮৫। (প্রাগুক্ত)

২৩. কামিল শ্রেণীর অনুমতি পত্রের স্মারক নং রিক/ ১৭৮/ '০৮ তাং ২৫-০৩-'০৩।(প্রাগুক্ত)

২৪. কায়েদ সাহেব হুজুর ০১ জানুয়ারী ১৯৫৬ খ্রি. সর্বপ্রথম একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে নাম দেন 'নেছারাবাদ মাদ্রাসা'। এরপর ০১ জুলাই ১৯৬১ খ্রি. দাখিল পর্যায়ে উন্নীত করাসহ পর্যায়ক্রমে, ০১ জুলাই ১৯৬৬ খ্রি. আলিম ও ০১ জুলাই ১৯৭১ খ্রি. ফাজিল পর্যায়ে উন্নীত করে নামকরণ করা হয় 'নেছারাবাদ ছালেহিয়া আলীয়া মাদ্রাসা'। ০১ জুলাই ১৯৮৬ খ্রি. কামিল পর্যায়ে উন্নীত হলে আবার নামকরণ পুণ: সংস্করণ করে রাখা হয় 'ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্রাসা'। [ম্যানুয়েল, সাধারণ ও ভর্তি বিষয়ক নিয়মানলী, ঝালকাঠী এন.এস.কামিল মাদ্রাসা (ঝালকাঠীঃ নেছারাবাদ, বাসাণ্ডা), সম্পাদনায়, জহিরুল ইসলাম শরীয়তপুরী। ১৯৯৪ খ্রি. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশ, ১৩তম সংস্করণ জুলাই, ২০০৭, পৃ. ০৮]

২৫. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, পিরোজপুর, ঝালকাঠী ও বরগুণা জেলায় আরবী-ইসলামী শিক্ষা ঃ একটি পর্যালোচনা, অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে সংগৃহিত।গবেষক (ড. আখতারুজ্জামান) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যগুলো সংগ্রহ করেন। সাক্ষাতকার দেন মাওঃ সাদেক, সাবেক উপাধ্যক্ষ, নেছারাবাদ কামিল মাদ্রাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৫ নভেম্বর '০৮, উপধ্যক্ষের কার্য্যালয়

২৬. নেছারাবাদ মাদ্রাসার ফাইলে সংরক্ষিত হাফিজ আহমদ এণ্ড কোং চাটার্ড একাউন্টেন্স, (ঢাকা: মিরপুর, ১২৫/১সাইথ পীরেরবাগ), কর্তৃক দেয় অডিট রিপোর্ট-২০০৮ থেকে সংগৃহীত।

২৭. মাওলানা খলীলুর রহমান কায়েদ ছাহেব হুজুরের ছেলে। তিনি কায়েদ ছাহেব হুজুরের ইন্তেকালের পর এ মাদ্রাসা এবং দরবারের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম। এ বিভাগে (২০১২ খ্রি.) মোট ছাত্র সংখ্যা ৩২ জন। এখানে মোট তিনটি বিভাগ রয়েছে হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্হ । তিন বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ১১০ জন।[২৮]

১১. সাগরদি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল

বরিশাল বিভাগীয় সদরে অবস্থিত এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটি ০১/০১/১৯৬৪ খ্রি.সাগরদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা আবদুল মজিদ[২৯]। অত্র মাদ্রাসাটিতে ১ম ফিকহ এবং হাদীছ বিভাগ খুললেও হাদীছের শিক্ষক এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে হাদীছ বিভাগ চালু নেই। এখানে শুধু ফিক্হ বিভাগ চালু রয়েছে। ১৯৮৫ খ্রি. তারিখ থেকে এ বিভাগ চালু হয়। শুরু থেকেই এ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুফতী মোঃ আবদুল মোমেন (বর্তমানে অবসরে) । বর্তমানে এ বিভাগের প্রধান হিসেবে আছেন মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসেন । তিনি অত্র বিভাগে ১/১০/১৯৯৩খ্রি.তারিখ থেকে অদ্যবধি দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বরিশাল জিলাধীন হিজলা উপজেলার মাওলানা মোঃ আশরাফ আলী দেওয়ান (জ.১৯৫৭ খ্রি.)। তিনি অধ্যক্ষ ০১/০৭/১৯৮০ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কামিল শ্রেণীতে বর্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৬৮।[৩০] পর্যায়ক্রমে এ মাদ্রাসা উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

১২. বাঘিয়া আলআমীন কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল

বরিশাল বিভাগীয় শহরের বাঘিয়ায় মাস্টার আবদুর রহমান খান (মৃ.২০০৮ খ্রি.)১৩৯৪হি./১৯৭৫ সালে স্থানীয় এলাকাবাসীদের সহায়তায় এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশী পরিমান ছিল না। ১৯৮১ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন জমিয়াতুল মোদ্দাররেছিন এর মহাসচিব কাজী আবদুল লতিফ। তার অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে নিয়ে মাদ্রাসার পর্যায়ক্রমে উন্নতি করতে সক্ষম হন। তিনি ২০০৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার পরে ২৮/১০/২০১০ খ্রি. তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন মাওলানা এম.এ.রব । ইতোপূর্বে তিনি ১৯৯৫ খ্রি. থেকে উপধ্যাক্ষ হিসেবে অধ্যক্ষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০০১ খ্রি. মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জাতীয় পুরুস্কার গ্রহণ করেন। এখানে কামিল শ্রেণীতে দুটি বিভাগ রয়েছে তাফসীর ও হাদীস । এ মাদ্রাসায় ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাকেরগঞ্জ থানাধীন মাওলানা মুফতী মোঃ খলীলুর রহমান । তিনি ০১/০৬/১৯৯৮ তারিখ থেকে এ মাদ্রাসায় কর্মরত আছেন। তিনি সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ফিকহ বিষয়ে কামিল পাশ করে প্রথমে ভোলা বোরহানউদ্দীন কামিল মাদ্রাসায় এবং

---

[২৮]. গবেষকের সাক্ষাতকার, অত্র মাদ্রাসার (ঝালকাঠী এন.এস. কামিল মাদ্রাসা) উপাধাক্ষ এবং প্রধান মুফতী, সাক্ষাতকারের তারিখ ২৬/০৪/২১২ খ্রি.

[২৯]. মাওলানা মোঃ আবদুল মজিদ (মৃ.১৯৯৮ খ্রি.) একজন সাধারণ শিক্ষিত লোক ছিলেন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স এবং মাস্টার্স করেছেন। তাঁর আরবী সাহিত্যে অত্যাধিক দখল থাকায় তিনি ছারছীনা দরবারে ঘন্টার ঘন্টার পর আরবীতে কথা বলতে পারতেন। বিধায় ছারছীনা দরবার শরীফে তাকে মাওলানা হিসেবে সাব্যস্ত করা হত। তিনি ছারছীনা মরহুম পীর মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) এর একজন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তিনি মেহেন্দীগঞ্জের ভাষানচরের পীর সাহেব হিসেবে খ্যাত।

[৩০]. অফিস রেকর্ড, সাক্ষাতকার, অত্র সাগরদি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সাক্ষাতকারের তারিখ ২৫/০৪/২০১২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

এর পর অত্র মাদ্রাসায় ইসলামী জ্ঞান বিতরণে অব্যহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০০।[৩১]

১৩. চরমোনাই আহছানাবাদ রাশীদিয়া কামিল মাদ্রাসা, বরিশাল

বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরমোনাই ইউনিয়নে এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা অবস্থিত। চরমোনাই এর বিখ্যাত পীরে কামেল মাওলানা সৈয়দ ইছাহাক (১৩২৬ হি./১৯০৮ খ্রি.-- ১৩৯৪হি./১৯৭৪ খ্রি.) ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী ধর্মীয় জ্ঞান, ইসলামী বিধি-বিধান ('ইলমি ফিক্হ) সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি একাধারে শিক্ষকতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এটি ১৯৪৭, ১৯৫৩, ১৯৫৬ ও ১৯৭০ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৪৭ খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ইছহাক এ মাদ্রাসায় হাদীছ, ফিক্হসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দান করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা ফজলুল করীম এ মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ০১/০৪/২০১০ সাল থেকে (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোঃ আহমাদুল্লাহ। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কামিলে হাদীছ এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ফিক্হর ক্লাশ নিয়ে আসছেন। ঝালকাঠী জেলার মাওলানা মুফতী ইমামুদ্দিন মুহাম্মদ ত্বহা ফিক্হ এর উপর তা'লিম দিয়ে থাকেন।[৩২]

১৪. কাছেমাবাদ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, গৌরনদী, বরিশাল।

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানাধীন কাসেমাবাদ ইউনিয়নে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। ১৯৩২ খ্রি. মাওলানা মোঃ কাছেম (র.) (মৃ.১৩৯৪ হি./১৯৭৫ খ্রি.) ইসলামী বিধি-বিধান, 'ইলমি ফিক্হ সাধারণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিজ ইউনিয়নে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় দীর্ঘ ২৫ বছর পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে গৌরনদী, আগৈলঝড়া, বাবুগঞ্জ, বানরীপাড়া মিলে একটি সংসদীয় আাসন ছিল। তিনি এ আসন থেকেই নির্বাচিত পাকিস্তানের আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় কামেল ছাত্র সংখ্যা ১০১ জন।[৩৩] 'ইলমে ফিক্হ এর উপর পাঠ দান করছেন মাওলানা মুফতী মোঃ আসাদুজ্জামান খান । বর্তমানে (২০১২ খ্রি.)এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা আবু সাইদ মোঃ কামেল । বর্তমানে এ মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০৫ জন।

---

[৩১]. অফিস রেকর্ড, বাঘিয়া আলআমীন কামিল মাদ্রাসা।

[৩২]. সাক্ষাতকার, চরমোনাই আহসানিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সাক্ষাতকার গ্রহণের তারিখ ২৬/৪/২০১২ খ্রি.

[৩৩]. অফিস রেকর্ড, উক্ত মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল বিভাগের জেলা ভিত্তিক মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

Table : **District wise number of Madrasah, Teachers and Enrolment by Sex, 2008-**[৩৪]

Division	Slno	District	Inst. Total	Girls _Inst	Tot Teacher	Fem. Teacher	Tot. Stu.	Girls
BARISAL	1	BARGUNA	134	15	1442	54	23301	10706
	2	BARISAL	242	34	2669	222	54093	29390
	3	BHOLA	242	57	2630	148	51580	31035
	4	JHALOKATI	124	15	1362	82	23275	10839
	5	PATUAKHALI	269	52	2816	150	46060	24887
	6	PIROJPUR	171	29	1866	119	31086	15728
	Total:		**1182**	**202**	**12785**	**775**	**229395**	**122585**

উপরের সারণীতে বরিশালের ৬ জেলার সাধারণ মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

কওমী মাদ্রাসা

বরিশাল অঞ্চলে প্রথম কওমী মাদ্রাসা[৩৫] প্রতিষ্ঠা করেন আলহাজ্জ হাফেজ কারী মাও. আনোয়ারুল্লাহ (র.)। বরিশাল বিভাগে আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি ছোট-বড় প্রায় ৯১০টি কওমী

৩৪ . http://www.banbeis.gov.bd

৩৫ . বরিশালের সুফী আলহাজ্জ হাফেজ কারী মাও. আনোয়ারুল্লাহ (র.) 'শায়েস্তাবাদ ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদ্‌রাসা' নামে বরিশাল অঞ্চলে ১৯৪৫ খ্রি. সর্বপ্রথম একটি কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির উত্তেজনার বছর বরিশাল জেলার ৪ জন কৃতি সন্তান দারুল উলুম দেওবন্দ বিদ্যাপীঠ হতে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। তাঁরা হলেন-হযরত মাও. হাজী নেছার উদ্দিন, হযরত মাও. আবদুল মান্নান, হযরত মাও. আবদুল কাদের, হযরত মাও. নূর আহমদ। এ চার জন একদা একত্রে বসে দেওবন্দের মাদানী মাসজিদে পরামর্শ করলেন যে, বাংলাদেশে ফেরার পর বরিশাল শহরে দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরণে খালেছ দ্বীনি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা না করে বাড়ী ফিরে যাবে না।

হযরত মাও. আবদুল কাদের তিন সাথীর দেশে ফেরার এক বছর আগেই বাংলাদেশে এসে পৌঁছেন। এক বছর পর মাও. হাজী নেছারউদ্দিন ও মাও. নূর আহমদ দেশে এসে মাও. আবদুল কাদেরকে সাথে নিয়ে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী হাজী ওমর শাহ (বটতলা) জামে মাসজিদের তৎকালীন ইমাম মৌলভী নাজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্‌রাসার তা'লিমী কাজ বটতলা মসজিদেই শুরু করেন। মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর স্থানীয় চকবাজার জামে এবাদুল্লাহ মসজিদে বৃহত্তর বরিশাল জেলার সমস্ত পীর সাহেবগণ, উলামায়ে দেওবন্দ, বরিশাল শহরের সকল মাসজিদের ইমামগণ, বিশিষ্ট আইজীবী, বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মকতাবৃন্দ ও ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে এক পরামর্শ সভা আহবান করা হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আওলাদে রসুল হযরত মাও. সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী রহ.। সভায় হযরত মাও. মোহাম্মদ ইয়াসিন বেগ রহ., হযরত মাও. মাহতাব উদ্দিন পীর সাহেব গালুয়া, হযরত মাও. মকছুদুল্লাহ পীর সাহেব তালগাছিয়া, হযরত মাও. সিরাজুদ্দিন আনোয়ারী হরিণপালা, মাও. নূরুল হুদা মাহমুদী মুশুরিয়া, নওয়াবজাদা সৈয়দ ফজলে রাব্বী চৌধুরী (শায়েস্তাবাদ), আলহাজ্জ আবদুল ওহাব খান স্পীকার পাকিস্তান, খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী, জনাব আশরাফ আলী সর্দার উকিল, জনাব আজাহার উদ্দিন আহমেদ কানুন গো, জনাব হাবীবুল্লাহ মিয়া ওভারশিয়ার আমানতগঞ্জ, জনাব আফসার উদ্দিন তালুকদার বাংলাবাজার সহ চকবাজার, হাটখোলা, বাজাররোড, সদর রোড, আমানতগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। সভায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অবিলম্বে বরিশাল শহরে দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরনে একটি খালেছ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ইহার নাম রাখা হয়-"মাহমুদিয়া মাদ্‌রাসা। এরেই পথ ধরে এ অঞ্চলে বিভিন্ন উলামায়ে কিরামগণ ভারতের দেওবন্দ ও চট্রগ্রামের হাটহাজারী মাদ্‌রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এর অনুকরণে অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: পিরোজপুরস্থ 'সাতকাছেমিয়া মাদ্‌রাসা' 'দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম বাদুরা কওমী মাদ্‌রাসা (প্রতি.১৯৭২)' ঝালকাঠীস্থ 'রাজাপুর দারুল উলুম মাদ্‌রাসা' বরগুণাস্থ 'ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা (থানা মাদ্‌রাসা) (প্রতি.১৯৭১)' জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া (প্রতি. ১৯৫৫)' প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রারাসা রয়েছে। একটি পরিসংখ্যান ও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কওমী মাদ্‌রাসার পরিচিতি নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

ক্রমিক	জেলার নাম	মাদ্‌রাসা সংখ্যা
০১	পিরোজপুর	১৫০ টি
০২	ঝালকাঠী	১২০ টি
০৩	বরগুনা	১৩৫ টি
০৪	ভোলা	১৮৪টি
০৫	পটুয়াখালী	১০২টি
০৬	বরিশাল	২১৯টি
	সর্বমোট =	৯১০টি

এ সকল মাদ্রাসার মধ্যে অন্যতম কিছু কওমী মাদ্রাসার হল:

১৫. আল -জামিয়া আল-ইসলামিয়া আল-মাহমুদিয়া, বরিশাল

বরিশাল শহরের আমানতগঞ্জে ১২৬৭হি./১৯৪৭ সালে সৈয়দ মাহমুদ মুস্তফা আল-মদনী 'আল মাদ্রাসা আল-মাহমুদিয়া" মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৩ খ্রি. এ মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয় 'আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া আল-মাহমুদিয়া'। বরিশাল শহরের এটি একটি বিখ্যাত কওমী মাদ্রাসা। প্রতিবছর এখান থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী মুফতী , মুহাদ্দিস হয়ে বের হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় দীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখছে।এ মাদ্রাসা বর্তমানে ৮টি বিভাগ নিয়ে পরিচালিত। ১. আবাসিক ও অনাবাসিক নূরাণী এবং নাদিয়া বিভাগ ২. তাহফিজুল কুরআন বিভাগ, ৩. কিতাব বিভাগ। জামিয়ার প্রধান ও বৃহত্তম বিভাগ এটি। এতে বর্তমানে ৬টি স্তর রয়েছে। ক. ইবতেদায়ী বা প্রাইমারী স্তর খ. মুতাওয়াস্‌সিতাহ বা মাধ্যমিকস্তর গ. ছানুবী বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ঘ. ফযীলত বা স্নাতক স্তর ঙ. তাকমীল বা দাওরায়ে হাদীস বা স্নাতকোত্তর স্তর চ. ফতওয়া বিভাগ। ৪. ফতওয়া ও ফারায়েজ বিভাগ ৫. দেয়ালিকা ৬. কুতুবখানা ৭. লিল্লাহ বোর্ডিং, ৮. আবাসিক ছাত্রাবাস।

২০০৪ সাল থেকে এখানে ফিক্‌হ বিভাগ চালু করা হয়। বর্তমানে এ বিভাগে ছাত্র সংখ্যা ১০ জন। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার পর থেকে যারা প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফতী হলেন: আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী ইয়াসনী (র.), আলহাজ্ব হযরাতুল আল্লামা মুফতী নূর আহমাদ (র.), আলহাজ্ব মুফতী আবদুল মান্নান (সদর সাহেব হুজুর), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ হোসাইন (র.), হযরত মাওলানা মুফতী শাব্বির আহমাদ (দা.বা.) হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুর রহমান, হযরাতুল আল্লাম মুফতী শহীদুস সালাম কাসেমী এবং বর্তমানে এ বিভাগে প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পটুয়াখালী জেলার হযরত মাওলানা মুফতী সানাউল্লাহ (জন্ম:১৩৯৩হি./১৯৭৪খ্রি.)। তিনি দারুল 'উলুম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভের পর এ মাদ্রাসায় ২০০৮ সালে যোগদান করেন এবং তখন থেকে বর্তমান পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে (২০১৩ খ্রি.) এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্বরত আছেন মাওলানা ওবাইদুর রহমান মাহবুব।[৩৬]

১৬. জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, বরিশাল

জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসাটি বরিশাল শহরের নথুল্লাবাদ এলাকায় অবস্থিত। এ মাদ্রাসাটি আলহাজ্জ হযরত মাও. আবদুল কাদের (র.) ১৩৭৪হি: মোতাবেক ১৯৫৫ খ্রি.প্রতিষ্ঠা করেন। এ জামিয়াটি এতদঞ্চলের কওমী নেছাবের একটি সুপ্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুদুর জন্মলগ্ন থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানটি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে এবং দ্বীনের

[৩৬]. গবেষকের সরেজমীনে জরিপ।

Dhaka University Institutional Repository

খেদমতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী ফিক্‌হ সম্প্রসারণ ও সম্প্রচারে ব্যাপক ভূমিকরা রাখছে। এ মাদ্রাসাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল:

- এ জামিয়াটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি প্রাচীনতম বড় প্রতিষ্ঠান। এর খেদমতও বিস্তৃত। বাংলাদেশের সর্বত্র ও বিশ্বের বড় বড় মুসলিম দেশগুলোতে এর সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে।
- বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ ও সমাজসেবকদের সমন্বয়ে এ জামিয়ার একটি প্রশাসনিক কমিটি রয়েছে।
- কুরআন, সুন্নাহ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী আস সালাফ আস-সালেহীনের আকীদাহ অনুসারে এই জামিয়া পরিচালিত।
- মানব জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে রাসুল স.এর নির্দেশিত আদর্শ ও শিক্ষায় "দ্বীনের প্রতি আহবানকারী" একটি দলকে তৈরী করা এই জামিয়ার কাজ।
- ছাত্রদের আবাসিক সুবিধাসহ খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়।
- অভিজ্ঞ মোদার্রেছীনে কেরাম দ্বারা পাঠদান দেয়া হয়।
- আতফাল বিভাগ, নূরানী বিভাগ, হিফজুল কুরআন বিভাগ সহ দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ানো হয়।
- ক্যাডেট কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে নূরানী বিভাগ পরিচালিত।
- সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ২১জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বর্মমানে মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন হাফিজ মাও. শওকাতুল ইসলাম।

১৭. জামিয়া-ই-রশীদিয়া আহ্ছানাবাদ কওমিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল

জামিয়া-ই-রশীদিয়া আহ্ছানাবাদ কওমিয়া মাদ্রাসাটি বরিশাল জেলার চরমোনাই গ্রামে অবস্থিত। ১৯৮২ খ্রি. চরেমানাইর পীর সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.আলিয়ার পাশাপাশি কওমী নেছাবের এই মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। আজ এ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত চালু রয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ১. ফতোয়া বিভাগ ২. কিতাব বিভাগ ৩. হিফ্জ বিভাগ ৪. কিরাতুল কুরআন খাছ বিভাগ ৫. কিরাতুল কুরআন আম বিভাগ ৬. রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ ৭. প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং ৮. আদর্শ কুতুব খানা। চালু রয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসায় ৫১জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সৈয়দ মাওলানা ফয়জুল করিম।[৩৭] ফিক্‌হ চর্চা, প্রসার ও প্রচারে এ কওমী মাদ্রাসা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

১৮. আল জামিয়াতুল আরাবিয়া ওসমানিয়া মাদ্রাসা, ভোলা

আল জামিয়াতুল আরাবিয়া ওসমানিয়া মাদ্‌রাসাটি ভোলা জেলার পশ্চিম আলী নগরে অবস্থিত। অত্র জেলার পাতাবুনিয়ার পীর মাও. ওসমান গণি ইসলামী আইন তথা ফিক্‌হ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৪৪ খ্রি. এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বড় ছেলে হাকিম মাও. আবু তাহের মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পিতার সাথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মাদ্‌রাসাটি ৬০ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মাদ্রাসাটি প্রাথমিক থেকে জামাতে উলা পর্যন্ত। রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হিফজ বিভাগ ও নূরাণী বিভাগ। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ২৫০ জন। মাদারাসায় ১২জন শিক্ষক আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে মোহতামিমের দায়িত্ব পালন করছেন মাও. সৈয়দ আহমদুল্লাহ ওসমানী।[৩৮] ভোলা জেলায় ফিক্‌হ চর্চায় সম্প্রসারণে এ মাদ্রাসাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

---

[৩৭] . অফিস রেকর্ড, জামিয়া-ই-রশীদিয়া আহ্ছানাবাদ কওমী মাদ্রাসা, গবেষকের সরেজমীনে পরিদর্শন অত্র মাদ্‌রাসা।
[৩৮] . অফিস রেকর্ড, আল জামিয়াতুল আরাবিয়া ওসমানিয়া মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

খুলনা বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বাগেরহাট (১৯২৩ খ্রি.)

বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানাধীন কুমারখালী গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। বিশিষ্ট 'আলিমে দীন, খ্যাতিমান পীর মাওলানা মোঃ আবদুল লতিফ (মৃ.১৯৭০ খ্রি.) ১৯২৩ খ্রি. তারিখে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলামী আইন, বিধি-বিধান, রাসুল (স.) এর আদর্শ মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।এছাড়াও তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা, মোড়লগঞ্জ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি দেওবন্দ থেকে দাওরা হাদীছ পাশ করেন।১৯৯৬ খ্রি. তারিখে কামিল হাদীছ খোলার সরকারি অনুমতি পায়। সরকারি অনুমতি পাওয়ার পর অসংখ্য হাদীছ পিপাষু শিক্ষার্থীরা এ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র ৮০০ এবং কামেলে মোট শিক্ষার্থী ১১৫ জন। বর্তমানে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠদান করছেন বাগের হাট জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ বোরহানউদ্দীন। তিনি এ মাদ্রাসায় ০৭/০৮/১৯৯৩ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যবধি ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন। তিনি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন।এখানে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করতেন পিরোজপুর জেলা মাওলানা আবদুল হক(মৃত)। বর্তমানে ২৭/০৮/১৯৮৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন বাগেরহাট জেলাধীন আবু বকর মোঃ আবদুল্লাহ। তিনিও মাঝে মাঝে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন। [১]

২. কয়রা উত্তর চক আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, খুলনা (১৯৮৪ খ্রি.)

খুলনা জেলার কয়রা থানাধীন কয়রা গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক মৌলভী সদরুদ্দীন গাজী ১৯৮৪ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে মাদ্রাসার জায়গা প্রদান, আর্থিক অনুদান প্রভৃতির ক্ষেত্রে আলহাজ্জ জমীর উদ্দীন গাজীরই অবদান অনেক। এ ক্ষেত্রে তাকেও এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এ মাদ্রাসার জমির পরিমাণ ৫ একর। ২০০১ সালে কামিল (হাদীছ) খোলার অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র ৭৫০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৬ জন। অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ খুলনা জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ রবিউল ইসলাম তিনিও ফিক্‌হ বিষয় পাঠ দান করেন।[২] তিনি ১৯৯৮ সাল থেকে পাঠ দান করে আসছেন। ফাজিল শ্রেণীতে ফিক্‌হ বিষয় পাঠ দান করেন মাওলানা মুফতী মোঃ মাসউদুর রহমান। মাদ্রাসা শুরু থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কয়রা নিবাসী মাওলানা মুফতী মোঃ মোস্তফা আবদুর মালিক । তিনি হাদীছ ও ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করে বর্তমানে এ পদে কর্মরত আছেন। তিনি হাদীছের পাশাপশি ফিক্‌হ বিষয় পাঠ দান করেন।

৩. কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া (প্রতিষ্ঠা:১৯৫৫ খ্রি.)

বিশিষ্ট আলিম মাওলানা এ.কে.এম. শামসুল হুদা এবং মাওলানা আবছার উদ্দীন এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৫৫ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা একাধারে ছিলেন সমাজ সেবী এবং বিজ্ঞ আলিম। স্থানীয় লোকজন তাঁদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এ মাদ্রাসাটি কুষ্টিয়া শহরের সদর উপজেলায় অবস্থিত। এটি ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল -এর সরকারি মঞ্জুরী

---

[১]. অফিস রেকড, আমতলী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, বাগেরহাট, সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ অত্র মাদ্রাসা।

[২]. অফিস রেকর্ড, কয়রা উত্তর চক আমিনিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। ১৯৭০ সালে এখানে কামিল হাদীছ খোলা হয় । এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র ১০০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র ১৭০ জন। এ মাদ্রাসাটি খুলনা বিভাগের একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা। অত্র মাদ্রাসায় ০৭/০৩/২০০৬ তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন লক্ষ্মীপুর জেলার মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুর রহমান। এখানে ফিক্হ বিষয়ে পাঠদান করেন অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ফরিদপুর জেলার মাওলানা মোঃ আবদুল হালিম শরীফ (১৯৫৩ খ্রি.)। তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন । এছাড়াও অক্টোবর-১৯৯৮ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন পাবনা জেলার মাওলানা হাফিজ শিহাব উদ্দীন । ১৯৯১ সালে এ মাদ্রাসা খুলনা বিভাগে 'শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা' পুরস্কার লাভ করে। [৩]

৪. কেশবপুর বাহারুল 'উলুম কামিল মাদ্রাসা, যশোর (প্রতিষ্ঠা: ১৯৫৫ খ্রি.)

বিশিষ্ট সমাজ সেবক, ইসলামী বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞ আলিম মাওলানা ইউসুফ ১৯৫৫ সালে যশোর জেলার কেশবপুরে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয়দের সহায়তায় মাদ্রাসাটি অতি দ্রুত অবকাঠামোগত এবং একাডেমিক উন্নয়ন ঘটে। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বৎসরই এ মাদ্রাসার দাখিল এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এতদঞ্চলের শিক্ষার্থীরা কামেল হাদীছ পড়ার জন্য বহু দূরে যেমন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদ্রাসাসহ অন্যান্য অঞ্চলে যেতে হত। এ সমস্যা দূর করার জন্য এ মাদ্রাসায় ১৯৮৫ সালে কামিল হাদীছ বিভাগ চালু করা হয়। ২০০৩ খি.তারিখে ফিক্হ বিভাগ খোলা হয় এবং পরবর্তীতে তাফসীর বিভাগও খোলা হয়।এখানে ০৩/০৩/২০০৫ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি ফিক্হ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন যশোর জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ শহীদুল আলম(১৯৮০ খ্রি.) তিনি খুলনা আলিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল ফিক্হ বিষয়ে পাশ করেন । এছাড়াও তিনি হাদীছ, তাফসীর এবং আদিব থেকেও কামিল পাশ করেন। এর পূর্বে এ বিভাগে কর্মরত ছিলেন চিটাগাং এর মাওলানা মুফতী আইউব এবং মাওলানা মুফতী গোলাম কিবরিয়া। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০০ জন, কামেলে ১২০ জন এবং ফিক্হ বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ৬৫ জন। অত্র মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন ১৫/১০/১৯৯৬ খ্রি. নড়াইল জেলার মাওলানা বুরহান উদ্দীন তিনি হাদীছ থেকে পাশ করেছেন।[৪] তিনিও কামিল ফিক্হ বিভাগে মাঝে মাঝে ফিক্হ বিভাগের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন।

৫. কোট চাঁদপুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ (প্রতিষ্ঠা: ১৯৪২ খ্রি.)

ঝিনাইদাহ জেলার কোটচাঁদপুর থানাসদরে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি মাওলানা মোঃ শামসুল হক ১৯৪২ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ এলাকার বিজ্ঞ আলিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণ এবং প্রশাসনের সহায়তায় তিনি একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তিনি এর সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে এটিকে দাখিল , আলিম , ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে উন্নীত করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফাজিল এবং ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কামিল খোলার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শামসুল হক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে সুপার এবং পরবর্তীতে অধ্যক্ষ হিসেবে ১/০৯/১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন শেষে অবসরে যান। এ মাদ্রাসায় জায়গার পরিমাণ ১একর ৭০ শতাংশ। মোট ছাত্র সংখ্যা ৭৫০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০০ জন। এখানে ফিক্হ বিষয়ে পাঠদান করেন মেহেরপুর জেলার ড.মাওলানা মো: মোজাম্মেল হক এবং ঝিনাইদাহ জেলার মাওলানা শফিকুল ইসলাম, অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ আসাদুজ্জামান

---

[৩]. অফিস রেকর্ড, কুওয়াতুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া সাক্ষাতকার:অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ

[৪]. অফিস রেকড. কেশবপুর বাহারুল 'উলুম কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার : অধ্যক্ষ ও প্রধান মুফতী অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজী । ০১/১০/২০০৩ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন ঝিনাইদাহ জেলার মাওলানা এটি এম হাফিজুর রহমান(১৯৫৪ খ্রি.)[৫]

৬. খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা, খুলনা (প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৫২ খ্রি.)

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ থানার মাওলানা আবদুল লতিফ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান, ফিক্হ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইন কানুন সাধারণের মাঝে বিস্তারের লক্ষ্যে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি খুলনা শহরের খান জাহান আলী রোডের পাশে অবস্থিত। সময়ের পরিক্রমায় এ মাদ্রাসা সর্ব সাধারণের প্রচেষ্টায় ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় পরিণত হয়। ১৯৬৫, ১৯৮৬ ও ১৯৯২ সালে এ মাদ্রাসায় যথাক্রমে কামিল হাদীছ, ফিক্হ, এবং তাফসীর -এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।[৬] পরবর্তীতে এখানে আদিব বিভাগও খোলা হয়। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয় উপজেলাধীন মাওলানা মুহাঃ আবদুর রাজ্জাক মিয়া ১৯৮৬ সালে ফিক্হ বিভাগ চালু করে তিনিই এ বিভাগের প্রধান মুফতী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ইতোপূর্বে তিনি অত্র মাদ্রাসায় গত ২৫/১১/১৯৭৯ খ্রি.তারিখে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি এ মাদ্রাসায় উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। বর্তমানে এ বিভাগের প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুফতী আবদুর রহীম (জ.১৯৬৮ খ্রি.)। তিনি ০৭/০২/১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অত্র বিভাগে যোগদান করেছেন। এ বিভাগে অন্য একজন মাওলানা মুফতী এমদাদুল্লাহ ফকীহ হিসেবে কর্মরত আছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১০ জন। ইতোপূর্বে বাগেরহাট জিলাধীন মাওলানা মুহাম্মাদ ছালেহ (১০৯৫২ খ্রি.) ১৯৭৫ সাল থেকে ৩১/১২/২০১১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন । তিনি দীর্ঘদিন এ মাদ্রাসায় দায়িত্ব পালন করে মাদ্রাসার উত্তোরত্তর উন্নতি এবং ইসলামী জ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ১৬/০৪/২০১২ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যবধি(২০১২) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কাঠালিয়া জেলাধীন মাওলানা আ.খ.ম জাকারিয়া।[৭] তিনিও ইসলামী ফিক্হ চর্চার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

৭. গাজীপুর রাউফিয়া কামিল মাদ্রাসা, যশোর (প্রতিষ্ঠাঃ১৯৫৪ খ্রি.)

যশোর জেলার অভয়নগর থানাধীন গাজীপুর গ্রামে এ মাদ্রাস অবস্থিত। এ অঞ্চলের খ্যাতিমান, বুজুর্গ পীর কাযী নেছার আলী ১৯৫৪ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এলাকার জনসাধারণের ইসলামী জ্ঞান বিতরণের লক্ষ্যে তিনি অত্র এলাকার লোকদের সহায়তায় এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পীর কাজী আবদুর রউফ এর অন্যতম খলীফা ছিলেন।এ মাদ্রাসায় জায়গার পরিমান প্রায় ৪ একর। এখানে কামিল হাদীছ ১৯৯২ সনে এবং ফিক্হ ১৯৯৬ সালে খোলার অনুমতি লাভ করে। এখানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৮৫০ জন, কামেল মোট ছাত্র সংখ্যা ১০২ এবং ফিক্হ বিভাগ মোট ছাত্র সংখ্যা ১০ জন। ফিক্হ বিভাগ চালু হওয়ার পর ১ম মুফতী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মুফতী আব্বাস আলী খান এর পর মাওলানা মুফতী মোঃ শফীকুল ইসলাম । ১৯৯৫ খ্রি. তারিখ থেকে খুলনা জেলার মুফতী মাওলানা মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম (জ.১৯৭২ খ্রি.) এ বিভাগে কর্মরত আছেন। অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিজেও ফিক্হ পাঠ দান করেন।এ মাদ্রাসায় ১/০৪/২০০৭খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন যশোর জেলাধীন মাওলানা মোঃ আবদুল ওয়াদুদ (জ.১৯৬৯ খ্রি.)। তিনি

[৫]. অফিস রেকর্ড, কোট চাঁদপুর আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকারঃ অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

[৬]. শরীফ মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম, *মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিত*, আল ইত্তেহাদ খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা বার্ষিকী'৯৮,পৃ.৮

[৭]. অফিস রেকড, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা; সাক্ষাতকারঃ উপাধ্যক্ষ ও প্রধান মুফতী অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

কামিল হাদীছ ও ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন এবং তিনি নিজেই কামিলে ফিক্‌হ বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করেন।[৮]

৮. মাগুরা সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, মাগুরা (প্রতিষ্ঠা: ১৯৩৯ খ্রি.)

মাগুরা জেলার সদর থানার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি ১৯৩৯ খ্রি. আলহাজ্জ মাওলানা খোন্দকার আবদুল হামিদ (র) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন সুযোগ্য আলিম, পীরে কামিল। তিনি দেওবন্দ থেকে দাওরায় হাদীছ পাশ করেন। তৎকালীন ঈমান , ইসলাম , আকীদা, বিশ্বাস তথা ইসলামী ফিক্‌হ (ইসলামী) আইন মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি ফুরফুরা পীর সাহেবের খলীফা ছিলেন এবং পীরের নামের সাথে যুক্ত করে এ মাদ্রাসার নামকরণ করেন। এ মাদ্রাসায় কামিল খোলার সরকারি অনুমোতি লাভ করে ১৯৯৭ সালে এবং ২০০০ সালে সরকারি বেতন পাওয়া শুরু হয়। এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ জন এবং কামেল হাদীছ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০০ জন। এখানে ০২/০৫/১৯৯৪ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন মাগুরা জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ ওবায়দুল্লাহ । মাগুরা জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ মামুনুর রশীদ অত্র মাদ্রসায় ২০০৪ সাল থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন।বর্তমানে এ মাদ্রাসায়১১/০১/১৯৯২ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাগুরা জেলার মাওলানা মুফতী এবিএম মাহফুজুর রহমান। তিনি হাদীছ ও ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন। তিনিও মাঝে মাঝে ফিক্‌হ এর উপর শিক্ষা দান করে থাকেন।

৯. শাহবাদ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, নড়াইল (প্রতিষ্ঠা: ১৯৫০ খ্রি.)

শাহবাদ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসাটি নড়াইল জেলার সদর থানার শাহবাদ ইউনিয়নে অবস্থিত। নওগাঁর বিখ্যাত পীর খাঁজা আবদুল মজিদ শাহ (মৃ.১৯৮৪খ্রি.) ‘ইলমি ফিক্‌হ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৫০ খ্রি. তারিখে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি মাদ্রাসার উন্নতির জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালান। ফলে অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে এসে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করতে থাকেন। তিনি যশোর, খুলনা, নড়াইলে প্রায় ২৮ টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসার জমির পরিমাণ প্রায় ১৮ একর। এ মাদ্রাসার ফাজিল খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে ০১/০৭/১৯৭৫ খ্রি., হাদীছ ১৯৭৫ খ্রি. তারিখে, তাফসীর ০১/০৭/১৯৯৪, ফিক্‌হ ০১/০৭/১৯৯১ এবং আদিব ০১/০৭/১৯৯৬ খ্রি. তারিখে। এখানে মোট ছাত্র ১২০০ জন, কামেলে মোট ছাত্র ১৯৭ জন এবং ফিক্‌হ বিভাগে মোট ছাত্র ৫৮ জন। এখানে ফিক্‌হ বিভাগ চালু হওয়ার পর প্রথম প্রধান মুফতী হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মুফতী রুহুল কুদ্দুস। তিনি বর্তমানে ঝিনাইদাহ আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।এরপর ছিলেন মাওলানা মুফতী আনওয়ারুল ইসলাম তিনি বর্তমানে নড়াইল কমপ্লেক্স ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। এর পর ছিলেন নোয়াখালী জেলার মাওলানা মুফতী নাজর আহমেদ শেখ । বর্তমানে ১৫/০৯/১৯৯৮ খ্রি. তারিখ হতে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন নড়াইল জেলার মাওলানা মুফতী মো: আবদুর রকীব (জ.১৯৭২ খ্রি.)। এখানে নড়াইল জেলার মাওলান রফি উদ্দীন ফকীহ বিভাগে কর্মরত আছেন। বর্তমানে ১/১/১৯৭৬ খ্রি. তারিখ হতে সুপারেন্টেডেন্ট এবং পরে ১/০৮/২০০১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন নড়াইল জেলার মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম (জ.১৯৫৭খ্রি.) তিনি হাদীছ, ফিক্‌হ এবং আদিব থেকে কামিল পাশ এবং অত্র মাদাসা থেকেই ফিক্‌হ বিষয়ে পাশ করেন ।[৯]

---

[৮]. অফিস রেকর্ড, গাজীপুর রাউফিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার:অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

[৯]. অফিস রেকর্ড, শাহবাদ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও প্রধান মুফতী অত্র মাদ্রাসা ।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ঝিনাইদাহ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ (প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৭ খ্রি.)

ঝিনাইদাহ জেলা সদরে শের-ই- বাংলা সড়কের পাশে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় কিছু বিজ্ঞ 'আলিম- মাওলানা হানীফ আলী ও ক্বারী আবদুর রহমান প্রমুখদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। মাওলানা আবু হানিফ ছিলেন ফুরফুরা পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক -এর খলীফা । তাই এ মাদ্রাসা নামকরণের ক্ষেত্রে সিদ্দিকিয়া নাম সংযোগ করা হয়েছে।[১০] 'ইলমি ফিক্‌হ বিকাশের সুমহান লক্ষ্য নিয়ে স্থানীয় বিজ্ঞ, ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসাটি একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় পরিণত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এ মাদ্রাসায় জায়গার পরিমাণ ২ একর এবং ২৪ শতাংশ । এ মাদ্রাসা ১৯৫০, ১৯৬৭, ১৯৭৪ ও ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র ১১৪০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র ২০০ জন। এ মাদ্রাসায় ১৯৮৫ সাল থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করেন নোয়াখালী জেলার মাওলানা হামিদুর রহমান। ০১/০৪/১৯৯৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন সাতক্ষীরা জেলার মাওলানা মোঃ রুহুল কুদ্দুস (জ.১৯৬৫খ্রি.)।[১১] তিনি হাদীছ ও ফিক্‌হ থেকে কামিল পাশ করেন । অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি তাঁর এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি এখানে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করেন। ইসলামী ফিক্‌হ বিকাশে তাঁর মাদ্রাসায় তিনি অনন্য অবদান রাখছেন।

খুলনা বিভাগের জেলা ভিত্তিক মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলঃ

Table : **District wise number of Madrasah, Teachers and Enrolment by Sex, 2008-**[12]

Division	Slno	District	Inst. Total	Girls _Inst	Tot Teacher	Fem. Teacher	Tot. Stu.	Girls
KHULNA	1.	BAGERHAT	168	21	1886	125	28311	13989
	2.	CHUADANGA	41	5	448	43	8607	4181
	3.	JESSORE	315	71	3659	385	54459	31837
	4.	JHENAIDAH	112	5	1167	96	23079	12086
	5.	KHULNA	133	23	1499	157	25078	12134
	6.	KUSHTIA	79	5	877	134	15860	8353
	7.	MAGURA	76	8	849	90	14370	7504
	8.	MEHERPUR	26	1	248	35	4587	2271
	9.	NORAIL	43	2	459	45	7856	3705
	10.	SATKHIRA	226	44	2444	174	53558	30336
	Total:		**1219**	**185**	**13536**	**1284**	**235765**	**126396**

উপরের সারণীতে খুলনা বিভাগের ১০ টি জেলার সাধারণ মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

---

১০. মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান , *ঝিনাইদাহ সিদ্দীকিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, মাদ্রাসা বার্ষিকী, ১৯৯৮, পৃ.১১

১১. অফিস রেকর্ড, ঝিনাইদাহ সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঝিনাইদাহ; সাক্ষাতকার:অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

১২. http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

কওমী মাদ্রাসা

১১. জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আরাবিয়া দারুল ‘উলুম, খুলনা (প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৬৭ খ্রি.)

জামি‘আ ইসলামিয়‘আরাবিয়া দারুল ‘উলুম মাদ্রাসাটি খুলনা শহরের মুসলিম পাড়া রোডে অবস্থিত। স্থানীয় দানবীর, ধর্মভীরু আবদুল হাকিম স্থানীয় সমাজপতি ও ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ১৯৬৭ খ্রি. এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অল্পকিছু ছাত্র ছিল। পরে বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ এবং বিখ্যাত মুফতীদের শ্রম সাধনায় এ মাদ্রাসাটিতে ছাত্র সংখ্যা অধিক হতে থাকে। ১৯৮০ খ্রি. এ মাদ্রাসটিতে দাওরায় হাদীস চালু করা হয়। এখান অসংখ্য ছাত্র ‘ইলমি ফিক্‌হ অর্জন করে সমাজে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন। মাওলানা তাহের উদ্দীন (১৩৩৭হি./১৯১৮খ্রি.--১৪১২হি./১৯৯১খ্রি.) এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক (জ.১৩২৮হি./১৯১০খ্রি) প্রমুখ বিখ্যাত ‘আলিম এখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এ খ্যাতিমান ‘আলিমগণ ফিক্‌হ চর্চায় যথেষ্ট রাখছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় চট্রগ্রাম নিবাসী মাওলানা মাহমুদুর রহমান মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। [১৩]

১২. জামি‘আ ‘আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম, যশোহর (প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৩০ খ্রি.)

জামি‘আ ‘আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম মাদ্রাসাটি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়ায় অবস্থিত। নওয়াড়াস্থ খানকায়ে মুহাম্মাদিয়ার বিখ্যাত পীর মাওলানা মুহাম্মাদ আলী শাহ ইরানীর(মৃ.১৩৪৮ হি./১৯৩০ খ্রি.) পুত্র পীর মাওলানা খাজা আবদুল মজিদ শাহ এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে অসংখ্য শিক্ষার্থী ‘ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য এখানে ভর্তি হন। পর্যায়ক্রমে এটি ‘ইলমি ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি লাভ করে খাজা আবদুল মজিদ শাহ এ মাদ্রাসার শিক্ষার উন্নয়নে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন । ১৯৫৪ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস কোর্স চালু করা হয়। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭০ খ্রি.পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোহাতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা খাজা সাঈদ শাহ। ১৯৭২খ্রি. থেকে ১৯৭৫খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা কাজি কাজি আনিসুজ্জামান এবং তৃতীয় মোহতামিম হিসেবে ১৯৭৬খ্রি. থেকে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা খাজা আবদুল মজিদ শাহ। ১৯৮৫খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১৩ খ্রি.) পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা খাজা রফিকুজ্জামান শাহ (জ.১৯৪৯খ্রি.)।[১৪] বর্তমানে এ মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ৬৫০ এবং দাওরায় হাদী মোট ছাত্র সংখ্যা ১৮ জন । বর্তমানে ফিক্‌হ বিষয়ক অধ্যাপনায় রত আছেন চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী তৈয়বুর রহমান, যশোর জেলার মাওলানা মুফতী আবুল হোসাইন এবং খুলনা জেলার মাওলানা মুফতী জালালুদ্দীন।[১৫] বিভিন্ন মাসলা মাসায়ালার জানার জন্য এ মাদ্রাসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতুয়া কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

---

[১৩]. অফিস রেকর্ড, জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আরাবিয়া দারুল ‘উলুম, খুলনা।

[১৪]. অফিস রেকর্ড, জামি‘আ ‘আরাবিয়া মুহিউল ইসলাম।

[১৫]. সাক্ষাতকার; মাওলানা মো: মনিররুজ্জামান,শিক্ষক, অত্র মাদ্রাসা (সাক্ষাত গ্রহণের তারিখ:২২/২/২০১৩)

Dhaka University Institutional Repository

১৩. জামি‘আ এ‘জাজিয়া দারুল ‘উলুম, রেলস্টেশন, যশোর (প্রতিষ্ঠা: ১৯৫৯ খ্রি.)

জামি‘আ এ‘জাজিয়া দারুল ‘উলুম মাদ্রাসাটি যশোর জেলার রেলষ্টেশনের পার্শ্বে অবস্থিত। এ মাদ্রাসাটি যশোরের বিখ্যাত দানবীর চৌধুরী আলতাফ হোসেনের নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত।স্থানীয় লোকদের সার্বিক সহযোগিতায় এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৫৯ খ্রি, যশোরের বিখ্যাত ‘আলিম মাওলানা আবুল হাছান (জ.১৩৩৭হি./১৯১৮খ্রি.- মৃ.১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.) অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এ মাদ্রাসায় যোগদানের ফলে মাদ্রাসাটি ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। বিজ্ঞ ‘আলিমদের পাঠদান এবং প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসাটি ফিক্হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এখানে বর্তমানে দাওরায় হাদীসে ছাত্র সংখ্যা ৪৫জন। ১৯৯৩ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি অত্র মাদ্রাসায় মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন ঝিনাইদাহ জেলার হরিণাকুণ্ড নিবাসী মাওলানা মুফতী আনওয়ারুল করীম (জ.১৯৫০ খ্রি.)।[১৬]

[১৬].অফিস রেকর্ড , জামি‘আ এ‘জাজিয়া দারুল ‘উলুম, রেলস্টেশন, যশোর ; সাক্ষাতকার, অত্র মাদ্রাসার মোহতামিম।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. জামেয়া মিল্লিয়া আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৯ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানাধীন দৌলতপাড়ায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় কিছু আলিমদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার সময় কিছু দানশীল ব্যক্তিরা এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক দান করেছেন। এটি ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৫৫ এবং ১৯৭৯ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ মাদ্রাসা গৌরব অর্জন করে। ফটিকছড়ি থানায় আলিয়া ধারায় এটিই একমাত্র কামিল মাদ্রাসা।[১] চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানাধীন মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান (১৯৭০ খ্রি.) অত্র মাদ্রাসায় ১৯৯০ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ের পাঠদান করে আসছেন। অসংখ্য শিক্ষার্থী এ শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন। অত্র মাদ্রাসায় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লার পয়লাগাছা নিবাসী মাওলানা আলী আজম (জ.১৯৪১ খ্রি.)। তিনি শ্রম, মেধা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ মাদ্রাসার অনেক উন্নয়ন করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এ মাদ্রাসায় মার্চ, ২০০৬ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মোঃ কামালউদ্দীন । তিনিও দক্ষতার সাথে এ মাদ্রাসা পরিচালনা করে আসছেন।

২. রাঙ্গুনিয়া আলম শাহপাড়া কামিল মাদ্রাসা, রাঙ্গুঁনিয়া, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৮ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানাধীন আলমশাহ পাড়ায় এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় কিছু বিশেষজ্ঞ আলেমদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭২ সালে রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা আ.স.ম শামসুল আলম চৌধুরী[২] (জ.১৯৫১ খ্রি.) এ মাদ্রাসায় যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তারপর থেকেই মাদ্রাসার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি মাদ্রাসার সার্বিক উন্নতির জন্য নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সাধারণ মানের এ মাদ্রাসাকে চার বিষয়ের কামেল সম্পন্ন মাদ্রাসায় উন্নীত করেন। জুলাই , ২০১০ সালে তিনি এ মাদ্রাসা থেকে অবসরে যান। এ মাদ্রাসা ১৯৭৬, ১৯৮৪, ১৯৮৫ ও ১৯৮৭ সালে যথাক্রমে কামিল ফিক্হ, তাফসীর, আদব ও হাদীছ বিভাগ এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র ১১৯৬ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র ১০০ জন এবং ফিক্হ বিভাগে মোট ছাত্র ৪৬ জন। ১৯৭৬ সালে এ মাদ্রাসায় বাংলাদেশে প্রথম ফিক্হ বিভাগ চালু হয় । অধ্যক্ষ নিজেও ফিক্হ পাঠ দান করতেন । তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুফতী। এ ফিক্হ বিভাগ চালু হওয়ার পর এখানে পাঠদান করতেন নোয়াখালী জেলার মাওলানা মুফতী হাফেজ মুমিনুল হক। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ছিলেন মাওলানা মুফতী আবদুর রহমান, মাওলানা মুফতী মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে ফেনীর জামেয়াতুল ফালাহিয়ার প্রধান ফকীহ হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে এখানে ১৬/০৩/১৯৯৫ খ্রি.তারিখ থেকে প্রধান ফকীহ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন মাওলানা হাফেজ মুফতী মাহমুদুল হাসান (জ.১৯৭৩খ্রি.)।তিনি হাদীছ ও ফিক্হ বিষয়ের উপর কামিল পাশ করে এ

---

[১]. মাওলানা মুহাম্মদ আলী আজম, *জে.এম. আহমাদিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, মাদ্রাসা বার্ষিকী, ১৯৮২, পৃ.৩৭; অফিস রেকর্ড, জামেয়া মিল্লিয়া আহ: আলিয়া মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ, অত্র মাদ্রাসা।

[২]. মাওলানা শামসুল আলম চৌধুরী একজন প্রথিতযশা আলিম । তিনি কামিল হাদীছ , ফিক্হ বিষয়ের উপর পাশ করেন এবং আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের উপর থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী নেন। বর্তমানে তিনি অত্র মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের জমিয়াআতুল মোদাররেছীনের সভাপতি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় যোগদান করে 'ইলমি ফিক্হ শিক্ষাদানে রত আছেন। এ বিভাগে ফিক্হ পাঠ দান করেন স্থানীয় রাঙ্গুনিয়ার নিবাসী মাওলানা মুফতী মীর মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। এ মাদ্রাসায় ১০/০১/২০১২ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা আবুল বশার মোঃ হোসাইন তাইয়্যেব (জ. ১৯৫২খ্রি.)।[৩] তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ মাদ্রাসা পরিচালনা করে আসছেন।

৩. গহিরা এফ.কে.জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৮খ্রি.)

চট্রগ্রামের রাউজান থানাধীন গহিরায় চট্রগ্রাম রাঙামাটি মহাসড়কের পাশে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট 'আলিম, মুফতী মাওলানা দোস্ত মোহাম্মাদ (মৃ.১৯৫১ খ্রি.) ১৯৩৮ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর দক্ষতা ও আন্তরিকতার বদৌলতে এ মাদ্রাসাকে তিনি উত্তোরত্তর উন্নীত করতে সক্ষম হন।

অসংখ্য শিক্ষার্থী দূরদূরান্ত থেকে এ মাদ্রাসায় পড়াশুনার জন্য আসত। ইসলামী ফিক্হ শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে তাঁরা এ মাদ্রাসায় ভর্তি হত। এ মাদ্রাসা ১৯৪১ সালে ফাযিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৭১-১৯৯২ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে সমাসীন ছিলেন মাওলানা ছৈয়দ নূরুল মোনাওয়ার। তিনি মাদ্রাসার যাবতীয় উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখেন। ১৯৯৫ সালে এখানে কামেল হাদীছ চালু হয়। ১৯৯২- ২০০০ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন বিজ্ঞ আলিম মাওলানা গোলাম সরওয়ার মজুমদার। এরপর অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা রুহুল আমিন কামাল । মার্চ ২০০৪ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ফকিটছড়ির নানুপুর নিবাসী মাওলান সৈয়দ আবু তালেব মোহাম্মদ আলাউদ্দীন (জ.১৯৫৮ খ্রি.) অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ০২/০৪/২০১২ খ্রি. তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্রগ্রামের মাওলানা মোঃ ইব্রাহিম (জ.১৯৬২ খ্রি.)। এখানে হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্হ বিভাগ চালু রয়েছে । এ তিন বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫৫ জন এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৮৭৬ জন। এ মাদ্রাসায় চট্রগাম জেলার মাওলানা মুফতী ফজলুল হক ইসলমাবাদী (জ.১৯৬১ খ্রি.) ১/০৩/১৯৯ খ্রি. তারিখ থেকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠদান করেন । তিনি হাদীছ ও ফিক্হ বিষয়ের কামিল পাশ করেন। বর্তমানে ফিক্হ বিভাগে এ মাদ্রাসায় প্রধান ফকীহ হিসেবে ১/০৩/২০০৩ খ্রি. তারিখ থেকে কর্মরত আছেন মাওলানা মুফতী মোঃ ছলীমূল্লাহ (জ.১৯৭৯ খ্রি.)[৪]। এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা থেকে বহু ছাত্র 'ইলমি ফিক্হ অর্জন করে তাদের স্বীয় জীবনে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। খ্যাতিমান ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন গর্জনীয় রহমানিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক প্রতিভাবন আলিম মাওলানা মোহাম্মাদ সরওয়ার উদ্দীন, শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসার সুযোগ্য মুফাসসির মাওলানা মুহাম্মাদ এহছান উল্লাহ, কাটিরহাট ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা খুরশীদ আলম, কাগতিয়া খ্যাতনামা পীর ছাহেব ও কাগতিয়া এশাআতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ মনিরুল্লাহ আহমাদী।

---

৩. অফিস রেকর্ড, রাঙ্গুনিয়া আলম শাহপাড়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ, প্রধান মুফতী অত্র মাদ্রাসা। সাক্ষাত গ্রহণের তারিখ :৫/০৫/২০১২ খ্রি.

৪. অফিস রেকর্ড, গহিরা এফ.কে.জামিউল উলুম কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও প্রধান ফকীহ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সীতাকুন্ডু কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৮৮৬ খ্রি.)

চট্রগ্রাম জিলার সীতাকুন্ডু থানাধীন মহাদেবপুরে স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম মাওলানা ওবাইদুল হক (১৮৫৬ খ্রি--১৯২১ খ্রি.) ১৮৮৬ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজীবন তিনি এখানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ঐকান্তি প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটির অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এ মাদ্রাসাটি ১৯৬৭ সালে ফাযিল এবং ১৯৮৬ সালে কামিল এর মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৫ জন। এখানে ১৯৬২ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করছেন চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী হোসাইন আহমদ (জ.১৯৪৪খ্রি.)। তিনি এ মাদ্রাসায় অনেক প্রবীণ এবং বিশিষ্ট আলিম হিসেবে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাসলা-মাসায়াল সম্পর্কিত ফতুয়া দিয়ে থাকেন। এ মাদ্রাসার অনেক প্রাক্তন ছাত্র[৫] রয়েছেন যারা ইসলামী ফিক্হ বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখছেন। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে অদ্যাবধি অনেক বিশিষ্ট আলিম যারা অধ্যক্ষ[৬] হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে এখানে ২/০৫/২০০৬ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্রগ্রাম নিবাসী মাওলানা মাহমুদুল হক (১৯৬০খ্রি.)।[৭]

৫. জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা,পাচঁলাইশ, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৫৪ খ্রি.)

চট্রগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন নওগাপাড়া গ্রামে এ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটি অবস্থিত। বিখ্যাত অলী খাজা আবদুর রহমান চৌহরভীর অন্যতম খলীফা ছৈয়দ আহমদ শাহ ছিরিকোট ছাহেব (মৃ.১৯৬১ খ্রি.) ১৯৫৪ সালে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠাকালীন স্থানীয় লোকজন, পীরসাহেবের ভক্তবৃন্দ, প্রশাসন অনেক সহযোগিতা করেন। এরই ফলে ১৯৬২ সালে ফাযিল, ১৯৭২ সালে কামিল হাদীছ এবং ১৯৮৭ সালে কামিল ফিক্হ এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য পুত্র প্রখ্যাত পীর ছৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ এ মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৮] এ মাদ্রাসায় অনেক বিখ্যাত মুহাদ্দিছ[৯] হাদীছের শিক্ষা দিতেন। এখানে হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্হ -এ তিনটি বিভাগ চালু রয়েছে।এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫০০জন, কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০০ জন ফিকহ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৭০ জন। এ মাদ্রাসায় আলকুরআন এন্ড ইসলামী স্টাডিজ এবং আল হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ - এ দুটো বিষয়ের উপর অনার্স খোলা

---

[৫]. প্রাক্তন ছাত্রের মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্যরা হলেন: চট্রগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা নঈমূল ইসলাম, মিরসরাইয়ের বারৈয়াহাট ডিগ্রী কলেজের অধ্যপক জাহাঙ্গীর আলম, চাঁদপুরের নারায়নপুর ডিগ্রী কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মাঈনুদ্দীন হামিদী প্রমূখ।

[৬]. প্রতিষ্ঠার পর থেকে যারা এ (সীতাকুন্ড) মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা হলেন: ১। মাওলানা ওবাইদুল হক (১৮৮৬-১৯২১ খ্রি.), ২। মাওলান জামালুল্লাহ (১৯২২-১৯৫০ খ্রি.) ৩। মাওলানা মুহাম্মদুল হক (১৯৫০-১৯৮১ খ্রি.) ৪। মাওলানা ফছিহুল আলম (১৯৮১-১৯৮৬ খ্রি.) ৫। মাওলানা এ.কে.,এম. শামসুদ্দীন (১৯৮৬-১৯৯৯খ্রি.) ৬। মাওলানা জামাল উদ্দীন মাদানী (১৯৯৯-২০০১ খ্রি.) ৭। মাওলানা আ.ন.ম. ইকবাল হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত) (২০০১-২০০২ খ্রি.) ৮। মাওলানা এ.টি.এম. তাহের (জ.১৯৫৬ খ্রি.)

[৭]. অফিস রেকর্ড , সীতাকুন্ড কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার : অধ্যক্ষ ও প্রধান মুফতী, অত্র মাদ্রাসা।

[৮]. মুহাম্মদ ছগীর উসমানী , জামোয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, আবারাত, *'কামিল বিদায়া স্মরণিকা'*৯৫, পৃ.১৬-১৭

[৯]. বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণ হলেন- মাওলানা আবুল ফছীহ মুহাম্মদ ফুরকান (১৩২৮হি./১৯১০ খ্রি.-১৩৯৮হি.১৯৭৭খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান (১৩৫৭ হি./১৯৩৮খ্রি.--১৪১০ হি./১৯৮৯খ্রি.),মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম(১৩৪৮হি.১৯২৯খ্রি.--১৪১১হি./১৯৯০খ্রি.) মাওলানা মুজাফফর আহমদ (১৩৪৪হি./১৯২৫খ্রি.ড় ১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি.) মাওলানা আবদুল আউয়াল ফুরকানী (জ.১৩৫১হি./১৯৩২খ্রি.) ও মাওলানা আবদুল হামীদ (জ. ১৩৫৩হি./১৯৩৪ খ্রি.) প্রমুখ মোহাদ্দিছগন।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে ফিক্‌হ এর উপর পাঠদান করে আসছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মোঃ আবদুল ওয়াজেদ(জ.১৯৬৩খ্রি.)। তিনি হাদীছ ও তাফসীর বিষয়ে কামিল পাশ করে এখানে 'ইলমি ফিক্‌হর পাঠদান করছেন। এ বিভাগের প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী সৈয়দ আতাউর রহমান। এছাড়াও এখানে ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চট্টগ্রাম নিবাসী মাওলানা মুফতী মোঃ ওবায়দুল হক। এ মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুতুবদিয়া নিবাসী মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের, রাউজান নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, চন্দনাইশ নিবাসী মাওলানা মুছলেহ উদ্দীন ও কুমিলণ্ঢা নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর নোমানী।[১০] ১৯৮০ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন পুটিয়া নিবাসী মাওলানা জালালুদ্দীন আল-কাদেরী[১১] (জ.১৯৫৩ খ্রি.)। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাদ্রাসা পরিচালনা করে আসছেন বিধায় বর্তমানে এটি একটি শীর্ষস্থানীয় মাদ্রাসা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৬. চুনাতি হাকিমিয়া কামিল এম.এ. মাদ্রাসা, লোহাগড়া , চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৭ খ্রি.)

লোহাগড় থানাধীন চুনতি ইউনিয়নের বিশিষ্ট আলিম, খ্যাতিমান মুহাদ্দিস মাওলানা নজির আহমদ (১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি.-১৩৬৪হি./১৯৪৪খ্রি.) ১৯৩৭ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ইতোপূর্বে গাযীয়ে বালাকোট মাওলানা আবদুল হাকিম ও তাঁর পুত্র জজ ওয়ালিউল্লাহ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের কাছারি ঘরে ১৮৩৩ সালে এ মাদ্রাসার গোড়া পত্তন হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[১২] এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানাধীন চুনতি ইউনিয়নে অবস্থিত। এ মাদ্রাসায় ১৯৩৯ সালে ফাযিল এবং ১৯৭০ সালে কামিল হাদীছ বিভাগ চালু হয়। কিন্তু দেশের পট পরিবর্তনের কারনে ২ বছর চালু থাকার পর তা বন্ধ হয়ে যায়ে। অতঃপর ১৯৭৬ সালে আবার কামিল হাদিছ বিভাগ খোলা হয় এবং ১৯৭৮ সালে তা সরকারি অনুমোদন লাভ করে। [১৩]১৯৯৭ সালে এখানে ফিক্‌হ বিভাগ চালু হলেও তা নানা অসুবিধার কারনে তা বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে এখানে শুধু হাদিছ বিভাগ চালু রয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১১৮৪ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৬২ জন। এখানে অনেক খ্যাতনামা 'আলিম[১৪] ইসলামী ফিক্‌হ পাঠদানে অবদান রেখেছেন । এ মাদ্রাসার অনেক ছাত্র কর্মজীবনে বিজ্ঞ আলিম, মুফতী , ইসলামী বিশেষজ্ঞ[১৫] হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে বিভিন্ন

---

১০. অফিস রেকর্ড, জামিয়া আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী অত্র মাদ্রাসা

১১. মাওলানা জালালুদ্দীন আল-কাদেরী একজন বিখ্যাত বরেণ্য আলিম। তিনি ১০ বছর অত্র মাদ্রাসায় মুহাদ্দিছ হিসেবে এবং ৩২ বছর ধরে অদ্যাবধি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি চট্টগ্রামের জমিয়্যাতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের ২৮ বছর ধরে খতিবের দায়িত্ব পালন কওে আসছেন।

১২. ড. আহসান সাইয়্যেদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯, পৃ.৬২

১৩. আবু বকর রফিক আহমদ, *চুনতি মাদ্রাসার অতীত ইতিহাস*, চট্রগাম: মাসিক শিক্ষাঙ্গণ, সংখ্যা -সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ.১৬

১৪. খ্যাতনামা আলিম যারা এখানে পাঠদান করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মাওলানা মুজাফফর আহমদ(১৩২২ হি./১৯০৪ খ্রি.- ১৩৯১হি./১৯৭১ খ্রি.), মাওলানা ফজলুল্লাহ (১৩১৬হি./১৮৯৮ খ্রি.-১৪০০হি./১৯৭৯খ্রি.), মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মাদ নায়ের (১৩৪১হি./১৯২২খ্রি.ড়১৪০৬হি./১৯৮৫ খ্রি.), মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা (১৩৩০হি./১৯১১খ্রি.--১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.) মাওলানা কামাল উদ্দীন মুসা খতীবী (১৩৫৩হি./১৯৩৪ খ্রি.ড় ১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.) প্রমুখ।

১৫. ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন: চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ ও পীর সাহেব বাহরুল উলুম হিসেবে খ্যাত মাওলানা কুতুবু উদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ড.শাব্বীর আহমাদ, চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড.আবু বকর রফীক আহমদ, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন চুনতি নিবাসী মাওলানা শফীক আহমদ, মাওলানা হাবীব উলণ্ডাহ, প্রফেসর ড. মাওলানা আবু বকর রফীক, প্রফেসর ড. মাওলানা আ.ক.ম. আবদুল কাদের এবং কক্সবাজারের মাওলানা মাহমুদুল হক। অত মাদ্রাসায় ২৭/১০/২০১১ তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.)অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্টগ্রাম নিবাসী মাওলানা মোঃ হাফিজুল হক (১৯৬০ খ্রি.)। তিনি আলম শাহপাড়া কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল (ফিক্‌হ) পাশ করেন। 'ইলমি ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইন-কানুন এবং ইসলামী শরীয়াহ সম্প্রসারণে অনন্য ভূমিকা রাখছেন। এখানে ১৪/১১/২০১০ তারিখ থেকে ফিক্‌হ এর উপর পাঠদান করছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা রেদওয়ানুল হক(১৯৮২খ্রি.)। এছাড়াও অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা আ.ন. আবুল বাশার আতিক আহমেদ (জ.১৯৫৯খ্রি.) ২৬/০৪/১৯৯৭ তারিখ থেকে যোগদান করে ফিক্‌হ পাঠ দান করছেন।[১৬] তাঁদের আন্তরিকভাবে 'ইলমি ফিক্‌হ পাঠদানের বদৌলতে শিক্ষার্থীরাও এ জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধন করছেন।

৭. ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯০০ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার বাইজিদ বোস্তামী থানাধীন বাইজিদ বোস্তামী সড়কের পাশে এ প্রাচীন মাদ্রাসা অবস্থিত। বিখ্যাত 'আলিম, শাহ সুফী ওয়াজেদ আলী খান ১৯০০ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামানুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়। ১৯৩৯ সালে এ মাদ্রাসা একত্রে দাখিল, আলিম ও ফাযিল-এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৫৫ সালে কামিল হাদীছ ও ১৯৭০ সালে কামিল ফিক্‌হ বিভাগ চালু হয়। ১৯৬০ সালে এ মাদ্রাসা দাখিল আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৭৪ সালে কামিল (হাদীছ) এর স্থায়ী মঞ্জুরী লাভ করে।[১৭] বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৬০০ জন, কামিলে মোট ছাত্র ৩০ এবং ফিক্‌হ বিভাগে মোট ছাত্র ১০ জন। অত্র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার পুত্র বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আতিকুল্লাহ খাঁন (জ.১৯০৬) ১৯৩০ সালে এখানের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।[১৮] তাঁর দিক নির্দেশনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসাটি পর্যায়ক্রমে উন্নতির শিখরে আরহন করে। তাঁর অবসর গ্রহণের পর এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁরই পুত্র মাওলান জিয়াউল হক খাঁন। ১৯৯৫ সাল থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রামের বোয়ালখালী নিবাসী মাওলানা ইনামূল হক ওয়াজেদী। বর্তমানে এখানে ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী আবদুস সাত্তার (জ.১৯৫৫ খ্রি.)। তিনি কামিল হাদীছ এবং ফিক্‌হ বিষয়ের উপর সবোর্চ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ মাদ্রাসার অনেক কৃতি ছাত্র[১৯] রয়েছে যাঁরা পরবর্তীতে নিজেদেরকে সমাজের অনেক গুরুত্বপদে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগর প্রফেসর ড. আনোয়ারুল হক খতীবী , প্রফেসর ড. হাফেজ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, ড. আহমাদ আলী, চুনতি মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিছ যথাক্রমে মাওলানা মুহাম্মদ আতীকী ও মাওলানা শাহ আলম - এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৬. গবেষকের সাক্ষাতকার: চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এবং অফিস রেকর্ড ।

১৭. অফিস রেকর্ড , ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

১৮. মুনিরুল ইসলাম রফিক, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ও উন্নযনে কিংবদন্তী পুরুষ আল্লামা আতিকুল্লাহ খান, মাসিক তাসনীম, সংখ্যা : অক্টোবর ১৯৯৯ , পৃ২৩

১৯. কৃতী ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন: ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা জিয়াউল হক খান, জাফরাবাদ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী, রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আ.ম.ম. শামসুল আলম চৌধুরী, বোয়ালখালী থানাধীন শাকপুরা নিবাসী দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পীর মাহ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ, জামিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসর প্রধান মুহাদ্দিস মুফতী ওবাইদুল হক নঈমী, ফেনী কামিলল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুমিনুল হক গহিরা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম ও ছিপাতলী আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুল হক আল-কাদেরী ।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী শরীয়াতের বিধি বিধান পাঠদানকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা কবীর আহমাদ (১৩৬৬ হি./১৯৪৬ খ্রি.--১৪১৬হি./১৯৯৫ খ্রি.), বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আবদুল জব্বার (১৩৫২ হি৯./১৯৩৩ খ্রি.--১৪১৯হি./১৯৯৮ খ্রি.), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড.শফীকুল্লাহ প্রমুখ এ মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করতেন।

৮. শাকপুর দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম

চট্রগ্রাম শহরের বোয়ালখালী থানীধীন শাকপুরা গ্রামে স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম শাহ মাওলানা রশিদ আহমদ ছাহেবের সুযোগ্য পুত্র খ্যাতিমান পীর মাওলানা নূর মোহাম্মাদ (জ.১৯৫২ খ্রি.) এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ খ্যাতিমান পীর সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার বিনিময় মাদ্রাসাটি বর্তমানে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এ মাদ্রাসা ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৮৯ ও ১৯৯৭ সালে পর্যায়ক্রমে দাখিল, আলিম , ফাযিল এবং কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৫০ জন এবং কামিল শ্রেনীতে মোট ছাত্র ৩০ জন। এখানে ১/০১/১৯৮৩ সাল থেকে অদ্যাবধি ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন চট্রগ্রাম জেলার মীরসরাই থানাধীন মাওলানা মোঃ আবুল খায়ের নিজামী (জ.১৯৫২ খ্রি.) । এছাড়াও কক্সবাজার জেলার মাওলানা মোঃ আবুল কাসেম ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন। এ মাদ্রাসায় ইসলামী ফিক্হ সম্প্রসারণে উলেণ্ঢখযোগ্য শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আবদুর রহমান। মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রমুখ। ০১/০১/১৯৮০ সাল থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট আলিম চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা নূর মোহাম্মদ (জ.১৯৫২খ্রি.)। এতদঞ্চলে ইসলামী ফিক্হ বিকাশে এ মাদ্রাসার ভূমিকা অনন্য। [২০]

৯. বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৮২ খ্রি.)

চট্রগ্রাম জেলার প্রসিদ্ধ আলিম, বুযুর্গ পীর সাহেব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) (১৩৫২হি./১৯৩৩ খ্রি.-- ১৪১৯হি./১৯৮৮ খ্রি.) ১৯৮২ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। চট্রগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানধীন কদমতীলর নিকটে ধনিয়ালাপাড়া এ মাদ্রাসা অবস্থিত। এটি যথাক্রমে ১৯৮৬, ১৯৮৮,১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৫০০ জন এবং কামেলে ৪৫০ জন ।১৯৯১ সালে এ মাদ্রাসা বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্রগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত হয়।[২১] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন। বর্তমানে ০১/০৪/২০০৪ সাল থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্রগ্রাম নিবাসী মাওলানা সৈয়দ মোঃ আবু নোমান। তিনি একজন ফকীহ । তিনি এ মাদ্রাসায় ফিক্হ এর উপর পাঠ দান করেন। এছাড়াও ০১/০৬/১৯৮২ সাল থেকে ফিক্হের উপর পাঠ দান কক্সবাজার জেলার মাওলানা মোঃ ফরহাদ আলম (জ.১৯৬২ খ্রি.) এবং ০১/০৫/২০০০ তারিখ থেকে 'ইলমি ফিক্হ এর উপর পাঠ দান করে আসছেন কক্সবাজার জেলার মাওলানা মোঃ আমীর উদ্দীন (১৯৫৮খ্রি.)। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান সম্প্রসারণে, ইসলামী ফিক্হ বিকাশে চট্রগ্রাম জেলার এ মাদ্রাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচিত ।

[২০]. গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী শাকপুর দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা

[২১]. অফিস রেকর্ড, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

১০. ছোবহানিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৫১ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার পাথরঘাটাস্থ আছদগঞ্জ রোডে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যুৎসাহী, শিক্ষানুরাগী মুহাম্মাদ আবদুস সোবহান সওদাগর ১৯৫১ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয়দের সহায়তায় ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় যথাক্রমে ১৯৫২, ১৯৫৩ ও ১৯৬৪ সালে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ফলে 'ইলমি ফিক্হ অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এসে ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দুন , আইন-কানুন শিখে বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটায়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন । ১৯91 সালে এখানে কামিল ফিক্হ বিভাগ চালু হলেও পরবর্তী বছর নানাবিধ সমস্যার কারনে আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী কাজী মোঃ মঈনুদ্দীন আশরাফী (জ.১৯৬৪ খ্রি.)। তিনি ০১/০৯/১৯৮২ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। এছাড়াও ৫/০৩/১৯৮৮ ইং তারিখ থেকে ফিক্হ বিষয়ে পাঠদান করে আসছেন চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী নিবাসী মাওলানা মুফতী মোঃ আনোয়ার হোসাইন (জ.১৯৬৩ খ্রি.)। তিনি কামিল হাদীছ , তাফসীর ও ফিক্হ বিষয়ে কামিল পাশ করে ইসলামী আইন চর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন।

এখানে ১৯৫১-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন মাওলানা সৈয়দ শামসুল হুদা (মৃ.১৪১৬হি./১৯৯৫ খ্রি.)। ২০/০৬/২০০৯ তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্টগ্রাম নিবাসী মাওলানা মোঃ হারুন অর রশীদ (জ.১৯৭২ খ্রি.)। এখানে ইসলামী আইন, কুরআন, হাদীছ বিষয় পাঠদান করেন বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলিমগন যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মাওলানা আলাউদ্দীন (মৃ.১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.) মাওলানা আবুল ফছীহ মুহাম্মদ ফুরকান (১৩২৮হি./১৯১০ খ্রি.-১৩৯৮হি./১৯৭৭খ্রি.), মাওলানা আবদুল হাফিজ (১৩৪০হি./১৯২১খ্রি.-১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.) প্রমুখ ।[২২] বর্তমানে এ মাদ্রাসা ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী বিশেষজ্ঞ আলিম হয়ে কর্মজীবনে সফলতা বয়ে এনেছেন।

১১. মীরশরাই লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৮৮৪ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার মিরশরাই থানায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। ফুরফুর শরীফের খেলাফত প্রাপ্ত প্রথিতযশা আলিম, মুফতী , সুফী ও পীর হযরত মাওলানা আঃ লতিফ(র.) ১৮৮৪ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন যুগের চাহিদা তথা কাছাকাছি কোন মাদ্রাসা না থাকায় তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আহকাম ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মীরশরাইয়ে এটি একটি ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে এ মাদ্রাসা ক্রমেই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়েছে। এটি ১৯২৮ সালে ফাযিল এবং ১৯৯৭ সালে কামিল (হাদিছ)খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। এখনে বর্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৭২১ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। এ মাদ্রাসায় ০১/১১/১৯৭৬ তারিখ হতে ফিক্হ এর উপর পাঠ দান করেন চট্টগ্রাম মিরসরাই মাওলানা বাকী বিল্লাহ (জ.১৯৫১ খ্রি.) । তিনি কামিল আদব ও হাদীছ থেকে পাশ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফিক্হ চর্চায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ০৩/০১/১৯৯৪ তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত

[২২] . অফিস রেকর্ড , ছোবাহানীয়া কামিল মাদ্রাসা ও মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম: একটি অনন্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা , মাদ্রাসা স্মরণিকা '৮৫ , পৃ.১২-১৩; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

আছেন ফেনী জেলার মাওলানা মোঃ নুরুন্নবী ফারুকী (জ.১৯৭২ খ্রি.) । তিনিও এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন। [২৩]

১২. চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৭৮ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী থানাধীন নওয়াপাড়া রোডের পাশে এ মাদাসা অবস্থিত। বিখ্যাত আলিম, মুফতী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা মোজাফফর আহমদ (র.) ১৯৭৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন ছারছীনা মরহুম পীর আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.)। তাঁর অনুপ্রেরণায় এ আদর্শ প্রতিষ্ঠানটি জন্ম হয়।এটির প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে শিক্ষার্থীর ‘ইলমে ফিক্হ এর জ্ঞান আহরণ করতে থাকে। প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ মাওলানা মোজাফ্ফ আহমদ (র.) ইতোপূর্বে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসার মোহাদ্দেছ ছিলেন এবং জামিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। এ মাদ্রাসার দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণী একত্রে ১৯৮০ খ্রি.তারিখে এবং কামিল (হাদীছ) ১৯৮৬ এবং কামিল (ফিকহ) ২০০২ খ্রি. তারিখে - এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্রাসায় কামিল হাদীছ এবং কামিল ফিক্হ বিভাগ চালু রয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০০ জন । এ মাদ্রাসায় মে ,২০০৫ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করতেছেন চট্টগ্রাম জেলার মুফতী মাওলানা মোঃ কামাল উদ্দীন (জ.১৯৭৩খ্রি.)। তিনি জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল ফিক্হ বিষয়েউত্তীর্ন হয়ে এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় যোগদান করেন। বর্তমানে এখানে ০৭/১২/২০১১ তারিখ থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন লক্ষীপুর জেলা মাওলানা মোঃ জয়নুল আবেদীন জোবায়ের (জ.১৯৬০ খ্রি.)।[২৪] তিনি এ মাদ্রাসার শিক্ষাদানের উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৩. শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯২৮ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার বাহুলী গ্রামে প্রখ্যাত শাহচান্দ আউলিয়ার মাজারের পাশে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, বিশিষ্ট আলিম মাওলানা নুরুল হক শাহ বাহুলী গ্রামের লোকজনের সহায়তায় ১৯২৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।কাছাকাছি তেমন কোন মাদ্রাসা না থাকায় এ মাদ্রাসা ফিক্হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ মাদ্রাসা ১৯৫২, ১৯৫৮, ১৯৬১, ও ১৯৮৩ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৫০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮৬ জন।মাদ্রাসাটি ১৯৯৩,১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম জিলার ‘শ্রেষ্ট মাদ্রাসা ’ পুরস্কার লাভ করে। ০৯/১০/২০০৪ সাল থেকে এ মাদ্রাসায় ফিক্হ পাঠ দান করেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মোঃ আবদুল মান্নান(জ.১৯৭২খ্রি.)। তিনি রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ পাড়া কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) পাশ করেন ।এর পর এখানে যোগদান করে ইসলামী আইন শিক্ষা প্রদান করতেছেন। এ মাদ্রাসায় ২৯/০৪/২০০৩ তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মোঃ মোখতার আহমদ(জ.১৯৬২ খ্রি.)।[২৫] তিনি মাদ্রাসাকে উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

---

[২৩]. অফিস রেকর্ড , মীরশরাই লতিফিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা

[২৪]. অফিস রেকর্ড, চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা ; সাক্ষাতকার : অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা ।

[২৫]. অফিস রেকর্ড, শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার : অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা ।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. গ্যারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা (প্রতিষ্ঠা:১৯২০ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। সাতকানিয়া নিবাসী বিজ্ঞ আলিম, বিখ্যাত পীর শাহ সুফী হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ(মৃ.১৯৭৭খ্রি.) ১৯২০ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ আলিম এবং তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাদ্রাসার প্রধান হিসেবে দীর্ঘ ৫০ বছর এখানে কর্মরত ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী ফিক্হ শিক্ষা দানের পাশাপাশি 'ইলমে মা'রিফাতও শিক্ষা দিতেন। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী ফিক্হ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের জন্য অনেককে মুরীদ করেন। এখানে আলিম, ফাযিল ও কামিল যথাক্রমে ১৯৩৮,১৯৪৮ এবং ১৯৮২ সালে সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ০১/০৫/১৯৮৫ থেকে ০১/০১/২০১০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মোঃ আবদুল কাইউম (জ.১৯৫০ খ্রি.)। তিনি মাদ্রাসার সার্বিক উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। এখানে ১/০৩/১৯৯০ সাল থেকে ফিক্হ চর্চায় রত আছেন চট্টগ্রাম জেলার মাওলানা মোঃ ইয়াছিন এবং ১৮/০৩/২০১০ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্হ বিষয়ক অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন চট্টগ্রাম নিবাসী মাওলানা মোঃ আবু সিদ্দিক। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোঃ আবদুল মালেক(জ.১৯৬৫খ্রি.)। তিনি এ মাদ্রাসায় ০৫/০৫/১৯৯৭ তারিখে এ মাদ্রাসায় যোগদান করেন।[২৬] পরে উপাধ্যক্ষ এবং বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত থেকে মাদ্রাসার উন্নয়ন তথা ইলমি ফিক্হ চর্চায় নানাভাবে অবদান রাখছেন।

১৫. কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা, কক্সবাজার (প্রতিষ্ঠা:১৯৫৩ খ্রি.)

কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় এ প্রাচীন মাদ্রাসাটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী , দানশীল আলহাজ্জ মোঃ কলিমূল্লাহ ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ১০১০ জন কামেল১৫০ । এখানে জায়গার পরিমাণ ২ একর ২০ শতাংশ। ১৯৫৩ সালে একত্রে দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং ১/০৭/১৯৭৯ তারিখে কামিল -এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এখানে ১৯৮৫ সাল থেকে ফিক্হ বিষয় পাঠ দান করে আসছেন কক্সবাজার জেলার মাওলানা মোঃ হাবিবুল্লাহ (জ.১৯৫৩ খ্রি.) । তিনি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা থেকে কামিল ফিক্হ বিষয় পাশ করে অত্র মাদ্রাসায় ইসলামী ফিক্হ পাঠ দানে রত আছেন। বর্তমানে ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিলণ্ডা জেলার মাওলানা মোঃ মুহিব্বুল্লাহ (জ.১৯৫৯)।[২৭]

১৬. চাটখিল আলিয়া মাদ্রাসা, চাটখিল, নোয়াখালী (প্রতিষ্ঠা:১৯২৪ খ্রি.)

নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। চাটখিল থানার দৌলতপুর নিবাসী মাওলানা আনোয়ারুল্লাহ ১৯২৪ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১,১৯৫৩,১৯৫৯ ও ১৯৬৮ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৯০০ এবং কামিল শ্রেণীতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬১ জন। এখানে ০১/০৬/১৯৭৭ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করছেন চাঁদপুর জেলার মোঃ শামসুল হুদা সরকার (জ.১৯৫৭খ্রি.) এবং নোয়াখালী জেলার মাওলানা আবদুল জব্বার। তিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত হলেও খন্ডকালীন হিসেবে এখানে ফিক্হ চর্চায় রত আছেন। বর্তমানে ১১/০৭/ ২০১০তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোঃ রেজাউল হক (১৯৬৭ খ্রি.)।[২৮] তিনি হাদীছ ও

[২৬]. অফিস রেকর্ড, গ্যারাঙ্গিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার, অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা

[২৭]. অফিস রেকর্ড , কক্সবাজার হাশেমিয়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী , অত্র মাদ্রাসা

[২৮]. অফিস রেকর্ড, চাটখিল আলিয়া মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী , অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন। বর্তমানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে ইসলামী ফিক্‌হ চর্চায় অনন্য ভূমিকা রাখছেন।

১৭. হাতিয়া দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, হাতিয়া (প্রতিষ্ঠা:১৯৪৮ খ্রি.)

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন তালুকদার গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। নোয়াখালী জেলার প্রথিতযশা আলিম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা এ এইচ আবদুল হাই (মৃ.১৯৮৪ খ্রি.) ১৯৪৮ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার পাকিস্তান পালামেন্টের তৎকালীন শিক্ষা বিষয়ক সেক্রেটারী ছিলেন এবং একজন হক্কানী পীর ছিলেন তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসায় উন্নতির শিখরে আরহন করেছে। এখানে দাখিল, আলিম ও ফাযিল ১৯৪৮ সালে এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে এবং ০১/০৭/১৯৬৯ খ্রি. তারিখে কামিল (হাদীছ) খোলার অনুমতি লাভ করে। এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮৯৯ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১১১ জন। এখানে ০১/১২/২০১০ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন নোয়াখালী জেলার শাহ মাহমুদুল হক (জ.১৯৭১ খ্রি.)। বর্তমানে ২৭/০৭/২০০৮ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন নোয়াখালী জেলার মাওলানা আবু ইউসুফ মোঃ ইদ্রিস (জ.১৯৬৭খ্রি.)[২৯]

১৮. খলিলুর রহমান কামিল মাদ্রাসা সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী (প্রতিষ্ঠা:১৯৪২ খ্রি.)

নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি উপজেলার আমিশাপাড়ায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল মো ঃ খলিলুর রহমান এ ১৯৪২ সালে এ ম্াদাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই স্থানীয় সমাজপতি, আলিম ও ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসাটি ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে এসে ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় মনোনিবেশ করেন। উন্নতির ধারাবাহিকতায় এ মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম ০১/০৬/১৯৫৭ সালে এবং ০১/০৬/১৯৬১ খ্রি. তারিখে ফাযিল এবং ০১/০৭/১৯৮৭ খ্রি. তারিখে কামিল হাদীছ খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১১০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১০৫ জন। এ মাদ্রাসায় ৩/১২/২০০৩ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করেন নোয়াখালী জেলার মাওলানা নুর মোহাম্মদ (জ.১৯৮২ খ্রি.)। তিনি কামিল হাদীছ ও ফিক্‌হ বিভাগ থেকে পাশ করে অধ্যাপনায় রত আছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ১৫/১১/২০০১ খ্রি. তারিখ হতে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন নোয়াখালী জেলার মাওলাানা মোঃ জালালুদ্দীন (জ.১৯৭৪ খ্রি.)।[৩০] তিনি এখানে ফিক্‌হ চর্চায়, অনুশীলনে অসাধারণ ভূমিকা রাখছেন।

১৯. কারামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, নোয়াখালী (প্রতিষ্ঠা:১৯২৫ খ্রি.)

নোয়াখালী জেলা সদরের সোনাপুর গ্রামে ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম, মুফতী মাওলানা হামেদ ছিদ্দীকী ১৯২৫ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি ১৯২৬ সালে ফাযিল এবং ১৯৫৬ সালে কামিল হাদীছ চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লক্ষ্মীপুর জেলার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আযীযুল্লাহ (১৩২০হি./১৯০২খ্রি.--১৪০৩হি./১৯৮২খ্রি,)। এ মাদ্রাসার শিক্ষার মান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে ‘ইলমি ফিক্‌হ অধ্যয়নের জন্য এখানে চলে আসে। এখানে অনেক প্রতিভাবন শিক্ষক[৩১] ইসলামী বিধি-

---

২৯. অফিস রেকর্ড, হাতিয়া দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা

৩০. অফিস রেকর্ড , খলিলুর রহমান কামিল মাদ্রাসা ; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী , অত্র মাদ্রাসা

৩১. যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল্লাহ (১৩২৬ হি./১৯০৮ খ্রি.--১৩৮৮হি./১৯৬৮ খ্রি.), লক্ষ্মীপুর জেলার মাওলানা আবদুল মালিক (১৩৫১হি.১৯৩২খ্রি.--

Dhaka University Institutional Repository

বিধান, হাদীছ ও ফিক্হ চর্চায় অবদান রাখছেন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে থেকে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী[৩২] কর্মজীবনে অসমান্য অবদান রাখছেন। মাওলানা আযীযুল্লাহ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে। তিনি ১৯৮১ খ্রি. অবসর গ্রহণ করলে মাওলানা আবদুল মালেক অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসার মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৪৩ জন। বর্তমানে ০১/১০/২০০২ খ্রি. তারিখ হতে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন পিএইচ.ডি গবেষক নোয়াখালী জেলার মাওলানা মোঃ আমিনুল্লাহ (জ.১৯৬৪খ্রি.)।[৩৩] তিনি কামিল হাদীছ ও আদিব বিভাগ থেকে পাশ করে অধ্যাপনায় রত আছেন। অত্র মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি নিজেই এখানে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন।

২০. নোয়াখালী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, নোয়াখালী (প্রতিষ্ঠা:১৯১৩ খ্রি.)

নোয়াখালী জেলা শহরের অবস্থিত সোনাপুর গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষানুরাগী মাওলানা মোঃ আবদুছ ছোবাহান ১৯১৩ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা ১৯২২,১৯৪০, ও ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এবং ১৯৯৭ সালে কামিল ফিক্হ বিভাগ চালু করা হয়। এ ফিক্হ বিভাগ চালুর পর থেকে ছাত্র স্বল্পতা, সরকারী মঞ্জুরীর সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যার কারনে পরবর্তীতে এ বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন। এখানে ০১/০২/২০০৪ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ ইউসুফ ভূঁইঞা (জ.১৯৮০খ্রি.)। এছাড়াও ফেনী জেলার মাওলানা আবদুর রহীম ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করে আসছেন। বর্তমানে ১৫/১০/২০০৩ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন নোয়াখালী জেলার হাফেজ মাওলানা মোঃ ওহীদুল হক (জ.১৯৬৮খ্রি.)।[৩৪] তিনি কামিল হাদীছ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ.ডিগ্রী অর্জন করেন।

২১. চর আলেকজান্ডার কামিল মাদ্রাসা,রামগতি,লক্ষ্মীপুর (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৮ খ্রি.)

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর আলেকজান্ডারে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষানুরাগী কারী আলী আহমদ ১৯৩৮ সালে এটিকে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা হিসেবে চালু করেন এবং তিনিই এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী ও বিশিষ্ট আলিমগন এর উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা করেন।এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৭৪ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) শ্রেণীর সরকারি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৩০ জন। এখানে ০১/০৪/২০০৪ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্হ বিষয়ে পাঠদানে রত আছেন লক্ষ্মীপুর জেলার মাওলানা মোঃ আহমাদুল্লাহ (জ.১৯৮১খ্রি.) বর্তমানে ০১/০৭/২০১১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২খ্রি.) পর্যন্ত এ

১৪১৩হি./১৯৯২খ্রি.), নোয়াখালীর রামগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আবু নাছর মুহাম্মদ নজীবুল্লাহ (১৩৩৫হি./১৯১৬ খ্রি--১৪১৭হি.১৯৯৬খ্রি.), নোয়াখালী নাটেশ্বর নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ (জ.১৩৭০হি./১৯৫০খ্রি.)

৩২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম হলেন- নোয়াখালীর খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ মাওলান রফীকুল্লাহ, সোনাইমুড়ি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আহমাদুল্লাহ , চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড.আ.ক.ম.আবদুল কাদের, দৌলতগঞ্জ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুহাদ্দিছ মাওলানা আবদুর রউফ , রামগতি হাজিরহাট মাদ্রাসার অধ্যক্ষ যায়িদ হোসেন ফারুকী, চট্রগ্রাম বায়তুশ শরফ আলিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা আমীনুল্লাহ, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আবদুর রহমান।

৩৩. অফিস রেকর্ড , কারামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা

৩৪. অফিস রেকর্ড, নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন লক্ষ্মীপুর নিবাসী মাওলানা মোঃ মাকসুদুল হাসান (জ.১৯৭৬খ্রি.)[৩৫]। তিনি এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখছেন।

২২. চর কোলাকোপা কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা, রামগতি, লক্ষ্মীপুর (প্রতিষ্ঠা:১৯৪৪ খ্রি.)

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানাধীন পূর্ব চরশিতা গ্রামে এ প্রাচীন মাদ্রাসা অবস্থিত। এ মাদ্রাসাটি জৌনপুরী পীরসাহেব হযরত কারামাত আলী (র.) এর সুযোগ্য নাতি বিশিষ্ট আলিম বুজুর্গ, বিখ্যাত ফকীহ মুফতী মাওলানা আবদুজ জাহের চৌধুরী ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন সময়ে লক্ষ্মীপুর জেলার ইসলামের ধারক তথা ইসলামী বিধি- বিধান, ইসলামী ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে জৌনপুরী পীর সাহেবের অবদান অসমান্য। মাওলানা আবদুজ জাহের চৌধুরী একদিকে তিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী আইনকানুন শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন অন্যদিকে অন্যন্য সাধারণ লোকদেরকে আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা দিতেন। তিনি এলাকায় পীর সাহেব খ্যাত ছিলেন। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরই অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে দাখিল , আলিম ও ফাযিল শ্রেণী খোলা হয়। এবং ১৯৮১ সালে এখানে কামিল (হাদীছ) খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১১০০ এবং কামেলে ছাত্র সংখ্যা ৪৩ জন। এ মাদ্রাসায় ফিক্হ এর উপর পাঠ দান করেন লক্ষ্মীপুর জেলার মাওলানা হারুন অর রশীদ ।

এখানে ২৪/৭/২০১১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি(২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন নোয়াখালী জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ নেছার উদ্দীন(জ.১৯৭২খ্রি.)। তিনি ফিক্হ ও হাদীছ বিভাগ থেকে কামিল পাশ করেন। অত্র মাদ্রাসায় ০১/০৮/১৯৯৪ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন। [৩৬] তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্বের পাশাপাশি অত্র মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছেন।

২৩. ফেনী কামিল মাদ্রাসা, ফেনী, নোয়াখালী (প্রতিষ্ঠা:১৮৯৮ খ্রি.)

ফেনী জেলা সদরে মীযান রোড সংলগ্ন এ মাদ্রাসা অবস্থিতত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, ধর্মপরয়ান লোকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৮৯৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯২৩ সালে এ মাদ্রাসা পূর্ণরূপে অবকাঠামাগত উন্নয়নের মাধ্যমে পূন:প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৮,১৯৩২ ও ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল-এর সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯২৮ খ্রি. এ মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষার কেন্দ হিসেবে অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৭১ জন । এ মাদ্রাসায় অনেক বিখ্যাত আলিম[৩৭], মুফতী ইসলামী আহকাম পাঠদানে রত ছিলেন। এ মাদ্রাসা থেকে অনেকেই [৩৮]শিক্ষা লাভ করে নিজেকে বড় বড় আসনে আসীন করতে সামর্থ্য হন। ১৯৩১ সাল থেকে আমৃত্যু অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বরেণ্য আমি মাওলানা ওবাইদুল হক(১৩২১ হি./১৯০৩খ্রি.--১৩৮৪হি./১৯৬৪খ্রি.)। তিনিই হলেন এ মাদ্রাসার উন্নয়নের কর্ণধর। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসা ফেনী জেলার শ্রেষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এরপর দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা আবদুল কুদ্দুস ভুইঁএঃা । তিনি

---

৩৫. অফিস রেকর্ড, চর আলেকজান্ডার কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা

৩৬. অফিস রেকর্ড ,চর কোলাকোপা কেরামতিয়া কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা

৩৭. বিখ্যাত আলিমদের মধ্যে অন্যতম হলেন; গবেষক মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (১৩১৮হি./১৯০০ খ্রি--১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.), মাওলানা আবদুল মান্নান (১৩৩৪হি./১৯১৫খ্রি.--১৪১২হি./১৯৯১খ্রি/) ও মাওলানা আবদুল আউয়াল ফোরকানী (জ.১৩৫১হি./১৯৩২খ্রি.)

৩৮. এ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক আ.ত.ম.মুসলেহ উদ্দীন, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ.এফ.এম.আমিনুল হক, ফেনী আলিয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দিছ মাওলানা ইব্রাহীম, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাই, মাওলানা আবদুল হান্নান প্রমূখ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১/১২/২০১১ খ্রি. তারিখে অবসর গ্রহণ করলে ০১/০১/২০১২ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যবধি(২০১২ খ্রি.) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মীরের সরাই নিবাসী মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান(জ.১৯৬৩খ্রি.)। তিনি এ মাদ্রাসায় ০৩/০১/২০০৬ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন।[৩৯]

২৪. রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, রায়পুর ,লক্ষ্মীপুর (প্রতিষ্ঠা:১৮৭২ খ্রি.)

লক্ষীপুর জেলার রায়াপুর থানা সদরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। এখানকার খ্যাতনামা পীর মাওলানা শাহ ফয়জুল্লাহ ১৮৭২ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে ফিক্‌হ চর্চার জন্য এটি একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল। মাদ্রাসাটির সার্বিক উন্নতি সাধনে এ আধ্যাত্মিক পীর সাহেবের বংশধরেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এটি ১৯২৮ সালে আলিম এবং ১৯৩০ সালে ফাযিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৫৭ সালে এখানে কামিল (হাদীছ) চালু করা হয়। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫৫ জন। এখানে ০১/০৬/২০১১ তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন লক্ষ্মীপুর জেলার মাওলানা মোঃ মাহবুবুর রহমান (জ.১৯৮৭ খ্রি.)।১৯৬১-১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন সন্দীপ নিবাসী বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ মাওলানা আফলাতুন কায়সার (জ.১৯২৮ খ্রি.) । তিনি মাদ্রাসার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বর্তমানে ০১/০৬/২০১১ খ্রি. তারিখ হতে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মোঃ মুনছুর আহমদ। তিনি ইতোপূর্বে ০১/০৬/২০০৮ ইং তারিখ হতে প্রভাষক পদে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেছেন। [৪০]

২৫. ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফরিদগ্ঞ্জ, চাঁদপুর (প্রতিষ্ঠা:১৮৯৬ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানায় চাঁদপুরের এ বিখ্যাত মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম, খ্যাতিমান পীর হযরত মাওলানা মুফতী মোঃ আবদুল মজিদ ১৮৯৬ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সাবেক ধর্ম মন্ত্রী মাওলানা আবদুল মান্নান এর নানা মোঃ আবদুল মজিদ তৎকালীন সময়ে একজন বিখ্যাত আলিম এবং মুফতী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর হাতে গড়া এ মাদ্রাসাটিকে ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে মাওলানা আবদুল মান্নান এর অবকাঠামগত অনেক উন্নয়ন করেছিলেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৯০০ এবং কামেল মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন। এ মাদ্রাসায় ১৯২৫, ১৯৪০, ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে যথাক্রমে দাখিল , আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) চালু করা হয়। ১৯৯৮ সালে এখানে কামিল ফিক্‌হ চালু করা হয়। এখানে কামেলে হাদীছ এবং ফিক্‌হ বিভাগ চালু রয়েছে। বর্তমানে ফিক্‌হ বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন চাঁদপুর জেলার মাওলানা মোঃ ইকবাল হোসেন। অধ্যক্ষ হিসেবে ০১/০৭/২০০৮ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন ড.এ.কে.এম.মাহবুবুর রহমান (জ.১৯৬৩ খ্রি.)

২৬. শাহতলী কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯০২ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার শাহতলী নিবাসী শিক্ষানুরাগী, ধর্মানুরাগী মোঃ ছমীরুদ্দীন ১৯০২ সালে শাহতলীতে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২, ১৯৪৯ ও ১৯৬৪ সালে এ মাদ্রাসা যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৭০০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১১৯ জন। এখানে কামিল হাদীছ বিভাগ চালু রয়েছে। এখানে

---

[৩৯]. অফিস রেকর্ড, ফেনী কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা ।

[৪০]. অফিস রেকর্ড, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, রায়পুর; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

১৭/০৪/২০০১ থেকে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন কুমিলণ্ডা জেলার মাওলানা মোঃ নুরুল ইসলাম (জ.১৯৭৯ খ্রি.) এছাড়াও ২০০৬ সাল থেকে এখানে ফিক্হ চর্চায় রত আছেন কুমিল্লা জেলার মুফতী মাওলানা মোঃ ইয়াছিন মিয়া (জ.১৯৮৩ খ্রি.)। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে ০১/০৩/২০০৭ খ্রি. তারিখ হতে কর্মরত আছেন ফেনী জেলার মাওলানা মোঃ ফয়েজ আহমদ (জ.১৯৬৬ খ্রি.)।[৪১]

২৭. বড়ুরা সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯৫২ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার বরুরা থানা সদরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী, দাতা ও বিজ্ঞ আলিমদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১২/০৬/১৯৫২ খ্রি. তারিখে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আল হাজ্ব কারী আবদুল গফুর ছিলেন তৎকালীন সময়ে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং আল-হাজ্জ লাল মিয়া ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং আরও স্থানীয় ব্যক্তিদের আন্তরিকতার ফলে এ মাদ্রাসা সার্বিক উন্নতি হয়। পরবর্তীতে এটি ইসলামী ফিক্হ চর্চার অন্যন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত হয়। এটি ১৯৫৫,১৯৬১,১৯৬৬ ও ২০১০ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণি চালু করার সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। এ মাদ্রাসায় মোট জায়গার পরিমান ৫ একর ২ শতাংশ। মোট ছাত্র সংখ্যা ১০৭৮ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৩ জন। এ মাদ্রাসায় ০১/০৩/২০০5 খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান(জ.১৯৭৭খ্রি.)। এছাড়াও কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা মোঃ আব্বাস আলী এখানে ফিক্হ চর্চা ও পাঠদানে রত আছেন। বর্তমানে ২৯/০৬/২০০২ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ আলী আকবার ফারুকী (জ.১৯৬৯খ্রি.)[৪২]

২৮. ভারিল্লা শাহ ইসরাইল কামিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯৬০ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার বুরিচং উপজেলাধীন ভারিল্লা গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী,ধর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আবদুল মান্নান (মৃ.২০১০ খ্রি.) 'ইলমি ফিক্হ চর্চা, কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা তথা ইসলামী আহকাম বিধি-বিধান শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ৭২ শতাংশ জমি প্রদান করে ১৯৬০ সালে ভারিল্লা শাহ ইসরাইল[৪৩] মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৬১, ১৯৭২,১৯৭৭ এবং ২০০৪ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণি খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০ জন। এ মাদ্রাসায় ০১/০৬/১৯৮০ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করেন কুমিল্লাহ জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ আবু ইউসুফ (জ.১৯৬০ খ্রি.)। তিনি একজন বিশিষ্ট মুফতী হিসেবে পরিচিত। তিনি ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) এবং ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা থেকে কামিল (ফিক্হ) বিষয়ে পাশ করে অত্র মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় রত আছেন।এ মাদ্রাসায়

---

৪১. অফিস রেকর্ড, শাহতলী কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী , অত্র মাদ্রাসা

৪২. অফিস রেকর্ড, বরুরা সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা ; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ, অত্র মাদ্রাসা

৪৩. হযরত শাহ জালাল (র.) এর ৩৬০ জন অনুসারীদের মধ্যে ইয়ামেনের অধিবাসী হযরত শাহ ইসরাইল ও হযরত শাহ নুরুদ্দীন (র.) এ অঞ্চলে এসেছিলেন ইসলাম প্রচার করতে। তাঁরা এখানে এসে মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগের উপদেশ দিতেন। তাদেরকে ইসলামের আহকাম মেনে চলার উপদেশ দিতেন। এ মহান দু অলির মাজার ভারিল্লা গ্রামেই অবস্থিত। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা তাদের মধ্যে বড় শাহ ইসরাইলের নামানুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করেন। এখানে শাহ নুরুদ্দীন নামে একটি প্রসিদ্ধ হাইস্কুল রয়েছে । যেখানে প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

০১/০৬/১৯৯৯ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি(২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ ফরিদ আহমাদ (জ.১৯৭১) খ্রি.।[৪৪]

২৯. আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯৮৪ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলা সদরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশেষজ্ঞ আলিম, সমাজপতি, শিক্ষানুরাগী, দানশীলদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আলহাজ্ব খুরশীদ আলম (সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান), স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মোঃ মনিরুজ্জামান, সংসদ সদস্য আলহাজ্ব অধ্যাপক আলী আশরাফ প্রমুখ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। এ মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ধামতীর বরেণ্য পীর সাহেব মাওলানা মোঃ আঃ হালিম। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১০৫ জন। এখানে ০১/০৫/১৯৮৫ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ আবদুল মজিদ (জ.১৯৫৯খ্রি.) এবং ১০/০৩/১৯৮৫ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ চর্চা ও অধ্যাপনায় রত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ আবদুর রহীম ফারুকী (জ.১৯৫৫খ্রি.)। ০১/১১/২০০৩ খ্রি. তারিখ হতে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার আ.ন.ম মাঈনুদ্দীন সিরাজী (জ.১৯৭০খ্রি.)। তিনি কামিল ফিক্‌হ বিভাগ থেকে পাশ করেন।[৪৫] বর্তমানে তিনি ফিক্‌হ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছেন।

৩০. হাজিগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর (প্রতিষ্ঠা:১৯৩১ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। সাবেক ওয়াকফস্টেটের মোতাওয়াল্লী আহমাদ আলী পাটওয়ারী ১৯৩১ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন দানশীল, শিক্ষানুরগী এবং সমাজসেবী। তিনি 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চা, ইসলামী আহকাম প্রচার ও প্রসার এবং পরবর্তী জীবনে কল্যাণ লাভের সুমহান লক্ষ্য নিয়ে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকালের পর থেকে এখানের স্থানীয় আলিম, জনসাধারণের সহায়তায় মাদ্রাসাটিকে উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ১৯৪২, ১৯৪৫ ও ১৯৯৪ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণী খোলার অনুমতি পায়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৮০ জন। এটি ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বিকৃত। এখানে ০১/০৩/১৯৯৪ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠদান করে আসছেন কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানাধীন মাওলানা মোঃ হাফেজ রফিক আহমাদ (জ.১৯৫৬খ্রি.)এবং চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন মাওলানা সিরাজুল ইসলাম।

বর্তমানে ০২/০১/২০০৭ সাল থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ হেফজুর রহমান(জ.১৯৭২খ্রি.)।[৪৬] তিনি কামিল হাদীছ, ফিক্‌হ ও আদিব বিভাগ থেকে পাশ করেন। তিনিও একজন ফকীহ হিসেবে বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন।

৩১. নিশ্চিন্তপুর ডিএস ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর (প্রতিষ্ঠা:১৯৫৮ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন নিশ্চিন্তপুর গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী, ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মুহাম্মদ খলীলুর রহমান ১৯৫৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

---

[৪৪]. অফিস রেকর্ড, ভারিল্লা শাহ ইসরাইল কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা

[৪৫]. অফিস রেকর্ড, আল-আমিন ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ, অত্র মাদ্রাসা

[৪৬]. অফিস রেকর্ড , হাজিগঞ্জ দারুল উলুম আহমাদিয়া কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

করেন। এটি ১৯৬০ সালে দাখিল, ১৯৬১ সালে আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৮৬ সালে কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করেন। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ জন এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬৫ জন। বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আলী আশরাফ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে অবসর গ্রহণ করলে ০১/১১/২০১০ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত আছেন চাঁদপুর জেলার এ.এস.এম.ফখরুদ্দীন (জ.১৯৭২ খ্রি.)। তিনি ০৯/১২/১৯৯৩ খ্রি. তারিখ থেকে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত থেকে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেছেন। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি ফিক্হ চর্চার উপর যথেষ্ট ভূমিকা রাখছেন। শিক্ষার্থীদেরকে ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করছেন। এছাড়াও ০১/০৬/১৯৮৫ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করেন কুমিল্লা জেলার মুফতী মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসেন(জ.১৯৬৩ খ্রি.)।[৪৭]

৩২. ভোলদিঘী কামিল মাদ্রাসা, চাঁদপুর (প্রতিষ্ঠা:১৯৫৩ খ্রি.)

চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তী উপজেলার ভোলদীঘী গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। এখানকার স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক, ছারছীনা পীর সাহেবের মুরীদ, ধর্মানুরাগী হাজী মোঃ লতিফ উদ্দীন ১৯৫৩ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬৫ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর সরকারী অনুমোদন লাভ করে। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৭০৫ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৭৩ জন। বর্তমানে এখানে ০১/০৭/২০০২ খ্রি. তারিখ হতে ফিকহ উপর পাঠ দান করেন চাঁদপুর জেলার মাওলানা মোঃ আহসানুল্লাহ মজুমদার (জ.১৯৭১ খ্রি.) । এছাড়া এ মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক চাঁদপুর নিবাসী মাওলানা মোঃ শাহজাহান ফিকহ চর্চা ও পাঠ দান করছেন। ০৭/০৪/২০০৫ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি(২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন চাদঁপুর জেলার মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসেন (জ.১৯৭১খ্রি.)।[৪৮] তিনি কামিলে হাদীছ , আদিব ও ইসলামের ইতিহাসে এম.এ পাশ করে বর্তমানে অধ্যক্ষ ও ফিক্হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন।

৩৩. আল জামিআতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা, ফেনী (প্রতিষ্ঠা:১৯৭৮ খ্রি.)

ফেনী জেলা সদরে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি আনঞ্জুমানে ফালাহিল মুসলিমিন ট্রাষ্ট কর্তৃক ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যার প্রতিষ্ঠাত প্রধান ছিলেন প্রফেসর আবদুল আউয়াল।বর্তমানে এর পরিচালনা পর্ষদের প্রধানের দায়িত্বে আছেন বিশিষ্ট সমাজপতি, শিক্ষানুরগী মোঃ লিয়াকত আলী ভূইঞাঁ। ফেনী ভিত্তিক এ সংগঠনটির সদস্যরা 'ইলমি ফিক্হ তথা ইসলামী আহকাম, বিধি-বিধান সম্প্রচার, ফিক্হ চর্চার জন্য এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কামিল হাদীছ এবং কামিল ফিকহ চালু রয়েছে । কামিল হাদীছ ১৯৯৬ সালে এবং কামিল ফিক্হ ২০০০ সালে এখানে চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি শিক্ষার গুণগতমান অনেক ভাল হওয়ায় অনেক দূর দূরান্ত থেকে এখানে শিক্ষার্থীরা ধমীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটে আসে। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৩০০০ এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০০ জন। এটি ফিক্হ চর্চার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এখানে ০১/০৫/২০০০ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্হ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার নিবাসী মাওলানা মুফতী মোঃ রফিকুল ইসলাম (জ.১৯৬৭ খ্রি.) এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী নিবাসী মাওলানা মুফতী মোঃ হান্নান (জ.১৯৮০ খ্রি.)১৭/০৮/২০০৩ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্হ চর্চা এবং পাঠ দান করে আসছেন। এখানে ০৫/১০/১৯৯১ খ্রি. তারিখ থেকে

---

[৪৭]. অফিস রেকর্ড, নিশ্চিন্তপুর ডিএস ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা ; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ , অত্র মাদ্রাসা।

[৪৮]. অফিস রেকর্ড , ভোলদিঘী কামিল মাদ্রাসা ; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী , অত্র মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন পটুয়াখালী জেলার মৃজাগঞ্জ নিবাসী পি-এইচ.ডি গবেষক ও খ্যাতিমান আলেম মাওলানা মুফতী মোঃ ফারুক আহমদ (জ.১৯৭১ খ্রি.)[৪৯]

৩৪. লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কমিল মাদ্রাসা, লক্ষ্মীপুর (প্রতিষ্ঠা:১৮৫৭ খ্রি.)

লক্ষ্মীপুর জেলা সদরে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি বিখ্যাত পীর, অলীয়ে কামেল আজীম শাহ (র.) ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার সময় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা না থাকায় এ মাদ্রাসাটিই ছিল ফিক্হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনগণের কোন ফতুয়া প্রয়োজন হলে এ মাদ্রাসায় এসেই এর সমাধান নিতে হত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, সমাজ সেবী, তথা সমাজের প্রতিভাবন ব্যক্তিদের সহায়তায় ধীরে ধীরে এর অবকাঠামগতসহ সার্বিক উন্নয়ন হয়। এটি ১৯৪৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৮৬ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) খোলা হয়। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৮০০ এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৩৯ জন। এ মাদ্রাসায় ০১/০৩/১৯৯৮ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন লক্ষ্মীপুর জেলা মাওলানা মহিউদ্দীন মাহমুদ (জ.১৯৭৬খ্রি.)। বর্তমানে এ খানে ০১/০৩/১৯৭৯ খ্রি. তারিখ হতে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন লক্ষ্মীপুর জেলার মাওলানা এ.কে.এম.আবদুল্লাহ (জ. ১৯৫৭খ্রি.)।[৫০]

৩৫. ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯২০ খ্রি.)

দেবিদ্বার নিবাসী ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ আজীম উদ্দীন (মৃ.১৩৯৪হি./১৯৭৪ খ্রি.) কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার ধামতী গ্রামে ১৯২০ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় এ অঞ্চলে কোন মাদ্রাসা ছিল না। অধিকন্তু ধামতী ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত, ইসলামী শিক্ষায় পিছিয়ে এবং হিন্দু জমিদার প্রভাবিত এলাকা। মাওলানা আজীম উদ্দীন এ অঞ্চলে কুরআন ও হাদীছের আলো বিকিরণে নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে এ মাদ্রাসাকে ক্রমে সমদ্ধ করে তোলেন।[৫১] ১৯৩৪,১৯৪১, ও ১৯৬৬ সালে এখানে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) চালু হয়। শিক্ষকদের আন্তরিকতা, পাঠদানে দক্ষতা, অধ্যক্ষ মাওলানা আজীম উদ্দীনের জ্ঞানের গভীরতার জন্য এ মাদ্রাসার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসে শিক্ষার্থীর ‘ইলমি ফিক্হ চর্চার জন্য ভর্তি হয় ১৯৮৮ সালে এ মাদ্রাসা চট্রগ্রাম বিভাগের ‘শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা’ পুরুস্কারে ভূষিত হয়। বিগত দিনে এ মাদ্রাসার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। এ মাদ্রাসার ছাত্র ১৯৭২ সালে কামিল হাদীছ পরীক্ষায় ২য়, ১৯৭৩ সালে ৩য় ও ৫ম,১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে ১ম, ১৯৭৭ সালে ৩য় ও ৪র্থ এবং ১৯৮২ সালে ২য় স্থান অধিকার করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮৫০ এবং কামিলে ছাত্র সংখ্যা ১০৮ জন। এখানে অনেক প্রতিভাবন মুহাদ্দিছ, মুফতী ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন। এর মধ্যে টুমচর নিবাসী মাওলানা মোঃ ইসমাইল (১৩৬৫হি.১৯৪৫খ্রি.--১৪১৬হি./১৯৯৫খ্রি.), চাঁদপুর জেলার কুচুয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল করীম (জ.১৯৪৪ খ্রি.) অন্যতম। বর্তমানে ১৫/০১/২০১১ খ্রি. তারিখ হতে এখানে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করেন পিরোজপুর জেলাধীন মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসেন (জ.১৯৮১খ্রি.)। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমৃত্যু অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মোঃ আজমী (র.)। তার মৃত্যুর পর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাঁর পুত্র বিশিষ্ট ‘আলিম মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হালীম (জ.১৯৩৯ খ্রি.)।

---

[৪৯]. অফিস রেকর্ড, আল জামিআতুল ফালাহিয়া কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ, অত্র মাদ্রাসা।

[৫০]. অফিস রেকর্ড, লক্ষ্মীপুর দারুল উলুম কমিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা।

[৫১]. এ.কে.এম.ফজলুর রহমান মুন্সী, সীরাতে আজীম, ধামতী, কুমিল্লা , খানকা-ই-ছিদ্দিকীয়া, ১৯৮৫, পৃ.১৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে ০১/১০/২০১১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোহাম্মদ মহিউদ্দীন (জ.১৯৬৭ খ্রি.)। [৫২]

৩৬. আরাইসিদা কামিল মাদ্রাসা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া (প্রতিষ্ঠা:১৯৩২ খ্রি.)

ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলাধীন আরাইসিদা গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। ইসলামী আহকাম, বিধি-বিধান তথা ফিক্‌হ চর্চার তেমন কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় স্থানীয় কিছু আলিম, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগীদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৩২ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সমন্বিত প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসার অবকাঠামগত এবং শিক্ষাগত উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ফিক্‌হ চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এখানে মোট জায়গার পরিমান ২.৫০ একর । এ মাদ্রাসায় ১৯৯০ সালে ফাযিল এবং ১৯৯২ সালে কামিল (হাদীছ) চালু করা হয়। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ এবং কামেলে ছাত্র সংখ্যা ৮৫ জন। এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ সিরাজুম মুনীর। তিনি ০১/০৩/১৯৯৩ খ্রি. তারিখ থেকে এখানে তার দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও এখানে ফিক্‌হ বিষয়ের পাঠ দান করছেন চাঁদপুর জেলার মাওলানা শামসুল আলম। বর্তমানে ০১/০৩/১৯৯৩ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা এবিএম সিদ্দিকুর রহমান(জ.১৯৬২খি.[৫৩])

৩৭. আরাইবাড়ি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, ব্রাক্ষণবাড়িয়া (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৭ খ্রি.)

ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার কসবা থানার আড়াইবাড়ি গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। আড়াইবাড়ির পীর সাহেব হিসেবে খ্যাত সুফী আবু সাঈদ মোঃ আসগর আহমাদ ১৯৩৭ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মাওলানা গোলাম হোসাইন (মৃ.২০০৯ খ্রি.) এবং হাজী ফজলুর রহমান এর নামও বিশেষভাবে উলেণ্টখযোগ্য। তৎকালীন সময় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা না থাকায় এটিই ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাত ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে 'ইলমি ফিক্‌হ অর্জন করেন।এটি ১৯৫৭,১৯৬৬. ১৯৭৭ এবং ২০০৪ সালে পর্যায়ক্রমে দাখিল , আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এ মাদ্রাসায় বর্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যা এবং কামেলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২২ জন। এ মাদ্রাসায় ০৭/০৫/২০০৩ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার মোঃ মোছলেহ উদ্দীন(জ.১৯৬৬খ্রি.)। এখানে ৩১/০১/১৯৯৬ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মো ঃ গোলাম সরোয়ার সাঈদী (জ.১৯৭২ খ্রি.)।[৫৪]

---

[৫২]. অফিস রেকর্ড, ধামতী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা।

[৫৩]. অফিস রেকর্ড, আরাইসিদা কামিল মাদ্রাসা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ, অত্র মাদ্রাসা

[৫৪]. অফিস রেকর্ড ,আরাইবাড়ি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা , ব্রাক্ষনবাড়িয়া; গবেষকের সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী, অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগের জেলা ভিত্তিক মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলঃ

Table: **District wise number of Madrasah, Teachers and Enrolment by Sex, 2008-**[55]

Division	Slno	District	Inst. Total	Girls _Inst	Tot Teacher	Fem. Teacher	Tot. Stu.	Girls
CHITTAGONG	1.	BANDARBAN	11	0	100	7	1609	841
	2.	BRAHAMANBARIA	84	5	861	111	19118	10410
	3.	CHANDPUR	203	28	2231	141	50678	28604
	4.	CHITTAGONG	321	30	3618	238	85877	36799
	5.	COMILLA	381	64	4010	368	84695	50356
	6.	COX'S BAZAR	132	26	1347	91	32067	20412
	7.	FENI	120	13	1157	72	27908	11983
	8.	KHAGRACHHARI	19	1	155	7	2202	1140
	9.	LAKSHMIPUR	138	25	1427	76	38491	21527
	10.	NOAKHALI	175	32	1815	90	44296	23945
	11.	RANGAMATI	12	0	121	7	1554	492
	Total:		**1596**	**224**	**16842**	**1208**	**388495**	**206509**

উপরের সারণীতে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ টি জেলার সাধারণ মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এ তালিকা থেকে দেখা যায় যে, মোট পুরুষ (সাধারণ) মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫৯৬, মহিলা মাদ্রাসার সংখ্যা ২২৪ টি মোট শিক্ষকদের সংখ্যা ১৬৮৪২ জন, মহিলা মাদ্রাসায় মোট শিক্ষক সংখ্যা ১২০৮ জন। ছাত্রদের সংখ্যা ৩৮৮৪৯৫ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ২০৬৫০৯ জন। মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই ফিক্‌হ শাস্ত্র চর্চার সাথে কোন কোননা ভাবে জড়িত।

৫৫ . http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

কওমী মাদ্রাসা

৩৮. আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাছেমূল উলুম-পটিয়া -চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৩৮ খ্রি.)

চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা সদরে ঐতিহ্যবাহী 'আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাছেমূল উলুম' মাদ্রাসাটি ১৯৩৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। হাটহাজারী মাদ্রাসার তৎকালীন পৃষ্ঠপোষক পীরে কামেল মাওলানা জমির উদ্দীন (১৮৭৮-১৯৪০ খ্রি.)তাঁর কতিপয় প্রিয়ভাজন আলেমকে পটিয়া সদরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আহবান জানান।[৫৬] তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিবিড় পল্লীর চেয়ে অধিকতর শহর এলাকায় 'ইলমে দীনের আলো জ্বালিয়ে আধুনিকতার নামে কুসংস্কারে নিমজ্জিত লোকদের হেদায়েতের অন্তর্ভূক্ত করা। তাঁর প্রিয়ভাজন আলেম ঝিরি মাদ্রাসার মুফতী মাওলানা আবদুল আজিজ এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তখন তাঁর (আব্দুল আজিজ) উস্তাদের দোয়া তাঁর পাথেয় হিসেবে কাজে লাগে।[৫৭]

মাওলানা আবদুল আজিজ তখন মৌলবী ঈসা, মাওলানা আহমদ ও মাওলানা হামিদুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে পটিয়া সদরের দক্ষিণে ১৩৫৭ হিজরীতে তুফান আলী মুন্সীর মসজিদে 'কাসেমূল উলুম' নামে একটি মাদ্রাসা কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠা করে কতিপয় ছাত্রকে সূরা ফাতেহার সবক দিলেন।[৫৮]

এরপর সময়ের পরিবর্তনে, স্থানীয় ধর্মভীরু, 'আলেম ওলামা তথা জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় এটি পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসায় রূপ নেয়। মাওলানা আবদুল আজিজ এ মাদ্রাসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এ মাদ্রাসার নামের সাথে তাঁর পীর মাওলানা জমির উদ্দীন নামের আংশিক 'জমিরিয়া' যুক্ত করে দেন। যেখানে সূরা ফতিহা বা মক্তবের শিক্ষা দিয়ে শুরু হয়েছিল, অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম প্রবর্তন করা হয়।এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞ 'আলিম জড়িত রয়েছে।[৫৯] যাদের মেধা, শ্রম, বুদ্ধি, আর্থিক সহযোগিতা এ মাদ্রাসাকে বর্তমান অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে এখানে ১ম শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত স্বাভাবিক শিক্ষা ধারার সাথে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ইসলামী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা চালু করা হয়েছে।[৬০] ১৯৪৫ খ্রি.এ মাদ্রাসায় দাওরায় হাদীছ চালু করা হয়।[৬১] মাওলানা মুফতী আযীযুল হক(জ.১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-মৃ.১৩৮০হি./১৯৬০খ্রি.) প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত এ মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পর ১৯৯২খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সুবিখ্যাত 'আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস (১৩২৭ হি./১৯০৮খ্রি.-১৪১৩হি./১৯৯২খ্রি.)। তাঁর ইন্তিকালের পর ২০০৩ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা হারুন ইসমাঈল ইসলামাবাদী (১৩৫৮হি./১৯৩৯খ্রি.-১৪২৪হি./২০০৩খ্রি.)। ৩০/১০/২০০৮ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি(২০১৩ খ্রি.) অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে কর্তব্যরত আছেন চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী (জ.১৯৫৯খ্রি.) । এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন

---

[৫৬]. মাওলানা রফিক আহমদ, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও কতিপয় স্মরণীয় মাশায়েখ, পৃ.৫

[৫৭]. মো: আবদুল হালিম বোখারী, জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমূল উলুম পটিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মাসিক আত-তাওহীদ বিশেষ সংখ্যা, স্মরণিকা,চট্রগ্রাম: জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমূল উলুম পটিয়া, ১৯৮৭, পৃ.১৪

[৫৮]. প্রাগুক্ত ,পৃ.৯

[৫৯]. ত্যাগী 'আলিমদের মধ্যে অন্যতম হলেন: মাওলানা জমির উদ্দীন, মাওলানা মুফতী আজিজুল হক, মাওলানা আহমদ হাসন, মাওলানা শাহ ইসকান্দর , মাওলানা আহমদ, মাওলানা হাবীবুলণ্যাহ , মাওলানা সাঈদ আহমদ, মাওলানা মোহাম্মাদ ইউনুছ, মাওলানা ওবায়দুর রহমান প্রমুখ।[মাওলানা রফিক আহমদ, জামেয়া-ইসলামিয়া পটিয়া ও কতিপয় স্মরণীয় মাশায়েখ, পৃ.৫]

[৬০]. ড.মো: আবদুস সাত্তার, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ঢাকা: ইফাবা,জুন,২০০৪,পৃ.৩৭১

[৬১]. মোহাম্মাদ হারুন ইসলামাবাদী, জামেয়ার প্রতিষ্ঠা ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, চট্রগ্রাম: আল জামেয়া স্মরণিকা, ১৯৯৪, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

চট্রগ্রাম জেলার বিখ্যাত মুফতী মাওলানা আহমাদ উল্লাহ (জ.১৯৪১ খ্রি.)। এছাড়াও ফিক্হ চর্চায় যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে তাঁরা হলেন চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা মুফতী শামসুদ্দীনন ভূইয়াঁ, মাওলানা মুফতী মোজাফফর আহমাদ। বর্তমানে ফিকহ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন এবং এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০০০ জন।[৬২] সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাধ্যমে হাজার হাজার ছাত্র ইসলামী জ্ঞান আহরণে পথিকৃত হয়ে বাংলাদেশে ইসলামী তাহজীব তমদ্দুনের ব্যাপক প্রচারে ব্রতী হয়েছে। সমাজ মানসের রন্ধে রন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা শিরক-বিদ'আত ও নাস্তিকতার প্রতিরোধ করে তুফান আলী মুন্সীর মসজিদে যে দীনি মিশনের সূচনা হয়েছিল তা আজ ইসলামী শিক্ষার দুর্জয় দূর্গে পরিণত হয়েছে।[৬৩]

৩৯. দারুল 'উলুম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী , চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯০১ খ্রি.)

দারুল 'উলুম মু'ঈনুল ইসলাম মাদ্রাসাটি চট্রগ্রাম জেলার হাটহাজারি থানা সদরে অবস্থিত। চটগ্রাম বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ[৬৪] (১২৬৮হি./১৮৫০খ্রি.-১৩২৮হি./১৯১০খ্রি.), মাওলানা আবদুল হামিদ[৬৫] (১২৮৭হি./১৮৭০খ্রি-১৩৩৮হি./১৯২০খ্রি.), মাওলানা আযীযুর রহমান[৬৬] (১২৮০হি./১৮৬২খ্রি.-১৩৩৯হি/১৯২১খ্রি.) এবং মাওলানা হাবিবুল্লাহ[৬৭] (১২৮৩হি.১৮৬৫খ্রি.-১৩৬১হি./১৯৪৩খ্রি.) সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে ১৯০১ খ্রি. এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা[৬৮] করেন।

---

৬২. অফিস রেকর্ড, অত্র জামেয়া আল ইসলাামিয়া ,পটিয়া

৬৩. আততাওহীদ ,চট্রগ্রাম: আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭, বিশেষ সংখ্যা পৃ.১১

৬৪. মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ চট্রগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার খন্দীপে ১৮৫০ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তা৭র পিতার নাম মৌলভী জিন্নত আলী তিনি মুন্সেফ ছিলেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে দাওরায় হাদীস পাশ করেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে দারুল 'উলুম হাটহাজারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯০৫ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

৬৫. মাওলানা আবদুর হামিদ ১৮৬৯ খ্রি. চট্রগ্রামের হাটহাজারী থানার মাদার্শ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম তালুকদার রুস্তম আলী মুন্সী। তিনি চট্রগ্রামের মোহসেনিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর সমাজের অনৈসলামিক কার্যাবলী দূরীভূত করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ নসীহত করতেন। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ও মাওলানা হাবিবুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট মাওলানাদের সংস্পর্শ লাভ করে নিজেকে আরও উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসার অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠদান শিক্ষার্থীদেরকে মোহিত করেছিলেন।

৬৬. মাওলানা আজিজুর রহমান ১৮৬২ খ্রি. চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বাবু নগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে চট্রগ্রামের মোহসেনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে কুরআন হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। উচ্চতর শিক্ষা সমাপ্তির পর দারুল 'উলুম হাটহাজারি মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তিনি এ মাদ্রাসার একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে তিনি ফিকহ বিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাঠদান করেন। এ মাদ্রাসা ছাড়াও তিনি নাজির হাটে নাসিরুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ির আজিজুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৬৭. মাওলানা হাবিবুল্লাহ চট্রগ্রামের হাটহাজারী থানার চরিয়া গ্রামে ১৮৬৫ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাও: মতিউল্লাহ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ মক্কার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ভারতের উত্তর প্রদেশের দারূল 'উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন।এর পর কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসা থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ মদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন এখানের অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর সান্নিধ্য লাভ করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর তিনি ১৯০১ খ্রি. থেক ১৯৩৪ খ্রি. পর্যন্ত দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে কর্মরত থেকে 'ইলমি ফিক্হ চর্চায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

৬৮. দারুল 'উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসার ১ম মোহতামিম মাওলানা হাবিবুল্লাহ ১৮৯৭ খ্রি. চট্রগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানা সদর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে চরিয়া গ্রামে প্রথমে মক্তব আকারে এ মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ ও মাওলানা সুফী আযীযুর রহমানে পরামর্শ মত হাটহাজারী বাজারের ফকির মসজিদের পাশে মিঠা হাটায় ১৮৯৯ সালে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু সেখানে এ মাদ্রাসা বেশিদিন চলতে পারেনি। মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লিখিত পটভূমিতে বলা হয়, বিংশ শতাব্দীর প্রারাম্ভে বৃটিশ ভারতীয় উপমহাদেশের এ অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা, তাহজীব তমদ্দুনের অবস্থা ছিল মুসলিম মিল্লাতের প্রতিকূলে। ঈমান, আমল, তাওহীদ, রিসালাত, শরীয়ত ও দীন সম্পর্কে অধিকাংশের অজ্ঞতা ছিল সর্বজন বিদিত। মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ শিরক, বিদআত, কবরপূজা, ইত্যাদি ঈমানের পরিপন্থী কুসংস্কার, সামাজিক সংঘাতসহ ইসলাম অসমর্থিত কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। মুসলিম সমাজের অধ:পতনের এ চরমযুগ সন্ধিক্ষণে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং দেশীয় আলিয়া মাদ্রাসার শরীয়তের সহীহ ইলম শিক্ষা দানের নিমিত্তে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরণে 'দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৬৯] বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি কওমী মাদ্রাসার মধ্যে অন্যতম মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচিত। এ মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত মাওলানা মোঃ হাবিবুল্লাহ মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মাওলানা আবদুল ওহাব (জ.১৩১৭হি./১৮৯৯খ্রি.--মৃ.১৪০২হি./১৯৮১খ্রি.) ১৯৪৩ খ্রি. থেকে ১৯৮১ খ্রি. পর্যন্ত এবং মাওলানা হামেদ (জ.৩৩৯ হি./১৯১৭ খ্রি.-মৃ.১৪০৭হি./১৯৮৭ খ্রি.) ১৯৮১ খ্রি. থেকে ১৯৮৭ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসায় ১৯৮৭ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (১৯১৩ খ্রি.) পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা আহমদ শফি (জ.১৯২৯ খ্রি.)[৭০] এ মাদ্রাসায় দাওরায় হাদীস চালু করা হয় ১৯০৮ খ্রি. । এটিই প্রথম বাংলাদেশের প্রথম দাওরায়ে হাদীছ মাদ্রাসা। এখানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির এবং মুফতীগণ[৭১] 'ইলমি দীন তথা 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন। মাওলানা নযীর আহমদ আনওয়ারী (জ.১৩৩২হি./১৯১৩ খ্রি.-মৃ.১৩৯৩হি.১৯৭৩ খ্রি.), মাওলানা ফয়জুল্লাহ (জ.১৩১০হি./১৮৯২খ্রি.-১৩৯৭হি./১৯৭৬খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (মৃ.১৪০৪ হি./১৯৮৩খ্রি.) এবং মাওলানা আবুল হাসান(১৩৩৮হি./১৯১৮খ্রি.-১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.) প্রমুখ বিখ্যাত প্রথিতযশা 'আলিমগণ এখানে 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় প্রভূত অবদান রাখেন। এ মাদ্রাসাটি বর্তমানে 'ইলমি ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইন-কানুন জানা ও বুঝার একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্যের নিরিখে শুধু বাংলাদেশের নয় বরং দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসায় আজ মুসলিম বিশ্বের একটি অন্যতম সেরা দীনী শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[৭২] একশ বছর পূর্বে যেখানে এক কাঠা জায়গা মিলানো দুষ্কর ছিল এবং একটি কুঁড়ে ঘরে ৫০ জন ছাত্র নিয়ে পাঠদান শুরু হয়েছিল, সেখানে এখন ১৭৫৯ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে এক সঙ্গে চার হাজার ছাত্রের থাকা এবং পড়া-লেখার বন্দোবস্ত হয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসার মুহতামিম, মুহাদ্দিস, মুফতী, মুফাস্‌সির শিক্ষক ও কর্মচারীসহ ৭০ জন লোকের এক বিরাট কাফেলা

চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে বর্তমান মাদ্রাসার অবস্থানে মরহুম গুলবদন জমাদারের স্ত্রী-পুত্রদের দেয়া জমিতে ১৯০১ খ্রি. স্থায়ীভাবে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[ড. মোহাম্মাদ আ: ছত্তার, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ঢাকা: ইফাবা, জুন,২০০৪, পৃ..৩৬৩]

৬৯. *মাসিক মঈনুল ইসলাম* , চট্রগ্রাম সম্পাদনা পরিষদ, ১৯৯৫, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃ.৭

৭০. অফিস রেকর্ড,দারুল 'উলুম মু'ঈনুল ইসলাম হাটহাজারী , চট্রগ্রাম

৭১. এখানে যারা বিখ্যাত মুফতী, মুহাদ্দিসগণ 'ইলমূল ইসলাম চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন: শায়খুল হাদীস মাওলানা সায়ীদ আহমদ (১৩০০হি./১৮৮২খ্রি.--১৩৭৫হি./১৯৫৫ খ্রি.), মাওলানা ইব্যাহিম বলয়াবী (১৩০৪হি./১৮৮৬খ্রি.), মাওলানা ইয়াকুব (জ.১৩১৫হি./১৮৯৭খ্রি.-মৃ.১৩৭৭হি./১৯৫৮খ্রি. এবং মাওলানা আবদুল কাইয়ুম (জ.১৩২৯হি./১৯১১খ্রি.-মৃ.১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.)। ১৯৮২ খ্রি. থেকে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি নিবাসী মাওলানা আবদুল আযীয(জ.১৯০৯ খ্রি.) [সূত্র: হাফিজ মুহাম্মাদ জুনাইদ বাবুনগরী, দারুল উলুম হাটহাজারী ও ইলমে হাদীস, মাসিক মুঈনুল ইসলাম, সংখ্যা:এপ্রিল, ১৯৯৫,চট্রগ্রাম,পৃ.১১]

৭২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আলোর মশাল দারুল 'উলুম হাটহাজারী*, চট্রগ্রাম: মাসিক মঈনুল ইসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ.৮৪

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসার খেদমতে নিয়োজিত আছেন।[৭৩] বর্তমানে এ মাদ্রাসায় একাডেমিক স্টাফ ৮০০ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ৫০০০০। এর ভিতর Undergraduates ছাত্র সংখ্যা ১৬,৫০০ এবং Postgraduates ছাত্র সংখ্যা ১১,৯০০[৭৪] ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি বর্তমানে 'ইলমি ফিক্‌হ তথা ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

৪০. দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া , চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৮৫ খ্রি.)

চট্টগ্রামের বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক (জ.১৯৩৯ খ্রি.) ১৯৮৫ খ্রি. এজামি'আ দারুল মা'আরিফ আ-ইসলামিয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানাধীন বহদ্দারহাট নিকটে হাজিপুরে অবস্থিত। এ মাদ্রাসাটি কওমী ধারার গতানুগতিক মাদ্রাসা থেকে আধুনিক মাদ্রাসায় রূপান্তরের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কুরআন -হাদীস শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ভূগোল সামাজিক বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয় পড়াশুনা করানো হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এখানে মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন বিখ্যাত আরবীবীদ ও লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ সুলতান যওক। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১১০০ এবং একাডেমিক স্টাফ ৬০ জন।[৭৫] এ মাদ্রাসায় ১৯৯১খ্রি. দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়। অত্র মাদ্রাসায় ইসলামি ফিকহ বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা দেয়া হয়। এখান থেকে 'আল-হক' নামক একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

৪১. আল-জামিয়া আল-'আরাবিয়া জিরি, পটিয়া, চট্টগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯১০ খ্রি.)

আল জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের ৩য় বৃহত্তম কওমী মাদ্রাসা। চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্বে পটিয়া থানাধীন জিরি গ্রামে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। মুজাহিদি মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমাদ হাছন (জ.১৩০০হি./১৮৮২খ্রি.-মৃ.১৩৮৬হি./১৯৬৭খ্রি.) ইসলামী আহকাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে ১৯১০ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে এ মাদ্রাসার মোহতামিম এর দায়িত্বগ্রহণ করেন। অক্লান্ত সাধনা, পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময় তিনি এ মাদ্রাসাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল ওয়াদুদকে এ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দেন। এছাড়াও খ্যাতিমান মুফতী, মুহাদ্দিসগণ এ মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করেন। ফিক্‌হী চর্চায় তাঁরা যথেষ্ট অবদান রাখেন। মাওলানা আহমাদ হাছন এর ইন্তিকালের পর পটিয়ার জমিরজুরী নিবাসী মাওলানা নুরুল হক (১৩৩৬ হি./১৯১৮খ্রি.-১৪০৮হি.-১৯৮৭খ্রি.)মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর (১৯৮৭ খ্রি.) অদ্যাবধি (২০১৩ খ্রি.) মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন জিরি নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়্যব। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীছ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ ইছাহাক। আল জামিয়া আল ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত মুফতী মাওলানা আযিযুল হক (জ.১৩২৩হি./১৯০৫খ্রি.-মৃ.১৩৮০হি,১৯৬০খ্রি.) এ মাদ্রাসায় ফিকহ্‌ ও হাদীছ শাস্ত্রে দরস দিয়েছেন। এ মাদ্রাসার অনেক খ্যাতিমান ছাত্র রয়েছে যারা পরবর্তী কর্মময় জীবনে এবং সমাজে অনেক কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা নুরুল হক, মুফতী আযীযুল হক, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (মৃ.১৪০৪হি./১৯৮৩খ্রি.), মাওলানা দানেশ আহমদ (১৩৫০হি./১৯৩১খ্রি.-

---

[৭৩]. সৈয়দ আবদুল্লাহ, দীনী পরিক্রমা, চট্টগ্রাম: মাসিক মঈনুল ইসলাম, মে-জুন, ১৯৯৪ বিশেষ সংখ্যা, পৃ.১৮

[৭৪]. http://darululum-hathazari.com/

[৭৫]. From Wikipedia, the free encyclopedia; Jamia Darul Ma'arif Al-Islamia

Dhaka University Institutional Repository

১৩৯১হি./১৯৭১খ্রি.) এব মাদ্রাসার বর্তমান অধ্যক্ষ যারা অত্র মাদ্রাসার সাবেক কৃতিমান ছাত্র।[৭৬] ফিক্‌হ চর্চায় বর্তমানে এটি একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৬০০ এবং একাডেমিক স্টাফ রয়েছে ৫৫ জন।[৭৭]

৪২. আল জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম, চারিয়া, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৪৩ খ্রি.)

হাটহাজারী মাদ্রাসাার বিখ্যাত মুহাদ্দিস, বিজ্ঞ ‘আলিম সন্দীপের মাওলানা সায়ীদ আহমদ (১৩০০হি./১৮৮২খ্রি.-মৃ.১৩৭৫হি./১৯৫৫খ্রি.) ইসলামী আইন, ফিক্‌হ চর্চা ও তাঁর আহকাম সুবিস্তারের লক্ষ্যে ১৩৬৩হি./১৯৪৩ খ্রি. আল জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি চট্রগ্রামের হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন।

মাওলানা সায়ীদ আহমদ হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে ইস্তেফা দিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মোহতামিম এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চারিয়া নিবাসী মাওলানা আব্দুল জলিল হাটহাজারী মাদ্রাসার শিক্ষকতা থেকে অব্যহতি নিয়ে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করেন। তাঁরা দুজনই মাদ্রাসার সুনাম, সুখ্যাতি, ছাত্র বৃদ্ধি, অবকাঠামগত উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রতিষ্ঠার বছরই এখানে দাওরায়ে হাদীছ চালু করেন। পরে তাঁরা আস্তে আস্তে নীচের শ্রেণিগুলো চালু করেন। এভাবে মাদ্রাসাটি ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত করেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে ইসলামী ফিক্‌হ জ্ঞান আরহণ করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা ১২০০ এবং একাডেমিক স্টাফ ৫০ জন।[৭৮] ১৯৮৭ খ্রি. থেকে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন চারিয়া নিবাসী মাওলানা আবু তালেব(জ.১৯২০খ্রি.)। প্রতিষ্ঠাতা মোহতামিম মাওলানা সায়ীদ আহমদ ইন্তিকালের পরে এখানে ১৯৯৮ খ্রি. থেকে মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন চারিয়া নিবাসী মাওলানা হাফেজ বজল আহমদ(জ.১৯৩১খ্রি.)[৭৯]

৪৩. জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া, নানুপুর, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৮৯১ খ্রি.)

ঐতিহ্যবাহী জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া মাদ্রাসাটি চট্রগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ি থানার নানুপুর এলাকায় অবস্থিত। বিখ্যাত আলিম, মুফতী মাওলানা ওবাইদুল হক নানুপুরে কালু মুন্সির হাটে ১৮৯১ খ্রি. এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি ছিল না । তাই অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ার মত অবস্থা হয়েছিল। পরে ১৯৫৭ খ্রি.১৩৭৭ হি. শাহ আমীর উদ্দীন (র.) পূনরায় এ মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তখন এখানে অনেক প্রতিভাবন শিক্ষক যোগদান করায় এটির প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায় এবং অসংখ্যা শিক্ষার্থী বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে ‘ইলমি ফিক্‌হ চর্চা করেন। নানুপুরের বিখ্যাত ‘আলিম মাওলানা সুলতান আহমদ(১৩৩২হি./১৯১৩খ্রি.-১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি.) ১৯৬০ খ্রি. মোহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। তিনি তাঁর মেধা, শ্রম এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে অনেক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসেন। ১৯৭৬ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস খোলা হয়। বর্তমানে এখানে রয়েছ তাফসীর বিভাগ,তাজভীদ ও ক্বিরাত বিভাগ, দারুল ইফতা বিভাগ,আবরী বিভাগ, হাদীছ বিভাগ, ফিক্‌হ বিভাগ। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০০০ প্রায় এবং স্টাফ রয়েছে ৮০ জন।[৮০] মাওলানা মাসউদুল হক (১৩৩৭হি./১৯১৮খ্রি.- ১৪০৬খ্রি./১৯৮৫ খ্রি.) অত্র মাদ্রাসার প্রথম শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব

---

৭৬ অফিস রেকর্ড, আল-জামিয়া আল-‘আরাবিয়া জিরি,

৭৭. From Wikipedia, the free encyclopedia; Al-Jamiatul Arabiatul Islamiah, Ziri (http://www.jamiaislamiaziri.org/)

78. From Wikipedia, the free encyclopedia; Al-Jamiatul Islamiah Qasemul Uloom Charia

৭৯. অফিস রেকর্ড, আল জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম , চারিয়া

৮০. From Wikipedia, the free encyclopedia; Al-Jamiah Al-Islamiah Obaidia Nanupur

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে ইসলামের প্রভূত খেদমত করে গেছেন। মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরীর ইন্তেকালের পর মাওলানা জমীর উদ্দীন (জ.১৯৩৬ খ্রি.) এ মাদ্রাসায় মোহতামিম হিসেবে মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসর ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন হযরত মাওলানা সালাহ উদ্দীন । ইসলামী আইন তথা ফিক্‌হ চর্চায় অন্যতম অবদান রাখছেন।

৪৪. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া নছীরুল ইসলাম, নাজিরহাট, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯১২ খ্রি.)

চট্রগ্রাম জেলার নাজিরহাটের দুই প্রতিভাবন ব্যক্তিত্ব মাওলানা আজিজুর রহমান মিয়াজী এবং জমিদার আশরাফ আলী ‘ইলমি দীনের সম্প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাঁরা ১৯১২ খ্রি. চট্রগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার আদলে ‘আল-জামি‘আ আল‘আরাবিয়া নছীরুল ইসলাম’ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি চট্রগ্রামের ফটিকছড়ি থানাধীন নাজিরহাটে অবস্থিত। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে আশরাফ আলী চৌধুরী এবং মাওলানা আজিজুর রহমান মিয়াজী এ মাদ্রাসাটিকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত করেন। এরপর বিজ্ঞ আলিম ও মুফতী মাওলানা আজীজুর রহমান এ মাদ্রাসার মুহতামিম নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ মাদ্রাসার বিভিন্ন দিক উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ নেন। এরপর ১৯২৫ খ্রি. মাওলানা নুর আহমদ এখানের মুহতামিম নিযুক্ত হন। তাঁর ইন্তিকালের পর থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন হযরতা মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন।[৮১] তিনি এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ শাস্ত্র চর্চায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

৪৫. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া আল‘আরাবিয়া মুযাহির আল-‘উলুম, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯৫১ খ্রি.)

প্রখ্যাত ‘আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল(মৃ.১৩৮৬হি./১৯৬৬ খ্রি.) ১৯৪৭ খ্রি. আল-জামি‘আ আল ইসলামিয়া আল‘আরারিয়া মুযাহির আল-‘উলুম মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় জনসাধারণের প্রবল উৎসাহে এবং স্থানীয় প্রতিভাবন ‘আলিমদের সহযোগিতায় চট্রগ্রাম জেলার মিয়াখান নগরে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ধার্মিক ও স্বনামধন্য দানবীর মিয়া খান সওদাগর ১৯৫১ খ্রি. এ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করে দেন। এরপর এ জায়গার উপর মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। মাদ্রাসার অবকাঠামগত উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গা থেকে ইসলামী জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরাও এখানে এসে ভর্তি হয়। কুরআন, হাদীস ও ‘ইলমি ফিক্‌হ অধ্যায়নে তারা ব্রত হন। ১৯৫২ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস চালু করা হয়। চট্রগ্রাম জেলার বিখ্যাত ‘আলিম ও মুহাদ্দিস মাওলানা কবীর আহমদ (জ.১৯৩০ খ্রি.) প্রধান মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। চট্রগ্রামের সাতকানিয়া নিবাসী মাওলানা আঃ জলীল (১৯৩৭ খ্রি.) ১৯৮৫ খ্রি. থেকে মুহতামিম হিসেবে অত্র মাদ্রাসায় কর্মরত আছেন।[৮২]

৪৬. জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আজিজুল ‘উলুম, বাবুনগর, চট্রগ্রাম (প্রতিষ্ঠা:১৯২৬ খ্রি.)

বাবুনগরের খ্যাতিমান ‘আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা (মৃ.১৪০৩ হি./১৯৮৩খ্রি.)স্থানীয় দসমাজপতিদের ও ধর্মানুরাগীদের আর্থিক ও নৈতিক সহযোগিতায় ১৯২৬ খ্রি. জামি‘আ ইসলামিয়া আজিজুল ‘উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন বাবুনগরে অবস্থিত। মাদ্রাসাটিতে দক্ষ ও প্রতিভাবন মুহাদ্দিস ও মুফতীদের শিক্ষা দানের ফলে অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হয়ে ‘ইলমি ফিক্‌হ অর্জন করেন। এ মাদ্রাসায় মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন বাবুনগরী

[৮১]. অফিস রেকর্ড; আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া নছীরুল ইসলাম, নাজিরহাট।

[৮২]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া আল‘আরাবিয়া মুযাহির আল-‘উলুম।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩১২হি./১৮৯৪খ্রি.-১৩৮০হি.১৯৬০খ্রি.), মাওলানা ওবাইদুর রহমান (১৩৪২হি./১৯২৩খ্রি.-১৪১১হি./১৯৬০খ্রি.), মাওলানা নুরুল হক (১৩৩০হি./১৯১১খ্রি.-১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.) এবং মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরী (১৩৩২হি./১৯১৩খ্রি.-১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি.) প্রমুখ বিখ্যাত ‘আলিমগণ ‘ইলমে দীন শিক্ষা দান করেন।[৮৩] বিখ্যাত ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা ইসলামী আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান আরোহন করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তা বিকশিত করেন। বর্তমানে (২০১৩ খ্রি.) অত্র মাদ্রাসায় মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ। এখানে একাডেমিক স্টাফ ৭০ জন এবং মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০০ ।[৮৪]

৪৭. জামি‘আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (প্রতিষ্ঠা:১৯১৪ খ্রি.)

জামি‘আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসাটি বাংলাদেশে ইসলামী ফিক্‌হ চর্চার একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিপাড়ায় অবস্থিত। দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে যে সব মাদ্রাসা উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে এ মাদ্রাসাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রায় দেড়শ বছরের ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার বিলুপ্তি হতে চলছিল।এমন এক সময় বি বাড়িয়ার সওদাগার পাড়াস্থ আবদুল খালে, আবদুল ওহাব মুন্সী, হোসেন আলী, হাজী আক্রম আলী, ইমাম উদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তি একটি মক্তব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কালের পরিবর্তনে এ মক্তব মাদ্রাসাটি এখন একটি পূর্ণাঙ্গ জামেয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৮৫] মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ওরফে সেকান্দার মুন্সী ১৯০৭ খ্রি. মক্তবের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পান। তখন বি বাড়িয়ায় কাদিয়ানী সমস্যা প্রবল আকারে ধারণ করে। এবং বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তাই সংক্রান্ত মাসলার সমস্যা সমাধান দেয়ার জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসায় চিঠি লেখা হয। তখন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের ইউপির মুজাফ্ফর নগরস্থ বগড়া গ্রামের মাওলানা আবু তাহের মোহাম্মাদ ইউনুস (মৃ.১৩৭৫হি./১৯৫৫খ্রি.) বি বাড়িয়ায় আসেন। পড়ে তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে উক্ত ফোরকানিয়া মাদ্রাসাকে বড় আকারের মাদ্রাসায় রূপান্তরের জন্য ১৯১৪ খ্রি. ‘বাহরুল উলুম মাদ্রাসা’ নামে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মাওলানা মোহাম্মাদ ইউনুসকে সর্বসম্মতিক্রমে এ মাদ্রাসার আজীবন সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়। [৮৬]

মাওলানা ইউনুসের মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় জামি‘আ ইসলামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা। প্রথম দিকে মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস নিজেই কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে এ মাদ্রাসা পরিচালনা করতেন। ১৯২৩ খ্রি. কুমিল্লার শাহতলী নিবাসী মাওলানা আবদুল কাদেরকে এখানকার মুহতামিম নিয়োগ প্রদান করা হয়। এরপর ১৯৩০ সালে এ মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) কে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ মাদ্রাসাটি পরিচালনা করেন। বিখ্যাত ‘আলিম মাওলানা আবদুর ওহাব (১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি.-১৩৯৬হি./১৯৭৬), মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.)(১৩১৩হি./১৮৯৫খ্রি.-১৪০৭হি./১৯৮৬খ্রি.) এ মাদ্রাসায় শিক্ষাকতা করেন। ১৯৩০ সালে এখানে দাওরায় হাদীছ খোলা হয়। এ খ্যাতিমান ও বিজ্ঞ আলিমদের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি ক্রমান্বয়ে উন্নতির শিখরে আরহোন করতে থাকে। বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৩৫ খ্রি. এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে যোগদান করেন মাওলানা তাজুল

---

[৮৩]. অফিস রেকর্ড, জামি‘আ ইসলামিয়া ‘আজিজুল ‘উলুম, বাবুনগর, চট্রগ্রাম

[৮৪]. From Wikipedia, the free encyclopedia ; Al-Jamiatul Islamiah Azizul Uloom Babunagar

[৮৫]. স্মরণিকা, বি বাড়িয়া , জামেয়া ইউনিসিয়া, ১৯৯৩, পৃ.৬

[৮৬]. স্মরণিকা, বি বাড়িয়া , জামেয়া ইউনিসিয়া, ১৯৯৩, পৃ.৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম (১৩১৫হি./১৮৯৭খ্রি.-১৩৭৮হি./১৯৬৭ খ্রি.)। তিনি এ মাদ্রাসার শিক্ষাধারার পূর্বেকার দূর্বার গতি অব্যহত রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁর সময় দাওরায় হাদীছসহ মাদ্রাসার সর্বস্তরে প্রভূত গতি সঞ্চারিত হয়।[৮৭] মাওলানা তাজুল ইসলামের পর মাওলানা রিয়াযত উল্লাহ(মৃ.১৩৯৪হি./১৯৭৪খ্রি. অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। মাওলানা রিয়াযত উল্লাহর ইন্তেকালের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর নিবাসী মাওলানা সিরাজুল ইসলাম এ মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১২০০ এবং একাডেমিক স্টাফ ৫৬ জন।[৮৮]

৪৮. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম, বরুড়া, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯০৯ খ্রি.)

আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম মাদ্রাসাটি কুমিল্লা জেলার বরুড়ার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।কুমিল্লা জেলার বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞ 'আলিম মাওলানা আফতাব উদ্দীন (মৃ.১৩৭৩হি./১৯৫২ খ্রি.)'ইলমি ফিক্হ তথা ইসলামী আইন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বরুড়ার স্থানীয় সমাজপতিদের সার্বিক সহযোগিতায় ১৯০৯ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাসার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যহত রাখেন। শিক্ষার্থীদের 'ইলমের মশাল প্রজ্বলনের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ 'আলিম নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি এখানে ১৯২৮ খ্রি. (১৩৪৭হি.) পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ নিবাসী মাওলানা সৈয়দ খান (মৃ.১৩৬৫হি./১৯৪৫খ্রি.) ১৯২৮ খ্রি.-১৯৪৫খ্রি. পর্যন্ত এবং বরুড়া নিবাসী মাওলানা ইয়াসীন (মৃ.১৩৯০হি..১৯৭০খ্রি.) ১৯৪৫ খ্রি.-১৯৭০ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়।[৮৯] এ মাদ্রাসায় বিজ্ঞ মুহাদ্দিস এবং মুফতীগণ'ইলমি দীন বিকাশে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বরুড়া নিবাসী মাওলানা কুরবান আলী (১৩২৭হি./১৯০৯খ্রি.-১৩৮৮হি./১৯৬৮খ্রি.) ১৯৫১খ্রি.-১৯৬৮ খ্রি. পর্যন্ত শায়খুল হাদীসের দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ দেলওয়ার হোসাইন (১৩২৬হি./১৯০৮খ্রি.-১৩৯৮হি./১৯৭৭খ্রি.)১৯৬৮খ্রি.-১৯৭৭খ্রি. পর্যন্ত 'ইলমূল ইসলামের শিক্ষা দান করেছেন। এছাড়াও মাওলানা মুহাম্মাদ ইউছুফ (১৩৩০হি./১৯০৯খ্রি-১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি. অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১৩ খ্রি.) পর্যন্ত চাঁদপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল ওহাব অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[৯০] স্থানীয় লোকজন যে কোন ফিক্হ বিষয়ক মাসলা মাসায়েলা জানার এবং ফতুয়ার জন্য এ মাদ্রাসায় শরণাপন্ন হন।

৪৯. জামি'আ 'আরাবিয়া কাসিমূল 'উলুম, কুমিল্লা (প্রতিষ্ঠা:১৯৩০ খ্রি.)

জামি'আ 'আরাবিয়া কাসিমূল 'উলুম মাদ্রাসাটি কুমিল্লা জেলার লাকসাম সড়কের পাশে অবস্থিত। এটির আদি নাম ছিল জামি'আ মিল্লিয়া। ধারণা করা হয় যে, এটি ১৯২১- ১৯৩০ খ্রি. এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৯-১৯৪৩ খ্রি. পর্যন্ত নানাবিধ কারনে এটি বন্ধ হয়ে যায় । অত:পর ১৯৪৪ খ্রি. কুমিল্লার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ জাফর স্থানীয় ধর্মানুরাগী আলী

---

[৮৭]. হাফেজ মুহাম্মাদ ইসহাক, এলহামী এই জামিয়া ও কিছু কথা, মাদ্রাসার বার্ষিকী, ১৯৯৮, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া,পৃ.৪৩-৪৫,' হাফেজ মুহাম্মাদ নুরুজ্জামান, ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম ও সাথী বর্গ, ঢাকা , ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪, পৃ.১৭

[৮৮]. From Wikipedia, the free encyclopedia; Jamiah Islamiah Yunusia Brahmanbaria

[৮৯]. মাওলানা নোমান, আল-জামিয়া পরিচিতি, আফতাব, মাদ্রাসা স্মরণিকা,১৪১৫ হি.পৃ.৬-৭

[৯০]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম, বরুড়া, কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

আফজাল খান, তারু মিয়া, ও এ্যাডভোকেট আনওয়ারুল্লাহ এর সহায়তায় এটি চালু করেন।[৯১]১৯৫১ খ্রি. এটি লাকসাম রোডের পাশে নুতন ভবন নির্মাণ করা হয় এবং এর নাম রাখা হয় কাসেমূল 'উলুম মাদ্রাসা। ১৯৮৫ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয় এবং পূণরায় এর নামকরণ করা হয় জামি'আ 'আরাবিয়া কাসেমূল 'উলুম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসাটি স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৩১-১৯৩৯ খ্রি. পর্যন্ত মুহতামি ছিলেন মাওলানা আতাহার আলী (১৩০৯হি./১৮৯১খ্রি.-১৩৯৬হি./১৯৭৬খ্রি.), মাওলানা তাজুল ইসলাম (১৩১৫হি./১৮৯৭খ্রি.-১৩৮৭হি./১৯৬৭খ্রি.) এবং মাওলানা আলাউদ্দীন আজহারী। ১৮৮৯ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা নিবাসী মাওলানা আবদুর রাজ্জাক (জ.১৯৩৫খ্রি.।[৯২]

৫০. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া, মাইজদী(প্রতিষ্ঠা:১৯৮৫ খ্রি.)

আল জামি'আ আল-ইসলামিয়া, মাইজদী মাদ্রাসাটি স্থানীয় আল-আমীন বিস্কুট ফ্যাক্টরী এবং হাবীব ভেজিটেবল-এর প্রতিষ্ঠাতা হাবিবুর রহমান একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তির এক অংশ ধর্মীয় কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি ইসলামী ফিক্‌হ তথা ইসলামী বিধি বিধান মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য ১৯৮৫ খ্রি. নোয়াখালী জেলার মাইজদী বাজারের সন্নিকটে আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আজীজুল্লাহ পিতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য এ মাদ্রাসার মুহতামিম এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাসাকে আধুনিক মাদ্রাসায় রূপদানের জন্য সুরম্য ভবন নির্মাণ করেন। দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করেন। যার ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে কালামূল্লাহ এবং ফিক্‌হ ইসলাম এর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৯৭ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস চালু করা হয়। নোয়াখালী শহরে এটিই একমাত্র দাওরায় হাদীছ সম্পন্ন কওমী মাদ্রাসা। ফিক্‌হ চর্চা ও ইসলামী বিধান সম্প্রসারণে এ মাদ্রাসার ভূমিকা অনন্য।

---

[৯১]. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৯, পৃ.১০৯

[৯২]. হারুনুর রশীদ, *জামি'আ 'আরাবিয়া কাসেমুল 'উলুম প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি*, রাহবার, মাদ্রাসা স্মরণিকা, ১৯৯৬, কুমিল্লা,পৃ.৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. আরামনগর কামিল মাদ্রাসা, শরিষাবাড়ী, জামালপুর (স্থাপিত ১৯২২ খ্রি.)

জামালপুর জেলার শরিষাবাড়ী উপজেলাধীন এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। উক্ত থানার আরামনগর নামক স্থানে ১৯২২ খ্রি. বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মোঃ সুবর (র.) ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে তথা ‘ইলমে ফিক্হকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দেয়ার জন্য একটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার মানসে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে একটি পরামর্শ সভা আহবান করেন। সভায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং সাতপোয়া গ্রামের মুন্সী মোঃ আবদুল আজিজ সাহেবে বাড়ীর বৈঠকখানা কিছু সংখ্যক ছাত্র সংগ্রহ করে সাময়িকভাবে মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে তা’লীম তরবিয়্যাত সুযোগ্য উস্তাদমন্ডলীর সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। সে সময় বিশিষ্ট শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন মাওলানা মো: তমিজ উদ্দীন, মাওলানা মো: আবদুল মন্নান, মাওলানা মো: আবদুস সবুর ও মাওলানা মো: মনির উদ্দীন প্রমুখ। এটি ১৯৪৩,১৯৪৪ এবং ১৯৬৩ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীছ) খোলা হয়। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সুযোগ্য উস্তাদগণ[১] এর পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০০ জন। এখানে কামিলে হাদীস ও তাফসীর এ দুটো বিভাগ রয়েছে । কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৭ জন। এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন মাওলানা মোঃ সিরাজুল ইসলাম। এ মাদ্রাসায় অনেক বিখ্যাত আলিম ফকীহ প্রতিষ্ঠান প্রধানের[২] দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ২৮/০৪/২০০৪ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন জামালপুর জেলার বিখ্যাত আলিম মাওলানা মোঃ নুরুল হুদা আবেদীন (জ.১৯৫৯ খ্রি.) ।

২. এন আকন্দ কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৬৫ খ্রি.)

ঐতিহ্যবাহী এন আকন্দ কামিল মাদ্রাসাটি নেত্রকোনর জেলা সদরে অবস্থিত।এটি নেত্রকোন সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ টি, আহমেদ, মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা মনযুরুল হক ও বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মো: আজিজুর রহমানসহ অনেক বিশিষ্ট আলিমদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৬৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। নেত্রকোনার পৌর এলাকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী আলহাজ্জ নওয়াব আলী আকন্দ সাতপাই কলেজ রোডে ১.৬০ শতাংশ জমি প্রদান করেন এবং ৮০ হাত লম্বা একটি টিনের ঘর নিজ খরচে তৈরী করে দেন। তাঁর নামানুসারেই এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়। এ মাদ্রাসাটি ১৯৬৫ খ্রি. দাখিল, ১৯৬৬ খ্রি. আলিম, ১৯৬৮ খ্রি. ফাযিল এবং ১৯৯৩ খ্রি. কামিল শ্রেণী খোলার সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মো: আজিজুর রহমান । এখানে ‘ইলমি ফিক্হ এর উপর পাঠ করে আসছেন মাওলানা আবদুল আজিজ এবং মাওলানা আবদুল বাতেন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই অত্র মাদ্রাসাটি সুদীর্ঘকাল ফিক্হ চর্চা ও বিকাশে বিরাট অবদান রাখছে।

---

১. সুযোগ্য উস্তাদগণের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা নঈম উদ্দীন সরকার, মুন্সী মো: আবদুল আজিজ, মাওলানা মো: বাহা উদ্দীন, মাওলানা মো: তমিজ উদ্দীন, মাওলানা মো: জাহেদ আলী, আলহাজ্জ মো: আবদুর রহমান, মাওলানা নওয়াব আলী সিদ্দিকী প্রমুখ।

২. মাওলানা মো: আবদুস সবুর (১৯২২-১৯২৭), মাওলানা মো: আফরান (১৯২৭-১৯৪২), মাওলানা মো: রমজান (১৯৪৩-১৯৮১), মাওল্যানা মো: আবদুল হাই সালাফী (১৯৮১-১৯৮৭)।

Dhaka University Institutional Repository

এখান থেকে পাশ করা ছাত্ররা বৃহত্তর অঙ্গনে ফিক্হ চর্চায় অসামান্য অবদান রাখছে। অত্র জেলার কামিল মাদ্রাসা হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। [৩]

৩. উত্তর ভাড্ডা কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৬৯ খ্রি.)

ঢাকা জেলার ভাড্ডা থানাধীন উত্তর ভাড্ডায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী , বিদ্যুৎসাহী এবং দাতাদের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৬৯ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সুপারেন্টেন্ডেন্ট মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান (মৃত্যুঃ ২০১০ খ্রি.) মাদ্রাসাটির উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। এখানে বর্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ জন। এখানে কামিল হাদীছ বিভাগ চালু রয়েছে। ১৫/০৫/২০০২ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসেন মোল্লা (জ.১৯৭০ খ্রি.)। এ মাদ্রাসায়০১/০৩/১৯৯১ তারিখ হতে ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করেন অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ চট্রগ্রাম জেলার মাওলানা ড.সৈয়দ মোঃ ইমদাদ উদ্দীন (জ.১৯৬৩ খ্রি.)। এছাড়াও কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ বদিউল আলম সরকার (জ.১৯৭৬ খ্রি.) ১৬/০২/১৯৯৭ খ্রি. তারিখ থেকে এবং চাঁদপুর জেলার মাওলানা মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন (জ. ১৯৭৮ খ্রি.) ০১/০৯/১৯৯৯ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করে আসছেন।

৪. কাতলাসেন কাদেরিয়া কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৮৯০ খ্রি.)

কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা[৪] বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি ইংরেজি ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মরহুম কাদের বকস সরকার। মাদ্রাসার নাম তাঁরই স্মৃতি বহন করেছে। ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে ফুলবাড়ী থানা অভিমুখে আলিম নগরে নির্মিত হওয়ার সাথে সাথেই কাতলাসেন নামক স্থানে একটি বাজার গড়ে উঠে। মাদ্রাসার বর্তমান অবস্থান স্থলে প্রথমে একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে স্কুলটি পার্শ্ববতী খেরুয়াজানী নামক গ্রামে স্থানান্তির হওয়ার পর মরহুম কাদের বক্স সরকারি এলাকার কতিপয় ধর্ম পরায়ন ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় প্রথমত পরিত্যক্ত স্কুল গৃহে উক্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন যুগ এ মাদ্রাসা কওমী ধারার পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পরবর্তী পর্যায় কমিটির সেক্রেটারী আবদুল কাদের বক্স সরকারের পুত্র মোবারক আলী সরকারের নেতৃত্বে মাদ্রাসায় আলিয়া ধারার পাঠ্যসূচির প্রবর্তন করা হয়। অত:পর মাওলানা আলিমুদ্দীন মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি নিষ্ঠার সাথে ত্রিশ বছর এ মাদ্রাসা পরিচালনা করেন। [৫] এ মাদ্রাসা ১৯২৭ সালে আলিম ও ১৯৩৭ সালে ফাযিল -এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। মাওলানা আলীমুদ্দীনের পর সুবিখ্যাত আলেম হাবীবুল্লাহ খান রহমানী এবং এর পর মাওলানা আবদুস সামাদ (১৩৪১হি./১৯২২খৃ.-১৪০৫হি./১৯৮৪খৃ.) এ মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫৭ সালে এ মাদ্রাসায় কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে।[৬] ১৯৯০ সালে এ মাদ্রাসাটি ঢাকা বিভাগে শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা হিসেবে পুরস্কৃত হয়। বর্তমানে অত্র কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বগুরার মাওলানা আঃ ওহাব খান। তিনি ৩০ মার্চ ২০১১ ইং তারিখ থেকে কর্মরত

---

[৩]. অত্র মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত *এন আকন্দ আলিয়া মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*; ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, পৃ.২২৪

[৪]. মো: আবদুল করিম, ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০২, পৃ.১৭৫

[৫]. মাওলানা মো: আবদুল জব্বার, *কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, মাদ্রাসা স্মরণিকা, ১৯৯৭, পৃ.৫

[৬]. অফিস রেকর্ড, কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

আছেন। [৭] এখানে কামিল (ফিক্‌হ) বিভাগ না থাকলেও কামেলের নীচের বিভিন্ন শ্রেণীতে ফিক্‌হ শাস্ত্র পড়ানো হয় এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন বিষয়ে পড়া শুনা করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস্তব ভূমিকা রাখছে।

৫. গোপালগঞ্জ এস.কে. কামিল মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৬৪ খ্রি.)

গোপালগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত অত্র মাদ্রাসাটি বিশিষ্ট ইসলামী সমাজসেবক, ছারছীনা দরবার শরীফের অন্যতম মুরীদ ক্বারী হাজী মোঃ আবুল কাসেম ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ছারছীনার অন্যতম খ্যাতিমান পীর মাওলানা আবু জাফর মোঃ ছালেহ (রহ.) এর নামানুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়। এ মাদ্রাসাটি ১৯৬৫ সালে দাখিল ও আলিম , ১৯৬৭ সালে ফাজিল এবং ১৯৯৩ সালে কামিল ফিক্‌হ খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ জন এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪২ জন। এখানেস ১১/০৫/২০০৩ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর শিক্ষা দান করে আসছেন মাওলানা মুফতী মোঃ গোলাম কিবরিয়া (জ.১৯৭৮খ্রি.)। তাঁর পূর্বে এ মাদ্রাসার ফিক্‌হ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ঝিনাইদহ জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ (পিএইচ.ডি গবেষক)। এছাড়াও এখানে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর অধ্যাপনায় রত আছেন মাদারীপুর জেলার মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান এবং মাদারীপুর নিবাসী মাওলানা মোঃ নুরুল আমিন। ০১/০৫/২০১১ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) তারিখ পর্যন্ত এখানে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছেন পিরোজপুর জেলার আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন(জ.১৯৭০ খ্রি.) । তিনি হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্‌হ বিষয়ের উপর কামিল ডিগ্রী লাভ করেন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের উপর মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। ইতোপূর্বে ১৯৭৬ খ্রি. তারিখ হতে ২০০৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মোঃ আবদুল হামিদ (জ.১৯৪৮ খ্রি.)।[৮] তিনি দীর্ঘদিন এ মাদ্রাসায় দায়িত্ব পালনকালে মাদ্রাসাকে এক উন্নতপর্যায় নিয়ে এসেছিলেন। ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ চর্চায় বর্তমান অধ্যক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

৬. জামালপুর বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৪৭ খ্রি.)

জামালপুর বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসাটি জেলা শহরের সর্ব প্রাচীন মাদ্রাসা। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জমিদাতা মরহুম মু: জইন উদ্দীন মণ্ডল। সার্বিকভাবে মাদ্রাসার খেদমত করেছেন মৌ: আবু সাঈদ । মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে যারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন তার হলেন মো: কায়েস উদ্দীন মণ্ডল , আলী আকবার মাস্টার, মৌ: আমজাদ হোসেন, মো: সিরাজুল হক চৌধুরী , মো: আবদুল কুদ্দুস বি.এস.সি, ডা: নাসির উদ্দীন, মো: আবদুল হাই, মো: ছাবেতুল্লাহ মাস্টার ও আবদুল জলিল মাস্টার প্রমূখ। মাদ্রাসাটি ১৯৫৩ খ্রি. দাখিল, ১৯৬৮ খ্রি. আলিম,. ১৯৭৮ খ্রি. ফাযিল ও ১৯৯৪ খ্রি. কামিলের সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। নোয়াখালী থেকে আগত প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আলী আকবার প্রতিষ্ঠাতা সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তারপর মাওলানা মুনছেফ আলী । বর্তমানে মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্বরত আছেন মাওলানা শামসুল আলম। জামালপুর জেলায় ফিক্‌হ চর্চায় মাদ্রাসাটির অবদান অনস্বীকার্য।[৯]

৭. ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৭২ খ্রি.)

---

৭. অহিদুজ্জামান, অফিস সহকারী, (অফিস রেকর্ড) কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

৮. অফিস রেকর্ড,গোপালগঞ্জ এস.কে. কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার :অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী ।

৯. ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, পৃ.২১৮

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা জেলার সূত্রাপুর থানার গ্যান্ডারিয়ায় এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও ধর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ মোঃ সালাহউদ্দীন ১৯৭২ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ী, সমাজপতি ও ধর্মপরায়ন লোকদের অবদান অসমান্য। এটি ১৯৮১, ১৯৮৩, ১৯৮৬ এবং ২০০২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণী খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০০ জন এবং কামিল হাদীছ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬২ জন। অগাস্ট, ১৯৯২ খ্রি. থেকে এ খানে ফিকহ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন পিরোজপুর জেলার ড.মোঃ হায়দার আলী আকন(জ.১৯৬৬ খ্রি.) । তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ড. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর জীবন ও কর্ম" এ অভিসন্দর্ভের জন্য পি-এইচ.ডি.ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ০১/১০/১৯৯৫ ইং খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন খ্যাতিমান আলিম, মুফাচ্ছির নীলফামারি জেলার মাওলানা মোঃ কাফিল উদ্দীন সরকার (জ.১৯৬১ খ্রি.)[১০]

৮. তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৬৩ খ্রি.)

তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসাটি ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার মীর হাজারীবাগে অবস্থিত। ১৯৬৩ সালে নয় সদস্য বিশিষ্ট তা'মিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট কর্তৃক এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠার পরপরই সুশৃংখল নিয়মনীতি এবং উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের মেধা ও শ্রমের ফলে এটি ক্রমশঃ উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়। এ মাদ্রাসা ১৯৭৮,১৯৮২ ১৯৮৪ ও ১৯৮৭ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৩৭০০। এখানে কামিল হাদীছ, ফিক্হ, তাফসীর এবং আদীব বিষয়ে চালু রয়েছে। ২০০০ সাল থেকে ফিক্হ বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে অদ্যাবধি(২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন গাজীপুর জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ জয়নুল আবেদীন (জ.১৯৫৪ খ্রি.)। এ মাদ্রাসার আরও দুটি শাখা আছে একটি হল গাজীপুরের টুঙ্গী শাখা এবং অন্যটি মহিলা মাদ্রাসা। ০৭/০৪/২০০১ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যবধি ফিক্হ বিষয়ের প্রধান মুফতী হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুফতী ড. মোঃ খলীলুর রহমান (জ.১৯৭২খ্রি.) । এখানে ফিক্হ বিভাগে অধ্যাপনায় রত ছিলেন কুমিল্লা জেলার স্বনামধন্য মুফতী প্রফেসর মোঃ জসীম উদ্দীন, কুমিল্লা জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ এনায়েত উল্লাহ। বর্তমানে এখানে ২০০৭ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করে আসছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ মিজানুর রহমান।[১১] এ মাদ্রাসাটি অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের দিক থেকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

৯. দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৯০ খ্রি.)

ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন শারুলিয়া ইউনিয়নে অত্র মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, সমাজপতি এবং ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯০ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দক্ষ শিক্ষকদের ভূমিকার কারনে এটি একটি অন্যতম মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০০০ এবং কামিল (হাদীছ) এ মোট ছাত্র সংখ্যা ১৮০ জন। এটি ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৪ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল এবং কামিল (হাদীছ) শ্রেনী খোলা হয়। ২০১০ সাল থেকে ফাজিল অনার্স বিষয়ে চালু করা হয়। এখানে ২০০৫ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন গোপালগঞ্জ জেলার মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল লতিফ শেখ (জ.১৯৮৩ খ্রি.)। বর্তমানে ১২/০১/১৯৯১ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) পর্যন্ত

---

[১০]. অফিস রেকর্ড: ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার : অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী

[১১]. অফিস রেকর্ড, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও প্রধান মুফতী, অত্র মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন বরগুনা জেলার মাওলানা আবু খায়ের মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (জ.১৯৭০ খ্রি.)।

১০. দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, টাঙ্গাইল (স্থাপিত ১৯৫৯ খ্রি.)

টাঙ্গাইল জেলা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার সময়ে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে এ মাদ্রাসাটি যাত্রা শুরু হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ আশরাফ মির্জা ও এ্যাডভোকেট আবদুস সামাদ । এ মাদ্রাসটি ১৯৫৯, ১৯৬৩, ১৯৬৪ এবং ১৯৮০ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৮৫০ জন এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৫০। এ মাদ্রাসায় ০১/০৮/২০১১ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন টাঙ্গাইল জেলার মাওলানা মোঃ ছরোয়ার হোসাইন (১৯৮০ খ্রি.)। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ১৬/০৯/২০০২ তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.)অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন টাঙ্গাইল জেলার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মোঃ নুরুল আমিন মিয়া (জ.১৯৪৮ খ্রি.)।

১১. দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা, নারায়নগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৮১ খ্রি.)

নারায়নগঞ্জ জেলা সদরের কাশিমপুরে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ মাওলানা শামসুল হক ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে থেকেই স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং ধর্মপরায়ন লোকদের যৌথ প্রচেষ্টায় এর প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। এটি ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৯০ এবং ২০০২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর খোলার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে (২০১২ খ্রি.) এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৬০০ জন এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০ জন। এখানে ০১/০২/১৯৯১ খ্রি. তারিখ থেকে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করেন ঝালকাঠী জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ রফিকুল্লাহ (জ.১৯৭০ খ্রি.)। এখানে ০১/০৬/১৯৯২ খ্রি. তারিখ হতে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মোঃ আবদুল গফুর (জ.১৯৬২ খ্রি.)[১২]

১২. দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, গাজীপুর (স্থাপিত ১৯৪৮ খ্রি.)

দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসাটি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। স্থানীয় সমাজসেবক ক্বারী মোঃ শফিউল্লাহ ১৯৪৮ সালে প্রথমে ফোরকানিয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন । পরবর্তীতে বিখ্যাত আলিম মাওলানা মোঃ আবদুস সালাম এ মাদ্রাসার উন্নয়নে যথেষ্ঠ অবদান রাখেন। সার্বিক বিবেচনায় তাকে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মনে করা হয়। তার অসামান্য প্রচেষ্টার বদৌলতে আজ এ মাদ্রাসা উন্নতির শিখরে আরহন করেছে। এটি ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৪ এবং ১৯৭১ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীছ) খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে।এর পর ১৯৮৫ সালে তাফসীর, আদিব এবং ফিক্‌হ খোলার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৫৬ জন, কামিল শ্রেণীতে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৪৭ এবং ফিক্‌হ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ২১ জন। ১৯৭৬ সাল থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসায় মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চাঁদপুর জেলার মুফতী মাওলানা মোঃ রূহুল আমীন । এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় ০১/০৩/১৯৯৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি(২০১২খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড.মাওলানা মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ (জ.১৯৬৮খ্রি.)। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।[১৩] এ মাদ্রাসায় বর্তমান অধ্যক্ষ ফিক্‌হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখছেন।

---

[১২]. অফিস রেকর্ড: দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদ্রাসা ; সাক্ষাতকার : অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

[১৩]. অফিস রেকর্ড: দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, সাক্ষাতকার : অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. দেওয়ানগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, জামালপুর (স্থাপিত ১৯৪৮ খ্রি.)

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটি অবস্থিত।এটি জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন দীনী প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী মৌলভী মোফাজ্জেল হোসেন এবং মোঃ হাজী বনীজ উদ্দীন সরকার এর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয়ভাবে অনেকেই[১৪] এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ সহযোগিতা এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এটি পর্যায়ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এটি ১৯৫১, ১৯৬১, ও ১৯৬৮ সালে যথাক্রমে আলিম , ফাজিল ও কামিল (হাদীছ) খোলার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৪০০ জন । কামিলে (হাদীস) মোট ছাত্র সংখ্যা ১১২ জন। এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ে ০৬/০৯/২০০৬ খ্রি. তারিখ হতে পাঠ দান করেন বরগুনা জেলার মাওলানা মোঃ আবুল কালাম (জ.১৯৮৪খ্রি.)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত যাঁরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন তারা হলেন : মাওলানা আনিসুর রহমান রংপুরী, মাওলানা মওলা বক্স এবং মাওলানা মো: আবদুল কুদ্দুস। [১৫]এখানে ০২/০৬/২০০৩ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন কুমিল্লা জেলার মাওলানা মোঃ মোতালেব হোসেন খান (জ.১৯৭০খ্রি.)।

১৪. বাহাদুরপুর শরিয়াতিয়া কামিল মাদ্রাসা, শিবচর, ফরিদপুর (স্থাপিত ১৯৪০ খ্রি.)

মাদারিপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুরপুরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। হাজী শরীয়াতুল্লাহর ৪র্থ পুরুষ আবা খালেদ রশীদ উদ্দীন ওরফে বাদশাহ মিয়া ১৯৪০ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হাজী শরীয়াতুলণ্ঢাহর এর বংশধর খান বাহাদুর সাইদুদ্দীন মিয়ার নামের সাথে মিলিয়ে এ মাদ্রাসার নাম করণ করা হয়েছে । এটি ১৯৪০ সালে একসাথে দাখিল, আলিম ও ফাজিল পর্যন্ত খোলার সরকারি অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬২ সালে কামিল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০০ এবং এখানে কামিল হাদীছ শ্রেণী চালু রয়েছে। এখানে ৪/১২/১৯৮২খ্রি. তারিখ হতে ফিক্হ বিষয়ের উপর অধ্যাপনায় রত আছেন মাদারীপুর জেলার মাওলানা মুফতী আবুল বাইয়্যান মো: আবদুল মান্নান (জ.১৯৬১খ্রি.) তিনি কামিল ফিক্হ এবং হাদীছ শাস্ত্রের উপর ডিগ্রী লাভ করেন। এবং বরিশাল মাহমুদিয়া মাদ্রাসা থেকে দাওরায় হাদীছের উপর ডিগ্রী লাভ করে দীর্ঘদিন এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছেন। এ মাদ্রাসায় ০৯/০১/২০১২ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন ফরিদপুর জেলার মাওলানা মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (জ.১৯৭৪ খ্রি.)।

১৫. বিশ্বজাকের মঞ্জিল কামিল মাদ্রাসা, ফরিদপুর (স্থাপিত ১৯৭৭ খ্রি.)

ফদিরদপুর জেলার সদরপুর উপজেলায় এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা অবস্থিত। বিখ্যাত পীর মাওলানা হাশমত উল্লাহ ফরিদপুরী ১৯৭৭ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮,১৯৮১,১৯৮৩ ও ১৯৮৬ সালে এ মাদ্রাসায় যথাক্রমে দাখিল, আলিম , ফাজিল ও কামিল (হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০২০ জন। এখানে ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করেন চাঁদপুর জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ আলাউদ্দীন(জ.১৯৮৩ খ্রি.)। তিনি ০১/০৩/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি ফিক্হ চর্চা ও অধ্যাপনায় রত আছেন। বর্তমানে ২০/০৪/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২খ্রি.) পর্যন্ত এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পটুয়াখালী

---

[১৪]. যারা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন আলহাজ্জ মো: জিলিম উদ্দীন, শেয়ার উদ্দীন সরকার, ডা: রফিউদ্দীন, মো: জইন উদ্দীন সরকার প্রমূখ ।

[১৫]. ময়মনিসংহ জেলায় ইসলাম : পৃ.২১৯

Dhaka University Institutional Repository

জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ শহীদুল ইসলাম (জ.১৯৬৯খি.)[১৬] তিনি ইতোপূর্বে হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়ের উপর কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ চর্চায় বর্তমান অধ্যক্ষের অবদান অপরিসীম। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ মাদ্রাসায় পরিচালনা করে আসছেন।

১৬. মঙ্গলবারিয়া কামিল মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ (স্থাপিত ১৮৭২ খ্রি.)

কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানার মঙ্গলবাড়িয়ায় এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। কথিত আছে যে, প্রায় দুশো বছর পূর্বে মঙ্গল নামে এক দরবেশ ব্যক্তি বর্তমান মঙ্গলবাড়িয়া এলাকায় আস্তানা স্থাপন করে অজ্ঞ জনসাধারাণের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে ইসলামী আইন কানুন তথা ইলমে ফিক্‌হ বিস্তারের কাজ শুরু করেন। মঙ্গল নামীয় উক্ত কামিল ব্যক্তির শুভাগমনে ইসলামী শিক্ষার দুর্দিন কাটিয়ে ইলমে দীন শিক্ষার মশাল প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জ্বালিয়ে ঐ এলাকাকে দীনী 'ইলমে আলোকিত করেন। উক্ত মঙ্গল দরবেশের নামানুসারে এ গ্রামের নাম রাখা হয় মঙ্গলবাড়ী।[১৭] মঙ্গলবাড়ীয়া মাদ্রাসাটি কিশোরগঞ্জের সর্বপ্রাচীন মাদ্রাসাই নয়, বরং সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। মাওলানা মুহাম্মাদ আক্তারুজ্জামান ১৮৭২ খ্রি.একটি টিনের চৌচালা গৃহে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করে একটি উন্নত পর্যায় নিয়ে এসেছেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার আদলে এখানে আলিম ও ফাজিল পর্যন্ত খোলা হয়। কামিল ১৯90 সাল থেকে হাদীস এবং ২০05 সালে তাফসীর খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৩০ জন। এখানে ফিক্‌হ চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছেন কিশোরগঞ্জ জেলার মাওলানা মোঃ ওমর ফারুক (১৯৭৮ খ্রি.)। তিনি আলিম ও ফাজিল শ্রেণীতে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর শিক্ষা দান করে আসছেন। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেক বিখ্যাত আলিম প্রতিষ্ঠান প্রধান[১৮] হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ২৭/১২/১৯৮১ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কিশোরগঞ্জ জেলার মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়্যবুজ্জামান (জ.১৯৫৪ খ্রি.)।[১৯]

১৭. মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা (স্থাপিত ১৭৮০ খ্রি.)

ফিক্‌হ চর্চার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা-ই-আলীয়া বাংলাদেশের প্রাচীনতম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার সাথে এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। ১৭৫৭ খ্রি. পলাশী বিপর্যায়ের পর অবিভক্ত বাংলায় ও ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজি শাসকগণ সুকৌশলে এদেশের মাদ্রাসা মসজিদসমূহের বিরাট বিরাট ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহ রাষ্ট্রয়াত্ত করে এর আয়ে স্বাধীনভাবে পরিচালিত এবং অবৈতনিক মাদ্রাসসমহের বিলোপ সাধনপূর্বক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অপর্মত্যু ঘটনার প্রয়াস চালায়। এমন এক বিপর্যয়ের মহূর্তে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলের প্রথম দিকে ১৭৮০ খ্রি. কলিকাতায় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে (১৭৮১খ্রী.) কলিকাতার বৌ বাজারে এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এলাকাটি হিন্দু অধ্যূষিত হওয়ায় ১৮২৪ খ্রি. ওয়েলেসলি স্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৩৮ বছর (১৭৮১-১৮১৯ খ্রি.) মাদ্রাসা ইংরেজি সেক্রেটারী ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়। কলিকাতায় মাদ্রাসার ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য ১৮৯৬ খ্রি. ইলিয়ট হোস্টেল নামে একটি ছাত্রাবাস

---

[১৬]. অফিস রেকর্ড;বিশ্বজাকের মঞ্জিল কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার : অধ্যক্ষ ও মুফতী অত্র মাদ্রাসা ।

[১৭]. ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম পৃ.২০১

[১৮] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ১৯05 সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান ছিলেন মাওলানা আক্তার‍ুজ্জামান, তারপর যথাক্রমে মাওলানা আবদুল মতিন মোহাম্মাদ ছাইফুল্লাহ, মাওলানা শাহ মো: আবদুর রহীম, কুমিল্লা জেলার মাওলানা মো: আকরাম হোসেন সরকার, সুলতান পুরের মাওলানা মো: আবদুল হামিদ, মাওলানা মো: নুরুল ইসলাম [সূত্র ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, পৃ.২০২]

[১৯]. অফিস রেকর্ড : মঙ্গলবাড়িয়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০] কলকাতায় থাকাকালে মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসা মহল নামে একটি ভূ-সম্পত্তি খরিদ করা হয়। ইংরেজ শাসক লর্ড হেসটিকস্ এ মাদ্রাসার ব্যয় নিবার্হ ও ভৌত অবকাঠামোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করেন। ফলে তৎকালীন সময়ে এ মাদ্রাসা বিরাট লাইব্রেরী ও গৃহ আসবাবপত্র সহকারে ইসলামী শিক্ষার বৃহদাকারের মাদ্রাসারূপে প্রসিদ্ধ লাভ করে। পাক-ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ খ্রি. মাদ্রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ[২১] ছিলেন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর মাওলানা মোহাম্মাদ জিয়াউল হক। তিনি এবং এ.ডি.পি.আই খান বাহাদুর বদিউর রহমান এবং কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ স্থানান্তর সম্ভব হয়েছিল। স্থানান্তর করার পর মাদরাসার নতুন নামকরণ করা হয় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।[২২] প্রথমত লক্ষীবাজারস্থ ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, বর্তমানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ (সাবেক মহসেনিয়া মাদ্রাসা) ঢাকাতে সকাল ৭টা হতে ১১ টা পর্যন্ত ক্লাস হত। উক্ত কলেজের ছাত্রগণ ১১টা হতে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস করত। পরে মাদ্রাসা ও লাইব্রেরীর যাবতীয়

---

[২০]. ড. মো. আবদুস সত্তার, বাংলদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪, পৃ.২৪৫

[২১]. মাদ্রাসা-ই প্রতিষ্ঠাকাল হতে অর্থাৎ ১৭৮০ খ্রি. তারিখ হতে ১৮৫০ খ্রি. পর্যন্ত এর সমস্ত কার্যক্রম হেড মৌলভীর উপরই ন্যস্ত ছিল। এর পর থেকে প্রিন্সিপালের পদ প্রবর্তন করা হয়। ১৮৫০ খ্রি. থেকে ১৯২৬ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে মোট ২৬ জন ইংরেজ এ পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৭ খ্রি. হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত স্বদেশী উচ্চ পদস্থ ইসলামী শিক্ষাবিদগণকে এ পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে। ১৮৫০ খ্রি. হতে অদ্যবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাদের তালিকা দেয়া হল:

১। ড. এ স্প্রেংগার,এম.এ. (১৮৫০খ্রি.- ১৮৫০ খ্রি.)২। স্যার উইলিয়াম নাসসান লীজ,এল.এল,ডি (১৮৫৭খ্রি.- ১৮৭০ খ্রি.)

৩। মিস্টার জে.স্ট্যাকলিপ, এম.এ (১৮৭০খ্রি.- ১৮৭৩ খ্রি.) ৪।মিস্টার হেনরী ফার্ডিন্যান্ড বণ্ডকম্যান (১৮৭৩খ্রি.- ১৮৭৮ খ্রি.)

৫।মিস্টার এ.ই.প্যাফ.এম.এ. (১৮৭৮খ্রি.- ১৮৮১খ্রি.) ৬। ড.এ.এফ.আর হর্নেল, সি.আই.এ. (১৮৮১খ্রি.- ১৮৯০ খ্রি.)

৭। মিস্টার এইচ.প্রথোরা, এম.এ(১৮৯০খ্রি.- ১৮৯১ খ্রি.) ৮। ড.এ.এফ.আর হর্নেল, সি.আই.এ. (১৮৯১খ্রি.- ১৮৯২ খ্রি.)

৯। মি.এফ.জে.রৌ, এম.এ (১৮৯২ খ্রি.) ১০। ড.এ.এফ.আর হর্নেল, সি.আই.এ. (১৮৯২খ্রি.- ১৮৯৫ খ্রি.)

২৬। মি. আলেকজান্ডার হেমিল্টন হার্লী, (১৯২৩খ্রি.- ১৯২৫ খ্রি.) সর্বশেষ ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল

২৭। শামসুল উলামা খান বাহাদুর কামাল উদ্দীন আহমদ(১৯২৭খ্রি.-১৯২৮ খ্রি.) (প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপ্যাল)

২৮। শামুসুল উলামা খান বাহাদুর হেদায়েত হোসাইন ((১৯২৮খ্রি.- ১৯৩৪ খ্রি.) ২৯। শামসুল উলামা খান বাহাদুর মুহাম্মদ মুসা ((১৯৩৪খ্রি.- ১৯৩৭ খ্রি.)

৩০। খান বাহাদুর মুহাম্মদ ইউসুফ (১৯৩৭খ্রি.- ১৯৩৮ খ্রি.)৩১। খান বাহাদুর মুহাম্মদ মুসা (১৯৩৮খ্রি.- ১৯৪১ খ্রি.) (২য় বার)

৩২। খান বাহাদুর মুহাম্মদ ইউসুফ (১৯৪১খ্রি.- ১৯৪২ খ্রি.) ৩৩। খান বাহাদুর মুহাম্মাদ জিয়াউল হক ((১৯৪৩খ্রি.- ১৯৫৪ খ্রি.)

৩৪।মৌলভী শায়খ শারাফুদ্দীন (১৯৫৪খ্রি.- ১৯৫৫ খ্রি.) ৩৫। মৌলভী মকবুল আহমাদ(১৯৫৫খ্রি.- ১৯৫৭খ্রি.)

৩৬। মাওলানা হাফিয আবদুল হাফিজ (১৯৫৭খ্রি.-১৯৬৪ খ্রি.)৩৭। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ ফারুকী(১৯৬৪খ্রি.-১৯৬৯খ্রি.)

৩৮। মাওলানা সৈয়্যদ আবুললায়ছ মুহাম্মদ লুৎফুল হক(১৯৬৯খ্রি.-১৯৭১ খ্রি.) ৩৯।মা:মুহাম্মাদ জালালউদ্দীন (১৯৭১খ্রি.-১৯৭৩ খ্রি.)

৪০। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ (১৯৭৩খ্রি.) ৪১। ড.এ.কে.এম. আইয়ুব আলী (১৯৭৩খ্রি.- ১৯৭৯ খ্রি.)

৪২। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ (২য় বার) (১৯৭৯খ্রি.- ১৯৮৩ খ্রি.) [সূত্র: মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমাদ (র), মাদ্রাসা-ই- আলিয়ার ইতিহাস, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ পৃ.২৮-৩০]

[২২]. মাওলানা আবদুস সাত্তার, *তারীখ-এ-মাদরাসা-ই-আলিয়া*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খ.১-২, ১৯৫৯, পৃ.৩৬-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আসবাবপত্রসহ ১৯৪৯ খ্রি. ঢাকার সদর ঘাটস্থ বর্তমান লক্ষ্মীবাজারে মুসলিম হাইস্কুলের ডাফরীন হলে এর কার্যক্রম শুরু করে।[২৩] এরপর ঢাকার বখশী বাজারে ১৯৫৬ খ্রি. মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে ১৯৫৮ খ্রি. তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান মাদ্রাসার ছাত্রবাস ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ১৯৬০ খ্রি. নির্মান কাজ সমাপ্ত হলে মাদ্রাসাটি স্থায়ীভাবে বখশী বাজারে (বর্তমানে স্থানে) স্থানান্তরিত হয়। বাংলাদেশের খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট 'আলেমরা এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেছেন। এ সাথে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় বিশ্বের বরেণ্য স্বনামধন্য বহু ছাত্র লেখা পড়া করেছেন। মাওলানা আকরাম খাঁ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী , মুফতী আমিমূল ইহসান, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ হোসাইন জালালাবাদী, শাহ আজিজুর রহমান, আবদুর রহমান বিশ্বাস, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মাওলানা মাতিউর রহমান নিজামীরমত অনেক প্রথিতযশা 'আলিম ও শিক্ষাবিদ এ মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন। গবেষক নিজেও এ মাদ্রাসার ছাত্র ছিল।

১৮. মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৫৩ খ্রি.)

মানিকগঞ্জের জেলা সদরে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ধর্মপরায়ন, শিক্ষানুরাগী হাজী জহির উদ্দীন ব্যাপরি এবং মোঃ ফিরোজ আলী ব্যাপারি এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এটি ১৯৫৯,১৯৬৮,১৯৭৮ এবং ২০01 সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীছ) খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬৫৮ এবং কামিল (হাদীছ) শ্রেণীতে মোট ছাত্র সংখ্যা ৩৮ জন। ১২/০২/২০০৫ ইং সাল থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন মানিকগঞ্জ জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ সালাহউদ্দীন (জ.১৯৮০ খ্রি.) । এছাড়াও মানিকগঞ্জ জেলার মাওলানা মোঃ আমিনুর রহমান এখানে ফিক্হ চর্চায় নিয়োজিত আছেন। এ মাদ্রাসায় ০১/০৭/১৯৯০ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন মানিকগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মোঃ মুছা (জ.১৯৫৭ খ্রি.)[২৪]

১৯. মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত-১৯৩৩ খ্রী.)

ঢাকা ময়মনসিংহ ভায়া টাঙ্গাইল মহাসড়কের পার্শ্বে মুক্তাগাছা নামক স্থানে ১৯৩৩ সালে মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া আলিয়া মাদাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল থেকে উপমহাদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদের ঈমান-'আকীদা , শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতার যথাযথ সংরক্ষণ এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের বিশ্বনন্দিত আদর্শ ও গুণাবলী ছাত্রদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে আদর্শবান, যোগ্য, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক ও আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ এক অনিন্দ্য মানব কাফেলা গড়ে তোলার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে মোহাম্মদ আব্বাস আলী মিয়া নামে স্থানীয় একজন দীনী সমাজ কর্মী এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। মাদ্রাসার নাম তাঁরই পূর্ণ স্মৃতি বহন করছে। মাদ্রাসার মোট জমির পরিমান ৫ একর ৭৩ শতাংশ। মাদ্রাসাটি ১৯৪৭ সালে আলিম ও ১৯৫৯ সালে কামিল মঞ্জুরী লাভ করে। মির্জা মোহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান প্রতিষ্ঠাতা সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম থেকে বর্তমান অবধি যে সব উলামায়ে কিরাম নিরলসভাবে দরসে হাদীস এবং ফিক্হ বিষয়ে দরস দিয়ে যাচেছন তারা হলেন, মাওলানা মোঃ মকুবুল আহমেদ, মাওলানা মোঃ মহিবুর রহমান, মাওলানা মোঃ আফতাব উদ্দীন, মাওলানা মুফতী এ.কে.এম.ফজলুল হক, মাওলানা মোঃ বদরুল আলম এবং মাওলানা মোঃ মতিউর রহমান প্রমুখ। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ইসলাম শিক্ষা প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতী কার্যক্রমে প্রভূত অবদান রাখেন। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে সর্ব সাধারণের মাঝে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের যোগ্যতা অর্জন ও

[২৩]. মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (র.), *মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪, পৃ.১৪৯

[২৪]. অফিস রেকর্ড:মানিকগঞ্জ ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাক্ষাতকার : অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

Dhaka University Institutional Repository

দাওয়াতী কার্যক্রমে সঠিকভাবে পরিচালনার দক্ষতা অর্জনের জন্য মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় পাক্ষিক বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মাদ্রাসায় একটি মানসম্পন্ন লাইব্রেরী রয়েছে। সিলেবাসভূক্ত ধারাবাহিক শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি ছাত্রদের বহুমুখী জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যবহুল বই পুস্তক আছে। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ এবং কামিল শ্রেণীতে মোট ছাত্র ১১০ জন। ০১/০২/২০০৯ খ্রি. তারিখ থেকে এ ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করেন ময়মনসিংহ জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ গিয়াসউদ্দীন (জ.১৯৭৯ খ্রি.) এবং উক্ত জেলার মাওলানা মোঃ আমির হোসেন। তিনি ২০১১ খ্রি. তারিখ থেকে এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ মাদ্রাসায় ০৪/০৭/২০০৪ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন ময়মনসিং জেলার মাওলানা মোঃ মতিউর রহমান (জ.১৯৬৮ খ্রি.) । তিনি একজন বিখ্যাত ফকীহ। তিনি ইতোপূর্বে বগুরা শেরপুর মাদ্রাসায় ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ফকীহ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৫]

২০. মাদীনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৬১ খ্রি.)

ঢাকা জেলার তেজগাঁও থানাধীন রেলগেটের সন্নিকটে এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। ১৯৬১ সালে স্বনামধন্য পীর হযরত মাওলানা মোঃ মোখলেছুর রহমান এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বৃটিশ আমলে মোখলেছুর রহমান এন্ড ব্রাদার্স নামে একটি বিশাল কোম্পানীর মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর কোলকাতায় বঙ্গ হাউজ নামে একটি বিশাল বাড়ী ছিল যেখানে বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী তাজ উদ্দীন আহমদ কোলকাতায় গিয়ে তাঁর আতিথিয়েতা গ্রহণ করতেন। ইসলামী ফিক্হ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মাওলানা মোঃ মোখলেছুর রহমান এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১০০০ জন এবং কামেলে (হাদীছ) মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খ্রি. তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন সাতক্ষীরা জেলার মাওলানা মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জ.১৯৬২ খ্রি.) তিনি কামিল হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ ও আদব বিষয়ের উপর উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ করেন। এ মাদ্রাসায় ফিকহ চর্চায় তাঁর অসামন্য অবদান রয়েছে।

২১. হযরত শাহ আলী বোগদাদী (র.) কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৭৮ খ্রি.)

ঢাকার মিরপুর থানার দক্ষিণ বিশিলে এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত।স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মাওলানা মোঃ মফিজুর রহমান ১৯৭৮ সালে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে হযরত শাহ আলী বোগদাদী (র.) এর মাজার শরীফ অবস্থিত। এ মহান অলীর নামানুসারে এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়। এটি ১৯৮১, ১৯৮৩, ১৯৮৫ ও ২০০৪ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণী খোলা হয়। বর্তমানে কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। এখানে ফিক্হ বিষয়ের পাঠ দান করেন মাওলানা মুফতী মোঃ আরিফুর রহমান । তিনি ০২/১১/২০০৪ খ্রি. তারিখ থেকে এখানে ফিক্হ চর্চায় নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে ১৮/১০/২০১০ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন গোপালগঞ্জ জেলার মাওলানা কে.এম. সাইফুল্লাহ (জ.১৯৬৭খ্রি.)। তিনি০৪/১২/১৯৮৬ খ্রি. তারিখ হতে এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় রত আছেন। তিনি এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখছেন।

২২. হযরত নগর এ.ইউ আলিয়া মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৩৪ খ্রি.)

হযরত নগর আনওয়ারুল 'উলুম কামিল মাদ্রাসাটি ১৯৩৪ খ্রি. কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (র.) ১৯৩২ খ্রি. কিশোরগঞ্জের তৎকালীন জমিদার দেওয়ান মান্নান দাদ খান সাহেবের আহবানে কিশোরগঞ্জ আগমন করেন। তিনি ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী বিধি-বিধান সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেওয়ান বাড়ীর পূর্ণ সহযোগিতায় এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

[২৫]. অফিস রেকর্ড : মুক্তাগাছা আব্বাসিয়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী অত্র মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি বাংলা ১৩৪৩ সনে আলিম, ১৩৪৫ সনে ফাযিল, ১৩৫৮ সনে কামিল হাদীস বিভাগ খোলা হয়। ১৩৮৭ সনে ইয়াতীমখানা, দর্জি বিজ্ঞান, কারিগারি বিভাগ, কামিল ফিক্হ বিভাগ এবং ১৩৯০ সনে মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুরআন বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি ১ একর ৩২ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (র.) ছিলেন এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। পরবর্তীতে এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মো: আবদুল খালেক। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা এ.কে.এম.নুরুল্লাহ। মাদ্রাসাটিতে অধিকাংশ জমি দান করেছেন দেওয়ান মান্নান দাদ খান ও মাওলানা সৈয়দ মাজহারুল হক। বর্তমানে এ মাদ্রাসার ছাত্রের সংখ্যা ১৫০০ এর উপরে। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত করার পেছনে মাওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দীন (র.) এর অবদান অনস্বীকার্য।[২৬] মাদ্রাসাটিতে ফিক্হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছে।

ঢাকা বিভাগের জেলা ভিত্তিক মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

Table: **District wise number of Madrasah, Teachers and Enrolment by Sex, 2008-**[27]

Division	Slno	District	Inst. Total	Girls _Inst	Tot Teacher	Fem. Teacher	Tot. Stu.	Girls
DHAKA	1.	DHAKA	110	10	1525	198	29219	8956
	2.	FARIDPUR	79	4	915	107	22549	12761
	3.	GAZIPUR	177	44	2148	253	35993	19738
	4.	GOPALGANJ	44	9	520	49	10848	6398
	5.	JAMALPUR	175	23	1990	231	37345	18506
	6.	KISHOREGANJ	142	22	1543	155	32490	18647
	7.	MADARIPUR	69	6	731	28	13662	7952
	8.	MANIKGANJ	29	2	324	17	5427	2916
	9.	MUNSHIGANJ	34	1	358	27	6853	3623
	10.	MYMENSINGH	390	71	4378	487	80406	45647
	11.	NARAYANGANJ	65	8	878	109	17051	9445
	12.	NARSINGDI	91	9	1079	125	22371	12544
	13.	NETRAKONA	89	2	947	85	17201	8545
	14.	RAJBARI	72	10	878	85	19919	12260
	15.	SHARIATPUR	58	5	581	39	13504	8113
	16.	SHERPUR	99	4	1098	131	20214	9789
	17.	TANGAIL	233	16	2564	220	49614	25129
	Total:		1956	246	22457	2346	434666	230969

উপরের সারণীতে ঢাকা বিভাগের ১৭ টি জেলার সাধারণ মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এ তালিকায় দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগে সাধারণ মাদ্রাসার সংখ্যা ১৯৫৬ টি, মহিলা মাদ্রাসা ২৪৬ টি, সাধারণ মাদ্রাসায় শিক্ষকদের সংখ্যা ২২৪৫৭ জন, মহিলা মাদ্রাসায় ২৩৪৬ শিক্ষক, সাধারণ মাদ্রাসাসা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩৪৬৬৬ জন এবং মহিলা মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থী ২৩০৯৬৯ জন। এ মাদ্রাসার প্রতি শ্রেণীতেই ফিক্হী বিষয়কে সিলেবাসভূক্ত করার ফলে এ মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট সকলেই কোন কোনা ভাবে ফিক্হ চর্চা এবং অনুশীলন করে যাচেছ।

[২৬] . অত্র মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত এক নজরে হযরতনগর আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস ও ঐতিহ্য শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মো: আবদুস সাত্তার এর সাথে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্যটি গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহ জেলার ইসলাম গ্রন্থের লেখক।

[২৭] . http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

কওমী মাদ্রাসা

১. আল-জামি‘আ কুরআনিয়া ‘আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৫০ খ্রি.)

জামি‘আ কুরআনিয়া ‘আরাবিয়া মাদ্রাসাটি ঢাকার লালবাগে লালবাগ কিল্লার নিকটে অবস্থিত। এটি ১৩৭০হি./১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এর সুযোগ্য ভাগ্নে ও খলীফা ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী(১৩১০হি./১৮৯২খ্রি.--১৩৯৪হি./১৯৭৪খ্রি.) এর নিকট কিছু কিছু আলেম এ জাতীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা বললে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এর পর লালবাগ শাহী মসজিদের খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ হাফেজ্জী হুযুর (১৩১৩হি./১৮৯৫খ্রি.--১৪০৭হি./১৯৮৬খ্রি.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.--১৩৮৮হি./১৯৬৯খ্রি.), হযরত মাওলানা মুফতী দীন মোহাম্মাদ খান (র.) (১৩১৮হি.১৯০০খ্রি.--১৩৯৪হি.১৯৭৪খ্রি.) এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (র.) এর বিশেষ দুআ ও তাওয়াজ্জুহ নিয়ে এ খালেছ দীনি মাদ্রাসাটি[২৮] প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই নিচের দিকের ক্লাশ দিয়ে শুরু হয় কিন্তু এ মাদ্রাসাটি শুরুই করা হয় মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরায় হাদীছ পাঠ দানের মাধ্যমে। মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এ মাদ্রাসার মুহতামিম পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠার বছরই এখানে দাওরায়ে হাদীছ চালু করেন।[২৯] তিনি এখানে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। অত:পর মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ (১৩২৬হি./১৯০৮খ্রি.--১৪১৭হি./১৯৯৬খ্রি.) ১৯৬৮-১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এবং মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর ১৯৮৩-১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৬ সাল থেকে অদ্যাবধি এখানে মুহতামিম পদে কর্মরত রয়েছেন মাওলানা ফজলুল হক আমিনী। (জ:১৯৪৫খ্রি.) এখানে রয়েছে একটি ফতোয়া বিভাগ[৩০]। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এ বিভাগ খোলা হয়। এখান থেকে যে কোন সমস্যার ইসলাম সম্মত সমাধান এখান থেকে দেয়া হয়। এ বিভাগের প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সাবেক খতীব, মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মুঈয (র.)(১৩৩৭হি./১৯১৯খ্রি.-- ১৪০৪হি./১৯৮৪খ্রি.)। ১৯৮৪ খ্রি. তাঁর ইন্তেকালের পর এ বিভাগের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করেছেন জামেয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (১৩৬৪হি./১৯৪৫খ্রি.--১৪৩৩হি./২০১২খ্রি.)।

আজ এ ঐতিহ্যবাহী জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া বাংলাদেশে দীনি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব আমলের এক সুবিশাল , বিখ্যাত, পবিত্র, খালিস দীনি বিদ্যাপীঠ। এ কেন্দ্র থেকে দীনের পতাকাবাহী

---

[২৮]. এ মাদ্রাসাটি শুরু থেকেই কিছু মৌলিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তা হল:১. সালফে সালেহীনদের পূর্ণ অনুসরণ এবং তা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন। ২.মুসলিম জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্কের আত্মবন্ধন সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করা। ৩. হানাফী মাযহাবের পূর্ণ অনুসরণ করা;৪.দীনী ‘ইলমের হাকীকত, তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন এবং তাযকিয়ায়ে নফসের মাধ্যমে শরীয়াতে ইসলামের চূড়ান্ত এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা। ৫.প্রচলিত রাজতন্ত্র এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ইসলাম পরিপন্থী মনে করা ।[From Wikipedia, the free encyclopedia ওয়েব সাইট: জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া , লালবাগ]

[২৯]. মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, লালবাগ জামেয়া: একটি যুগান্তকারী ইতিহাস, আল-জামেয়া স্মরণিকা ’৯৩, জামেয়া আরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা,১৯৯৩, পৃ.১২; কালিমাত‘আন শয়ু’ন আল-জামিয়া আল-কুরআনিয়া, আল-আরাবিয়া , লালবাগ, ঢাকা, ১৪১১হি.পৃ.৪

[৩০]. এ মাদ্রাসার ফতোয়া বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। দেশের অধিকাংশ আলিম, মসজিদের ইমাম, খতীব এমনকি মুফতীগণও নিজে ফতওয়া না দিয়ে জনগণকে লালবাগ মাদ্রাসা থেকে ফতওয়া নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ খানের ফতওয়াকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হাজার হাজার আলেম, অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির , মুফতী , ফিকাহবিদ, আরবী সাহিত্যিক ,আধ্যাত্মিক নেতা, আল্লাহ ভীরু এবং ইসলামের প্রচার প্রসারকারী (মুবাল্লিগ) তৈরী হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে তারা ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচারে অনন্য, অসাধারণ ভূমিকা পালন করে যাচেছ।

২. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া আল-'আরাবিয়া, ইসলামপুর (স্থাপিত ১৯২০ খ্রি.)

আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া আল'আরাবিয়া মাদ্রাসাটি ঢাক শহরের প্রাণকেন্দ্র ইসলামপুরে অবস্থিত। এ মাদ্রাসাটি হাকিমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) ১৯২০ খ্রি.ঢাকার নবাব বাড়ী প্রাঙ্গণে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নবাবরাই মূলত: আর্থিক ব্যয়ভার বহন করত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এখানে দাওরায় হাদীছ চালু করা হয়। তৎকালীন সময় এটির শিক্ষার মান, দক্ষ শিক্ষকের পাঠদান উন্নত মানের হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাই এটিকে নবাব বাড়ী থেকে সরিয়ে ইসলামপুর বিশাল ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। তখনকার যুগ জিজ্ঞাসার ইসলামী জবাব এখান থেকে প্রদান করা হত। এ মাদ্রাসা থেকে অনেক কীর্তিমান মুহাদ্দিস, মুফতী হয়ে বের হয়ে সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ময়মনসিংহ নিবাসী মাওলানা আশিক মুসতফা (জ.১৯৩৮ খ্রি.) মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন।[৩১] তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় এটি তার পূর্ব অবস্থান ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

৩. জামি'আ 'আরাবিয়া ইমদাদুল 'উলুম মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ(স্থাপিত ১৯৫৬ খ্রি.)

ঢাকা শহরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে ফরিদাবাদে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী স্থানে ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যক্ষ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী(১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.-১৩৮৮হি./১৯৬৯ খ্রি.) এ মাদ্রাসাটি ১৯৫৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে মাওলানা মোহাম্মাদ উলণ্ডাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.)(১৩১৩হি./১৮৯৫খ্রি.-১৪০৭হি./১৮৯৬খ্রি.) এর মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় মাদ্রাসাটিকে উন্নতির শিখরে আরহোন করতে সক্ষম হয়েছিল। মাওলানা হাফেজ্জী হুজুর (র.) ছিলেন একজন খ্যাতিমান, বিজ্ঞ 'আলিম, ইসলামী জ্ঞান তথা ফিক্হ বিষয়ে অনেক পারদর্শী এবং নেতৃত্বের গুণের অধিকারী। ফলে বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে 'ইলমি ফিক্হ এর গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন। ১৯৬৯ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। ১৯৯৫ খ্রি. থেকে এখানে কুমিল্লা জেলার বরুড়া নিবাসী মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ(জ.১৯৫৩খ্রি.) মুহতামিম এর দায়িত্ব পালন করছেন। কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জের মাওলানা আবদুল মালিক এখানে শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত আছেন।[৩২] বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চা তথা ইসলামী আইন চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে মনোযোগী হয়েছেন।

৪. জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৮৮ খ্রি.)

জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা মাদ্রাসাটি রাজধানী ঢাকার গুলশান বারিধারায় অবস্থিত। ব্যস্ততম রাজধানীর সন্নিকটে নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে ফিক্হ চর্চার এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৮ খ্রি. মাওলানা নুর হোসেন কাসেমী প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় দানবীর, ধর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব নাঈমউদ্দীন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। তিনি এ মাদ্রাসার নামে জায়গা ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। মাদ্রাসাটিতে শুরু থেকেই দাওরায় হাদীস পর্যন্ত চালু করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ পাওয়ায়

[৩১]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া আল-'আরাবিয়া, ইসলামপুর

[৩২]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ 'আরাবিয়া ইমদাদুল 'উলুম মাদ্রাসা, ফরিদাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীরাও এখানে ভর্তি হয়। অত্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি মাওলানা মো: হাবিবুর রহমান মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। [৩৩]

৫. জামি'আ রহমানিয়া 'আরাবিয়া, সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর (স্থাপিত ১৯৮৬ খ্রি.)

জামি'আ রহমানিয়া 'আরাবিয়া মাদ্রাসাটি ঢাকার মোহাম্মাদপুরের ঐতিহাসিক সাত মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত। মুজাহিদে মিল্লাত হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর হাতেগড়া স্বর্ণমানব শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক[৩৪] (দা.বা.)এক ঝাক সাহসী সৈনিক নিয়ে নিবেদিত প্রাণ কিছু সহযোগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৬ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অস্থায়ীভাবে দু বছর পরিচালিত হওয়ার পর ১৯৮৮ খ্রি. ঐতিহাসিক সাত মসজিদ সংলগ্ন নিজস্ব জায়গায় স্থায়ীভাবে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের কুরআন হাদীসের মৌলিক জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য আধুনিক শিক্ষাও প্রদান করা হয়। এখানে মৌলিকভাবে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, তাফসীর, উসুল, আকাইদ, বৈষয়িক পর্যায়ে আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইংরেজি, ইতিহাস, গণিত ভূগোল, দর্শণ প্রভৃতি বিষয় পাঠ দান করা হয়। সব মিলিয়ে জামিয়া রহমানিয়া বহু বিভাগ সমন্বিত একটি মহা প্রকল্প।সার্বিক দিক বিবেচনায় এ প্রতিষ্ঠানটি উলামায়ে কেরাম ও সুধী মহলের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।এ মাদ্রাসার সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা

---

[৩৩]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।

[৩৪]. শায়খুল হাদীছ আল্লামা আজিজুল হক বাংলাদেশের সর্বজন শ্রেদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, ইসলামী আন্দোলনের আপোষহীন জননেতা, বোখারী শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক, অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ব্যাপী বুখারী শরীফ দরস প্রদানের বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুর পরগণাস্থ লৌহজং থানার ভিরিচ খাঁ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে ১৩২৬ বাংলা সনের পৌষ মাস মুতাবেক ১৯১৯ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম -আল হাজ্জ এরশাদ আলী। তিনি সাত বছর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনুসিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এর তত্ত্বাবধানে ৪ বছর লেখা পড়া করেন। ১৯৩১ সালে বড় কাটরা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে দাওরায় হাদীছ পাশ করেন। এ সময় তিনি আল-ামা যফর আহমদ উসমানী, আল-ামা রফিক কাশ্মীরী, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.) প্রমুখ বিজ্ঞ হাদীস বিশারদদের কাছে কুরআন হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। সর্বশেষে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে মাওলানা ইদরীস (র.) এর তত্ত্বাবধানে তাফসীর বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বড় কাটরা মাদ্রাসায় ১৯৪৬খ্রি. থেকে ১৯৫২ খ্রি. পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। এরপর ১৯৫২ খ্রি. থেকে ১৯৮৫ খ্রি. পর্যন্ত লালবাগ মাদ্রাসায় বুখারী শরীফসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দরস দেন। সার্বিক অভিজ্ঞতার জন্য তাঁকে এ মাদ্রাসায় 'শায়খুল হাদীস' উপাধী প্রদান করা হয়। লালবাগে অধ্যাপনা ফাঁকে ১৯৭১ খ্রি. থেকে ২ বছর বরিশাল জামিয়া মাহমুদিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ খ্রি. কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ খ্রি. জামিয়া মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া নামে মুহাম্মাদপুরস্থ মোহাম্মাদী হাউজিং এ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা ১৯৮৮ খ্রি. মুহাম্মাদপুস্থ সাত মসজিদের পাশে নিজস্ব জমির উপর জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া নামে স্থানান্তরিত হয়। তিনি মালিবাগ জামিয়া শরইয়্যার প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হাদীসের একজন গবেষক হিসেবে অধ্যাপনার পাশাপাশি সারা দেশেই ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি বিভিন্ন মসজিদের খতিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছাত্র জীবনে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে যোগদেন। ১৯৮১ খ্রি. হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর ডাকে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দান করেন। ১৯৮২ খ্রি. হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর সফর সঙ্গী হিসেবে ইরান, ইরাক ও মধ্য প্রাচ্য সফর করেন। ১৯৮৯ খ্রি. তিনি খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯১ খ্রি. সমমনা ইসলামী কয়েকটি দল নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করেন এবং এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ খ্রি. তিনি চার দলীয় জোটে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ১০ খণ্ডে সমাপ্ত বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি বুখারী শরীফের উর্দু ব্যাখ্যা 'ফজলুল বারী শরহে বুখারী ' গ্রন্থটি লিখেন। এছাড়াও তিনি মছনবীয়ে রুমীর বঙ্গানুবাদ, পূজিঁবাদ, সমাজবাদ ও ইসলাম, কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডন, মাসনূন দোয়া সম্বলিত মুনাজাতে মাকবুল, সত্যের পথে সংগ্রাম বইগুলো লিখেছেন। [সূত্রঃ http://rahmaniadhaka.com]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে মেধা তালিকায় সম্মানজনক স্থান অধিকার করে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে আসছে। ১৯৯৩ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি অত্র মাদ্রাসায় মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা মুফতী মাহফুজুল হক (জ.১৯৬৯ খ্রি.)। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই এখানে ফিক্‌হ বিভাগ চালু করা হয়। বর্তমানে এখানে ফিক্‌হ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান।[৩৫] এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ চর্চায় যে সমস্ত মুহাদ্দিস, মুফতী অসামান্য অবদান রাখছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- হযরত মাওলানা আশরাফ আলী (দা.বা.), গাজীপুর জেলার হযরত মাওলানা বাহাউদ্দীন, চাটগামীর মাওলানা মো: ইসহাক, মাওলানা নোমান আহমাদ, মাওলানা লিয়াকত আলী, মাওলানা মাহফুজুর রহমান প্রমুখ বিশিষ্ট ‘আলিমগণ। বর্তমানে এ মাদাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১২০০০। এখানে রয়েছে একটি ফতুয়া বিভাগ। যেখান থেকে সামাজিক নানাবিধ সমস্যা, মাসলা মাসায়েলা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সমাধান দেয়া হয়।

৬. জামি‘আ শর‘ইয়া , মালিবাগ, ঢাকা (স্থাপিত ১৯৫৬ খ্রি.)

আল-জামিয়াতুশ-শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদ্রাসাটি ১০৩৭, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭- এ অবস্থিত। ঢাকার মালিবাগের কতিপয় স্থানীয় ধর্মপরায়ন ব্যক্তি মরহুম আলহাজ্জ মৌলভী গোলাম গাউছ কর্তৃক ১ বিঘা ৪ কাঠা ১১ ছটাক জমির একাংশে ১৯৫৬ খ্রি.১৩৭৬ হিজরীতে প্রথমত একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে ছোট্র একটি ছাপরা ঘর তৈরি করে ফোরকানিয়া মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে এ মক্তব হিফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগের স্তর অতিক্রম করে ১৯৮২ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীছ খোলা হয়। সর্বসাধারণের আর্থিক সহায়োগিতায়, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় এবং বিদগ্ধ সুপণ্ডিত শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এ মাদ্রাসার ছাত্রগণ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে। এ মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কর্মজীবনেও গৌরবজনক কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলছে। এখান থেকে পাশ করা ছাত্রগণ বিভিন্ন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুহতামিম, শাইখুল হাদীছ ও মুহাদ্দিসের মত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অলংকৃত করে আছে। বাংলা ও আরবী ভাষায় ইসলামী বই পুস্তক লিখে সাহিত্যর অংঙ্গনেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।[৩৬] এ মাদ্রাসায় খোলা হয়েছে দাওরায়ে হাদীস বিভাগ, ইফতা বিভাগ, তাফসীর বিভাগ, ফতোয়া ও ফরায়েজ বিভাগ এবং গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ। ইফতা বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ১০ জন। প্রধান মুফতী ১ জন এবং সহকারী মুফতী ২ জন মোট তিন জন এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন।মুসলিম উম্মাহর দৈনন্দিন জীবনে ও প্রত্যাহিক বিষয়ে শরীয়ত মোতাবেক আমল করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিয়ে- তালাক, লেন-দেন, পৈত্রিক সম্পদ ও সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদি বিষয় যে সব জটিলতার সম্মুখীন হয়ে এখানে আসলে তার শরীয়তসম্মত সমাধান দেয়া হয় এখান থেকে। এ জামিয়ার উপাচার্য হিসেবে কর্মরত আছেন মাওলানা আনওয়ার শাহ। একাডেমিক স্টাফ ৫৫ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ৯৫০ জন।

৭. আল-জামি‘আ হোসাইনিয়া আশরাফুল ‘উলুম, বড়কাটরা, ঢাকা। (স্থাপিত ১৯৩১খ্রি.)

আল-জামি‘আ আল হোসাইনিয়া আশরাফুল ‘উলুম মাদ্রাসাটি পুরানো ঢাকার চকবাজারের বড়কাটরাতে অবস্থিত। এটি স্থানীয় ধর্মপরায়ন ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৯৩১ খ্রি.প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর নানাবিধ কারনে কিছুদিন বন্ধ থাকে। অত:পর স্থানীয় এক ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ হোসাইন এ মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ টাকা প্রদান করেন। এ সময় মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী

[৩৫]. অফিস রেকর্ড, জামি‘আ রহমানিয়া ‘আরাবিয়া, সাক্ষাতকার, মোহতামিম অত্র মাদ্রাসা।
[৩৬]. http://jamiamalibag.com/

Dhaka University Institutional Repository

(১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.-১৩৮৮হি./১৯৬৯খ্রি.) তাঁর দুই সতীর্থ মাওলানা আবদুল ওহাব পিরজী হুজুর (১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি.-১৩৯৬হি./১৯৭৬খ্রি.) ও মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর সহযোগিতায় ১৯৩৬ খ্রি.এ মাদ্রাসা পূণ:প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত 'আলিম ও মুহাদ্দিসদের পাঠদানের সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ভর্তি হয়। বিখ্যাত মুফতীদের ফিক্হ তথা মাসলা মাসায়েলা সম্পার্কিত গভীর জ্ঞান আহরণের নিমিত্তে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসত। এ মাদ্রাসায় মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (১৩১০হি./১৮৯২খ্রি.-১৩৯৪হি.১৯৭৪খ্রি.) মাওলানা মুহাম্মাদ তফজ্জল হোসাইন (১৩২৩হি/১৯০৫খ্রি.- ১৪১৬হি.১৯৯৬ খ্রি.) মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ (১৩২৬হি./১৯০৮খ্রি.-১৪১৭হি./১৯৯৬খ্রি.) এবং মাওলানা ওবাইদুল হক এর মত খ্যাতনামা, প্রথিতযশা 'আলিমগণ এ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। যুগে যুগে এ মাদ্রাসা থেকে তৈরী হয়েছে অনেক খ্যাতনামা আলিম, মুফতী এবং মুহাদ্দিস। তাদের মধ্যে মাওলানা আযীযুল হক, (শায়খুল হাদীস) ড. মুহাম্মাদ শহীদুলণ্ঢাহ, মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা আবদুল জব্বার, মাওলানা মমতাজউদ্দীন এর নাম বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য।[৩৭] বর্তমানে এ মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০০০।[৩৮]

৮. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর (স্থাপিত ১৯৮৪ খ্রি.)

আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর মাদ্রাসাটি রাজধানী ঢাকার জিরোপয়েন্ট থেকে সাড়ে এগার কি:মি: দূরুত্বে দক্ষিণ-পূর্ব কোনে ঢাকা- চট্রগ্রাম বিশ্বরোডের উত্তর পাশে অবস্থিত। এটি বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা শায়খ সন্দেপী[৩৯] ৭ শাওয়াল ১৪০৪ হিজরী মোতাবিক ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রধান, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ(ভারত) এর পরামর্শসভার মহামান্য চেয়ারম্যান সাইয়্যেদ আসআদ আল মাদানী (দা.বা.) এ জামিয়ার ভিত্তি প্রস্তর করেন। প্রতিষ্ঠাতা শায়খ সন্দিপী (র.) প্রায় ৩০ বছর নিজ এলাকা সন্দীপে 'ইলমের খেদমত করেন। পরে তিনি ঢাকার কাচপুর ব্রিজের অদূরে 'নিমাইকাশারী' এলাকায় পৌছে সেখানে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটিই মাদানী নগর হিসেবে খ্যাত। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শায়খ সন্দিপী ১৯৯৫ খ্রি. পর্যন্ত এখানে মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চট্রগ্রাম জেলার সন্দিপের হাফিজ মাওলানা

---

৩৭. অফিস রেকর্ড , আল-জামি'আ হোসাইনিয়া আশরাফুল 'উলুম, বড়কাটরা

৩৮. From Wikipedia, the free encyclopedia, Bara Katara Madrasa.

৩৯. মুসলিহে উম্মত, 'আলিমে রব্বানী শায়খ ইদ্রিস সন্দিপী (র.) ছিলেন বাংলাদেশের সে সমস্ত নিবেদিত 'আলিম যাঁরা যৎসামান্য আহার্য ও জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের প্রতি তুষ্ট, আল্লাহ তা'আলার বাণী সুউচ্চ করা এবং রাসুল(সা.) এর সুন্নাতের পূণ্যজীবনের জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াক্ফ করেছিলেন। তিনি ১৯৩১ খ্রি. চট্রগ্রাম জেলার সন্দীপ থানার সন্তোষপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী আবদুল গনী। তিনি নোয়াখালী ইসলামিয়া মাদ্রাসা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জনের পর জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৩৭৫ হি. তিনি সেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি সেখানে শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন।তিনি দেশে ফিরে এসে দাওয়াত, তাবলীগ তথা 'ইলমি ফিকহ (ইসলামী বিধি বিধান) মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ, মাহফিল করতে থাকেন। তিনি মানুষের ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধির জন্য দেশের অধিকাংশ জেলা ও থানায় সফল করেছেন। তিনি তাঁর মুরীদ ও ভক্তবৃন্দের জন্য 'রাহে সালেকীন' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছেন। তিনি দারুল উলুম সন্দিপ মাদ্রাসায় কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। সন্দিপের কাঠগড় এলাকায় অবস্থিত আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবেও বেশ কিছুদিন কাজ করেন। তিনি হোসাইনিয়া কাসেমূল উলুম সন্তোষপুর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাতে শিক্ষকতা করেন। তিনি সন্দিপে ত্রিশ বছর অবস্থান করেন। তাঁর জীবন সায়াহ্নে 'তাহরীকে ইসলাহে উম্মাত' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। [সূত্রঃ **http://darululoommadaninagar.com/]**

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ ফয়জুলণ্টাহ। এ মাদ্রাসায় দারুল ইফতা বা ফতোয়া বিভাগ নামে একটি কার্যালয় রয়েছে। যেখানে নিয়োজিত দক্ষ মুফতীগণ সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করেন। এখানে ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কিত নিত্য নতুন ও সমকালীন বিভিন্ন সমস্য পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মাসলা মাসায়ালে সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। এ মাদ্রাসায় আরবী ব্যাকরণ, বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং কুরআন হাদীস থেকে উৎসারিত ফিক্হ (ইসলামী আইন শাস্ত্র), আকাঈদ শাস্ত্র,(ইসলামী দর্শন শাস্ত্র) ইত্যাদি বিষয়সহ কুরআন হাদীসের গভীরভাবে ও সহজভাবে শিক্ষা দেয়া হয়।

৯. আল জামিয়াতুল আসআদ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।(স্থাপিত ২০০৯ খ্রি.)

জামিয়াতুল আসআদ আল ইসলামিয়া মাদ্রাসাটি রাজধানী ঢাকার পূর্ব রামপুরার জামতলা, ১৩৫/৫/ডি বাসার একটি ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত। এটি অক্টোবর, ২০০৯ খ্রি. মোতাবেকে শাওয়াল,১৪৩০ হিজরীতে বিশিষ্ট ‘আলিমে দ্বীন মুফতী হাফিজুদ্দীন একদল বিশিষ্ট তরুণ ‘আলিমদের নিয়ে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী[৪০] (র.) এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এটি আকাবির ও আসলাফের চিন্তার আলোকে নতুন ধারার একটি উচ্চতর ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে দুই-তিন মাস পরপর ফিক্হী সেমিনার আয়োজন করে ছাত্র ও সাধারণ জনগণের সামনে প্রয়োজনীয় মাসায়েল উপস্থাপন করা হয়। গবেষণাধর্মী বিষয়াবলীর উপরে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে ছাত্রদেরকে গবেষণার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। এ মাদ্রাসায় মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা মুফতী হাফিজউদ্দীন এবং ইফতা বিভাগে কর্মরত আছেন মাওলানা মুফতী আবদুল হাসীব, মাওলানা মুফতী ইউসুফ সুলতান এবং মাওলানা মুফতী লুৎফুর রহমান ফরায়েজী।

১০. দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসা (স্থাপিত ২০০১ খ্রি.)

দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসাটি ঢাকার নিউমার্কেট এলাকার ৮,এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত।এটি ১৫ যিলহজ্জ ১৪২১হিজ. মোতাবেক ১৮ মার্চ ২০০১ খ্রি. সত্য প্রকাশের অকুতোভয় সৈনিক, বিদগ্ধ ‘আলিমে দ্বীন মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ নেয়ামতুল্লাহ (প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক মোহতামিম , জামিয়া আশরাফুল উলুম করাচী, পাকিস্তান) নিজ বাসভবনে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি তাঁর উস্তাদ উপমহাদেরে স্বনামধন্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠান দার—ল উলুম করাচী, পাকিস্তান এর সদরুল মুদাররিসীন শায়খুল হাদীস আল্লামা সাহবান মাহমুদ(র.) এর নামানুসারে নামকরণ করেন। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গঠণের জন্য মুসলিম সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে কুরআন ও হাদীসের পয়গাম এবং ‘ইলমে দ্বীনের সঠিক আদর্শ পৌছে দেয়া। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫০ জন। [৪১]

১১. আল জামি‘য়া আল ইসলামিয়া দারুল ‘উলুম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা(স্থাপিত ১৯৩৭ খ্রি.)

---

৪০. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী (র.)৬ যিলক্বদ,১৩৪৬ হি. মোতাবিক ২৭ এপ্রিল, ১৯২৮ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন।তিনি ঐতিহ্যবাহী সায়্যিদ খান্দানের এক সুফী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতের মুরাদাবাদ জেলার বিসরাও নামক স্থানে নিজ মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (র.)। তিনি ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[সূত্র: http://jamiatulasad.com/]

৪১. অফিস রেকর্ড , দারুল উলুম সাহবানিয়া মাদ্রাসা, www.sahbania.org

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি গোপালগঞ্জের গরহর ডাঙ্গায় অবস্থিত। বিখ্যাত 'আলিম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)(জ.১৩১৩হি./১৮৯৮খ্রি.-মৃ.১৩৮৮হি./১৯৬৯খ্রি.) ১৯৩৭ খ্রি. 'ইলমি ফিক্হ চর্চার জন্য এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালীন অত্র এলাকায় ইসলামী জ্ঞান আহরণের তেমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই ইসলামী 'আইন-কানুন, কুরআন-হাদীছ ও ফিক্হা চর্চার জন্য স্থানীয় লোকদের সহায়তায় তিনি এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮খ্রি. কার্তিক মাসের এক শুক্রবার ঐ এলাকার নিবাসী মো: রঈছউদ্দীন মিয়া মাদ্রাসার জন্য পাঁচকাঠা জমি দান করেন।[৪২] এক বছরের মধ্যে এ খানে 'নাহুমীর' ও 'হিদায়াতুন্নাহু' পর্যন্ত পাঠ দান শুরু করা হয়। ১৯৪৪ খ্রি. মেশকাত শরীফ জামাত এবং ১৯৪৫ খ্রি. দাওরায় হাদীস (কামিল) জামাত পর্যন্ত চালু হয়।[৪৩] এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি ঢাকায় অবস্থান করলেও তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হয়। তাঁর একান্ত অনুজ ও ভক্ত প্রখ্যাত আলিম মাওলানা আবদুল আযীয (১৯০৫-১৯৯৪)(র.) কে মুহতামিম হিসেবে নিয়োগ দান করেন।তিনি (মুহতামিম) তাঁর নির্দেশমত মাদ্রাসাকে পরিচালনা করে উচ্চমান সম্পন্ন মাদ্রাসায় পরিণত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় রয়েছে মক্তব বিভাগ, হিফজুল কুরআন বিভাগ,'ইলমি ক্বিরাত বিভাগ, বাংলা মক্তব বিভাগ, কিতাব বিভাগ এবং এখানে রয়েছে বিশেষভাবে একটি ফতোয়া বিভাগ-যেটা কুরআন হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মাসআলার সমস্যা সমাধানের জন্য খোলা হয়েছে।[৪৪] বর্তমানে এ মাদ্রাসা বাংলাদেশের অন্যতম কওমী মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচিত হয়ে চলছে।[৪৫]

১২. আল-জামি'আ এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৪৫ খ্রি.)

ঐতিহ্য**বাহী** এ মাদ্রাসাটি কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। বিখ্যাত 'আলিম, মাওলানা আতাহার আলী (র.)(১৩০৯হি./১৮৯১খ্রি.-১৩৯৬হি.১৯৭৬ খ্রি.) ইসলামী ফিক্হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১৯৪৫ খ্রি,ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের সন্নিকটে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দাদা পীর শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (র.) এর নামে এর নামকরণ করেন 'এমদাদুল 'উলুম' মাদ্রাসা। তাঁর প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যে এটি প্রভূত উন্নতি লাভ করে। ফলে পরবর্তীতে একে জামি'আ এমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ হিসেবে নাম করণ করা হয়। এ ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে[৪৬] সামনে রেখে শিক্ষা কার্যক্রম, দাওয়াত, তাবলীগ চালিয়ে যাচ্ছে। এ মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উল্লেযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন-

---

৪২. আব্দুর রাজ্জাক, ফরিদপুর, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেবের জীবনী, গোপালগঞ্জ: আল্লামা শামসুল হক একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ২৬

৪৩. আব্দুর রাজ্জাক, ফরিদপুর, গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেবের জীবনী, গোপালগঞ্জ:আল্লামা শামসুল হক একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ.৩৯-৪০

৪৪. গরহরডাঙ্গা মাদ্রাসার ৬৫তম বার্ষিক অডিট রিপোর্ট (১৯৯৯-২০০০ইং)

৪৫. অফিস রেকড: আল জামি'য়া আল ইসলামিয়া দারুল 'উলুম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা।

৪৬. এ মাদ্রাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্যতমগুলো হল: ১। ইসলামী তথা আরবী শিক্ষার পরিপূর্ণ কুরআন শিক্ষা তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আকাইদ,'উলুমূল কুরআন, উসুলে হাদীস, উসুলে ফিক্হ,, বালাগাত, ছরফ, নাহু , মানতিক ও ফালাসাফা ইত্যাদি বিষয়ের পাঠদান। ২। উচ্চ স্তরে পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ বিস্তারিত কিতাবাদীর পাঠদান করে ব্যুৎপত্তি অর্জনের ব্যবস্থা করণ। ৩। এছাড়া পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক স্তরে অংক , ইতিহাস ইউনানী শাস্ত্র, বিজ্ঞান,ফারসী, বাংলা ইংরেজিসহ অন্যান্য সাধারণ বিষয়সমূহের পাঠদান। ৪। ইসলামী শিক্ষার প্রচারও প্রসারে ওয়াজ, আলোচনা সভা, সেমিনার এবং লেখালেখির মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা, যাতে 'সালফিল সালেহীন' তথা খাইরুল কুরুনের নমুনায় একদল যোগ্য নবীর উত্তরসরী তৈরী হয়। ৫। বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা তথা এ ধরণের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করা এবং জামি'আ দ্বারা পরিচালনা করা। ৬। উচ্চতর গবেষণা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা। (*বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম সমাজের ভূমিকা*, মোহাম্মদ কামরুল আহসান, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ পৃ.১৯২)

Dhaka University Institutional Repository

১। মাওলানা হাফেজ আনোয়ার শাহ(নায়েবে মুহতামিম), ২। মাওলানা আতাউর রহমান খান ৩। মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ (পরবর্তীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন) প্রমুখ বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবদ। ১৯৫৫ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ১৯৮২ খ্রি. পর্যন্ত এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা আহমদ আলী খান (১৩২২হি.১৯০৪খ্রি.-১৪০৩হি./১৯৮২ খ্রি.)। ১৯৮২ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন কিশোরগঞ্জ জেলার মাওলানা আনোয়ার শাহ (জ.১৯৪৭খ্রি.)।[৪৭] এটি কিশোরগঞ্জে বর্তমানে ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

১৩. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া মাখযান আল-‘উলুম, ময়মনসিংহ (স্থাপিত ১৯৭৯ খ্রি.)

আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া মাখযান আল-‘উলুম মাদ্রাসাটি ময়মনসিংহ জেলার গলগোন্ডা নিবাসী মাওলানা মনজুরুল হক ১৯৭৯ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ময়মনসিংহ শহরের ঢোলদিয়ায় অবস্থিত। এখানে ১৯৮৯ খ্রি. দাওরায় হাদীছ চালু করা হয় নেত্রকোনা জেলার জারিয়া নিবাসী মাওলানা আবদুর রহমান (জ.১৯৩৩ খ্রি.) ১৯৯১ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন।

১৪. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া, ময়মনসিংহ (স্থাপিত ১৯৭৬ খ্রি.)

ময়মনসিংহ জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। মাওলানা মঞ্জুরুল হক , ডা. নেওয়াজ আলী ও মাওলানা আশরাফ আলী প্রমুখদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৪২ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৬ খ্রি. মাওলানা আতাহার আলী(১৩০৯হি./১৮৯১খ্রি.-১৩৯৬হি./১৯৭৬খ্রি.) এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর মাদ্রাসাটি নতুন উদ্যোমে চালু হয়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ভর্তি হয়। ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল গণি(জ.১৯৪৪ খ্রি.) ১৯৯৫ খ্রি. তারিখ থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। [৪৮]

১৫. জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসা, ময়মনসিংহ (স্থাপিত ১৯৩৫ খ্রি.)

এতিহ্যবাহী জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসাটি ময়মনসিং জিলার ফুলপুর থানাধীন তারাকান্দা শাকুয়াই রোডের সংলগ্ন অবস্থিত। ১৯৩৫ খ্রি. বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা ফয়জুর রহমান(র.) (১৩১৬হি./১৮৯৮খ্রি.-১৪১৮হি./১৯৯৭খ্রি.) স্থানীয় লোকজনদের সহায়তায় ৭ একর জমির উপর এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।উপমহাদেশের অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী আউলিয়াকুল শিরোমনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী এর নামের সাথে সঙ্গতি রেখেই এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয়।[৪৯] মাওলানা ফয়জুর রহমান ১৯৩৫ খ্রি. থেকে ১৯৪১ খ্রি. পর্যন্ত এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানাধীন চাউলাইদ নিবাসী মাওলানা দৌলত আলী (১৩২২ হি./১৯০৪ খ্রি.-১৪০৯ হি.-১৯৮৮খ্রি.) এ মাদ্রাসার মোহতামিম নিযুক্ত হন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৫০ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস চালু করা হয়। ১৯৮০ খ্রি. তিনি বাধ্যক্য জনিত কারনে এ মাদ্রাসা থেকে অব্যহতি নেন। ১৯৮০ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি বালিয়া নিবাসী মাওলানা গিয়াস উদ্দীন অত্র মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫০]

---

[৪৭]. অফিস রেকর্ড, আল-জামি‘আ আল-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ।

[৪৮]. আমীর ইবনে আহমদ, জামিয়া পরিচিতি, আল-আতহার, আল-জামি‘আ বার্ষিকী, ১৯৯৭ পৃ.৬৫-৬৬

[৪৯]. ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম, পৃ.১৮১

[৫০]. অফিস রেকর্ড, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফুল উলুম বালিয়া মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. রাজশাহী দারুস্‌সালাম কামিল মাদ্রাসা, বোয়ালিয়া (স্থাপিত ১৯৫৭ খ্রি.)

রাজশাহী জেলার রাজপাড়া থানায় ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১, ১৯৬৪, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে এ মাদ্রাসাা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৯৭ সালে এ মাদ্রাসা রাজশাহী জিলার 'শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা' পুরস্কার লাভ করে। এখানে কামিল শ্রেণীতে হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ এ তিনটি বিভাগ রয়েছে । বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৬০০ জন, কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৪৬ জন এবং কামিল ফিক্‌হ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪০ জন। এখানে ২০০৩ সাল থেকে ফিক্‌হ বিভাগ চালু হয়। এ বিভাগ চালু থেকেই বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বগুরা জেলার মাওলানা মুফতী আবদুল হালিম (জ.১৯৭৪ খ্রি.)। মাওলানা মিয়া মোহাম্মাদ কাসেমী ১৯৬৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর পরে মাওলানা মো: শহীদুল ইসলাম, মাওলানা মো: আবদুল মান্নান প্রমুখ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে ১৪/০১/২০১১ তারিখ হতে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.)এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন রাজশাহী জেলার মাওলানা মো: লিয়াকত আলী (জ.১৯৫৭)।[১]

২. শংকরবাটী হেফজুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৩৮ খ্রি.)

নবাবগঞ্জ জেলার চাপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা সদরে এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। এটি রাজশাহী বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা। নবাবগঞ্জের টিকরামপুর নিবাসী বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী মাওলানা আনিসুর রহমান দেওবন্দী ১৯৩৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০, ১৯৫৭, ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালে এ মাদ্রাসা যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৮৯১। ১৯৯৭ সালে এ মাদ্রাসা রাজশাহী বিভাগের 'শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা) হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। এটি রাজশাহী বিভাগের মধ্যে একটি অন্যতম মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত। এ মাদ্রাসায় বিখ্যাত আলিমগণ অধ্যাপনায় নিযুক্ত থেকে 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মাওলানা মুহাম্মাদ মুজিবুর রহমান (১৩৫৭ হি./১৯৩৮ খ্রি.-- হ.১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.) মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ হোসাইন (১৩৪৯হি./১৯৩০খ্রি.-- ১৪১৭হি./১৯৮৯খ্রি.), মাওলানা গিয়াস উদ্দীন (জ.১৩৫৩হি./১৯৩৪খ্রি.) ও মাওলানা মুহাম্মাদ বাহারুদ্দীন (জ.১৩৫৬হি./১৯৩৭ খ্রি.)। এছাড়াও আরও অনেক প্রতিভাবন মুহাদ্দিস, মুফতী এ মাদ্রাসায় ফিকহ্ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখছেন। শংকরবাটি নিবাসী বিজ্ঞ আলিম মুহাম্মদ আবদুর গণী (জ.১৯৪১ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এ মাদ্রাসার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। তিনি একাডেমিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

---

[১]. অফিস রেকর্ড, রাজশাহী দারুস্‌সালাম কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অধ্যক্ষ ও মুফতী অত্র মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কড়ই নুরুল হুদা আলিয়া মাদ্রাসা, জয়পুরহাট, বগুড়া (স্থাপিত ১৯২৬ খ্রি.)

জয়পুর হাট জেলা সদরে অবস্থিত কড়ই এলাকায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। নোয়াখালী জেলার বিশিষ্ট 'আলিম মাওলানা আবদুর রহমান ১৯২৬ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি ১৯৩৮, ১৯৪০ ও ১৯৭৮ সালে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল(হাদীছ) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এখানে কামিল হাদীস ও তাফসীর বিভাগ রয়েছে। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ জন। এ মাদ্রাসায় ০১-০৯-২০০২ সাল থেকে ফিক্হ বিষয়ে পাঠ দান করে আসছেন জয়পুর হাট জেলার মাওলানা মো: রেদওয়ানুল হক। ১৯৮৩ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.) অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন জামালপুর নিবাসী মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মাদ হাশমত উলণ্ডাহ(জ.১৯৫৩ খ্রি.)। ইতোপূর্বে এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন জয়পুরহাট নিবাসী বিশিষ্ট আলিম মাওলানা জসীম উদ্দীন আহমদ।[২]

৪. হানাইল নোমানিয়া কামিল মাদ্রাসা, জয়পুরহাট (স্থাপিত ১৯১৮ খ্রি.)

জয়পুর হাট জেলা সদরের হানাইল এলাকায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। হানাইল নিবাসী বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী এনায়েত উল্লাহ মন্ডল ১৯১৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি ১৯৫২, ১৯৫৫ ও ১৯৫৯ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল শ্রেণীর সরকারী অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭৯ সালে হাদীস এবং ২০০৯ সালে ফিক্হ বিভাগখোলা হয়। বর্তমানে এখানে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৬০০ এবং কামিল হাদীস ও তাফসীর, আদব ও ফিক্হ বিভাগ মিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৯৩ জন। শুধু ফিক্হ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৫ জন।[৩] এ মাদ্রাসায় ফিক্হ বিভাগের মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন জয়পুর হাট জেলার মাওলানা মুফতী মো: সাইদুর রহমান এবং মাওলানা মো: রুহুল আমিন (জ.১৯৮১ খ্রি.) । বর্তমানে ৩১-০৭-২০০৪ সাল থেকে এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন জয়পুর হাট নিবাসী মাওলানা মো: আবদুল্লাহ (জ.১৯৬৬ খ্রি.)। ইতোপূর্বে ১৯৮০ সাল থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বিখ্যাত আলিম নওগাঁ জিলাই দামুইর হাট নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম মন্ডল(জ.১৯৪৩ খ্রি.)।

৫. শেরপুর শাহেদিয়া কামিল মাদ্রাসা, শেরপুর, বগুড়া (স্থাপিত ১৯৩৭ খ্রি.)

বগুরা জেলার শেরপুর উপজেলা সদরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মো: আহমাদুল্লাহ ১৯৩৭ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় আলেম ওলামা, সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগীরা এ মাদ্রাসার উন্নতির ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ জন। এখানে কামিলে দুটো বিভাগ রয়েছে হাদীস ও ফিক্হ। কামিল খোলার ব্যাপারে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন আলহাজ্জ সিরাজুদ্দীন প্রমাণিক। তিনি কামিলের অনেক কিতাব সংগ্রহ করে এ মাদ্রাসায় দান করেন। তার নামে এ মাদ্রাসায় একটি সিরাজুদ্দীন কুতুবখানা রয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় ০৪-১০-২০০৬ ইং তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বগুরা জেলার মাওলানা মো: খলিলুর রহমান (জ.১৯৫৭খ্রি.)।[৪]

---

[২]. অফিস রেকর্ড, কড়ই নুরুল হুদা আলিয়া মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

[৩]. অফিস রেকর্ড, হানাইল নোমানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

[৪]. অফিস রেকর্ড,শেরপুর শাহেদিয়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মোস্তফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া (স্থাপিত ১৯২৫ খ্রি.)

সাতানীবাড়ী জমিদার খান বাহদুর হাফিজুর রহমান ১৯২৫ সালে সুত্রাপুর মহল্লার সাতানী মসজিদে প্রথম এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মসজিদের দক্ষিণপাশে মাদ্রাসার ভবন নির্মিত হয়। পরে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সম্প্রসারণ অতীব জরুরী হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪১ সালে বগুড়া শহরের নামাজগড়স্থ নিশিন্দারায় মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে এ মাদ্রাসায় আলিম ও ফাজিল খোলা হয়। ১৯৩৯ সালে কামিল হাদীছ এবং ১৯৬৫ সালে কামিল তাফসীর এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৮৬ সালে এ মাদ্রাসাটি পূর্ণ সরকারি হয়। এ মাদ্রাসায় বহু খ্যাতিমান উস্তাদ ইলমে ফিক্‌হ চর্চায় রত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা শফীকুল্লাহ, মাওলানা ইমামুদ্দীন (১৩৩২ হি./১৯১৩ খ্রি.- ১৩৮৭হি./১৯৬৭খ্রি.), মাওলানা আবু নছর মুহাম্মাদ নজীবুল্লাহ (১৩৩৫হি./১৯১৬ খ্রি.- ১৪১৭হি.১৯৯৬খ্রি.ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৭৩০ জন।

৭. হাজী আহম্মাদ আলী কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ (স্থাপিত ১৮৮৭ খ্রি.)

সিরাজগঞ্জ জেলা সদবে অবস্থিত এ মাদ্রাসাটি ১৮৮৭ সালে বিশিষ্ট আলিম মাওলানা কোরবান আলী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এ মাদ্রাসাটিকে স্থানীয় শিক্ষাবিদ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ১৯১৭ সালে পূর্ণাংঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫১ সালে হাজী আহমাদ আলী প্রচুর অর্থ দান করে এ মাদ্রাসার গতি সঞ্চারে প্রভূত অবদান রাখেন। দেশ বিভাগের (১৯৪৭ খ্রি.) পূর্বে এ মাদ্রাসায় আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের অসংখ্য ছাত্র পড়াশুনা করত। তৎকালে এ মাদ্রাসাটি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি একটি উচ্চমান সম্পন্ন মাদ্রাসা হিসেবে বিবেচিত ছিল। এখানে কামিলে হাদীছ ও ফিক্‌হ্ এ দুটো বিভাগ রয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে এখানে ফিক্‌হ বিভাগ চালু হয়। এমাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৯৭৬ জন। কামিলে হাদীসে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৯১ জন এবং কামিল ফিকহ বিভাগে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৮ জন। এখানে ০৩-১২-২০০৩ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সিরাজগঞ্জ জেলার মাওলানা মো: ওবায়দুল্লাহ (জ.১৯৭৬ খ্রি.)। প্রাচীন মাদ্রাসাটিতে বর্তমানে ০১-১২-২০০১ তারিখ হতে দায়িত্ব পালন করছেন সিরাজগঞ্জ জেলার মাওলানা শামসুল আলম আরেফিন (জ.১৯৬২ খ্রি.)। তিনি এর আগে ১৯৯৭ সাল থেকে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫]

৮. চাপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৬৪ খ্রি.)

নবাবগঞ্জ জেলার চাপাইনবাবগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত এ মাদ্রাসা। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ আবদুল লতীফ ১৯৬৪ খ্রি. তারিখে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাটি ১৯৬৫, ১৯৬৭, ১৯৭০ এবং ১৯৮৫ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদীস) শ্রেণীর খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। কামিল তাফসীর ১৯90 সালে খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৮০০ জন। এ মাদ্রাসায় ০৪-০৭-১993 খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখছেন চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাওলানা মো: আবদুল হাই সিদ্দিকী (জ.১৯৬৯ খ্রি.) এবং মুফতী মাওলানা ফজলুর রহমান। বর্তমানে এখানে ২৮-০৩-১৯৮৯ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন কুড়িগ্রাম জেলার মাওলানা এ.কে.এম.মুস্তাফিজুর রহমান (জ.১৯৫৯ খ্রি.)।[৬]

---

[৫]. অফিস রেকড হাজী আহম্মাদ আলী কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

[৬]. অফিস রেকর্ড:চাপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, নবাবগঞ্জ; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

Dhaka University Institutional Repository

৯. উল্লাপাড়া কামিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ (স্থাপিত ১৯২৪ খ্রি.)

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ায় উপজেলায় এ মাদ্রাসা অবস্থিত। জমিদার মো: হারুন অর রশীদ তালুকদার গং ১৯২৪ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্থানীয় সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী, মো: হাফিজুর রহমান এ মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। এ জন্য তাকেও পরবর্তী প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ জন। বর্তমানে ২০-০১-১৯৭৫ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলার মাওলানা মো: আবু তাহের (জ.১৯৫৩ খ্রি.)।

১০. পুস্পপাড়া কামিল মাদ্রাসা, পাবনা (স্থাপিত ১৯২৭ খ্রি.)

পাবনা জেলা সদরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। এটি পাবনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা। স্থানীয় সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন ১৯২৭ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসা ১৯৪২, ১৯৫০, ১৯৬২ এবং ১৯৭১ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীস) এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ জন। কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২০৪র জন। এখানে ২৯-০৬-১৯৯৪ খ্রি. তারিখ হতে ফিক্‌হ বিষয়ের উপর পাঠ দান করে আসছেন পাবনা জেলার মাওলানা মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান (জ.১৯৭২ খ্রি.)। বর্তমানে ১২-১১-২০০৪ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন পাবনা জেলার মাওলানা মো: আশরাফ আলী শেখ(জ.১৯৬০খ্রি.)।[৭]

১১. পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা (স্থাপিত ১৯৯১ খ্রি.)

পাবনা জেলা শহরের রাধানগরে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। পাবনা জেলার শালগাড়িয়া নিবাসী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক খন্দকার আবদুল লতীফ ১৯৯১ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি প্রথমে স্থাপিত হয় শালগাড়িয়ার ইছামতি নদীর পূর্বপাড়ে। পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালে এটি রাধানগরে স্থানান্তির করা হয়। এ মাদ্রাসা ১৯৫১,১৯৬১,১৯৬৩ এবং ১৯৬৩ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৫৩ খ্রি. এ মাদ্রাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়।[৮] পাবনা জেলায় সর্বমোট ৩ টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে । এর মধ্যে এ মাদ্রাসাটি সার্বিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। তুলনামূলকভাবে এখানে ছাত্র সংখ্যা অন্যান্য মাদ্রাসার চেয়ে বেশি। এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা এখানে এসে ‘ইলমি দীন শিক্ষা করার পাশাপাশি ‘ইলমি ফিক্‌হ এর উপর জ্ঞান লাভ করে। এখানে লোকজন বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান এখান থেকে গ্রহণ করে।

রাজশাহী বিভাগের জেলা ভিত্তিক মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

---

৭. অফিস রেকর্ড:পুস্পপাড়া কামিল মাদ্রাসা, পাবনা ; সাক্ষাতকার: অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

৪. অফিস রেকর্ড, পাবনা আলিয়া মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

Table : **District wise number of Madrasah, Teachers and Enrolment by Sex, 2008-**[9]

Division	Slno	District	Inst. Total	Girls _Inst	Tot Teacher	Fem. Teacher	Tot. Stu.	Girls
RAJSHAHI	1.	BOGRA	314	35	3633	485	55542	26010
	2.	DINAJPUR	325	27	3891	465	51862	25872
	3.	GAIBANDHA	228	28	2737	226	35094	15186
	4.	JOYPURHAT	116	10	1563	150	22893	10270
	5.	KURIGRAM	224	34	2647	175	40630	20079
	6.	LALMONIRHAT	84	7	945	66	15829	7741
	7.	NAOGAON	280	17	3333	292	48402	24391
	8.	NATORE	121	9	1412	195	21158	10537
	9.	NAWABGANJ	135	11	1731	198	26519	15011
	10.	NILPHAMARI	150	19	1827	127	25328	13224
	11.	PABNA	189	18	2136	263	35625	18975
	12.	PANCHAGARH	82	7	864	91	12846	6194
	13.	RAJSHAHI	213	17	2674	367	39128	17918
	14.	RANGPUR	258	34	3221	265	44210	19564
	15.	SIRAJGANJ	212	22	2472	198	38927	18777
	16.	THAKURGAON	156	10	1710	184	21361	9346
	Total:		**3087**	**305**	**36796**	**3747**	**535354**	**259095**

উপরের সারণীতে রাজশাহী বিভাগের ১৬ টি জেলার সাধারণ মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এ তালিকায় দেখা যায় যে, রাজশাহী বিভাগে সাধারণ মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০৮৭ টি, মহিলা মাদ্রাসা ৩০৫ টি, সাধারণ মাদ্রাসায় শিক্ষকদের সংখ্যা ৩৬৭৯৬ জন, মহিলা মাদ্রাসায় ৩৭৪৭ শিক্ষক, সাধারণ মাদ্রাসাসা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৫৩৫৪ জন এবং মহিলা মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থী ২৫৯০৯৫ জন। এ মাদ্রাসার প্রতি শ্রেণীতেই ফিক্হী বিষয়কে সিলেবাসভূক্ত করার ফলে এ মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট সকলেই কোন কোনা ভাবে ফিক্হ চর্চা এবং অনুশীলন করে যাচেছ।

কওমী মাদ্রাসা

১২. আল-জামি‘আ আল-‘আরাবিয়া দারুল হেদায়া, পোরশা (স্থাপিত ১৯৪৬ খ্রি.)

নওগার মোঃ কাসেম ছিলেন একজন জমিদার এবং ধর্মানুরাগী। তিনি পরকালীন সফলতার চিন্তা করে এবং ইসলামী ফিক্হ বিস্তার ও বিকাশের লক্ষ্যে এয়ার মোহাম্মাদ শাহকে নিয়ে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। তাই তাঁরা ১৯৪৬ খ্রি. নওগাঁ জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পোরশা থানায় এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬০ খ্রি. এ মাদ্রাসায় দাওরায় হাদীস চালু হয়। এটি হাটহাজারী মাদ্রাসার অনুসরণে পরিচালিত হচ্ছে। পোরশা তথা রাজশাহী ও নওগাঁ জেলার মধ্যে এটি একটি বড় কওমী মাদ্রাসা। পোরশা নিবাসী মাওলানা শরীফ উদ্দীন (জ.১৯৪৪ খ্রি.) এখানকার প্রথম শায়খুল হাদীস নিযুক্ত

9 . http://www.banbeis.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository

হন। বর্তমানে হাটহাজারী নিবাসী মাওলানা আবদুল হক(জ.১৯২৮ খ্রি.) এখানকার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[১০]

১৩. আল-জামি‘আ আল-আশরাফিয়া, পাবনা (স্থাপিত ১৯৬৮ খ্রি.)

আল-জামি‘আ আল-আশরাফিয়া মাদ্রাসাটি পাবনা শহরের লশকরপুরে অবস্থিত। মানিকগঞ্জের বিখ্যাত ‘আলিম মাওলানা আহমদ হোসাইন কাসেমী (জ.১৯৩৩ খ্রি.)১৯৬৮ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পীর মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর বিশিষ্ট খলীফা। ‘ইলমি ফিক্‌হকে তথা ইসলামী আইনকে সুবিস্তৃত করার লক্ষ্যে পীর সাহেব তাঁর খলীফা মাওলানা আহমদ হোসাইন কাসেমীকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে বললে তিনি এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১১] স্থানীয় সমাজপতি, ‘আলিম- ওলামাদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠানকালীন পর থেকেই অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী এ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ‘ইলমি দীন শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এখানে দাওরায় হাদীস খোলা হয়। এ মাদ্রাসায় ১৯৭০ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি(২০১৩ খ্রি.) মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন ঢাকার মানিকগঞ্জের মাওলানা মুহাম্মাদ নে‘মাতুল্লাহ (জ.১৯৪৬ খ্রি.)

১৪. আল-জামি‘আ আল-ইসলামিয়া কাসেমূল ‘উলুম,বগুড়া (স্থাপিত ১৯৬০ খ্রি.)

বগুড়া শহরের একমাত্র দাওরায় হাদীস মাদ্রাসা আল-জামি‘আ আল -ইসলামিয়া কাসেমুল ‘উলুম বগুড়া মাদ্রাসা। বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ধার্মিক, পরহেজগার মাওলানা সোহাইল উদ্দীন ১৯৬০ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বগুড়া শহরের চক ফরিদস্থ লতীফুর কলোনী এলাকায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় স্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতায় অনেক শিক্ষার্থী ‘ইলমি দ্বীন শিক্ষার জন্য ভর্তি হয়। ১৯৬৭ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীছ খোলা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাকালীন যুদ্ধের সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮১ খ্রি. তা আবার পুনরায় চালু করা হয়। চট্রগ্রাম জেলার মীরসরাই নিবাসী মাওলানা ইউছুফ নিজামী (জ.১৯৪৮ খ্রি. ১৯৭৯ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি মুহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব, মাওলানা হাবীবুর রহমান, মাওলানা হামযা প্রমুখ বিখ্যাত ‘আলিমগণ এখানে ‘ইলমি ফিক্‌হ তথা ‘ইলমি দ্বীন চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখছেন।

১৫. জামি‘আ ইসলামিয়া, নবাবগঞ্জ (স্থাপিত ১৯৬৭ খ্রি.)

জামি‘আ ইসলামিয়া মাদ্রাসাটি নবাবগঞ্জ জিলা সদরে অবস্থিত। ১৯৬৭ খ্রি. স্থানীয় বিদ্যাৎসাহী আলহাজ্জ হোসাইন মিয়া ও মমতাজ উদ্দীন মিয়ার যৌথ উদ্যেগে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাধীন বাসুদেবপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল হান্নান (জ.১৯২৪ খ্রি.) বর্তমানে এ মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[১২]

---

১০. অফিস রেকর্ড,আল জামি‘আ আল-আরাবিয়া দারুল হেদায়া, পোরশা।
১১. অফিস রেকর্ড, আল-জামি‘আ আল-আশরাফিয়া।
১২. অফিস রেকর্ড, জামি‘আ ইসলামিয়া, নবাবগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. গাছবাড়ী জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, কানাইঘাট (স্থাপিত ১৯০১ খ্রি.)

সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার গাছবাড়িয়া ইউনিয়নে এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষানুরাগী মাওলানা কামিল আহমদ ১৯০১ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ৭৫০ জন এবং কামিলে মোট ছাত্র সংখ্যা ৬০ জন। এখানে কামিলে শুধু হাদীছ বিভাগ রয়েছে। এ মাদ্রাসায় ০১/০১/১৯৯২ - ২৯/০৩/২০১১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সিলেট জেলার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মো: আবদুর রহীম (১৯৫৬ খ্রি.)। বর্তমানে এখানে ০১-০২-২০১২ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সিলেট জেলার মাওলানা মো: তাহির উদ্দীন (জ.১৯৬৭ খ্রি.)। তিনি ১৯৮৬ ইং সাল থেকে এ মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় রত আছেন।

২. সতপুর আলিয়া মাদ্রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট (স্থাপিত ১৯৪৮ খ্রি.)

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার সতপুরে এ মাদ্রাসাটি অবস্থিত। বিখ্যাত আলিম, শিক্ষানুরাগী, সমাজ সেবক মাওলানা গোলাম হোসেন ১৯৪৮ সালে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহ্যবাহী এ মাদ্রাসাটি ১৯৫৬, ১৯৬১, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণী খোলা হয়। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১২০০ জন। এ মাদ্রাসায় ০১-০১-১৯৯৮ খ্রি. থেকে ফিক্‌হ বিষয়ে পাঠ দান করেন সিলেটের মাওলানা মোঃ মনীর উদ্দীন (জ.১৯৭৪ খ্রি.)। ১৯৮২খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সিলেট জেলার মাওলানা শফিকুর রহমান (জ.১৯৮২ খ্রি.)।[১]

৩. সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট (স্থাপিত ১৯১৩ খ্রি.)

বাংলাদেশের তিনটি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে হযরত শাহজালাল, হযরত শাহপরানের পূণ্যভূমি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা অন্যতম। এটি প্রথম অবস্থায় ছোট একটি বেসরকারি মাদ্রাসা ছিল। পরবর্তীতে ১৯১৩ খ্রি. সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌহাট্টায় মাদ্রাসাটি সরকারি করা হয়। ১৯১৯ খ্রি. এটি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অনুকরণে এটি উচ্চ মাধ্যমিক খোলা হয়। এ মাদ্রাসার ১ম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মাওলানা আবু সাঈদ আবদুল্লাহ । ১৯৩৫ খ্রি. কামিল হাদীছ খোলার অনুমতি লাভ করলে শিক্ষক না থাকায় তা খোলা যায় নি। পরে ১৯৩৭ খ্রি. বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ ছহুল উসমানীকে (১২৯৩ হি./১৮৭৬ খ্রি.-১৩৬৮হি./১৯৪৮ খ্রি.)এ মাদ্রাসায় নিয়োগ দেয়া হয়। তখন থেকেই এখানে হাদীস বিভাগ খোলা হয়।[২] এ মাদ্রাসায় দক্ষ এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, মুফতীগণ শিক্ষকতা করেছেন। মাওলানা আবদুল্লাহ নদবী (১৩১৮হি.-১৯০০খ্রি.-১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.) এবং

---

১. অফিস রেকর্ড, সতপুর আলিয়া মাদ্রাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট; সাক্ষাতকার, অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও মুফতী।

২. অফিস রেকর্ড, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা সিলেট।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আহমদ হোসাইন চৌধুরী (১৩৩৬হি./১৯১৭খ্রি.--১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.) বিখ্যাত 'আলিমগণ এ মাদ্রাসায় 'ইলমি দীন বিকাশে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ মাদ্রাসা থেকে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী বের হয়েছে যারা পরবর্তীতে সমাজে প্রথিতযশা 'আলিম হিসেবে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন।[৩] এখানে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন (১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি.-১৩৯২হি./১৯৭২খ্রি.) ১৯৪৪-১৯৫৪ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পর পর্যায়ক্রমে মাওলানা এ.কে.এম আইউব আলী (১৩৩৮হি./১৯১৯খ্রি.-১৪১৬হি./১৯৯৫খ্রি.) ১৯৭০ খ্রি. থেকে ১৯৭৩ খ্রি. পর্যন্ত এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব শরীফ ১৯৭৯ খ্রি. থেকে ১৯৮৩ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৪. হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুনাত ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৮৩ খ্রি.)

হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাত ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসাটি সিলেট জেলার সদর থানায় অবস্থিত। ইসলামী আহকাম সম্প্রসারণ ও মুসলিম সমাজে ফিক্হ চর্চা ব্যাপকভাবে বিস্তারের জন্য সুফী সাধক বিখ্যাত 'আলিম ও ফুলতলীর হক্কানী পীর মাওলানা আবদুল লতিফ ১৯৮৩ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর সুনাম সুখ্যাতি বিস্তৃতি হয়ে পড়লে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে 'ইলমি দ্বীন শিক্ষা করেন। এ মাদ্রাসাটি ১৯৮৫, ১৯৯২, ১৯৯৮ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল শ্রেণী খোলার সরকারি অনুমতি লাভ করে। এ মাদ্রাসায় ফিক্হ ও হাদীস বিভাগ চালু রয়েছে। এখানে৫/১১/২০০৩ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি ফিকহ বিভাগের প্রধান মুফতী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অত্র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মৌলভী বাজার নিবাসী মাওলানা মুফতী মো: কুতুবুল আলম (জ.১৯৮২ খ্রি.) । এছাড়াও এ বিভাগে ফকীহ হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন হবিগঞ্জ জেলার মাওলানা মুফতী মোঃ মারজানুর রহমান। তিনি অত্র মাদ্রাসায় ০১/০৬/২০১০ খ্রি. যোগদান করেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০। এখানে রয়েছে একটি ফতুয়া বিভাগ। বিভিন্ন স্থান থেকে পাঠানো বিভিন্ন মাসআলার ফতুয়া এখান থেকে প্রদান করা হয়। ১৯৯৫ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১৩ খ্রি.)অত্র মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন সিলেট জেলার মাওলানা মো: কমর উদ্দীন (জ.১৯৬৪ খ্রি.)।[৪]

---

৩. সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র যারা পরবর্তীতে সমাজে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- মাওলানা তাজুল ইসলাম (১৩১৫হি./১৮৯৭খ্রি.--১৩৮৭হি./১৯৬৭খ্রি.), কানাইঘাট মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস ও মুহতামিম মাওলানা শাহরুল্লাহ (১৩৩৬হি./১৯১৭খ্রি.--১৪০৮হি./১৯৮৭খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার (১৩৪৯হি./১৯৩০খ্রি.--১৪১৬হি.-১৯৯৫খ্রি.), সিলেটের কাজির বাজারস্থজামি'আ মদনিয়া ইসলামিয়া -এর প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম মাওলানা মজদুদ্দীন (জ.১৯৪৯ খ্রি.)

৪. অফিস রেকর্ড, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুনাত ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা; সাক্ষাতকার , অত্র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, উপাধক্ষ ও মুফতী।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিভাগের জেলা ভিত্তিক মাদ্রাসার একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হল:

Table : **District wise number of Madrasah, Teachers and Enrolment by Sex, 2008-**[5]

Division	Slno	District	Inst. Total	Girls _Inst	Tot Teacher	Fem. Teacher	Tot. Stu.	Girls
SYLHET	1.	HABIGANJ	62	5	541	52	14570	7450
	2.	MAULVIBAZAR	68	5	582	28	16299	7528
	3.	SUNAMGANJ	85	2	737	41	13437	5625
	4.	SYLHET	129	12	1269	55	28130	12323
	Total:		344	24	3129	176	72436	32926
Bangladesh:			**9384**	**1186**	**105545**	**9536**	**1896111**	

উপরের সারণীতে সিলেট বিভাগের ৪ টি জেলার সাধারণ মাদ্রাসা এবং মহিলা মাদ্রাসা, পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এ তালিকায় দেখা যায় যে, সিলেট বিভাগে সাধারণ মাদ্রাসার সংখ্যা ৩৪৪ টি, মহিলা মাদ্রাসা ২৪ টি, সাধারণ মাদ্রাসায় শিক্ষকদের সংখ্যা ৩১২৯ জন, মহিলা মাদ্রাসায় ১৭৬ শিক্ষক, সাধারণ মাদ্রাসাসা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭২৪৩৬ জন এবং মহিলা মাদ্রাসায় মোট শিক্ষার্থী ৩২৯২৬ জন। এ মাদ্রাসার প্রতি শ্রেণীতেই ফিক্হী বিষয়কে সিলেবাসভূক্ত করার ফলে এ মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট সকলেই কোন কোনা ভাবে ফিক্হ চর্চা এবং অনুশীলন করে যাচেছ।

কওমী মাদ্রাসা

৫. আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম, মৌলভীবাজার(স্থাপিত ১৯৩৭খ্রি.)

কমলগঞ্জের বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা আবদুন নুর, মৌলভী বাজারের রাজানগর নিবাসী মাওলানা খলীলুর রহমানসহ স্থানীয় বিশিষ্টজনের আপ্রাণ চেষ্টায় আল জামি'আ আল-ইসলামিয়া দারুল 'উলুম মাদ্রাসাটি ১৯৩৭ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মৌলভী বাজার জেলা শহরের শাহ মোস্তফা সড়কের পাশে অবস্থিত। ১৯৭৭ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাওলানা মো: আবদুন নুর ১৯৯২ খ্রি. ইন্তিকাল করলে হবিগঞ্জ জেলার মাওলানা সিরাজুল হক চৌধুরী (১৩৫১হি./১৯৩২ খ্রি.-১৪১৪হি./১৯৯৩ খ্রি.) এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।১৯৯৩ খ্রি. তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র মাওলানা মনজুরুল হক (জ.১৯৬৮খ্রি.) এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। হবিগঞ্জের মাওলানা মকবুল হোসাইন এ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।[৬]

৬. জামি'আ ইসলামিয়া রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন, সিলেট (স্থাপিত ১৯৩২ খ্রি.)

জামি'আ ইসলামিয়া রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন মাদ্রাসাটি সিলেট জেলার কানাইঘাটে অবস্থিত। স্থানীয় ধর্মানুরাগী ক্বারী আবদুল মান্নান ১৯৩২ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ খ্রি. এখানে দাওরায় হাদীস খোলা হয়। এ মাদ্রাসায় ফিক্হ চর্চা তথা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে

---

৫ . http://www.banbeis.gov.bd

৬. অফিস রেকর্ড, অত্র মাদ্রাসা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীরা এসে ভর্তি হয়। দক্ষ ফকীহ তথা শিক্ষকের আন্তরিকতায় শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবন ভিত্তিক মাসলা মাসায়েলার জ্ঞান অর্জন করেন। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে মাওলানা জাওয়াদ হোসাইন (১৩৪২হি./১৯২৩ খ্রি.-১৪১৭হি./১৯৯৬খ্রি. এবং মাওলানা রহমাতুল্লাহ (১৩৪৪ হি.১৯২৫ খ্রি.-১৪১২হি./১৯৯০ খ্রি.। বর্তমানে এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের খওয়াজপুর নিবাসী মাওলানা আমজাদ আলী বিন আবদুল হামিদ (জ.১৯৩২ খ্রি.)। [৭]

৭. জামি'আ ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, গহরপুর, সিলেট (স্থাপিত ১৯৫৬ খ্রি.)

সিলেটের গহরপুরে ইসলামী ফিক্‌হ তথা ইসলামী শরী'আহ সম্প্রসারণের জন্য তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান না থাকায় গহরপুর নিবাসী বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানু নুরুদ্দীন এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি স্থানীয় সমাজ সেবক, ধর্মপরায়ন ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে ১৯৫৬ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানাধীন গহরপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ খ্রি. তিনি এখানে দাওরায় হাদীস খোলেন। [৮]তাঁর অক্লান্ত সাধনা এবং এ মাদ্রাসার দক্ষ শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সিলেটের একটি অন্যতম মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মৌলভী বাজার নিবাসী মাওলানা আবদুর রউফ, কানাইঘাট নিবাসী মাওলানা ফয়জুল হকসহ অত্যন্ত দক্ষ মুহাদ্দিস, মুফতী এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ চর্চা য় যথেষ্ট অবদান রাখছেন।

৮. জামি'আ কাসিমূল 'উলুম, সিলেট (স্থাপিত ১৯৬১ খ্রি.)

জামি'আ কাসিমুল 'উলুম মাদ্রাসাটি অলী আওলিয়ার পূণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেটের হযরত শাহজালাল (র.) এর মাযার সংলগ্ন মসজিদের পাশে অবস্থিত। দরগাহ মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আকবার আলী এ মাদ্রাসাটি ১৯৬১ খ্রি. প্রথমত: ফোরকানিয়া মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম রাখেন মাদ্রাসায়ে তা'লীমুল কুরআন দরগাহে শাহজালাল। ১৯৭৫ খ্রি. এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'মাদ্রাসায়ে কাসিমুল 'উলুম। বিভিন্ন জায়গা থেকে এ মাদ্রাসায় তখন ছাত্র সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৫ খ্রি. এ মাদ্রাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়।১৯৮৩ খ্রি. এ মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় জামি'আ কাসিমুল 'উলুম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসায় বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, মুহাদ্দিস ও মুফতীগণ 'ইলমি দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন - হবিগঞ্জ নিবাসী মাওলানা আবদুল হান্নান (১৩৬০হি./১৯৪১খ্রি.-১৪০১হি./১৯৮০ খ্রি.), কানাইঘাট নিবাসী মাওলানা রহমতুল্লাহ (১৩৩৪হি./১৯১৫ খ্রি.-১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.) এবং বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতীব প্রবীন ও বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা ওবাইদুল হক। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে কর্তব্য পালন করছেন মাওলানা আকবার আলী । [৯]

৯. জামি'আ মদনিয়া ইসলামিয়া, সিলেট (স্থাপিত ১৯৭৪ খ্রি.)

ইসলামী ফিক্‌হ সমাজে বাস্তবায়ন ও সুপ্রসারের লক্ষ্যে এবং কুরআন হাদীসের বাস্তব অনুশীলণের উদ্দেশ্য নিয়ে সিলেটের গোলাপগঞ্জের বিশিষ্ট আলিম মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (জ.১৯৫৩ খ্রি.) ১৯৭৪

---

[৭]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ ইসলামিয়া রাজাগঞ্জ ইউনিয়ন, সিলেট।

[৮]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, গহরপুর, সিলেট।

[৯]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ কাসিমুল উলুম।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি. তিনি এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাসার অগ্রপথিক এবং পরিচালকের অন্যতম গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এটি সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে কাজীর বাজারে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে ভর্তি হন। তাঁরা ভর্তি হয়ে ইসলামী সিপাহ সালাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক তথা মুফতী ও মুহাদ্দিসের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। ১৯৮২ খ্রি. কানাইঘাটের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাককে শায়খুল হাদীস নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি এখানে এ মাদ্রাসায় যোগ দিয়ে দাওরায়ে হাদীস চালু করেন।

১০. জামি'আ মদনিয়া আঙ্গুরা, সিলেট (স্থাপিত ১৯৭২ খ্রি.)

স্থানীয় গোবিন্দশ্রী নিবাসী মাওলানা মো: শিহাবুদ্দীন তখনকার সময়ের কতিপয় 'আলিমদের সহযোগিতায় ১৯৬১ খ্রি.অঙ্গুরা জামে মসজিদে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সিলেটের বিয়ানীবাজার থানার মুহাম্মদপুরে অবস্থিত। স্থানীয় সমাজসেবক আবদুল কাদির এ মাদ্রাসার জন্য জমি ওয়াক্ফ করে দিলে সেখানে স্থায়ীভাবে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে ১৯৭২ খ্রি. পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শিহাবুদ্দীন এ মাদ্রাসার মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে তাঁর মূল্যবান মেধা এবং শ্রম দিয়ে গেছেন। ইলমি ফিক্হ চর্চা ও বিস্তারে তিনি মাদ্রাসায়, শ্রেণী কক্ষে বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমকুনী নিবাসী মাওলানা শফিকুল হক এ মাদ্রাসার মোহতামিমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮০ খ্রি. পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। [১০]এরপর ১৯৮০ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন মাওলানা আবদুল হাই। এখানে বিখ্যাত 'আলিমগণ এ মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করেন । তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আযিযুল হক, মাওলানা হাফিজ মাহমুদ হোসাইন এবং মাওলানা মুকাদ্দস আলী।

১১. জামি'আ মুহাম্মাদিয়া হাড়িকান্দী, সিলেট

সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানাধীন হাড়িকান্দীতে এ জামি'আ মুহাম্মাদিয়া হাড়িকান্দী মাদ্রাসাটি অবস্থিত। স্থানীয় ধর্মানুরাগী আবদুল আলী ফিক্হ চর্চার জন্য তথা কুরআন হাদীস প্রচার ও প্রসারে জন্য এবং পরকালীন মুক্তির আশায় এরকম একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত আগ্রহবোধ করেন। তাই ফরদনা গ্রামের (বর্তমানে বাহারপুর) মসজিদের তৎকালীন ইমাম (জ.১৩৪২হি.) মাওলানা আবদুল আলী স্থানীয় ব্যক্তি আবদুল আলী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জমি প্রদান করলে তাতে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি স্থানীয় সমাজসেবক আকমল হোসেন তরফদার এর নিজস্ব জায়গায়েত স্থানান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল আলী। তাঁর বার্ধ্যক্যজনিত কারণে মোহতামিম পদ থেকে অব্যহতি নিলে জকিগঞ্জের মাওলানা আবদুর রহীম মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ খ্রি. তিনি মোহতামিম এর দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিলে মনছুরপুর নিবাসী মাওলানা আবদুল গনি এ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ মাদ্রাসার মোহতামিম এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাওলানা ফজলুর রহমান চৌধুরী (মৃ.১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.)। বর্তমানে এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা আবদুল গণি। [১১]

---

[১০]. অফিস রেকর্ড, জামি'আ মদনিয়া আঙ্গুরা, সিলেট।

[১১]. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইলিয়াস, *জামি' আ মুহাম্মাদিয়া হাড়িকান্দীর অতীত ও বর্তমান* , আল ফারুক, মাদ্রাসা বার্ষিকী, ১৯৯৯, সিলেট, পৃ.৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১২. উত্তর রানাপিং 'আরাবিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, সিলেট (স্থাপিত ১৯২৩ খ্রি.)

সিলেটে গোলাপগঞ্জে ১৯২৩ সালের দিকে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন মাদ্রাসা ছিল না। ফলে অনেকেই এ উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হত। কুরআন, হাদীস তথা 'ইলমি ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের তেমন কোন প্রতিষ্ঠান না থাকায় সাধারন মানুষও ইসলামী আহকাম জানা ও বোঝা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হত। এ সমস্যা সমাধান তথা ইসলামী ফিক্‌হ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা রিয়াছাত আলী (১৩২৩ হি./১৯০৫ খ্রি.-১৪১১হি./১৯৯০খ্রি.) ১৯২৩ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সিলেটের গোলাপগঞ্জের রানপিং এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে এ মাদ্রাসার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় অসংখ্য শিক্ষার্থী এখানে পড়াশুনা করে। ১৯৪৭ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করা হয়। এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা রিয়াছাত আলী নিজেই এর মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর (১৯৯০ খ্রি.) পর মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের (১৩৩৮হি./১৯১৯খি.-১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.) মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর গোলাপগঞ্জের মাওলানা আশরাফ আলী (জ.১৯৫৪ খ্রি.)মুহতামিম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১২] এ মাদ্রাসায় অত্যন্ত দক্ষ মুফতী, মুহাদ্দিসগণ শিক্ষা দান করেন। এখান থেকে 'ইলমে ফিক্‌হ এর উপর জ্ঞান আহরণ করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ অবদান রাখছেন।

১৩. দারুল 'উলুম দারুল হাদীছ মাদ্রাসা, কানাইঘাট, সিলেট (স্থাপিত ১৯১৭ খ্রি.)

দারুল 'উলুম দারুল হাদীছ মাদ্রাসাটি কানাইঘাট থানা সদরে সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। কানাইঘাট থানার বিষ্ণুপুর নিবাসী প্রাখ্যাত'আলিম মাওলানা মনছুর (মৃ;১৩৫৩হি./১৯৩৪ খ্রি.) এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ খ্রি. এটি কানাঘাট বাজারে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩৮ খ্রি. এটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়। মাওলানা মনছুর আহমদ এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুর কানাইঘাটের বিখ্যাত 'আলিম মাওলানা মুহাম্মাদ মুশাহিদ (১৩২৭হি./১৯০৯ খ্রি.-১৩৯০হি./১৯৭০ খ্রি.) এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রি. এখানে দাওরায়ে হাদীস চালু করেন। এরপর থেকে এ মাদ্রাসার নাম করণ করা হয় 'দারুল 'উলুম দারুল হাদীছ মাদ্রাসা'। মাদ্রাসাটি সার্বিক দিক তথা শিক্ষার মান , শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দক্ষতার সুনাম চারদিকে বিস্তৃতি হয়ে পড়লে বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে 'ইলমি দ্বীন শিখতে আসে অসংখ্য শিক্ষার্থী। 'আল্লামা মুহাম্মাদ মুশাহিদ এর ইন্তেকালের পর এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মুজাম্মিল হক(১৩৩২হি./১৯১৩খ্রি.-১৩৯৩হি./১৯৭৩খ্রি.)। এরপর মোহতামিম এর দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা শাহরুল্লাহ (১৩৬হি./১৯১৭খ্রি.-১৪০৮হি./১৯৮৭খ্রি.)। ১৯৮৭ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি (২০১২ খ্রি.)এ মাদ্রাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মহেষপুর নিবাসী মাওলানা ফয়জুল বারী (জ.১৩৪৯হি./১৯১৭খ্রি.)[১৩]

---

[১২]. মুহাম্মদ শামীম আহমদ, *আল্লামা রিয়াছাত আলী ছাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, আল্লাম রিয়াছাত আলী স্মারক গ্রন্থ,. রানাপিং, সিলেট, ১৯৯১,পৃ.৩,৪

[১৩]. মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন, এক নজরে কানাইঘাট , সিলেট, ১৯৮৭, পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

১৪. জামি'আ লুতফিয়া আনওয়ারুল 'উলুম হামিদনগর মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৪১ খ্রি.)

জামি'আ লুতফিয়া আনওয়ারুল 'উলুম হামিদনগর মাদ্রাসাটি সিলেট জেলার কওমী মাদ্রাসার মধ্যে একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা। বরুণা মাদ্রাসা হিসেবে পরিচিত এ মাদ্রাসাটি সিলেট জেলার মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত। শায়খুল হাদীস সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা শায়েখ লুতফুর রহমান ১৯৪১ খ্রি. এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে লেখা আছে-

১। কুরআন সুন্নাহর আলোকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি রচনা করা।

২। উপমহাদেশে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত শাহ ওয়ালী উল্লাহর (র.) এর চিন্তা চেতনায় বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের অনুসরণ করা।

৩। দীন ইসলামের হেফাজত, তা'লীম ও তাবলীগ এবং এ'লপায়ে কালিমাতুল্লাহ

৪। সুন্নাতে রাসুল (সা) এর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের ভাবধারা, আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল আখলাকে আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় উত্তারাধিকার অনুসরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এখানে একটি ইসলামী রিসার্চ সেন্টার রয়েছে। যুগ জিজ্ঞাসা সমাধানের জন্য এবং ইসলামী বিভিন্ন বিষয়াদরি উপর একঝাকঁক গবেষক নিয়ে এ বিভাগ চালু রয়েছে।বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়া হয়ে থাকে এবং তা মাসিক হেফাজতে ইসলাম এর প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এ মাদ্রাসায় হেফজুল বিভাগ, তাজবীদ বিভাগ এবং ফতোয়া বিভাগ রয়েছে। এ মাদ্রাসায় মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০ এবং বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বরত স্টাফ সংখ্যা ৫৫ জন। মোহতামিম হিসেবে কর্মরত আছেন শায়খ খলিলুর রহমান হামিদি। প্রতি মাসে এখান থেকে মাসিক 'হেফাজতে ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা বের হয়।[১৪]

১৫. জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা (স্থাপিত ১৯১৯ খ্রি.)

জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।এটি সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা থানার অধীন হাইওয়ের পাশে রেঙ্গায় অবস্থিত। এটি বিখ্যাত 'আলিম আলহাজ্জ মাওলানা আরকান আলী (র.) ১৩৪০ হি./১৯১৯খ্রি.প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর তিনি এর মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।এরপর পর্যায়ক্রমে হযরতা মাওলানা বদরুল আলম, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা শামসুল ইসলাম খলিল এবং বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শায়খ রেঙ্গা এর পুত্রত হযরত মাওলানা মুহিউল ইসলাম। শায়খুল হাদীস হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা আল্লামা কমর উদ্দীন, শায়খুল হাদীস আল্লামা শিহাব উদ্দীন । এখানে শিক্ষকদের সংখ্যা ৪২ জন এবং ছাত্র সংখ্যা ১৩৪৫ জন প্রায়।[১৫]

---

[১৪]. From Wikipedia, the free encwn.yclopedia , Jamia Luthfia Anwarul Uloom Hamidnagar

[১৫]. www.rengamadrasah.com

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর বিভাগ

আলিয়া মাদ্রাসা

১. বড় রংপুর কেরামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, রংপুর (স্থাপিত:১৯৫৯ খ্রি.)

বড় রংপুর কেরামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসাটি রংপুরের একটি বিখ্যাত মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসাটি রংপুর শহরের মহিমাগঞ্জে অবস্থিত। ১৯৫৯ খ্রি. স্থানীয় ব্যক্তিত্ব, দানবীর ধর্মপরায়ন আবদুর রহমান এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থানীয়দের সার্বিক সহযোগীতায় প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরপরই অসংখ্য শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। মেধাবী শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ফলে এখানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থী এসে ‘ইলমি ফিক্‌হ চর্চা করতে আসে। ১৯৬২, ১৯৬৪,১৯৬৮,১৯৭১ ও ১৯৭৩ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল হাদীস ও কামিল ফিকহ এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। ১৯৯৭ খ্রি. এ মাদ্রাসাটি রংপুর জেলার ‘শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা’ পুরস্কার লাভ করে। [১]১৯৬৭ খ্রি. থেকে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আমীন খান রিজভী (জ.১৩৩৯হি./১৯২১খ্রি.) তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন মাদ্রাসায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বিখ্যাত প্রতিভাপন শিক্ষকরা শিক্ষা দান করে থাকেন। মাওলানা শামসুল ইসলাম ওয়াহেদী (জ.১৩৪৪হি./১৯২৫ খ্রি.) এ মাদ্রাসায় ফিক্‌হ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। বর্তমানে রংপুরে মীরগঞ্জ নিবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আজীজ (জ. ১৯৫৪ খ্রি.) ১৯৯৪ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন এবং ফিক্‌হ শিক্ষা দান ও চর্চায় যথেষ্ট অবদান রাখছেন।

২. মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, মহিমাগঞ্জ, রংপুর (স্থাপিত:১৯৩০ খ্রি.)

মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসাটি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন মহিমাগঞ্জে অবস্থিত। ১৯৩০খ্রি. স্থানীয় মাওলানা মুহাম্মাদ রহীম বখশ, মাওলানা আবদুর মজীদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ শাফায়াতুল্লাহ এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জোর তৎপরতা চালান। এমতাবস্থায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে স্থানীয় কতিপয় আলিমের দ্বিধা-বিভক্তির কারণে মহিমাগঞ্জে পাশাপাশি দুটি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর ১৯৩৯ খ্রি. তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী (১৯৪৪-১৯৪৫) আহমদ হোসাইন উভয়

---

[১]. অফিস রেকর্ড, বড় রংপুর কেরামতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসাকে গোড়াপত্তন করেন এবং এর নামকরণ করেন মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা।[২] এ মাদ্রাসা ১৯৪১, ১৯৪৩, ১৯৪৬, ১৯৬৪ খ্রি. যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল এর সরকারি মঞ্জুরী লাভ করে। এখানে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম (১৩১৩হি./১৮৯৫খ্রি.ড়১৪১৪হি./১৯৯৩খ্রি.) ও মাওলানা মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (১৩৫৭হি./১৯৩৮খ্রি.--১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.) অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন।[৩] এ মাদ্রাসায় বিখ্যাত মুফতী, মুহাদ্দিসগণ 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন। এ মাদ্রাসায় বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ ফতুয়া নেয়ার জন্য বিভিন্ন জায়াগা থেকে লোক আসে এবং তারা মাসআলা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান নিয়ে যায়।

কওমী মাদ্রাসা

৩. আজীজিয়া আনওয়ারুল 'উলুম, দিনাজপুর

আজীজিয়া আনওয়ারুল 'উলুম মাদ্রাসাটি ১৯৬০ খ্রি. দিনাজপুর শহরের বাংলা হিলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে দিনাজপুরে 'ইলমি দীন শিক্ষার তেমন কোন কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় নোয়াখালী জেলার বিশিষ্ট 'আলিম মাওলানা ছাদেক আহমদ এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় লোকজন এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ সহযোগিতা করেন। উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদের ধৈর্য ও একনিষ্ঠতা এবং দক্ষতা দিয়ে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করেন। ফলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। ১৯৯৪ খ্রি. এ খানে দাওরায় হাদীস খোলা হয়।[৪] মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাওলানা ছাদেক আহমদ মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে এ মাদ্রাসায় মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চট্রগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির মাওলানা হারুন চৌধুরী।

---

২. ড. আহসান সাইয়্যেদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ.৮১

৩. অফিস রেকর্ড , মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, মহিমাগঞ্জ

৪. অফিস রেকর্ড, আজীজিয়া আনওয়ারুল 'উলুম , দিনাজপুর।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্হ চর্চায় মসজিদ

মাসজিদ ইসলামী সমাজের প্রাণকেন্দ্র এবং একটি পবিত্র স্থান। ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে, প্রসারের ক্ষেত্রে, ইসলামী আইন জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে মাসজিদের গুরুত্ব ও ভূমিকা যথেষ্ট। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মাসজিদ[১] একাধারে ইবাদত-বন্দেগীর স্থান, সামাজিক ও ধর্মীয় মিলনায়তন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র, বিচার ও সম্প্রীতিক লেন-দেনের মিডিয়া, নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সূতিকাগার। সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত হওয়ার কেন্দ্র ভূমি হিসেবে মাসজিদের ভূমিকা অস্বীকার্য। মূলতঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মাসজিদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। ইসলামী সমাজে মাসজিদ শুধু সিজদার স্থান নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর সকল কর্মকাণ্ডের,সকল তৎপরতারই কেন্দ্রস্থলরূপে বিবেচ্য। হযরত রাসুল (সা) ও খুলাফয়ে রাশেদীনের আমলে মাসজিদে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত করা হত, তেমনি সামাজিক-রাষ্ট্রীক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডও সেখানে পরিচালিত হত। মাসজিদে বসেই মহানবী (সা) জনগণের বৈষয়িক সমস্যাবলীর সমাধান করতেন। সালিশী ও বিচারকার্য আঞ্জাম দিতেন এবং যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। ইসলামের গোটা সোনালী যুগে সামাজিক কর্মকাণ্ডে এটাই ছিল মাসজিদের প্রকৃত ভূমিকা ও মর্যাদা।রাসুলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীর শিক্ষক ও মানবপতার পথপ্রদর্শক ছিলেন। মদীনার মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠার পর তিনি এর বারান্দায় একটি আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিদ্যালয়টি সুফফা এবং আহলি সুফফা নামে পরিচিত। রাসুল (সা) মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা প্রসঙ্গে বলেন:

مَا اِجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَه' بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ

وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَه'-

"কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে কুরআন পাঠ করে ও নিজারা পরস্পরকে শিক্ষাদান করে, তাহলে তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং মহান আল্লাহ তাঁর নিকট মওজুদ ফেরেশতাদের কাছে তাদের

---

১. মাসজিদ (مَسْجِدٌ)স্থানবাচক বিশেষ্য । سُجُدধাতুগত অর্থ, কাউকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে স্বীয় মস্তক অবনত করা, আর মাসজিদের অর্থ সিজদার স্থান, উপসানলয়। আরামীয়, ইথিওপীয়, নব্যতীয় প্রভৃতি সেমোটিক ভাষায়ও এ অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের মধ্যে পূর্ব থেকেই 'মাসজিদ' শব্দটি প্রচলিত ছিল। প্রাচীন 'আরবী সাহিত্যে'এর বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন জাহিলী যুগের মদীনার কবি কয়েস ইবনুল খাতীম মাসজিদুল হারামের শপথ করে তাঁর দীওয়ানে বলেছেন:'শনের সূতা দিয়ে সূচীকর্মকৃত' ইয়ামানে প্রস্তুত বস্ত্রে আচ্ছাদিত মসজিদের কসম।(ড.মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনের্ মসজিদের ভূমিকা, ঢাকা: ইফাবা,১৯৯৭, পৃ.১)ইসলামের পরিভাষায় সালাতের জন্য ওয়াকফকৃত নির্দিষ্ট স্থানকে মাসজিদ বলে। মাসজিদকে بَيْتُ اللهِমহান আল্লাহর ঘর বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মাসজিদ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলেন: قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ "বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ স্থির রাখবে এবং তারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরিয়ে আসবে।"(আলকুরআন, ৭:২৯)এ আয়াতে মাসজিদ শব্দের উল্লেক আছে ।এখানে মাসজিদ অর্থ ইবাদত। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন: اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللهِ اَحَدًا "মাসজিদ সমূহ আল্লাহর জন্য , আল্লাহর সাথে কাকেও ডেকো না অর্থাৎ শরীক করো না।" (আল-কুরআন, ৭২:১৮) অন্যত্র তিনি বলেন, فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُه' يُسَبِّحُ لَه' فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ "যে সেকল ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহর নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।" (আল-কুরআন, ২৪:৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

কথা আলোচনা করেন।[২]" মসজিদ শুধু আল্লাহর জন্য। তাঁকে স্মরণ করার জন্য। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের জন্য।এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:[৩]

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

অর্থাৎ-আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধস্ত হয়ে যেত গীর্জা, মাঠ, সিনাগণ, ও মসজিদসমূহ যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম, আর অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন,

عَنْ ابى هريرة ان رسول الله (ص) قال احب إلى الله مساجد ها وابعض البلاد إلى الله أسواقها

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন: জনপদসমূহের মধ্যে মসজিদ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং তার বাজারসমূহ তাঁর কাছে সর্বাধিক অপছন্দনীয়।[৪] তিনি আরও বলেন,

عن أبى هريرة قال قال رسول الله (ص) من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمسجد فى سبيل الله ومن دخل بغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له

অর্থাৎ: হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমাদের এ মসজিদে সুশিক্ষা লাভের জন্য অথবা শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রবেশ করে, সে আল্লাহর পথে মুজাহিদের ন্যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোন উদ্দ্যেশ্যে প্রবেশ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে লোভ এমন জিনিসের প্রতি যা তার না।[৫]" এ মাসজিদের গুরুত্বের কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত আদম (আ) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। যেমন-মহান আল্লাহর বাণী:[৬]

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًا لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতে দিশারী।

এটাই বিশ্বের প্রাচীনতম ও প্রথম মাসজিদ। আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্য মাটির পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম মাসজিদ। তারপর দ্বিতীয় প্রাচীনতম মাসজিদ হচ্ছে জেরুজালেমে অবস্থিত 'বাইতুল মুকাদ্দাস, যা বাইতুল মাকদাস বা মাসজিদুল আকসাও বলেও পরিচিত। হযরত সুলাইমান (আ) এ মাসজিদটি নির্মাণ করেন। তারপর তৃতীয় প্রাচীন ও কা'বা শরীফের পর শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী মাসজিদ হচ্ছে মদীনায় অবস্থিত "মাসজিদুন নববী- যা মহানবী (সা) মদীনায় হিজরতের পর নির্মাণ করেন। এছাড়াও বিশ্বের বড় মাসজিদগুলোর একটি তালিকা দেয়া হল:

---

[২].মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, ১ম খণ্ড, দিল্লী রশিদিয়া প্রেস, ১৩৬৭ হি. কিতাবুল মাসজিদ. পৃ.২০০; শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ*, ঢাকা: সোনালী সোপান,অক্টোবর, ২০০০, পৃ.২৮৭

[৩]. আল-কুরআন, ২২:৪০

[৪]. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২০০

[৫]. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, ২য় খণ্ড, বৈরুত: দারুল কুতুব, তাবি, পৃ.৩৫০

[৬]. আল-কুরআন, ৩:৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের বড় মসজিদগুলোর তালিকা[৭]

নাম	ধারনক্ষমতা (worshippers)	আয়তন	দেশ	প্রথম নির্মাণ কাল
আদখ মসজিদ	২০,০০০		চীন	১৪৪২
আল ফতেহ জামে মসজিদ	৭০০০		বাহরাাইন	১৯৮৭
আল-আকসা মাসজিদ	৫০০০		ইজরাইল	৬৩৭
ইমাম রেজা সিন্নি মাসজিদ	৭০০০০০	৬,৪৪৩,৯৪৩.৯৫ বর্গফুট	ইরান	৮১৮
ইস্তিকলাল মসজিদ	১২০০০০০	১,০২২,৫৭১.৪৯বর্গফুট	ইন্দোনেশিয়া	১৯৭৮
গজনী মসজিদ	১০০০০		রাশিয়া	২০০৮
দিল্লী জামে মাসজিদ	৮৫০০০		ভারত	১৬৫৬
নাগ্রা মাসজিদ	১৫০০০		মালয়েশিয়া	১৯৬৫
ফয়সাল মাসজিদ	৭৪০০০	৪৬৬,০৩২ বর্গফুট	পাকিস্তান	১৯৮৬
বাদশাহী মাসজিদ	১১০০০০	৩২১,৪৮৮ বর্গফুট	পাকিস্তান	১৬৭৩
বায়তুল ফুতুহ মাসজিদ	১০০০০	২২৬০৪৯.৫২বর্গফুট	যুক্তরাজ্য	২০০৩
বায়তুল মুকাররম মাসজিদ	৪০০০০		বাংলাদেশ	১৯৬০
মাসজিদ-আল-হারাম	৮২০০০০	৪,৩১৪,২১১.২বর্গফুট	সৌদিআরব	৬৩৮
মাসজিদ আকসা	১২০০০		পাকিস্তান	১৯৭২
মাসজিদে তওবা	৫০০০		পাকিস্তান	১৯৬৯
মাসজিদে নববী	৬৫০০০০	৪,৩১১,০০০ বর্গফুট	সৌদী আরব	৬২২
রোম মাসজিদ	১২০০০	৩২২৯২৭.৮৮বর্গফুট	ইটালি	১৯৯৫
শেখ যায়েদ মাসজিদ	৪০০০০	২৪০,০০০ বর্গফুট	সংযুক্ত আরব আমিরাত	২০০৭
সুলতান আহমেদ মাসজিদ	১০০০০		তুরুস্ক	১৬১৬
সুলতান কাবুস জামে মাসজি	২০০০০	৪,৪৭৭,৮২৪ বর্গফুট	ওমান	২০০১
হাসান মাসজিদ	১০৫০০০	৯৭০,০০০ বর্গফুট	মরোক্ক	১৯৯৩

উপরে উল্লিখিত মসজিদগুলো ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে যে মসজিদকে কেন্দ্র করে অনেক মক্তব, মাদ্রাসা, ফিক্‌হ তা'লীমি জলসা এবং পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে এধরনের কিছু মসজিদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল:

বাংলাদেশে বিখ্যাত প্রাচীন মসজিদসমূহ

[৭] . http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_mosques

Dhaka University Institutional Repository

১. আটিয়া মসজিদ (১৬০৯ খ্রি.)

টাঙ্গাইল জেলার আটিয়া[৮] গ্রামে এ মসজিদ অবস্থিত। বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশের দশ টাকার নোটে আটিয়া মসজিদের ছবি মুদ্রিত আছে। ১৬০৯ খ্রি. মোঘল আমলে আতিয়া পরগণার শাসক সাঈদ খান পন্নী তাঁর মুর্শিদ সুফী সাধক পীর বাবা শাহ আদম কাশ্মিরী (র.)এর নির্দেশে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি ছিলেন চিশতিয়া তরিকাল জালালী ফয়েজের সাধক, সম্রাট আকবরের মুর্শিদ ও দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবেশ হযরত সালীম শাহ চিশতী (র.) এর শিষ্য। তিনি হযরত শাহানশীহ নামে পরিচিত ছিলেন। এ মসজিদের পাশেই মহান সাধক আদম কাশ্মিরী (র.) এর মাজার রয়েছে। ৬৯×৪০ ফুট বর্গাকৃতি বিশিষ্ট দেড় ফুট পুরু পশ্চিমের দেয়াল। পূর্বদিকে রয়েছে বর্গাকৃতি বারান্দাসহ নামাজ কক্ষ। তিনটি বিরাট গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দা ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট প্রার্থনা কক্ষ। মোঘল আমলে বিখ্যাত আতিয়া পরগণার স্মৃতিচিহ্ন এ আতিয়া মসজিদ ও আতিয়া গ্রাম। এ মসজিদ সংলগ্ন মাজার থাকায় বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে এসে লোকজন মাজার জিয়ারত করে । এখানে ফিক্হী তা'লিমেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

২. আন্দর কিল্লা মসজিদ

চট্টগ্রাম শহরের ব্যবসা কেন্দ্র আন্দর কিল্লা । এখানে মুসলমান আমলে একটি দুর্গ ছিল। এটিকে কিল্লা অর্থাৎ ভেতরের দূর্গ বলা হতো। সে দুর্গের কোন চিহ্ন এখন নেই। কিন্তু আন্দর কিল্লা নামটি আছে। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খা্নের পুত্র বুজুর্গ উমেদ খান সতের শতকের শেষ দিকে এখানে একটি জামে মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের মাঝখানে ছিল একটি গম্বুজ এবং দু'পাশে ছিল চৌচালা ঘরের চালের মতো পাকা ছাদ। খুব সম্ভব মসজিদের ৩টি দরজা ছিল। বুজুর্গ উমেদ খান চট্টগ্রাম থেকে চলে আসার পর হেফাজতের অভাবে মসজিদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। ইংরেজদের সময় এ মসজিদে আর নামাজ পড়া হতো না। তারা এটিকে গোলাবারুদ রাখার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে হামিদ উল্লাহ খানের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের মুসলমান নেতারা ব্রিটিশ সরকারের নিকট দরখাস্ত করেন এবং ১৮৫৫ খ্রি. ব্রিটিশ সরকার এটি ছেড়ে মসজিদটি এখন নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। এ মসজিদে প্রায়ই ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. ইসলাম খানের মসজিদ (১৬১৩খ্রি.)

মোগল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা সুবাদার ইসলাম খান চিস্তী ১৬১০-১৬১৩ খ্রি. মসজিদটি নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার সুবাদার ইসলাম খানই ঢাকার নামকরণ করেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর। মোগল ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন এ মসজিদ বর্তমানে তিন অংশে বিভক্ত। আদি মসজিদ ছোট ছিল। তিন অংশের পশ্চিম পাশের মুল মসজিদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। তিন গম্বুজের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পাশের দুটির চেয়ে অনেক বড়। পশ্চিম পাশের মূল অংশটি আদি অবস্থায় টিকে আছে। মসজিদের দক্ষিণপাশে অজুর জন্য বৃহদাকারের পানির হাউস আছে । উঁচু ও মনোরম একটি মিনার আছে।

৪. কদম মোবারক মসজিদ (১৭১৯ খ্রি.)

[৮]. 'আতিয়া' একটি ফার্সী শব্দ। যার অর্থ 'দান খয়রাত'। প্রায় ৪ শ বছর বাগে বাংলার শাসক ঈশা খাঁর আমলে আতিয়া ছিল একটি পরগণা । পরবর্তীতে সুবেদার ইসলাম খান নদী সিকস্তি এ পরগণার প্রথম শাসক নিযুক্ত করেছিলেন পীর আদম কাশ্মিরীকে । তিনি এ এলাকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন। তাঁরই নির্দেশে স্থাপিত আতিয়া মসজিদ হচ্ছে এতিহ্যবাহী প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নির্দশন।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ এলাকায় কদম মোবারক[৯] মসজিদ। কদম মোবারক পাহাড়ে একটি অনুচ্চ ভিত্তি বেদীর উপর মসজিদটি তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি আছে। তা থেকে জানা যায় যে, চট্টগ্রামের ফৌজদার মোহাম্মাদ ইয়াসিন খান ১৭১৯ খ্রি. মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। মসজিদে অনেক মেরামতের কাজ করা হয়ে ছ। কিন্তু মসজিদটি যে প্রাচীন তা সহজেই বোঝা যায়। মসজিদের মাঝের দরজার সামনে ৭ ধাপট সিড়ি। এ সিড়ি বেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। মসজিদের চারকোণে আছে ৪টি সুন্দর মিনার। মিনারগুলো আট দেয়ালের মাঝের দরজায় দু'পাশে আছে ২টি সরু মিনার।

৫. কদম রসুল মসজিদ

কদম শব্দের অর্থ পা এবং রাসুল শব্দের অর্থ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। অতএব কদম রাসুল শব্দের অর্থ হচ্ছে রাসুলের পা অর্থাৎ রাসুলের পায়ের চিহ্ন। রাসুলের পায়ের চিহ্ন বিজড়িত মসজিদটির নাম হয়েছে 'কদম রসুল মসজিদ'। মসজিদটি নারায়নগঞ্জের শীতলক্ষা নদীর অপর পারে বন্দর থানার নবী গঞ্জে অবস্থিত। সমতলভূমি থেকে অনেকগুলো সিড়ি বেয়ে অপরূপ কারুকার্য খচিত সৌন্দর্যমণ্ডিত মূল মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ পথের ডান পাশের একটি কক্ষে একটি পাত্রে পানিতে ডুবিয়ে রাখা আছে পায়ের চিহ্নযুক্ত দুটি পাথর খণ্ড। যা দেখতে অনেকটা কাঠের তৈরি খড়মকৃত। পাথর খণ্ডে পায়ের চিহ্নকে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর পদচিহ্ন বলা হয়ে থাকে। এ পাথর দুটির ধোয়া পানি লোকজন ভক্তিভরে নিয়ে যায় রোগমুক্তির এবং মনের প্রত্যাশা পূরণের মানসে। প্রতিদিন দূর দুরান্ত থেকে বহুলোক আগরবাতি আর গোলাপজল নিয়ে আসে এ কদম রসুল[১০] মসজিদ। সুবাদার ইসলাম খান, শাহজাদা খুরম (পরে সম্রাট শাহজাহান) এবং আরও অনেক আমির ওমরা এ স্থান দর্শন করেন, সুলতান শুজা এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮০ বিঘা জমি দান করেন।

৬. কারতলব খান বা বেগমবাজার মসজিদ (১৭০৪খ্রি.)

বাংলার নবাব হবার আগে মুর্শিদ কুলী খান ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। সে সময় ১৭০০ -১৭০৪ খ্রি. তিনি মসজিদটি নির্মান করেন। তাঁর আর এক নাম ছিল কারতলব খান। তাঁর এ নামেই বলা হয়ে থাকে কারতলব খান মসজিদ। ৬২, বেগম বাজার রোড, ঢাকায় এ মসজিদটি অবস্থিত। একটি উঁচু প্লাটফরমের উপর মসজিদটি দাঁড়ানো । নিচের অংশে পুরু দেয়াল ঘেরা কয়েকটি কামরা । এগুলোতে দোকান আছে। পূর্ব উত্তর কোণ দিয়ে মসজিদে উঠার সিঁড়ি । সিড়ি দিয়ে উঠলেই সামনে পড়ে বারান্দা। পূর্ব দেয়ালে আছে ৫ টি দরজা। দরজাগুলোর দু'পাশে আছে ১টি করে সরু মিনার। এগুলো ছাড়া মসজিদের চারকোণে আছে ৪টি অতি সুন্দর মিনার। মিনারগুলোর ছাদের অনেক উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে।

৭. কাকরাইল মসজিদ (১৯৫২ খ্রি.)

---

৯. কদম মোবারক মসজিদের উত্তর কামরাটিতে দু'টুকরা পাথর আছে এবং পাথর দুটিতে পায়ের চিহ্ন আছে। এ পায়ের চিহ্ন হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা) এর বলে দাবী করা হয়। পাথর দুটিতে পায়ের ছাপ এক মাপের নয়। দক্ষিণ দিকের কামরায়ও একই রকম দুটুকরা পাথর । এ পাথরেও পায়ের ছাপ রয়েছে। কথিত আছে যে, এ দুটি পায়ের ছাপ বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর। পাথরগুলো সারাক্ষণ পানির মধ্যে ডোবানা থাকে। প্রতিদিন বহুলোক সে পাথর ভিজানো পানি নিয়ে যায় অতিশয় ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে।

১০. কথিত আছে যে, ষোল শতকের শেষদিকে মাসুম খাঁ কাকুলী নামে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈসা খাঁর পরম বন্ধু। তিনি ১৫৮০ খ্রি. আরব বণিকদের নিকট থেকে বহু টাকা দিয়ে পাথর দুটি কিনে নেন এবং এ স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাবলীগ জামা'আতের প্রধান মারকাজ এ কাকরাইল মসজিদ। জানা যায় ২০,০০০ বর্গফুট আয়তনের এ মসজিদটি মোগল আমলে নির্মিত হয়েছিল। পাকা ত্রিতলা মসজিদ। আদি মসজিদটি খুব ছোট ছিল। ১৯৫২খ্রি. থেকে সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। তাবলীগ জামা'আতের কেন্দ্র এ মসজিদে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ জামা'আতবদ্ধভাবে হাজির হয় এবং এরপর আমীরের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র ও বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । বহির্বিশ্ব থেকেও যেসব জামা'আত বাংলাদেশে আসে সেগুলোও এ মসজিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে। মসজিদ সংলগ্ন ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় বহু ছাত্র পড়ে। বিভিন্ন দানের সাহায্যে মসজিদ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এ মসজিদে প্রত্যহ নামাজের পর ঈমান একিনের বয়ান হয়। বিভিন্ন মাসলা-মাসাআলা নিয়ে আলোচনা হয়।

৮. কুতুব মসজিদ

কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানার একটি প্রাচীন মসজিদের নাম কুতুব মসজিদ। মসজিদে কোন শিলালিপি নেই। তবে এর নির্মাণ কৌশল দেখে মনে হয় এটি ষোল শতকের শেষ দিকে তৈরি করা হয়েছিল। মসজিদটির উত্তর-দক্ষিনে লম্বা। মাঝারী আকারের মসজিদ এটি। মসজিদের চারকোনে ৪টি বড় মিনার আছে। মিনারগুলোতে ৮টি করে কোণ আছে এবং গায়ে আছে বলয় আকারের কাজ। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩ টি করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মেহরাব। ছাদের উপর আছে ৫টি সুন্দর গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি অন্যগুলোর চেয়ে বড়। মসজিদের সামনের দেয়ালে অতি সুন্দর প্যানেলিং এর কাজ আছে। আর আছে পোড়ামাটি্র চিত্রফলক । মসজিদের কার্নিশ একটি বেশি বাঁকানোভাবে তৈরি।

৯. গোপালগঞ্জ (দিনাজপুর) মসজিদ, (১৪৬০ খ্রি.)

১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের গোপালগঞ্জের মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণী ধরণের। প্রাক-মুঘল যুগে সুলতানি আমলে এ ধরণের ভিত্তিভূমির উপর অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়। বিনত বিবির মসজিদটি সম্ভবত প্রথম কিন্তু গোপালগঞ্জের মসজিদটি সর্বপ্রথম পূর্বদিকে বারান্দা স্থাপিত হয়। এ বারান্দা বাংলার চালাঘরের সম্মখের বারান্দার মত। আয়তনে ১২ বর্গফুটবিশিষ্ট এ মসজিদটির পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশপথটি খিলানসম্বলিত পূর্বদিক ১২ ফুট ×৬ ফুট পরিমাপের বারান্দা পার হয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশ পথটি তিনটি কৌনিক খিলানসম্বলিত। এর কিবলা প্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাব রয়েছে এবং এ মসজিদের পাথরের ব্যবহার ইমারতের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে মুসুল্লীরা আগমন করেন এবং ইমাম সাহেব কতৃর্ক 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চা হয়ে থাকে।

১০. গৌড় দরসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসা, (১৪৭৯ খ্রি.)

চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের ফিরোজপুর এলকা প্রাচীন গৌড়ের অংশবিশেস। ১৯৪৭ খ্রি. বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেলে এ অঞ্চলে সুলতানি আমলের কতিপয় আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদ রয়ে যায়। এ সমস্ত সুন্দর ইমারতগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে দরসবাড়ি মসজিদ ও মাদ্রাসা। মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদটি দরস বাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বে ১৪৭৯ খ্রি. নির্মিত হয়। আয়তাকার এ মসজিদটি উত্তর ও দক্ষিণে একটি মধ্যসারি বা নেভ দ্বারা বিভক্ত। এ অংশটি ৩টি চারচালা ছাদ দ্বারা আবৃত। দরসবাড়ি মসজিদের চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল এবং সম্মুখের বারান্দার দুই পাশে দুটি সর্বমোট ছয়টি কারুকার্যমণ্ডিত বুরুজ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণদিকে মসজিদে প্রবেশের জন্য ৩টি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের প্রধান মিহরাবটি অন্যান্য মিহরাব

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষা বড় এবং সব মিহরাবই অবতলাকৃতি। এখানে মসজিদ কেন্দ্রিক একটি মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে নিয়মিত 'ইলমি ফিক্হ চর্চা হয়ে থাকে।

১১. ছোট সোনা মসজিদ

বঙ্গের গৌরবময় রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৮৯৯ থেকে ৯২৫ হিজরীর মধ্যে জনৈক আলীর পুত্র ওয়ালী মুহাম্মাদ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। সুলতানী আমলের অপূর্ব স্থাপত্য নিদর্শন ছোট সোনা মসজিদ। এটির গঠনশৈলী, স্থাপত্যিক ভারসাম্য, অলংকরণের সৌকার্য ও বিন্যাসের জন্য অসামান্য কীর্তি বলে পরিগণিত। এ মসজিদের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোকেরা গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের সাথে তুলনা করে একে 'ছোট সোনা মসজিদ' [১১]বলে অভিহিত করে থাকে। এটি একটি অপূর্ব সুন্দর আয়তাকার মসজিদ যার পরিমাপ বাইরের দিকে ৮২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং সাড়ে ৫২ ফুট প্রস্থ। এবং ভিতরের দিকে ৭০ ফুট ৪ ইঞ্চি দৈঘ্য ৪০ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রস্থ। ২০ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ইটের এ ইমারতটি কারুকার্যমণ্ডিত কষ্টি পাথর দিয়ে ঘেরা। দুই সারি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা অভ্যন্তরে তিন সারিতে বিভক্ত। এ মসজিদের চার কোণায় চারটি চার স্তরবিশিষ্ট আট কোণাকার বুরুজ রয়েছে। ইটের ইমারতটি স্থায়ী করার জন্য এ সমস্ত বুরুজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১২. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম (১৯৬০ খ্রি.)

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং জাতীয় মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। বায়তুল মোকাররম নামে পরিচিত এ মসজিদটি ১৯৬০ খ্রি. হাজী আবদুল লতিফ বাওয়ানীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। প্রখ্যাত স্থপতি এ.এইচ.থারিয়ানী এ মসজিদের নক্সা প্রণয়ন করেন। ৬০,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদটি বিশালাকার এবং কারুকার্যমণ্ডিত। বাহির থেকে বোঝা না গেলেও মসজিদটি আটতলা বিশিষ্ট। দ্বিতলে মসজিদটি নির্মিত হওয়ায় এ ইমারতের অনুপম সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান পর্চের উচ্চতা ৯০ ফুট এবং এখানে আল্লাহর নিরানব্বইটি গুণাবলী (সিফাত) উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রধান প্রার্থনাগারটি অসংখ্যা গোলাকার স্তম্ভ দ্বারা সৃষ্টি। কিবলা প্রাচীর একটি সুন্দর নক্সাকৃত অবতল মিহরাব এবং মিনার আছে। বায়তুল মোকাররাম মসজিদে প্রথম নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়১৯৬৩ খ্রি. ২৫ জানুয়ারী শুক্রবার। এ মসজিদের প্রথম খতীব ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম মুহাদ্দিস, লেখক, কলিকাতা ও ঢাকার মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার হেড মাওলানা মরহুম মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ আমীমুল ইহসান। [১২] এ মসজিদের সংলগ্ন রয়েছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী। এখানে ফিক্হী বিষয়ক অসংখ্য কিতাব রয়েছে । মুসল্লি এবং ইসলামী গবেষকরা নামাজের পর এখানে এসে ইসলামী আইন বিষয়ক পড়া শুনা এবং গবেষণা করে থাকে। প্রত্যহ এ মসজিদে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধি-বিধানের উপর আলোচনা হয়।

১৩. জ্বীনের মসজিদ

[১১]. কানিংহাসের মতে, কিছু সংখ্যক স্বর্ণ শিল্পী এর সাজ-সজ্জার পরিকল্পনা বা নকশা প্রস্তুত করেছিলেন। পরে গম্বুজগুলি সোনলী রঙ্গে গিল্ট করা হলে একে সোনা মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণে বিশ্বাস এই যে, এক ব্যাক্তি এ স্থান থেকে প্রচুর স্বর্ণ পাবার পর সেখানে একটি দীঘি ও একটি মসজিদ নির্মান করেন। ফলে এর নাম'সোনা মসজিদ' কথিটি দীঘিটি মসজিদের উত্তরে অবস্থিত। দীঘি থেকে মসজিদ বরাবর একটি চওড়া সিড়ির চিহ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে।

[১২].মো: মোজাম্মেল হক, *বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ*, ঢাকা: রিসালাত প্রকাশনী, মে, ২০০৩, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানা সদরের পূর্ব পার্শ্বে অপরূপ সৌন্তর্যের প্রাচীন নিদর্শন এ মসজিদটি "জ্বীনের মসজিদ" নামে পরিচিত। মসজিদটি কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাতা এবং নির্মাণকাল সম্পর্কে জানা যায়নি। নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্য দেখে ধারণা করা হয় এটি ৫/৬শ' বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। জনশ্রুত আছে, মসজিদটি একরাতে নির্মিত হয় এবং নির্মাণ কাজে জ্বীন অংশ নেয়ার মসজিদটিকে জ্বীনের মসজিদ বলা হয়। নির্মাণ কাজে জ্বীন আদৌ অংশ নিয়েছিল কিনা জানি না। তবে এর নির্মাণ শৈলী সত্যিই মনোহরী । মসজিদের ডান পার্শ্বে ভূ গর্ভে একটি ইবাদত খানা রয়েছে । সামনের চত্বরে অর্থাৎ বারান্দা নির্মাণে কয়েক লক্ষাধিক ইট ব্যবহৃত হয়। অদ্যাবধি মসজিদটির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়নি। মসজিদটির বাহ্যিক ও ভিতরের শিল্প-কারুকার্যে যে কোন মানুষকে আকৃষ্ট করে। বর্তমানে এলাকাবাসী নিজ দায়িত্বে মসজিদটির পরিচর্যা করছে। সৌন্দয্যের প্রতীক প্রাচীন জ্বীন মসজিদটি দেখার জন্য প্রতিদিন দূর-দুরান্ত থেকে অসংখ্য নর-নারী ও পর্যটকের আগমন ঘটে।

১৪. তারা মসজিদ (১৬১৩খ্রি.)

আরমানিটোলা হাই স্কুলের নিকটেই এ মসজিদটি অবস্থিত। ঢাকা শহরের সবচেয়ে কারুকার্যময় তারা মসজিদ। পূর্বে গোলাম পীরের মসজিদ বলে পরিচিত ছিল। মীর্জা আহমদ জান নামক একজন জমিদার উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ মসজিদ তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি মীর্জা গোলাম পীর নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। উত্তর-দক্ষিনে লম্বা এ মসজিদে ভেতরের মাপ ছিল ৩৩×১১ ফুট। চার কোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট। মিনারগুলো কার্নিশের অনেক উপরে উঠেছে। মিনারের চূড়ায় আছে ছোট গম্বুজ। মসজিদে পূর্বে দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মেহরাব । উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি অন্য দুটির চেয়ে বড়। ১৯২৬ খ্রি. আলীজান বেপারী সৌন্দর্যকরনের কাজে হাত দেন। পুরানো আকৃতির কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধু বিভিন্ন কারুকার্যের সংযোজন করা হয়। পূর্ব দেয়াল বরাবর ছাদের কার্ণিশের মাঝখানে বসানো হয়েছে একটি অর্ধচন্দ্র ও তারকা। অসংখ্য তারার ছবি বসানো হয়েছে বলে এটিকে এখনা তারা বা সিতার মসজিদ বলা হয়। মেহরাবগুলোতে যে কাজ করা হয়েছে তা অতি কারুকার্যময়।

১৫. দিলকুশা মসজিদ

ঢাকা রাজউক ভবনের পাশে অপূর্ব সুন্দর এ মসজিদটি সম্রাট জাহাঙ্গীর এর আমলে নির্মিত। মসজিদে তিনটি গম্বুজ আছে। প্রায় ৫ ফুট পুরু দেয়াল। পশ্চিম দেয়ালের নীচের দিকে ছোট ছোট জানালা রয়েছে। নামাজীদের স্থানাভাব দূর করার জন্য আদি মসজিদ ঠিক রেখে পূর্ব পাশে সম্প্রসারিত করা হয়। পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাশের সম্প্রসারিত অংশের উপর দ্বিতল দালান নির্মাণ করা হয়। মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনের এ কাজ ১৯৮৬ খ্রি. ডি.আই.টি হাতে নেয়। মসজিদের উভয় পাশে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ বাগদাদী (র) এর মাজার রয়েছে।

১৬. দেওয়ানবাগ শাহী জামে মসজিদ

নারায়গঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার মজমপুর ইউনিয়নের দেওয়ানবাগ গ্রামে মদনপুর বাসস্টাণ্ড থেকে ২ মাইল পশ্চিমে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক হতে প্রায় ২০০ গজ উত্তরে মসজিদটি বিদ্যমান। মসজিদে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল ও নির্মাতার নামা জানা যায়নি।[১৩] বাংলার বার ভূঁইয়া

[১৩]. দেওয়ানবাগ শাহী মসজিদের কাঠামোর অবস্থান বিচারে মসজিদটি প্রাক মোগল আমলের বলে প্রতীয়মান হয়। প্রস্তর নির্মিত খিলান, মেহরাব, দেয়ালের প্যানেল নকশা, দেয়ালের পুরুত্ব এসবই প্রমাণ করে যে, মসজিদটি প্রাক মোগল আমলে নির্মিত। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র সময় (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) বাংলার মুসলিম স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে দু'একটি ইমারতে পাথর ইটের ব্যবহার থাকলেও বেশির ভাগ ইমারত মৃৎফলক, অলংকৃত

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ঈশা খাঁর এক পুত্রের নাম আবদুল্লাহ খাঁ। এ আবদুল্লাহ খাঁর পুত্র নাসিম খাঁ নাসিমাবাদ নামক স্থানে বাসস্থান নির্ধারণ করেন। তখন এ অঞ্চলে সুবৃহৎ মিঠাপুকুর, হাওয়াখানা এবং অন্যান্য ইমারত ছিল যার অস্তিত্ব বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তৎকালীন কাজী পরিবার অদ্যাবিধ কথিত মিঠাপুকুরের উত্তরপাড়ে বসবাস করছেন। কাজী সাহেবের কবরস্থানটি বর্তমান দরবার শরীফের ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেওয়ানবাগ শাহী মসজিদটি আয়তাকার। কিন্তু প্রাচীন কিবলা কোঠাটি বর্গাকার। মসজিদটি পূণ:নির্মাণের সময় দেয়ালের সমতা আনায়নের জন্য চতুর্দিক থেকে কিছুটা সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। কৌণিক খিলান, বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান সহযোগে গঠিত মেহরাব, পদ্মফুল, লতাপাতা, দড়ি-নকশার ব্যবহার মসজিদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। দেওয়ানবাগ শাহী জামে মসজিদ প্রাচীন স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন।

১৭. পাঁচ পীরের মসজিদ

ভাগলপুর, মোগরাপাড়া, সোনারগাঁও, নারাণগঞ্জে পাঁচ পীরের মাজারের পাশে এ মসজিদটি অবস্থিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে মসজিদটি নির্মিত । মসজিদটি উত্তর-দক্ষিনে লম্বা। এর পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩ টি মেহরাব। দেয়ালগুলো প্রায় ৩ ফুট পুরু। ছাদের উপর আছে ৩টি গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি পাশের দুটির চেয়ে বড়। মসজিদটি চুন সুরকির গাঁথুনি। প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক দূর-দুরান্ত থেকে এখানে আসে।

১৮. বজরা শাহী মসজিদ

বেগমগঞ্জ থানা থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে মোঘল আমলের শেষ দিকের একটি মসজিদ আছে। এটিকে বজরা শাহী মসজিদ বলা হয়। একটি উচু ভিত্তিবেদীর উপরে এ মাহী মসজিদ তৈরি হয়েছে। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আছে বেষ্টনী দেয়াল। পূর্ব দিকে বেষ্টনী দেয়ালের বদলে আছে একটি বিরাট তোরণ। তোরণটি দোতলার উপরে আছে একটি অতি সুন্দর ও উঁচু মিনার। এ মিনারের উপরে আছে একটি সুন্দর গম্বুজ। এর পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ১টি করে দরজা। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ৪টি অতি সুন্দর মিনার। তাছাড়া ছোট ছো আরও কয়েকটি মিনার আছে মসজিদের চারপাশে। মসজিদটির শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এ মসজিদটি দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ'র রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল। এটি তৈরি করেছিলেন আমান উল্লাহ নামক এক ব্যক্তি। দিল্লী থেকে কারিগর এনে এ মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল।

১৯. বায়েজীদ বোস্তামীর মাজারের মসজিদ

বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারের প্রথমিক যুগে বিশেষ করে চট্রগ্রাম এলাকায় প্রথম পর্যায়ে ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক সুলতান বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) নানা কারণে অমর হয়ে আছেন । এ দরবারে পুরা নাম সুলতানুল আরেফীন বুরহানুল মুহাক্কেকীন খলীফায়ে ইলাহী আল্লামা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী । কেবল চট্রগ্রাম কিংবা বাংলাদেশে নয় তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দরবেশ হিসেবে পরিচিত । তিনি চট্রগ্রাম ও পার্শ্ববতী জেলাগুলোতে ইসলাম প্রচার করেন বলে জানা যায়।

জানা যায় ইরানের বোস্তাম নগরে অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে কিংবা নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) জন্ম গ্রহন করেন । তিনি ধনাঢ্য সুলতানের পুত্র। শিক্ষা দিক্ষা শেষ করে তিনি দেশ ভ্রমনে বের হন এবং এক সময়ে হিন্দুস্তানের সিন্দু প্রদেশে উপস্তিত হন । এখানে সেকালের

ইট ব্যবহার করে মসজিদ ও মাজারের ভিতর বাইরের সৌন্দর্য বর্ধিত করা হয়েছে। দেওয়ানবাগ শহী মসজিদটিতে উপরি উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত সাধক দরবেশ আবু আলী কলান্দার ধর্ম প্রচার করছিলেন। আবু আলী কালান্দার বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি বৌদ্ধ ধর্মের ”র্নিবার' বাদের বিরোধিতা করে , সে ধর্ম সাধনার মৌল পদ্ধতি এবং শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারিফাত-এ চার স্তরের সাধনামার্গ সমন্ধে পূর্ণ জ্ঞানে লাভ করে কলন্দরিয়া তরকির প্রবর্তন করেন। সুফী সাধনার এ পদ্ধতি এককালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে খুবই প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। আবু আলী কলন্দরের গুণে ও তাঁর সাধন পদ্ধতির অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হযরত বায়েজী বোস্তামী চট্রগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল ভিতরে নাসিরাবাদে এক টিলার উপর এসে সেখানে অবস্থান নেন। সেখানে হিংস্র, জানোয়ার এবং জীনদের[১৪] বশ করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এখানেই একটি তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। পূর্ব দিকের দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি সুন্দর মেহরাব । চার কোণে আট কোণাকার ৪টি সুন্দর মিনার। মিনারগুলো ছাদের উপরে উঠে ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে।

২০. বাঘা মসজিদ (১৫২৩-২৪)

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঘা মসজিদটি সুফী সাধক হযরত মাওলানা শাহ মুয়াজ্জম দৌলাহ দানিশমন্দ (র.) এবং তাঁর শিষ্যগণ মিলে তৈরি করেন। হুসাইনশাহী আমলের নির্মাণ কৌশল ও অলংকরন সমৃদ্ধ এ মসজিদ। মাসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় এটি ৯৩০ হিজরী (১৫২৩-২৪) খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এ সময় সুলতান ছিলেন নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ (১৫১৯ -৩২) মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে সাড়ে ৭৫ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে ৪২ ফুট চওড়া । মসজিদে টেরাকোটা অলংকরণসমূহ স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হলেও সমগ্র পাত্রে অলংকরণ বিদ্যমান এবং নষ্ট হওয়ার ছাপ বুঝা যায়। পোড়া মাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ বাঘা মসজিদের অলংকরণের সাথে দরসবাড়ি মাদ্রাসা মসজিদের মিহরাব অলংকরণের যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

২১. বিনত বিবির মাসজিদ, ঢাকা (১৪৫৭ খ্রি.)

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের আমলে ঢাকার নারিন্দা অঞ্চলে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলালিপি অনুযায়ী এ মসজিদটি ১৪৫৯ খ্রি.বিনত বিবি কর্তৃক নির্মিত হয়। বর্তমানে এ মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারনের ফলে আদি রূপ নির্ণয় করা দূরূহ হলেও মূলত এ মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার ধরনের ছিল। এ মসজিদের চার কোনায় অষ্টকোণাকার বুরুজ ছিল এবং কিবলার দিকে একটি অবতল মিহরাব দেখা যাবে। সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এ ইমারতটির পরিমাপ ১২ বর্গফুট এবং পূর্ব ,উত্তর ও দক্ষিণদিক থেকে তিনটি কৌণিক খিলান প্রবেশপথ দিয়ে অভ্যন্তরে যেতে হত। মসজিদটির সংস্কার হলেও এর বক্রাকার কার্নিশ, ছোট গম্বুজ এবং পশ্চিমদিকের মিহরাব প্রাচীর এখনও দেখা যায়। মসজিদটিতে নিয়মিত ফিক্হ তা'লিম দেয়া হয়।

২২. মসজিদবাড়ি মসজিদ

[১৪] . শাহ সুলতান হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) যখন এ স্থানে আসেন তখন এ পাহাড়ী এলাকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কোন লোকবসতি সেখানে ছিল না। এ বনে দুটি অপদেবতা বা দৈত্য বাস করত। তারা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) কে এখান থেকে উৎখাত করতে চাইল। নানাভাবে অত্যাচার করা শুরু করল। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) সাধনা বলে এদের শাস্তি দেন এবং মন্ত্র বলে একটি ঠোঙ্গায় ভরে রাখেন। পরে তাদের চীৎকারে ও কান্নায় তাদের ক্ষমা করে দেন এবং সব সময়ের জন্য তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য লোকদের নির্দেশ দেন। তাদের একটি গজার মাছ এবং আর একটি কচ্ছপ (কাছিম) বানিয়ে পুকুরে রেখে দেন। আর দোয়া করেন যে, কেউ তাদের কোন ক্ষতি করবে না, সবাই যত্ম নিবে। এখন হচ্ছেও তাই।

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জ থানার মসজিদ বাড়ি গ্রামে একটি প্রাচীন সুন্দর মসজিদ। এটি মসজিদবাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল। তা থেকে জানা যায় যে, রুকন উদ্দীন বারবক শাহর রাজত্বকালে খান-ই-মোয়াজ্জম উজিয়াল খান ১৪৬৫ খ্রি এ মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদটি বাইরের দিক থেকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪৯ ফুট লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৫ ফুট চওড়া । এটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিম ভাগে আছে প্রধান কামরা এবং পূর্বভাগে আছে বারান্দা। প্রধান কামরাটি বর্গাকার তৈরি এবং ভেতরের দিকে এর প্রত্যেক বাহু প্রায় সাড়ে ২১ ফুট লম্বা। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বারান্দার আয়তন ২১.৫×৮ ফুট। মসজিদের দেয়ালগুলো প্রায় সাড়ে ৬ ফুট পুরু। পূর্ব দেয়ালে ৩টি, মাঝের দেয়ালে ৩টি এবং বারান্দাসহ উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৪টি দরজা আছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মেহারাব। প্রধান কামরার চারকোণে ৪টি ও বারান্দার দু'কোণে ২টি মোট ৬টি সুন্দর মিনার আছে।

২৩. মাচাইন মসজিদ (১৫০১ খ্রি.)

মাচাইন শাহ রোস্তম (র.) এর মাজার ও মসজিদটি[১৫] মানিকগঞ্জ জেলাধীন হরিরামপুর থানার ঝিটকা গ্রামে অবস্থিত। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ মুসলমানদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের অবিকল নমুনায় তিন গম্বুজ বিশিষ্টমাচাইন গ্রামের এ ঐতিহাসিক মসজিদটি ২৯ হাত লম্বা এবং সাড়ে চৌদ্দ হাত চওড়া। এর দেয়ালগুলো সোয়া দুই হাত পুরু। মসজিদটির তিনটি গম্বুজ, মাঝেরটি বড়। পদ্মা-যমুনা-ইছামতি নদী শিকস্তি চর অঞ্চলের এ প্রাচীন মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে সমাহিত আছেন সুফী দরবেশ হযরত রোস্তম শাহ (র.) । প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ২২ ও ২৩ তারিখের রসের সময় হাজার হাজার লোকের ভির হয় এখানে।

২৪. মির্জাপুর শাহী মসজিদ

পঞ্চগড় জেলার অটোয়ারী উপজেলা সদর থেকে উত্তরে মির্জাপুরে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মসজিদটি নির্মাণের সঠিক কোন তথ্য জানা না গেলেও ধারণা করা হয় মোগল আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মসজিদের প্রবেশদ্বারে উপরিভাগে ফার্সি লিপি অঙ্কিত ফলক উৎকীর্ণ রয়েছে। তোপরাই পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ ফলকের ভাষা অনুযায়ী আনুমানিক ১৬০০ সালে মোগল সম্রাট মসজিদের নির্মাণে ব্যবহৃত ইটগুলোতে লতাপাতার নকশা খচিত অসংখ্য ইটের একটি সঙ্গে অন্য আরেকটি ইটের নকশার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন নকশার সমন্বয়ে ইটগুলো গাঁথুনির পরে বৃহৎ আরেকটি নকশা ফুটে উঠেছে। মসজিদের সম্মুখের প্রশস্ত চত্বরের প্রবেশদ্বারে রয়েছে একটি বিশাল ফটক। মসজিদটি নির্মাণের সময় তিনজন নির্মাণ শিল্পী শহী হয় বলে জানা যায়। তাদের মসজিদের দক্ষিণ পাশে তোরণ নির্মাণ করে কবর দেয়া হয় বলে অনুমান করা হচ্ছে।

২৫. মিয়া সাহেবের ময়দান শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদ (১৮৫০ খ্রি.)

---

[১৫]. জনশ্রুতি আছে এক কামেল দরবেশ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সূদূর ইয়েমেন থেকে সমুদ্র পথে পাথরে ভেসে এদেশে আসেন। এ সময় (১৪৭০-১৫২০) বাংলার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনি এ দরগার পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে নির্মিত এই প্রাচীন মসজিদটি আজও বিদ্যমান। মসজিদ ও দরগার চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীর ছিল । রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঢাকা বল্লীপুর পরগণার (বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার) মাচাইন গ্রামে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তদানুসারে ৯০৭ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের দ্বাবিংশ দিবসে (৩ ডিসেম্বর ১৫০১ খ্রি.) মসজিদটি বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ নির্মান করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মিয়া সাহেবের ময়দান শাহ সাহেব বাড়ি মসজিদটি আনুমানিক ১৮৫০ খ্রি. নির্মিত হয়েছে। এটি ৫৭, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকায় অবস্থিত । এ মসজিদিটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা দ্বিতল মসজিদ এবং এর আয়তন ১৬০০ বর্গফুট । দক্ষিণ পাশে হযরত শাহ সুফী আবদুর রহিম শহীদ (রা) এর মাজার। উল্লেখ্য হযরত শাহ সুফী আবদুর রহীম শহীদ (রা) ১১২০ হিজরী সনের রমজান মাসে কাশ্মীর থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি একজন কামেল অলি ছিলেন। সঙ্গে এসেছিলেন ভাতিজা শাহ সৈয়দ বদিউদ্দীন ও ভাগ্নে বাহাউদ্দীন। তাঁদের মাজারও মসজিদের কবরস্থানেই । হযরত শাহ সুফী আবদুর রহিম শহীদ (রা) কে মিয়া সাহেব বলে সম্বোধন করা হতো। ফরে মিয়া সাহেবের নামানুসারে এলাকার নাম হয় মিয়া সাহেবের ময়দান এবং তা বিস্তৃত ছিল বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে গেণ্ডারিয়া ও সুত্রাপুর পর্যন্ত। মিয়া সাহেব এখানে ইবাদত বন্দেগীতে মগ্ন থেকে ইসলামের খেদমত করেন। তাঁর খানকা শরীফে মাটির একটি ছোট মসজিদও নির্মিত হয় এবং আরও পরে বর্তমানে এ পাকা মসজিদটি নির্মিত হয়। বর্তমান মসজিদটি ঢাকার প্রাচীনতম খানকা সংলগ্ন মসজিদ। এ মসজিদে বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসে এবং এখানে মুসুল্লিদের তা'লিমের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৬. মূসা খাঁর মসজিদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হলের সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে রাস্তার পূর্ব পাশে মোগল আমলের এ মসজিদটি অবস্থিত। ধারনা করা হয় বাংলার বার ভূঁইয়াদের নেতা বিখ্যাত ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ আর এ মাসুম খাঁর পুত্র দেয়ান মুনওয়ার খাঁ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিক প্রায় ৫৬ ফুট এবং ভিতরের দিক প্রায় ৪৪ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে বারান্দা ছাড়া বাইরের দিক প্রায় ২৩ ফুট ও ভেতরের দিক প্রায় ১৫ ফুট চওড়া। পূর্ব দেয়ালে মাঝের দরজাটি বাইরের দিকে বাড়ানো । ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব আছে। মসজিদের ৪ কোণে ৪টি মিনার আছে। এগুলোর দু'পাশে আছে ২টি করে সরু মিনার। মাঝের দরজার দু'পাশে আছে ২টি ছোট ও সরু মিনার।

২৭. লালবাগ দুর্গের মসজিদ (১৬৭৮ খ্রি.)

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোঃ আজম ১৬৭৮ খ্রি. এ প্রাসাদ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সুবেদার শায়েস্তা খান কর্তৃক ৬৮৪খ্রি. এ দুর্গ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যাক্ত হয়। দুর্গের অভ্যন্তরে হাম্মামখানাসহ একটি সুরম্য দ্বিতল দরবার হল, বিবি পরীর সমাধি সৌধ, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজি ও একটি পুকুর অবস্থিত। তিনটি সুদ্রশ্য তোরণ ছাড়াও মূল দুর্গ প্রাচীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে মাঝে মাঝে অর্ধ বৃত্তাকার বুরুজ রয়েছে। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা । এর বাইরের মাপ ৬৫ ফুঠ দৈঘ্য এবং ৩৩ ফুট ৬ইঞ্চি প্রস্থ। ভেতরের মাপ ৫৩ ফুট ১০ ইঞ্চি দৈঘ্য এবং ১৮ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ। মসজিদের ভেতরে খিলান তৈরি করে উপরের গম্বুজগুলোর তৈরি করা হয়েছে।

২৮. লালদিঘি মসজিদ

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানা সদর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তারাগঞ্জ বদরগঞ্জ এবং সৈয়দপুর-বদরগঞ্জ সড়ক দুটি যেখানে মিলিত হয়েছে তার পাশেই মৌয়াগাছা গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের ঠিক সামনেই রয়েছে একটি বিশাল পুকুর। এ পুকুর চারদিকে ঘিরে উঁচু লালমাটির টিবি থেকে এলাকাটির পরিচয় লাদলদিঘি নামে। মুসুল্লিদের ওজু করার জন্য পুকুরটির পশ্চিম প্রান্তে মসজিদের সামনে বাঁধানো ঘাট ছিল। কালের করাল গ্রাসে আদি ঘাট ধ্বংস হয়ে গেলেও সম্প্রতি তা নতুন করে বাধাঁনো হয়েছে। সমতল থেকে ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বাঁধানো ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে এ মসজিদ। আয়াতাকার এ চত্বরের দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫৫ ফুট আর উত্তর-দক্ষিণে৩২ ফুট।

এরই পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে অবস্থিত মূল মসজিদ বা কিবলা কোঠাটি। মসজিদের বর্গাকার কিবলা কোঠাটির একেক বাহু বাইরে থেকে পার্শ্ব বুরুজসহ প্রায় ৩১ ফুট দীর্ঘ।

২৯. শৈলকুপা মসজিদ

ঝিনাইদহ শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে শৈলকুপাতে কুমার নদীর তীরে দরগা পাড়ায় একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এ মসজিদটি সুলতান নাসির-উদ্দীন নসরত শাহের আমলে (১৫১৯-৩১ খ্রি.) ও তাঁর নির্দেশে তৈরি হয়েছিল বলে জনশ্রুত রয়েছে। মসজিদটি উত্তর -দক্ষিণে সাড়ে ৩১ ফুট লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে ২১ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৫ ফুট পুরু। এর পূর্বে দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে দরজা আছে। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মেহরাব। চারকোণে আছে ৪টি মিনার বা টারেট। ছাদের উপর আছে ৬টি নিচু গম্বুজ। মসজিদের প্রায় লাগোয়া পূর্ব দিকেই আছে অনুচ্চ দেয়াল ঘেরা একটি স্থান। এখানে একটি মাজার আছে। এটি হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ আরব (র.) এর মাজার বলে সুপরিচিত এবং বহু ভক্ত সেখানে ভীড় করে। তিনি সুলতান নসরত শাহর পীর ছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে। সুলতান নসরত শাহ এ মসজিদের জন্য ভূমি দান করেছিলেন বলে জানা যায়।

৩০. শায়েস্তা খানের মসজিদ (১৬৬৪খ্রি.)

মসজিদটি ৭, বাবু বাজার ঘাট লেন, মিটফোর্ড, ঢাকায় অবস্থিত। প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, নবাব শায়েস্তা খান ১৬৬৪ খ্রি. মসজিদটি নির্মান করেন। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ছিল ৩ টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ছিল ১ টি করে দরজা। উপরে ছিল ৩টি গম্বুজ। মসজিদটি বহুকাল আগে আগুনে পুড়ে যায় পরে গণপূর্ত বিভাগ এটিকে প্রায় নতুন করে তৈরি করে। ফলে মসজিদের আদি রূপ অনেকাংশে হারিয়ে যায়।

৩১. ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট,খুলনা (১৪৫৯ খ্রি.)

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানি ইমারতের নির্দশন রয়েছে বাগেরহাটে। সাধারণভাবে এটি ষাট গম্বুজ[১৬] নামে পরিচিত। সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে সাধক-সৈনিক খানজাহান সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাগেরহাটে তাঁর অসামান্য কীতিসমূহ তাঁর কৃতিত্ব ও অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাগেরহাটে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ৩৬০ টি দিঘি এবং ৩৬০ টি মসজিদ নির্মান করেন। তাঁর নির্মিত এ ষাট গম্বুজ মসজিদ ভবনটি মূলত ইট নির্মিত। বাইরের দিক থেকে এর পরিমাপ চার কোণে অবস্থিত দ্বিতল টাওয়ারসহ উত্তর-দক্ষিণে ৪৮.৭৭ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩২.৯২ মিটার। মসজিদ অভ্যন্তরে রয়েছে খিলানপথ। পূর্ব প্রাচীরে এগারটি , উত্তর এবং দক্ষিণ প্রাচীরে সাতটি করে। পশ্চিম প্রাচীরে একটি খিলানপথ রয়েছে। মসজিদটিতে রয়েছে মোট দশটি মিহরাব। মসজিদের অলঙ্করণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পোড়ামাটির ফলক ও ইট সংযোগে সাধিত হয়েছে। তবে হালকা রিলিফের

[১৬]. আভিধানিকভাবে ‘ষাটগম্বুজ’ অর্থ হলো ষাটটি গম্বুজসম্বলিত। তবে সাধারণভাবে মসজিদটিতে একাশিটি গম্বুজ পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের ছাদে সাতাত্তরটি এবং বাকী চারটি চার কোণের কর্ণার টাওয়ারের উপর। এ ব্যাপারে দুটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় নেভের উপর স্থাপিত সাতটি চৌচালা ভল্ট মসজিদটিকে ‘সাতগম্বুজ’ মসজিদ হিসেবে পরিচিত করে, কিন্তু সময় পরিক্রমায় এ ‘সাতগম্বুজ’ই ‘ষাটগম্বুজ’ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে, মসজিদের বিশাল গম্বুজ ছাদের ভারবহনকারী মসজিদ অভ্যন্তরের ষাটটি স্তম্ভ সম্ভবত একে ‘ষাট খামবাজ’ (খামবাজ অর্থ স্তম্ভ) হিসেবে জনপ্রিয় করে তোলে। এটি অসম্ভব নয় যে, এ খামবাজ’ শব্দটিই পরবর্তীকালে বিকৃতরূপে ‘গম্বুজ’এ পরিণত হয়ে মসজিদটিকে ষাটগম্বুজ হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি সম্ভবত বেশি গ্রহণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

খোদাইকৃত বিরল প্রস্তর অলঙ্করণও এতে রয়েছে। এ মসজিদকে দেখার জন্য অসংখ্য দেশী বিদেশী পর্যটক এখানে আসেন। ‘ইলমি ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে এ মসজিদ খানা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

৩২. সাতগম্বুজ মসজিদ (১৬৮০খ্রি.)

ধানমণ্ডির সাত মসজিদ রোডে এর অবস্থান। ১৬৮০ খ্রি. শায়েস্তা খান মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য সৌন্দয্যের প্রতীক সাত গম্বুজ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৭ ফুট চওড়া । এর পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। দরজাগুলো অতি সুন্দর খিলানের সাহায্যে তৈরি। পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজাটি অন্য দুটির চেয়ে বড়। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি সুন্দর মেহরাব। মসজিদের উপরে আছে ৩টি অতি সুন্দর গম্বুজ। মাঝের গম্বুজটি অন্য দুটির চেয়ে আকারে বড়। চার কোণে যেখানে ৪টি মিনার থাকার কথা সেখানে আছে ৪টি কামরা। এ কামরাগুলোর প্রত্যেকটির উপরে আছে একটি গম্বুজ। ছাদের উপর ৩টি এবং চার কামরার উপর ৪টি মোট ৭টি গম্বুজের জন্য মসজিদটিকে সাত গম্বুজ বলা হয়ে থাকে।

৩৩. হযরত বাবা আদম শহীদ (র.)মসজিদ (১৪৮৩ খ্রি.)

হযরত বাবা আদম শহীদ (র) এর মাজার কাজীকসবা, দরগাহবাড়ী, রিকাবীবাজার, রামপাল,মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত। পাকা রাস্তার পাশেই বাবা আদম শহীদ (র.) এর মাজার এবং এর পিছনেই সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ শাহর শাসন আমলে মালিক কাফুর কর্তৃক ৮৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৪৮৩ খ্রি.নির্মিত বাবা আদম শহীদ (র) এর ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদ পাত্রের লিপি থেকে জানা যায় বাবা আদম[১৭] ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৭৩ খ্রি. বিক্রমপুরে আসেন এবং ২০ সেপ্টেম্বর ১১৭৮ খ্রি.শহীদ হন। [১৮] যে স্থানে বাবা আদম শহীদ (র.) নামাজ পড়তেন সেখানেই এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

৩৪. হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার মসজিদ

হযরত শাহজালাল (র.) এর পূর্ণ নাম জালাল-আল-দীন। তুরস্কের অন্তর্গত কুনিয়া নামক একটি ছোট শহরে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত শাহজালাল (র.) দিল্লী হতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। এ সময় খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (র.) তাঁকে তাঁর একজোড়া কবুতর উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। ১৩০৪ খ্রি. সিলেট মুসলিম দখলে

[১৭] . বিক্রমপুরে রাজা বল্লাল সেন রাজত্ব করার সময় কতিপয় সৈন্যসামন্তসহ বাবা আদম বল্লাল সেনের রাজ্য আক্রমন করেন। প্রায় পক্ষকাল যুদ্ধ করেও বল্লাল সেন যুদ্ধজয় করতে না পেরে ভগ্নহৃদয়ে আত্মবিসর্জন দেন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলে মুসলমান রাজার হস্তে তাঁর পরিবার পরিজন লাঞ্চনা ভোগ করবে আশঙ্কায় রাজা রাজ-অন্তপুরে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে রাখবার আদেশ দেন যাতে তাঁরা রাজার পরাজয়ের ও মৃত্যুর কথা শ্রবন করা মাত্র জ্বলন্ত অনলে আত্মবিসর্জন করেন।তাঁর পরিবারবর্গ যুদ্ধের ফলাফলের সংবাদ অত্যাল্পকালের মধ্যে যাতে পেতে পারেন, এ উদ্দেশ্যে রাজা বল্লাল সেন এক জোড়া সংবাদবাহী কবুতর বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখেন। যুদ্ধে রাজা বল্লাল সেনের জয় হয় এবং সমস্ত মুসলমান পরাজিত ও নিহত হয়। শুধু বাবা আদম জীবিত ছিলেন। বাবা আদম যুদ্ধক্ষেত্রেই অন্তিম নামাজ সমাধা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে বল্লাল সেন তাঁকেও নিহত করেন এবং গোসলের জন্য বস্ত্রাদি খুলে নিকটবর্তী কোন পুকুর ঘাটে গমন করেন। ইত্যবসরে কবুতর যুগল রাজার অজ্ঞাতসারে রাজধানীতে পালিয়ে যায় এবং পরনারীগণ একে একে আত্মহত্যা করেন। বল্লাল সেন পরে যখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, রাজধানীতে পুরমহিলারা সবাই প্রাণ বিসর্জন করেছেন। রাজা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে মর্ম বেদনায় কাতর হয়ে স্বয়ং আত্মহত্যা করেন

[১৮].প্রাগুক্ত,১১৯

Dhaka University Institutional Repository

আসে।[১৯]সিকান্দার শাহ হযরত শাহজালাল (র.) এর স্মৃতি চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য শ্রীহট্রের নাম পরিবর্তন করে রাজের নাম রাখলেন ‘জালালাবাদ’। হযরত শাহজালাল (র.) তখন সিলেটে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত শাহজালাল (র.)প্রায় ১৫০ বছর বয়সে ১৩৪৪ খ্রি. সিলেটে ইন্তিকাল করেন।[২০]হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার মসজিদটি নীচের সমতলভূমি থেকে উপরে উঠার জন্য অনেকগুলো ধাপ বিশিষ্ট প্রশস্ত সিড়ি। সিড়ি পার হলেই সামনে পড়ে একটি গম্বুজের ইমারত। উপরের গম্বুজটি বিরাট আকারের। এজন্য এটিকে বড় গম্বুজ বলা হয়ে থাকে।

৩৫. হযরত শাহপরান (র.) এর মাজার মসজিদ

সিলেটে হযরত শাহ জালাল (র.) এর নামের পরে যার নাম স্মরণ করা হয় তিনি হযরত শাহ পরান (র.)। তিনি ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম । দক্ষিণাগাছ পরগণার এক সুউচ্চ টিলার উপরে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। তিনি একজন অলীয়ে কামেল ছিলেন। সিলেট বিজয়ে ও অন্যান্য আউলিয়াদের মত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সিলেট বিজয়ের পর তরফ, ইটালংলা ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন স্থানেও তিনি হিদায়েতের কাজে লিপ্ত ছিলেন। সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব এলাকাতেই রয়েছে তাঁর পদচারণা ও ইসলামের হিদায়েতের বাণী প্রচারের কাজ। কামলিয়ত হাসিলের পর তিনি ‘মুশাহিদা’র মাধ্যমে তাঁর হযরত শাহজালাল (র.) এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর মাজারের পার্শ্বে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মুসলিম শাসনে আমলে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি ভেঙ্গে সর্ম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। এখানে মুসলিম আমলের একটি শিলালিপি আছে। টিলার নিচে একটি পুকুর আছে। সেখানে অজু করে বেশ কয়েকটি সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলে মাজার ও মসজিদ। প্রতিদিন বহুলোক মাজার জিয়ারত এবং তাদের সিন্নি মানত প্রদান করছেন।

এ মসজিদগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে অনেক খ্যতিমান মসজিদ রয়েছে যেখানে প্রতিনিয়ত কুরআন, হাদীস এবং ফিক্হ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশের সকল জামে মসজিদে শুক্রবার ইসলামী আহকাম নিয়ে অনেক সারগর্ভ আলোচনা করা হয় থাকে। অনেক মসজিদে সাপ্তাহিক তা‘লিমির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যেখানে ইসলামী জীবন চলার ধরন সম্পর্কে, মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সুতরাং ‘ইলমি ফিক্হ চর্চা, বাস্তবায়ন, অনুশীলন, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মসজিদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

---

[১৯].১৩০৪ খ্রি.হযরত শাহজালাল (র.) কতিপয় সহচরকে নিয়ে স্বয়ং গৌড় গোবিন্দের বাড়িতে উপস্থিত হলেন এবং শাহ চট নামক একজন মুরিদকে আজান দিতে আদেশ করলেন। দরবেশ শাহ চট যখন আজান দিতে লাগলেন তখন গৌড় গোবিন্দের সাততলা রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল এবং গৌড় গোবিন্দের সভাকক্ষের উপরে অর্ধচন্দ্র খচিত ইসলামের পতাকা উড্ডীন হল। দিকে দিকে বিঘোষিত হল ইসলামের শান্তি বানী, সাম্যের বাণী, মৈত্রের বাণী আল্লাহু আকবার। সেদিন থেকে সিলেটে গৌর গোবিন্দের সকল অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেল।

[২০] .প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্হ চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ১৯২১ সালে।[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ ধারার সূচনা হয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪ টি।[২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে মূলতঃ এ দেশে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার মহান লক্ষ্যই মূখ্য ছিল। সত্যিকারার্থে প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করে এ বিশ্ববিদ্যালয় অল্পকালের মধ্যেই 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খেতাবে ভূষিত হয়। নামী দামী বহু প্রতিভাবন মণীষীর জন্ম দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্র শিক্ষার উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলছে।

দেশে বর্তমানে ২৫ টি পাবলিক ও ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবী বিষয়ে পাঠ দান করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া হচেছ দেশের একমাত্র পাবলিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যায়ের মধ্যে আন্তজার্তিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম ও দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ইসলামী বিষয় পাঠ দান করা হয়।

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ৩। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৪। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম ৫। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ৬। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৭। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়।[৩] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ঘোষণা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন[৪] মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতেই ইংরেজ সরকার ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সম্পর্কীয় ভারত সরকারের একটি ইশতিহার প্রকাশিত হয়। ভারত সচিবের অনুমোদন লাভের পর ভারত সরকার উক্ত সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়ে একটি পত্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

---

১. প্রায় দু'শত বছর ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন ও শোষণ করলেও প্রথম একশ' বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য তারা তেমন কিছু করেনি। ১৮৫৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে তিনিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ, ১৯১০ সালের পর উপমাহাদেশে পরবর্তীতে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (কাজী সালেহ আহমেদ, উচ্চ শিক্ষাঃ সমস্যা ও সমাধান' উন্নয়ন কি; ১৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ.২৯

২. এ ছটি বিশ্ববিদ্যালয় হচেছ - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১খ্রি.), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩ খ্রি.), চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬ খ্রি.) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০ খ্রি.)

৩. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ওঅন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯২, খ.১২

৪. প্রাগুক্ত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২শ খন্ড, পৃ,৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে অবহিত করেন। ঐ পত্রে এ কথাও ছিল যে, পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজভিত্তিক একটি অনুষদও থাকতে পারে। পত্রের ভাষা ছিল এরকম- The letter further suggested that might be a Faculty of Islamic Studies in thr university

১৯১২ সালের ২৭ মে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি' গঠন করেন। এ কমিটির মধ্যে ইসলামিক স্টাডিজের সাব কমিটিতে ছিলেন - রবার্ট নাথান, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, মুহাম্মদ আলী , শামসুল 'উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওহীদ এবং মৌলভী ফিদা আলী খান।[৫] ১৯২০ সালে ১৮ মার্চ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল' এ্যাক্টে পরিণত হয় এবং ২৩ মার্চ তা গভর্ণর অনুমোদন লাভ করে। একই সালে ১ ডিসেম্বর পি.জে. হার্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলা অনুষদের অধীনে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন ভারতে যে কটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার কোনটিতেই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ছিল না। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আরবী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ একত্রে সংযুক্ত ছিল। ১৯৮০ সালের ৭ জুলাই আরবী এবং ইসলামিক স্টাডিজ দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়।[৬] ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তথা ইসলামী ফিক্হ চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ বিভাগে ২০ জন[৭] খ্যতিমান শিক্ষক রয়েছেন যারা ইসলামী আইন প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। যারা অধ্যাপনায় রত আছেন তাঁরা হলেন

২। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবদান অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ আমল থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যহত থাকে। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। দেশ স্বাধনী হওয়া পর থেকে বিভিন্ন ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের তরফ থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী উচ্চারিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর সরকারিভাবে দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয় এবং দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ড.এম.এ বারীকে সভাপতি করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৭৭ সালে ওআইসি- এর উদ্যোগে মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তান এ তিনটি দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯ সালে ড. এএনএম মমতাজুদ্দীন চৌধুরীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করেন। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বৃহত্তর কুষ্টিয়ার ঝিনাইদাহ জেলা শহরের ঠিক মধ্যবর্তী স্থান

---

৫. ড.মোঃ আবদুস সত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা: ইফাবা, জুন, ২০০৪, পৃ.৮১

৬. ড.আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৬; ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ, বিদায়ী স্মরণিকা,১৯৯৩, পৃ.১২

৭. http://www.du.ac.bd/department/common/facultymember

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে মহাসড়কের পশ্চিম পাশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৮০ সালের ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৮০৯৩৭) পাশ হয়। পরের বছর ১৯৮১ সালে ৩১ জানুয়ারী তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক ড. এএনএম মমতাজুদ্দীন চৌধুরীকে প্রথম উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।[৮]

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক আদেশ বলে ১৯৮৩ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কুষ্টিয়া থেকে গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে স্থানান্তর করেন। বোর্ড বাজারে ৫০ একর জমির উপর একাডেমিক ভবন ও আবাসিক হলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো দ্রুত নির্মাণের পর ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে দুটি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বৃহত্তর যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে জনগণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এর ফলে ঐ একই সরকারে এক আদেশবলে ১৯৯০ সালের ৩০ জানুয়ারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৯২ সালে ২১ নভেম্বর কুষ্টিয়া শহর থেকে মূল ক্যাম্পাসে যাত্রা শুরু হয়।

এ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও শরীয়াহ্ অনুষদের অধীনে আইন ও মুসলিম বিধান এবং আল-ফিক্হ বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আল কুরআন ওয়া 'উলুমল কুরআন বিভাগ, 'উলুমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ বিভাগ। [৯] এখানে অসংখ্যা শিক্ষার্থী ইসলামী ফিক্হ বিষয়ক অধ্যয়ন করে পরবর্তী বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করেছেন। এখানে ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে খ্যাতিমান অধ্যাপক রয়েছেন যারা ইসলামী আইন প্রসার ও প্রচারে ব্যাপক অবদান রাখছেন।

৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পাকিস্তান সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫৪-১৯৫৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, ভূগোল শিক্ষা ও আইন বিষয়ে পাঠদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদযাত্রা শুরু হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর ড. ইতরাত হোসেন জুবেরী। ক্ষুদ্র পরিসরে আরম্ভ হয়ে এখন এটি দেশের ২য় বৃহত্তম বিশ্বদ্যিালয়। [১০]

এ বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা ও আরবী বিভাগ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রয়েছে। [১১] অবশ্য ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ পূর্বে ভাষা ও আরবী বিভাগের সাথে জড়িয়ে ছিল। ১৯৬৫-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ভাষা বিভাগের অধীনে আরবী বিষয়ে যথাক্রমে এমএ শেষ পর্ব ও এমএ পূর্বভাগ কোর্স খোলা হয় এবং ১৯৭২-১৯৭৩ সাল থেকে অনার্স খোলা হয়। । ২৫/০৮/১৯৭৮ তারিখ থেকে পূর্নাঙ্গ বিভাগ হিসেবে আরবী বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথিত যশা আরবী ভাষাবিদ প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ রহমানী[১২] প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স কোর্স

---

৮. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সমাবর্তন স্মরণিকা: ১৯৯৯. পৃ.৯-১০

৯. http://www.iu.ac.bd/departments/al_fiqh.php

১০. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য', ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০৬-২০০৭, পৃ.৮

১১. ওয়েব সাইট. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; http://www.ru.ac.bd/isd/academicmembers.html

১২. প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ রহমানী ৩১-১২-১৯৩৩ সালে দিনাজপুর জেলার বিরল থানাধীন মুহাম্মদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মৌলবী মুহাম্মদ উমর মোল্লা। তিনি দারুল হাদীস রহমানিয়া মাদারাসা

Dhaka University Institutional Repository

খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং ১৯৮১-১৯৮২ শিক্ষা বর্ষে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স খোলা হয়।[১৩]

৪। চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর মাসে। চট্রগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটর উত্তরে হাটহাজারী থানার ফতেপুর ইউনিয়নে ১৩ শত ৫০ একর জমির উপর পাহাড় ঘেরা এক মনোরম পরিবেশে এ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ক্ষুদ্র পরিসরে আরম্ভ হয়ে বর্তমানে এর অনুষদ সংখ্যা ৭ টি, বিভাগ ২১ টি, ইনষ্টিটিউট ২ টি। এখানে ১৯৭৭ সালে আরবী ও ফার্সী এবং ১৯৮০ দশকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা হয়। [১৪] বর্তমানে এখানে খ্যতিমান অধ্যাপকবৃন্দ রয়েছেন যাঁরা সমাজে ইসলামী ফিক্হ চর্চা, প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট অবদান রাখছেন।

৫। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯২ সনের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা ৪ টি অধিভূক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীনে পরিচালিত হত। উচ্চ শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্ধমান চাপ. কলেজসমূহের লেখাপড়া গুণগতমান সংরক্ষণ ও পর্যায়ক্রমে কলেজগুলোকে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৯৯২ সনের ২১ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশ দ্বারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৫] এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্বে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কলেজগুলো ছাড়াও বর্তমানে কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ এর অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮০ ভাগ অধিভূক্ত কলেজসমূহে অধ্যয়ন করছে। ভিন্ন ভিন্ন অনুষদ না থাকলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের আওতায় তিনটি ইউনিট রয়েছে। এ সক ইউনিটের প্রধান হচ্ছেন ডীন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে ৫টি ইন্সটিউট রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজের সংখ্যা ১৭০৯টি। সরকারি বেসরকারী

থেকে ১৯৪৪ সালে 'দরসে নিযামী' সনদ লাভ করেন। এ মাদ্রাসার নামানুষারেই তার নামের সাথে রহমানী শব্দ যুক্ত হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাযিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অত;পর দেশে ফিরে হাই মাদ্রাসার নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৪৯ সালে দিনাজপুর হাই মাদরাসা থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান , ১৯৫১ সালে ি সরাজগঞ্জ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ১ম স্থান , ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএ অনার্স(আরবী) এবং এমএ (আরবী) উভয় পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান কর্রেন। ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৬৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাকাত বোর্ডের সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদস্য, মাসিক তরজুমানুল হাদীস এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। (দ্র. বার্ষিক প্রতিবেদন , রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫-১৯৮৬, পৃ,১১১: পরিবার থেকে সংগৃহীত বায়োডাটা, পৃ.২-৫)

[১৩]. বার্ষিক প্রতিবেদন , রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১-১৯৮২, পৃ.৮৮

[১৪]. চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট http://www.cu.ac.bd/ctguni/Studies

[১৫]. মুহাম্মাদ আবু নাছের টিপু, বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষা: সাম্প্রতিক বাস্তবতা, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়ে সাধারণ ডিগ্রী কলেজ বর্তমানে ১৩১৮টি । এ ক্ষেত্রে অনার্স কলেজের সংখ্যা ১৪৪ টি। ১৪৪টি কলেজের মধ্যে ১০১ টি সরকারি এবং ৪৩ টি বেসরকারি পর্যায় পরিচালিত।

শ্রেণীভিত্তিক অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ [১৬]

ক্রমিক	কলেজ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	সাধারণ ডিগ্রী কলেজ	১৫১৫ টি	
২.	অনার্স কলেজ	১৯১ টি	
৩.	আইন কলেজ	৭০ টি	
৪.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১১২ টি	
৫.	শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৭ টি	
৬.	সঙ্গীত ও ললিতকলা কলেজ	২ টি	
৭.	সামরিক শিক্ষা কলেজ	৯টি	
৮.	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কলেজ	১৫টি	
৯.	আর্ট কলেজ	৮ টি	
১০.	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১ টি	

কলেজসমূহে ৭৬ টিতে মাস্টার্স ১ম পর্ব এবং ৮৬টিতে মাস্টার্স শেষপর্বের অধিভূক্তি রয়েছে। ডিগ্রী পর্যায়ের কলেজসমূহ বাদে পেশাভিত্তিক সর্বমোট অধিভূক্ত ও অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮০ টি।[১৭]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্ত সরকারী বেসরকারী কলেজগুলোর কোন কোনটিতে ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী বিষয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠদান করা হয়। এমনিভাবে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে স্নাতক পাস কোর্সে ৪০০ নম্বরে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের ৪টি পত্র রযেছে। এ ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ফিক্‌হ বিষয়ক অনেক অধ্যায় পড়ানো হয় । যার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় অসংখ্য শিক্ষার্থী ইসলামী বিধি বিধান, ইসলামী আইন চর্চার সুযোগ পাচেছ।

৬। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং ইসলামী মণীষীদের স্মৃতিধন্য জনপদ চট্টগ্রামে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারি অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একাধিক বহুতলা বিশিষ্ট ভাড়াকৃত ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়

১৬. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়র জনসংযোগ বিভাগ থেকে সংগৃহীত তথ্য , ফেব্রুয়ারী ২০০৮
১৭. মুহাম্মাদ আবু নাছের টিপু, বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষা: সাম্প্রতিক বাস্তবতা, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭,পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সাধনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। [১৮] এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ টি অনুষদের মধ্যে একটি রয়েছে শরীয়াহ অনুষদ। এ অণুষদের আওতায় রয়েছে ১। দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ২। কুর'আনিক সায়েন্সস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং ৩। আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। [১৯] শরীয়াহ অনুষদের প্রত্যেক বিভাগেই ইসলামী ফিক্হ চর্চা হয়ে থাকে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এর কর্মরত শিক্ষকগন সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী ফিক্হ চর্চা করে যাচ্ছেন।

৭। দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়

সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী মূল্যবোধ, আদর্শ ও বিশ্বাসভিত্তিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার ইসলামীকরণ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতা সম্পন্ন একদল আদর্শ মানুষ তৈরীর মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ইসলামীকরণ আন্দোলনের পথিকৃত বরেণ্য মণীষী প্রফেসর ড.সৈয়দ আলী আশরাফ (রহ.)- এর অলিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হল এ বিশ্ববিদ্যালয়। ধর্ম বিজ্ঞান অণুষদের আওতায় ১৯৯৪ সালে দাওয়া এন্ড ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সূচনা হয়। ১৯৯৬ সালে মিশর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রয়েছে।

---

[১৮]. Professor Abu Bakr Rafique Edt. Admission Handbook for Bachelor Programs 2007, International Islamic university Chittagong, p 5.

[১৯]. http://www.iiuc.ac.bd/faculty-members-dis/

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ চর্চায় ইসলামী সংস্থা

মানুষের কর্মকাণ্ড আচার-আচারণ, আকীদা ও বিশ্বাস ইত্যাদি সব কিছু সম্বন্ধে শরী'আতের একটি হুকুম রয়েছে। এ হুকুমটি হয়ত আল-কুরআনে কিংবা হাদীসে আছে আবার অনেক হুকুম বা বিধান সরাসরি আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে সেসব হুকুমেরও শরী'আতে এমন কিছু ভিত্তি বা উৎস রয়েছে যা তেকে মুজতাহিদগণ শরী'আতের হুকুমটি বের করে নিয়ে আসতে পারেন। ঐ সব ভিত্তি ও উৎস হতে আহরিত বিধি-বিধানকে 'ইলমি ফিক্‌হ বলে।এ ফিক্‌হী জ্ঞান সম্প্রসারণে ব্যাক্তি, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তেমনি বিভিন্ন সংস্থাও ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখছে। এ সমস্ত সংস্থা ফিক্‌হ বিষয়ক বই পুস্তক রচনা ও অনুবাদ অথবা প্রচারের ব্যবস্থা করে দেয়। ফলে এ সকল সংস্থা ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রাখছে। ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো আলোচনা করা হল:

১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ইসলামী আদর্শ প্রচার এবং ইসলামী আহকাম, ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটির একটি ঢাকা আগার গাঁওয়ে হেড অফিস রয়েছে। সাতটি বিভাগীয় শহরে সাতটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন রয়েছে এবং ৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি শাখা এবং ৭টি ইমাম ট্রেইনিং সেন্টার রয়েছে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশটি ১৯৭৫ খ্রি.২৮ মার্চ[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারী করে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন।[২]একই বছর জুন-জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এ অধ্যাদেশটি অনুমোদন করে অ্যাক্ট বা আইনে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৯৭৫ খ্রি. ১৪ জুলাই এটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।[৩] 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী ' নামক তৎকালীন দুটি সংস্থার বিলোপ সাধন করে এ ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথমোক্ত দুই সংস্থার সমুদয় সম্পদ , দায়-দায়িত্ব এবং কর্মসূচী নবগঠিত এ ফাউণ্ডেশনের আওতাভূক্ত করা হয়।[৪] এর পরিচালনার ভার একটি শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরস এর উপর ন্যাস্ত করা হয় এবং সরকার ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক এবং সচিব নিযুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ফাউণ্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১। মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

২। মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার, একাডেমী ও ইনস্টিটিউটসমূহে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

---

[১]. ইসলামিক ফাউণ্ডেশ বাংলাদেশ -এর প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে বাংলা পিডিয়ায় উল্লেখ আছে, '১৯৭৫ খ্রি.২২ মার্চ বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমিকে একভূত করে এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়।[বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলা পিডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৪১]

[২]. এম রুহুল আমীন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা:ইফাবা, ১ম প্রকাশ,জানুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রি.পৃ.৩৩

[৩]. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, ঢাকা: ইফাবা, পৃ.২

[৪]. আ.ন.ম. আবদুর রহমান, প্রবন্ধ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, ঢাকা: ইফাবা, পৃ.৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

৩। সংস্কৃতি, মনন, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৪। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার এবং প্রসারের সহায়তা করা।

৫। ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণা সংগঠন এবং তার মনোন্নয়ন করা।

৬। ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মেলন, বক্তৃতা, বিতর্ক ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।

৭। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা।

৮। ইসলামী বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা।

৯। বায়তুল মুকাররম মসজিদসহ আওতাধীন অন্যান্য মসজিদের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সাধন করা।

১০। উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো বা এ সবের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজের জন্য সহায়তা প্রদান বা সম্পাদন করা এবং এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা।[৫]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিপুলসংখ্যক মৌলিক, গবেষণাধর্মী ও অনুবাদকৃত গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের গবেষণা বিভাগ থেকে "ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা" নামে ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন শীর্ষ স্থানীয় ইসলামী গবেষণা পত্রিকা। এপ্রিল-জুন ২০০৩ সংখ্যায় পত্রিকাটি ৪৩ বর্ষে পদাপর্ণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি উচ্চমান গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে ইসলামী গবেষণায় নিয়োজিত বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ রচনা করে পাঠপান। গবেষণা বিভাগ প্রবন্ধগুলো বিশেষজ্ঞ গবেষক ও স্ব স্ব বিষয়ে দক্ষ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে তা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশ করে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬০ খ্রি. থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ইসলামী গবেষণা ইনস্টিটিউটের শাখারূপে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৬১ খ্রি. এপ্রিল-জুন মাসে। তখন থেকে ১৯৭৫ খ্রি. পর্যন্ত এর নাম ছিল ইসলামিক একাডেমিক পত্রিকা। ১৯৭৫ খ্রি. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন আইন পাশ হলে এপ্রিল-জুন ১৯৭৬ খ্রি. থেকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা নামে কাজ শুরু হয়। ১৯৬১ খ্রি. থেকে ২০০০ খ্রি. পর্যন্ত ৪০ বছরে পত্রিকার ১২০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তম্মেধ্যে ৪টি সংখ্যা বিশেষ সংখা। বিশেষ সংখ্যাগুলো হল:

১। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, সীরাত সংখ্যা ১৯৮৩

২। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা ১৯৮৪

৩। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব (২য়) সংখ্যা ১৯৮৪

৪। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, মানবাধিকার সংখ্যা ১৯৯০

বিগত ৪০ বছরে পত্রিকার ১২০ সংখ্যায় মোট ৭৮২টি রচনা প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে গবেষণা প্রবন্ধ/নিবন্ধ ৭৪৯টি । ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪০ বর্ষ , ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা এপ্রিল-জুন ও জুলাই -সেপ্টেম্বর ২০০১ এর সংখ্যা দুটিতে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকার ৪০ বছরের প্রবন্ধ (১৯৬১-

[৫].ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি , ঢাকা: ইফাবা, প্রকাশনা নং ১৯১৭, পৃ.৩

Dhaka University Institutional Repository

২০০১), শিরোনামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের বিস্তারিত পরিসংখ্যাণ সূচি প্রকাশিত হয়।[৬] ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা ছাড়াও অসংখ্য তাফসীর, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

নিম্নে এর একটি তালিকা দেয়া হল:[৭]

Publication Categories

Category Name	Category Name Bn	Total Titles	Total Editions
Quran & Tafseer	কুরআন □ □□□□□	189	300
Hadith Rasulullah S.A.W.	□□□□□ □□□□(□□)	107	133
Sirat Rasul S.A.W	□□□□□ □□□□(□□)	119	79
Islamic Encyclopedia	□□□□□□ বিশ্বকোষ	32	15
Sirat Encyclopedia	□□□□□ বিশ্বকোষ	14	2
Biography	□□□□	242	131
Art, Literature and Culture	শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি	220	121
Economy, Social policy, Philosophy, Science and Architecture	অর্থনীতি, স□□□□□□, দর্শন, বিজ্ঞান □ স্থাপত্যকলা	220	84
History & Tradition	□□□□□ □ ঐতিহ্য	207	100
The Islam and Islamic ideal	□□□□□ □ □□□□□□ আদর্শ	426	188
Comparative Education	□□□□□□□ শিক্ষা	7	0
Reform Movement	সংস্কার আন্দোলন	7	0
Children's Literature and Education	□□□সাহিত্য ও শিক্ষা	499	524
English Publications	□□□□□ প্রকাশনা	46	0
Arabic Books	□□□□ □□	2	0
Other Books	অন্যান্য ব□	55	21
Published by the Imam Training Academy	□□□□ প্রশিক্ষণ □□□□□□ কর্তৃক প্রকাশিত	25	40

ফিক্হ বিষয়ের উপর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:[৮]

ক্র.	বইয়ের নাম	সম্পাদক/অনুবাদক/লেখক	প্রকাশনার সময়	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য
১.	ইসলামের শান্তিনীতি	মূল: মুহাম্মাদ কুতুব	Mar 01, 1983	২	১৬	২

[৬] .গবেষণা বিভাগ পরিচিতি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ.১১

[৭] . http://www.islamicfoundation.org.bd/publication_categories.html

[৮]. http://www.islamicfoundation.org.bd/publications/index/art-literature-and-culture_7/page:5

Dhaka University Institutional Repository

২.	ইসলামী আইন	মূল : স্যার এ.এ. ফৈজী	Dec 01, 1985	২	৩৯০	৫০
৩.	ফাতাওয়া ও মাসাইল (১ম ও ২য়	সম্পাদনা পরিষদ	Dec 09, 1985	৪	৪১২	২৩০
৪.	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Feb 10, 1985	৩	৪৬২	২১০
৫.	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৪র্থ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Dec 01, 2009	৩	৩০২	১৪০
৬.	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৫ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Dec 01, 2009	২	৪৩২	২২৫
৭.	ফাতাওয়া ও মাসাইল (৬ষ্ঠ খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Feb 01, 2010	২	৫৭৬	২৩০
৮.	ইসলামী ফিকাহ (১ম খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	Mar 01, 1987	১	৩৫২	৫০
৯.	ইসলামী ফিকাহ (২য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	Jul 01, 1986	১	২৮৮	৩০
১০.	ইসলামী ফিকাহ (৩য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	Mar 01, 1987	১	৩৩৬	৪৫
১১.	ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	আবু সাঈদ মো: আবদুল্লাহ	Jun 01, 1997	৩	১৬৪	৩৮
১২.	ইসলামী শাসনের স্বরুপ	শেখ ফজলুর রহমান	Apr 01, 1980	১	৬৪	৪
১৩.	ফরায়েজ	গাজী শামছুর রহমান	Mar 01, 1986	১	২১০	২০
১৪.	এই আমাদের আইন	মূলঃ মুহাম্মাদ আসাদ	Mar 01, 1984	১	৩৬	৪
১৫.	ইসলামী আইন তত্ত্ব	স্যার আবদুর রহীম	Oct 01, 1984	২	৪০২	৪৫
১৬.	মোঘল যুগের বিচার	আবু জাফর	Aug 01, 2007	৩	৭৪	২৯
১৭.	ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন	মূলঃ শহীদ আবদুল কাদের আওদা	Apr 01, 2007	৫	২০৩	৬০
১৮.	ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র	আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ	Apr 01, 1987	১	১০২	১৫
১৯.	ইসলামী বাণিজ্য আইন	মূলঃ এ.বি.এম. হুসাইন	May 01, 2000	৩	৬৪	২৫
২০.	ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ছমীর উদ্দীন	Dec 01, 1986	১	১২০	১৫
২১.	ইসলামের ভূমি, কৃষি, শিল্প ও শ্রমিক আইন	মো: দেলওয়ার হোসানে সাঈদী	Sep 01, 1979	১	১৮	২
২২.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (২য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2001	১	৭২০	২৭৪
২৩.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৩য় খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	Mar 01, 2003	১	৬৪৬	২৩০
২৪.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৪র্থ খণ্ড	সম্পাদনা পরিষদ	Dec 01, 2003	১	৮৫৬	৩২০
২৫.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৫ম খণ্ড	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2004	১	৩৬০	২৮৫
২৬.	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (৬ষ্ঠ খ	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2005	১	৬৫২	২৯০
২৭.	আল হিদায়া (১ম খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	Nov 01, 2003	২	৩৭৯	২০০
২৮.	আল হিদায়া (২য় খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	Nov 01, 2003	২	৫৫৬	২৭০
২৯.	আল হিদায়া (৩য় খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ	Jun 01, 2001	১	৬৬৩	৩১৫
৩০.	আল হিদায়া (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদঃ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইছাহাক ফরিদী	Dec 01, 2001	১	৫৯৮	২৬৮
৩১.	মসজিদের বিধানাবলী	মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ	Nov 01, 1999	১	১৪৪	৪০
৩২.	ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা পদ্ধতি	মুহাম্মদ লুতফুল হক	Jun 01, 2003	৫	৯৪	২৫
ক্র.	**বইয়ের নাম**	**সম্পাদক/অনুবাদক/লেখক**	**প্রকাশনার সময়**	**সংস্করণ**	**পৃষ্ঠা**	**মূল্য**
৩৩.	ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন	মুহাম্মাদ আজীজুর রহমান নোমানী	Dec 01, 1979	১	২০৬	১৮
৩৪.	ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা	ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান	Apr 01, 1997	১	১৩৬	৪০
৩৫.	আল ফিকহুল অকবার	অনুবাদঃ ড. মুস্তাফিজুর রহমান	Jun 01, 2002	১	৯৬	৩২
৩৬.	ইসলামী ফিক্হহের পটভূমি ও	অনুবাদঃ আবদুল মান্নান	Feb 01, 2004	১	২৫৫	৬০

Dhaka University Institutional Repository

	বিন্যাস	তালিব				
৩৭.	আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা)	মূলঃ জাস্টিজ এস.এ. রহমান অনুবাদঃএ.বি.এম.কামালউদ্দীন শামীম	Jun 01, 1980	১	৩২	২
৩৮.	মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন	মোঃ আবুল বাশার	Jun 01, 1997	১	২৮৮	৩৫
৩৯.	বিশ্বশান্তি ও ইসলামী আইন	এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ	Jun 01, 1997	১	৪৮	৬
৪০.	ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ	গাজী শামছুর রহমান	Aug 01, 2007	২	৩০২	৯১
৪১.	ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	হোসনে আরা মারিয়াহ	Jun 01, 1980	১	৯৬	৯
৪২.	ইসলামী আইন তত্ত্বের উৎস	গাজী শামছুর রহমান	Jul 01, 1981	১	২৬০	২৪
৪৩.	ইসলামী আইন তত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি	গাজী শামছুর রহমান	Aug 01, 1981	১	৩০৪	৩৫
৪৪.	ইসলামী আইন ব্যবস্থা	গাজী শামছুর রহমান	Jun 01, 1980	১	৩২০	২০
৪৫.	মুসলিম আইন জগতের অনন্য সাধারণ প্রতিভা শায়বানী	আবু জাফর	Jul 01, 1980	১	২৪	১
৪৬.	ইসলামী আইনে সংকলন	অনুবাদঃ হাফেজ মঈনুল ইসলাম	Jun 01, 1984	১	৩০৮	৩৫
৪৭.	ইসলামী নীতি দর্শন	অনুবাদঃ আবুল ফাত্তাহ মোঃ ইয়াহইয়া	Jun 01, 1985	১	২২০	২৫
৪৮.	ইসলামের দণ্ড বিধি	গাজী শামছুর রহমুন	Jun 01, 1992	১	৭০৪	১৮৯
৪৯.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড,১	সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 1995	১	৮১৬	২৫৫
৫০.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ)	মুজীবুল্লাহ নদভী	Apr 01, 2008	২	৭২২	২১২
৫১.	বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (৩য় খণ্ড)	মুজীবুল্লাহ নদভী	Jun 01, 1996	১	৭৭৪	২৪৫
৫২.	ইসলামে ইজমা দর্শন	মূলঃ আহমদ হাসান	Jan 01, 2004	১	৩৫২	৯৫
৫৩.	আনওয়ারুল মুকাল্লেদীন	মুহাম্মদ ওসমান গনি	Apr 01, 1985	১	১০৮	৩৫
৫৪.	সাহরী ও ইফতার সম্বলিত নামাযের স্থায়া সময়সূচি	অনুবাদঃ ডা. বদরুন্নাহার চৌধুরী	Mar 01, 2004	১	৩৭৬	৫০
৫৫.	ইমাম মালেক (রা.) ও তাঁর ফিক্হ চর্চা	ড. আ.ক. ম. আবুদল কাদের	Apr 01, 2004	১	৩৩০	৭৭
৫৬.	শিশু অধিকার ও ইসলাম	মাহমুদ জামাল	Jun 01, 2007	২	১০০	৩৬
৫৭.	যুক্তির কষ্টি পাথরে ইসলামের বিধান	হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রা.)	Sep 01, 2006	২	৩৩৬	৮০
৫৮.	শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরা পীর আবু বকর সিদ্দকী (র.)	ড. আ.র.ম. আলী হায়দার	May 01, 2004	১	৪০	১৩
৫৯.	অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা	মোঃ আবদুর রহীম	May 01, 2004	১	২৮	১৩
ক্র.	**বইয়ের নাম**	**সম্পাদক/অনুবাদক/লেখক**	**প্রকাশনার সময়**	**সংস্করণ**	**পৃষ্ঠা**	**মূল্য**
৬০.	মৌলিক মানবাধিকার	সালাহ উদ্দীন	Jun 01, 2004	১	২৭৬	৭০
৬১.	মুসলিম উত্তারাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ	মোঃ মুফাজ্জল হোসাইন খান	Jun 01, 2004	১	২০	১২
৬২.	ফিক্হ হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন	লেখক মণ্ডলী	Jun 01, 2004	১	৬৯৬	৩০০
৬৩.	ইসলামী আইন	সম্পাদনা পরিষদ	Sep 01, 2004	১	২৪০	৫৮
৬৪.	মসজিদ পরিচালনা পদ্ধতি	মোঃ লুতফুল হক	Nov 01, 2004	১	৫৬	২২
৬৫.	ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত মাসআলা-	সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 2007	২	১১৬	৩০

	মাসায়েল					
৬৬.	জিহাদ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	May 01, 2007	২	৮০	২২
৬৭.	কুরআনী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Jan 01, 2007	২	৪৪	১৫
৬৮.	কুরআনী ও আকীকা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 2007	২	৪০	১৬
৬৯.	পবিত্রতা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Apr 01, 2007	২	১২৮	৩২
৭০.	রোযা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Mar 01, 2007	২	৮৪	২৪
৭১.	ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Feb 01, 2007	২	১২৮	৩২
৭২.	ফারাইয বা উত্তারাধিকার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	May 01, 2007	২	৭২	২০
৭৩.	জানাযা ও দাফন কাফনের মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2005	১	৭৫	১৯
৭৪.	আত তারগীব অত তারহীব (৪র্থ খণ্ড)	অনুবাদঃ মাওঃ আহমদ মায়মুন	Jun 01, 2005	১	৬১৬	২২০
৭৫.	নামাযের মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Mar 01, 2007	২	২৬৪	৬২
৭৬.	ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Feb 01, 2007	২	২৪৬	৬২
৭৭.	বিবাহ ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত মাসআলা- মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Mar 01, 2007	২	২১৪	৪৬
৭৮.	হজ্জ ও উমরার মাসাআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Jun 01, 2005	১	১৮৪	৩৮
৭৯.	যাকাতা ও সদকার মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	May 01, 2007	২	৬০	২০
৮০.	ব্যাবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Mar 01, 2007	২	১০০	২৮
৮১.	মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন	ড. মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল	Jan 01, 2006	১	৪৯৬	১৪১
৮২.	অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	May 01, 2006	১	১৫৪	৩৫
৮৩.	ঈমান সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Sep 01, 2006	১	২৪৬	৬২
৮৪.	ইসলামের শ্রমনীতি	অধ্যাপক মাওঃ হারুন অর-রশীদ খান	Jan 01, 2007	১	৮৮	৪০
ক্র.	**বইয়ের নাম**	**সম্পাদক/অনুবাদক/লেখক**	**প্রকাশনার সময়**	**সংস্করণ**	**পৃষ্ঠা**	**মূল্য**
৮৫.	আত্ তারগীব অত্ তারহীব	হাফিজ জাকিউদ্দীন আবদুল আলীম আল মুনজিরী	Dec 01, 2007	১	৬১৬	২২০
৮৬.	শারীয়া বিষয়ে সিদ্ধান্ত দানের নীতিমালা	অনুবাদঃ মুফতী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	Jan 01, 2009	১	২০৮	৯০
৮৭.	ইসালামে নারী অধিকার ও অবস্থান	শাহনাজ পারভীন	Mar 01, 2010	১	১৬৫	৬৮
৮৮.	ফাতওয়া	মুফতী মতিউর রহমান	Feb 01, 2010	১	১৩৪	৬৪

৮৯.	রোযার মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	Jul 01, 2010	৩	৫৪	৩০
৯০.	মিনহাজুস সালেহীন (১ম খণ্ড)	আল্লামা ইযযুদ্দীন বালকি	Jun 01, 2008	২	৫২২	২২০
৯১.	মিনহাজুস সালেহীন (২য় খণ্ড)	আল্লামা ইযযুদ্দীন বালকি	Jun 01, 2008	২	৫৯২	২৫০
৯২.	মৌলিক মানবাধিকার	সালাহ উদ্দীন	May 01, 2007	২	২৭৫	৭৪
৯৩.	বিচার সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	সম্পাদনা পরিষদ	May 01, 2007	২	৬০	১৮
৯৪.	ফিক্‌হুস সুনান ওয়াল আসার (১ম খণ্ড)	মুফতী আমীমুল ইহসান	Jun 01, 2009	১	৫৪০	১৬০
৯৫.		Dr. Tanzilur Rahman	Apr 01, 1980	১	১৬	১
৯৬.		Zain-ul-Abedin	Jun 01, 1982	১	৫২	৫
৯৭.		Md. Ferdouse Khan	Feb 01, 1983	১	৫০	৫
৯৮.		Ghazi Shamsur Rahman	Dec 01, 1981	১	৭১৮	৯০
৯৯.		Muhammad Asad	Sep 01, 1983	৩	৪৪	৬

উপরে উল্লিখিত ফিক্‌হী বিষয়ক বইগুলো ফিক্‌হী প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

২. মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তর দাওয়াতি সংগঠন মজলিসে দাওয়াতুদল হক। এটির মূল মারকায জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকায় অবস্থিত। ১৩৫৮ হিজরী সালে হযরত হাকীমূল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (র.)(১২০১হি.-১৩৬২হি.) 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর দূরদর্শী ও বৈপ্লবিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও শুদ্ধি অভিযানের আলোকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিভ্রান্ত সমাজের পরিশুদ্ধি এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সঠিক দিক নির্দেশনা ও পাথেয় হিসেবে 'দাওয়াতুল হক' প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত: মানবতার উৎকর্ষ সাধনে একটি নির্দেশনা এবং পাথেয়। মুসলিম উম্মাহর হেদায়েতের জন্য রচিত অগণিত বই পুস্তকে আর বিশেষত দাওয়াতীদ্দায়ী, তাফহীমূল মুসলিমীন, তানজীমূল মুসলিমীন এবং হযরত মুহিউস সুন্নাহ (র.) এর রচিত আশরাফুন্নেজামে দাওয়াতুল হকের বিস্তারিত কর্মসূচী বিদ্যমান রয়েছে। এর মৌল উদ্দেশ্য মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো। কেননা রাসুল (সা.)এর ইত্তিবা -অনুসরেণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত আনুগত্যের দাবি পূরণ করাই হল একজন মুসলমানের ইহকালীন জীবনের মূল উদ্দেশ্য। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)এর দাওয়াতুল হকের কর্মসূচী বাস্তবায়নে হযরত মাওলানা আতহার আলী (র.), হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব হাটহাজারী (র.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.) হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.) এবং হযরত মাওলানা ফয়জুর রহমান (র.) প্রমুখ বিখ্যাত 'আলিমগণ নিরলস চেষ্টা করেছেন। হযরত থানভী (র.) এর বাংলাদেশের সর্বশেষ খলীফা ছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুজুর (র.)এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সাহেবজাদা হাফেজ উবাইদুল্লাহ (র.) দাওয়াতুল হক কাজে অবদান রাখেন।হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান (র.)এর ঐকান্তি প্রচেষ্টায় হযরত মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (র.) বাংলাদেশে তাশরীফ আনেন। তিনি এ দেশের সর্বস্তরের ওলামা মাশায়েখদের সাথে দীর্ঘ পরামর্শের পর ৩ জিলক্বদ ১৪১৩ হিজরী মোতাবেক ২৪ এপ্রিল ১৯৯৩ খ্রি.দাওয়াতুল হকের কাজ গতিশীল করে তোলার জন্য সর্বমোট ১৩টি হালকা গঠন করেন। প্রত্যেক হালকার জন্য একজন আমীর ও একজন নায়েবে আমীর নির্ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দেন। এভাবে মুহিউস সুন্নাহ মুসলিহুল উলামা হযরত আবরার হক (র.) এর নির্দেশে 'দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ' পরিচালিত হত। তাঁর ইন্তিকালের পর তারই

Dhaka University Institutional Repository

মনোনীত আমির এবং খলীফা মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমুদুল হাসান[৯] এর তত্ত্ববধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী হচ্ছে :

১। ইস্তেঞ্জা, অযু, আযান, ইকামত, নামাজ, গোসল, পানাহার ইত্যাদির সুন্নাত তরীকার বাস্তব প্রশিক্ষণ

২। মক্তব প্রতিষ্ঠা , বয়স্ক এবং মহিলাদের তা'লীম তরবিয়অতের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা

৩। পবিত্র কুরআনের সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত, প্রয়োজনীয় সূরা মশক করানো, দুয়া দুররুদ এবং জরুরী মাসলা মাসায়েল শিক্ষাদান

৪।বিদআত-মুনকারাত দমনে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে উদ্ধুদ্ধ করা এবং এ কাজের জন্য স্বতন্ত্র জামাত তৈরী করা।

এ সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে মজলিসুল উমারা, থানা ভিত্তিক হালকা, মজলিসে আম, কর্মী মজলিস, গাশতী মজলিস, ইসলাহী মজলিস, তরবয়িাতুল মুআল্লিমীন, মজলিসুল ইফতা, মজলিসুল উলামা ওয়াল আইম্মা। এ সংগঠনটি ইসলামী বিধি-বিধান প্রসারে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম

কুতুবে দাওরান হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান বর্ণভী (র.) এর ইছলাহী কার্যক্রমের সফল সংগঠন আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে হযরত বর্ণভী (র.) এর মেধা, শ্রম ও সাধনার ফলে এর দাওয়াত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিটি জেলায় পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রি, মৌলভীবাজার জেলার বালিকান্দি গ্রামে হেফাজতে ইসলামের সূচনা হয়। অত:পর সিলেট বিভাগের উলামায়ে কেরামকে নিয়ে শহরের বন্দরবাজার জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশিষ্ট উলামা -মাশায়েখ দীনদার , বুদ্ধিজীবী ইসলামী চিন্তবিদগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হেফাজতে ইসলাম একটি অরাজনৈতিক দীনী জামাত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ণবী (র.) কে আমীরে হেফাজতে ইসলামের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অত:পর হযরত বর্ণর্ভী (র.) সর্বত্র কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা শুরু করেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অন্যান্য জেলার যে সমস্ত উলামায়ে কেরাম লাব্বায়েক বলে হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচীকে বাস্তাবায়ন করার লক্ষ্যে বাংলার দূর দুরান্তে ঝাপিঁয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.), ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম (র.) বি-বাড়িয়া, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী। ভারতের সর্বজনমান্য বুজুর্গ হযরত মাওলানা আহমদ আলী বাশকান্দি (র.) ও ভারতের জাতীয় পরিষদের সদস্য শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল জলীল বদরপুরী (র.) এ হেফাজতে ইসলামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন।

ফিক্হ চর্চায় এ সংগঠনটির কার্যপদ্ধতি

---

[৯] . মহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমুদুল হাসান ১৯৫০ খ্রি. ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস, অধ্যক্ষ এবং খ্যাতিমান মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেছেন। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও পরিচালনা করেছেন। তিনি বর্তমানে মজলিসে দা'ওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমির এবং মাসিক আল-জামিয়া নামক ইসলামী ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক মহল্লার মসজিদকে কেন্দ্র করে এক একটি মসজিদ কমিটি গঠন করা হবে। দীনদার জনপ্রিয় বয়স্ক এলাকার গণ্যমান্য কোন এক ব্যক্তিকে আমীর, শিক্ষিত কোন এক ব্যাক্তিকে নাজিম, মসজিদের ইমাম অথবা অন্য কোন যোগ্য ব্যাক্তিকে মোয়াল্লিম নিযুক্ত করত: চাহিদা মোতাবেক সদস্য নেয়া হবে। অন্তত: প্রতি জুম্মাবারে নামাযের আগে মোয়াল্লিম সাহেব হেফাজতে ইসলামে প্রাথমিক শিক্ষা বই হতে একটি মাসআলা শিক্ষা দিবেন। মহিলা এবং বয়স্ক পুরুষ যারা মসজিদে আসতে পারে না তাদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে মহল্লার ঘরগুলো ভাগ করে বুজিয়ে দেয়া হবে যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে মসজিদের আলোচ্য মাসআলাটি নিজের জিম্মায় পাওয়া ঘরটির মহিলা এবং বয়স্ক পুরুষরা শিক্ষা করে নিতে পারেন। পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় মাসআলাটি শিক্ষা দিবেন। এভাবে নামাজ, রোজাসহ অন্যান্য মাসআলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৪. তাবলীগ জামা'আত

তাবলীগ জামাত একটি বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মভিত্তিক সংগঠন। ১৯২৬ খ্রি. ভারতীয় অধিবাসী মাওলানা ইলিয়াস (র.)[১০] এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর ইন্তিকালের পর তাঁর আদর্শস্নাত সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধান প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু মুসলিম শাসকদের ক্ষমতা বিলুপ্তির পর ইসলামী প্রচার কার্যক্রমে ভাটা পড়তে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মুসলিম মণীষীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। এমনই পরিস্থিতিতে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ভারতের দিল্লীতে তাবলীগ জামাতের সূচনা করেন এবং তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তাবলীগ জামাত একটি বহুল প্রচারিত আন্দো'লনে রূপ নেয়। সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া তাবলীগ জামাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। কুরআনুল কারীমে এবং হাদীছ শরীফে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াতের ব্যাপারে অনেক নির্দেশনা রয়েছে।[১১] এ সমস্ত নির্দেশনাকে সামনে রেখে তাবলীগে জামাত মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। এ জামাতে সাধারণত মানুষকে আখিরাত, ঈমান, আমলের কথা বলে তিনদিনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাবলীগি কাজ শুরু হবার পর ১৯৩০ -এর দশকে এ কাজের সফলতার জন্য যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে করা হবে ভাবা হয়েছিল , তার সংখ্যা ষাট ছিল বলে একজন লেখক উল্লেখ করেন। [১২] বর্তমানে এ জামাতের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় ৬টি উসুল বা মূলনীতিকে । এগুলো হল: কালিমা, নামাজ, 'ইলম ও যিকির, একরামুল মুসলিমিন বা মুসলমানদের সহায়তা করা, সহিহ নিয়ত বা বিশুদ্ধ মনোবাঞ্চনা এবং

---

[১০] . মাওলানা ইলিয়াস আখতার (র.)১৮৮৫ খ্রি. ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্দালায় এক অসাধারণ ধার্মিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতামহের নাম হাকিম করীম বখশ। (বি.দ্রষ্টব্য: মাওলানা মো: সাখাওয়াত উল্লাহ , হায়াতে হজরতজী মাওলানা ইলিয়াস (র.) , ঢাকা : তাবলীগী ফাউণ্ডেশন, ১৯৯০, পৃ.৩৩) ১৯৪৪ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফের তত্ত্বাবধানে তাবলীগী আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়।

[১১]. মানুষকে দাওয়াত প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর,
অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর। (আল-কুরআন, ৩:১১০) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত।" (আল-কুরআন, ৪১:৩৩)

[১২]. হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ (র.) 'তাবলীগ জামায়াতের প্রাথমিক ইতিহাস, মাওলানা আরিফ বিল্লাহ সংকলিত, তাবলীগী বয়ান , খ.১, ঢাকা: কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃ.৬-৪০

Dhaka University Institutional Repository

তাবলীগ বা ইসলামের দাওয়াত। তাবলীগী জামাআতের অনুসারীরা বলেন, যদি কেউ এ ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে তার জন্য এ বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলোর উপর সঠিকভাবে মেহনত করতে পারলে মানুষের মধ্যে মুসলমানী গুণ অর্জিত হয় বলে দাবী করেন। [১৩] এ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে প্রথম দুটি বিষয় ইসলামের মূল ভিওি এবং সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। পরবর্তী চারটি বিষয় একই রকম গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রথম দুটি বিষয়কে সক্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। [১৪] তাবলীগী জামাআত বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে সাধারণ মানুষদের বুঝায় এবং আবশ্যক মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়ে থাকে। তাই ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে তাঁরাও অনেক অবদান রাখছে।

ফিক্হ চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে এ সকল সংস্থা অনবরত কাজ করে যাচ্ছে। তাবিলীগি জামআত তাদের দাওয়াতি কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে দৈনন্দিন মাসআলা-মাসায়েল শিখাচ্ছে এবং নিজেরা অনুসরণ করছে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বিভিন্ন সেমিনার সেম্পোজিয়াম আয়োজনের মাধ্যমে, বই প্রকাশনার মাধ্যমে ফিক্হ প্রচার ও প্রসারের জন্য অনবরত কাজ করে যাচ্ছে । উল্লিখিত সংস্থাগুলো ছাড়াও অনেক ইসলামিক সংস্থা রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমেও ফিক্হী চর্চা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে অনেক হক্কানী পীরের খানকার মাধ্যমেও ইসলামি বিধি বিধানের তা'লিম দেয়া হয়।

---

[১৩] . শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, কোরআন ও হাদীসের আলোকে তাবলীগের ছয় নম্বর , ঢাকা: কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৯ ; সিদ্দিকুর রহমান মিয়া, তাবলীগী ছয় নম্বর , ঢাকা: আল হাজ্জ কাজী হারুনর রশীদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৪; মাওলানা মো: ছাখাওয়াত উল্লাহ, ছয় নম্বর ও তাবলীগী ছফর, নোয়াখালী : মোসাম্মাৎ মাহমুদা আখতার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৪

[১৪]. মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, তাবলীগ জামায়াত: ঈমানী আন্দোলনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ঢাকা: অ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স ফেব্রুয়ারী, ২০০৬,পৃ.৬২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ফিক্‌হ চর্চায় পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ   : ফিক্‌হ চর্চায় পত্র-পত্রিকা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফিক্‌হ চর্চায় (বেতার) রেডিও

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফিক্‌হ চর্চায় টিভি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ   : ফিক্‌হ চর্চায় ইন্টারনেট

Dhaka University Institutional Repository

ফিক্‌হ চর্চায় পত্র পত্রিকা ও মিডিয়া

সময়ের অবগুণ্ঠনে বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রবাহের জোয়ার বইছে। তথ্যের নিরিখে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও[১] পিছিয়ে নেই। তথ্যের এই মিলন মেলায় অংশ নিয়েছে ইসলামী বিজ্ঞ পণ্ডিতরা। বিশ্বব্যাপী তথ্যের অবারিত খোলা জানালা মানুষের স্বাধীন সত্তাকে আরও প্রসারিত করেছে। ইসলামী আইন জানা ও বুঝার জন্য বিশ্বের মানবকুল বিভিন্ন ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছে। কারন এ ইসালামী আইন মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির নির্দেশনা দেয়। যেহেতু এটি ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহানবী (সা) এর মুখ নি:সৃত অমীয় বাণী আল হাদীস শরীফ থেকেই উৎকলিত। এ ফিক্‌হ চর্চা তথা ইসলামী আইন চর্চার ক্ষেত্রে বিখ্যাত ইসলামী মণীষিগণ যেমন অসামান্য অবদান রেখেছেন তেমনি অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন: মাদ্রাসা, মসজিদ এবং বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানও ব্যাপক অবদান রাখছে। যুগের পরিবর্তনে, সময়ের ঘূর্নিপাকে এবং আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কারের সাথে সাথে 'ইলমি ফিক্‌হ চর্চাও সময়ের সাথে একাত্ম হয়ে প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন তথ্য সম্প্রসারণে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যেমন রেডিও (বেতার)[২], টিভি[৩], ইন্টারনেট এবং প্রিন্টিং মিডিয়া যেমন- বিভিন্ন সংবাদ পত্র ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি ইসলামী আহকাম, বিধি-বিধান ও ইসলামী ফিক্‌হীর সম্প্রসারণ ও প্রচারে এ সমস্ত আধুনিক মিডিয়া বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সমস্ত মিডিয়াগুলো বিভিন্ন সময় ইসলামী আহকামগুলো প্রচার করে আসছে। ফিক্‌হ চর্চায় এ পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলোর অবদান তুলে ধরা হল।

---

১. বাংলাদেশ তার তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা সমূহ যথা- বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফিল্ম-আর্কাইভ, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ও চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত সরকারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে।

২. বেতার হল তার ব্যতীত যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এতে তড়িৎ তরঙ্গ ব্যবহার করে তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণ করা হয়।উনবিংশ শতাব্দির শেষপ্রান্তে অনেক দেশের বিজ্ঞানি প্রায় একই সময়ে বেতার আবিষ্কার করলেও গুগলিয়েলমো মার্কনিকেই বেতার বেতারের আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়। পূর্বে শুধু রেডিওতে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বেতার প্রযুক্তির ব্যবহার চলছে সর্বত্র। রেডিও (বেতার), টেলিভিমন (দূরদর্শন), মোবাইল ফোন, ইত্যঅদিসহ তারবিহীন যে কোন যোগাযোগের মূলনীতিই হল বেতার । বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে মহাকাশ পর্যবেক্ষনে ব্যবহৃত হয় বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা রেডিও টেলিস্কোপ। [https://bn.wikipedia.org /wiki/বেতার]

৩. টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র যা থেকে একই সঙ্গে ছবি দেখা যায় এবং শব্দও শোনা যায়। টেলিভিশন শব্দটি ইংরেজি থেকে এসেছে। মূলত প্রাচীন গ্রিক শব্দ *tele* (τ□λε) অর্থ দূর, এবং লাতিন শব্দ "Vision" অর্থ দর্শন মিলেয়ে তৈরি হয়েছে টেলিভিশন। টেলিভিশন কে কখনও বাংলায় দূরদর্শন যন্ত্র বলা হয়। ১৮৬২ খ্রি. তাঁরের মাধ্যমে প্রথম স্থির ছবি পাঠানো সম্ভব হয়। এরপর ১৮৭৩ খ্রি. বিজ্ঞানী মে এবং স্মিথ ইলেক্ট্রনিক সিগন্যালের মাধ্যমে ছবি পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড ১৯২৩ খ্রি. প্রথম টেলিভিশন ছবি দূরে পাঠাতে সক্ষম হন। টেলিভিশন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চালু হয় ১৯৪০ খ্রি.।[http://bn.wikipedia.org/wiki/টেলিভিশন]

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ চর্চায় পত্র-পত্রিকা

ফিকহ চর্চা তথা ইসলামী বিধি-বিধান সম্প্রসারণে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার মধ্যে রয়েছে ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকা। এগুলোতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিরোনামে ইসলাম আহকাম, তাহজীব তমুদ্দুন প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ মিডিয়া ব্যপক উন্নতি লাভ করেছে। আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা সাময়িকীর সংখ্যা ছিল দৈনিক পত্রিকা ৪২ টি, সাপ্তাহিক পত্রিকা ১১৩ টি, অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা-১১টি, পাক্ষিক পত্রিকা-৪ টি, মাসিক পত্রিকা-২২০ টি, দ্বি-মাসিক পত্রিকা-১২টি, ত্রৈমাসিক পত্রিকা-৫৫, ষান্মাষিক পত্রিকা-১১টি, বার্ষিক পত্রিকা-৪টি, অন্যান্য পত্রিকা-৩৮টি এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ১১টি পত্রিকা ইসলামী চেতনার আলোকে প্রকাশিত হয়েছে।[৪] সর্বশেষ ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি জেলায় দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা সহসব জেলার পুরোপুরি হিসাব না পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রায় ১৮০০ পত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে।[৫] তবে দেশের মিডিয়া তালিকাভূক্ত পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান ৪৬৩ টি।[৬] এ সমস্ত পত্রিকায় বিভিন্ন সময় ইসলামী ফিক্‌হ নিয়ে মাসআলা-মাসায়েল প্রকাশিত হয়। যেমন মাহে রমজান এর সময় রোযার বিভিন্ন মাসআলা, এ সম্পর্কিত বিধি বিধান, তেমনি ইসলামী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে বিভিন্ন ইসলামী প্রবন্ধ, ইসলামী শরয়ী নির্দেশনা এ পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাগুলো হল:

ক)/ বার্ষিক/ত্রৈমাসিক/মাসিক পত্রিকা

ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক অনেক পত্রিকা, ম্যাগাজিন রয়েছে যেগুলোতে বিভিন্ন সময় ইসলামী বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা হয়। বাংলাদেশে মিডিয়াভূক্ত অনেক মাসিক পত্রিকা রয়েছে যার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল[৭]:

---

৪. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৭২-১৯৮৮ খ্রি.),ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২,পৃ.১৩-১৬

৫. ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাব ও তথ্য অদিদপ্তরের সূত্র মতে।

৬. ১২/০৪/২০১২ তারিখের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা) স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে মিডিয়া তালিকা
ভূক্ত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। তা হল:

ক্রমিক নং	বিবরণী	ঢাকা	মফস্বল	সর্বমোট
১.	দৈনিক পত্রিকা	১১৩	১৯৮	৩১১
২.	সাপ্তাহিক পত্রিকা	৬৩	৪৪	১০৭
৩.	পাক্ষিক পত্রিকা	১১	৪	১৫
৪.	মাসিক পত্রিকা	২৫	৩	১৫
৫.	ত্রৈমাসিক	০১	০০	০১
৬.	ষান্মাসিক	০০	০১	০১
	মোট=	২১৩	২৫০	৪৬৩

সূত্র: http://www.bdpressinform.org/list of print midea

৭. http://www.bdpressinform.org/list of print midea

Dhaka University Institutional Repository

মিডিয়া তালিকভূক্ত ষাম্মাসিক পত্রিকার নাম ও প্রচার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা
০১.	ষান্মাসিক অঞ্জলি লহ মোর (নওগাঁ)	১,২৫০

মিডিয়া তালিকাভূক্ত ত্রৈ-মাসিক পত্রিকার নাম ও প্রচার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা
০১.	ত্রৈমাসিক চয়ন	১,০৫০

ঢাকা ও মফস্বলের মিডিয়া তালিকাভূক্ত মাসিক পত্রিকার নাম ও প্রচার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা
০১.	মাসিক আত্মার বাণী	১,১৭০
০২.	" মদিনা	৩০,১৪০
০৩.	" পৃথিবী	১৪,০২০
০৪.	" প্রতিফলন	১,০৫০
০৫.	" কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	২,০১২
০৬.	" অবাক পৃথিবী	১,০০৫
০৭.	" লক্ষীপুর বার্তা	২,৫১০
০৮.	" দারুসসালাম	১,০৫০
০৯.	" আপনার স্বাস্থ্য	১,০০৫
১০.	" ইছামতি বাণী	১,০৭০
১১.	" চন্দ্রপাড়া	১,৮৯২
১২.	" আইন বার্তা	১,০০৫
১৩.	" বাণিজ্য বিচিত্রা	২,০১৪
১৪.	" মনোজগৎ	৬,১৭০
১৫.	" নিরীক্ষা	১,০২৪
১৬.	" আল বাইয়্যিনাত	২,৫১০
১৭.	" সত্যপ্রবাহ	২,৭৬০
১৮.	"ইকনমিক অবজারভার	১,০২৫
১৯.	" রাজস্ব	১,০১৮
২০.	" বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট	১,০২৭
২১.	" বাংলার মেইল	১,০২২
২২.	" সরগম	১,০২০
২৩.	" রাহমানী পয়গাম	১,০২০
২৪.	" পোল্ট্রি খামার বিচিত্রা	২,২৫০
২৫.	" অগ্রদূত	১,৫১০
২৬.	" আলোক ধারা (চট্টগ্রাম)	১,১১৫
২৭.	" জয়ভেরী (কুমিল্লা)	১,০০৬
২৮.	" গ্রামীণ খবর (নরসিংদী)	১,০২০

উপরে উল্লিখিত বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক পত্রিকা ছাড়াও অনেক পত্রিকা রয়েছে যেগুলো এ তালিকায় উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোই ইসলামী ফিক্হ চর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। উপরের তালিকায় অবশ্য সব পত্রিকায় ফিক্হ চর্চার উপর প্রবন্ধ নিবন্ধ রচিত হয়না কিছু কিছু পত্রিকায় ইসলামী আহকাম, তাহজীব তমুদ্দনের উপর লেখা প্রকাশিত হয় । তুবও মিডিয়াভূক্ত এ সব পত্রিকার নাম উল্লেখ করা হল।

নিম্নে কিছু মাসিক পত্রিকার উল্লেখ করা হল যেগুলোতে সাধারণত ইসলামী ফিক্হর উপর ব্যাপক নিবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা একটি গবেষণা ধর্মী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এটি তিন মাস পরপর প্রকাশিত হয়। এ ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৬১ খ্রি. এপ্রিল-জুন মাসে ইসলামিক একাডেমিক পত্রিকা নামে প্রথম ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ খ্রি. 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' নামে এপ্রিল-জুন সংখ্যা এর প্রকাশনা শুরু হয়। অবশ্য ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার প্রকাশনার সংখ্যার ক্রমধারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার নামকরণের সময়ও বজায় রাখা হয়।[৮] এ পত্রিকার ১ম থেকে যারা নিয়মিত লেখক ছিলেন তাঁরা হলেন ড. মুহাম্মাদ শহীদুলক্ষাহ, ড. সিরাজুল হক, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. নুরুল হুদা, ড. হাবিবুল্লাহ, অধ্যক্ষ আবদুল হাই, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক নুরুল মোমেন, আনিসুজ্জামান, কবি বাবদুল কাদির , প্রাবন্ধিক আবদুল মওদুদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ২০০০ খ্রি. পত্রিকাটি তার গৌরবের চল্লিশ বছর অতিক্রম করেছে। বর্ষ অনুযায়ী ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা নামে ১২ বছরে ৪০ টি সংখ্যা এরপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা নামে ৮০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ এ পর্যন্ত ১২০ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। [৯] ২০১২ সালে এটি বায়ান্ন বছর অতিক্রম করছে। বিগত বছরগুলোতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকাটি ৫ টি বিশেষ সংখ্যা প্রচার করেছে । এগুলো হলো:

১ সীরাত সংখ্যা (জানুয়ারী-জুন,১৯৮৩)

২। বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা অক্টোবর- ডিসেম্বর,১৯৮৩)

৩। মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা (এপ্রিল-জুন,১৯৮৪ খ্রি.)

৪। মানবাধিকার সংখ্যা (এপ্রিল]-জুন;১৯৮৯ খ্রি. ও অক্টোবর-ডিসেম্বর; ডিসেম্বর:১৯৯০) সালে প্রকাশিত হয়।

৫। ৪০ বছর পুর্তি সংখ্যা, ৪র্থ সংখ্যা (এপ্রিল-জুন; ১৯৮৯ খ্রি. ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯০) সালে প্রকাশিত হয়।

বিশ্ব মুসলিম সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৩ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের অবস্থা নিয়ে মূল্যবান অনেকগুলো প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । এ সংখ্যার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরাফ বলেন:"If therefore , incumbent on the part of the Muslmims to know first of all the real principles of islam and then to see how far these have been realized in the body politics of the muslims."[১০]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকে আল্লাহ তা'আলা, কুরআন মাজীদ, ওহী ও ঈমান, মহানবী (সা.) এর জীবনী, হাদীছ শরীফ, সাহাবায়ে কিরাম, ইসলাম, ধর্মতত্ত্ব, ইজতিহাদ, ইজমা, কিয়াস, আইন, মানবাধিকার, ইসলামী দর্শন, সংস্কার আন্দোলন, আধ্যাত্মিকতা জীবন ও ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান, নারী, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্ব, মুসলিম বিশ্ব, বাংলাদেশে ইসলাম, আরবী ভাষা ও সাহিত্য , গবেষণা-প্রকাশনা, পত্রলিপি, শিলালিপি,ভ্রমন ইত্যাদি বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও বিশিষ্ট আইন

---

[৮]. ড.আ,ই,ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫ পৃ.৩৭০

[৯]. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪০ বর্ষ ,৪র্থ সংখ্যা,২০০১

[১০]. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, প্রাগুক্ত, অথবা, ড. আ,ই.ম.নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোকে ইসলামের সার্বিক দিকের একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে।[১১] এ পত্রিকাটি ইসলামী ফিক্‌হ প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ঠ অবদান রাখছে।

২. আহলে হাদিস

আহলে হাদীস একটি মাসিক পত্রিকা। আহলে আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক মোহাম্মাদী কলকাতা থেকে ১৯০১ খ্রি. মৌলবি আব্বাস আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। অত:পর ১৯১৫খ্রি. 'আনঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাঙ্গালা ও আসাম' সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে আহলে হাদীস মাসিক পত্রিকারূপে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পরিণত হয় এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সময় বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আঞ্জুমানের মুখপত্র হিসেবে ১৯৫১ সালে মাসিক তাবলীগ প্রকাশিত হয়, যা ১৯৫৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘকাল পওে ১৯৭২ সালের অক্টোবর থেকে পত্রিকাটি আবার 'আহলে হাদীস' নামে মাসিকপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচেছ। শিরক ও বিদ'আত দূরীকরণে এবং মুসলমানদের কুরআন ও সহী হাদীসের আলোকে জীবন গঠনে উদ্ধুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আহলে হাদীস পত্রিকাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. মাসিক মদীনা

মাসিক মদীনা এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহীউদ্দিন খান। ইসলামী পত্রিকাসমূহের মধ্যে এটি একটি অন্যতম পত্রিকা। ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এ পত্রিকায় নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। এখানে ইসলামী কৃষ্টি কালচার, 'ইলমি ফিক্‌হ, মাসলা-মাসায়েল প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়। বিদেশী বহু লেখকের অনুবাদ এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. আল ইখলাছ

আল ইখলাছ এটি একটি ইসলামিক মাসিক পত্রিকা। আনজুমানে ওলামায়ে বাংলার মুখপাত্র হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। মাওলানা আকরাম খাঁ প্রথমদিকে এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এ পত্রিকায় মোহাম্মাদ শহীদুলণ্যাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা মনির³জ্জামান ইসলামাবাদী , আবদুল মালিক চৌধুরী, কাজী এমদাদুল হক, শাহাদাত হোসেন, আবুল মনসুর আহমাদ প্রমুখের বাংলা সাহিত্য, ইসলামী দর্শন, 'ইলমি ফিক্‌হ, ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির উপর মূল্যবান গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়।

৫. তাবলীগ

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৫০ খ্রি. থেকে পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.)। পদাধিকার বলে ছারছীনা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাফসীরে নেছারী শীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এছাড়া ফাতওয়ায়ে দারুচ্ছুন্নাত নামে একটি বিভাগ দেশের মুসলমানদের দৈনন্দিন নানা সমস্যার সমাধান প্রদান করছে। গবেষণা প্রবন্ধ/নিবন্ধ ছাড়াও ইসলামী শিক্ষা তথা আরবী শিক্ষার উপর মূল্যবান কলামও লেখা প্রকাশিত হয়।

---

[১১]. ড. আ,ই.ম.নেছার উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৬. মাসিক রহমত

মাসিক রহমত পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা মোহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.)। এটি লালবাগ মাদ্রাসা থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্‌হ, দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ মাসলা-মাসায়েলসহ নানাবিধ ইসলামিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

৭. মাসিক আলকাউসার

মাসিক আলকাউসার' পত্রিকাটি গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া', ঢাকা এর মুখপত্র। এটি ইসলামী তাহজীব, তমুদ্দুন তথা ইসলামী ফিক্‌হ সম্প্রসারণের মহান লক্ষ্য নিয়ে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫খ্রি. মিরপুর, ঢাকায় এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর উপদেষ্টা হিসেবে হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন মাওলানা আবদুল মালেক। এ পত্রিকাটির কার্যালয় ৩০/১৩,পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬ -এ অবস্থিত। গত যিলহজ্জ, ১৪৩০ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর,২০০৯ খ্রি.এ পত্রিকাটি ওয়েব সংস্করণ চালু হয়েছে।[১২] এটির ওয়েব এড্রেস হল- http://www.alkawsar.com. আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে এটির ইংরেজির ভার্সন চালু করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ পত্রিকাটিতে বিখ্যাত মুফতী, 'প্রথিতযশা 'আলিমদের লেখনী, প্রবন্ধ, ফতুয়া প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিখ্যাত আলিমদের মধ্যে রয়েছে মুফতী মুহাম্মাদ রফী উছমানী, হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী, হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী, মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল মালেক প্রমুখ। এ পত্রিকায় বিভিন্ন ইসলামিক প্রবন্ধ, মাসলা মাসায়েলা, সমকালীন যুগ জিজ্ঞাসার জবাব প্রভৃতি নিয়ে লেখা হয়।

৮. দ্বীন-দুনিয়া

"দ্বীন-দুনিয়া" একটি মাসিক ইসলামী পত্রিকা। এটি ১৯৮০ খ্রি. থেকে অদ্যাবধি বায়তুশ শরফ, চট্রগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিখ্যাত 'আলিম, সমাজ সংস্কারক, আধ্যাত্মিক নেতা পীর মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার। এটি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স এর মূখপাত্র হিসেবে বিবেচিত । এ পত্রিকাটি ১৯৮০ খ্রি. থেকে ইসলামী মাসলা-মাসায়েলা, তাহজীব তমুদ্দুন, নীতি -নৈতিকতার উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে।

৯. মাসিক হেফাজতে ইসলাম

বর্তমানে মিডিয়ার যুগে বিপন্ন মানবতা ও ইসলামের স্বপক্ষে কথা বলার বলিষ্ঠ মুখপাত্র হিসেবে ব্যাপক অবদান রাখছে 'মাসিক হেফাজতে ইসলাম'। কুতবে দাওরান হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর সুযোগ্য শিষ্য হযরত মাওলানা শায়খ লুৎফুর রহমান (আলম) বর্ণভী (র.) এর বুকে ধারণকৃত লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন হিসেবে ধর্ম ও তাহযীব তামুদ্দুন বিষয়ক এ পত্রিকাটি শ্রাবন ১৩৮১ থেকে হযরত মাওলানা শায়েখ আবদুর রহব ইসামতি ও পরবর্তীতে মোমেনশাহীর মাওঃ আবদুল গফুর সাহেবের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশনা শুরু হয়। এভাবে কিছু কাল চলতে থাকলে পাঠক ও গ্রাহকবৃন্দের আগ্রহে প্রকাশনার যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে হযরত মাদানী (র.) এর নামানুসারে 'মদনী প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রেস থেকে মাসিক হেফাজতে ইসলাম পত্রিকাটি

---

[১২]. সাক্ষাতকার, মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ, সহ সম্পাদক, মাসিক আল কাওসার পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন নিয়মিত চলার পর দিন দিন পাঠক চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতপর পত্রিকাটি জুন ১৯৮৩ খ্রি. থেকে মাওলানা আবদুস সালাম চৌধুরী ও পরবর্তীকালে মাওলানা আবদাল হোসেন খানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। পরবর্তীতে ইউকের ভক্তদের বিশেষ সহযোগিতায় মাসিক হেফাজতে ইসলাম মার্চ ২০০৪ খ্রি. থেকে মাসিক পত্রিকাটি এখন থেকে নিয়মিতভাবে জামেয়া লুৎফিয়া থেকে প্রকাশিত হচেছ।[১৩]

১০. মাসিক আত্তাহরিক

মাসিক আত্তাহরিক পত্রিকাটি 'আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ' সংগঠনের একটি মাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকাটি রাজশাহী থেকে ১৯৯৭ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি ষোলতম বর্ষে পদার্পন করেছে। এ পত্রিকার সভাপতির প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিক এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. মুহাম্মাদ ছাখাওয়াত হোসেন। এ পত্রিকাটি একটি ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা। এ পত্রিকাটিতে ফিক্হী বিষয়ক বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর সম্বলিত একটি কলাম আছে। যেখান থেকে অনেক ফিক্হী মাসআলা জানা যায়।[১৪]

১১. তাওহীদের ডাক[১৫]

মাসিক তাওহীদের ডাক পত্রিকাটি 'আহলে হাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ' সংগঠনের একটি মাসিক পত্রিকা। এটি ২০১৩ সালের মে-জুন মাসের ১২তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম এবং সম্পাদক: মুযাফফর বিন মুহসিন।এ পত্রিকার মূল কার্যালয় হল আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,রাজশাহী । এ পত্রিকাটিতেও ফিক্হী বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মাসআলা মাসায়েল প্রকাশিত হয়।

১২. মাসিক পৃথিবী[১৬]

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'মাসিক পৃথিবী' একটি অন্যতম ইসলামিক মাসিক ম্যাগাজিন। এটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।এটির অনুবাদক হলেন এ.কে.এমন নাজির আহমদ। এর ভিতরে কুরআন, হাদীস এবং ফিক্হ বিষয়ক বিভিন্নি মাসআলা প্রকাশিত হয়ে আসছে। কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হয়। অনেক সময় প্রকাশিত মাসআলাগুলো প্রশ্নোত্তর এর আলোকে প্রকাশিত হয়।

---

১৩. http://www.qawmee.com/ জামিয়া-লুৎফিয়া-আনওয়ার.html/

১৪. http://www.at-tahreek.com

১৫. www.at-tahreek.com/tawheederdak

১৬. http://www.bicdhaka.com/

Dhaka University Institutional Repository

খ) সাপ্তাহিক পত্রিকা

কিছু কিছু পত্রিকা রয়েছে যেগুলো সাপ্তাহিক। এগুলোর মধ্যে কিছু পত্রিকা ইসলামী ফিক্‌হ তথা মাসআলা-মাসায়েল প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মিডিয়াভূক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম ও প্রচার সংখ্যার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা
১।	সাপ্তাহিক রোববার	১৭,৫১২
২।	" চিত্র বাংলা	১৬,৮৫০
৩।	" সোনার বাংলা	১৬,৫০০
৪।	" হলিডে	১৩,৯৫০
৫।	" ঢাকা কোরিয়ার	১২,১০০
৬।	" সাঃ ২০০০	১১,০৫০
৭।	" বিচিত্রা	১০,০২০
৮।	" শীর্ষ কাগজ	১০,৩৫০
৯।	" বর্তমান দিনকাল	৯,৫১০
১০।	" আজকের সূর্যোদয়	৮,০২৫
১১।	" প্রতিবেশী	৭,৫১০
১২।	" ইকনোমিক টাইমস	৬,৫২০
১৩।	" প্রতিযুগ	৬,৫০৪
১৪।	" চাকুরীর খবর	৬,১০৫
১৫।	" স্পষ্ট কথা	৫,৮২০
১৬।	" বেগম	৫,৫০৮
১৭।	" মুসলিম জাহান	৫,০০২
১৮।	" দেওয়ানবাগ	৩,০৫০
১৯।	" উদয়ের পথে	৩,১১০
২০।	" একুশে	৩,১৫০
২১।	" পেনসিল	৩,০১৫
২২।	" আপাতত	৩,০০৫
২৩।	" অর্থ বাণিজ্য	৩,০০১
২৪।	" সভ্যতা	৩,০০২
২৫।	" দি ম্যাসেজ	৩,০০২
২৬।	" বিন্দু থেকে বৃত্ত	৩,০০২
২৭।	" অর্থ নৈতিক পরিক্রমা	৩,০০২
২৮।	" সুসময়	৩,০০৩
২৯।	" সত্যকণ্ঠ	৩,০১০
৩০।	" এদিন	৩,০৪৫
৩১।	" তথ্য বাণী	৩,০১০
৩২।	" দেশ মাতৃকা	৩,০০১
৩৩।	" দেশপত্র	৩,০২০
৩৪।	" যুব কণ্ঠ	৩,০১৫
৩৫।	" নতুন বাংলা	৩,০০২
৩৬।	" কাবেরী	৩,০১০
৩৭।	" অগ্রযাত্রা	৩,০৭০
৩৮।	" আইন সমাজ	৩,০০৫
৩৯।	" দেশচিন্তা	৩,০১০
৪০।	" আজকের নিবেদন	৩,০১৮
৪১।	" একতা	৩,০১৫
৪২।	" নিয়োগ	৩,০৪৫
৪৩।	" ঢাকা মিডিয়া	৩,০২৫
৪৪।	" বর্তমান সংলাপ	৩,০০২
৪৫।	" কুশল	৩,০১২
৪৬।	" পাঞ্জেরী	৩,০১৫
৪৭।	" রহস্য জগৎ	৩,০১৫
৪৮।	সাপ্তাহিক সিটিজেন	৩,০৩০
৪৯।	" অপরাধ বিচিত্রা	৩,০১৮
৫০।	" বাংলার একুশ	৩,১৭৫
৫১।	" চূড়ান্ত রিপোর্ট	৩,০৮৫
৫২।	" তথ্য প্রযুক্তি	৩,০১৫
৫৩।	" চিরন্তন	৩,০১০
৫৪।	" আইন পক্ষ	৩,০২২
৫৫।	" প্যানোরমা	৩,০১০
৫৬।	" স্বদেশ খবর	৩,০০১
৫৭।	" অন্যায়ের প্রতিবাদ	৩,১১৫
৫৮।	" রক্তিম সূর্য	৩,০১৮
৫৯।	" নতুন কথা	৩,০০৫
৬০।	" গোর্কি পত্রিকা	৩,১৫০
৬১।	" শারদীয়া	৩,০০১
৬২।	" সত্য সমাচার	৩,০১০
৬৩।	" নয়া অর্থনীতি	৩,০০৫

Dhaka University Institutional Repository

মফস্বলের মিডিয়া তালিকাভূক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম ও প্রচার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	জেলার নাম	প্রচার সংখ্যা
০১.	সাপ্তাহিক ইসতেহাদ	চট্টগ্রাম	২,০৩০
০২.	" চট্টলা	"	৫,৫৬০
০৩.	" বরগুনা	বরগুনা	১,০৩০
০৪.	" নাটোর বার্তা	নাটোর	১,০০৫
০৫.	" খুলনার বাণী	খুলনা	১,২৫০
০৬.	" লাকসাম বার্তা	কুমিল্লা	৩,৮২৫
০৭.	" বাংলা বার্তা	"	৩,৫০০
০৮.	" টেলিফোন	"	১,০০৫
০৯.	" অপরাধ সংবাদ	"	১,০০৫
১০.	" নতুন পত্র	"	১,৫০৫
১১.	" আলোর দিশারী	"	১,০১০
১২.	" জাতীয় বাংলাদেশ	নোয়াখালী	১,০০৫
১৩.	" হাজারিকা	ফেনী	২,৫১৪
১৪.	" হকার্স	"	১,৫০২
১৫	" জাতীয় বার্তা	"	১,০৫৬
১৬	" ফেনী বার্তা	"	১,৫১৫
১৭.	" দামামা	লক্ষীপুর	১,০০৫
১৮.	" নরসিংদীর খবর	নরসিংদী	২,৫২০
১৯.	" খোরাক	"	১,০০৫
২০.	" নরসিংদীর কথা	"	১,১০৫
২১.	" আবাবিল	মানিকগঞ্জ	১,০০৫
২২.	" সুবাণী	গাজীপুর	১,০৬৫
২৩.	" জামালপুর সংবাদ	জামালপুর	১,০০৫
২৪.	" আল মিনার	ময়মনসিংহ	১,০০৫
২৫.	" আলাপসিংহ	"	১০৫০
২৬.	" আল হেলাল	ফরিদপুর	১,০০৫
২৭.	" আজকের শেরপুর	বগুড়া	২,০০৫
২৮.	" রাজবাড়ী কণ্ঠ	রাজবাড়ী	১,০০৫
২৯.	" সাহসী সময়	"	১,০০৫
৩০.	" অনুসন্ধান	"	১,০০৫
৩১.	" পিরোজপুরের খবর	পিরোজপুর	১,০০৫
৩২.	" দখিন বার্তা	বাগেরহাট	১,০০৫
৩৩.	" ইস্পাত	কুষ্টিয়া	১,৫১০
৩৪.	" তথ্য কথা	কুড়িগ্রাম	১,০০৫
৩৫.	সাপ্তাহিক দশকাহনীয়া	শেরপুর	১,০০৫
৩৬.	" শেরপুর	"	১,০০৫
৩৭.	" নির্বাণ	ঝিনাইদহ	১,০০৫
৩৮.	" সীমান্ত বাণী	"	১,০০৫
৩৯	" চুয়াডাংগা দর্পন	চুয়াডাংগা	১,০০৫
৪০	" আলাপন	নীলফামারী	১,০০৫
৪১.	সাপ্তাহিক দাগ	"	১,১১০
৪২.	" তরফ বার্তা	হবিগঞ্জ	১,২০০
৪৩.	" জীবন বার্তা	সিরাজগঞ্জ	২,৫৫০
৪৪.	" প্রতিচ্ছবি	বি-বাড়িয়া	১,০১০

গ) পাক্ষিক পত্রিকার তালিকা

ঢাকা ও মফস্বলের মিডিয়া তালিকাভূক্ত পাক্ষিক পত্রিকার নাম ও প্রচার সংখ্যা

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা
০১.	পাক্ষিক অনন্যা	৮,৬৪০
০২.	" ফিন্যান্সিয়াল নিউজ	৩,০১২
০৩.	" ক্রীড়ালোক	১৮,৫৩২
০৪.	" কৃষি বিপ্লব	৫,৭৩০
০৫.	" আনন্দ ধারা	৮,১৪০
০৬.	" ব্যাংক বীমা	৩,০১৭
০৭.	" আনন্দ ভুবন	৮,৮৮০
০৮.	" দি স্পোকস ম্যান	৩,০০৫
০৯.	" আনন্দ নগর	৩,০০৫
১০.	" অন্যদিন	৭,৯৫০
১১.	" মানবাধিকার	৩,০০১
১২.	" সচিত্র মহিলা (চট্টগ্রাম)	২,০২৫
১৩.	" তাবলীগ (পিরোজপুর)	২,০৩৫
১৪.	" মেহেদী (কক্সবাজার)	১,০৫০
১৫.	" কচুয়া বার্তা (কুমিল্লা)	১,০৫০

ঘ) দৈনিক পত্রিকাসমুহ

কিছু কিছু জাতীয় দৈনিক পত্রিকা রয়েছে যেগুলোতে সাপ্তাহিক যে কোন একদিন অথবা ২দিন বিভিন্ন শিরোনামে ইসলামী বিষয় নিয়ে বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

১. দৈনিক ইনকিলাব

বহুল প্রচারিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এএম এম বাহাউদ্দীন। ইনকিলাব এন্টারপ্রাইজ এন্ড পাবলিকশেন্স লি: ২/১, আর.কে.মিশন রোড, ঢাকা- ১২০৩ এ অবস্থিত। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন ইসলামী দর্শন, ফিক্হ, তাহজীব তমুদ্দন, সমকালীন মাসআলা- মাসায়েল প্রকাশিত হয়ে হয়।

২. দৈনিক নয়া দিগন্ত

দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকাটি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আলমগীর মহিউদ্দীন এবং প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করেন শামসুল হুদা। এটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ১৬৭/২-ই, সার্কুলার রোড, ইডেন কমপে-ক্স, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। এর মালিকানায় রয়েছে দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশন । এখানেও প্রায়ই ইসলামী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. দৈনিক প্রথম আলো

১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর এ দৈনিক পত্রিকাটি[১৭] প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে রেমন ম্যাগসেস্াই পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ মতিউর রহমান এ পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি এ পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পত্রিকাটি সামাজিক সংকেত হিসেবে প্রথমে যে শ্লোগাণটি আপ্ত করে তা হলো "যা কিছু ভালো তার সঙ্গে প্রথম আলো"। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তা পরিবর্তন করে "বদলে যাও , বদলে দাও" শ্লোগানটি গ্রহণ করা হয়। এ পত্রিকাটিতে মাঝে মাঝে ইসলামী ফিক্হ বিষয় রচনা প্রকাশিত হয়।

৪. আমার দেশ

আমার দেশ পত্রিকাটি ঢাকা থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি অন্যতম দৈনিক পত্রিকা। এ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মাহমুদুর রহমান এবং প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আলহাজ্ব মোঃ হাসমত আলী । আমার দেশ পাবলিকেশন্স লিঃ ৪৪৬/সি ও ৪৪৬/ডি তেজগাঁও শিল্প এলাকায়, ঢাকা-১২০৮ এবং বার্তা সম্পাদকীয় ও বাণিজ্য বিভাগটি বিসিইসি ভবন, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরাণ বাজার, ঢাকা-১২১৫- এ অবস্থিত। এ পত্রিকাটিতে 'ধর্ম ও জীবন' শিরোনামে ইসলামী জীবন বিধান, ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী মণীষীদের জীবনীসহ ইসলামী ফিক্হ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়।

---

[১৭]. এ পত্রিকাটি "ব্রড শিট" আকারে মুদ্রিত হয়। বাদামী নিউজপ্রিন্ট কাগজ ব্যবহার করা হয়। কলামের সংখ্যা ৮ এবং পত্রিকাটি চার রং-এ মুদ্রিত হয়। নিয়মিত সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠা । সপ্তাহে চারদিন মূল ব্রডশিট পত্রিকার সঙ্গে ম্যাগাজির প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং ইয়ার মোহাম্মাদ খান ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। তখন তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া (মৃত:১৯৬৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠাতাদের নাম পরিবর্তন করে নিজেকে এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বর্তমানে এ পত্রিকার সম্পাদক আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু এবং প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মুহিবুল আহসান শাওন। এটির প্রধান কার্যালয় ৪০, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২০৫; কাজলারপার ডেমরা, ঢাকা-১২৩২ এ অবস্থিত।

৬. দৈনিক যামানা/দৈনিক সেবক/দৈনিক মোহাম্মাদী

১৯২০ খ্রি. দৈনিক যমানা' নামে একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশিত হয় এতেও বিভিন্ন মনীষী ও ইসলামী চিন্তবিদগণের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯২২-২৩ খ্রি. 'দৈনিক সেবক ও দৈনিক মোহাম্মাদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে মাওলানা আকরাম খাঁ সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৮] এখানে ইসলামের বিভিন্ন দিক তথা 'ইলমি ফিক্‌হ সম্পর্কে মাঝে মাঝে নিবন্ধন ছাপা হত।

৭. দৈনিক আজাদ পত্রিকা

দৈনিক আজাদ পত্রিকা একটি দৈনিক পত্রিকা। এটি ১৯৩৬ খ্রি.৩১ অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয়। মাওলানা আকরাম খাঁ সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘ ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এটি তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৯]

৮. দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা[২০]

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা। এ পত্রিকাটিকে বাংলাদেশ জাম'আতে ইসলামীর মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকাটির মালিক হল বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি: এবং এর সম্পাদক হলেন আবুল আসাদ যিনি সাইমুম সিরিজ এরও লেখক। এর প্রধানকার্যালয় বড় মগবাজার, ঢাকা।এ পত্রিকাটি বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের সাথে সাথে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিষয়সমূহ প্রকাশ করে। এখানে বিভিন্ন ইসলামী প্রবন্ধ মালা, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়ে আসছে।

এ ছাড়াও বাংলাদেশে মিডিয়া ভূক্ত অনেক পত্রিকা রয়েছে যেগুলোতে মাঝে মাঝে ইসলামী ফিক্‌হ প্রচারিত হয়। আবার কিছু কিছু পত্রিকাতে কিছুই প্রকাশ হয়না। বাংলাদেশ মিডিয়াভূক্ত এ সমস্ত দৈনিকের একটি তালিকা দেয়া হল:

---

[১৮]. ড. আ.ই.ম.নেছার উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৬

[১৯]. ড. আবুল কালাম মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ, বাঙ্গালী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা আকরাম খাঁর অবদান, পিএইচডি. থিসিস, ঢাকা: ১৯৯৭ খ্রি.,পৃ.৪০-৪৪

[২০]. এ পত্রিকার অফিসিয়াল ওয়েব সাইট http://www.dailysangram.com

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মিডিয়াভূক্ত দৈনিক পত্রিকার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ[২১]

ক্র.	পত্রিকার নাম	সম্পাদকের/ চেয়ারম্যানের নাম	অফিসের ঠিকানা	মোবাইল
১.	দৈনিক প্রথম আলো	জনাব মতিউর রহমান	সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ফোন:৮১১৫৩০৭-১০,	
২.	দৈনিক যুগান্তর	মিজ সালমা ইসলাম এমপি	১২/৭, উত্তর কমলাপুর, ঢাকা। ফোন:৭১৯৪৭০১-৫,৭১৯৪০০৪-৫,	০১৮১৯১৪১৫১৩ ০১৯১৩৩৯৯৩৩৩
৩.	দৈনিক সমকাল	জনাব গোলাম সারওয়ার	১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। ফোন : ৯৮৮৯৮২১, ৯৮৮৮৭০৫,	০১৭১৩০০২০৯২
৪.	দৈনিক ইত্তেফাক	জনাব আনোয়ার হোসেন	৪০, কারওয়ান বাজার (১০ম তলা) ঢাকা-১২১৫।ফোন:৭৫৫৪৯৬০	০১৭১১৫৬৩৩৬৬
৫.	দৈনিক আমাদের অর্থনীতি	জনাব নাঈমুল ইসলাম খান	৬৫ময়মনসিংহ লেন, ৭ম তলা বাংলা মটর মোড়, ঢাকা।ফোন: ৯৬৬৯১০৭	০১৭১১৫২২৪৯৫
৬.	দৈনিক কালের কণ্ঠ	জনাব ইমদাদুল হক মিলন	বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। ফোন০২৮৪০২৩৭২-৭৫,	০১৭১২৯১১২৬০
৭.	দৈনিক ইনকিলাব	জনাব এ এম এম বাহাউদ্দিন	২/১, আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ফোন: ৭১২২৭৭১	০১৭১১৫২৫৯৪৬
৮.	দৈনিক জনকণ্ঠ	জনাব মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ খান মাসুদ	জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯,	০১৭১১৫৬৪৫৮২
৯.	দৈনিক সংবাদ	জনাব আলতামাশ কবির	৩৬, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন: ৯৫৫৭৩৯১, ৯৫৫৮১৪৭	০১৭১১৫৩৫৪১৫
১০	দৈনিক ভোরের কাগজ	জনাব শ্যামল দত্ত	কর্ণফুলী পয়েন্ট (৩য় তলা), ৭০, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন রোড (নিউ সার্কুলার রোড), মালিবাগ, ঢাকা ফোন : ৯৩৬০২৮৫	০১৭১১৫২৬৯২৮
১১.	দৈনিক মানবজমিন	জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী	৪০, কারওয়ান বাজার, জেনিথ টাওয়ার, ঢাকা।ফোন: ৯৬৬১১২২	০১৭১৩০৩৮২৫৭
১২.	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন	জনাব নঈম নিজাম	বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা।	০১৮১৯২৩৯৩৪৪
১৩	দৈনিক যায়যায়দিন	কাজী রুকুনউদ্দীন আহমেদ	এইচআরসি,মিডিয়া ভবন,লাভ রোড, তেজগাঁও ফোন ৮৮৩২২২২-৩২	০১৭১১৪৩৯৮৩৩
১৪	দৈনিক খবর	জনাব মিজানুর রহমান মিজান	২৬০/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। ফোন: ৮৮২২৭২০-৩,	০১৭১৩০৩০৪৪৮
১৫	দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা	জনাব মনজুর এহসান চৌধুরী	২৬৫, তেজগাঁও,শিল্প এলাকা, ঢাকা। ফোন : ৮৮১৩৬০২, ৯৮৯৭৯৯১	
১৬.	দৈনিক সকালের খবর	জনাব রোমো রউফ চৌধুরী	র‌্যাংস টাওয়ার,২৫, কমরেড মনি সিং সড়ক,পুরানাপল্টন,ফোন: ৭১১৭৭৯৯	
১৭	দৈনিক প্রভাত	জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু-চেয়ারম্যান	২৯, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। ফোন ৯৩৪৭৬৯১	০১৭১১৫৩৫০০২
১৮	দৈনিক আল আমীন	আলহাজ্ব মকবুল হোসেন	২৫/২২ শেরশাহ সূরী রোড, মোহাম্মদপুর, ফোন: ৯১১২৮৬৯	০১৮১৭০৩১৭৭৭

[২১]. http://www.bdpressinform.org/list of print media

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মহানগরীর মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার

১২/০৪/২০১২ ইং

ক্র: নং	পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা	বিজ্ঞাপন হার	মন্তব্য
১	বাংলাদেশ প্রতিদিন	৪,৮০,১১০	৪৫০.০০	
২	প্রথম আলো	৪,৩৭,৪৫০	৪৫০.০০	
৩	কালের কণ্ঠ	২,৫০,২৩০	৪৫০.০০	
৪	আমাদের সময়	২,১০,৫৭০	৪৫০.০০	
৫	যুগান্তর	২,০০,০২৫	৪৫০.০০	
৬	সমকাল	১,৪১,২৭০	৪৩০.০০	
৭	ইত্তেফাক	১,৩৫,৩৫০	৪২৪.০০	
৮	জনকণ্ঠ	১,৩৪,১৭০	৪২৩.০০	
৯	ইনকিলাব	১,২৫,২০০	৪১৪.০০	
১০	নয়াদিগন্ত	১,১৫,২০০	৪০৪.০০	
১১	আমার দেশ	১,০৪,৫৯০	৩৯৪.০০	মাহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ১৮/০৮/২০১২ তারিখ পর্যন্ত মিডিয়া তালিকাভুক্তি বহাল রয়েছে।
১২	সকালের খবর	৬০,৫৩০	৩৩৫.৫০	
১৩	ভোরের কাগজ	৫৭,২৫০	৩২৯.৫০	
১৪	মানব জমিন	৫৩,৯৭০	৩২৫.০০	
১৫	যায়যায়দিন	৪৩,১৫০	৩০৫.০০	
১৬	The Daily Star	৪০,৮৬২	৩০১.০০	
১৭	ভোরের ডাক	৩৯,৫৭০	২৯৯.০০	
১৮	ডেসটিনি	৩২,০৫০	২৮৩.০০	
১৯	সংবাদ	৩১,৬৫০	২৮৩.০০	
২০	সংগ্রাম	৩০,০২০	২৭৯.০০	
২১	গণকণ্ঠ	২৯,৯১০	২৭৯.০০	
২২	আজকালের খবর	২৫,৩১০	২৬৪.০০	
২৩	খবর	২০,৭২০	২৫২.০০	
২৪	The Financial Express	২০,২৬০	২৪৯.০০	
২৫	The Independent	২০,১৬০	২৪৯.০০	
২৬	**daily sun**	১৯,৬৭০	২৪৯.০০	
২৭	গণজাগরণ	১৮,৪১৫	২৪৩.০০	
২৮	বাংলাদেশ সময়	১৮,১৪০	২৪৩.০০	
২৯	জনতা	১৫,৯০০	২৩৭.০০	
৩০	দিনকাল	১৫,৬৩০	১১৫.৭০	
৩১	The New Age	১৫,৪৬০	২৩৪.০০	
৩২	বাংলাবাজার পত্রিকা	১৫,১০০	২৩৪.০০	
৩৩	আমাদের অর্থনীতি	১২,২৫০	২২৫.০০	
৩৪	The News Today	১১,২০০	২২২.০০	
৩৫	খবরপত্র	১০,৩৩০	১০৭.৯০	
৩৬	The New Nation	১০,২৫০	২১৯.০০	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ১৯/১২/১০ তারিখ থেকে স্থগিত রয়েছে।
৩৭	The Bangladesh Today	১০,২২০	২১৯.০০	
৩৮	শেয়ার বিজ্ কড়চা	১০,১৬০	১০৭.৯০	
৩৯	শক্তি	১০,১১০	১০৭.৯০	
৪০	অপরাধ কণ্ঠ	৯,০৭০	১০৬.৬০	
৪১	খোলাকাগজ	৮,৫৩০	১০৬.৬০	

Dhaka University Institutional Repository

৪২	নওরোজ	৮,৫২০	১০৬.৬০	
৪৩	প্রথম সূর্যোদয়	৮,০২৫	১০৫.৩০	২৩/০৪/২০১২ পর্যন্ত বাতিল স্থগিত
৪৪	আজকের জীবন	৭,০১০	১০৪.০০	
৪৫	আল-ইহ্সান	৬,৩৬১	১০৪.০০	
৪৬	আজকের প্রত্যাশা	৬,৬১০	২১০.০০	
৪৭	দিনের শেষে	৬,৫৫০	১০৪.০০	
৪৮	কালবেলা	৬,৩৪০	১০৪.০০	
৪৯	আলোর বার্তা	৬,২০০	১০৪.০০	
৫০	রূপালী দেশ	৬,১৩০	১০৪.০০	
৫১	সমাচার	৬,১২৫	১০৪.০০	
৫২	দেশ জনতা	৬,১২০	১০৪.০০	
৫৩	ঢাকা রিপোর্ট	৬,১১০	১০৪.০০	
৫৪	সবুজ দেশ	৬,১০০	১০৪.০০	
৫৫	সোনালী বার্তা	৬,০৮০	১০৪.০০	
৫৬	মুক্ত খবর	৬,১০০	১০৪.০০	
৫৭	**The Muslim Times**	**৬,১০০**	**২১০.০০**	
৫৮	The People	৬,০৯০	১০৪.০০	
৫৯	ঢাকা ডায়লগ	৬,০৮০	১০৪.০০	
৬০	ভোরের আওয়াজ	৬,০৮০	১০৪.০০	
৬১	The Banner	৬,০৮০	১০৪.০০	
৬২	আল আমিন	৬,০৭৫	১০৪.০০	
৬৩	দিনের আলো	৬,০৬০	১০৪.০০	
৬৪	ভোরের কণ্ঠ	৬,০৫০	১০৪.০০	
৬৫	স্বাধীন ভাষা	৬,০৫০	১০৪.০০	
৬৬	বঙ্গজননী	৬,০৫০	১০৪.০০	
৬৭	দৈনিক ঢাকা	৬,০৫০	১০৪.০০	
৬৮	The Daily Earth	৬,০৫০	১০৪.০০	
৬৯	হাজারিকা প্রতিদিন	৬,০৫০	১০৪.০০	
৭০	সকাল বেলা	৬,০৪০	১০৪.০০	
৭১	প্রভাত	৬,০৪০	১০৪.০০	
৭২	নিরপেক্ষ	৬,০৪০	১০৪.০০	
৭৩	The Good Morning	৬,০৪০	১০৪.০০	
৭৪	পথযাত্রা	৬,০৩০	১০৪.০০	
৭৫	দৈনিক সংবাদপত্র	৬,০৩০	১০৪.০০	
৭৬	দেশ পত্রিকা	৬,০৩০	১০৪.০০	
৭৭	সোনার আলো	৬,০৩০	১০৪.০০	
৭৮	উন্নয়ন বার্তা	৬,০৩০	১০৪.০০	
৭৯	জাতীয় অর্থনীতি	৬,০৩০	১০৪.০০	
৮০	দেশবার্তা	৬,০৩০	১০৪.০০	
৮১	গণমুক্তি	৬,০২০	১০৪.০০	
৮২	ঘোষণা	৬,০২০	১০৪.০০	
৮৩	আমার কাগজ	৬,০২০	১০৪.০০	
৮৪	জনতার সংবাদ	৬,০২০	১০৪.০০	
৮৫	ঢাকার ডাক	৬,০২০	১০৪.০০	
৮৬	এশিয়ান এক্সপ্রেস	৬,০২০	১০৪.০০	
৮৭	জয় বাংলা	৬,০২০	১০৪.০০	
৮৮	আজকের প্রভাত	৬,০১৫	১০৪.০০	

Dhaka University Institutional Repository

৮৯	The Orientation	৬,০১৫	১০৪.০০	
৯০	সংবাদ মোহনা	৬,০১৫	১০৪.০০	
৯১	The Daily Economic Post	৬,০১০	১০৪.০০	
৯২	জনতার মঞ্চ	৬,০১০	১০৪.০০	
৯৩	মাতৃছায়া	৬,০১০	১০৪,০০	
৯৪	বর্তমান বাংলা	৬,০১০	১০৪.০০	
৯৫	সবুজ সিলেট	৬,০১০	১০৪.০০	
৯৬	আজকের সত্যের আলো	৬,০০৫	১০৪.০০	
৯৭	আজকের বসুন্ধরা	৬,০০৫	১০৪.০০	মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাতিল স্থগিত
৯৮	অর্থনীতির কাগজ	৬,০০৫	১০৪.০০	
৯৯	অনুপমা	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০০	রূপবাণী	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০১	অন্য দিগন্ত	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০২	দেশের পত্র	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০৩	উষার বাণী	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০৪	নবচেতনা	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০৫	আলোর জগত	৬,০০৫	১০৪.০০	
১০৬	মাতৃভাষা	৬,০০৩	১০৪.০০	মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাতিল স্থগিত
১০৭	আলোর দিগন্ত	৬,০০৩	১০৪.০০	
১০৮	The Daily Evning News	৬,০০২	১০৪.০০	
১০৯	নববাণী	৬,০০২	১০৪.০০	
১১০	The News Line	৬,০০২	১০৪.০০	মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাতিল স্থগিত
১১১	বঙ্গবাণী	৬,০০২	১০৪.০০	
১১২	প্রেস এক্সপ্রেস	৬,০০২	১০৪.০০	
১১৩	মুক্তমত	৬,০০২	১০৪.০০	

Dhaka University Institutional Repository

মফস্বল থেকে প্রকাশিত মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হারের তালিকাঃ

১২/০৪/২০১২ ইং

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান	প্রচার সংখ্যা	বিজ্ঞাপন হার	মন্তব্য
১	দৈনিক দেশের আলো	নারায়নগঞ্জ	৪,৫১০	৯৮.৮০ টাকা	
২	দৈনিক খবরের পাতা	”	৩০৪০	৯৭.৫০ টাকা	
৩	দৈনিক শীতলক্ষা	"	৩০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
৪	দৈনিক সচেতন	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৫	দৈনিক সোজাসাফটা	”	৩০২০	৯৭.৫০ টাকা	
৬	দৈনিক ডান্ডি বার্তা	”	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৭	দৈনিক যুগের চিন্তা	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৮	দৈনিক গ্রামীণ দর্পণ	নরসিংদী	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৯	দৈনিক নতুন ভোর	গাজীপুর	৪৫৬০	৯৮.৮০ টাকা	
১০	দৈনিক গণমুখ	”	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১১	দৈনিক আজকের জনতা	”	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১২	দৈনিক মুক্ত সংবাদ	”	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৩	দৈনিক মুন্সিগঞ্জের কাগজ	মুন্সীগঞ্জ	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
১৪	দৈনিক জাহান	ময়মনসিংহ	৫,৬২০	১৯৫.০০ টাকা	
১৫	দৈনিক স্বদেশ সংবাদ	”	৪,৫২০	৯৮.৮০ টাকা	
১৬	দৈনিক আজকের খবর	”	৩০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭	দৈনিক সবুজ	”	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৮	দৈনিক আজকের ময়মনসিংহ	”	৩০৪০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯	দৈনিক স্বজন	”	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
২০	দৈনিক দেশের খবর	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
২১	দৈনিক আজকের বাংলাদেশ	”	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
২২	দৈনিক বাংলার দর্পন	নেত্রকোনা	৩,০০৭	৯৭.৫০ টাকা	
২৩	দৈনিক জননেত্র	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
২৪	দৈনিক আজকের দেশ	কিশোরগঞ্জ	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
২৫	দৈনিক শতাব্দীর কণ্ঠ	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
২৬	দৈনিক মজলুমের কণ্ঠ	টাঙ্গাইল	৫,০৫০	৯৮.৮০ টাকা	
২৭	দৈনিক প্রগতির আলো	”	৩,০০৭	৯৭.৫০ টাকা	
২৮	দৈনিক লোক কাথা	”	৩,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
২৯	দৈনিক কালের স্রোত	”	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৩০	দৈনিক ভোরের রানার	ফরিদপুর	৩,২৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৩১	দৈনিক ফরিদপুর	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৩২	দৈনিক ঠিকানা	”	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
৩৩	দৈনিক যুগকথা	গোপালগঞ্জ	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৩৪	দৈনিক যুগের সাথী	”	৩,০০৮	৯৭.৫০ টাকা	
৩৫	দৈনিক ভোরের বাণী	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৩৬	দৈনিক বাংলার সংকেত	”	৫,৬২০	১০০.১০ টাকা	
৩৭	দৈনিক সুবর্ণ গ্রাম	মাদারীপুর	৩০২৫	৯৭.৫০ টাকা	
৩৮	দৈনিক হুংকার	শরীয়তপুর	৩,০০২	৯৭.৫০ টাকা	
৩৯	দৈনিক রুদ্র বার্তা	”	৩০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৪০	দৈনিক আল-আযান	মানিকগঞ্জ	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৪১	দৈনিক মানিকগঞ্জের কাগজ	”	৩২২০	৯৭.৫০ টাকা	
৪২	দৈনিক আজকের জামালপুর	জামালপুর	৩০৪০	১৯০.০০ টাকা	
৪৩	দৈনিক মুক্ত আলো	”	৩,০১০	১৯০.০০ টাকা	
৪৪	দৈনিক পল্লীর আলো	”	৩০২০	১৯০.০০ টাকা	
৪৫	দৈনিক তথ্যধারা	শেরপুর	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৪৬	দৈনিক ফুলকী	সাভার (ঢাকা)	৩,০৬০	৯৭.৫০ টাকা	

Dhaka University Institutional Repository

৪৭	দৈনিক মাতৃকণ্ঠ	রাজবাড়ী	৩,০৭০	৯৭.৫০ টাকা	
৪৮	দৈনিক আজাদী	চট্টগ্রাম	৩০,৯৫০	২৬৪.০০ টাকা	
৪৯	দৈনিক পূর্বকোণ	"	২৭,৭০০	২৫৭.৫০ টাকা	
৫০	দৈনিক কর্ণফুলী	"	১২,৫০০	২২০.০০ টাকা	
৫১	দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ	"	৯,৬৬০	২১২.৫০ টাকা	
৫২	দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ	"	৬,৬২০	১০৪.০০ টাকা	
৫৩	দৈনিক People's View	"	৫,০৪০	১০১.৪০ টাকা	
৫৪	দৈনিক আজকের চট্টগ্রাম	"	৪০১০	১০১.৪০ টাকা	
৫৫	দৈনিক Com. Times	"	৪,০৩৫	১০১.৪০ টাকা	
৫৬	The Daily Life	"	৪,০২০	১০১.৪০ টাকা	
৫৭	দৈনিক সত্যবাণী	"	৪,০২০	১০১.৪০ টাকা	
৫৮	দৈনিক নয়াবাংলা	"	৪,০৬০	১০১.৪০ টাকা	
৫৯	দৈনিক দেশের কথা	"	৪,০০১	১০১.৪০ টাকা	
৬০	দৈনিক কক্সবাজার	কক্সবাজার	৪৬১০	৯৮.৮০ টাকা	
৬১	দৈনিক আজকের দেশ বিদেশ	"	৪,৫১০	৯৮.৮০ টাকা	
৬২	দৈনিক সৈকত	"	৩,২৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৬৩	দৈনিক আপন কণ্ঠ	"	৩,২৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৬৪	দৈনিক দৈনন্দিন	"	৩০৬০	৯৭.৫০ টাকা	
৬৫	দৈনিক সমুদ্র বার্তা	"	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৬৬	দৈনিক হিমছড়ি	"	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৬৭	দৈনিক গিরিদর্পন	রাঙামাটি	৩,০২৫	৯৭.৫০ টাকা	
৬৮	দৈনিক পার্বত্য বার্তা	"	৩,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
৬৯	দৈনিক রাঙামাটি	"	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৭০	দৈনিক নতুন বাংলাদেশ	বান্দরবান	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৭১	দৈনিক সচিত্র মৈত্রী	"	৩,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
৭২	দৈনিক অরণ্য বার্তা	খাগড়াছড়ি	৩০২০	৯৭.৫০ টাকা	
৭৩	দৈনিক প্রতিদিন খাগড়াছড়ি	"	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৭৪	দৈনিক রূপসী বাংলা	কুমিল্লা	৫,৫৪০	১৯৫.০০ টাকা	
৭৫	দৈনিক আমাদের কুমিল্লা	"	৪,১৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৭৬	দৈনিক পূর্বাশা	"	৩০০১	৯৭.৫০ টাকা	
৭৭	দৈনিক কুমিল্লা মুক্তকণ্ঠ	"	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
৭৮	দৈনিক শিরোনাম	"	৩০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
৭৯	দৈনিক কুমিলার কাগজ	"	৩,৫২০	৯৭.৫০ টাকা	
৮০	দৈনিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩,০২০	১৯০.০০ টাকা	
৮১	দৈনিক আজকের হালচাল	"	৩০২০	৯৭.৫০ টাকা	
৮২	দৈনিক প্রজাবন্ধু	"	৩,১৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৮৩	দৈনিক তিতাস কণ্ঠ	"	৩০৭০	৯৭.৫০ টাকা	
৮৪	দৈনিক সমতট বার্তা	"	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৮৫	দৈনিক দিন দর্পন	"	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৮৬	দৈনিক চাঁদপুর প্রবাহ	চাঁদপুর	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৮৭	দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ	"	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
৮৮	দৈনিক চাঁদপুর দর্পন	"	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৮৯	দৈনিক চাঁদপুর জমিন	"	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
৯০	দৈনিক চাঁদপুর প্রতিদিন	"	৩,১০০	৯৭.৫০ টাকা	
৯১	দৈনিক জাতীয় নিশান	নোয়াখালী	৩০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৯২	দৈনিক নোয়াখালীর খবর	"	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
৯৩	দৈনিক আল-চিশ্‌ত	লক্ষ্মীপুর	৩,০০২	৯৭.৫০ টাকা	

Dhaka University Institutional Repository

৯৪	দৈনিক সোনালী সংবাদ	রাজশাহী	১৫,৬১০	২২৭.৫০ টাকা	
৯৫	দৈনিক সানসাইন	”	১১,০৬০	২১৫.০০ টাকা	
৯৬	দৈনিক নতুন প্রভাত	”	৫,৭২০	২০২.৫০ টাকা	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ২০/১১/১১ তারিখ থেকে স্থগিত করা হয়েছে।
৯৭	দৈনিক সোনার দেশ	”	৩,০৪০	৯৭.৫০ টাকা	
৯৮	দৈনিক আমাদের রাজশাহী	”	৪,২৫০	৯৭.৫০ টাকা	
৯৯	দৈনিক জনদেশ	নাটোর	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১০০	দৈনিক উত্তরবঙ্গ বার্তা	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১০১	দৈনিক যুগের আলো	রংপুর	১০,১৬০	১০৫.৩০ টাকা	
১০২	দৈনিক পরিবেশ	”	৪৫৩০	৯৮.৮০ টাকা	
১০৩	দৈনিক দাবানল	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১০৪	দৈনিক আখিরা	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১০৫	দৈনিক অর্জন	”	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১০৬	দৈনিক ঘাঘট	গাইবান্ধা	৪,৫০০	৯৮.৮০ টাকা	
১০৭	দৈনিক মাধুকর	”	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
১০৮	দৈনিক নীল কথা	নীলফামারী	৩০০২	৯৭.৫০ টাকা	
১০৯	দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর	কুড়িগ্রাম	৩০২০	৯৭.৫০ টাকা	
১১০	দৈনিক প্রতিদিন	দিনাজপুর	৩,৭২০	৯৭.৫০ টাকা	
১১১	দৈনিক উত্তর বাংলা	”	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১১২	দৈনিক আজকের প্রতিভা	”	৩.০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১১৩	দৈনিক তিস্তা	”	৩,০২৫	৯৭.৫০ টাকা	
১১৪	দৈনিক জনমত	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১১৫	দৈনিক পত্রালাপ	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১১৬	দৈনিক মানব বার্তা	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১১৭	দৈনিক অন্তরকণ্ঠ	”	৩,১৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১১৮	দৈনিক করতোয়া	বগুড়া	৩৩,১৭০	২৫৯.৫০ টাকা	
১১৯	দৈনিক আজ ও আগামীকাল	”	১৫,১৫০	১১১.৮০ টাকা	
১২০	দৈনিক বগুড়া	”	৫,১৬০	১৯২.৫০ টাকা	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ২৪/১০/১০ তারিখ থেকে স্থগিত রয়েছে।
১২১	দৈনিক উত্তর কোণ	”	৩,১৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১২২	দৈনিক দুর্জয় বাংলা	”	৩,০৫০	১৯০.০০ টাকা	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ২৪/১০/১০ তারিখ থেকে স্থগিত রয়েছে।
১২৩	দৈনিক চাঁদনী বাজার	”	৩,০২৫	১৯০.০০ টাকা	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ২৪/১০/১০ তারিখ থেকে স্থগিত রয়েছে।
১২৪	দৈনিক সাত মাথা	”	৩০২০	১৯০.০০ টাকা	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ২৪/১০/১০ তারিখ থেকে স্থগিত রয়েছে।
১২৫	দৈনিক মুক্ত বার্তা	”	৩,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১২৬	দৈনিক ইছামতি	পাবনা	৩০০২	৯৭.৫০ টাকা	
১২৭	দৈনিক স্বতঃকণ্ঠ	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১২৮	দৈনিক বিবৃতি	”	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১২৯	দৈনিক নতুন বিশ্ববার্তা	”	৩,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
১৩০	দৈনিক চাদতারা	সিরাজগঞ্জ	৩০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৩১	দৈনিক যুগের কথা	”	৩০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৩২	দৈনিক যমুনা প্রবাহ	”	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৩৩	দৈনিক পূর্বাঞ্চল	খুলনা	২০,৫৭০	২৪০.০০ টাকা	
১৩৪	দৈনিক জন্মভূমি	”	৯,২০০	২১০.০০ টাকা	বর্ধিত বর্তমান বিজ্ঞাপন হার ২০/১১/১১ তারিখ থেকে স্থগিত করা হয়েছে।
১৩৫	দৈনিক প্রবাহ	”	৯,১৭০	২১০.০০ টাকা	

Dhaka University Institutional Repository

১৩৬	দৈনিক প্রবর্তন	খুলনা	৫,৫৯০	১০০.১০ টাকা	
১৩৭	দৈনিক অনির্বাণ	"	৪,৩৬০	৯৭.৫০ টাকা	
১৩৮	দৈনিক তথ্য	"	৪,২৮০	১৯০.০০ টাকা	
১৩৯	The Daily Tribune	"	৪,০০১	৯৭.৫০ টাকা	
১৪০	দৈনিক রাজপথের দাবী	"	৪,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৪১	দৈনিক সুন্দরবন	বাগেরহাট	৩,১১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৪২	দৈনিক দৃষ্টিপাত	সাতক্ষীরা	৬,৮৫০	১০১.৪০ টাকা	
১৪৩	দৈনিক কাফেলা	"	৫,১০০	৯৮.৮০ টাকা	
১৪৪	দৈনিক পত্রদূত	"	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৪৫	দৈনিক যুগের বার্তা	"	৩০০০	৯৭.৫০ টাকা	
১৪৬	দৈনিক লোক সমাজ	যশোর	৯,৬১০	১০৫.৩০ টাকা	
১৪৭	দৈনিক গ্রামের কাগজ	"	৮,৬২০	২০২.৫০ টাকা	
১৪৮	দৈনিক স্পন্দন	"	৫,৭১০	১০০.১০ টাকা	
১৪৯	দৈনিক সমাজের কথা	"	৪,৬২০	৯৮.৮০ টাকা	
১৫০	দৈনিক গ্রামের কণ্ঠ	"	৪,৩৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৫১	দৈনিক নবচিত্র	ঝিনাইদহ	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৫২	দৈনিক ওশান	নড়াইল	৩,০০২	৯৭.৫০ টাকা	
১৫৩	দৈনিক খেদমত	মাগুরা	৩,০০২	৯৭.৫০ টাকা	
১৫৪	দৈনিক বজ্রপাত	কুষ্টিয়া	৪,৫৮০	৯৮.৮০ টাকা	
১৫৫	দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা	"	৩,১৩৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৫৬	দৈনিক আন্দোলনের বাজার	"	৩,০৪০	৯৭.৫০ টাকা	
১৫৭	দৈনিক কুষ্টিয়া	"	৩,১০০	৯৭.৫০ টাকা	
১৫৮	দৈনিক আজকের আলো	"	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৫৯	দৈনিক দেশ তথ্য	"	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৬০	দৈনিক হাওয়া	"	৩০০২	৯৭.৫০ টাকা	
১৬১	দৈনিক মাথাভাঙ্গা	চুয়াডাংগা	১২,৩৬০	১০৭.৯০ টাকা	
১৬২	দৈনিক আজকের বার্তা	বরিশাল	৮,৫৫০	১০৪.০০ টাকা	
১৬৩	দৈনিক মতবাদ	"	৭,০৫০	১০১.৪০ টাকা	
১৬৪	দৈনিক আজকের পরিবর্তন	"	৬,৫১০	১০১.৪০ টাকা	
১৬৫	দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল	"	৫,১১৫	৯৮.৮০ টাকা	
১৬৬	দৈনিক শাহনামা	"	৪,০১২	৯৭.৫০ টাকা	
১৬৭	দৈনিক সত্য সংবাদ	"	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৬৮	দৈনিক বরিশাল বার্তা	"	৩,২০০	৯৭.৫০ টাকা	
১৬৯	দৈনিক বাংলার বনে	"	৪,১১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৭০	দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন	"	৪,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৭১	দৈনিক ভোরের অঙ্গীকার	"	৪,১০০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭২	দৈনিক শতকণ্ঠ	ঝালকাঠি	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৩	দৈনিক ঝালকাঠি বার্তা	"	৩,০৩০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৪	দৈনিক পিরোজপুরের কথা	পিরোজপুর	৩,০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৫	দৈনিক বাংলার কণ্ঠ	ভোলা	৩০৬০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৬	দৈনিক আজকের ভোলা	"	৩,০০৮	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৭	দৈনিক রূপান্তর	পটুয়াখালী	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৮	দৈনিক সাথী	"	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৭৯	দৈনিক গণদাবী	"	৩০৩০	৯৭.৫০ টাকা	
১৮০	দৈনিক তেতুলিয়া	"	৩০০৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৮১	দৈনিক দীপাঞ্চল	বরগুনা	৩,০০২	৯৭.৫০ টাকা	
১৮২	দৈনিক সৈকত সংবাদ	"	৩০০২	৯৭.৫০ টাকা	

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩	দৈনিক সিলেটের ডাক	সিলেট	১৬,৩৮০	১১৩.১০ টাকা	
১৮৪	দৈনিক জালালাবাদ	"	১০,৫৪০	১০৬.৬০ টাকা	
১৮৫	দৈনিক শ্যামল সিলেট	"	৮,৮৬০	১০৪.০০ টাকা	
১৮৬	দৈনিক সিলেট বাণী	"	৬,৫৪০	১০১.৪০ টাকা	
১৮৭	দৈনিক সিলেট সংলাপ	"	৫,২৫০	৯৮.৮০ টাকা	
১৮৮	দৈনিক কাজিরবাজার	"	৪,২৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৮৯	দৈনিক যুগভেরী	"	৪,০২০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯০	দৈনিক জৈন্তাবার্তা	"	৪,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯১	দৈনিক বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্র	"	৪,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯২	দৈনিক উত্তরপূর্ব	"	৪,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯৩	দৈনিক বাংলার দিন	মৌলভীবাজার	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯৪	দৈনিক প্রতিদিনের বাণী	হবিগঞ্জ	৩,০২৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৯৫	দৈনিক প্রভাকর	"	৩,০১৫	৯৭.৫০ টাকা	
১৯৬	দৈনিক হবিগঞ্জ এক্সপ্রেস	"	৩,০১০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯৭	দৈনিক খোয়াই	"	৩,০৫০	৯৭.৫০ টাকা	
১৯৮	দৈনিক দেশপ্রান্ত	সুনামগঞ্জ	৩০১০	৯৭.৫০ টাকা	

এ সমস্ত পত্রিকাগুলোতে বিভিন্ন সময় যেমন রোজা, ঈদ সহ অন্যান্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিবসে ইসলামী বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়। তবে উপরে উল্লিখিত কিছ কিছু পত্রিকায় ইসলামী ফিক্হ নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়না তবুও এ তালিকায় যেহেতু মিডিয়া ভূক্ত তাই এর নাম এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।বর্তমান অনলাইন সংস্করণ পত্রিকাগুলোও ফিক্হ চর্চা, প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিক্হ চর্চায় বেতার (রেডিও)

ফিক্হ চর্চা তথা ফিক্হ আইন প্রচারে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া রেডিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের রেডিওগুলোর অধিকাংশই প্রত্যহ রুটিন হিসেবে কুরআনুল কারীম থেকে তিলাওয়াত, হামদ না'ত তথা ইসলামী আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করে রেখেছে। বিভিন্ন সময় ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিখ্যাত 'আলিমগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করে থাকেন। ইসলামী মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব ও দিয়ে থাকেন। মাহে রমজান মাসে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে প্রায় প্রত্যহই এ রেডিওতে আলোচনা করা হয়ে থাকে।এ রেডিওর মধ্যে রয়েছে ক) সরকারী বেতার (বাংলাদেশ বেতার) খ) বেসরকারি এফ এম রেডিও গ)কমিউনিটি রেডিও এবং ঘ)বিদেশী বেতার কেন্দ্র যেগুলোতে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

ক) সরকারী বেতার

বাংলাদেশ বেতার:

দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার । ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের একটি দোতলা ভাড়া করা বাড়িতে এর সম্প্রচারের কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকে সুরক্ষা করতে ঢাকা বেতারের যাত্রা শুরু হলেও এর মাধ্যমে পরবর্তীকালে পূর্ব- বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। ১৯৭১সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । বাংলাদেশ বেতার একটি সরকারী সংস্হা। বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরসহ ৫৪টি কেন্দ্র/ইউনিট রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের ১১ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ১টি প্রচার কেন্দ্র (কুমিল্লা) এবং ৬ টি ইউনিটের মাধ্যমে প্রতিদিন ২৩৭ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

কেন্দ্রগুলো হচ্ছে: ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান। সম্প্রচারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ইউনিটগুলো হল : বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বহির্বিশ্ব কার্যক্রম, কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেল, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস এবং ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম। এ সকল কেন্দ্র/ইউনিট ৭১টি স্টুডিও, ১৫টি মিডিয়াম ওয়েভ, ২টি শর্টওয়েভ ও ১০টি এফ এম ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্হা ও ৯টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে দৈনিক ৬০টি সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হয়।[১] এ বেতারের মূল কার্যালয় হল: ১২১,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা -১০০০,ফ্যাক্স ০২-৮৬১২০২১ বাংলাদেশে বেতারের Website(URL) হল: www.betar.org.bd

বাংলাদেশ বেতারের কার্যক্রমের লক্ষ্য :

♦ শ্রোতাদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদানে জনগণের জীবনমান উন্নীতকরণের জন্য শিক্ষা দান এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বিনোদন দেয়া;

[১].http://www.betar.org.bd/

Dhaka University Institutional Repository

♦সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রোতাদের
অবহিত করা ও জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাঁদের এতে সম্পৃক্ত করা;

♦ নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নত করা এবং দায়িত্ববোধসম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে জনসাধারণের আচরণের ইতিবাচকপরিবর্তন সাধন করা;

♦ জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা;

♦ জনগণের মতামত ও চিন্তা ভাবনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা।

বাংলাদেশ বেতারের ১১টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের নাম ও টেলিফোন নম্বর :

আঞ্চলিক পরিচালক, ঢাকা	৯১১৭২০৪, ৯১১৭২০৬
আঞ্চলিক পরিচালক, চট্টগ্রাম	০৩১-৭১২৩৬১
আঞ্চলিক পরিচালক, রাজশাহী	০৭২১-৭৭৫৯৪০
আঞ্চলিক পরিচালক, খুলনা	০৪১-৭৬১৭৭৪
আঞ্চলিক পরিচালক, সিলেট	৮২১-৭১২৮৫৯
আঞ্চলিক পরিচালক, রংপুর	০৫২১-৬৩২০৫
আঞ্চলিক পরিচালক, কক্সবাজার	০৩৪১-৬৪৭৯০
আঞ্চলিক পরিচালক, বরিশাল	০৪৩১-৭১২০২
আঞ্চলিক পরিচালক, ঠাকুরগাঁও	০৫৬১-৫২০৩৭
আঞ্চলিক পরিচালক, রাঙ্গামাটি	০৩৫১-৬১৯৬৩
আঞ্চলিক পরিচালক, বান্দরবান	০৩৬১-৬২৬১১

বাংলাদেশ বেতারের সিডিউল নিম্নরূপ:[২]

Schedule MW-

Center	Frequency (kHz)	Meter	Power (kW)	Broadcast Time(Local)
Dhaka-Ka	693	432.90	1000	0630-1210 and 1430-2330
Dhaka-kha	630	476.19	100	0000-0300, 0630-0745 and 0900-2310
Dhaka-Ga	1170	256.41	20	1500-1700
Chittagong	873	343.64	100	0630-1000 and 1200-2310
Rajshahi	1080	277.77	10	0630-1000 and 1200-2310
	846	354.60	100	0630-1000 and 1200-2310
Khulna	558	537.63	100	0630-1000 and 1200-2310
Rangpur	1053	284.90	20	0630-1000 and 1400-2310
Sylhet	963	311.52	20	0630-1000 and 1400-2310
Barisal	1287	233.10	10	1045-1715
Thakurgaon	999	300.30	10	1550-2310
Rangamati	1161	258.39	10	1130-1630
Cox's Bazar	1314	228.31	10	1145-1645
Bandarban	1431	209.64	10	1130-1630
Comilla	1413	212.31	10	1600-2310

[২] .http://www.betar.org.bd/frequency.html

Dhaka University Institutional Repository

Schedule FM

Center	Frequency (MHz)	Meter	Power (KW)	Broadcast Time
FM100, Dhaka	100.0	3.00	3	0600-1200;1300-1500;1700-2300
FM, Dhaka	97.6	3.07	5	0630-1200; 1415-2315
FM 88.8, Traffic Channel	88.8	3.38	10	0655-2100
FM 90.0, Traffic Channel	90.0	3.33	0.5	0655-2100
FM (Home Service), Dhaka	*103.2*	2.9	5	1730-2200
FM, Dhaka	102	2.94	10	Testing Transmission
FM, Dhaka	104	2.88	10	Testing Transmission
FM, Dhaka	106	2.83	10	Testing Transmission
FM, Sylhet	105.0	2.86	1	0630-1000; 1800-2310
FM, Sylhet	88.8	3.38	10	Testing Transmission
FM, Rangpur	105.4	2.86	1	0630-1000; 1800-2310
FM, Rangpur	88.8	3.38	10	Testing Transmission
FM,Comilla	101.2	2.96	2	0630-0800; 1600-2310
FM,Comilla	103.6	2.89	10	Testing Transmission
FM, Coxesbazar	100.8	2.97	10	Testing Transmission
FM, Thakurgoan	92.0	3.26	5	1400-2310
FM, Khulna	102.0	2.94	1	0630-1000; 1800-2310
FM, Khulna	88.8	3.38	10	Testing Transmission
FM,Noapara, Jessore	100.8	2.97	10	Testing Transmission
FM, Rajshahi	104.0	2.88	5	0630-1000; 1800-2310
FM, Rajshahi	105.0	2.86	1	0630-1000; 1800-2310
FM, Rajshahi	88.8	3.38	10	Testing Transmission
FM, Chittagong	105.4	2.85	2	0630-1000; 1800-2310
FM, Chittagong	88.8	3.38	10	Testing Transmission
FM, Barisal	105.0	2.86	10	Testing Transmission

Schedule SW

Shortwave Transmission (Home Service, Bengali)				
Srl. No.	Broadcasting Center	Broadcasting Time (UTC)	Frequency (kHz)	Wavelength (m)
1	Home Service	0600 - 1500	4750	63.16

Dhaka University Institutional Repository

<table>
<tr><th colspan="6">Shortwave Transmission (External Service)</th></tr>
<tr><th>Srl No.</th><th>Programme</th><th>Broadcasting Time(UTC)</th><th>Target Area</th><th>Frequency (kHz)</th><th>Wavelength (m)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>English (General Overseas Service)</td><td>1230 - 1300</td><td>South & South-East Asia</td><td rowspan="8">7250/9550/15 105/15505</td><td rowspan="8">41.38</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nepalese Service</td><td>1315 – 1345</td><td>Nepal</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Urdu Service</td><td>1400 – 1430</td><td>Pakistan</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hindi Service</td><td>1515 – 1545</td><td>India</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Arabic Service</td><td>1600 – 1630</td><td>Middle East</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bengali Service</td><td>1630 – 1730</td><td>Middle East</td></tr>
<tr><td>7</td><td>English (General Overseas Service)</td><td>1745 – 1900</td><td>Europe</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Bengali Service</td><td>1915 – 2000</td><td>Europe</td></tr>
</table>

সরকারি বাংলাদেশ বেতার ইসলামী আইন তথা ফিক্হী বিষয়ক মাসআলা- মাসায়েল, কুরআনের শিক্ষা, তথা ইসলামিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং উৎসবে অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করে থাকে। তাই ফিক্হী আইন সম্প্রসারণে বাংলাদেশ বেতারও ভূমিকা রাখছে।

খ) বেসরকারি এফ.এম.বেতার

বর্তমানে বাংলাদেশে ৪টি বেসকারি এফ.এম. বেতার চ্যানেল রয়েছে। চ্যানেলগুলো হল:

১। রেডিও টু-ডে

রেডিও টু-ডে এফ.এম.৮৯.৬বাংলাদেশের ১ম বেসরকারি বেতার চ্যানেল যেখান থেকে২৪ ঘন্টাই এর সম্প্রচার চলে। এটি ২০০৬ খ্রি. এর মে মাসে শুরু হলেও পূর্ণাঙ্গবাবে ২০০৬ খ্রি. ১৫ অক্টোবর এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এর ৬ টি কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার চলে। কেন্দ্রগুলো হল: ঢাকা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, বগুড়া এবং সিলেট।[৩]রেডিও টু-ডে বেতারটি আউয়াল সেন্টার (১৯ তলা) ৩৪ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ , বনানী , ঢাকা ১২১২- এ অবস্থিত। এ রেডিওটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মো: রফিকুল হক ।

২। রেডিও ফুর্তি

রেডিও ফুর্তি ৮৮.০ এফ.এম. বাংলাদেশের একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্ক বেতার কেন্দ্র। এটি ২২ সেপ্টেম্বের, ২০০৬ খ্রি. থেকে এর সম্প্রচার শুরু করে। এরপ্রধান কার্যালয় হল-ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং, ৯ম তলা, ১২-১৪ গুলশান উত্তর বা/এ গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা-১২১২। এটির ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ .বরিশাল, চিটাগং, খুলনা, কক্সবাজার সহ মোট ৮টি শাখা রয়েছে।[৪] এর ওয়েব এড্রেস ;http://www.radiofoorti.fm

[৩] http://www.radiotodaybd.fm

[৪] . http://www.radiofoorti.fm

Dhaka University Institutional Repository

৩। এবিসি রেডিও

এবিসি রেডিও, ৮৯.২ এফএম টি ৭ জানুয়ারী, ২০০৯ খ্রি, থেকে সম্প্রচার শুরু করে। এবিসি রেডিওটির (আয়না ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন লি:) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব লতিফুর রহমান। এটি ৫২ মতিঝিল , ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। এটি নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারীপুর, চাঁদপুর ফরিদপুর, কুমিল্লা, এবং ফেনী, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলার কিছু কিছু অংশে এর সম্প্রচার হয়।[৫]

৪। রেডিও আমার

'রেডিও আমার' বেতার কেন্দ্রটি ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রি. থেকে এর সম্প্রচার শুরু করে। এ বেতারটির (ইউনিওয়েভ ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী লিমিটেড) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন জনাব জুলফিকার আহমদ, এ সেন্টারটি ৫২ গুলশান এভিনিউ , গুলশান#১, ঢাকা ১২১২ তে অবস্থিত।

গ) কমিউনিটি রেডিও

সরকারি কর্তৃক অনুমোদিত কমিউনিটি রেডিও এর তালিকা নিম্নরূপ: গুপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, বেতার শাখা:

ক্র.	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠিত এর স্থান
১.	কমিউনিটি রুরাল রেডিও খামার বাড়ী , ফার্মগেট, ঢাকা	আমতলী বরগুণা
২.	আরডিআরএস বাংলাাদেশ বাড়ি -৪৩, রোড-১০, সেকশন-৬, উল্টরা, ঢাকা-১২৩০	চিলমারি, কুড়িগ্রাম
৩.	ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টাার ১/২০ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদ পুর, ঢাকা-১২৩০	বরগুনা সদর
৪.	নলতা হসপিটল এণ্ড কমিউনিটি হেলথ ফাউণ্ডেশন তরুমা সেন্টার ভবন, ২২/৮/এ, ব্লক বি, মিরপুর রোড, শ্যামলি, ঢাকা	কালিগঞ্জ সাতক্ষীরা
৫.	এলডিআরও, আলম মঞ্জিল, বাড়ি-ডি/৩৮,সড়ক-২ ব্লক সি, শেরপুর রোড, বগুড়া	শাহাজাহানপুর, বগুড়া
৬.	ব্রাক ৭৫ ,মহাখালী, ঢাকা-১২১২	মৌলভীবাজার জেলার সদর, উপজেলা চাঁদনী ঘাট ইউনিয়ন
৭.	বরেন্দ্র রেডিও, নওগাঁ মানবাধিকার উন্নয়ন সমিতি, উকিল পাড়া নওগাঁ সদও, নওগাঁ	নওগাঁ সদর
৮.	ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন (ইপসা)হাউস-এফ-১০ (পি)রোড-১৩, ব্লক-বি চান্দগাঁও, আ/এ চট্রগ্রাম	সীতাকুণ্ড, চট্রগ্রাম
৯.	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি বেলেপুকুর, চাপাইনবাবগঞ্জ সদও, চাপাইনবাবগঞ্জ	নবাবগঞ্জ সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১০	সিসিডি বাংলাদেশ হোল্ডিং নং -৪১৮/এ, ওয়ার্ড নং ২৫, মনাফ্ফ মোড়, রাঙ্গিনগর, রাজশাহী	রাজশাহী সদর

[৫]. http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_Radio

Dhaka University Institutional Repository

১১.	সৃজনী বাংলাদেশ সৃজনী ভবন, ১১১ পবহাটী সড়ক , পবহাটী ঝিনাইদাহ	সৃজনী ভবরন, ১১১ পবহাটী সড়ক , পবহাটী , ঝিনাইদাহ
১২.	ইসি বাংলাদেশ, বাড়ি নং ৬৭, ব্লক সি, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি শ্যামলী, ঢাকা	সদর উপজেলা মুন্সিগঞ্জ
১৩	ব্রডকাস্টিং এশিয়া অব বাংলাদেশ ৫৭/৮, পান্থ পথ (পশ্চিম), ঢাকা-১২১৫	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা
১৪.	এলায়েন্স ফর কো-অপারেশন্স এণ্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (এশলাব),৮/১৩ ব্লক সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মাদপুর , ঢাকা-১২০৭	কক্সবাজার জেলার টেশনাফ উপজেলা

ঘ)বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার ইরান রেডিও

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানের সম্প্রচার ১৯৮২ খ্রি. ১৭ এপ্রিল শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রভাতি ও নৈশ এ দুই অধিবেশনে এক ঘন্টা করে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানের বিশ্বের খবরাখবর ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত ও মুসলিম জাহানের খবরাখবরের দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। পৃথিবীর মজলুম ও নিপীড়িত জনগণের পক্ষের কথা বলা রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানের প্রধান ব্রত। এর সাথে শ্রোতাদের কাছে ইসলঅমের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরাও বাংলা অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। এ জন্য কুরআনের তাফসীর বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। রেডিও শ্রোতাদের একটি বড় অংশ শিশু-কিশোর । তাদের সুকুমার চাহিদাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রচার করা হয় রংধনু আসর নামে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠপান । এ অনুষ্ঠানের গল্প , জানা-অজানা সংবাদ, কৌতুক গান , ছড়া-কবিতা, কেরাত ইত্যাদি প্রচার করা হয়ে থাকে। রংধনু আসরে শিশু-কিশোররা অংশ নিয়ে গান, কবিতা, সূরা বলতে পারে। এ কেন্দ্র থেকে ইসলামী অনেকবিধি বিধান আলোচনা করা হয়ে থাকে।[৬]

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামী ফিক্হী তথা ইসলামী বিধি-বিধান প্রচারের ধরণ অনেকটাই যুগোপযুগী ও আধুনিকায়ন হচ্ছে। এখন ফিক্হ চর্চার বিভিন্ন মাধ্যমে হয়। উপরে উল্লিখিত বেতারগুলোর কোন কোনটিতে ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারিত হয়। ফলে সাধারণ শ্রোতারাও ইসলামী আইন সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে।

[৬]. http://bangla.irib.ir/2010-04-21-08-29-09/item/237

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

টেলিভিশন

সময়ের পরিবর্তনে, বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়নে মানব সভ্যতার কৃষ্টি-কালচার, সাহিত্য- সংস্কৃতি ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের চিন্তা চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইলেক্ট্রন মিডিয়া দ্রুত সম্প্রসারনে ইসলামী আহকামগুলো সাধারণ মানুষেরাও টিভির মাধ্যমে জানতে পারে। টিভি পর্দায় বিখ্যাত ‘আলিমগণ ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। ফলে সাধারণ জনগণ এ থেকে ইসলামী বিধি-বিধানগুলো জানতে পারে। তাই ফিক্‌হ ইসলাম প্রচার ও সম্প্রসারণে টেলিভিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ টেলিভিশনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন এবং কিছু বেসরকারী টেলিভিশন। নিম্নে এরই আলোচনা করা হল।

১। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি শক্তিশালী অডিও ভিজুয়্যাল ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম হিসেবে ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সাদা-কালো পর্দা নিয়ে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এ দেশে সর্বপ্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে টেলিভিশন কর্পোরেশন এবং স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি সরকারি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম হিসেবে রূপান্তরিত হয়। ঢাকা শহরের ডি,আই,টি (বর্তমান রাজউক ভবন) থেকে মাত্র তিনশ ওয়াট ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ঢাকার আশে পাশে দশ মাইল এলাকায় মাত্র ৩ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হতো। দশ বছর পর ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ ডি,আই,টি’র ক্ষুদ্র পরিসর থেকে টেলিভিশন কেন্দ্র রামপুরায় বৃহত্তর পরিমন্ডলে স্থানান্তর করা হয়। বিটিভি টিএন্ডটি বোর্ডের সহায়তায় মাইক্রোওয়েভ সংযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহে পর্যায়ক্রমে ট্রান্সমিটার স্থাপন করে দেশব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার শুররু করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যথা। ১. চট্টগ্রাম; ২. সিলেট; ৩. খুলনা; ৪. রংপুর; ৫. ময়মনসিংহ; ৬. নোয়াখালী; ৭. নাটোর; ৮. রাঙ্গামাটি; ৯. কক্সবাজার; ১০. সাতক্ষীরায় বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সমিটার সংস্থাপনের কাজ সমাপ্ত করা হয়। ঐ সকল কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও রিলেকেন্দ্র হতে ঢাকা থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান রিলে করা হয়ে থাকে।

বিটিভি’র সম্প্রচার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে পূর্বে স্থাপিত রিলে কেন্দ্রসমূহ ছাড়াও ১৯৯১খ্রি.-২০০৩খ্রি. মেয়াদে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটিতে আরো ০৬টি রিলে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । প্রতিটি রিলে কেন্দ্রে ১০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং সম্প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উখিয়াতে স্থাপন করা হয়েছে আরও ১টি ১০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার। এর ফলে বাংলাদেশের ৯৫ ভাগ ভূখন্ড এবং ৯৫ ভাগ জনগোষ্ঠী বিটিভি’র অনুষ্ঠান উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে ।

স্বাধীনতার পর টেলিভিশনকে জাতীয়করণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিকায়নসহ ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে । বিটিভি’র সম্প্রচার সময়সীমাও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ‘বিটিভি ওয়ার্ল্ড’ বিশ্ব টিভি নেটওয়ার্ক-এ সংযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ১১ এপ্রিল, ২০০৪ তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ ঘন্টা ব্যাপী 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' স্যাটেলাইট-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশ 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড'-এর অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাচ্ছে।[১]

বাংলাদেশ টিভিতে বিভিন্ন সময় কুরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হ বিষয়ক মাসআলা মাসায়েলের আলোচনা করা হয় এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাধারণ দর্শক ইসলামী মাসআলা জানতে পারে। এখানে বিশিষ্ট 'আলিমগণ এ সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা রাখেন।

২। বেসরকারি টেলিভিশন/স্যাটালাইট

বেসরকারী টেলিভিশনগুলোতেও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা করা হয়। দর্শকরা সরাসরি আলোচনাও অংশ নিতে পারে। ইসলামী জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে নানা প্রশ্ন করে বিশিষ্ট আলিমদের কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতে পারে। বেসরকারি বিভিন্ন চ্যানেলে এধরনের অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করা হয়। নিম্নে বেসরকারী ২২ টি চ্যানেলের একটি তালিকা দেয়া হল।

ক্র:	টেলিভিশনের নাম	চেয়ারম্যান/ব্যবস্থপনা পরিচালক	দাপ্তরিক ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর
১	এটিএন বাংলা/১৫ জুলাই ১৯৯৭	জনাব মাহফুজুর রহমান / চেয়ারম্যান	৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কাওরান বাজার, ঢাকা। ফোন: ৮১১১২০৭
২	চ্যানেল আই/১ অক্টোবর ১৯৯৯	জনাব ফরিদুর রেজা সাগর/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৪০ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী তেজগাঁও, ঢাকা। ফোন-৮৮৯১১৬০-৫
৩	একুশে টিভি/ এপ্রিল ১৪, ২০০০	জনাব আব্দুস সালাম/ চেয়ারম্যান	জাহাঙ্গীর টাওয়ার, ১০, কাওরান বাজার, ঢাকা। ফোন: ৮১২৬৫৩৫-৮
৪	দেশ টিভি/ ২৬মার্চ, ২০০৯	জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি / এম ডি	কর্ণফুলী মিডিয়া পয়েন্ট, মৌচাক, মালিবাগ, ঢাকা। ফোন: ৮৩৩২৯৫৮
৫	আরটিভি/২৬ ডিসেম্বর, ২০০৫	জনাব মোরশেদ আলম/ চেয়ারম্যান ও এমডি	১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা। ফোন: ৮১৫৯৩৫৫-৯
৬	বৈশাখী টিভি/ ২৪ আগস্ট, ১৯৯৫	জনাব মো. রফিকুল আমিন / ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩২ মহাখালী, লেভেল-৪-৮, ঢাকা। ফোন: ৮৮৩৭০৮১-৩
৭	বাংলাভিশন /৩১ মার্চ, ২০০৬	জনাব আবদুল হক / চেয়ারম্যান	নূর টাওয়ার, ১/এফ, ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট, ৭৩ বীর উত্তম, সিআর দত্ত রোড, ঢাকা।
৮	এনটিভি/ ৩ জুলাই ২০০৩	আলহাজ্ব মোঃ মোসাদ্দেক আলী / চেয়ারম্যান ও এমডি	১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা। ফোন: ৯১৪৩৩৮১
৯	মাইটিভি/ ২০ ডিসেম্বর, ২০১০	জনাব নাসির উদ্দিন / চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৫৫ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, বাংলা মোটর, ঢাকা,ফোন: ৯৬৬৫৯২৪-৫
১০	মোহনা টিভি/ ২০১০	জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার,এমপি,চেয়ারম্যান	বাড়ী -৮, রোড-৪, সেকশন-৭, মিরপুর পল্লবী, ঢাকা ১২১৬
১১	সময় টেলিভিশন /২০১১	জনাব আহমেদ জুবায়ের / ব্যবস্থাপনা পরিচালক	নাসির ট্রেড সেন্টার, ৩০০/৪, বীর উত্তম, সি.আর.দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫
১২	ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন/ ২০ অক্টোবর, ২০১০	জনাব সালমান এফ রহমান / চেয়ারম্যান	১৪৯-১৫০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।ফোন: ৮৮৭৯০০০

[১]. http://www.moi.gov.bd/

Dhaka University Institutional Repository

১৩	মাছরাঙা টেলিভিশন	জনাব অঞ্জন চৌধুরী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২, বীর উত্তম জিয়াউর রহমান সড়ক, বনানী, ঢাকা।ফোন: ৮৭১৫৯৯০
১৪	জিটিভি/১৩ জুন, ২০১২	গাজী গোলাম আশরিয়া / ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইউসেপ চেনী টাওয়ার (৫ম তলা), ১১৫ সেগুন বাগিচা,ঢাকা।
১৫	৭১ টেলিভিশন/ ২১জুন, ২০১২	জনাব মোজাম্মেল বাবু/ প্রধান সম্পাদক ও এমডি	৫৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, বারিধারা, ঢাকা।
১৬	চ্যানেল টুয়েন্টি ফোর/২৪ মে, ২০১২	জনাব এ, কে আজাদ/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
১৭	দিগন্ত টেলিভিশন/ ২৮ আগস্ট , ২০০৮		আল-রাজি কমপ্লেক্স, ১৬৬, সাইয়েদ নজরুল ইসলাম স্মরণী, পুরানা পল্টন, ঢাকা
১৮	ইসলামিক টিভি/ এপ্রিল ২০০৭		৩৪/১, পরিবাগ,৩য় ফ্লোর, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা
১৯	বিজয় টিভি		প্রেস ক্লাব ভবন, ২য় তলা, জামালখান রোড, চিটাগাং
২০	চ্যানেল -৯/ ৪ এপ্রিল, ২০১২		বাসা নং ১৭৮, রোড#২, ধস বারিধারা, ঢাকা-১২০৬
২১	এস.এ. চ্যানেল প্রাইভেট লি:		এস.এ. চ্যানেল প্রাইভেট লি:, ২২, কাকরাইল , ঢাকা-১০০০
২২	এটিএন নিউস/ ৭জুন, ২০১০		ওয়াশা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা

বেসরকারী টিভি চ্যানেলের মধ্যে কিছু টিভি চ্যানেলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

১.এটিএন বাংলা

১৫ জুলাই ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ড. মাহফুজুর রহমান[২] স্যাটালাইট চ্যানেল ‘এটিএন বাংলা’ এর সম্প্রচার শুরু করেন। এটিতে ১৬ অগাস্ট ২০০১ সাল থেকে বাংলা সংবাদ এবং ১ অক্টোবর ২০০১ তারিখ থেকে ইংরেজি সংবাদ প্রচার শুরু হয়। এটিতে ইসলামী ফিক্‌হ, তথা ইসলামী জ্ঞান সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১৯৯৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার, দুপুর ১২.৩০ মিনিট থেকে ৩ ঘন্টা ব্যাপী সাপ্তাহিক ইসলামিক অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়।

২. ইসলামিক টেলিভিশন

ইসলামিক টেলিভিশন ২০০৭ সালের মধ্য এপ্রিলে সম্প্রচার শুরু করে। এটির প্রধান কার্যালয় ৩৪/১ (৩য় ফ্লোর) পরিবাগ, সোনারগাঁও রোড, হাতিরপুল, ঢাকা ১০০০- এ অবস্থিত। এ ইসলামী টিভির উদ্দেশ্যে হল আলকুরআন, হাদীস এবং ইসলামী আহকাম সম্প্রচার। যাতে মুসলিম উম্মাহ ইসলামের সঠিক নির্দেশনা পায়। সেজন্য এ খানে এদেশের বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ইসলামী ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে এ টিভি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

২. তিনি এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সমাজের দুস্থ ও অবহেলিতদের কথা, ইংল্যান্ড, ইউরোপসহ পুরো বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ২০১২ সালে তিনি লন্ডনের এশিয়ান ভয়েজ পত্রিকা কর্তৃক সম্মান “এশিয়ান ব্রডকাস্টার অব দ্যা ইয়ার-২০১২”

Dhaka University Institutional Repository

৩. দিগন্ত টেলিভিশন

দিগন্ত টেলিভিশন বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি স্যাটালাইট টিভি চ্যানের। এটি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু করে। এটি ২৮ আগস্ট , ২০০৮ খ্রি.এ বাংলাদেশ ব্রডকাস্ট এর আওতায় পূর্ণ প্রচার শুরু করে। এটি এম.এ. রহমানে এর মালিকানাধীন দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এটি ২০১২ খ্রি. বিশ্বজুড়ে তাদের অনুষ্ঠানগুলো সম্প্রচারের লক্ষ্যে সরাসরি অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার শুরু করে।[৩] এটিভিতে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ।

৪. এনটিভি

এনটিভি একটি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেল। এর প্রধান কার্যালয় এটি বিসিক ভবন ৬ষ্ঠ তলা, ১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ্য, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ - এ অবস্থিত। এটি ৩ জুলাই ২০০৩ সাল থেকে এর সম্প্রচার শুরু হয়। এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মোসাদ্দেক আলী। এ টিভির মূল শ্লোগান হল: ‘সময়ের সাথে আগামী পথে’। এখানে ‘আপনার জিজ্ঞাসা”নামে একটি ইসলামিক প্রোগ্রাম চালু আছে। এখানে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। দর্শকদের ইসলামী জিন্দেগীর বিভিন্ন মাসআলার জবার দেয়া হয়।এখানে যে সমস্ত প্রোগ্রাম হয় তার মধ্যে রয়েছে:

News,*Documentary * Live Program * Talk Show *Drama, *Magazine, * Law Related Program, * MusicalProgram,* Islamic Program, Computer Related Program, * Cinema,* Songs, ➢ Cultural Show,➢ Program for Children, ➢ Travel Show

এ সকল প্রোগ্রামের মধ্যে ইসলামিক প্রোগ্রামটিতে ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আইন সম্পর্কে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়।

৫.চ্যানেল আই

“চ্যানেল আই” প্রথম ডিজিট্যাল বাংলা চ্যানেল। এটি ১ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে প্রথম সম্প্রচার শুরু করে এবং তখন থেকেই ২৪ ঘন্টা এটি সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। এর মূল শ্লোগান হল হৃদয় বাংলাদেশ। এটি ৮৪টিরও বেশী দেশের লোক এ চ্যানেলটির অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা এবং ইউরোপীয় দেশে এর সম্প্রচার হয়।[৪] এর প্রধান কার্যালয় ৪০, শহীদ তেজগাঁও আহমেদ সরণী, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা-১২০৮

৬.পিছ টিভি বাংলা

পিছ টিভি বাংলা একটি ইসলামিক টিভি চ্যানেল।. থেকে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই থেকে ২১, জানুয়ারী, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে এর সম্প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয়। বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. জাকির নায়েক এ টিভির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশে এর অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারিত হয়।

এর সাপ্তাহিক একটি প্রোগ্রাম সূচী নিম্নে দেয়া হল:[৫]

---

[৩]. www.digantatv.com, Official Website

[৪]. সূত্র : ইন্টারনেট Channel-I-TV.com

[৫]. http://www.peacetvbangla.com/schdule.html

Dhaka University Institutional Repository

SCHEDULE FOR THE WEEK

Bangla-desh Time	SATURDAY 31 August 2013	SUNDAY 1 September 2013	MONDAY 2 September 2013	TUESDAY 3 September 2013	WEDNESDAY 4 September 2013	THURSDAY 5 September 2013	FRIDAY 6 September 2013
18:30 19:00	Qiraat (J) Night Shooted 2010 Part - 45	Qiraat (J) Night Shooted 2010 Part - 46	Qiraat (J) Night Shooted 2010 Part - 47	Qiraat (J) Night Shooted 2010 Part - 48	Qiraat (J) Night Shooted 2010 Part - 49	Qiraat (J) Night Shooted 2010 Part - 50	Qiraat Night Shooted 2007 (A) Part - 1
19:00 19:30	Muhaasin-e-Islam Part - 3 Mohammed Hashim Madani	Fazaail-e- Amaal Part - 18 Shaikh Abdur Razzaque	Zina - Ek Sangeen Jurm Zinakari se Taubah	Taaleem Part - 13 Dr. Abul Kalaam Azad	Islam mein Aurat Part - 32 Abdus Salaam Azadi	Islam ke Arkaan Allah Ke Saamne Haazri Part - 13 Motiur Rahman Madani	Deeni Taleem - Kya aur Kyun ?
19:30 20:00	Enjoying Islam with Zain & Dawood Part - 9 Qur'an is our guide	Stories of the Prophets (pbut) Part - 36 Yusuf Estes	Next Generation Part - 9 IIS Students	Vision Setters Part - 2 IIS Students	Whiz - Kidz IIS Annual Day (2009) Part -8 Children's Programme	Stories of the Prophets (pbut) Part - 37 Yusuf Estes	Seerat-un-Nabi (saw) Part - 6 Shaikh Mukammal Madani
20:00 20:30	Better Half or Bitter Half (Bangla Dub) Famous Studio Part - 7 Dr. Zakir Naik	Dial Dr. Zakir Islamica Q & A. - Live Call-in Question & Answer Session on Islam Channel-	Dare to Ask Dr. Zakir Naik Question & Answer Session)	Dare to Ask Dr. Zakir Naik Question & Answer Session	Dare to Ask Dr. Zakir Naik Question & Answer Session Part - 14 (Ep.-114)	Teen's Star Peace through Religion Part - 2 Fariq Naik	Dr. Zakir HiStory Interview on Tahalka-8 Part - 8
20:30 21:00	Ilm-e-Deen ke Fawaid Amro bil Maaroof wan nahi anil Munkur-2	Eemaan ke Arkaan Taqdeer par Eemaan-1 Part - 8 Motiur Rahman Madani	Chaalees Hadees-e-Nabwi Part - 19 Haroon Hussain Talk	Islam aur Jahliat Part - 2 Muzaffar bin Mohsin Talk	Chaalees Hadees-e- Nabwi Part - 20 Haroon Hussain Talk	Namaaz ki Haqeeqat aur Ahmiyat Ikhlaas ke saath Namaz adaa karna zaruri hai	Chaalees Hadees-e-Nabwi Part - 21 Haroon Hussain Talk
21:00 21:30	Truth Exposed Abdul Terrorism and Jihad - An Islamic Perspective Part - 4 Dr. Zakir Naik	Truth Exposed Terrorism and Jihad - An Islamic Perspective Part - 5 Dr. Zakir Naik Public Lecture	Truth Exposed Why the West is Coming to Islam? Part - 1 Dr. Zakir Naik	Truth Exposed Why the West is Coming to Islam? Part - 2 Dr. Zakir Naik	Truth Exposed Why the West is Coming to Islam? Part - 3 Dr. Zakir Naik	Crossfire Sequel to the Interfaith Dialogue 'The Concept of God in Hinduism and Islam - In the Light of Sacred Scriptures Part - 2 between Dr. Zakir Naik & Sri Sri Ravi Shankar	Truth Exposed Why the West is Coming to Islam? Part - 4 Dr. Zakir Naik
21:30 22:00	Dars-e-Qur'an Part - 138 Mutiur Rahman Madani	Zubaan aur Aankh ki Aafat Part - 1 Mohammed Hashim Madani	Dars-e-Qur'an Part - 139 Mutiur Rahman Madani	Zubaan aur Aankh ki Aafat Part - 2 Mohammed Hashim Madani	Dars-e-Qur'an Part - 140 Mutiur Rahman Madani		Zubaan aur Aankh ki Aafat Part - 3 Mohammed Hashim
22:00 22:30	Islam - Masail ka Waahid Hal (F) Namaaz Part - 35 (GD - UAE)	Islam - Masail ka Waahid Hal (G) Media-1 Part - 36 (GD - UAE)	Islam me Huqooq ke Hukm Bad Nazar Part - 19 Shaikh Abdul Qaiyum	Aaiye, Qur'an se Ham Zindagi Sanwaare Part - 22 Abdur Rahman Madani	Aao Qur'an ke Saaye mein (B) Qur'an ki Misaalen-9 Part - 18 Discussion		Azmat-e- Islam ((C) Dawat Part - 5 Discussion
22:30 23:00	Riyazus Saaleheen Part - 45 Akhtar Madani	Kitaabut Tawheed Part - 82 Shaheedullah Khan Madani Workshop	Riyazus Saaleheen Part - 46 Akhtar Madani	Khulfa-e-Rashidain Part - 1 Shaikh Badrudduja Nadwi	Riyazus Saaleheen Part - 47 Akhtar Madani		Khulfa-e-Rashidain Part - 2 Shaikh Badrudduja Nadwi p
23:00 23:30	Islam ke Buniyadi Arkaan Part - 4 Saifuddin Bilal TV Talk	Rasool (saw) ki Namaaz Part - 13 Muzaffar bin Mohsin TV Talk	Daaee ki Sifaat Part - 3 Dr. Amanullah Madani	Hajj-e-Mabroor Part - 6 Dr. Muslihuddin	Qabr ke Azaab Part -8 Abdur Razzaque	Jumu'ah Khutbah 14 Part - 2 Shaikh Ahmed Ali Al Huthayfi Peace Conference	Quran aur Science Part - 20 Dr. Ahmadullah Trishali
11:00 11:30	Taraaweeh (Madinah) 2008 Part - 4	Taraaweeh (Madinah)2008 Part - 5	Taraaweeh (Madinah) 2008 Part - 6	Taraaweeh (Madinah) 2008 Part - 7	Taraaweeh (Madinah) 2008 Part - 8	Taraaweeh (Madinah) 2008 Part - 9	Taraaweeh (Madinah) 2008 Part - 10
05:30 06:00	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 32	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 33	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 34	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 35	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 36	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 37	Taraaweeh (Makkah) 2008 Part - 38

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত প্রোগ্রামসূচী থেকে দেখা যায় যে, এ টিভির প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই ইসলামী অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। এ টিভির মূল শ্লোগান হল-‘মানবতার সমাধান’। এটি বাংলায় সম্প্রচারিত ফ্রি টু এয়ার অত্যাধুনিক টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। উন্নত মিডিয়া প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা, গবেষণা, প্রোগ্রাম সফটওয়্যার ও সক্রিয় ব্যবস্থাপনার সাহায্যে সবকিছু আয়োজন করা হয়। এখানে ধর্মীয় ও মনুষ্যবিদ্যায় পারদর্শী আন্তর্জাতিক খ্যাতিমসম্পন্ন পণ্ডিত ও বাগ্মীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে । এ চ্যানেল উন্নত মিডিয়া প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা, গবেষণা ও সক্রিয় ব্যাবস্থাপনার দ্বারা পরিচালিত।

আজ ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বের ভুল ধারণা ও ঘৃণ্য প্রচারের আঘাত ইসলামকে সইতে হচ্ছে। প্রবঞ্চক রাজনৈতিক ও শিল্প বাণিজ্যমহলের স্বার্থ সম্পৃক্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম বিশ্বজুড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এ ভুলধারণাগুলি তীব্রতর সঙ্গে প্রচারে লিপ্ত। ইসলামকে বর্ণনার সময় গণমাধ্যম অতি চাতুর্য ও কৌশলের সঙ্গে সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে এড়িয়ে যায়। বুদ্ধিদীপ্ত ও যথাযথ ইসলামী মতামত গণমাধ্যমের প্রধান ধারায় সচরাচর উঠে আসেনা বিশেষত টেলিভিমনের পর্দায় অথচ বিপথগামী কিছু মুসলিমের অপব্যাখ্যাগুলি প্রচারিত হয়। বিশ্বজুড়ে যে বিপুল আকারে মিডিয়া সংস্থাগড়ুলি একে অপরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তাতে গণমাধ্যমে বিভিন্ন মতামত প্রচারের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটছে । আর এটা ইসলামী মতামত প্রচারের বিষয়ে বিশেষ প্রযোজ্য। এ ধরণের পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। ইসলামের সার কথা নিয়ে বিশ্বময় প্রচারই এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে। ইসলামিক টিভিতে ইসলামের সারগর্ভ আলোচনা হওয়া দরকার। এ সমস্ত টিভিতে ইসলামী আহকাম, বিধি-বিধান প্রচার হয়। ইসলামী টিভি ছাড়াও অন্যান্য টিভি চ্যানেলগুলোতেও বিভিন্ন সময় ইসলামী আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাই তো বলা যায় যে, ফিক্‌হ চর্চায় টিভি চ্যানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফিক্‌হ চর্চায় ইন্টারনেট

ইন্টারনেট শব্দটির পূর্ণ অর্থ হল ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক (Interconnected Network)। অন্য কথায় নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্কই হলো ইন্টারনেট। এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি কম্মিউটার নেটওয়ার্ক। দুই ততোধিক কম্পিউটারকে ক্যাবল, মডেম স্যাটালাইট ইত্যাদির মাধ্যমে সমন্বয় করার প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network) বলে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং (Computer Networking) প্রক্রিয়া একমাত্র আধিপত্য বিস্তারকারী মাধ্যমটির নাম ইন্টারনেট (Internet)।[১]এটি আরপানেট (Arpanet- Advanced Research Projects Administration Network) দিয়ে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু। ১৯৬৯ খ্রি. সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেল্‌স এর UCLAল্যাবরেটরিতে আরপানেটের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রথম কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এরপর ৫ ডিসেম্বর মার্কিন প্রতিক্ষা রক্ষা বিভাগএকটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় লস এঞ্জেলস,মেনলো পার্ক, সান্তা বারবারা ও উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কের আওতায় এনে আরপানেটের অফিসিয়াল উদ্বোধনী ঘোষণা করে। প্রাথমিক অবস্থায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ নেটওয়ার্কের ব্যবহার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তারপর ১৯৮২ খ্রি. বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী ইন্টারনেট প্রোটকল টিসিপি/আইপি উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ইন্টারনেট সম্প্রসারনের প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৯৬৯ হতে ১৯৮৩ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পর্যায়; এ সময় নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ হয় ধীর গতিতে এবং বিশটি দেশে কম্পিউটারের সংখ্যা ছিল মাত্র দুইশত। সম্প্রসারণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো আশির দশক। ১৯৮৬ খ্রি.যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন নেটওয়ার্ক (NSNET) প্রতিষ্ঠার ফলে আরপানেটের প্রভাব কমে যায় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক উন্নয়নে শরীক হয়। অবশেষে ১৯৯০ খ্রি. আরপানেটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এব এটি ইন্টারনেট নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৮৯ সালে আইএসপি(ISP –Internet Service Provider) বা ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান চালুর ফলে সকলের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।[২]

এ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ একই বলয় আবদ্ধ হতে পেরেছে। ফলে একজনের সাথে অন্যজনের যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি বেড়েছে আশাতীতভাবে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। আধুনিক যুগে ইন্টারনেট যেন এক তথ্যের বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। ব্যবহারকারী ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামী ওয়েব সাইটগুলোতেও ইসলামী ফিক্‌হ তথা ইসলামী আহকামগুলো পোস্ট করে দেয়া হয়েছে। ফলে ইসলামী যেকোন বিষয়গুলো জানার জন্য ইসলামী ওয়েবসাইটগুলোতে ভ্রমণ করলে যুক্তিভিত্তিক, দলীলভিত্তিক তথ্য জানা যায়। এ সমস্ত ওয়েব সাইটে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, মাসআলা-মাসায়েল দেয়া হয়েছে । ইসলাম বিষয়ক অসংখ্য বাংলায় অনুবাদকৃত এবং মৌলিক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এ ওয়েব সাইটে দেয়া কিছু ফিক্‌হ বিষয়ক বইয়ের তালিকা এবং ওয়েব ঠিকানা নিম্নে দেয়া হল:

---

১. মো: নাইমুল হক নাঈম, *কম্পিউটার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজী*, ঢাকা: আইসিটি পাবলিকেশন্স,ডিসেম্বর,২০১১, পৃ.৫৪৭

২. মাহবুবুর রহমান , *ডিজিটাল বিস্ময় প্রেক্ষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ*, ঢাকা: সিসটেক পাবলিকেশন্স লি:, ২০১৩ পৃ.১০৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী মাসআলা-মাসায়েল এবং সমকালীন বিভিন্ন ফতোয়া প্রদানকারী এবং বাংলা ইসলামী বইয়ের কিছু ওয়েব সাইট:

১. http://islamiboi.wordpress.com/

২. https://dawahilallah.wordpress.com/

৩. http://banglawaz.tk/

৪. Bangla Kitab : http://www.banglakitab.com/

৫. Bangla Kitab : http://www.banglakitab.com/

৬. Qawmi Kitab Bd : http://www.qawmikitabbd.com/

৭. Qawmee.com : http://qawmee.com/

৮. IslamBarta.com : http://islambarta.com/

৯. Sheikh Zakariyyah Research Institute : http://muftimizan.com/

১০. Mufti Saeed Ahmad : http://muftisaeed.com/

১১. Adarsha Nari : http://adarsha-nari.com/

১২. Mufti Yousuf Sultan : http://yousufsultan.com/

১৩. http://www.darululum-hathazari.com/

১৪. http://www.aljameahpatiya.com/

১৫. Al-Jamiatul Arabiatul Islamia Ziri : http://www.jamiaislamiaziri.org/

১৬. Jamia Tawakkulia Renga : http://www.rengamadrasah.com/

১৭. Jamiatul Asad Al Islamia, Dhaka:http://jamiatulasad.com/

১৮. Jamiya Shariyyah Malibag, Dhaka : http://jamiamalibag.com/

১৯. Madrasatul Hikmah, Uttara : http://www.hikmabd.com/

২০. Boruna Madrasah, Sylhet : http://www.borunamadrasha.com/

২১. Jamea Madania, Kazirbazar, Sylhet : http://www.jameamadania.com/

২২. http://www.chandarpurshariahacademy.org/

২৩. Jamiya Kasimiya Ashraful Ulum, Mirpur, Dhaka : http://jamiakasimia.org/

২৪. Jamia Qurania Arabia Lalbagh : http://jamialalbagh.org/

Dhaka University Institutional Repository

২৫. Jamia Rahmania Arabia Dhaka : http://rahmaniadhaka.com/
২৬. http://www.qoumi.com/
২৭. http://befaq-bd.com/

এ সকল ওয়েব সাইটে ইসলামী জীবন যাপনের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল দেয়া হয় এবং সমকালীন বিভিন্ন উত্থাপিত প্রশ্নের ইসলামী আলোকে জবাব দেয়া হয়। তাই এ ওয়েব সাইট থেকে ইসলামী ফিক্হ সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

ওয়েব সাইটে দেয়া কিছু ইসলামী ফিক্হ ও ইসলামী বইয়ের তালিকা নিম্নে দেয়া হলঃ

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
1.	Aamal - Zikir	Aamir Haji Abdul Wahab Bhai
2.	14 Rights Of Parents On Children	Maulana Shah Abrarul Haq (R.)
3.	Allaher Pother Thikana	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi (R.)
4.	Bidhosto Manobota	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi (R.)
5.	Imaner Dabi	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
6.	Makateeb Of Hazratzi Maulana Shah Ilias RA	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi (R.)
7.	Maolana Ilias RA and Deenee Dawat	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
8.	Notun Dawat Notun Poygam	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
9.	Noya Khun	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
10.	Prachcher Upohar - Gift Of East	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
11.	Prachcher Upohar - Gift Of East	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
12.	Prachcher Upohar - Gift Of East	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
13.	Shat Juboker Golpo	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
14.	Taruner Proti Hridoyer Topto Ahoban	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
15.	What World Lost When Muslims Fell	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
16.	What World Lost When Muslims Fell	Maulana Abul Hasan Ali Nadvi(R.)
17.	Arrival Of Imam Mahdi - Return Of Isa Alaihi Wa Sallam - Signs Of Kiyamaat	Maulana Abul Kalam
18.	Warning For Forgetful (Tambihul Gafilun) Part1	Imam Faqih Abul Layos Smarkandi (Rahmatullahi Alaihi)
19.	Warning For Forgetful (Tambihul Gafilun) Part2	Imam Faqih Abul Layos Smarkandi (Rahmatullahi Alaihi)
20.	Back Biting - Gibat	Allama Abdul Hai Lakhnovi (R.)
21.	Ahmad Deedat Book Collection On Comparative Religion	Ahmad Deedat (RA)
22.	Benefit of Tawba (Repentance) and List of Sins - Intro & Page 0-131	Maulana Ashek Elahi Bulanda Shahri Mohajere Madani
23.	Benefit of Tawba (Repentance) and List of Sins - Page 132-272	Maulana Ashek Elahi Bulanda Shahri Mohajere Madani (R.)
24.	Bipoder Karon Ebong Protikar - (Problems- Reasons And Solutions)	Maulana Ashek Elahi Bulanda Shahri Mohajere Madani (R.)

Dhaka University Institutional Repository

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
25.	Akherater Prerona - Showke Waton	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R.)
26.	Ashraful Jawab - Excellent Brilliant Answers - Part 1	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
27.	Ashraful Jawab - Excellent Brilliant Answers - Part 2	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
28.	Ashraful Jawab - Excellent Brilliant Answers - Part 3	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
29.	Beheshti Zewar (Olongkar) -	Maulana Ashraf Ali Thanvi ®
30.	(Brief) Life & Character Of Muhammad (S.)	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
31.	Correction Of Evil Customs (Islahur Rusum)	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
32.	Essence (Mormo Kotha) Of Maarefat	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
33.	Family Life In Light Of Quran And Hadith	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
34.	Hashi (Laugh) Of Muslims - Funny Stories With Lesson	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
35.	Huququl Islam - Huququl Walidain And Others	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
36.	In The Sight Of Shariat Order Of Covering (Porda)	Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rahmatullahi Alaihi)
37.	Khutbatul Ahkam - Pages 0 - 80	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
38.	Khutbatul Ahkam - Pages 81 - 160	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
39.	Khutbatul Ahkam- Pages 161-228	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
40.	Mawayeze Ashrafia	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
41.	Meraj And Science	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
42.	Mumin- O- Munafiq (Believer & Hypocrite)	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
43.	Muslim Bor Kone (Bride Groom)	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
44.	Muslim Bor Kone (Bride Groom)	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
45.	Peace For Believer-Muminer Shanti	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
46.	Purification Of Muslims-Islahul Muslimin	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
47.	Purification Of Women - Islahul Niswan	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
48.	Raising Children According To Shariat	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
49.	Result Of Actions	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
50.	Social Behavior - Adabul Muasharat	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
51.	Takdir Ki - What Is Fate	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
52.	Takdir Ki - What Is Fate	Maulana Ashraf Ali Thanvi (R)
53.	Kobira Gunah	Imam Az-Zahabi (R)
54.	Bukhari Shareef	Imam Bukhari (R)
55.	Ladies (Nari) In The Sight Of Islam	Farid Bezdi Afendi

Dhaka University Institutional Repository

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
56.	Kasida - E - Burda -	Imam Busiri (Rahmatullahi Alaihi)
57.	Rare Historical Information	Maulana Gufran Rashidi Kiranvi
58.	Akherat (Life After Death)	Imam Gazzali (R)
59.	Dakhayekul Akhbar	Imam Gazzali (R)
60.	Destruction Of Tongue - Jobaner Khoti	Imam Gazzali (R)
61.	Hope Of Blessing And Fear Of Punishment	Imam Gazzali (R)
62.	Ihyau Ulumuddin-	Imam Gazzali (R)
63.	Kimiae Saadat -Shoubhagger Poroshmoni	Imam Gazzali (R)
64.	Misery And Greed For Wealth	Imam Gazzali (R)
65.	Mishkatul Anwar - Source Of Light	Imam Gazzali (R)
66.	Mukashafatul Qulub-Light Of Soul	Imam Gazzali (R)
67.	Mukashafatul Qulub - Light Of Soul - Vol 1 - Page 138-275	Imam Gazzali (R)
68.	Mukashafatul Qulub - Light Of Soul - Vol 1 - Page 276-416	Imam Gazzali (R)
69.	Mukashafatul Qulub - Light Of Soul - Vol 2 - Intro & Page 0-135	Imam Gazzali (R)
70.	Mukashafatul Qulub - Light Of Soul - Vol 2 - Page 136-273	Imam Gazzali (R)
71.	Mukashafatul Qulub - Light Of Soul - Vol 2 - Page 274-408	Imam Gazzali (R)
72.	Ordering Good And Forbidding Evil Part 1	Imam Gazzali (R)
73.	Ordering Good And Forbidding Evil Part 2	Imam Gazzali (R)
74.	Patience And Thankful (Sabar O Shokor)	Imam Gazzali (R)
75.	Reality Of Creation - Shrishti Dorshon	Imam Gazzali (R)
76.	Show Off Worship - Reea Part 1	Imam Gazzali (R)
77.	Show Off Worship - Reea Part 2	Imam Gazzali (R)
78.	What Is Dawat - Last Speech Of Maulana Yusuf RA,	Mufti Habib Samdani
79.	What Is Tabligh - 6 Quralities - Dua - Boyan On Hoor	Mufti Habib Samdani
80.	Ahkame Jindegi	Maulana Hemayet Uddin
81.	Islami Akida - O - Vranto Motobad - Page 1-151.pdf	Maulana Hemayet Uddin
82.	Islami Akida - O - Vranto Motobad - Page 152 - 379	Maulana Hemayet Uddin
83.	Islami Akida - O - Vranto Motobad - Page 380-687.pdf	Maulana Hemayet Uddin

Dhaka University Institutional Repository

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
84.	500 Hadith And 77 Branches Of Iman	Maulana Hosain Ahmad
85.	For Daee (Inviter) Righteous Words - Malfuzat	Maulana Ilias ®
86.	JIN Nations Extraordinary History - Part 1	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
87.	JIN Nations Extraordinary History - Part 2	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
88.	JIN Nations Extraordinary History - Part 3	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
89.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents)	Allama Jalaluddin Suyuti ®
90.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 1 - Page 82-169	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
91.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 1 - Page 170-257	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
92.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 1 - Page 258-345	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
93.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 1 - Page 346-433	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
94.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 1 - Page 434-520	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
95.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 2 - Intro & Page	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
96.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 2 - Page 90-189	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
97.	Khasayesul Qubura (Extrordinary Incidents) - Vol 2 - Page 190-288	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
98.	Wasyot Of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam	Allama Jalaluddin Suyuti (Rahmatullahi Alaihi)
99.	What Happens After Death Grave Heaven Hell - Part 1	Allama Jalaluddin Suyuti - Mufti Ashek Elahi (Rahmatullahi Alaihi)
100.	What Happens After Death Grave Heaven Hell - Part 2	Allama Jalaluddin Suyuti - Mufti Ashek Elahi (Rahmatullahi Alaihi)
101.	Court Of Rasulullah (S.)	Imam Kurtubi ®
102.	Right Of Muhammad (S.) On Ummah - Huququl Mustafa	Mufti Mahmud Hasan Ganguli (Rahmatullahi Alaihi)
103.	Baseless Complaint and their Response-Tabligh	Maulana Manzur Nomani (Rahmatullahi Alaihi)
104.	Islam Ki O Keno-Islam What And Why	Maulana Manzur Nomani ®
105.	Maariful Hadith-	Maulana Manzur Nomani ®
106.	My Interaction With (M) Maududi And More Extremely Important Details	Maulana Manzur Nomani (Rahmatullahi Alaihi)

Dhaka University Institutional Repository

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
107.	Hazratzi-Maulana Muhammad Ilias (RA)	Maulana Mohiuddin Khan
108.	Maktubat (Letter Collection) of Imam Ghazzali RA	Maulana Mohiuddin Khan
109.	Jiboner Sesh Deen (Last Days of Life)	Mufti Monsurul Haq
110.	Hisne Hasin - Dua/Prayer	Imam Muhammad Al Jazree ®
111.	Silahul Mumin - Tools For Believers	Allama Muhammad Abu Yusuf
112.	Daily Dua And Sunnah Of Beloved Prophet SAWS	Shaikh Muhammad Ali Assabuni RA
113.	Procholito Vul - Well Known Wrong Hadith	Maulana Muhammad Malek
114.	Explanation Of Dreams	Allama Muhammad Ibne Sirin ®
115.	Riyadh Us Saleheen	Imam Nawawi ®
116.	Tibbe Nobobi - Medical Science Of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam - Part1	Hafiz Nazar Ahmad (Rahmatullahi Alaihi)
117.	Tibbe Nobobi - Medical Science Of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam - Part2	Hafiz Nazar Ahmad (Rahmatullahi Alaihi)
118.	Namaz Of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam - Lesson With Picture Part 1	M M Nur Ullah Azad
119.	Namaz Of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam- Lesson With Picture Part 2	M M Nur Ullah Azad
120.	Jannater Shothik Poth - Rog Dushchinta Allaher Neyamot	Mufti Rafi Usmani (Rahmatullahi Alaihi)
121.	Malfuzat - Hazratzi Maulana Yusuf Rahmatullahi Alaihi	Mufti Rowshon Shah Kashemi
122.	Direction And Treasures Of Ideal Wife	Mufti Ruhul Amin
123.	Ideal Mother (Adorsho Ma)	Mufti Ruhul Amin
124.	Kalimar Dawat	Maulana Saad
125.	Hajj O Masayel	Mufti Saeed Ahmad RA
126.	Tablig Jamater Murubbigoner Guruttopurno Boyan Shongkolon	Compiled by Muhammad Saidul Islam
127.	Favorite Dua Of Prophet (S)	Maulana Sakhawatullah
128.	Life Of Imam Gazzali	Maulana Sakhawatullah
129.	Burial And Funeral - Kafon Dafon Janaza	Maulana Shabbir Ahmad Shibli
130.	Ahqam (Rules) Of Hajj And Umrah	Mufti Shafi Usmani ®
131.	Allah Wala	Mufti Shafi Usmani ®
132.	Bisho Bazar Dhosher Mul Karon Shud - Reason For World Market Destruction Interest	Mufti Shafi Usmani ®
133.	Jonmo Newonton	Mufti Shafi Usmani ®
134.	Life Of Last Prophet Muhammad (S.)	Mufti Shafi Usmani ®

Dhaka University Institutional Repository

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
135.	Unnecessary Sin - Gunahe Be Lazzat	Mufti Shafi Usmani ®
136.	Great Prophet SAWS and Children	Shamsul Alam
137.	Bhul Shongshodhon (Correction of Mistakes) of Mr Maududi	Maulana Shamsul Haq Faridpuri RA
138.	Question and Answers About Tabligh - shared by Br. Taher	S M Saleheen - Shaikhul Hadith Maulana Shaukat Ali
139.	Dawater Nobobi Usul	Maulana Sulaiman Nadvi®
140.	Bank Of Furat River - Touring World With History	Allama Mufti Taqi Usmani ®
141.	Different Faces Of (Lie - Breaking Promise - Abuse Trust)	Allama Mufti Taqi Usmani ®
142.	Gunah & Tawba - Obhishap & Rahmat -	Allama Mufti Taqi Usmani ®
143.	Hadhrat Muaawiyah (RA) In Historical Truth (Court)	Allama Mufti Taqi Usmani ®
144.	Islahi Khutubat-	Allama Mufti Taqi Usmani ®
145.	Islam And Modernism - Adhunikota	Allama Mufti Taqi Usmani ®
146.	Islamic Banking And Finance Process – P.1	Allama Mufti Taqi Usmani ®
147.	Islamic Banking And Finance Process - Part 2	Allama Mufti Taqi Usmani ®
148.	Khabar Adob (Etiquette Of Eating and More)	Allama Mufti Taqi Usmani ®
149.	Most Valuable Wealth Of Life	Allama Mufti Taqi Usmani ®
150.	Mumin - O - Munafiq (Believer & Hypocrite)	Mufti Taqi Usmani (& Maulana Ashraf Ali Thanvi RA)
151.	Save Your Own House - Apon Ghor Bachan	Shaikhul Islam Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum
152.	School Of Thoughts (4 Mazhab) - What And Why - Part1	Shaikhul Islam Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum
153.	School Of Thoughts (4 Mazhab) - What And Why - Part2	Shaikhul Islam Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum
154.	Rater Shurjo - Sun Of Night - Travel World With History -	Shaikhul Islam Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum
155.	Rater Shurjo - Sun Of Night - Travel World With History - Pages 100-199	Shaikhul Islam Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum
156.	Uhud To Kashiun - Touring World With History	Shaikhul Islam Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum
157.	Alokito Nari	Maulana Tariq Jamil
158.	Heaven & Greatness of Allah - Special Speeches	Maulana Tariq Jamil
159.	Kamiabir Poth - Road to Success -	Maulana Tariq Jamil
160.	Mrittur Opare - Other Side Of Death	Maulana Tariq Jamil
161.	Prothom Diner Shurjo - Sun of First Day	Maulana Tariq Jamil
162.	Who Is He? - Ke Shey Jon? - Part1	Maulana Tariq Jamil

Dhaka University Institutional Repository

SL	বইয়ের নাম	লেখকের/অনুবাদকের নাম
163.	Who Is He? - Ke Shey Jon? - Part2	Maulana Tariq Jamil
164.	(Why) Worldwide Tabligh Is My Work	Maulana Umar Palanpuri (Rahmatullahi Alaihi)
165.	Hayatus(Lives of) Sahabah (Radiallahu Anhum)- Left Click Only	Maulana Yusuf Kandolvi (Rahmatullahi Alaihi)
166.	Muntakhab (Selected) Ahadith- Left Click Only	Maulana Yusuf Kandolvi (Rahmatullahi Alaihi)
167.	Character (Choritro) Of Sahabah (RA) - Part 1	Maulana Zakaria ®
168.	Character (Choritro) Of Sahabah (RA) - Part 2	Maulana Zakaria ®
169.	Character (Choritro) Of Sahabah (RA) - Part 3	Maulana Zakaria ®
170.	Criticism Of Tabligh Jamat and Their Responses	Maulana Zakaria ®
171.	Importance Of Zikir And Itikaf	Maulana Zakaria ®
172.	Monzil - Proven Dua	Maulana Zakaria ®
173.	Fazaele Tizarat - Benefits of Business	Maulana Zakaria ®
174.	NEW Fazail (Benefit of) E Amal & Sadaqat	Maulana Zakaria ®
175.	Al Quran Er Arobi Shikhi	
176.	Al Quraan Sikha Padhati	
177.	Zakir Naik Books (10 Books in Bangla, 3 Books in English)	
178.	Dr. M. Motiar Rahman Books (29 Books in Bangla)	
179.	Bangla Translation- Bible, Quran O Biggan.	
180.	Tawheeder Mul Nitimala by Bilal Philips	
181.	Al Quran Bangla Translation	
182.	Ayatul Kusri O Tohider Proman	
183.	Guide to understand Islam (Islamer sochitro guide)	
184.	Women In Islam Bangla Translation	
185.	Bangla Bukhari Shareef	
186.	How to Learn Quran in Simple way In Bangla	
187.	Ami keno Musolman by Abdul Mukit Muktar	
188.	Muslim Bon O Porrad Hukum by Shah Oyaliullah	
189.	Kobira Gunah by Imam Samsuddin Aj-Jahabi	
190.	Islami Rastro Babosta by Abdul Karim Jaidan	
191.	dith and 77 Part of iman by Hazrat Moulana Hosain ahmed	
192.	Arkanul Islam oyal Iman by Md. Bin Zamil Zainu	
193.	Bisso Nobi Muhammader Jibonadarso by Dr. Ahmod Bin Usman	
194.	Islami Akidah Bisoyok Guruttopuro Masala by Md. Bin Zamil Zainu	
195.	Islami Mul Akidar Bisleshon by Md. Bin Saleh Al Usmain	
196.	Kalema 'La Ilaha Illalah' by Abul Aziz bin Abdullah bin Baz	

Dhaka University Institutional Repository

197.	Kivabe Towhider Disha Pelam by Md. Bin Zamil Zainu
SL	বইয়ের নাম
198.	Makatib by Abul Hasan Ali Nadvi
199.	Meaning of 'La Ilaha Illalah' by Saleh bin Fowjan bin Abdullah
200.	Mononito Dhormo by Md. Abdur Rob Affan
201.	Mul Akidar Sonkhipto Porichoy by Dr. Naser Bin Abdul Karim
202.	Muzahada: Mumin Jiboner Disari by Abdullah Sahid Abdur Rahman
203.	Salasatum Usul O Adillahtuha: Tinti Mouloniti O proman pongi by Md. bin Abdul Wahab
204.	Ses Dibos
205.	Shiroker Bahon by Dr. Ibrahim bin Mohammod
206.	Sathik Dormo Bissas by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
207.	Sunnate Rasul Akre Dhora by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
208.	Tawhider Kotipoy Guruttopurno Bisoy by Md. Samaun Ali
209.	Tawhid O Kalima Tayibar Tatporjo by Md. Abul Kalam Azad
210.	Towhid O Sirokh by Md. Abul Kalam Azad
211.	100 Susabbosto Sunnot
212.	Ahli Sunnot Jamater Akidah by Md. Saleh Uddin
213.	Allahor Ain Bastobayon by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
214.	Atto Suddhi by Khaled bin Abdullah bi Muhammad
215.	Bidyat Dorpon by Abdul Hamid Al Faiji
216.	Bidyat Theke Sabdhan by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
217.	Dhumpan Ekti Oporadh by Abdullah Sahid Abur Rahman
218.	Din E Obichal Thakar Kotipoy Upay
219.	Fajael Amal by Abul Hamid Al Faiji
220.	Islamer Sikrito Odhikar by Md. Bin Saleh Al Usaimin
221.	Islame Ibadoter Poridhi by Dr. Yusuf Al Karjavi
222.	Islami Adorso O Shistachar
223.	Islami Hijab Ba Porda by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
224.	Islami Jibon Podhoti by Md. Bin Zamil Zainu
225.	Islami Noitikota
226.	Jibon Nirdeshika by Md. Samaun Ali
227.	Kashfush Shubhat (Songsoy Niroshon) by Md. Bin Abdul Wahab
228.	Mohan Allahar Marifat by Md. Harun Husain
229.	Muminder Jonno Mahe Romjaner Hadia by Saleh Bin Faojan
230.	Namaj Tag karir Bidhan by Md. Bin Saleh Al Husaimin
231.	Pother Sombol by Abdul Hamid Al Faiji
232.	Rajaye Amol by Abdul Hamid Al Faiji
233.	Rojar 70ti Masyala – Masael by Md. Saleh Al Munajjed
234.	Sontan Protipalon by Md. Bin Zamil Zainu
235.	Sufibad by Md. Bin Zamil Zainu
236.	Towhid by Abdul Hamid Al Faiji

Dhaka University Institutional Repository

237.	Vranto Tabij Koboj by Md. Bin Solaiman
SL	বইয়ের নাম
238.	Dalilul Muslim
239.	Hajj O Umrar Songkhipto Biboron by Md. Al Usaimin
240.	Hajj Umrah O Mosjide Rasul Jiyaroter Nirdeshika
241.	Hajj, Umrah O Jiyarot by Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
242.	Hisnul Muslim
243.	Kotipoy Haram Bostu
244.	Namaj O Pobitrota
245.	Namaj Porar Poddhoti
246.	Talimus Salat (Namaj Shikkha)
247.	Namajer Dhon-Vandar
248.	Namajer Doa O Jikor by Md. Abdur Rob Affan
249.	Namajer Somoy Suchi by Md. Bin Saleh Al Usaimin
250.	Nobi Jiboni
251.	Pobitrota O Namajer Bidhan
252.	Porda by Md. Bin Saleh Al Usaimin
253.	Surah Fatehar Tafsir by Md. Bin Abdul Wahab
254.	Gusse Ka Ijar
255.	Kufole Madina
256.	Ihterame Muslim

ওয়েব সাইট থেকে এ সমস্ত ইসলামী বইগুলো পড়ে ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কে, আইন-কানুন সম্পর্কে, পরিবার, সমাজ, ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে পারে সাধারণ জনগণ। তাইতো ইন্টারনেটের মাধ্যমেও ফিক্হ চর্চা, ফিক্হ সম্প্রসারণ এবং এর প্রচার ব্যাপক আকারে হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিচার

ইসলামী ফিক্‌হ বা ইসলামী আইন মানবতার মুক্তি ও শান্তির অন্যতম মাধ্যম। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের বুকে অশান্তির দাবানল যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল ইসলাম আগমনে সে আগুনের প্রজ্বলিত শিখা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। ইসলামের শান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে পড়ে ছিল আরব থেকে অনারব, দেশ থেকে দেশান্তরে, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পূর্বে। ছড়িয়ে পড়েছিল তা সুজলা সুফলার দেশ বাংলাদেশে। ইসলামী আইন মূলতঃ কুরআন ও হাদীছের প্রতিচছবি। এ আইন শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার মুক্তির আইন। এ আইন চর্চা-ইসলামী পরিভাষায় ফিক্‌হ চর্চাঅজ্ঞতার অমানিশা থেকে মানবজাতিকে ইসলামী আলোর দিকে নিয়ে আসে। যুগে যুগে এ'ইলমি ফিক্‌হ চর্চা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ব্যাক্তির মাধ্যমে। বাংলায় ইসলামের আগমনের পর থেকে বাংলা ভাষাভাষীদের মাধ্যমে বাংলায় এ আইন[১] চর্চা শুরু হয়। ইসলামী ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইন[২] হল ওহী ভিত্তিক।তাই এ আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক পার্থক্য।

এ আইন মহানবী (সা) এর মদীনায় হিজরতের প্রথম বছরই সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হয়েছিল। কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এটিই ছিল বিধিবদ্ধ ও জারীকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইসলামী আইন। মহানবী (সা) এর ঘোষিত আইনের ধারাসমূহের৫২ তম দফায় এ সংবিধান দেশে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক জাতি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। এ জাতি মুসলিম ও অমুসলিম প্রজাদ্বারা গঠিত হয়েছিল। এরপর পরিচালক ও পরিচালিতদের অধিকার, কর্তব্য, সুবিচার, আইন গঠন, বিদেশের সাথে সন্ধি, যুদ্ধ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অমুসলিম প্রজাদের অধিকার ও বৈশিষ্ট্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং এমন সব বিষয়ে বিধান এতে স্থান পেয়েছিল যা সময় মদীনার নাগরিক জীবন ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। সুবিচার স্থাপনের এমন একটি বৈপ্লবিক আদেশও দৃষ্টিগোচর হয় যে, বিচারক আদালতের কাজ শুধু সত্য প্রকাশের জন্যই করবে না, বরং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য করবে।[৩] সুতারং ইসলামের আইন মূলত:কুরআন ও হাদীসের এক নির্দেশনা। ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর (রা.) বলেন, ইসলাম হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সর্ম্পক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যহত রাখে।মানুষের

---

১. বাংলা ভাষায় আইন শব্দটি বুঝাতে ইংরেজিতে দুটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। Law এবং Act আইনের মূল যে সূত্র আছে তাকে Law বলা হয়। যেমন, Laws on Evidence, laws oncontract Act বিষয়টি ভিন্নভাবেও দেখা যায়। সংসদ যে আইন পাস করে তাকে Act বলে। বাংলা ভাষায় law এবং Act এ দুটি শব্দের জন্যই 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ 'অংশীদারি আইন' ও 'পণ্য বিক্রয় আইন'- এ Act এর স্থলে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। [গাজী শামসুর রহমান, *আইনবিদ্যা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ.৩১] এখানে Act এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'আইন' শব্দটি ব্যবহার করা হবে।

২. আইন শব্দটি বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন, ওহী ভিত্তিক আইন(Divine Law) । এ আইন হচ্ছে ঐসব আইন যে সকল বিধি-বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ব্যাক্তিগত বিবেক ও জনসমাজের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আদর্শ মানবিক আচরণ নির্দেশ করে এমন বিধি-বিধান হলো নৈতিক আইন (Moral Law)। প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত নিয়ম-কানুনকে 'প্রাকৃতিক আইন'(Natural Law) বলা হয়। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী ও কার্যকরনের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের ইচ্ছা-অনিচছা নির্বিচারে কাজ করে এমন নিয়ম-কানুনকে বৈজ্ঞানিক আইন (Scientific Law) বলা হয়। [গাজী শামসুর রহমান, আইনবিদ্যা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ.৩২]

৩. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ, *আহাদ নববী কা নিযাম হুকমরাণী*, দাক্ষিণাত্য, ১৯৪১. পৃ.২৪৩; বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, খ.১, ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,জুন, ২০০১খ্রি. পৃ.২২

Dhaka University Institutional Repository

এই দ্বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠণ ও পরিশীলনের জন্য ইসলামী শরী'আতে যে সকল নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তা-ই ইসলামী আইন।[৪] মহানবী (সা) কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশনামূলক বাণী উচ্চারণ করে বলেন:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবে না।"[৫]
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَٰصِلِينَ

"বল, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছ। তোমরা যা সত্তর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই,তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[৬]

আরবী ফিক্হ শব্দের প্রয়োগিক অর্থ আইন। কাজেই ইসলামী আইন হচেছ মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত বিধান।[৭]সুতারং এ ফিক্হ হল আল্লাহ প্রদত্ত, রাসুল (সা) এর হাদীসের আলোক সংকলিত,যুগ বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের গবেষণার ফসল। এ ফিক্হ মানবজাতিকে অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, কুসংস্কার, দেওলীয়াপনা, বিদ্বেষ ও অহমিকা থেকে বিরত রাখে। মানবতাকে সত্য ও সফলতার পথ দেখায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক উত্তম নির্দেশনা প্রদান করে একটি জাতিকে সফলতার শীর্ষে আরোহন করাতে মূখ্য ভূমিকা রাখে। এ ফিক্হ চর্চা সমাজে বিদ্যমান থাকায় মানুষের মধ্যে অজ্ঞতার অমানিশা বিদূরীত হয়ে সত্য ও সঠিক আলো উদ্ভাসিত হয়। এ ফিক্হ চর্চা না থাকলে অজ্ঞতার অন্ধকারে হারিয়ে যেত মানুষ।

এ ফিক্হ চর্চা বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান থাকলেও ১৯৪৭ খ্রি. এর পর বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার গতিময়তা বৃদ্ধি পায়।১৯৪৭ খ্রি.এর পর থেকে ১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্তানের অধীনে থাকায় উর্দূ ভাষার বেশ প্রচলন ছিল। তখনকার মাদ্রাসাগুলোতেও বাংলার পাশাপাশি উর্দূ ও ফার্সি ভাষা পড়ানো হত। তাই তখনকার উর্দূ, ফার্সি এবং আরবীতে অনেক ফিকহী গ্রন্থ লেখা হত। তবে বাংলা ভাষায়ও বিভিন্ন ফিক্হী গ্রন্থ রচিত হয়। ১৯৭১ খ্রি. এর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলা ভাষায় ফিক্হী গ্রন্থ রচনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।এর পর পর্যায়ক্রমে তথ্য প্রযুক্তির অবাধ জোয়ারে বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা হতে থাকে মিডিয়ার মাধ্যমে, পত্রিকার মাধ্যমে, ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটে, ব্যক্তিগত ভাবে, সিডি প্লেয়ারের মাধ্যমে, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। ১৯৪৭ খ্রি. এর পর থেকে ২০০৬ খ্রি. পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হল:

---

৪. ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাসামী, *বাদাউস সানাই ফী তারতিবিশ শরাঈ*, বৈরত, ১৯৮৯, খ.৬, পৃ.৪৮১

৫. আল-কুরআন,৪:১০৫

৬. আল-কুরআন,৬:৫৭

৭. আলহাজ বদিউল আলম, *ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা, আই এল আর এন্ড এল বাংলাদেশ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৫, পৃ.৪৯-৫০

Dhaka University Institutional Repository

১। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফিক্‌হ চর্চা

বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার অন্যতম মাধ্যম হল প্রতিষ্ঠান। ইসলামী বিধি-বিধান, ইসলামী আহকাম , শরী'আ আইন জানা ও বুঝার জন্য প্রতিষ্ঠানই হল উত্তম স্থান। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা এসে এ জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়। শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফিক্‌হী জ্ঞান বিতরণ করে।ফিক্‌হীর অনেক বই আরবীতে লিখিত হলেও বাংলা ভাষায় শিক্ষকরা শিখিয়ে থাকেন যেহেতু শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাংলাভাষী । ফিক্‌হার আরবীগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দেন। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দুটো ভাগ রয়েছে। একটি হল কওমী ধারার এবং অন্যটি হল আলিয়া ধারার মাদ্রাসা। মূলত: ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে এ মাদ্রাসাগুলোই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কারণ এখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে ইসলামী আহকাম শিক্ষা গ্রহণ করে। কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। এ কলেজগুলোতে ইসলাম শিক্ষা একটি বিষয় রয়েছে। ডিগ্রী পর্যায় রয়েছে ইসলামিক স্টাডিজ নামে একটি বিষয়। এ বইয়ের মধ্যে ফিক্‌হ বিষয়ক কিছু কিছু অধ্যায় সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর পর কোন কোন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। এসব কোর্সে ফিক্‌হ বিষয়ক অনেক অধ্যায় সিলেবাসভূক্ত করা হয়েছে। যার ফলে এ বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স পড়া শিক্ষার্থীরাও ফিক্‌হ বিষয়ক অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পারে। এ ধারার আলোকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চা হচ্ছে।

২। ব্যক্তি কেন্দ্রিক ফিক্‌হ চর্চা

বিখ্যাত মুফতী, 'আলিম-উলামা, পীর মাশায়েখ, ইসলামী পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় এ সকল মুফতীগণ এবং 'আলিমগণ ফিক্‌হ বিষয় পাঠ দান করে থাকেন। যার ফলে শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছ থেকে ইসলামী বিধি-বিধান সম্পর্কিত আইনগুলো আয়ত্ব করে সমাজের নান স্তরে প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পীর-মাশায়েখগণ তাদের মুরীদের কাছে ফিক্‌হ বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে। ফলে যারা মাদ্রাসায় পড়া শুনা করেনি তারাও তাদের পীরের কাছ থেকে জীবন ভিত্তিক মাসা'আলা শিখে 'আমল করতেছে। এছাড়াও ইসলামী পণ্ডিতগণ তাঁরা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে, পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের মাসআলাগুলো প্রচার করে থাকেন। এভাবে ফিক্‌হী আইনগুলো সমাজের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার ফলে বাংলা ভাষী সাধারণ মানুষ ইসলামী আহকামের উপর জীবন যাপন করতে পারে।

৩।পত্র-পত্রিকায় ফিক্‌হ চর্চা

বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার মধ্যে রয়েছে ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকা। এগুলোতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিরোনামে ইসলাম আহকাম, তাহজীব তমুদ্দুন প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ মিডিয়া ব্যপক উন্নতি লাভ করেছে। আশির দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা সাময়িকীর সংখ্যা ছিল দৈনিক পত্রিকা ৪২ টি, সাপ্তাহিক পত্রিকা ১১৩ টি, অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা-১১টি, পাক্ষিক পত্রিকা-৪ টি, মাসিক পত্রিকা-২২০ টি, দ্বি-মাসিক পত্রিকা-১২টি, ত্রৈমাসিক পত্রিকা-৫৫, ষান্মাষিক পত্রিকা-১১টি, বার্ষিক পত্রিকা-৪টি, অন্যান্য পত্রিকা-৩৮টি এসব পত্র-পত্রিকার মধ্যে ১১টি পত্রিকা ইসলামী চেতনার আলোকে প্রকাশিত হয়েছে।[৮] সর্বশেষ ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি জেলায় দৈনিক, সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা সহসব জেলার পুরোপুরি হিসাব না পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রায় ১৮০০ পত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত

[৮]. শামসুল হক, বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৭২-১৯৮৮ খ্রি.),ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২,পৃ.১৩-১৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।[৯] তবে দেশের মিডিয়া তালিকাভূক্ত পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান ৪৬৩ টি।[১০] এ সমস্ত পত্রিকায় বিভিন্ন সময় ইসলামী ফিক্হ নিয়ে মাসলা-মাসায়ালা প্রকাশিত হয়। যেমন মাহে রমজান এর সময় রোযার বিভিন্ন মাসআলা, এ সম্পর্কিত বিধি বিধান, তেমনি ইসলামী অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে বিভিন্ন ইসলামী প্রবন্ধ, ইসলামী শরয়ী নির্দেশনা এ পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়।

৪। বাংলা গ্রন্থে ফিক্হ চর্চা

ফিক্হ শাস্ত্র মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবন গতিশীল। এ গতিশীল জীবনে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। এ জটিলতা ও সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমানে ফিক্হশাস্ত্রের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ ফিক্হ শাস্ত্র যদিও রাসুল (সা.) এর সময় লিখিত আকারে শাস্ত্রাকারে ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে 'ইলমি শরী'আতের বিষয়-আকারে এটি বিন্যাস করা হয়েছে। এ ফিক্হ শাস্ত্র ১ম দিকে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে আরবী, উর্দ্দু এবং ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলা ভাষায়ও ফিক্হ বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত, অণূদিত ও সম্পাদিত হয়েছে। অত্র অধ্যায়ে ১৯৪৭ খ্রি. পরবর্তী সময়ের ফিক্হ এর উপর গ্রান্থাকারে সন্নিবেশিত গ্রন্থগুলো উপস্থাপন করা হল।

৫। রেডিওতে ফিক্হ চর্চা

ফিক্হ চর্চা তথা ফিক্হ আইন প্রচারে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া রেডিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের রেডিওগুলোর অধিকাংশই প্রত্যহ রুটিন হিসেবে কুরআনুল কারীম থেকে তিলাওয়াত, হামদ না'ত তথা ইসলামী আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করে রেখেছে। বিভিন্ন সময় ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিখ্যাত 'আলিমগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করে থাকেন। ইসলামী মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব ও দিয়ে থাকেন। মাহে রমজান মাসে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে প্রায় প্রত্যহই এ রেডিওতে আলোচনা করা হয়ে থাকে।এ রেডিওর মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রেডিও (বাংলাদেশ বেতার), এফ এম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও।

৬। টিভিতে বাংলায় ফিক্হ চর্চা

সময়ের পরিবর্তনে, বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নয়নে মানব সভ্যতার কৃষ্টি-কালচার, সাহিত্য-সংস্কৃতি ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের চিন্তা চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইলেক্ট্রন মিডিয়া দ্রুত

---

[৯]. ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাব ও তথ্য অদিদপ্তরের সূত্র মতে।

[১০]. ১২/০৪/২০১২ তারিখের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা) স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে মিডিয়া তালিকাভূক্ত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়। তা হল:

ক্রমিক নং	বিবরণী	ঢাকা	মফস্বল	সর্বমোট
১.	দৈনিক পত্রিকা	১১৩	১৯৮	৩১১
২.	সাপ্তাহিক পত্রিকা	৬৩	৪৪	১০৭
৩.	পাক্ষিক পত্রিকা	১১	৪	১৫
৪.	মাসিক পত্রিকা	২৫	৩	১৫
৫.	ত্রৈমাসিক	০১	০০	০১
৬.	ষান্মাসিক	০০	০১	০১
	মোট=	২১৩	২৫০	৪৬৩

সূত্র: http://www.bdpressinform.org/list of print midea

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারনে ইসলামী আহকামগুলো সাধারণ মানুষেরাও টিভির মাধ্যমে জানতে পারে। টিভি পর্দায় বিখ্যাত ‘আলিমগণ ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। ফলে সাধারণ জনগণ এ থেকে ইসলামী বিধি-বিধানগুলো জানতে পারে। তাই ফিক্হ ইসলাম প্রচার ও সম্প্রসারণে টেলিভিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ টেলিভিশনের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন এবং কিছু বেসরকারী টেলিভিশন।

৭। ইন্টারনেটে বাংলায় ফিক্হ চর্চা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ একই বলয় আবদ্ধ হতে পেরেছে। ফলে একজনের সাথে অন্যজনের যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি বেড়েছে আশাতীতভাবে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। আধুনিক যুগে ইন্টারনেট যেন এক তথ্যের বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। ব্যবহারকারী ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামী ওয়েব সাইটগুলোতেও ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আহকামগুলো পোস্ট করে দেয়া হয়েছে। ফলে ইসলামী যেকোন বিষয়গুলো জানার জন্য ইসলামী ওয়েবসাইটগুলোতে ভ্রমণ করলে যুক্তিভিত্তিক, দলীলভিত্তিক তথ্য জানা যায়। এ সমস্ত ওয়েব সাইটে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, মাসআলা-মাসায়েল দেয়া হয়েছে । ইসলাম বিষয়ক অসংখ্য বাংলায় অনুবাদকৃত এবং মৌলিক গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৮। সংস্থার মাধ্যমে ফিক্হ চর্চা

মানুষের কর্মকাণ্ড আচার-আচারণ, আকীদা ও বিশ্বাস ইত্যাদি সব কিছু সম্বন্ধে শরী‘আতের একটি হুকুম রয়েছে। এ হুকুমটি হয়ত আল-কুরআনে কিংবা হাদীসে আছে আবার অনেক হুকুম বা বিধান সরাসরি আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে সেসব হুকুমেরও শরী‘আতে এমন কিছু ভিত্তি বা উৎস রয়েছে যা তেকে মুজতাহিদগণ শরী‘আতের হুকুমটি বের করে নিয়ে আসতে পারেন। ঐ সব ভিত্তি ও উৎস হতে আহরিত বিধি-বিধানকে ‘ইলমি ফিক্হ বলে।এ ফিক্হী জ্ঞান সম্প্রসারণে ব্যাক্তি, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তেমনি বিভিন্ন সংস্থাও ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখছে। এ সমস্ত সংস্থা ফিক্হ বিষয়ক বই পুস্তক রচনা ও অনুবাদ অথবা প্রচারের ব্যবস্থা করে দেয়। ফলে এ সকল সংস্থা ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রেও অনেক অবদান রাখছে। সংস্থার মধ্যে রয়েছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ,আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম, তাবলিগ জামাত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ফিক্‌হ চর্চার স্বরূপ

১. ইসলামী ফিক্‌হ আল্লাহ প্রদত্ত

ইসলামী ফিক্‌হ মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য এক নির্দেশনা। যার মাধ্যমে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার পথ খুঁজে পায়। এ নির্দেশনা হযরত আদম (আ) থেকেই শুরু হয়। হযরত আদম (আ)কে যখন অভিশপ্ত শয়তান ওয়সওয়াসা দিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বেহেশত থেকে জমিনে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে কিছু বিধি-বিধান দিয়ে দিলেন । এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَقُلْنَا يَادَمُاِنَّ هٰذَا عَدُوٌّلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى○ اِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى○ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى○ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يَادَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّايَبْلٰى○فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهَا ، وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمَ رَبَّه' فَغَوٰى○ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّه' فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْنَضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَايَشْقٰى○

অর্থাৎ অত:পর আমি বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হতে বাহির করে না দেয়, দিলে তোমরা দু:খ-কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটাই রল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্ন ও হবে না। এবং সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। অত:পর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অত:পর তারা উভয়ে তা হতে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। এর পর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার তওবা কুবল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়ে একই সংগে জান্নাত হতে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দু:খ কষ্ট পাবে না।'[১১]

অত্র আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)কেতাঁর কৃত কর্মের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন এবং পরবর্তীতে সঠিক ভাবে জীবন যাপনের বিধি-বিধান প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّه' هُوَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ○ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ-অত:পর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু:খিতও হবে না।[১২]

[১১]. আল-কুরআন, ২০: ১১৭-১২৩
[১২]. আল-কুরআন, ২:৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত যত নবী এবং রাসুল (সা)[১৩]এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন প্রত্যেকের কাছেই আল্লাহ তা'আলা ইসলামী জীবন বিধান দিয়েছেন ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসায় বলেন:

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيكَ كَمَآ اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ . وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَوَ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ-

"আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রাসুলদের প্রতি যারা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি ইসমাইল, ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এর প্রতি।"[১৪]

সুতারং উপরোক্ত আয়াতগুলো একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী রাসুল (সা) প্রেরণ করেছেন এবং সাথে সাথে তাদের হেদায়েতের বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সময়ের প্রয়োজনে আবার পরেও নাযিল করেছেন ফিক্হ বিধি-বিধান। এ বিধান কোন মানব রচিত নয় বরং মহান সৃষ্টিকর্তা, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আল্লাহ তা'আলার দেয়া বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

অর্থাৎ- কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না- অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাত থেকেও নয়। এতো প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৫]সূরায় নিসায় আল্লাহ বলেন,

---

১৩. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। প্রথমত: কোন কোন বর্ণনায় নবী-রাসুলদের সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার। তন্মেধ্যে রাসুলের সংখ্যা ৩১৩ জন। অন্য বর্ণনায় ৩১৫ জন। 'আল খিছাল ওয়া মা'আনিল আখবার' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ শিব্বির বর্ণনা করেন-

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمِ النَّبِيُّ قَالَ مِئَةُ اَلْفٍ وَ اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَلْفَ نَبِىٍّ –

قُلْتُ كَمِ الْمُرْسَلُوْنَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : ثَلَاثُ مِئَةٍ وَّ ثَلَاثَةُ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا . قُلْتُ مَنْ كَانَ اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ؟ قَالَ اٰدَمُ . قُلْتُ :

مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مُرْسَلًا؟ قَالَ: نَعَمْ خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِ رُّوْحِهِ(حق اليقين فى معرفة اصول الدين ج-২- ص১০৭)

"হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করে বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল (সা)! নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার । আবার আমি বললাম, তাদের মধ্যে রাসুল কতজন? তিনি বললেন, তিনশত তের জনের বিরাট দল। আমি বললাম, প্রথম নবী কে? তিনি বললেন, 'আদম(আ)। আমি বললাম, 'তিনি কি নবীদের থেকে (রাসুল) প্রেরিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাঁর মাঝেঁ তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন। "

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন,

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللهِ ؟ كَمِ الْاَنْبِيَاءِ ؟ قَالَ مَائَةُ اَلْفٍ وَ اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اَلْفًا مِنْ ذٰلِكَ ثَلَاثُ مَائَةٍ

وَ خَمْسَةَ عَشَرَةَ جَمًّا غَفِيْرًا

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা) ! নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার তম্মেধ্যে ৩১৫ জনের বিরাট দল রাসুল।' হযরত আনাস (রা) এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী রাসুলের সংখ্যা ৮ হাজার মাত্র। হাফিজ আবু ইয়ালা ইমাম আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : بَعَثَ اللهُ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ نَبِىٍّ اَرْبَعَةٌ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِلَ . وَ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ اِلٰى سَائِرِ النَّاسِ

হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ৮ হাজার নবী পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে চার হাজার পাঠিয়েছেন বনী ইসরাইলের মধ্যে । বাকী 8 হাজার অন্য সকল মানুষের নিকট।" কোন কোন হাদীসে আছে নবী রাসুলগণের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৪ হাজার । কাজেই এ বর্ণনার পার্থক্যের কারণে নবী রাসুলগণকে নির্দিষ্ট না করাই উত্তম।

১৪. আল-কুরআন, 8:১৬৩

১৫. আল-কুরআন, ৪১;৪২

Dhaka University Institutional Repository

وَ مَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্যপথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে আগুনে দগ্ধ করবো। আর তা কত মন্দ আবাস![১৬]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللهِ

" আর যে ব্যক্তি তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, তাদের ব্যতীত আর কাউকে বিশ্বাস করে না , বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ।[১৭]আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ ط اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করেন না।[১৮]অন্যত্র তিনি বলেন,

وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

"সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১৯]সূরা আল ইমরানে আছে:

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ -

"এতো মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকিনদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।"[২০]আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَابِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَآءِ ط وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًا وَّرَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"সে দিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষীরূপে এদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।[২১]আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَجَعَلْنَاهُمْ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

"আর আমি এ নবীদেরকে জননেতা বানিয়েছি, তাঁরা আমার নির্দেশ অনুযায়ী হিদায়াত প্রদান করেন। আর তাদের প্রতি আমরা বিপুল কল্যাণময় কার্যাবলী সম্পাদন , সালাত কায়েম করার, যাকাত আদায়, বণ্টনের নির্দেশ ওহীর মধ্যে পাঠিয়েছি। বস্তুত এরা সকলেই ছিল আমার কৃতজ্ঞ বান্দা।"[২২]

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতাবলী একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দেয়া ইসলামী বিধি-বিধান কোন মানুষের কাল্পনিক বিষয়বস্তু নয়। এগুলো ঐশী প্রাপ্ত।এগুলোর কেউ পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারবে না। তাই 'ইলমি ফিক্‌হ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি আল্লাহ প্রদত্ত।বাংলাভাষায় প্রচারিত

---

[১৬]. আল-কুরআন, ৪:১১৫
[১৭]. আল-কুরআন, ৩:৭৩
[১৮]. আল-কুরআন,২৮:৫০
[১৯]. আল-কুরআন, ৬:১১৫
[২০]. আল-কুরআন, ৩:১৩৮
[২১]. আল-কুরআন, ১৬:৮৯
[২২]. আল-কুরআন, ২১:৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এ ফিক্‌হী বিষয়গুলো মহান আল্লাহ পাকের প্রেরিত কুরআনুল কারীমের নির্যাস। যা মানবজীবনে ইসলামিক ধাঁচে চলার একটি পাথেয় হিসেবে বিবেচিত।

২. ফিক্‌হ আইন সার্বজনীন

ফিক্‌হ আইন গোটা বিশ্বের মানবজাতির জন্য একটি কল্যাণকর আইন।এটা দেশ, জাতি, অঞ্চলের গণ্ডীর সীমারেখা পেরিয়ে বিশ্ব মানবের জন্য এক আর্শীবাদপূর্ণ আইন হিসেবে আবিভূর্ত হয়েছে। সকল শ্রেণী, পেশার মানুষ এ আইন গ্রহণ করে সফলভাবে জীবন যাপন করতে পারে।বিশ্ব নবী সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদ (সা) এর আবির্ভাব শুধু একটি বিশেষ গোত্র বা দেশের জন্য নয় বরং তিনি আবির্ভাব হয়েছিলেন সারা বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণের জন্য। কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আয়াতাবলী রয়েছে। যেমন:

***সূরা আ'রাফে** আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"বলুন, হে মানুষ ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।"[২৩]

***সূরা সাবাতে** উল্লেখ আছে,

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[২৪]

***সূরা নিসায়** উল্লেখ আছে,

وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا وَّكَفٰى بِاللهِ شَهِيْدًا

"আমরা আপনাকে মানুষ জাতির জন্য রাসুলরূপে পাঠিয়েছি। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[২৫]

***সূরা আম্বিয়ায়** আছে,

وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

"আমরা আপনাকে সমগ্র বিশ্বলোকের জন্য রহমত স্বরূপই পাঠিয়েছি।"[২৬]

***সূরা ফুরকানে** আছে:

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

"কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে"[২৭]

***সূরা আনআমে** আছে,

قُلْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

"বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী?' বল, 'আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদিগকে এবং যার নিকট এটা পৌছবে তাদেরকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি ।"[২৮]

---

[২৩]. আল-কুরআন, ৭:১৫৮

[২৪]. আল-কুরআন, ৩৪;২৮

[২৫]. আল-কুরআন, ৪:৭৯

[২৬]. আল-কুরআন,২১:১০৮

[২৭]. আল-কুরআন, ২৫;১

[২৮]. আল-কুরআন,৬:১৯

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ শরীফে আছে রাসুল (সা) বলেন:

بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً "আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[২৯]

রাসুল (সা) আরও বলেন:

وَ بُعِثْتُ اِلَى كُلِّ اَحْمَرَ وَ اسْوَدَ "আমি সাদা-কালো সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছি।"[৩০]

উপরে উল্লিখিত কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরার আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে রাসুল (সা)শুধু কোন বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত হয়নি বরং তিনি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তথা ইসলামের বিধি-বিধানও সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। কল্যাণকর হওয়ার কারনেই আল্লাহর তা'আলা মানবজাতির কাছে এ বিধি বিধান পৌঁছে দেয়ার তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه'

"হে রাসুল ! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা নাযল হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি না করেন, তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না।[৩১]এ আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে, মহানবী (সা) এর উপর নাযিলকৃত সমগ্র শরী'আত সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া ওয়াজিব ছিল। যেহেতু ইসলামী ফিক্হ এর বিধি-বিধান এমনভাবে নির্দেশিত যা সকল লোকদের জন্য গ্রহণীয়। তাই এ আইনগুলো প্রচারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাগিদ দিয়েছেন। উপরে উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসগুলো থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, রাসুল (সা) সাদা-কালো সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতারং তার প্রণীত ফিক্হ বিধি-বিধানও সকল জাতি গোষ্ঠীর জন্য সহজ ও গ্রহণীয়। যুগ থেকে যুগান্তরে এর গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। তাই ফিক্হ আইন এটা সর্বকালের, সর্বযুগের,সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য একটি আদর্শ আইন এবং এটা সার্বজনীন।

৩. ইসলামী ফিক্হে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

ফিক্হ আইন হল আল্লাহ প্রদত্ত আইন। এ আইন প্রণয়েনর ক্ষেত্রে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব রয়েছে। এ পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতা নেই, কারো হতেও পারে না। এ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর দাসত্ব করাই মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের কারণ। তাঁর একান্ত অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করার মধ্যে সফলতা। তাঁর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা)এর মাধ্যমে মানবজাতিকে তাঁর দাসত্বের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল (সা) মহান প্রভুর আইন-বিধান অনুসরণ ও কার্যকরকরণের মাধ্যমেই পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত করেছেন। আর এ বাস্তবায়ন পদ্ধতিই হচ্ছে রাসুলের সুন্নাত।[৩২]আল-কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে:

قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ

"বল, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ; অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ, তা আমার নিকট নেই, কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[৩৩]

---

[২৯] ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অধ্যায়: আত্তাইয়াম্মুম, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী; অধ্যায়: সালাত ৫৬, হাদীস নং ৪৩৮; নাসাঈ শরীফ, গোসল ও তায়াম্মুম, বাব ২৬, নং ৪৩২; দারিমী, সালাত, বাব ১১১, নং ১৩৮৯ ।

[৩০]. ইমাম মুসলিম (র), *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায় ১, মাসজিদ, হাদীস নং ১১৬৩/৩

[৩১]. আল-কুরআন, ৫:৬৭

[৩২]. বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫

[৩৩]. আল-কুরআন, ৬:৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ

"অত:পর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।"[৩৪]

এ প্রাকৃতিক বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। অধিকন্তু মানব জাতির জীবনের জন্য যা প্রয়োজন ও কল্যাণকর, তার আইন সংরক্ষিত। বিশ্ব জগতের স্রষ্টা তিনি, এর নিয়ন্ত্রণকর্তাও তিনি, তিনিই নিরঙ্কুশ অধিপতি। তবে তিনি মানব জাতি থেকে নির্বাচিত কিছু মানুষকে তাঁর দেয়া শিক্ষা ও বিধানের ভিত্তিতে হুকুম দেয়ার অনুমতি দেন, ফলে তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবিক হুকুম করতে পারেন। এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে: ১। সার্বভৌমত্ব ও হুকুম দেয়ার কর্তৃত্ব ও অধিকার একচ্ছত্র আল্লাহর, একথা তাকে নি:শর্তে ও অকপটে স্বীকার করতে হবে, ২। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে হুকুম প্রয়োগের প্রাপ্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে হবে, কোন প্রকার সীমা লংঘন করা যাবে না। উভয় ব্যাপারে আল্লাহর অধিকার নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[৩৫]

ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত দূতগণের নিকট নির্দেশ দিয়েছেন। কোন কোন বিষয়ের উপর কী কী সমাধান তাও আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াত আছে যা হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহর সার্বভৌমত্বেরই প্রমাণ মিলে।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পত থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার-দিবসকে বিস্মৃতি হয়ে আছে।"[৩৬]

অত্র আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) কে নবুওয়াতের সাথে সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাজও দান করেছিলেন। উপরের আয়াতে কারীমায় দাউদ (আ)কে তিনটি মৌলিক বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তা হল: ১। আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি,২। সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়নুগ ফয়সালা করা, ৩। এ কর্তব্য পালনের জন্যে নাফসানী খেয়ালখুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত। সর্বশেষ নির্দেশটি আল্লাহর হুকমতে সার্বভৌত্ব প্রকাশ পায়। এ নির্দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে শাসক অথবা বিচারকে অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশীর দূরন্তপনা সর্বত্র নুতন ছিদ্রপথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশীর উপস্থিতিতে কোন উৎকৃষ্টতর আইন ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।[৩৭] হযরত দাউদ (আ)কে আল্লাহ তা'আলা বিচার ফয়সালা, ফিক্হ বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব

---

[৩৪]. আল-কুরআন, ৬:৬২

[৩৫]. বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৫

[৩৬]. আল-কুরআন, ৩৮:২৬

[৩৭]. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (র.), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, খ.৭,মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৩ পৃ. ৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

খেয়ালখুশীমহত না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন।

নবী রাসুলগণ বিচার ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহর আহকামের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। হযরত দাউস (আ) কোন এক বিচারের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রতিফলন ঘটালে তাতে রায় ভুল হয়েছিল বিধায় পরবর্তীতে আল্লাহর রায়ের উপর ফায়সালা প্রদান করেন। সূরা সাদ' উল্লেখ আছে যে, বিবাদমান দুইজন ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)এর নিকট বিচার প্রার্থনা করেছিল এবং বলছিল:

فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ

"অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।"[৩৮]

কিন্তু হযরত দাউদ (আ) ফায়সালা[৩৯] হিসেবে যা বলেছিলেন, ক্ষণিক পরে তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দেয়া রায়টি সঠিক হয়নি । তাইতো পরবর্তীতে আয়াতে আল্লাহর তা'আলা এরশাদ করেন,

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ أَنَابَ

"অতপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল তাঁর অভিমূখী হলো।"[৪০]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে , বিচার প্রার্থীরা ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কামনা করেছিল। নবীর পক্ষেও ওয , বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা অসম্বব নয় , তা অনুধাবন করত তারা বলেছিল, বাড়াবাড়ি ও অবিচার করবেন না। আমাদের মাঝে ভারসাম্য পূর্ণ ফয়সালা করে দিবেন। এ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসুলগণ আল্লাহর খলীফা , তাঁরা ফয়সালা ও হুকুম করার অধিকার আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত। এতদসত্ত্বেও নিজেরা নিজেদের মত করে ফয়সালা করার অধিকার ছিল না। আর অধিকার কারো থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হলেন মহান বিচারক। তিনি সকল বিচারক ও হুকুমদাতাদের উপর নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিচারক ও হুকুমদাতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনুল কারীমে আছে:

---

[৩৮]. আল-কুরআন, ৩৮ : ২২

[৩৯]. হযরত দাউদ (আ) এর নিকট দুই ব্যক্তি কি বিষয় নিয়ে ফায়সালার জন্য এসেছিলেন সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তাফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ত্রুটি-বিচ্যুচি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। আমাদেরও এর পিছনে পড়া উচিত নয়। হাফিজ ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তাফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত থাকেন। হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী (র.) এর যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন : মোকাদ্দামায় দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দামা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন।

হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। (বয়ানুল কুরআন) কোন কোন তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মোকদ্দামার পক্ষদ্বয় মানুষ নয় বরং ফিরিশতা ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ) এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে হযরত দাউদ (আ) নিজের ভুল বুঝতে পারে। [পবিত্র কোরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী (র.), তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত।

[৪০]. আল-কুরআন, ৩৮: ২৪

Dhaka University Institutional Repository

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَامِ الْحَاكِمِيْنَ

"আল্লাহ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?"[৪১]

আল্লাহর হুকুম দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার মৌলিক । পক্ষান্তরে অন্যদের হুকুম দেওয়ার অধিকার আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে। আল্লাহর বিচার নিরপেক্ষ ও নির্ভুল। পক্ষান্তরে অন্যাদের বিচার আল্লাহর বিধানের ভিত্তি গ্রহণের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

طَائِفَةٌ مِنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ

"আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে, তবে ধৈর্য ধারণ কর - যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।"[৪২]

এ আয়াতে কারীমে থেকে এ কথা সকলের নিকট সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন সকল বিচারকের উপর বিচারক এবং তাঁরই হুকুম সর্বত্র চলবে। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হুকুম তথা বিধি-বিধান প্রচার ও প্রসারের জন্য যুগ যুগ ধরে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে এ 'ইলমি ফিক্হ বাস্তবায়নের জন্য স্বীয় উম্মতদের তাকীদ দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। যারা এ নির্দেশ অমান্য করবে তারাঁ কঠিন শাস্তি ভোগ করার হুকুম জারি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا كَانَ مِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا-

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর এ বিষয় ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"[৪৩]

আল্লাহর সার্বভৌমত্বভিত্তিক হুকুম দেয়ার অধিকার যেমন নবী-রাসুলদের রয়েছে, তেমনি নবী-রাসুলগণের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্য থেকে বাচাই করা সামষ্টিক দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের হুকুম করার , বিচার ফয়সালা করার অধিকার রয়েছে। আল্লাহ নিজেই এ অধিকার দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

"হে মুমিনগণ!যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর তাঁর রাসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী, কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসুলের নিকট । এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[৪৪]

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা আল্লাহ এবং রাসুল (সা) এর পর দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের আনুগত্য করার কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাকে অনুসরণ করার জন্য রাসুল (সা) কে

---

[৪১] .আল-কুরআন, ৯৫:৮

[৪২]. আল-কুরআন, ৭: ৮৭

[৪৩]. আল-কুরআন, ৩৩:৩৬

[৪৪] . আল কুরআন, ৪:৫৬

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ করতে হবে। কারণ তিনিই হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। রাসুল (সা) এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ নিষেদ, বিধি বিধান বাস্তবায়িত হয়।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

"কেউ রাসুলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করিনি।"[৪৫]

অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যায় রাসুলের (সা) এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য হতে পারে না। আর মানুষের নিকট আনুগত্য পাওয়ার ও চাওয়ার মৌলিক অধিকার কারো নেই। রাসুলের অনুপস্থিতিতেই মানব সমাজের নিকট আনুগত্য চাওয়ার মৌলিক অধিকার কারো নেই। রাসুল (সা) এর অনুপস্থিতিতে মানব সমাজের নিকট আনুগত্য চাওয়ার বা পাওয়ার অধিকার কেবল সে সব সামষ্টিক দায়িত্বসম্পন্ন লোকের, যারা নিজেরা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহর বিধান ও রাসুলের সুন্নাত মোতাবিক হুকুম দিবে। আর যারা সে মোতাবিক নিজেরা চলবে না ও করবে না, তাদের হুকুম দেয়ার অধিকার যেমনি নেই, তেমনি তাদের আনুগত্য করার বা পাওয়ার অধিকারও তাদের নেই।

সুতারং ইসলামী আইন প্রণয়ন তথা ইসলামী ফিক্‌হ প্রণয়নের মূল এবং সার্বভৌম মালিক আল্লাহ তা'আলা।কিন্তু মানব সমাজের মানুষের মাধ্যম্যে এ সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ হতে পারে। আর সে প্রয়োগ করার পন্থা কি হবে তাও নিরূপণ করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই। তিনি এ পৃথিবীতে মানুষকে করেছেন তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি। এ খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বও অর্পন করেছেন তিনি নিজেই। দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে মানুষের উপর । এ খিলাফতের অধিকারও মর্যাদা প্রতিটি মানুষের অভিন্ন। সকল মানুষ একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এ খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রয়োগ করবে। এ প্রয়োগীয় সার্বভৌমত্ব মানুষের নিকট ঐক্যবদ্ধ হয়ে ও একসাথে প্রয়োগ করতে পারে না বলেই সকলের পক্ষ থেকে একজন বা একাধিক ব্যক্তি তা প্রয়োগ করবে।[৪৬]ইসলামী ফিক্‌হ এর ক্ষেত্রে আল্লাহ হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে কেবল ঐ ক্ষমতার বাস্তবায়ন করে মাত্র।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ

"কর্তৃত্বতো আল্লাহরই, তিনি সত্য-বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[৪৭]

মহান আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক জগতের একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। একই সাথে তিনি মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধানদাতাও। তবে তিনি যদি কাকেও তাঁর দেয়া শিক্ষা ও বিধানের ভিত্তিতে হুকুম দেয়ার অনুমতি দেন, তবে সে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাক্তিও 'হুকুম' দিতে পারবে। তবে তার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে: ক) মূলত: সার্বভৌমত্ব ও হুকুম দেয়ার অধিকার যে একমাত্র আল্লাহর একথা তাকে অকপটে ও নি:শর্তে মেনে নিতে হবে। খ) তাঁর হুকুম দেয়ার প্রাপ্ত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। হুকুম দেয়ার তার নিজের কোন মৌলিক অধিকার নেই- একথা যেমন তাকে মানতে হবে, সে সাথে আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে মানুষের উপর নিজের হুকুম চালাবার কোন অধিকারই তার নেই- একথা ও মানতে হবে। কেননা এ উভয়ে ব্যাপারে আল্লাহর অধিকার নিরংকুশ।

[৪৫]. আল-কুরআন, ৪:৮০

[৪৬]. বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত,*ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১

[৪৭]. আল-কুরআন, ৬:৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. ফিক্‌হী আইন বাস্তবসম্মত

ইসলাম বাস্তবমূখী এক জীবন ব্যবস্থা। এটা সেকেলের ধর্ম নয়। ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামকে খাটো করার জন্য একে সেকেলের এবং পুরাতন যুগের ধর্ম আখ্যা দিয়ে ফিক্‌হী আইন বাস্তব সম্মত নয় বলে মতামত প্রকাশ করেন। তবে প্রকৃত সত্য যে ইসলামী ফিক্‌হ আইন সকল যুগে, সকল গোত্রের জন্য এটা এক গ্রহণীয় আইন হিসেবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। মানব জীবনের সাথে একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন সকল বিষয়ই ইসলামী আইনের অন্তর্ভূক্ত । কুরআনুল কারীমে আছে:

مَا فَرَّطْنَا فِيْ الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ

"কিতাবে (আল-কুরআনে) কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি।"[৪৮]

কুরআনুল কারীমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। মানব জাতির কল্যাণ সাধন ও সংকট উত্তরণের লক্ষ্যেই মূলত: ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে। এ আইন মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্ প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃাত অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্ সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৪৯]

মহানবী (সা) বলেছেন:

كُل مولود يولد على الفطرة

"প্রত্যেক মানব সন্তান সহজাত স্বভাব (ইসলাম) নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।"[৫০]

উপরোক্ত আয়াতাবলী এবং হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মানব জন্মগ্রহণ করে তার ফিত্‌রাতের উপর । অর্থাৎ ইসলামের উপর এবং এদিকেই তার প্রত্যাবর্তন হয়। তবে পৃথিবীতে আসার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে তা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেহেতু মানুষ ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে তাই তার জন্য ফিক্‌হী আইন সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত।

৫. ফিক্‌হী আইন মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল আইন

ইসলাম মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র মাধ্যম। ইসলামী আইনই হল ফিক্‌হী আইন। এ আইন মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল। যেহেতু এটি সার্বজনীন, বিশ্বজনীন আইন। এ আইনে মূল নির্দেশক হলেন বিশ্বভ্রমাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। তিনি কারও ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত নন। তিনি গোটা বিশ্বের কল্যাণের জন্যই এ আইন প্রবর্তন করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পরও উমাইয়া যুগ, আব্বাসী যুগ, উসমানী ও মুঘল শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে এ আইন দ্বারা। এমনকি মুঘল আমলের পূর্বেও ইউরোপ মহাদেশের স্পেনীয় জনগণ দীর্ঘ আটশত বছর ইসলামী আইনদ্বারা শাসিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রের এ দীর্ঘ পরীক্ষায় ফিক্‌হ আইন সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

---

[৪৮]. আল-কুরআন, ৬:৩৮

[৪৯]. আল-কুরআন, ৩০;৩০

[৫০]. ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, *বাবু মা কীলা ফী আওলাদিল মুশরিকীন*, হাদীস নং ১২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইন পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। এ আইন অনুসারে কোন কারণে দৈহিকভাবে অপবিত্র হলে তার অপবিত্রতার মাত্রা অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। যেমন : নামাজ পড়ার জন্য উযু করতে হয়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর গোসল করতে হয়। এভাবে ইসলামী আইনের বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি, মানবজাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করছে ফিক্‌হ আইনব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপর ।ইমাম ইবনে কায়্যিম (র) বলেন , শরী'আতের বিধান দু প্রকারের। এক প্রকারের বিধান সবসময় একই অবস্থায় থাকে। স্থান ও কালের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। ইমামগণের ইজতিহাদও তার মধ্যে পরিবর্তন সাধনে ক্ষমতা রাখে না। যেমন: ফরয, ওয়াজিব, হারাম, শরী'আত নির্ধারিত অপরাধের দণ্ডবিধি এবং এ ধরণের আরো বিভিন্ন বিষয়। দ্বিতীয় ধরণের বিধান স্থান, কালও অবস্থার পরিবর্তনে মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে পরিবর্তিত হয়। এ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আত প্রত্যেকটি নতুন ঘটনাকে এবং প্রত্যেকটি ঘটনা যার প্রচলনেও সত্যনিষ্ঠদের রীতি-রেওয়াজে পরিবর্তন সূচিত করে, তাকে শরী'আতের অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তাই ফিকহী আইনগুলো মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

৬. ফিকহী আইন পূর্ণাঙ্গ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ের প্রতিটি স্তরে ইসলামের পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে। ফিক্‌হী আইন মানব কল্যাণের প্রতিটি শাখায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ঘূর্ণীয়মান যুগ জিজ্ঞাসার সকল সমাধান ইসলামের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং একে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

কুরআনুল কারীমে আছে:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দান পূণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রাত আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[৫১]

ফিক্‌হী আইনে পরিপূর্ণতা ও চিরন্তনতা সম্পর্কে আয়াতটি একটি চূড়ান্ত দলীল এবং মুহাম্মদ (সা) যে শেষ নবী , এ কথাটিও শরী'আতের সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত।
কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন:

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖ ط وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৫২]

শরী'আতের বিধান তথা ইসলামী আইন পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ এবং এর মধ্যে কোন ত্রুটি , বিকৃতি বা কমতির লেশমাত্র নেই। ব্যক্তিগত বা সামাজিক অবস্থা ও লেনদেন এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলী সবকিছুর উপরেই ইসলামী আইন পরিব্যাপ্ত। এ আইন একদিকে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যদিকে তার সমষ্টিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও রাজনীতি সংগঠিত করে। যুদ্ধ ও সন্ধির পরিস্তিতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামী আইন কোন বিশেষ

---

[৫১]. আল-কুরআন, ৫:৩
[৫২]. আল-কুরআন, ৩৩:৪০

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের জন্য আসেনি এবং সেই সময়টুকু ছাড়া অন্য কোন সময়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এমন কথাও বলা যায় না। কেনন া কোন বিশেষ যুগ বা কালের মধ্যে এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি চিরন্তন শরী'আত তথা ইসলামী আই । মানব রচিত আইন দিনের পর দিনে যেমন পরিবর্তন ও সংশোধনের শিকারে পরিণত হয়, ইসলামী আইন সে ধরনের কোন পরিবর্তন ও সংশোধন গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত হয় না এবং এর প্রয়োজন পড়ে না।[৫৩]

সুতরাং ফিক্হ আইন একটি পূর্ণাঙ্গ আইন । মহানবী (সা) সর্বশেষ নবী হওয়ায় প্রমাণ করে যে , ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ। নতুবা মহানবী (সা) এর ইন্তিকালের পর অন্য নবী প্রেরণের প্রয়োজন হত। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা) কে সর্বশেষ নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন সেহেতু ইসলামের আর কোন অংশ অপূর্ণাঙ্গ নেই। বাস্তব জীবনের সার্বিক বিধি-বিধান ফিক্হী আইনে বিরাজমান।

৭. ফিক্হী আইন সহজ

আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর অত্যন্ত সদয়। তিনি কাকেও কষ্ট দিতে চান না। তাই ইসলামী আইন তথা ফিক্হ আইনগুলো অত্যন্ত সহজ এবং সরল। ইসলামী বিধান মানতে গিয়ে যদি কোথাও কষ্টের সম্মুখ্খীন হয় তাহলে সেখানে সহজ বিধান আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।"[৫৪]অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি।"[৫৫]
অন্যত্র তিনি বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না যা তার সাধ্যাতীত।[৫৬]এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী ফিক্হ সহজতার পক্ষে। যে আইন মানুষের কষ্ট হয়ে তা লাঘব করা হয়েছে। যেমন এর অনেক উদাহরণ রয়েছে:
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরন করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্য়া -একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজ করে তবে তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।"[৫৭]
অন্যত্র বলেন:

---

[৫৩]. বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত ,ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯২
[৫৪]. আল-কুরআন, ২: ১৮৫
[৫৫]. আল-কুরআন, ২২:৭৮
[৫৬]. আল-কুরআন, ২:২৮৬
[৫৭]. আল-কুরআন-২:১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"রমাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"[৫৮]

এ আয়াতে কারীমাগুলোতে বলা হয়েছে যে, রোযা রাখার সময় যদি কেউ রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তা অন্য সময় কাযা করতে পারবে। অনুরুপ যদি কেউ সফরে থাকে তখন যদি রোযা রাখা কষ্ট হয় তাহলে সে অন্য সময় তা কাযা করতে পারবে। আবার যদি কেউ এমন অসুস্থ যে সে কাযা রোযাও রাখতে সক্ষম নন তাহলে তাকে অভাবগস্থলোকদেরকে এর পরিবর্তে খাওয়ে দিবে। অনুরূপ নামাজ ও অজুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ফিক্হী আহকামগুলো সহজ করে দিয়েছেন ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে অথবা তোমরা নারী- সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুত করবে এবং মাসে করবে মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"[৫৯]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, নামাজের জন্য পবিত্রতা শর্ত । এর জন্য গোসল এবং অজু শর্ত। কিন্তু যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে তাকে তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছেন। তিনি তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে পারবেন। এভাবেই ইসলামের আহকামগুলো সহজ ও কষ্ট লাঘব করে দিয়েছেন ইসলামী ফিক্হ প্রবর্তক মহান স্রষ্টা।

৮. ফিক্হী আইন আল্লাহর নির্দেশিত

ফিক্হ আইন আল্লাহর নির্দেশিত আইনী ব্যবস্থা। যা গোটা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর এবং তা পালন করাও সম্ভব।এ আইনগুলো আল্লাহমুখী আইন। জাগতিক বিষয়নিয়ে আলোচিত হলেও তাতে আল্লাহর নির্দেশনা থাকায় তা আল্লাহমূখী আইন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। *সূরা ফুরকানে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

[৫৮]. আল-কুরআন, ২: ১৮৫
[৫৯]. আল-কুরআন, ৪:৪৩

Dhaka University Institutional Repository

"কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে"[৬০]

*সূরা আন'আমে আছে:

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَ بَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

"বল, 'সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী?' বল, 'আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য এবং এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদিগকে এবং যার নিকট এটা পৌছবে তাদেরকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি ।"[৬১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

"হে রাসুল ! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি না করেন, তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। [৬২]

উপরে উল্লিখিত আয়াতে কারীমা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্হ আইন আল্লাহর নির্দেশিত আইন যা যুগে যুগে নবী রাসুলদের কাছে বিধান আকারে প্রেরণ করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৯. ফিক্হী আইনে উদারতা

ফিক্হী আইন হল উদার। জাতি-বর্ণ-গোত্র সকলের জন্য এ আইন প্রযোজ্য এবং সকলের জন্য কল্যাণকর।এখানে সকল জাতিকে নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বসবাসের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاۤ يُّهَا الَّوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৬৩]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَ□اءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوْااللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"হে মু'মিনগণ ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাক্ওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন"[৬৪]

মহানবী (সা) বলেন:

"আমাকে উদারতাসম্পন্ন দীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।"[৬৫]

---

[৬০] .আল-কুরআন, ২৫;১

[৬১] .আল-কুরআন,৬:১৯

[৬২] .আল-কুরআন, ৫:৬৭

[৬৩] . আল-কুরআন,৪:২৯

[৬৪] . আল-কুরআন, ৫:৮

[৬৫]. ইমাম আহমদ, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩৭১০ ও ২৪৭৭১

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লিখিত আয়াতাবলীতে আল্লাহ তা'আলা এভাবেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তোমরা যে ধর্মের অনুসরারী হও না কেন অথবা যে গোত্রেরই হওনা কেন তোমাদের উচিত হবে না অন্য লোকদের সম্পত্তি জোর জবরদস্তি করে খাওয়া। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। ক্ষমতা অথবা পেশির জোরে অথবা দলীয় প্রভাব খাটিয়ে অন্যের জমি দখল করা অবৈধ। বরং ফিক্হী আইন হল উদার। যার বৈধ জমি আছে সে তা ভক্ষণ করবে।সুতারং ফিক্হী বিধি-বিধান হল উদার। সকলের প্রতি কল্যাণের দৃষ্টিতে তা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০. ফিক্হী বিধানমধ্যম পন্থী

ইসলামী ফিক্হী বিধানাবলী হল মধ্যমপন্থী। এখানে বাড়াবাড়ির অস্তিত্ব নেই। মানুষের যাতে কষ্ট না হয় এবং সকলের জন্য যেন মোটামুটি সুযোগ থাকে এ দিক দৃষ্টি দিয়েই এ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَو اَخْطَانَا ۚ رَبَّنَا وَ
لَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وقفة
وَاغْفِرْلَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

"আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃতি হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। হে আমাদের প্রতিপালন! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।"[৬৬]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَ اءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।"[৬৭]

উল্লিখিত আয়াতাবলীতে মুসলমানদের মধ্যমপন্থী উম্মত বলা হয়েছে। তাই এ মুসলিম উম্মতের ফিক্হী বিধানগুলোকে মধ্যমপন্থা হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১. ইসলামী ফিক্হ ইজতিহাদের উপযোগী

ইসলামী আইন সর্বকালে, সর্বযুগে এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ।স্থান-কাল ভেদে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন ইসলামী আহকাম সম্পর্কিত নতুন নতুন সমস্যার দেখা দেয়। এগুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজতেহাদের মাধ্যমে সমাধান দিতে হয়। ইসলামী ফিক্হ তথা এ বিধানগুলো ইজতিহাদের উপযোগী। অর্থাৎ সমস্যাগুলো ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান দেয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআন মাজীদের পাশাপাশি আইন প্রণয়নে মানববুদ্ধির চর্চা সরাসরি মহানবী (সা) এর যুগেও ছিল। হযরত রাসুলুল্লাহ (সা) মু'আয ইবন জাবাল (রা) কে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করার প্রাক্কালে বলেছিলেন:

---

৬৬. আল-কুরআন, ২:২৮৬

৬৭. আল-কুরআন,২:১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

كَيْفَ تَقْضِىْ اِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءَ؟ قَالَ بِكِتَابِ اللهِ فَاِنْ لَمْ اَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُوْ فَاِنْ لَمْ اَجِدْ اِجْتَهِدُ رَائِ

وَاَلَوْا فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِى وَفَقَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِمَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ □

"তোমার সামনে কোন বিষয়ের ফয়সালার জন্য আসলে কিভাবে তুমি ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের বিধান অনযায়ী ফায়সালা করব, আর যদি তাতে ফায়সালা করার মত কিছই না পাই তাহলে রাসুলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করব। আর যদি তাতেও কিছু না পাই তাহলে আমি ইজতিহাদ করব এতে কোনরূপ আলস্য করবো না, তখন রাসুল (সা) আনন্দে তাঁর বুকে নিজের হাত মারালেন এবং বললেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি তা৭র রাসুল (সা) এর প্রতিনিধিকে সে কাজ করার তওফিক দান করেছেন যা তিনি (রাসুল) পছন্দ করেন।"[৬৮]

এ হাদীসে দেখা যায় যে, রাসুলুল্লাহ (সা) মু'আয (রা)-কে কুরআন সুন্নাহর কোন বিধান পাওয়া না গেলে নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ফায়সালা করার অনুমতি দিয়েছেন। ইজতিহাদের অর্থ হল শরী'আতের হুকুম আবিষ্কার করার জন্য চেষ্টা সাধনা করা, কিয়াসও এই ইজতিহাদ বা চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত একটি জিনিস। আর রাসুল (সা) কর্তৃক তাঁকে এক ধরনের দলীলের ভিত্তিতে ফায়সালা করার অনুমতি প্রদান করার দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে ফিক্হ আইনে ইজতিহাদ অনুমোদন যোগ্য।

হযরত উমর (রা) এর খিলাফত কালে হযরত আবু মূসা আম'আরী (রা)-কে বিচারক নিযুক্ত করার সময় বলে ছিলেন:

ثُمَّ اَلْفَهْمُ فِيْهَا اذْلِى اِلَيْكَمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لِيْسَ فِيْهِ قُرَانٌ وَ لَاسُنَّةٌ ثُمَّ قَايِسُ بِيْنَ الْاُمُوْرِ عِنْدَ ذَالِكَ وَ اعْرِفُ الْاَمْثَال ثُمَّ اُعْمِدْ فِيْمَا تَرَى اُحَبَّهَا اِلَى اللهِ وَاشْبَهَهَا

"অত:পর তোমাকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে । তোমার কাছে যে সমস্যা এসেছে যদি তার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে না তাকে তবে এমতাবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তুমি কিয়াস করবে। বিভিন্ন উদাহরণ ও উপমার দিকে লক্ষ্য করবে, অত:পর তার মধ্যে যা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয় এবং সত্যের সাথে অধিক সাদৃশ্য বলে মনে করবে তাকে গ্রহণ করবে।[৬৯]

এ থেকে বুঝা যায় ফিক্হ মাসআলা মাসায়ালার ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল না পাওয়া গেলে কিয়াস এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে তার সমাধান দেয়া হয়।

১২. ফিক্হী আইন যুগোপযোগধীকরণের উপযোগী ব্যবস্থা

ফিকহী বিধি বিধান যুগোপযোগী। কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সুষ্ঠূ সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা পাশ খাইয়ে নিতে সক্ষম। রাসুল (সা) বলেছেন : "হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম তোমরা তা ধারণ বা অনুসরণ করলে কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং আমার ইতরাত (অর্থাৎ আহলে বায়াত।[৭০]মোট কথা. ইসলামী আইন অগণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ আইনের সাহায্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বেশেষে সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন একদিকে যেমন ত্রুটিপূর্ণ, অপরদিকে তা

---

[৬৮]. বাগাবী, শরহুস সুন্নাহ, ইবন আবদুল বার, *জামেয়ু বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, খ.২, বায়রুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ.৫৫

[৬৯]. খাতীব আল-বাগদাদী, *আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাফিক্হ* , খ.১, বৈরূত:দারুল কুতুব আল-'ইসলমিয়্যা, তাবি, পৃ.২০০

[৭০]. ইমাম তিরমিযী, সুনান, অধ্যায়: আল-মানাকিব, অনুচ্ছেদ: ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নবী (সা), রিয়াদ: আল কুতুবুল লিভা , দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০, হাদীস নং ৩৭৮৬ পৃ.২০৪১

Dhaka University Institutional Repository

অহরহ পরিবর্তনশীর। কাজেই ইসলামের আহবান যেহেতু সার্বজনীন (কুরআন বিশ্বমানবের জন্য পথ নির্দেশ), তাই মানব জাতির যদি ইসলামী আইনের দিকে ফিরে আসে, তাহলে বিশ্ব মানবতা ইহলৌকিক জীবনে লাভ করবে কাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং পরকালে লাভ করবে মহামুক্তি। [৭১]

১৩. ফিক্‌হী আইন নমনীয়তা

ফিক্‌হী বিধি-বিধান সর্বদা মানবজাতির কল্যাণের জন্যই প্রণীত।উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। যদি তিনি বিপদে পড়েন অথবা কোন মারাত্মক সমস্যায় পড়েন আল্লাহ তা'আলা তা সর্বদা দেখেন। আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী। অন্তরের খবর রাখেন। বিপদে পড়ে যদি কোন ইসলামী নিষিদ্ধ কোন কাজ করে থাকেন আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। ইসলামী ফিক্‌হ বিধিবিধানে এ নমনীয় আইন রাখা হয়েছে যাতে আইনে যাঁতাকলে মানবজীবন অচল ও স্থবির হয়ে না পড়েন। উদাহরণস্বরুপ যে কোন প্রকারেই আল্লাহর সাথে শরীক করা ইসলামী আইনে চিরন্তনভাবে নিষিদ্ধ। যেমন-কুরআনুল কারীমে আছে,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَا ءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذ بَعْضُنَا بَعْضًا

اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّامُسْلِمُوْنَ

"তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও 'ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে।' যদি তারা মুখ ফিরায়ে নেয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।'[৭২]আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَ لَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّىٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"বল,'আমি কি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভবকরূপে গ্রহণ করব? তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাকে কেহ আহার্য দান করে না; এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হই; আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে,'তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।"[৭৩]

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা শিরক করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কোন মু'মিন ব্যক্তি পৌত্তলিক বা নাস্তিকদের চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুর আশংকা করে সে অবস্থায় সে তার ঈমান গোপন রেখে পৌত্তলিক বা নাস্তিকের উক্তি উচ্চারণ করতে পারে।আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَا اُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ

مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উম্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার অন্তর ঈমানে অবিচল।"[৭৪]অনুরূপভাবে কুরআনুল কারীমে মৃতজীব, রক্ত ও শুকরের গোশত চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[৭১]. ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান প্রাগুক্ত, পৃ.১৮০-১৮১

[৭২]. আল-কুরআন,৩:৬৪

[৭৩]. আল-কুরআন,৬:১৪

[৭৪]. আল-কুরআন, ১৬:১০৬

Dhaka University Institutional Repository

وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু , রক্ত, শূকর-মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না । নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। "[৭৫] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

ـيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

رحيم

"আল্লাহ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবেহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হয়েছে তাই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, কিন্তু কেউ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭৬]এ সকল আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস খাওয়া হারাম কিন্তু যদি নিরুপায় হয়ে যায় তাহলে তার জন্য এ গুলো খাওয়া হালাল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ বিদ্রোহী বা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না । নিশ্চয় আল্লাহ অতীত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭৭]

অনুরূপ মুসলমানদের জন্য রোযা আল্লাহ তা'আলা ফরয করে দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"[৭৮]এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রোযা ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানব জাতির সমস্যা এবং রোগ-ব্যাধির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে সুস্থ হলে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন।

যেমন কুরআনুল কারীমে আছে,

وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

"তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।"[৭৯]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى

"তুমি ক্লেশ পাবে এজন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি।"[৮০]

---

৭৫. আল-কুরআন, ২: ১৭৩

৭৬. আল-কুরআন, ১৬:১১৫

৭৭. আল-কুরআন, ২:১৭৩

৭৮. আল-কুরআন, ২:১৮৩

৭৯. আল-কুরআন, ২:১৮৪

৮০. আল-কুরআন,২০:২

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে প্রতিটি অলংঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় বিধানের পাশাপাশি মানব জীবনের বহুমুখী সমস্যা ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মহান আল্লাহ ঐগুলোর বিকল্প নমনীয় ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন এবং তাদের জীবন যাপনের সহজ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে মূল বিধানে কোনরূপ সংশোধন আনার প্রয়োজন না হয়।

১৪. ফিকহী আইন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক

ফিক্হী আইন একটি অংশ সকল মুসলিমের মান্য করা বাধ্যতামূলক এবং অপর একটি অংশ মান্য করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমন কুরআন ও সুন্নাহযে যেসব বিষয়ের হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি বা কোন জিনিস হারাম হওয়ার জন্য ইসলামী আইনের যেসব মূলনীতি রয়েছে তার আওতায়ও সেগুলো পড়ে না, এ অবস্থায় মুসলিমগণ ইচ্ছা করলে তা গ্রহণও করতে পারে অথবা বর্জনও করতে পারে। নফল ইবাদত ও নফল কার্যক্রমসমূহও এ ঐচ্ছিক বিধানের আওতাভূক্ত। অন্যদিকে ফরয ও হারাম কার্যক্রমসমূহ বাধ্যতামূলক অংশের অন্তর্ভূক্ত।

১৫. ফিকহী আইনে সমঝোতার ব্যবস্থা

ফিক্হী আইনে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।কারণ বিবাদমান দুটো দলের মধ্যে সমঝোতার পথে সমস্যা সমাধান হলে উভয়পক্ষের জন্যই অত্যন্ত কল্যাণকর হয়। বর্তমানে আইন আদালতে যাওয়ার পূর্বে এ পথে সমাধান হলে আর্থিক দিক দিয়ে উভয়ই লাভবান হবে। তাই ফিক্হে ইসলামে এ সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের গুরুত্ব প্রদান করেছে। কুরআনুল কারীমে আছে:

نَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَا□ءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রতিদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"[৮১] স্বামী ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে মীমাংসা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاِنْ خِفْتُمْ ... فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতেএকজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে; তারা উভয়ের নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"[৮২]

সুতারং পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হলে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করবে উভয়পক্ষই।

[৮১] .আল-কুরআন, ২: ১৭৮
[৮২] .আল-কুরআন, ৪:৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ফিকহী আইন অবিভাজ্য

ফিক্‌হ আইন মানব জীবনের যাবতীয় আচারণকে নিজের আওতাভূক্ত করেছে। এখানে পাথিব, পারলৌকিক, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচারণ, আকীদা-বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয় ইসলামী আইনের আওতাভূক্ত। সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আইনসমূহ যেমন ইসলামী আইনের অন্তর্ভূক্ত, তদ্রুপ নামাজ, রোযা, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি ধর্ম সংক্রান্ত বিধিবিধানও ইসলামী আইনের অন্তর্ভূক্ত। এ আইনের আওতায় মানুষের ধর্মীয় জীবন ও একান্তভাবে পার্থিব কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনই তার ধর্মীয় জীবন। এ আইনের মাধ্যমে দল, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হয়। ইসলামী আইনের লক্ষ্যই যেহেতু মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, তাই এ ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যকে বিভক্ত করা যায় না। কাজেই এর কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং কিছু অংশ বর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

কুরআন মাজীদের জীবন বিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যেগুলোর বিরোধীতাকারীদের জন্য দুই ধরণের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মোধ্যে একটি শাস্তি হচেছ পার্থিব এবং অপরটি পারলৌকিক। যেমন হত্যা ও দস্যুতার শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে প্রাণদণ্ড বা হাত-পা কাটা অথবা শূলে চড়ানো বা দেশান্তর করা, এগুলো হচ্ছে তার পার্থিব শাস্তি। অন্যদিকে তার পারলৌকিক শাস্তি হিসেবে আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। যেমন-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِلَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِىْ الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ
اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْيُنْفَوْا مِنَ الْاَرضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"যারা আল্লাহ ও তার রাসুলে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেঁড়ায় এঢাহ তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুমবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৮৩]

অনুরূপভাবে নির্লজ্জতা ও শালীনতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচার ও সতী-সাধবী নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ লেপনের পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় শাস্তির কথাই কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[৮৪]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ
وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

"যারা সাধ্বী,সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহবা, তাদের

[৮৩]. আল-কুরআন,৫:৩৩
[৮৪]. আল-কুরআন,২৪:১৯

হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধেসে দিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।”[৮৫]হত্যা করার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“হে মু’মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।”[৮৬]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

“কেই ইচ্ছাকৃতভাতে কোন মু’মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।”[৮৭]তবে কখনো কখনো ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ফিক্হ আইনে পার্থিব শাস্তির পরিবর্তে কেবল পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ - اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ – وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ-

“তবে যে ব্যক্তি মু’মিন, সে কি পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য তাদের স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাত। এবং যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে এবং তাদেরকে বলা হবে, ‘যে আগুন-শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, তা আস্বাদন কর।”[৮৮]

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা‘আলা পাপাচারের জন্য ইহকালের এবং পরকালের শাস্তির কথা ঘোষণা দিয়েছেন। আবার কিছু অপরাধের জন্য শুধু ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পরকালের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সুতারং ফিক্হী আইনগুলো অবিভাজ্য। আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর ভিন্ন শাস্তির বিধান রেখেছেন। ফিক্হী আইনে কোন বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা‘আলা। সুবিধমত কিছু অংশ পালন করা এবং কিছু অংশ ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর তা‘আলা কঠোরতা আরোপ করেছেন। কারন ফিক্হ আইনগুলো অবিভাজ্য। যে ব্যক্তি শরী‘আতের সমগ্র বিষয়ের প্রতি ঈমান আনবে না এবং সমগ্র শরী‘আতকে কার্যকর করবে না, সে ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি ভোগ করবে। । আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন:

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

[৮৫]. আল-কুরআন, ২৪: ২৩-২৫
[৮৬]. আল-কুরআন, ২: ১৭৮
[৮৭]. আল-কুরআন, ৪: ৯৩
[৮৮].আল-কুরআন,৩২:১৮-২০

Dhaka University Institutional Repository

"তবে কি কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে্ তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।"[৮৯]

ফিক্‌হ আইনের একাংশ গ্রহণ করা এবং অপর অংশ বর্জন করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।যেমন-

সূরা আল বাকারায় আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নির্দশন ও পথ নির্দেশ মানুষের জন্য কিতাবে নাযিল করেছি, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন করে, আল্লাহ তাদের লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর গ্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে , এরাই তারা যাদের তওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[৯০]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

"আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লহ তাদের সঙ্গে কতা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না । তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। তারাই সৎপথের বিনিময় ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!"[৯১]

উল্লেখিত আয়াতাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিক্‌হী আইন সর্বতভাবে অবিভাজ্য।

১৭. ফিক্‌হী আইন পরিবর্তনশীল

ফিক্‌হ আইন পরিবর্তনশীল। তবে সেটা কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিধিমালা পরিবর্তন হতে পারে । স্থান কাল-পাত্রভেদে এ পরিবর্তনের বিধান রয়েছে। ইসলামী আইনের আদি ও মৌল উৎসদ্বয় যথাক্রমে কুরআনও সুন্নাহ এর পর এতদুভয়ের উপর নির্ভরশীল আইনের অপরাপর উৎস, যেমন ইজমা, কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিদলাল, মাসালিহে মুরসালা ইত্যাদির আলোকে যেসব আইন প্রণীত হয়, সেগুলোর কোন কোন অংশ স্থান-কাল-পরিস্থিতি ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্র জনগণের নিকট থেকে যাকাত ও উশর আদায় করার পরর রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনা, জরুরী অবস্থা মুকাবিলা, প্রতিরক্ষা ও সামরিক অভিযানের ব্যয় বহন, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের উপরন বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ করতে পারে এবং সরকার প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সময় উক্তরূপ কর মওকুফও করতে পারে। অনরূপভাবে তা'যীরের আওতাভূক্ত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারক তার সুবিবেচনা মোতাবিক গুরুদণ্ডের পরিবর্তে

[৮৯] .আল-কুরআন, ২: ৮৫
[৯০] . আল-কুরআন, ২:১৫৯-১৬০
[৯১] . আল-কুরআন, ২:১৭৪-১৭৫

লঘুদণ্ড অথবা লঘুদণ্ডের পরিবর্তে গুরুদণ্ড অনুমোদন করতে পারেন, একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন অপরাধীকে অভিন্ন শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন শাস্তিও দিতে পারেন। ইসলামী ফিক্‌হ এ অধ্যায়ে মানব-বুদ্ধি প্রয়োগে আইন প্রণয়েরন যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং সরাসরি কুরআন মাজীদ তা অনুমোদন করছে।

১৮. ফিকহী আইন অপরিবর্তনীয়

ফিক্‌হী আইন শ্বাশত ও অপরিবর্তনীয়। তবে কিছু কিছু আইন যা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সুবিধার্থে পরিবর্তন করে দিয়েছেন তা পরিবর্তন যোগ্য। কিন্তু যেখানে পরিবর্তনের পিছনে কোন দলীল প্রমাণ নেই তা পরিবর্তন করা যাবে না অথবা রহিত করা যাবে না। যেমন মানুষ হত্যার শাস্তিস্বরূপ কুরআন মাজীদে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং পাশাপাশি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতার ও সুযোগ রাখা হয়েছে। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা না হলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। কোন বিচারক কর্তৃক এ বিধান রহিত করার ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

"আমার রাসুলগণের মধ্যে তোমার পূবে যাদেরকে পাঠয়োছলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।"[৯২]

সূরা আহযাবে উল্লেখ আছে:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا-

"আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না । কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।"[৯৩]

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সিদ্ধান্ত সঠিক। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায় না। কেননা রাসুল (সা) আল্লাহর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশেই যেকোন ফায়সালা দিয়ে থাকেন। অমান্যকারী ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হবে। মুনাফিক বিশর আল্লাহর রাসুলের সিদ্ধান্ত অমান্য করায় হযরত উমর (রা) তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে,

কোন এক ইয়াহুদীর সাথে মুনাফিক বিশরের বিবাদ ঘটে যায়। ইয়াহুদী লোকটি বলল যে, চল, মুহাম্মাদ (সা) এর নিকট গিয়ে এর সমাধান নিয়ে আসি। কিন্তু বিশর এ প্রস্তাবে সম্মত হলো না, বরং কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইয়াহুদী নেতা এবং মহানবী (সা) এর ঘোর শত্রু। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল খুবই বিস্ময়কর। কারণ ইয়াহুদী লোকটি নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা) -এর মীমাংসা পছন্দ করছিল আর মুসলিমি পরিচয়দানকারী বিশর মুহাম্মাদ (সা) এর স্থলে ইয়াহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর পেছনে একটি রহস্য কাজ করছিল। তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, মহানবী (সা) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তভাবেই ন্যায়সংগত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের আশংকা ছিল না। ইয়াহুদী লোকটি যেহেতু ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল , তার তার নিজ সর্দার অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস ছিল মহানবী (সা) এর উপর।পক্ষান্তরে মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের

[৯২]. আল-কুরআন, ১৭:৭৭

[৯৩]. আল-কুরআন, ৩৩:৩৬

Dhaka University Institutional Repository

উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য সে জানত যে, মহানবী (সা)-এর রায় তার বিপক্ষেই যাবে, যদিও সে মুসলিম হিসেবে দাবি করতো।

অত:পর কথা কাটাকাটির পর তারা নিজেদের বিষয় মহানবী (সা) এর নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহানবী (সা) বিষয়টি অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইয়াহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে রায় দিলেন। এতে মুনাফিক বিশর অসন্তুষ্ট হয় এবং মীমাংসা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। সে বিষয়টি হযরত উমর (রা) এর গোচরে আনার ব্যাপারে তার প্রতিপক্ষকে সম্মত করায়। বিশব মনে করেছিল , উমর (রা) যেহেতু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, কাজেই তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দিবেন তাদের দু'জনই হযরত উমর (রা) এর নিকট উপস্থিত হল। ইয়াহুদী পরো বিষয়টি হযরত উমর (রা) এর নিকট অবহিত করলো। হযরত উমর (রা) বিশরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি এরূপ? সে স্বীকার করলো। এ সময় হযরত উমর (রা) বললেন: একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরে চলে গেলেন এবং একটি তরবারি এনে বিশরকে হত্যা করলেন। তিনি বললেন : যে লোক রাসুলুল্লাহ (সা) এর ফয়সালা মেনে নিতে রাযী নয়, এ হচ্ছে তার মীমাংসা। সা'লাবী (রা.) ইবনে হাতিম সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন:

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার তার তোমার উপর অর্পন না করে; অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্ত:করণে তা মেনে নেয়।"[৯৪]

সুতরাং ফিক্‌হ আইন বা ইসলামী আইনের বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো পরিবর্তন করা যায় না। যেহেতু রাসুল (সা) আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হয়ে ইসলামী বিধি-বিধান প্রদান করেন তাই এগুলো পরিবর্তন করা যায় না। তবে সময়ের প্রেক্ষাপটে অনেক শাখা মাসআলা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছুটা পরিবর্তন করা যায় যদি সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামগণ ইত্তেহাদ পোষণ করেন।

১৯. ফিকহী আইনে আচারণবিধি নির্ণয় করে

ইসলামী আইন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের প্রতিবন্ধকের সাথে আচারণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের তৈরী দুনিয়ায় অন্যান্য আইন ব্যবস্থার মতো ইসলামী শরী'আতের ও একটি পার্থিব বিধিব্যবস্থা আছে। শরী'আতের আহকামের যে বিরোধিতা করে, তাকে দমন ও তার শাস্তির ব্যবস্থা এর মাধ্যমে করা হয়। ইসলামী শরী'আত এদিক থেকে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যে, সর্বশ্রেষ্ট তত্ত্বধানকারী যিনি সর্বজ্ঞ এবং চোখের অপব্যবহার ও হৃদয়ে যা কিছু গোপন আছে সে সম্পর্কে যিনি সঠিক খবর রাখেন ,উপরন্ত যিনি সকল প্রাকশ্য ও গোপন বিষয়ে জানেন, তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক। কাজেই শরী'আতের বিধানের বিরোধিতা করে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করে, সে দুনিয়ার পাকড়াও থেকে তার কোন অবস্থাতেই মুক্তি নেই। সব কিছুই সে তার সামনেই উপস্থিত পাবে, চাই তা ছোট বড় যাই হোক।[৯৫]

---

[৯৪] . আল-কুরআন, ৪: ৬৫

[৯৫]. ইসলামী আইন ও বিচার, ১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন,২০০৫,ঢাকা: ইসলামিক ল' রিচার্জ স্টোর এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি অন্যায় বিরোধ করে বাহ্যত অন্যের কিছু অংশ বাগিয়ে নিবে, মূলত পর্দান্তরালে তা তার জন্য হারাম হবে এবং সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। ইসলামী শরী'আতের বৈশিষ্ট্যই শরী'আতের বিধান ও মানুষের তৈরী আইনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শরী'আতের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও দেখা দেয় কিন্তু সত্য দীনের দিকনির্দেশনা ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে না। আর এ দিকনির্দেশনা একমাত্র মেনে চলারই যোগ্য। এখানে সামনে পেছনে কোথাও থেকে বাতিল ও অন্যায়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই।

২০. ফিকহী আইনে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যার যার ধর্ম পালন করবে। অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় ইসলামী সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাতে ফিকহী আইনে কোন বাধাঁ নেই। স্ব স্ব ধর্ম পালনের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে এবং হাদীস শরীফে অনেক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল-কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে:

لا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ- قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الْوُثْقٰى
لاَانْفِصَامَ لَهَا- وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ উপর ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।" [৯৬]

বিশ্বের মানবকূল জন্মগতভাবেই রক্ত সম্পর্কীয়। তারা একই উৎস অর্থাৎ পিতা হযরত আদম (আঃ) এবং মাতা হযরত হাওয়া (আঃ) থেকেই জন্ম। সেদিক থেকেই সকলেই পরস্পর ভাই বোন। সবাই তাদের সন্তান। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে:

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّاخَلَقْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقٰكُمْ

"হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারা হতে, পরে তোমাাদগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী "[৯৭]সুতরাং পরবতীতে যে ধর্মই গ্রহণ করুক না কেন সে কিন্তু পরস্পর ভাই ভাই। তাদের প্রতি কোন কিছু জোর করে, অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কুরআনুল কারীমে আছে:

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِلاَّ هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ . وَلَوْ شَآءَ اللهُ مَآ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيْظاً وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

"তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা হয় তুমি তারই অনুসরণ করা, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং মুশরিকদের হতে মুখ ফিরায়ে লও। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শির্ক করত না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি; আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও।"[৯৮]

অত্র আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহর রাসুলের কথা না শুনে তাহলে তাদের উপর জোর করে কিছু করার দরকার নেই অথবা কোন চিন্তারও কারণ নেই। কারণ আল্লাহর রাসুলতো তাদের কার্যনির্বাহক নন। সুতরাং বিধর্মীদের মধ্যে যারা ইসলামী আইন পালন করবে না তাদেরকে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা তথা নির্দেশ ইসলামে নেই। অমুসলিমদের মধ্যে যারা

৯৬. আল-কুরআন, ২:২৫৬
[৯৭]. আল-কুরআন:৪৯:১৩
[৯৮]. আল-কুরআন, ৬: ১০৬-১০৭

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ, ক্ষতি সাধন না করে সহাবস্থান করবে তারা মুসলমানের কাছে আমানত হিসেবেই থাকবে । তাদেরকে ক্ষতি সাধন করা যাবে না।
পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَايَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ . اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাাদগকে স্বদেশ হতে বাহষ্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহতো ন্যায়পরায়নদিগকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে । তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম।" [৯৯]

উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, অমুসলিমরা যদি বিধি বিধান মেনে শান্তিপূর্ণ ভাবে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাহলে তাদেরকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং তাদের সকলকে রাষ্ট্রীয় সকল সুবিধা দিতে হবে। তাদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করা উক্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য । ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে তাদের উপর হামলা মামলা নির্যাতন করা যাবে না। ইসলাম কখনোই এর পক্ষে অবস্থান নেয়নি। এমনকি কোন মুসলিম শাসক অন্য কোন রাজ্য দখল করলেও তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মন্দির গীর্জা ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। হাদীস শরীফে আছে ঃ

عِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء اَنَّهُ سَئِلَ عِنِ الْكَنَائِسِ قَالَ لَا اِلاَّ مَا كَانَ مِنْهَا الْحِرِمِ

"আব্দুল মালেক প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি গীর্জাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, না তা করা যাবে না। একমাত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের হেরেমের অভ্যন্তরে অবস্থিত গীর্জা ব্যতিত অন্য কোন গীর্জা ভাঙ্গা যাবে না।"[১০০]
হাদীস শরীফে আছে-

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة قال قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين و عامتهم

"হযরত ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হযরত রাসুলে করীম (সা) বলেনঃ কল্যাণ কামনাই দ্বীন বা ধর্ম। আমি জিজ্ঞাস করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! কার নিমিত্তে কল্যাণ কামনা করা হবে? তিনি বললেন- কল্যাণ কামনা করতে হবে আল্লাহর নিমিত্তে, তার রাসুলের নিমিত্তে, মুসলমানদের নেতাদের জন্যে এবং সর্ব সাধারণের উদ্দেশ্যে।"[১০১]

ইসলাম শান্তির ধর্ম। কল্যাণের ধর্ম। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, কলহ ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষেধ করেছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই ইসলাম বিশ্বাস করে। ইসলামী ফিক্‌হ সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে। হোক সে অন্য ধর্মের, তথাপিও পাশাপাশি বসবাস করতে আপত্তি নেই। প্রতিবেশীদের কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে যথার্থ বর্ণনা আছে। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য উপজাতি তারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে স্বাধীনভাবে। ফিক্‌হী আইনে কোন নিষেধ নেই।

---

[৯৯]. আল কুরআন, ৬০:৮-৯

[১০০]. আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, *মুসন্নাফ ইবনে আবি শাইবা*, মাকতাবুতুর রুশদ, রিয়াদ, খ.১২,পৃ.৩৪৩ ,

[১০১].আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মাদ আদ দারেমী , *সুনানে দারেমী*, খন্ড-২, বৈরুত : দারুল কিতাব আর আরাবী, পৃ.৪০২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা, সমাধান ও পরামর্শ

মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী ফিক্হের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী আইন মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ ও সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। সভ্য সমাজ গঠন ও উন্নততর মানব সভ্যতার উম্মেষে ইসলামী ফিক্হর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামী ফিক্হ মানব জাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। এ আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক। সর্বোপরি এ আইন নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনা থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে। তাই এ ফিক্হী আইনকে সর্বশ্রেণীর মানুষকে ওয়াকিবহাল করা আবশ্যক। এ ফিক্হ আইনগুলো সাধারণ মানুষের বুঝার জন্য বাংলা ভাষায় হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আরবী ও অন্যান্য ভাষায় রচিত (বাংলা ভাষা ব্যতীত) ফিক্হী আইনবিষয়ক গ্রন্থ সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চা হচ্ছে। তবে ফিক্হ আইন অনুশীলন, প্রসার, প্রচার এবং বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে ফিক্হী আইন বাস্তবায়নে এখনো চূড়ান্ত পর্যায় উপনীত হতে পারে নি। বাংলা ভাষায় এ আইন চর্চার সমস্যা, সমাধান ও এ থেকে উত্তোরণের উপায় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল:

বাংলা ভাষায় ফিক্হ চর্চায় সমস্যা, সমাধান ও অভিমত

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব এবং পরে ওলী-আওলিয়া, হক্কানী পীর-মাশায়েখদের পদচারণায় পূণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে এদেশ। হযরত শাহজালাল, হযরত শাহপরায়নদের মত বিখ্যাত আওলিয়াগণের প্রচেষ্টায় মুসলমানগণ ইসলামী বিধিঅনুযায়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এদেশের মুসলমানরা।হক্কাণী ওলামার প্রচেষ্টার কারনে সারা বাংলাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যেখানে বর্তমানে 'ইলমি ফিক্হ চর্চা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষাকে সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করায় সেখানের শিক্ষার্থীরাও ফিক্হ চর্চা তথা অনুশীলন করতে পারছে। পত্র পত্রিকা, মিডিয়াতে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ফিক্হী প্রসার ও প্রচার হচেছ। এরপরেও কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন-

১। মাদ্রাসা

বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ধরনের রয়েছে। কওমিয়া ও আলিয়া মাদ্রাসা। আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি অনুদান পাওয়ায় শিক্ষকরা স্বাভাবিকভাবে বেতন পাচেছ। আর কওমি মাদ্রাসাগুলোতে সরকারি অনুদান না পাওয়া স্থানীয় ভাবে অথবা কোন দাতাগোষ্ঠীর মাধ্যমে বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। তবে তা আলিয়া মাদ্রাসার তুলনায় অনেক কম। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করা দক্ষ ও অভিজ্ঞ মুফতী এবং 'আলিমগণ আলিয়া ধারা থেকে কামিল পাস করে তারা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ফলে কওমী মাদ্রাসায় অনেক সময় ফিক্হ বিষয়ের উপর পাঠদানের ক্ষেত্রে দক্ষ 'আলিম পাওয়া যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য থাকায় ফিক্হ চর্চা ব্যহত হচ্ছে। এ জন্য কওমী মাদ্রাসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে বেতন বৈষম্য দূরীভূত করতে হবে। প্রত্যেক মাদ্রাসায় দক্ষ মুফতী নিয়োগ দিতে হবে। মুফতীদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইসলামী আইন নিয়ে গবেষণার সুযোগ করে দিলে ফিক্হ চর্চার অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে।

২। শিক্ষার্থী

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অধ্যায়ন করে। কিন্তু শিক্ষা জীবন শেষে বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসার ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের অভাব। অনুরূপ আলিয়া মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেকেই ভাল কর্ম সংস্থানের জন্য মাদ্রাসা থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশুনা করে। ফলে আলিম শ্রেণী থেকেই অনেক মাদ্রাসা ছাত্র ঝড়ে যায়। ফলে মাদ্রাসার উচ্চতর স্তরে ক্রমেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এব দক্ষ মুফতী 'আলিমদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মাদ্রাসার মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করে। এ ক্ষেত্রে ফিক্হ চর্চা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়াও অনেক অভিভাবক সন্তানের ভাল কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে তাদেরকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান না। এক্ষেত্রেও মাদ্রাসায় মেধাবী শিক্ষার্থী হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের মাতৃভাষায় ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট সমস্যা। মেধাবী শিক্ষার্থীরা যদি ফিক্হ বিষয়ের উপর পড়াশুনা না করে তাহলেত ক্রমেই ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের ঘাটতি দেখা দিবে। তাই এ সংকট থেকে উঠে আসতে হবে। মাদ্রাসা থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীদের মান সম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে কওমী অথবা আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান পেলেই তারা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী উঠবে এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হবে মাদ্রাসার আঙ্গিনা।

৩। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম শিক্ষা বিষয় কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু সেখানের সিলেবাসে ফিক্হ বিষয়ক মাসআলা মাসায়েল অপ্রতুল। তাছাড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। অথচ মুসলিম মিল্লাতের জন্য ইসলামী আইন সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী। সে জন্য স্কুল ও কলেজের এইচএসসি পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী আইন জানার জন্য ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ পর্যায়ের সিলেবাসে প্রয়োজনে সংশোধন এসে ইসলামী আইন বিষয়ক আরো অধ্যায় সংযোজন করা উচিত। যে সমস্ত কলেজে ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার্স রয়েছে সেগুলোতে ফিক্হী আইনকে জানার জন্য দৈনন্দিন ইসলামী আইনগুলো সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা দরকার। তাহলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ফিক্হ চর্চার গতিময়তা বাড়বে।

৪। পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিন

পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের মধ্যে কিছু কিছু পত্রিকায় ইসলামী ফিক্হ নিয়ে সাপ্তাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইসলামী ফিক্হ একটি আবশ্যিক বিষয়। যা জানা সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরী। সকল পত্রিকায় ইসলামী আইন বিষয় নিয়ে তেমন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। বর্তমানে আধুনিক যুগে পত্র পত্রিকা অনেকেই পড়েন।তাই সকল পত্রিকাগুলোযদি সপ্তাহের কোন একদিন অথবা শুক্রবার ইসলামী ফিক্হ এর উপর কিছু ফিচার প্রকাশ করে তাহলেও পত্রিকা পাঠকরা এথেকে অনেক উপকৃত হবে। ইসলামী ফিক্হ বিষয়ের উপর অনুশীলন করতে পারবে।

৫। মিডিয়া

বর্তমান যুগে মিডিয়া সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে রেডিও এবং টিভি। অনেকেই দূর দূরান্তে বসে রেডিও এর অনুষ্ঠানমালা শুনে। রেডিওর ইসলামী অনুষ্ঠানে ইসলামী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ফিকহী আলোচনায় অংশ নেয়। কিন্তু সকল রেডিও ইসলামী ফিক্হ বিষয়ক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে না। তাই অনেক শ্রোতা এ থেকে বঞ্চিত হয়। ফিক্হ চর্চাকে আরও ব্যাপকতর

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য নিবন্ধনকৃত সকল রেডিওতে দৈনিক যে কোন এক সময় ইসলামী আইনের অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা উচিত। তাহলে শ্রোতারা এ থেকে অনেক উপকৃত হবে।

অনুরূপ টিভির অনুষ্ঠানগুলো দর্শকদের অনেক আকর্ষন করে থাকে। সেখানে আবার সরাসরি প্রশ্ন করে দৈনন্দিন মাসআলা জানারও সুযোগ রয়েছে। সেখানেও অনেক দক্ষ এবং প্রতিভাবন আলিমগণ টিভি সেন্টারে উপস্থিত হয়ে জীবন সমস্যার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে ইসলামী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সকল টিভিতে প্রত্যহ এ আলোচনার অনুষ্ঠান থাকে না। তাই সকল টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলোতে ইসলামী ফিক্হীর অনুষ্ঠানমালা প্রত্যহ সম্প্রচার করে তাহলে এর দ্বারা দর্শক শ্রোতারা অনেক উপকৃত হবে এবং ইসলামী আইনের সঠিক ব্যাখ্যাও তারা জানতে পারবে।

৬। ইন্টারনেট

ডিজিটাল বাংলাদেশের মানুষ ডিজিটালভাবেই এখন স্বপ্ন দেখছে। প্রায় সকল কার্যক্রম ইন্টারনেট ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত এখন যে কোন সমাধান পাচ্ছে।ফিক্হ আইন জানা এবং চর্চার ক্ষেত্রে ইন্টারন্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফিক্হ বিষয়ক অনেক মাসআলা মাসায়েল বিভিন্ন ইসলামী ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। সমাধানের জন্য ব্যাক্তির কাছে যাওয়া প্রয়োজন নেই । অনলাইনে ইসলামী আইন বিষয়ের উপর প্রশ্ন ইমেইল করলে তা নেটেই আবার পাঠানো হয়। ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এর জবাব দিয়ে থাকেন। কিন্তু সকলের জন্য এখনও নেট ব্যবহারের উপযোগী হয়নি। নেট ব্যবহার করতে হলে কম্পিউটার দরকার, ইন্টারনেক কানেকশন দরকার, বিদ্যুৎ দরকার এবং এ কম্পিউটার অপারেট করার পর্যাপ্ত জ্ঞান দরকার। ফলে ইন্টারনেট কেন্দ্রিক ফিক্হ চর্চাও অনুশীলনের সুযোগ আমাদের সকলের হয়ে উঠে নি। তাই এ সমস্যাগুলোর আশু সমাধান হলে ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সকল বাংলা ফিক্হ বই গুলো স্কানিং করে ইসলামিক ওয়েব সাইটে পোস্ট করা হয়নি। তাই এগুলোকে দ্রুত স্কানিং করে ওয়েব সাইটে দিয়ে দেয়া দরকার।

৭। ফিক্হী কিতাব

ফিকহী কিতাবগুলো ইসলামী আইন বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা করে। কারন লিখিত আকারে কিতাবগুলো সাধারণ মানুষ পড়ে ইসলামী আইনগুলো জানতে ও বুঝতে পারে। কিন্তু এখনও অনেক কিতাব বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি । ফলে সাধারণ বাংলাভাষীদের কাছে এ বিষয় জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। এছাড়াও এখনও অনেক বিষয়ভিত্তিক মৌলিক ফিক্হ গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই ফিক্হ আইনগুলো বুঝা এবং পালন করার জন্য এখনও যেগুলো বিদেশী ভাষায় লিখা সেগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করা উচিত। ইসলামী বিশেষজ্ঞ আলিমদের ইসলামের খুটি নাটি বিষয়গুলোর উপর আরও তথ্য বহুল গ্রন্থ রচনা করা উচিত। তাহলে পাঠকদের ইসলামী আইন সম্বন্ধে ধারনা ব্যাপক হবে।

৮। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

পাঠাগারের মাধ্যমে পাঠকগণ ফিকহ্ বিষয়ক বই অধ্যয়ন করে বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন করতে পারে। আমাদের দেশের পাঠাগারগুলোতে তেমন পর্যাপ্ত ইসলামী আইন বিষয়ক বই নেই। অনেক পাঠাগার আছে যেখানে কোন ইসলামের বই নেই। ফলে পাঠক সমাজ এ পাঠাগার থেকে ইসলামিক জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। বাংলাদেশের সবকটি জেলাতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শাখা রয়েছে। এ শাখাগুলোতে পাঠাগারের ব্যবস্থা আছে। তবে সরেজমিনে দেখা গেছে যে কোন কোন পাঠাগারে তেমন কোন বই নেই । আবার থাকলেও জনবল কাঠামোর অভাবে সেগুলো যথারীতি খোলা হয়না। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত কিছু মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার চালু আছে। সেগুলোতেও কিছু মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কিত বই রয়েছে । পাঠক সমাজ এর থেকেও অনেক উপকৃত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল মসজিদে এ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে এ পাঠাগারের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকগণ ইসলামী আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে পারবে। ফিক্হী এর অনুশীলন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে।

৯। মসজিদ কেন্দ্রীক ফিক্হ প্রচার

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ রয়েছে। ঢাকাতে এত অধিক মসজিদ যে এটিকে মসজিদের নগরী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এ মসজিদগুলোর মাধ্যমে ইসলামী ফিকহা চর্চা ব্যাপকভাবে করা সম্ভব। অনেক মসজিদেই ইমাম সাহেব খুতবার সময় ইসলামী কিচ্ছা কাহিনী বলে খুতবা দেন। ফলে এ মসজিদে আগত মুসুল্লীরা ঐজুমআয় ফিকহ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করতে পারে না। কিন্তু ইমাম সাহেব যদি জুমআর খুতবায় অথবা সাপ্তাহিক যে কোন একদিন অথবা প্রতি দিন ফজর নামাজের পর ফিক্হ বিষয়ক আলোচনা অথবা বিষয়ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত আলোচনার রুটিং করে নেন তাহলে এর দ্বারা মুসুল্লীরা বেশ উপকৃত হবে। তারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানতে পারবে।

১০। সরকারি প্রচার মিডিয়া

ইসলামী ফিক্হ তথা ইসলামী আইন কানুন প্রচার ও প্রসারে সরকারি মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো যদি বিষয়ভিত্তিক ইসলামী আইন কানুন প্রচার করে তাহলে সাধারণ জনগণ এর দ্বারা বেশ উপকৃত হবে। তারাও ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জানতে পারবে। সরকারী উদ্যোগই ফিক্হ চর্চা, অনুশীলন এবং বাস্তবায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ সংস্থা এবং পত্রিকা এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে।

উপরে উল্লিখিত অভিমতগুলো যথাযথ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ফিক্হ চর্চায় অনেক অগ্রগতি সাধিত হবে। মানুষের ইসলাম সম্পর্কিত অজ্ঞতা দূরীভূত হবে। ইসলামী আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে পারবে। মানুষের মধ্যে ইসলামী সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ইসলামী আইনের মধ্যে যে মহামুক্তির নির্দশন, কল্যাণের নির্দশন রয়েছে, সফলতার চাবি কাঠী রয়েছে তা মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে। বাস্তব জীবনে এ ইসলামী আইনের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। ইন্শাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামী ফিক্‌হ হচ্ছে মানব জাতি এ পৃথিবীতে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য সুবিন্যস্ত বিধান। এ সুবিন্যস্ত বিধান তথা ইসলামী আইন মানবতার দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে সাহাবা-ই-কেরামের যুগ থেকে অদ্যাবধি অসংখ্য মুসলিম মনিষী বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন ভাষায় এ আইনগুলো সুবিন্যস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ যাতে ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞ না থেকে বরং জ্ঞানের সাম্রাজ্যে অবস্থান করতে পারে সেজন্য বিখ্যাত ইমামগণ, ফকীহগণ এবং মুজতাহিদগণ সর্বান্তকরণে চেষ্টা অব্যহত রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ফিক্‌হ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইন বাংলা ভাষায় প্রচার ও প্রসারের জন্য এদেশের ইসলামী বিশেষজ্ঞ, বিখ্যাত মুফতী, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ব্যাপক অবদান রাখছেন। তাদের লেখনীর, বক্তৃতা ও ওয়াজ-নসীহাতের মাধ্যমে ফিক্‌হী অনুশীলন ব্যাপকতর হয়েছে। এ ফিক্‌হী অনুশলীন মহানবী (সা) এর যুগ থেকেই এদেশে শুরু হয়েছে। সে সময় থেকেই ইসলাম প্রচারকগণ এ দেশে এসে কুরআন-হাদীস প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী আইন বিকাশে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। ১২০৪ খ্রি. বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ফিক্‌হী শাস্ত্র সর্বোত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসা, মসজিদ এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২১৩ খ্রি. সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী, ১২৬৬খ্রি.-১২৮৭খ্রি. সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন, ১২৯৮ খ্রি. সুলতান রুকন-উদ্দীন কাইকাউস, ১৩১৩ খ্রি. সুলতান শামস-উদ্দীন ফিরোজ শাহ, ১৪৯৩ খ্রি. সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবং ১৬৬৩ খ্রি. থেকে ১৬৭৮ খ্রি. শায়েস্তা খান ফিকহ চর্চার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক সহায়তা করেন। যুগের পরিবর্তন, সময়ের আবর্তন, নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ১৯৪৭ খ্রি.এর সীমানায় উপনীত হয়।এ দীর্ঘসময় বাংলার ভূখণ্ডে আগমন ঘটে অনেক পীর, ওলী, বিশেষত খান জাহান আলী, হযরত শাহজালাল, হযরত শাহপরায়ন, শাহ মাখদুম, পীর নেছার উদ্দীন (র.)সহ অসংখ্য ওলী আওলিয়া। তাঁরা এ বাংলায় ইসলামী জ্ঞান প্রচার ও প্রসারে আজীবন সাধনা করে গেছেন।

১৯৪৭ খ্রি. এর পর থেকে ২০০৬ খ্রি. এর মধ্যে বাংলাদেশে নব ইতিহাস সৃষ্টি হয়। ১৯৭১ খ্রি. বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। এ স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ফিক্‌হ চর্চায় নুতন নুতন গতি সঞ্চারিত হয়। এদেশের সূর্য্যসন্তানরাই বিখ্যাত ‘আলিম, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের মেধা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বাংলাভাষায় ফিক্‌হ চর্চার নবদিগন্ত উম্মোচিত হয়। আরবী, ফাসী এবং উর্দূ ভাষায় লিখিত অনেক কিতাব যা সাধারণ বাংলাভাষী মানুষের কাছে বোধগম্য ছিল না, সে সমস্ত কিতাব এ দেশের বিখ্যাত ‘আলিমগণ বাংলায় অনুবাদ করে ফিক্‌হী অনুশীলনে ব্যাপকতা প্রদান করেন। তাদের নানারূপ প্রচেষ্টার কারনে এদেশের জ্ঞান-অনুসন্ধানী মানুষ সহজেই ইসলামী আহকাম জানতে ও বুঝতে পেরেছে। কুরআনুল কারীম এবং হাদীস শরীফ থেকে ইসলামী আইনগুলো মৌলিক গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে বিখ্যাত ‘আলিমগণ ফিক্‌হ চর্চায় নব জাগরণ সৃষ্টি করে। এদেশের প্রবীন ও তরুন বিজ্ঞ ‘আলিমগণ দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি ধারার উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে সাধারণ মানুষও অনেক সহজেই ইসলামী আহকাম বুঝতে সক্ষম হন। ফিক্‌হ চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাদ্রাসাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ব্যানবেইসের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আলিয়া ধারার মাদ্রাসার মধ্যে ১৯৭০ খ্রি. থেকে ২০০৬ খ্রি. দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল- ৬৭৯৮ টি। আলিম মাদ্রাসা ১৩৪৫ টি, ফাযিল মাদ্রাসা ১০৪০ টি, কামিল মাদ্রাসা ছিল ১৭৮টি মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৯৩৬১ টি। কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে তাকমীল মাদ্রাসার সংখ্যা ৩০০, ফাযিলাত মাদ্রাসার সংখ্যা ২০০, এবং সেকেন্ডারী

Dhaka University Institutional Repository

লেভেলের মাদ্রাসার সংখ্যা ১০০০। এ মাদ্রাসাগুলোতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় ফিক্হ অধ্যয়ন করে আসছে।

এছাড়া বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে, পীর-ওলীদের দরবারে,'বিভিন্ন তা'লিমি জলসায়, ওয়াজ-মাহফিলে, বিভিন্ন সেমিনারে ইসলামী আহকাম সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়। এখান থেকে সংশ্লিষ্টরা ফিক্হ বিষয়ক মাসআলা জানতে পারে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ফিক্হ বিষয়ের উপর প্রায় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এছাড়া অন্যান্য পাবলিকেশন্সও ইসলামী মাসআলা মাসায়েল উপর বাংলায় অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে যা ফিক্হী চর্চায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। পত্র পত্রিকা, রেডিও, টিভিতে ফিক্হী চর্চা হচ্ছে। অনেক মাদ্রাসা এবং বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার ওয়েব সাইট রয়েছে যেখানে ইসলামের বিভিন্ন ধরনের মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং যুগ জিজ্ঞাসার নানা সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় এভাবে ব্যাপক আকারে ফিক্হ চর্চা আমাদের সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ইসলামী আইন-কানুন, রীতি-নীতি, মাসআলা-মাসায়েল জানা অনেক সহজ হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় যদি এভাবে ইসলামী আইন-কানুন আরো বিস্তৃত আকারে প্রচার ও প্রসার করা হয় তাহলে আমাদের সমাজের লোকজন ইসলামী আইনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং বাস্তব জীবনে তা আমল করতে উৎসাহবোধ করবে। যেহেতু ইসলামী আইন একটি কল্যাণকামী আইন, মানবতার মুক্তিকামী আইন, ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার আইন। তাই ইসলামী ফিক্হ চর্চাকে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। এ ব্যাপারে সার্বিক ও আন্তরিক চেষ্টা করা দরকার। সর্বোপরি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ফিক্হ চর্চার ক্ষেত্রে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করা দরকার। এভাবে বাংলা ভাষায় ইসলামী আইনের প্রচার, প্রসার এবং অনুশীলন হলে গোটা বাংলাভাষা-ভাষী মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারবে। ইসলামী আইনের অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা লাভে ধন্য হবে। ইন্শাআল্লাহ

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে প্রকৃত দীন পালনের তাওফিক দান করুণ। আমিন।

شكرًا لله و تمت بالخير

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল কারীম

২. আল-কুরআনুল কারীম ঃ হিফজুল কুরআন, খাদেমুল হারামাইন শরফাইন আল মাদীনাতুল মুনাওয়্যারা থেকে প্রাকাশিত

৩. আল-কুরআনুল কারীম ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত, বিশতম মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৮ খ্রি.

৪. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস,আস-সিজিস্তানী ঃ *সুনানে আবি দাউদ,* খ.১ ভারত : দারুল ইশ'আত ইসলামিয়্যাহ, কলিকাতা, তাবি।

৫. আন-নাসায়ী, আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শু'আইব ঃ *সুনান-ই নাসায়ী*, কিতাবুল জিহাদ, ঢাকা: কুতুবখানা রাশীদিয়া

৬. আত্তাবরেযী , শায়েখ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবুদল্লাহ খতীব ঃ *মিশকাতুল মাছাবীহ*, দেওবন্দঃ মি'রাজ বুক ডিপো, তাবি

৭. আমিন শহীদ, মুহাম্মাদ ঃ *রাদ্দুল মুহতার 'আলা দুররিল মুখতার*, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যাহ, খ.১, ১৯৯৬ খ্রি.

৮. ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ আল কাযভীনী ঃ *সুনানে ইবনে মাজা,* আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দঃ ভারত, তাবি

৯. ইবন হাম্বল, আহমদ ঃ *আল মুসনাদ*,জিদ্দাঃ মাকতাবাতুল খারাজ, ১৯৯৭ খ্রি.

১০. ইসলাম, মোহাম্মাদ আমিনুল *তাফসীরে নূরুল কুর'আন*, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৪ খ্রি.

১১. খান, মাওলানা মুহউদ্দীন ঃ পবিত্র কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ,মূল তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন। খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প

১২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ *সহীহ মুসলিম শরীফ*,দিল্লী রশিদিয়া প্রেস, ১৩৬৭ হি.

১৩. কুফী, আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি শাইবা ঃ *মুসন্নাফ ইবনে আবি শাইবা*, খ.১২, রিয়াদঃ মাকতাবুতুর রুশদ, তাবি

১৪. আদ দারেমী, আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবু মুহাম্মাদ ঃ *সুনানে দারেমী*, খন্ড-২, বৈরুত : দারুল কিতাব আর আরাবী, পৃ.৪০২

১৫. হাসকাফী, মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন ঃ *দুররুল মুখতার*, ১ম খন্ড, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে যাকারিয়্যা , তাবি

আবদুল্লাহ, আবু মোহাম্মদ ঃ *ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.

১৬. আবদুর রহীম,মুহাম্মদ মাওলানা ঃ *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মোস্তফা রশীদুল হাসান কর্তৃক প্রকাশিত

ঃ *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.

১৭. আব্দুর রহীম, ড. মুহাম্মদ ঃ *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তাবি

১৮. আবদুর রশীদ,খন্দকার ঃ *বগুড়ায় ইসলাম*, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, জুন, ২০০২ খ্রি.

১৯. আবদুর রশীদ, মুহাম্মদ ঃ *শায়খুল হাদীছ আল্লামা নিয়াজ মাখদুম তুকর্কিস্তানী*

Dhaka University Institutional Repository

*(র.)*ঢাকা: সবুজ মিনার প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি.

২০. আবু তালিব, অধ্যাপক মুহাম্মদ ঃ *খুলনা জেলায় ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তাবি

২১. আজমী, মাওলানা নুর মোহাম্মাদ ঃ *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২ খ্রি.

২২. আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ ঃ *নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা*, ঢাকা: বিজয়নগর, ১৯৮৭ খ্রি.

২৩. আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ ঃ *হাকীম হাবীবুর রহমান,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ খ্রি.

২৪. আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ঃ *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ,* ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৬ খ্রি.

২৫. আবদুস সাত্তার, মাওলানা ঃ *তারীখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া*, ঢাকা, খ.১, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৫৯ খ্রি.

২৬. আমীন, মুহাম্মদ তাকী অনুবাদ- আব্দুল মান্নান তালিব ঃ *ইসলামী ফিক্‌হের পটভূমি ও বিন্যাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

২৭. আমীন, এম রুহুল ঃ *বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ*, ঢাকা:ইফাবা, ১ম প্রকাশ,জানুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রি.

২৮. আমীন, মুহাম্মাদ নুরুল ঃ *আল কুরআনের শাশ্বত পয়গাম*, ঢাকা: ইফাবা,অক্টোবর, ২০০২ খ্রি.

২৯. আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ঃ *কিতাবু তাযকিরাতিল হুফফায*, ২য় খন্ড, হায়দারাবাদ: দারিয়াতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৬৮ খ্রি.

৩০. আল-কাত্তান, মান্না খলীল ঃ *আল- হাদীস ওয়াছ ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*, খ.১, সৌদী আরব: আল-মা'রিফ, ১৯৮৮ খ্রি.

৩১. আল ফাসী, মুহাম্মদ ইকসুল হাসাান ঃ *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী*, খ.১, মদীনাহ মুনাওয়ারাহ : আল সাকবাতুল ইসলামিয়্যাহ।

৩২. আল আলওয়ানী, ড. তাহা জাবির ঃ *উসুলিল ফিকহিল ইসলামী*, রিযাদ: আদ দারুল 'ইলমিয়াহ লিল কিতাবিল ইসলামী, ২য় প্রকাশ ১৯৯৫ খ্রি.

৩৩. আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ হাসান ঃ *রংপুরে ইসলাম*, ঢাকা: ইসালামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৯০ খ্রি.

৩৪. আলী, মেহরাব ঃ *দিনাজপুরের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা,

৩৫. আহমদ, ব'নজীর ঃ *খাতামুন্নাবিয়্যিন*, প্রবন্ধ বিশ্বনবীর (সা) জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ,ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রি.

৩৬. আহমদ, এ.কে.এম.নাজির ঃ *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ২০০৬ খ্রি.

৩৭. আহমদ (র.), মাওলানা মমতাজ উদ্দীন ঃ *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা: ইসালামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ খ্রি.

৩৮. আহমদউল্লাহ, শাহসুফী সাইয়্যেদ ঃ *আজিমপুর দায়েরা শরীফ*, ঢাকা: আজিমপুর, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি.

৩৯. আল থানবী, মুহাম্মাদ আলা ইবনুল আলী ঃ *মাওসু' আতু ইস্তিলাহাতিল উসুলিল ইসলামিয়্যাহ*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ শিরকাতু খাইয়্যাত, ১৯৯৬ খ্রি.

৪০. আল বায়াদী, কামালুদ্দীন আহমদ ঃ *ইশারাতুল মারাম মিন 'ইরাতিল ইমাম*, কায়রো, ১৯৯৪ খ্রি.

৪১. আল গাযালী ঃ *আল মুস্তাসফা মিন 'ইলমিল উসুল*, খ.১, করাচীঃ ইদারাতুল ফরমান ওয়াল 'উলুমূল ইসলামিয়্যাহ,

৪২. আজমী, মাওলানা নুর মোহাম্মাদ ঃ *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬ খ্রি.

৪৩. আলী, জিলহজ্জ ঃ *বাংলাদেশের প্রাচীন মসজিদ*, ঢাকাঃ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ১ জুলাই, ২০০৫ খ্রি.

৪৪. আলী, শাহেদ ঃ *বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান*, জিলা কাউন্সিল, ১৯৬৫ খ্রি.

৪৫. ইসলাম, মুফাখখারুল ঃ *উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪ খ্রি.

৪৬. ইসলাম, মুহাম্মাদ নুরল ঃ *জগদ্গুরু মুহাম্মাদ (দ.)* ঢাকাঃ মম প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.

৪৭. ইসলাম, মুহাম্মাদ এযহারুল ঃ *হায়াত-এ-মুফতী-এ-আযম হাটহাজারী*, চট্টগ্রাম, কুতুবখানা ফয়যিয়া, ১৩৯৭হি

৪৮. ইউসুফ, ফজলুল হাসান ঃ *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.

৪৯. ইবনে খালদুন, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ঃ *তারিখ ইবনে খালদুন*, ১ম খন্ড, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.

৫০. ইহসান, মুফতী আমীমুল ঃ *মীযানুল আখবার*, ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪ খ্রি.

৫১. ইয়াকুব আলী, ড.একে এম ঃ *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকাঃ তাম্রলিপি, বাংলাবাজার, ২০০৮ খ্রি.

৫২. এছহাক, হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ ঃ *হযরত ক্বারী ইব্রাহীম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী*, সংশোধিত সংস্করণ, মাঘ, ১৩৯৫ বাংলা

৫৩. উদ্দিন, ড.আ,ই,ম. নেছার ঃ *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৫ খ্রি.

৫৪. ওসমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ তকী ঃ *নকুস-এ-রফতেগা*, দেওবন্দ:মাকতাবা জাবীদ-১৪১৪ হি.

৫৫. উবায়দুল হক ও অন্যান সম্পাদিত, মাওলানা ঃ *ফাতওয়া ও মাসাইল*, খ.১, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬ খ্রি.

৫৬. ওহাব, আব্দুল ঃ *'ইলমূ উসুলিল ফিক্হ (علم اصول الفقه)*,পঞ্চদশ সংস্করণ, কায়রোঃ ১৯৮৩ খ্রি.

৫৭. ওয়াহিদ, ড. আবদুল ঃ *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ঢাকাঃ ঝিঙ্গেফুল, বাংলাবাজার, ২০০৭ খ্রি.

৫৮. করিম, মোঃ আবদুল ঃ *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ২০০২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. করীম, ড. আবদুল ঃ *চট্রগ্রামে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬০. করিম, ড.আবদুল ঃ *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৯৪ খ্রি.

৬১. কিসমতী, জুলফিকর আহমদ ঃ *বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ*, ঢাকাঃ প্রগতি প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রি.

৬২. খান, আব্বাস আলী ঃ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট ২০০৬ খ্রি.

৬৩. খাল্লাফ, 'আবদুর ওহাব ঃ *'ইলুম উসুলিল ফিক্হ*, কায়রোঃ পঞ্চম সংস্করন, ১৯৮৩ খ্রি.

৬৪. জাকারিয়া, এ,কে,এম, ঃ *মিনহাজ-ই-সিরাজ*, তবকাত-আল-নাসিরী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩ খ্রি.

৬৫. জালালাবাদী, মাওলানা শফিকুর রহমান ঃ *হায়াতে আতাহার*, কুতুব খানা মাজহারী, করাচী(তা.বি)

৬৬. টিপু, মুহাম্মাদ আবু নাছের ঃ *বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষাঃ সাম্প্রতিক বাস্তবতা*, ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ খ্রি.

৬৭. তালিব, আবদুল মান্নান ঃ *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০

৬৮. তৈয়্যেব, মুহাম্মদ ও অন্যন্য কর্তৃক সম্পাদিত ঃ *ফাতাওয়ায়ে জামেয়া*, মুফতী আবদুল মু'ঈয (রহঃ) মুফতী ফজলুল হক আমিনী, ঢাকাঃদাওরায়ে হাদীসের ছাত্রবৃন্দ, ১৪১৮-১৯ হিজরী/১৯৯৮

৬৯. দেহলবী,আবদুল মুহাদ্দিস ঃ *আল মুকাদ্দামা*, লাহোরঃ মাকতাবুত মুসতাফায়ী, তাবি

৭০. দেহলবী (র.) , শাহওয়ালী উল্লাহ,আবদুশ শহীদ নাসিম অনূদিত ঃ *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৫ খ্রি.

৭১. নাঈম, মোঃ নাইমুল হক ঃ *কম্পিউটার এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজী*, ঢাকাঃ আইসিটি পাবলিকেশন্স,ডিসেম্বর,২০১১ খ্রি.

৭২. নুরনবী, প্রফেসর মুহাম্মাদ ঃ *ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকাঃ শিখা প্রকাশনী, মার্চ, ২০০৭ খ্রি.

৭৩. নিযামপুরী, মুহাম্মাদ আশরাফ আলী ঃ *দারুল উলুম দেওবন্দ সে দারুল উলুম হাটহাজারী তক*, চট্রগ্রাম, নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.

৭৪. ফরিদী, আবদুল হক ঃ *মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬ খ্রি.

৭৫. বাকী, ড. মুহাম্মাদ আবদুল ঃ *বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা*, ঢাকাঃ ইফাবা, এপ্রিল, ২০০৫

৭৬. বান্না, আজিজুল হক ঃ *বরিশালে ইসলাম*, ঢাকাঃইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪ খ্রি.

৭৭. বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, ইসলামী আইন ঃ *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, ইসালামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. বেগ মিসক্ষী,শায়খ মুহাম্মদ খিযরী ঃ *তারীখু তাশরীইল ইসলামী*, প্রফেসর জামি'আ মিসরিয়্যা মিসর, তারীখে ফিকহে ইসলামী ভূমিকা অংশ, করাচী : দারুল ইশা'আত মুকাবিল মৌলুভী মুসাফিরখানা, পাকিস্তান।

৭৯. মজুমদার, রমেশ চন্দ্র ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীন যুগ, খ.১, কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নবম সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৮

৮০. মাহমুদুল হাসান, ড.সৈয়দ ঃ *ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন),* ঢাকাঃ গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই, ১৯৭৬ খ্রি.

৮১. মিয়া দরবেশ, মোহাম্মদ ইউনুস ঃ *সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক এর সংক্ষিপ্ত জীবনী*, ১ম মুদ্রণঃ ১ অগ্রহায়ন, ১৩৮৪ বাংলা

৮২. মুহাম্মাদ, যুবায়ের ঃ *ইসলামী কুতুবখানা*, দিল্লী:মাকতাবা-এ বুরহান, ১৯৬১ খ্রি.

৮৩. মো:আবদুল্লাহ, ড. ঃ *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.

৮৪. ইসহাক ফরীদী, মাওলানা মুহাম্মাদ ও অন্যান্য ঃ ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ২০০৪ খ্রি.

৮৫. রঞ্জন রায়, নিহার ঃ *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, প্রথম স্বাক্ষরতা সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.

৮৬. রহমান, গাজী শামছুর ঃ *ইসলামী আইনতত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮১ খ্রি.

৮৭. রহমান, ড.মজিবুর ঃ *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা*,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৬ খ্রি.

৮৮. রহমান, মোহাম্মাদ মুজিবুর ঃ *মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি*, ঢাকা, তাবি

৮৯. রহমান, হাকীম হাবিবুর ঃ *আসুদেগান -এ-ঢাকা*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৬ খ্রি.

৯০. রহমান, ড.মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর ঃ *ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনের্ মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকাঃ ইসালামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ , ১৯৯৭ খ্রি.

৯১. রহমান , মাহবুবুর ঃ *ডিজিটাল বিস্ময় প্রেক্ষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ সিসটেক পাবলিকেশন্স লি:, ২০১৩খ্রি.

৯২. রশিদ, আ, ন, ম বজলুর ঃ *আমাদের সুফী সাধক*, ঢাকা :ইসালামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই, ১৯৭৭ খ্রি.

৯৩. রাজী, ড. হানাফী ঃ *আবদুল্লাহ ইবনে মাসুউদ (রা) ও তাঁর ফিক্‌হ,* আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম অনূদিত, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , জুলাই, ১৯৮৮ খ্রি.

৯৪. রাজ্জাক, মোঃ আবদুর ঃ *আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) এর জীবন,* ১৯৯৮ (তা.বি.)

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. রিয্‌ভী, সাইয়্যেদ মাহবুব আবুল ফাতাহ মোঃইয়াহ্‌ইয়া(১ম খণ্ড) ও মাওলানা মুশতাক আহমদ (দ্বিতীয় খণ্ড) অণূদিত ঃ *দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস* ,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০০৩খ্রি.

৯৬. লেখক মন্ডলী ঃ *গবেষণাপত্র সংকলন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার গবেষণা বিভাগ, ২০০৭ খ্রি.

৯৭. লেখক মণ্ডলী ঃ *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন*, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৫ খ্রি.

৯৮. লিটন, মহিবুর রহমান ঃ *বাংলাদেশের মুসলিম ঐতিহ্য*, ঢাকাঃ মাসুম বুক ডিপো, ২০০৫ খ্রি.

৯৯. শামসুদ্দীন, আবুল কালাম ঃ *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা,১ ৯৫৮ খ্রি.

১০০. শাহ বুখারী, হাফেজ মোহাম্মাদ আকবর ঃ *কাওয়ানে থানবী*, ভারত:মাকতুবাতুল এমদাদিয়া, সাহারানপুর, ১৯৯৭ খ্রি.

১০১. সাইয়েদ, ড. আহসান ঃ *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকাঃ এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ খ্রি.

১০২. সালিক, 'আবদুল মজীদ ঃ *মুসলিম সাকাফাত হিন্দুস্তান মে' লাহোর*, ইদারা-এ-সাকাফাত-এ- ইসলামিয়া, তাবি

১০৩. সাত্তার , মুহাম্মাদ আবদুস ঃ *ফরিদপুরে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯৭ খ্রি.

১০৪. সাঈদ, প্রফেসর আহম্মদ ঃ *বজমে আশরাফ কি চেরাগ*, ভারতঃ দারুল কিতাব, দেওবন্দ, ১৯৯৭ খ্রি.

১০৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ঃ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খ. ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.

১০৬. সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা হাসান ঃ *বড়দের ছেলেবেলা*, ঢাকাঃ মাকতাবাতুল আশরাফ, ১৯৯৮ খ্রি.

১০৭. যুহায়লী, ড.ওয়াহবাতুয ঃ *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, খ.১, সপ্তম সংস্করণ, পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল হাক্কানিয়া , ২০০৬ খ্রি.

১০৮. হক,মুহাম্মাদ এনামুল ঃ *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৪৮ খ্রি.

১০৯. হক, ড. এ.এফ.এম. আনওয়ারুল ঃ *শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.): একটি জীবন একটি ইতিহাস* ঢাকাঃ শার্শিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি.

১১০. হক,মোঃ মোজাম্মেল ঃ *বাংলাদেশে প্রাচীন মসজিদ*, ঢাকাঃ রিসালাত প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০৩ খ্রি.

১১১. হক, মোহাম্মাদ আজিজুল ঃ *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯ খ্রি.

১১২. হক, শামসুল ঃ *বাংলা সাময়িকপত্র (১৯৭২-১৯৮৮ খ্রি.)*,ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯২

১১৩. হাসান, ড.এস.এম. ঃ *সোনারগাঁও*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

১১৪. হাযারী, মাওলানা আবদুর রাহীম ঃ *সূফী তত্ত্বের আত্মকথা*, ঢাকাঃ নবরাগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, জানুয়ারী, ১৯৮৮ খ্রি.

১১৫. হাবিবুর রহমান, হাফেজ মাওলানা মোহাম্মাদ ঃ *আমরা যাঁদের উত্তরসূরী*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮

১১৬. হুসেইন খান, মোফাখ্খার ঃ *পবিত্র কুরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ খ্রি.

117. A.Rahim, Dr. ঃ *Social and Cultural History of Bengal,* Pakistan:Karachi, 1947

118. Majumdar(ed), Dr.R.C. ঃ *The History of Bengal(D.U),* Dhaka,Vol.-1

119. karim, Abdul ঃ *Social History of the Muslims in Bengal,* 2nd edition, pp.176,190.

120. Ali, Dr. A.K.M.Ayub ঃ *History of Traditional Islamic Education in Banglades,*Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983

121. Muhamasani ঃ *Philosophy of juris prudence in Islam,* P.8

122. Qadri, Anwar ahmed ঃ *Islimic juris prudence in Modern World,*Edition,1986.

123. Ahmad, Shamsu-din ঃ Inscriptions of Bengal, vol. iv,p18-21

124. Law, ঃ *N.N promotion of Leraning in India London,*1916,pp.108-109

125. Stewart ঃ *History of Bengal,* Calcutta,1813,p.129

পি.এইচডি. থিসিস

১. আখতারুজ্জামান, মোহাম্মদ ঃ *পিরোজপুর, ঝালকাঠী ও বরগুণা জেলায় আরবী-ইসলামী শিক্ষা ঃ একটি পর্যালোচনা,* পিএইচডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অক্টোবর, ২০০৯ খ্রি.

২. আহসান, মোহাম্মাদ কামরুল ঃ *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আলিম সমাজের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯৫),* পিএইচডি. থিসিস, ২০০৮ খ্রি.

৩. আতেকী, মোঃ মাওদুদুর রহমান ঃ *ফিক্হ শাস্ত্র : চর্চা ও মূল্যয়ন (হিজরী ৪র্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী)* পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর, ২০০৮ খ্রি.

৪. রশীদ, মোহাম্মদ হারুনুর ঃ *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এর প্রকাশনা কার্যক্রম: পর্যালোচনা ও বৈশিষ্ট নির্ণয়,* পিএইচডি থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ খ্রি.

৫. রুহুল আমীন, প্রফেসর ড.মুহাম্মদ ঃ *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফীদের অবদান, (১৭৫৭-১৮৫৭),* পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৬. হায়দার, আ,র.ম আলী ঃ *শাহ সুফী সৈয়দ ফতেহ আলী, শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী ও শাহ সুফী মাওলানা নিসারুদ্দীন আহমদ (র.) এই তিন সাধকের জীবন ও কর্মের সমীক্ষা,* পিএইচ.ডি. থিসিস, , ১ এপ্রিল, ১৯৯৭ খ্রি.

৭. সাত্তার, মোঃ আবদুস ঃ *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস ও সমাজ জীবনে উহার প্রভাব*, পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১ খ্রি.

৮. মানজুর, আবু তাহের মুহাম্মাদ ঃ *বাংলাদেশে উচ্চ স্তরে ইসলামী শিক্ষার ক্রম পরিকল্পনা ও উন্নয়ন*, পিএইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারী,২০০৮ খ্রি.

অভিধান /বিশ্বকোষ

১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.২,৫ ফরিদী, আ.ফ.ম. আবদুল হক অন্যান্য সম্পাদিত,১৯৮৭ খ্রি.

২. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*,৮ম মুদ্রণ সংখ্যা ২০০৭

৩. *বাংলা পিডিয়া*, সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত,খ.১মার্চ ,২০০৩ খ্রি.

৪. *লিসানুল ‘আরব (لسان العرب)*, ইবনে মানযুর, আল আফরিকীআল মিসরী, ১৩তম খন্ড, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯০ খ্রি.

পত্র/পত্রিকা

১. *অগ্রপথিক, মাসিক* ঃ মুস্তফা মাসুদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা আগস্ট, ২০০৬

২. *আল কাওসার, মাসিক,* ঃ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ, সহ সম্পাদক, আল কাওসার পত্রিকা

৩. *আত্‌তাহরিক, মাসিক* আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশের একটি মাসিক পত্রিকা, ১৯৯৭

৪. *ইসলামী আইন ও বিচার* ঃ ইসলামিক ল’ রিচার্জ স্টোর এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ,১ম বর্ষ,২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন,২০০৫,ঢাকা

৫. *কুঁড়িমুকুল, মাসিক* ঃ পিরোজপুরঃ ছারছীনা, দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী, নভেম্বর, ২০০৬

৬. *খলিলুর রহমান ও মুকুল* ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, ইসলাম ও রাজনীতি ১ম প্রকাশ ১৯৬৩ ও ৩য় সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৩

৭. *গবেষণা পত্রিকা, ইসলামিক স্টাডিজ* ঃ ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য’, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংখ্যা, ২০০৬-২০০৭ খ্রি.

৮. *জাগো মোজাহিদ, মাসিক* ঃ জসীম উদ্দিন খান পাঠান, মাওলানা মনজুর, ময়মনসিংহঃ নভেম্বর, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

৯.	*তাবিলিগ, পাক্ষিক*	ঃ	পাক্ষিক তাবলিগ, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত প্রকাশনা, ৯১ তম সংখ্যা , ১৯৯৭
১০.	*তাসনীম, মাসিক ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্রাসা*	ঃ	মুনিরুল ইসলাম রফিক, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ও উন্নযনে কিংবদন্তী পুরুষ আল্লামা আতিকুল্লাহ খান, সংখ্যা : অক্টোবর ১৯৯৯
১১.	*দ্বীন-দুনিয়া, মাসিক*		প্রতিষ্ঠাতাঃ মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল জব্বার, ১৯৮০ খ্রি.
১২.	*প্রসপেক্টাস*	ঃ	আল জামি'আ আল ইসলামিয়া, গওহরডাঙ্গা
১৩.	পত্রিকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন	ঃ	ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ৪০ বর্ষ,৪র্থ সংখ্যা, ২০০১ খ্রি.; সাতাশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৭ খ্রি.;এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪ খ্রি.,এপ্রিল-জুন সংখ্যা ১৯৮৮
১৪.	সিদ্দীক, ড.আ.ফ.ম. আবু বকর	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৬ খ্রি.
১৫.	মঈনুল ইসলাম , মাসিক	ঃ	চট্রগ্রাম সম্পাদনা পরিষদ, ১৯৯৫, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃ.৭
১৬.	মদিনা, মাসিক	ঃ	ঢাকা, জানুয়ারী-১৯৯২ খ্রি.
১৭.	রহমত, মাসিক	ঃ	প্রতিষ্ঠাতাঃ মাওলানা মোহাম্মাদ হাফেজ্জী হুজুর
১৮.	হেফাজতে ইসলাম, মাসিক	ঃ	সম্পাদকঃ মাওলানা শায়খ লুৎফুর রহমান,১৩৮৩ বাংলা
১৯.	Journal	ঃ	Asiatic Society of Pakistan, Journal , Dacca vol.1, April ,1968, P.122]
২০.	Gazetteers	ঃ	Bangladesh District , Jessore: 1978), P. 46
২১.	Report	ঃ	Report of the Muslim Education Advisory Committee 1934,P.796)
২২.	Report	ঃ	Bangladesh Election commission Report of the president of Bangladesh-1981.P.67(ANNEXUREC)

স্মরণিকা/বার্ষিকী

১.	আল জামিয়া আল ইসলামিয়া দারুল 'উলুম বরুড়া, কুমিল্লা	ঃ	মাদ্রাসা স্মরণিকা,১৪১৫ হি
২.	আল-আমীন ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ সংস্থা, লাকসাম কর্তৃক সীরাতুন্নবী স্মরণিকা,	ঃ	স্মরণিকা, ১৯৮৮ খ্রি.
৩.	আল-জামিআ আল ইসলামিয়া, ময়মনসিংহ	ঃ	আল-জামি'আ বার্ষিকী, ১৯৯৭খ্রি.
৪.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সমাবর্তন	ঃ	স্মরণিকা ১৯৯৯ খ্রি.
৫.	করুণা মোকামিয়া আলিয়া মাদ্রাসা	ঃ	স্মরণিকা, ১৯৯৮খ্রি.
৬.	কাতলাসেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদ্রাসার	ঃ	মাদ্রাসা স্মরণিকা, ১৯৯৭ খ্রি.
৭.	খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা	ঃ	আল ইত্তেহাদ ,বার্ষিকী ১৯৯৮ খ্রি.
৮.	*চুনতি হাকিমিয়া এম.এ. মাদ্রাসা,চট্রগাম*	ঃ	মাসিক শিক্ষাঙ্গণ, সংখ্যা-সেপ্টেম্বর,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭খ্রি.

৯. জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,চট্রগ্রাম ঃ ‘কামিল বিদায়া স্মরণিকা’৯৫
১০. জামেয়া ইসলামিয়া কাসেমূল উলুম পটিয়া ঃ মাসিক আত-তাওহীদ বিশেষ সংখ্যা, স্মরণিকা, ১৯৮৭ খ্রি.
১১. জামি‘আ ‘আরাবিয়া কাসেমুল ‘উলুম, কুমিল্লা ঃ মাদ্রাসা স্মরণিকা, ১৯৯৬ খ্রি.
১২. জামেয়া আরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা, ঃ আল-জামেয়া স্মরণিকা ’১৯৯৩ খ্রি.
১৩. জে.এম. আহমাদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা চট্রগ্রাম ঃ মাদ্রাসা বার্ষিকী, ১৯৮২খ্রি.
১৪. ঝিনাইদাহ সিদ্দীকিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ঃ মাদ্রাসা বার্ষিকী , ১৯৯৮খ্রি.
১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ ঃ স্মরণিকা, ১৯৯৩খ্রি.
১৬. প্রতিবেদন, বার্ষিক ঃ রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১-১৯৮২খ্রি.
১৭. আল্লামা শামছুল হক স্মরণিকা ঃ *মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এর শিক্ষা জীবন*, মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান সম্পাদিত, খাদেমূল ইসলাম পাবলিকেশন্স, গোপালগঞ্জ, ১৯৯৭ খ্রি.

ওয়েব সাইট/দৈনিক পত্রিকা

১. www. banbeis.gov.bd
২. http://www.islamicfoundation.org.bd/publication_categorie
৩. http://www.bdpressinform.org/list of print midea
৪. http://www.moi.gov.bd/
৫. http://www.du.ac.bd/department/common/facultymember
৬. http://www.iu.ac.bd/departments/al_fiqh.php
৭. http://www.iiuc.ac.bd/faculty-members-dis/
৮. http://www.cu.ac.bd/ctguni/Studies
৯. http://www.ru.ac.bd/isd/academicmembers.html
১০. http://www.bicdhaka.com
১১. http://rahmaniadhaka.com
১২. http://www.qawmee.com/ জামিয়া-লুৎফিয়া-আনওয়ার.html/
১৩. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_mosques
১৪. http://www.betar.org.bd/
১৫. https://bn.wikipedia.org /wiki/বেতার
১৬. http://www.radiofoorti.fm
১৭. http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_Radio
১৮. http://bangla.irib.ir
১৯. http://bn.wikipedia.org/wiki/টেলিভিশন
২০. www.digantatv.com
২১. http://www.peacetvbangla.com/schdule.html
২২. www.at-tahreek.com/tawheederdak

Dhaka University Institutional Repository

২৩. http://www.dailysangram.com
২৪. 'দৈনিক সত্যকণ্ঠ', ঝালকাঠী ১৫মে, ২০০৮,
২৫. দৈনিক ইনকিলাব, ১ নভেম্বর, ২০০১ ,সম্পাদক: এএম এম বাহাউদ্দীন।
২৬. দৈনিক নয়া দিগন্ত, উম্মে ফারহানা খুশী, ঢাকা, ঢাকা,২৯ অক্টোবর, ২০০৪ খ্রি. সম্পাদক: আলমগীর মহিউদ্দীন
২৭. বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা: শনিবার ২৮ আগস্ট, ২০০৪খ্রি.
২৮. দৈনিক প্রথম আলো, সম্পাদক: মতিউর রহমান
২৯. দৈনিক সংগ্রাম, সম্পাদক: আবুল আসাদ
৩০. দৈনিক আমার দেশ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মাহমুদুর রহমান
৩১. দৈনিক যুগান্তর, সম্পাদক: মিজ সালমা ইসলাম
৩২. ফরিদা রহমান, "চীন দেশে ইসলাম" দৈনিক ইত্তেফাক, (মহিলা অঙ্গন) ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ খ্রি
৩৩. নাসির হেলাল, "*বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিকাহিনী*", দৈনিক ইত্তেফাক, ধর্মচিন্তা, ১ অক্টোবর, ১৯৯৯ খ্রি.
৩৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, সম্পাদক: আতিকুল্লাহ খান মাসুদ
৩৫. দৈনিক কালের কণ্ঠ, সম্পাদক: ইমদাদুল হক মিলন

Dhaka University Institutional Repository